কুমারী মাটির ঘুম ভাঙলো

মিখ হল শলোখফ

দ্বিতীয় খণ্ড

অনুবাদ : সত্য গুপ্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশ করেছেন :

সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২।

● প্রচ্ছদ শিল্পী :

খালেদ চৌধুরী

● ছেপেছেন :

শ্রীসন্তোষ কুমার সাহা
সেঞ্চুরী প্রিন্টার্স
৫৯এ বেচু চাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯।

॥ সূচিপত্র ॥

॥ এক ॥

বর্ষার জলে ফেঁপে ফুলে ওঠে মাটি। বাতাস যখন এসে মেঘগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, কড়া রোদ-খাওয়া মাটির বুকে জেগে ওঠে বাষ্পের নীল শিখা। ভোরের বেলা নদী আর ঢালু জমির বদ্ধ জলার ভিতর থেকে জেগে ওঠে কুয়াশা। ঢেউ তুলে পাক খেয়ে খেয়ে এগিয়ে চলে গ্রিমিয়াকি লগ পাড়ি দিয়ে স্তেপ-ভূমির নিচু পাহাড়গুলোর দিকে। তারপর গলে যায়। অজ্ঞাতেই চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গিয়ে নীলকান্ত মণির দীপ্তিতে ঝলমল করে ওঠে। গাছের পাতায় পাতায় কুঁড়ে ঘর আর খামার বাড়ির নল-খাগড়ার খড়ো চালে ছর্‌রা গুলির মতো অজস্র ভারি ভারি শিশির বিন্দু ছড়িয়ে থাকে দুপুর পর্যন্ত। ভারে ঘাসের ডগাগুলি নুয়ে পড়ে।

স্তেপের বিন্না ঘাস হাঁটু সমান হয়ে উঠেছে। সাধারণ শস্য-খেতের ওপারে শুরু হয়েছে ত্রিপর্ণের সুমধুর পুষ্পোদ্‌গম। সন্ধ্যেয় সমগ্র গ্রামখানাকে করবে ও আচ্ছন্ন করে তরুণীর বুকে জাগিয়ে তোলে কামনার ব্যাকুল পিপাসা। দিন দিগন্তের কোলে শীত-ফসলের বিস্তৃত গাঢ় সবুজ প্রাচীর আর বসন্তের ফসল-বোনা মাঠের সতেজ চারাগুলির অসাধারণ বৃদ্ধি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বেলে-মাটির জমিতে জনারের সূচাগ্র অঙ্কুরোদ্‌গম।

জুন-এর মাঝামাঝি আবহাওয়া সুন্দর হয়ে ওঠে। আকাশের বুকে ছিটেফোঁটা মেঘেরও আবির্ভাব হয় না। বর্ষা-ধোয়া পুষ্পিত স্তেপ-ভূমি কাঁধের ওপরে তাপে ঝলমল করে উঠে অপূর্ব শোভা বিস্তার করে। যেন কচি শিশু বুকে নিয়ে এক তরুণী মা, অপূর্ব সুষমামণ্ডিত শান্ত মুখশ্রী, ঈষৎ ক্লান্তির আভাস, কিন্তু সব ঘিরে মাতৃত্বের আনন্দময় পবিত্র মৃদু হাসির আলোর জোয়ার।

রোজ ভোরে আলো ফোটে, গ্রেইট জীর্ণ তেরপলের বর্ষাতিটা কাঁধে ফেলে ইয়াকভ লুকিচ অস্ত্রোভনভ ফসল দেখতে মাঠে বেরিয়ে পড়ে। তারপর যেখান থেকে শিশির ঝলমল বিস্তীর্ণ সবুজ শীতের গম শুরু হয়েছে

বহুক্ষণ ধরে তারই পাশের আলের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্লান্ত বুড়ো পালের ঘোড়ার মতো মাথা নিচু করে নিশ্চল নিথর হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আর মনে মনে ভাবে : গম পাকার সময়ে যদি না দখনে-পুব বাতাস বইতে শুরু করে, গমের গায়ে যদি না শুকনো বাতাসের তপ্ত আঁচ লাগে, তবে যৌথ জোত শস্যে ভরপুর হয়ে উঠবে। জাহান্নামে যাক, অভিশপ্ত সোভিয়েত সরকারের কপালটাই ভালো। আগের দিনে আমরা সময় মতো এক ফোঁটা বৃষ্টির মুখ চোখে দেখিনি, আর এ বছর দেখ না মুশল ধারে জল। তাছাড়া ফসল যদি এবার ভালো হয়, আর যৌথ চাষীরা যদি প্রচুর পরিমাণে শস্য ভাগে পায়, তাহলে কি আর কোনো দিনও ওদের সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারবি? এ জন্মেও না! উপোসী মানুষ হল গে তোমার জঙ্গলের বাঘ। তাকে যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারো। কিন্তু যার ভরা পেট সে হল খোঁয়াড়ের শুয়োর। তাকে নড়াতে পারবে না। অবাক হয়ে যাই, কী ভাবছেন ক্যাপটেন পোলোভৎসেভ? কিসের জন্যে অপেক্ষা করছেন? মাথামুণ্ডু কিছুই আমার বুদ্ধিতে আসে না। সোভিয়েত সরকারকে ধাক্কা দেয়ার এখনই হচ্ছে ঠিক উপযুক্ত সময়। কিন্তু তিনি যেন গা-ই করছেন না...।

অবশ্য, রাগ আর বিদ্বেষ থেকেই এসব চিন্তা জেগে উঠে[illegible] অস্ত্রোভনভের মনে। পোলোভৎসেভের প্রতিশ্রুত সশস্ত্র অভ্যুথা[illegible] দিন গুনে গুনে ও হতাশ হয়ে পড়েছে। খুব ভালো করেই [illegible] যে, পোলোভৎসেভ কিছু আর গা এলিয়ে দিয়ে বসে নেই। তাছাড়া অপেক্ষা করার যথেষ্ট কারণও আছে। প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই দূর দূর গাঁ ও বস্তি থেকে ওর বাগানের পিছন দিকের খাড়া পাহাড়টার মাথা ডিঙিয়ে লোক নেমে আসে খবরাখবর নিয়ে [illegible] আসে পায়ে হেঁটে, ঘন পাতায় ঢাকা পাহাড়ের চূড়োর [illegible] ভিতরে ঘোড়া বেঁধে রেখে। আগে থেকে ঠিক করে রাখা ব্যবস্থা অনুস[illegible] মৃদু টোকার জবাবে আলো না জেলেই ও দোর খুলে দেয়। তারপর পথ দেখিয়ে ওদের নিয়ে যায় ঘরের পিছনের কামরায় পোলোভৎসেভের কাছে। কামরাটার উঠোনমুখো জানালা দুটোর খিল আঁটা থাকে দিন রাত। ভিতরটা ধূসর রঙের মোটা কম্বল দিয়ে মোড়া। কড়া রোদের দিনেও কামরাটা থাকে মাটির নিচের চোরা-কুঠরীর মতো অন্ধকার। আর

অন্ধ চোরা-কুঠরীর মতোই রুগ্ন, স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ আর বাসী, মরা বাতাস। দিনের বেলা পোলোভৎসেভ বা লাতিয়েভস্কি, কেউই বাইরে বের হয় না। মেঝের একটা ঢিলে তকতার নিচে পাতা হাঁড়ির ভিতরেই এই স্বেচ্ছা-বন্দীদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা।

পথে দেশলাই জ্বেলে অস্ত্রোভনভ অতি দ্রুত ঐ গোপনচারী রাতের অতিথিদের প্রত্যেকটি মুখ দেখে নেয়। কিন্তু কোনো দিন একটিও পরিচিত মুখ ওর চোখে পড়েনি। সবাই অপরিচিত। শুধু ওদের চেহারা দেখে মনে হয় যেন ওরা আসছে বহু দূর থেকে। একবার মাত্র সাহসে ভর করে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছিল :

"আপনারা কোত্থেকে আসছেন, কশাক ?"

দেশলাই-এর কাঠিটার কাঁপা কাঁপা আলো চাপ-দাড়িওয়ালা ভালোমানুষ গোছের এক প্রবীণ কশাকের মুখের উপর পড়তেই অস্ত্রোভনভ দেখল তার চোখ দুটো কুঁচকে উঠেছে আর বিদ্রূপের বাঁকা হাসিতে দাঁতগুলো চক্‌চক করছে।

"যমের বাড়ি থেকে আসছি, কশাক," তেমনি শান্ত গলায় ফিস ফিস করে জবাব দিল আগন্তুক, তারপর তীক্ষ্ণ গলায় বল্‌ল :

"শিগ্‌গির আমাকে কর্তার কাছে নিয়ে চল, আর কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবে না।"

দু-দিন পরে সেই দাড়িওয়ালা লোকটি কিছুটা কম বয়েসী আর একটি কশাককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। কি যেন ভারি মতো একটা জিনিস বয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ওদের পায়ের শব্দ মৃদু, প্রায় নিঃশব্দ বললেই চলে। দেশলাই জ্বালল অস্ত্রোভনভ। দেখল, দাড়িওয়ালা লোকটির হাতে দুটো অফিসারের ঘোড়ার জিন। রুপোর কাজ করা দুটো লাগাম ঝুলছে ওর ..র থেকে। অন্যজনার হাতে কালো থসথসে পশমী জোব্বায় জড়ানো বেঢপ একটা বাণ্ডিল।

যেন কতো কালের পরিচিত এমনি ভঙ্গিতে অস্ত্রোভনভ-এর দিকে চোখের ইঙ্গিত করে দাড়িওয়ালা লোকটি জিজ্ঞেস করল :

"ওঁরা ঘরে আছেন তো ? দুজনেই ?" তারপর জবাবের জন্যে অপেক্ষা মাত্র না করে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

অস্ত্রোভনভের আঙুলে ছ্যাঁকা দিয়ে কাঠিটা নিভে গেল। দাড়িওয়ালা

কশাকটি অন্ধকারে কিসে যেন হোচট খেয়ে চাপা গলায় গাল পেড়ে উঠল।

"একটু দাঁড়ান," আঙুল দিয়ে দেশলাই-এর কাঠি হাতড়াতে হাতড়াতে বলে উঠল অস্ত্রোভনভ, কিন্তু ওর আঙুলগুলি হুকুম তামিল করতে গররাজী হয়ে উঠেছে।

পোলোভৎসেভ নিজেই দোর খুলে চাপা গলায় বলে উঠল :

"ভিতরে এস, ভিতরে এস, বলছি। বাইরে দাঁড়িয়ে অমন ভাবে জটলা করছ কেন? তুমিও ভিতরে এস, ইয়াকভ লুকিচ। তোমাকেও দরকার আছে। চুপ করে দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালছি।"

একটা ঝাড়-লণ্ঠন জ্বালল। কিন্তু তার উপরের দিকটা ঢেকে দিল একটা জামা দিয়ে। শুধু মাত্র সরু এক ফালি আলো তির্যকভাবে পড়ল এসে গিরিমাটির রঙ করা মেঝের উপরে।

সম্ভ্রমপূর্ণ অভিবাদন জানিয়ে আগন্তুক দু'জন তাদের বোঝা নামিয়ে রাখল দোরের কাছে। দাড়িওয়ালা লোকটি সামনের দিকে দু-পা এগিয়ে এসে তার বুক পকেট থেকে বের করে আনা একটা প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল। পোলোভৎসেভ খামটা খুলে আলোর কাছে ধরে দ্রুত চিঠিটা পড়ে নিল, তারপর বলল :

"সিদয়কে আমার ধন্যবাদ জানিও। কোনো জবাব যাবে না। বারো তারিখের মধ্যে ওর কাছ থেকে খবর পাবার আশায় থাকবো। তোমরা এখন যেতে পারো। ভোরের আলো নিশ্চয়ই তোমাদের নাগাল পাবে না, কি বলো?"

"কোনো মতেই না। দ্রুতগামী ঘোড়া আছে আমাদের," প্রত্যুত্তরে বলল দাড়িওয়ালা লোকটি।

"কেটে পড়ো তাহলে। তোমাদের কাজের জন্যে ধন্যবাদ।"

"কাজ করতে পেয়ে আমরা আনন্দিত।"

দু'জনেই ওরা ঘুরে দাঁড়াল, ঠিক যেন একটি লোক, শব্দ করে গোড়ালী ঠুকল তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল। শিক্ষা আছে! মনে মনে তারিফ করতে করতে ভাবল অস্ত্রোভনভ। সাবেক কালের শিক্ষা পাওয়া সৈনিক, সেটা ওদের চালচলন দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু ওরা ওদের পদ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করে না কেন?

পোলোভৎসেভ এগিয়ে এসে তার ভারি হাতটা ওর কাঁধের উপরে

রাখল। নিজের অজ্ঞাতেই অস্ত্রোভনভের সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠল। পিঠটা সোজা করে হাত দুটো শক্ত করে দু পাশে রাখল।

"খুব ভালো লোক, কি বলো ?" মৃদু হাসল পোলোভৎসেভ। "ওরা কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না আমাদের সঙ্গে। নরকে হলেও ওরা আমার পিছে পিছে যাবে। ভোইসকোভয় গ্রামের ঐ বদমায়েশ বা ভীরু কাপুরুষগুলোর মতো নয়। আচ্ছা এখন দেখা যাক ওরা কি এনেছে..."

একটা হাঁটুর উপরে ভর দিয়ে বসে পোলোভৎসেভ নিপুন হাতে জোব্বাটার উপরে শক্ত করে বাঁধা কাঁচা চামড়ার দোয়ালটার গেরো খুলতে আরম্ভ করে। কাপড়টার ভাঁজ খুলে বের করে আনে একটা হালকা মেশিন-গানের কতকগুলো খোলা অংশ আর মসৃণ চটের কাপড়ে জড়ানো চারটে মৃদু-উজ্জল গুলির চাকতি। তারপর সন্তর্পণে টেনে বের করল দুটো তলোয়ার। একটা সাদাসিধে কশাক হাতিয়ার, জীর্ণখাপে পোরা। অন্যটা অফিসারের; রুপোর কারুকার্য করা বাঁট আর তাতে অনুজ্জ্বল একটা সেন্ট জর্জ অসি-গ্রন্থি; কালো ককেশীয় কোমরবন্ধের সঙ্গে ঝোলানো রুপোর কাজ করা কালো খাপ।

দু'হাঁটুর উপরে ভর দিয়ে বসে পোলোভৎসেভ তলোয়ারটা তার চিতকরা দু'হাতের চেটোর উপরে রাখল তারপর মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে দিল। যেন ঐ রুপোলী দীপ্তিকে তারিফ করছে মনে মনে। পরক্ষণেই তলোয়ারটাকে বুকে চেপে ধরে কাপা কাপা গলায় বলতে আরম্ভ করল :

"আমার প্রিয়তমে। সুন্দরী আমার। আমার বিশ্বস্ত পুরানো বন্ধু। এখনো তুমি একান্ত একনিষ্ঠভাবে আমার সেবা করে যাবে।"

ওর নিচের ভারি চোয়ালটা ঈষৎ কাঁপছে। উন্মত্ত আনন্দের অশ্রুজল উথলে উঠছে দুচোখ ছেপে। কিন্তু নিজেকে সংযত করে ফ্যাকাশে বিকৃত মুখে অস্ত্রোভনভের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল :

"চিনতে পারছ এটাকে, লুকিচ ?"

প্রবল আক্ষেপে ঢোক গিলতে গিলতে মাথা নাড়ল অস্ত্রোভনভ। চিনতে পেরেছে ও তলোয়ারটাকে। প্রথম দেখেছিল ১৯১৫ সালে অস্ট্রিয়ার ফ্রন্টে, তরুণ তেজস্বী কর্নেট পোলোভৎসেভকে পরতে।

নীরব ঔদাসিন্যে লাতিয়েভস্কি এতক্ষণ তার নিজের বিছানায় শুয়েছিল। এবার উঠে বসল, তারপর খালি পা দুটো দোলাতে দোলাতে এত জোরে আড়ামোড়া ভাঙল যে হাড়গুলো মট মট করে উঠল। তারপর তার একটি

মাত্র চোখের বিসন্ন দৃষ্টির ম্লান আভা ছড়িয়ে ঐ দৃশ্যটি দেখতে লাগল।

"এক হৃদয়বিদারক পুনর্মিলন।" রুক্ষ কর্কশ গলায় বলে উঠল। "বিদ্রোহীর রোমান্স, মনে হচ্ছে যেন। উঃ। মিথ্যা হৃদয়াবেগের দ্বারা ফাঁপানো ফুলানো এই সব ভাবপ্রবণ ব্যাপারগুলো দেখতে কী ঘৃণাই না লাগে আমার!"

"চুপ করে থাকো।" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল পোলোভৎসেভ।

কাঁধ ঝাঁকাল লাতিয়েভস্কি।

"কেন চুপ করে থাকব? আর চুপ করে থাকবই-বা কি সম্পর্কে?"

"চুপ করো দয়া করে!" খুব ধীর কণ্ঠে বলল পোলোভৎসেভ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অতি আস্তে, প্রায় গোপন পায়ে এগিয়ে গেল বিছানাটার দিকে।

ওর কাঁপা কাঁপা বাঁহাতে তলোয়ারটা ধরা, আর ডান হাতে মুঠো করে আঁকড়ে ধরেছে গায়ের ধূসর রঙের জামার কলারটা। নিদারুণ আতঙ্কে অস্ত্রোভনভ দেখল পোলোভৎসেভের উন্মত্ত চোখের তারা দুটো এসে মিশেছে নাকের গোড়ায় আর ফোলা ফোলা মুখখানার রঙ গায়ের জামাটার সঙ্গে একাকার হয়ে উঠেছে।

দুহাতের ভিতরে মাথাটা ধরে লাতিয়েভস্কি তেমনি চুপচাপ চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে।

"নির্ভেজাল অভিনয়!" ঘৃণার হাসি হেসে বলল লাতিয়েভস্কি। ওর একটি মাত্র চোখ উপরের সিলিং-এ নিবদ্ধ। "দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রাম্য রঙ্গমঞ্চেও অনেক অনেক বার দেখেছি এ-সব। দেখে দেখে বিরক্ত ধরে গেছে!"

পোলোভৎসেভ ওর দু-পা দূরে এসে দাঁড়াল। তারপর নিদারুণ ক্লান্তির ভঙ্গিতে হাত তুলে কপালের ঘাম মুছে ফেলল। পরক্ষণেই ওর হাতটা যেন অসাড় হয়ে ঝুলে পড়ল পাশের দিকে।

"স্নায়ু…… …", পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো ক্ষীণ খসখসে গলায় বলল পোলোভৎসেভ। পরক্ষণেই ওর মুখটা এক পাশে ঘুরে গিয়ে ঈষৎ হাসির মতো ভাব করে দীর্ঘ আক্ষেপে কুঁচকে কুঁচকে উঠতে লাগল।

"এ কথাটাও বহুবার শুনেছি এর আগে। বুড়ি মাগীদের মতো কোরো না পোলোভৎসেভ! আত্মস্থ হও।"

"স্নায়ু", খেদের সঙ্গে বলল পোলোভৎসেভ, "আমার এই স্নায়ুগুলোই

আমাকে শেষ করে দিচ্ছে……অন্ধকারে এই কবরের ভিতরে থেকে থেকে তুমি যেমন ক্লান্ত হয়ে উঠেছ, তেমনি আমিও ঠিক তোমারই মতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি……”

“অন্ধকার হচ্ছে জ্ঞানী লোকের বন্ধু। জীবন সম্পর্কে দার্শনিক চিন্তা জাগিয়ে তোলে। আসলে, যাদের রক্তদুষ্টি রোগ আছে, ব্রোনযুক্ত কুমারী মেয়ে আর পেট-খারাপ ও আধ-কপালে মাথা ধরায় ভোগা মেয়েমানুষ, প্রকৃতপক্ষে একমাত্র তারাই শুধু স্নায়ুর ব্যারামে ভোগে। একজন অফিসারের পক্ষে স্নায়ুর ব্যারাম হচ্ছে লজ্জার, অগৌরবের! তাছাড়া ওটা তোমার নিছক ভড়ং পোলোভৎসেভ! স্নায়ুঘটিত কোনো ব্যাপারই তোমার নেই। নেহাতই একটা খেয়াল! বিশ্বাস করি না আমি তোমার কথা! একজন অফিসার হিসেবে শপথ করে বলছি এতটুকুও বিশ্বাস করি না!”

“তুমি অফিসার নও, তুমি হচ্ছো একটি শুয়োরের বাচ্চা!”

“ও কথাটাও এর আগে আমি বহুবার শুনেছি তোমার মুখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে আমি ডুয়েল লড়তে আহ্বান করব না, চুলোয় যাও তুমি! ওটা এখন আর স্থান বা কালোচিত নয়। করবার মতো ঢের জরুরী কাজ আছে আমার হাতে। তাছাড়া শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমার, তুমি তো জানো, ডুয়েল লড়া হয় তলোয়ার দিয়ে, পুলিসের সেপাইর মাছি-মারা যন্তর দিয়ে নয়—এইমাত্র, একটু আগেই যে ধরণের একটাকে তুমি অমন করুণ হৃদয়বিদারকভাবে বুকে চেপে ধরেছিলে। একজন অভিজ্ঞ গোলন্দাজ-সৈনিক হিসেবে ঐ ধরণের অকেজো বাহারের জিনিসকে আমি ঘৃণা করি। তাছাড়া, তোমাকে ডুয়েলে আহ্বান না করার আরো একটা যুক্তি আছে: তোমার জন্ম নিচু ঘরে, আমি হলাম অন্যতম প্রাচীন বংশের এক পোল অভিজাত, যা……”

“এই দ্যাখ, ওরে পোলদেশের শুয়োরের বা……জমিদার!” রুক্ষকণ্ঠে বাধা দিয়ে বলে উঠল পোলোভৎসেভ। হঠাৎ ওর গলার স্বরে ফিরে এল স্বাভাবিক দৃঢ়তা, বেজে উঠল আদেশের ধাতব ঝংকার।

“তোর এত বড়ো দুঃসাহস যে তুই সেণ্ট জর্জের অস্ত্রকে উপহাস করিস? আর একটা কথাও যদি তোর মুখ থেকে বের হয় তবে কুকুরের মতো তোকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব!”

বিছানার উপরে উঠে বসল লাতিয়েভস্কি। এতক্ষণের বিদ্রূপের

হাসির লেশটুকুও নিঃশেষে মুছে গেছে ওর ঠোঁটের কোণ থেকে। অকৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল :

"হ্যাঁ, এখনকার এটা এমন একটা জিনিস যা আমি মানি! তোমার গলার স্বর তোমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অকপট ঐকান্তিকতার পরিপন্থী। সুতরাং আমি চুপ করলাম।"

আবার ও শুয়ে পড়ল তারপর ফ্লানেলের কম্বলটা থুতনীর কাছ অবধি টেনে দিল।

"তবুও তোকে আমি খুন করব", ওর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে জেদের সঙ্গে বলল পোলোভৎসেভ। "এই তলোয়ারটা দিয়েই আমি পোলদেশের একটা অভিজাত শুয়োরের বাচ্চাকে টুকরো করে ফেলব। আর কবে সেটা করব জানিস? যে মুহূর্তে দন-এর বুক থেকে সোভিয়েত সরকারকে উচ্ছেদ করবো ঠিক সেই মুহূর্তে!"

"ভালো কথা, তা যদি হয় তবেতো পাকা বুড়ো বয়েস পর্যন্ত বেঁচে-বর্তে থাকব। হয়ত চিরকালই বেঁচে থাকব", হাসতে হাসতে বলল লাতিয়েভস্কি তারপর একটা গাল পেড়ে দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুলো।

দোরের কাছে দাঁড়িয়ে অস্ত্রোভনভ। একবার এ পায়ে একবার ও পায়ে ভর দিচ্ছে, যেন সে দাঁড়িয়ে আছে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে। অনেক চেষ্টা করেছে ঘর থেকে কেটে পড়ার, কিন্তু প্রতিবারেই পোলোভৎসেভ ইঙ্গিতে নিবৃত্ত করেছে ওকে। অবশেষে আর থাকতে না পেরে একান্ত অনুনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করল : "আমাকে যেতে দিন, হুজুর! কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো ফুটে উঠবে, খুব ভোর ভোর থাকতেই আবার মাঠে যেতে হবে।"

একটা চেয়ারের উপরে বসে পড়ল পোলোভৎসেভ। হাঁটুর উপরে আড়াআড়ি করে রাখল তলোয়ারখানা তারপর ওটার উপরে ঝুঁকে পড়ে বহুক্ষণ নীরব হয়ে রইল।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ আর টেবিলের উপর রাখা ওর বড়ো ঘড়িটার টিক্ টিক্ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। অস্ত্রোভনভ ভাবতে শুরু করল যে ও ঝিমোচ্ছে। কিন্তু আচমকা বেঁটে মোটা ভারি দেহটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পোলোভৎসেভ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল : "এই জিন দুটো নাও লুকিচ, বাকিগুলো আমি নিচ্ছি।

চলো কোনো একটা নিরাপদ শুকনো জায়গায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে আসি। বোধহয় ঐ সেটার ভিতরে—কি বলে ওকে ছাই,—ঐ যে সেই ছাউনিটার ভিতরে, যেখানে তোমার জ্বালানি কাঠ কুটো রাখো, কি বলো ?"

"হ্যাঁ, ওটা ভালো জায়গা," সানন্দে সায় দিল অস্ত্রোভনভ। কারণ, বহুক্ষণ থেকেই এ ঘরটার ভিতর থেকে বাইরে যাবার জন্যেও আকুলি বিকুলি করছিল মনে মনে।

কিন্তু জিন-এর গায়ে হাত দিতেই, যেন আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে এমনি ভাবে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়াল লাতিয়েভস্কি।

"করছটা কি শুনি ?" হিস্ হিস্ করে ফুঁসে উঠল। ওর একটি মাত্র চোখ আগুনের ভাঁটার মতো ভয়ঙ্করভাবে জ্বল জ্বল করে উঠল। ভাবছ, কি করতে যাচ্ছ, জিজ্ঞেস করি ?"

জোব্বাটার উপরে ঝুঁকে ছিল পোলোভৎসেভ, সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করল :

"কি ব্যাপার ? কিসে তোমার মেজাজ বিগড়ে গেল ?"

"নিজে বুঝতে পারছ না ? জিনগুলো আর ঐ মরচে ধরা লোহার টুকরোটা ইচ্ছে হয় তো লুকিয়ে রাখো গে, কিন্তু ঐ মেশিনগানটা আর গুলির চাকতিগুলো রেখে দাও। বন্ধুর বাগান বাড়িতে কিছু আর বাস করছ না। যে-কোনো মুহূর্তেই মেশিনগানটার দরকার পড়তে পারে। আশা করি কথাটা এবার মগজে ঢুকেছে।"

একটু ভেবেই রাজী হয়ে গেল পোলোভৎসেভ।

"হয়তো তোমার কথাটাই ঠিক রেডজিউইল বেজন্মা। সব কিছুই থাক এখানে তা হলে। ইয়াকভ লুকিচ তুমি এবার ঘুমোতে যেতে পারো, এখন তুমি মুক্ত।"

পুরানো দিনের সামরিক শিক্ষা কী দীর্ঘস্থায়ী না হতে পারে! অস্ত্রোভনভ কিছু ভাববার অবকাশ পাওয়ার আগেই আপনা থেকেই ওর খালি পা দুটো সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা "লেফট এবাউট টান" করে ফেলল আর জমে যাওয়া গোড়ালী দুটো একটা শুকনো, প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে খট্ করে এসে একত্র হল। পোলোভৎসেভ লক্ষ্য করে একটু মুচকি হাসল। কিন্তু দোরটা টেনে দিয়ে বাইরে আসতেই অস্ত্রোভনভ তার নিজের ভুল বুঝতে

পারল। দাড়িওয়ালা শয়তানটা ওর ঐ চতুরতা দিয়ে আমাকে বিপদের জালে জড়িয়ে ফেলেছে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ভাবল মনে মনে।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগে পর্যন্ত ও দু-চোখ এক করতে পারল না। অভ্যুত্থানের সাফল্যের আশায় পরক্ষণেই জেগে ওঠে ওর মনে ব্যর্থতার দুশ্চিন্তা। তাছাড়া পোলোভৎসেভ ও লাতিয়েভস্কির মতো এই ধরনের দুজন আক্রমণকারীর সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলার মতো হঠকারিতার জন্যে বিলম্বিত অনুতাপ। বড্ডো অবিমৃষ্যকারিতা হয়ে গেছে। খাঁড়ার তলায় নিজেই নিজের গলা বাড়িয়ে দিয়েছি। মনে মনে ককিয়ে চলে অস্ত্রোভনভ। দুদিন সবুর করা উচিত ছিল আমার, আমি যেমন একটা বুড়ো ছাগল, আমার পক্ষে উচিত ছিল কিছু দিনের জন্যে একটু পেছনে থাকা। এই আলেকজান্দার আনিসিমোভিচ্-এর মতো নিজেকে প্রকাশ্য শত্রু করে না তোলা। যদি ওরা কমিউনিস্টদের হটিয়ে দিতে পারত, তখন গিয়ে যোগ দিতাম ওদের সঙ্গে আর তার সুবিধাটুকু আদায় করে নিতাম। কিন্তু এখন এমনও হতে পারে যে, কিছু জানতে পারার আগেই হয়ত দেখলাম আমি গাড়ির ভিতরে বসে আছি। কিন্তু ব্যাপারটা এদিক থেকে দেখা যাক —আমি পিছিয়ে রইলাম আর অন্য সবাই তা-ই করল, কী ঘটবে তবে? বাকি সমস্ত জীবনটা কি এই অভিশপ্ত সোভিয়েত সরকারকে আমাদের পিঠের উপর সওয়ার হয়ে চেপে বসে থাকতে দেব? তা-ও সম্ভব নয়! আবার লড়াই ছাড়াও এর হাত থেকে মুক্তি পাবো না, নিশ্চই পাবো না তা! একমাত্র যদি নির্দিষ্ট কিছু একটা ঘটে···। বিদেশী সৈন্য আর কুবান থেকে সাহায্য আসার কথা শপথ করে বলেছেন আলেকজান্দার আনিসিমোভিচ। কথাটা শুনতে খুবই চমৎকার। কিন্তু তার ফলটা হবে কি? একমাত্র ভগবানই জানেন! ধরা যাক যদি মিত্রশক্তি আমাদের মাটিতে সৈন্য নামানোর পরিকল্পনা পরিত্যাগই করে, তখন? তার পরের ব্যাপারটা কি? ১৯১৯ সালে যেমন করেছিল তেমনি হয়ত তারা তাদের বিলাতী গ্রেটকোট পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা বহালতবিয়াতে ঘরে বসে কফি খাবে আর মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি লুটবে—ঐ গ্রেটকোটগুলো তখন ঢের কাজে লাগবে আমাদের! আমরা আমাদের নাকের রক্তমাখা সিকনি মুছবো ওগুলো দিয়ে, সেই পর্যন্তই ব্যস্! বলশেভিকরা আমাদের পিষে ছাতু করে দেবে, সেটা যে ওরা করবে তা ঈশ্বরের অস্তিত্বের মতোই সুনিশ্চিত। এ কাজে ওরা খুবই দড়। তারপর

আমরা যারা ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম তাদের খেল খতম। দন-এর স্তেপভূমির সব কিছুই তখন ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে নিজের জন্য এত বেশি দুঃখ হল অস্ত্রোভনভের মনে, যে হয়ত সে কেঁদেই ফেলত। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, কঁকাল, ক্রুশ করল, বিড়বিড় করে প্রার্থনা আওড়াল তারপর ওর ক্ষতবিক্ষত মন আবার ফিরে এল সাংসারিক ব্যাপারে। কেন আনিসিমোভিচ আর ঐ কানা পোলটা এক সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারে-না? কি নিয়ে ওরা একে অন্যের টুঁটি কামড়ে ধরছে? সামনে বিরাট কাজ আর ওরা কিনা একটা কুকুরশালার ভিতরে দুটো জংলী কুকুরের মতো খেয়ো-খেয়ি করছে! আর ঐ কানা লোকটাই বেশিরভাগ সময়ে ঝগড়া শুরু করে। লোকটা অসৎ। এই বলছে এক কথা পরক্ষণেই আবার বলছে অন্য কথা। খারাপ লোক। একটুকুও বিশ্বাস করি না আমি ওকে। লোকে যে বলে "কানা, কুঁজো আর নিজের বৌকে কখনো বিশ্বাস করো না" এতে আর আশ্চর্য কি? আলেকজান্দার আনিসিমোচিভ একদিন ওকে খুন করবে, তা সে করবেই! যাক গে, ওর মুক্তি হোক, কোনো ক্রমেই ও লোকটা আমাদের বিশ্বাসযোগ্য নয়। তারপর এই সব অস্বস্তিকর চিন্তায় কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে অস্ত্রোভনভ খানিকক্ষণের জন্যে উদ্‌বেগভরা ঘুমে আছন্ন হয়ে পড়ল।

দুই

অস্ত্রোভনভের যখন ঘুম ভাঙল তখন রোদে ছেয়ে গেছে। এক ঘন্টার অল্প কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই সে অনেকগুলো স্বপ্ন দেখে ফেলল। প্রত্যেকটা স্বপ্নই আগের দেখা স্বপ্নটার চাইতে আরো উদ্‌ভট আরো বিচিত্র। দেখলো গির্জার ভিতরে যেখানে বাইবেল পড়া হয় সেই ডেস্কটার কাছে ও দাঁড়িয়ে, তরুণ চটপটে। গায়ে নিখুঁত একটা বরের পোশাক। আর ওর পাশে বিয়ের গাউন আর মেঘের মতো সাদা ওড়নায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে লাতিয়েভস্কি। এ-পা ও-পা করে উৎকটভাবে লাফাচ্ছে আর তার কামার্ত পরিহাসভরা একক চোখটা মটকে মটকে ওকে নির্লজ্জ আহ্বানে উত্যক্ত করে তুলছে। "ওয়াক্ল আগাস্তোভিচ" শুনতে পেল অস্ত্রোভনভ যে সে নিজেই বলছে, "দুজন দুজনকে বিয়ে করাটা মোটেই ভালো হচ্ছে না আমাদের। মোটেই যোগ্য নন আপনি। তাছাড়া নিজেই জানেন যে আপনি এখনো পুরুষ মানুষ। সুতরাং কি লাভ?

আর তাছাড়া আমি আগেই বিয়ে করেছি। আসুন এসব ঘটনাই আমরা পুরুতকে বলি, নইলে তিনি আমাদের গাঁটছড়া বেঁধে দেবেন আর তখন গোটা গাঁয়ের উপহাসের পাত্র হয়ে উঠব আমরা। কিন্তু লাতিয়েভস্কি তার নিজের ঠাণ্ডা হাতটা দিয়ে অস্ত্রোভনভের হাতটা চেপে ধরল তারপর ওর কানের কাছে ঝুঁকে গোপনে ফিস ফিস করে বলল : "কাউকে বলো না যেন যে তুমি বিবাহিত! দেখো, আমি এমন একখানা বৌ হবো তোমার যে নাভিশ্বাস উঠে যাবে?" "জাহান্নামে যা তুই এক চক্ষু শয়তান!" চিৎকার করে বলতে চাইল অস্ত্রোভনভ, হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নিতে চাইল ওর হাতের মুঠো থেকে। কিন্তু লাতিয়েভস্কির আঙুলগুলো যেন ইস্পাতের মতো শক্ত আর ওর নিজের গলার স্বরও যেন অদ্ভুতভাবে মরে গেছে। ঠোঁট দুটো মনে হচ্ছে যেন তুলোর। ভীষণ রাগে থুথু ছিটাতে ছিটাতে অস্ত্রোভনভ উঠে বসল। ওর দাড়ি আর বালিশ চটচটে থুথুতে মাখামাখি হয়ে গেছে।

যেইমাত্র ও ক্রুশ করে "ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করো" বলে ফিসফিস করে আওড়াল পরমুহূর্তেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল। আবার একটা স্বপ্ন দেখল, যেন ও আর ওর ছেলে আগাফন দুবৎসভ আর অন্য সব গাঁয়ের লোকেরা মিলে একটা বিরাট শস্যখেতের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর একজন সাদা পোশাক পরা তরুণী ওভারসিয়ারের তত্ত্বাবধানে টমেটো তুলছে! কেন যেন ও নিজে আর ওর সঙ্গের সমস্ত কশাকরাই উলঙ্গ। কিন্তু ও নিজে ছাড়া আর কেউই তাদের নগ্নতার জন্যে কোনো লজ্জা অনুভব করছে না। ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দুবৎসভ একটা টমেটো গাছের উপরে ঝুঁকে রয়েছে আর প্রবল হাসি ও ঘৃণাভরা রাগে বুঁজে আসা গলায় অস্ত্রোভনভ বলছে : ওরে লাল রঙের খোজা, অন্ততপক্ষে অমন করে শরীর ঝোঁকানোটা বন্ধ কর! ঐ মেয়েছেলেটার কথা মনে রাখিস!

নিদারুণ বিরক্তির সঙ্গে অস্ত্রোভনভ উবু হয়ে পিঠ উঁচু করে বসে কেবল মাত্র ডান হাত দিয়ে টমেটো তুলছে। আর উলঙ্গ স্নানার্থীরা জলে নামবার আগে যেমন করে ধরে থাকে ওর বাঁ হাতটা ঠিক তেমনি করে ধরা। যখন ঘুম ভাঙল, ভীত বিস্ফারিত চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি সামনের দিকে মেলে দিয়ে বহুক্ষণ বিছানার উপরে বসে রইল। এই সব নোংরা স্বপ্ন কিছু আর অমনি অমনি আসে নি। সামনে খুবই একটা অমঙ্গল আসছে! মনে মনে ভাবল অস্ত্রোভনভ। বুকের ভিতরে যেন একটা অস্বস্তিকর

বোঝার ভার অনুভব করল। এখন এই সম্পূর্ণ জাগা অবস্থায় দেখা স্বপ্নগুলোর কথা মনে পড়ে সেগুলোর উদ্দেশ্যে থুথ ফেলল।

নিদারুণ একটা বিশ্রী মন-মেজাজ নিয়ে ও জামা কাপড় পরল। পায়ের কাছে ঘড় ঘড় করতে করতে ঘনিয়ে আসা বেড়ালটাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিল। তারপর প্রাতঃরাশে বসে কোনো প্রত্যক্ষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও বৌকে বেকুব বলে গাল পাড়ল। এমন কি, ঘর-গেরোস্তালীর ব্যাপারে একটা নির্বোধ মন্তব্য করার জন্যে ছেলের বৌকে চামচে ঘুরিয়ে এমন ভাবে ধমকাল যেন সে বয়স্থা মেয়েছেলে নয়, নেহাৎই একটা কচি খুকি। বাপের অসংযত আচরণে মজা পেয়ে সেমিয়ন ভয় পাওয়া বোকা বোকা মুখ করে নীরব হাসিতে সর্বাঙ্গ ফুলেফুলেওঠা বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল। এটাই হল শেষ ঘৃতাহুতি। হাতের চামচটা টেবিলের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিদারুণ রাগে বুঁজে আসা গলায় চিৎকার করে উঠল: "এমন দিন আসছে শিগ্‌গিরই, যখন মুখের উল্‌টো দিক দিয়ে হাসতে হবে!"

প্রাতঃরাশ শেষ না করেই অস্ত্রোভনভ খুব ঘটা করে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। কিন্তু কপাল খারাপ, হাতটা পড়ল গিয়ে ঝোল-এর গামলাটার কানায় আর কাত হয়ে বাকি গরম ঝোলটা পড়ে গেল ওর ট্রাউজারের উপরে। ওর ছেলের বৌ দু-হাতে মুখ ঢেকে ছুটে দোরের পথের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল, মুখ নিচু করে দু'হাতের ভিতরে মাথা রেখে বসে রইল সেমিয়ন। প্রবল হাসির ঘায়ে ওর পেশীবহুল পিঠ আর কাঁধ দুটো দারুণ আক্ষেপে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। এমনকি অস্ত্রোভনভের চির-গম্ভীর স্ত্রীও সে আমোদ চেপে রাখতে পারল না।

"তোমার কি হয়েছে আজ বলো তো?" হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল ওর স্ত্রী। "বিছানার উল্‌টো দিক থেকে নেমেছ না দুঃস্বপ্ন দেখেছ?"

"তার তুই কি জানবি, বুড়ি ডাইনী?" ভীষণ রাগে চিৎকার করে টেবিল ছেড়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে গেল অস্ত্রোভনভ।

রান্না ঘর থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে দোরের খুঁটিতে পোঁতা বেরিয়ে থাকা একটা পেরেকে বেঁধে ওর গায়ের নতুন কেনা সাটিনের জামাটার হাতা কব্‌জি থেকে কনুই পর্যন্ত ফেঁড়ে গেল। তারপর ঘরে গিয়ে যখন সিন্দুকের ভিতরে হাঁতড়ে আর একটা জামা

খুঁজছিল তখন দেয়ালের গায়ে অসাবধানে ঠেকনো দিয়ে রাখা ডালাটা ধপ্ করে পড়ল ওর মাথার পিছন দিকে।

"ওহঃ নরক! কী একখানা দিনই বটে!" নিদারুণ বিরক্তিতে বলে উঠেই অসাড় দেহে একটা টুলের উপরে বসে পড়ে মাথার খুলির উপরে আবের মতো ফুলে ওঠা জায়গাটায় হাত বুলাতে লাগল।

কোনো রকমে ঝোলের দাগভরা ট্রাউজার আর ছেঁড়া সার্টটা বদলে নিল কিন্তু এমন তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়ল যে ট্রাউজারের সামনের দিকের বোতাম আটতেই ভুলে গেল। এমনি অশোভন অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে প্রায় যৌথ জোতের কাছ অবধি চলে এল কিন্তু মনে মনে অবাক হয়ে গেল এই ভেবে যে পথে যে-সব মেয়ের সঙ্গে দেখা হচ্ছে তারা কেন ওকে দেখে অমন অদ্ভুত ভাবে মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে পাশ কাটিয়ে। ওর এই বিস্ময়ের ভাবটা সরাসরিভাবেই ভাঙিয়ে দিল ঠাকুর্দা শচুকার।

"বুড়ো হয়ে যাচ্ছো, ইয়াকভ লুকিচ?" ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পরম দরদের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল শচুকার।

"কি বলছ, আর তুমি বুঝি জোয়ান হচ্ছ দিনে দিনে? চেহারা দেখে তো তা মনে হয় না। চোখ দুটো খরগোসের চোখের মতো লাল, আর জল গড়াচ্ছে।"

"রাত্রে পড়াশুনা করার জন্যে আমার চোখ থেকে জল পড়ে। বুড়ো বয়সে আবার পড়তে শুরু করেছি। সব রকমের উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছি কিন্তু তবুও আমি নিজেকে ফিটফাট রাখি। যদিও তুমি দেখছি খুবই ভুলো হয়ে উঠেছ, ঠিক যেন একটি বুড়ো মানুষ…"

"কি দেখে ভাবলে একথা?"

"দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছ, জন্তু জানোয়ারগুলোকে বেরিয়ে পড়তে দিচ্ছ যে…"

"সেমিয়ন বন্ধ করে দেবেখন," অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল অস্ত্রোভনভ।

"সেমিয়ন কখনো তোমার হয়ে দরজা বন্ধ করবে না…"

অস্বস্তিকর কিছু একটা আন্দাজ করে অস্ত্রোভনভ নিচের দিকে তাকাল। পরক্ষণেই জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে ক্ষিপ্র নিপুনতায় আঙুলগুলো দিয়ে কাজ শুরু করে দিল। সে-দিনের সেই অভিশপ্ত, সকালের দুর্ভোগের

পশরা পূর্ণ করতে যেমনি ও ব্যবস্থাপনা দপ্তরে ঢোকার জন্যে ভিতরে পা বাড়ালো অমনি সামনে পড়ে থাকা বড়ো গোছের একটা আলুর উপরে পা পড়ে সটান হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

এটা কিন্তু সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি। চোখে সচরাচর যা কিছু দেখতে পাওয়া যায়, এ সব কিছু মিলে এটা তার চাইতে নিশ্চয়ই অনেক বেশি। কু-সংস্কারাচ্ছন্ন অস্ত্রোভনভ মনে মনে দৃঢ়ভাবে অনুভব করল যে, ওর অদৃষ্টে বিরাট একটা দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসছে। বিবর্ণ মুখ আর কাঁপা কাঁপা ঠোঁট নিয়ে ও দাভিদভের কামরায় গিয়ে ঢুকে বলল: "শরীরটা খুবই খারাপ লাগছে কমরেড দাভিদভ, আজ যদি আমি কাজে না যাই কিছু মনে করবেন কি? গুদাম-কর্মচারী যাবেখন আমার বদলে"

"হ্যাঁ, চেহারাটা আপনার তেমন ভালো দেখাচ্ছে না, লুকিচ," বিবেচনা করে বলল দাভিদভ। "যান গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আপনি নিজেই কি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে যাবেন না আমি পাঠিয়ে দেবো তাকে?"

একটা হতাশার ভঙ্গি করে বলল অস্ত্রোভনভ, "ডাক্তারের দরকার নেই আমার, একটা ঘুম দিলেই নিজে নিজে চাঙ্গা হয়ে উঠবখন।"

বাড়িতে পৌঁছে দোর বন্ধ করে দেবার হুকুম করল অস্ত্রোভনভ। তারপর জামা কাপড় খুলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যে সর্বনাশ ওর মাথার উপরে ঝুলছে, ধৈর্যের সঙ্গে তারই আসার অপেক্ষা করতে লাগল। এ সব কিছুই ঘটছে ঐ জান কালি করে দেয়া সরকারের জন্যে,—মনে মনে গজরাতে লাগল অস্ত্রোভনভ। দিন বলো, রাত বলো একটা মুহূর্তের জন্যও এর জ্বালায় শান্তি নেই! রাতের বেলা এমন সব বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখব, আগের দিনে যা কস্মিন কালেও জানিনি। তা ছাড়া দিনের বেলায় তো ঝঞ্ঝাটের অন্ত নেই...ঈশ্বর আমাকে যতটা পরমায়ু দিয়েছেন এই রকমের একটা সরকারের অধীনে কখনোই তত দিন বেঁচে থাকতে পারবো না। সময় আসার আগেই আমাকে তল্‌পি গোটাতে হবে, নিশ্চই গোটাতে হবে তা জানি!

সেদিন অবশ্য ওর অমঙ্গলের আশঙ্কাকে সঠিক প্রমাণিত করার মতো কোনো কিছুই ঘটল না। বিপদটা এল দেরিতে। এল দুদিন পরে, আর এক একান্ত এক অপ্রত্যাশিত দিক থেকে।

শুতে যাবার আগে অস্ত্রোভনভ এক গেলাস ভদকা টেনে তার মনোবল

সুরক্ষিত করে নিল। রাতটা বেশ আরামেই কাটল। কোনো দুঃস্বপ্ন দেখল না। সকালে আবার ওর খুশিভরা মেজাজ ফিরে পেল। যাক বিপদ কেটে গেছে।—খুশিমনে ভাবল অস্ত্রোভনভ। স্বভাবসুলভ ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে দিনটা কাটিয়ে দিল। কিন্তু পরের দিন, শনিবার, স্ত্রীকে কেমন যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে জিজ্ঞেস করল: "মনে হচ্ছে তোমার মন মেজাজ তেমন ভালো নেই গিন্নী, কি ব্যাপার? গোরুটার কিছু হল নাকি? কাল যখন পাল থেকে ফিরে এল, দেখে মনে হল যেন তেমন চমবনে ভাবটা নেই।" প্রত্যুত্তরে ওর স্ত্রী ছেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল তারপর বলল: "সেমিয়ন একটু বাইরে যাতো, তোর বাবার সঙ্গে আমার দুটো কথা বলার আছে।"

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল সেমিয়ন, অসন্তোষভরা বিরক্তির সুরে বলে উঠল: "এ-সব ঢাকঢাক গুড়গুড় কিসের জন্যে করছ শুনি? বাবার ঐ দুই বন্ধু—খোদ শয়তান যাদের এখানে এনে হাজির করেছে—পিছনের কামরায় দিন-রাত বসে বসে ফুসফুস গুজগুজ করছে, আর এখন……তোমাদের এই সব চাপাচুপি ঢাকাঢাকির ঠেলায় শিগ্‌গিরই এমন হয়ে উঠবে যে বাড়িটা আর বাস করার মতো থাকবে না। বাড়ি তো নয় যেন সন্ন্যাসিনীদের মঠ হয়ে উঠেছে। দিন-রাত সর্বত্র কেবল ফিসফাস বিড়বিড় ছাড়া আর কিছুই নেই……"

"শোন্‌, এ-সব তোর পায়রার মগজে ঢুকবেনা!" রেগে আগুন হয়ে উঠল অস্ত্রোভনভ। "তোকে কি বলা হয়েছে শুনেছিস—যা বাইরে যা! আজকাল খুব বাচাল হয়ে উঠেছিস……জিভখান সামলা, নইলে যে কোনো দিন বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়বি।"

সেমিয়নের চোখ মুখ দারুণভাবে লাল হয়ে উঠল। ফিরে বাবার মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াল।

"তোমার এত ধমকাধমকি আর ভয় দেখাবারও কোনো দরকার নেই, বাবা,—কঠোর স্বরে বলল সেমিয়ন। "পরিবারে কচি বাচ্চা বা ভীরু কাপুরুষ কেউ নেই। আমরা নিজেরাই যদি একে অন্যকে শাসাতে শুরু করি তবে সবাই-ই আমরা বিপদে পড়ব।"

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সেমিয়ন।

"দেখলে তো, ছেলের জন্যে মনে মনে খুব গর্ব অনুভব করছ আশা

করি! চমৎকার একখানা বীরপুরুষ হয়ে উঠেছেন, বেজন্মা ছোকরা!” দেঁতো হাসি হেসে বলল অস্ত্রোভনভ।

ওর স্ত্রী, জীবনে যে কোনো দিন ওর কোনো একটি কাজের বা কথার প্রতিবাদ করেনি কোনোদিন, শান্ত সংযত কণ্ঠে বলল: ব্যাপারটা তুমি কিভাবে নেবে তারই উপরে নির্ভর করছে, লুকিচ। তোমার ঐ যে দুটি অন্নধ্বংসকারী বন্ধু ওরা আমাদের পক্ষে তেমন আনন্দের কিছু নয়। ওদের নিয়ে যে-ভাবে লুকোচুরি করে আমরা বাস করছি তা যে-কোনো মানুষ-কেই পাগল করে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট। যে কোনো মুহূর্তে সরকারের লোকজন আমাদের খানাতল্লাসী করতে পারে আর তা হলেই সর্বনাশ! জীবনটা একটা সুদীর্ঘ উদ্‌বেগ আর দুশ্চিন্তার ব্যাপার হয়ে উঠেছে। একটু পাতা নড়লে, দরজায় কেউ একটা টোকা দিলে অমনি আমরা ভয়ে মরি। আমাদের মতো এমন জীবন কারোর হোক তা আমি কামনা করি না! কেন, তোমার আর সেমিয়নের কথা ভেবে ভেবে আমার বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে। যদি আমাদের এই অতিথিদের কথা ওরা জানতে পারে, ওদের গ্রেফ্‌তার করবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের দুজনকেও ধরে নিয়ে যাবে। আর তখন, আমরা মেয়েরা মেয়েরা, কি করব? ভিক্ষা করতে বেরোব?”

“ঢের হয়েছে!”—বাধা দিয়ে বলে উঠল আস্ত্রোভনভ। “আমি কি করছি তা আমি ভালো করেই জানি। সেটা তোমার বা সেমিয়নের বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কি কথা বলতে চেয়েছিলে তুমি আমাকে? বলে ফেল সেটা!” দুটো দরজাই ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে স্ত্রীর গা-ঘেঁসে এসে বসল। নীরবে স্ত্রীর কথা শুনে যেতে লাগল অস্ত্রোভনভ। প্রথম দিকটায় ওর অন্তরে জেগে ওঠা আতঙ্কের কোনো অভিব্যক্তিই প্রকাশ পেল না। কিন্তু শেষটা শুনে সমস্ত সংযম হারিয়ে বেঞ্চটা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর অসংলগ্নভাবে বিড়বিড় করে বলতে বলতে রান্নাঘরময় ছোটাছুটি করতে শুরু করে দিল: গেছি নিজের মা-ই আমাদের সর্বনাশ করল! খুন করে ফেল্‌ল আমাকে!”

একটু ধাতস্ত হয়ে বড়ো বড়ো দু মগ জল খেল পর পর। তারপর বেঞ্চটার উপরে বসে পড়ে হতাশাভরা বিষণ্ণ মনে ভাবতে শুরু করল।

“হ্যাঁ গা, এখন কী করব আমরা?”

স্ত্রীর প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না অস্ত্রোভনভ। শুনতেই পায়নি তার কথা।

স্ত্রীর মুখ থেকে শুনল অস্ত্রোভনভ যে, কিছুক্ষণ আগে চারজন বুড়ি মেয়েছেলে এসেছিল ওদের বাড়ি। তারা "অফিসার ভদ্রলোক"কে দেখার জন্যে দারুণভাবে ঝুলোঝুলি করতে লাগল। কবে অফিসারেরা ইয়াকভ লুকিচ ও গ্রামিয়াকির অন্যান্য সব কশাকদের নিয়ে এই ঈশ্বর-বিরোধী সোভিয়েত সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করবে তা জানার জন্যে ওরা দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অস্ত্রোভনভ-এর স্ত্রী বৃথাই তাদের বুঝাবার চেষ্টা করল যে ওদের ঘরে কোনো অফিসার নেই। কিংবা ছিলও না কোনো দিন। কিন্তু তার জবাবে হিংসুটে কুঁজো বুড়ি লোশ্চিলিনা বলল: "আমার চোখে ধুলো দিয়ে পার পাবে, সে দিক থেকে এখনো তুমি ছেলেমানুষ, বুঝলে ঠাকুরুণ! তোমার নিজের শাউড়ীই বলেছে আমাদের কাছে যে গত শীতকাল থেকে অফিসাররা তোমাদের বাড়িতে এসে বাস করছে। আমরা জানি তারা লুকিয়ে আছে যাতে না লোকের চোখে পড়ে। কিন্তু আমরা কাউকে কিছুটি বলবো না ওদের সম্পর্কে ওদের মধ্যে যে মাথা, যার নাম আলেকজান্দার আনিমিসোভিচ তার কাছে নিয়ে চলো আমাদের, দেখব তাকে।"

যখন পোলোভৎসেভের সঙ্গে দেখা করতে গেল অস্ত্রোভনভ, এক বহু অনুভূত ভয়ের ছায়া নেমে এল ওর মনে। ভাবল যে-মুহূর্তে পোলোভৎসেভ এই ঘটনার কথা শুনবে সঙ্গে সঙ্গেই রেগে আগুন হয়ে উঠে ঘুসি মারতে শুরু করে দেবে। কুকুরের মতো দাস্যতায় ও শাস্তি গ্রহণের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু যখন তোতো-তাতা করতে করতে বোকা বোকা মুখ করে বৌ-এর কাছে যা শুনেছে তা এতটুকুও না লুকিয়ে অকপটে বলে গেল, শুনে পোলোভৎসেভ শুধু একটু ঘৃণাভরা হাসি হাসল।

"বেশ, তোমরা তো খুব চমৎকার আচ্ছা ষড়যন্ত্রকারী দেখছি......"। যদিও এরকমই একটা কিছু আশা করেছিলাম। তাহলে তোমার মা-ই আমাদের সর্বনাশ করল, সে-ই তো, কি বলো লুকিচ? আমাদের এখন তবে কি করা উচিত বলে মনে হয় তোমার?"

"আপনাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে, আলেকজান্দার আনিসিমোভিচ!" ওর অপ্রত্যাশিত অনুকূল প্রতিক্রিয়ায় সাহস পেয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল অস্ত্রোভনভ।

"কখন ?"

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ততই ভালো। প্রত্যেকটি মুহূর্ত মূল্যবান, ভেবে চিন্তে নষ্ট করার মতো সময় নেই"

"ও-কথা আমাকে বলার দরকার নেই। কিন্তু যাবো কোথায় ?"

"আমি তা বলতে পারি না, নিশ্চয়ই। তাছাড়া কমরেড···মাপ করবেন, ভুলে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। ওয়াক্‌ল আগাস্তোভিচ কোথায় ?"

"সে এখানে নেই। আজ রাত্রেই ফিরে আসবে। তুমি বাগানের কাছে তার সঙ্গে দেখা করবে। আতামান চুকভ গাঁয়ের সীমানায়ই থাকে, তাই না ? ওখানেই আমি গিয়ে থাকব। মাত্র আরো কয়েকটা দিনের জন্যে······ওখানে পৌঁছে দাও আমাকে।

গোপনে গাঁয়ের ভিতর দিয়ে ওরা এগোতে লাগল। বিদায়ের সময়ে অস্ত্রোভনভকে বলল পোলোভৎসেভ: "আচ্ছা, চলি এবার তাহলে, মঙ্গল হোক তোমার লুকিচ। তোমার মায়ের সম্পর্কে একটু চিন্তা করো লুকিচ, কি বলো ? সে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে পারে। এ সম্পর্কে একটু ভেবো। লাতিয়েভস্কির সঙ্গে দেখা করে আমি এখন কোথায় আছি তা বলে দিও তাকে।"

অস্ত্রোভনভকে আলিঙ্গন করল পোলোভৎসেভ, তার শুকনো ঠোঁট দুটো ওর দাড়িগজানো খসখসে গালের উপরে বুলিয়ে নিয়ে একটু পিছিয়ে দাঁড়াল। ওকে দেখে মনে হয় যেন চুনবালি খসা একটা জীর্ণ দেয়াল। পরক্ষণেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে এল অস্ত্রোভনভ। তারপর যখন বিছানায় গিয়ে ঢুকল, অস্বাভাবিক রূঢ়তার সঙ্গে বৌকে একটা ধাক্কা দিয়ে দেয়ালের দিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল : "শোনো! মাকে আর খেতে দিও না। এমন কি জলটুকু পর্যন্ত দেবে না। তা হলেই শিগ্‌গির শিগ্‌গির মরে যাবে।"

অস্ত্রোভনভ-এর স্ত্রী যে নাকি দীর্ঘদিন ধরে বহু বিপদ আপদের ভিতর দিয়ে এত দিন ওর সঙ্গে কাটিয়ে এসেছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল : "কিন্তু ইয়াকভ! তুমি যে ওঁর ছেলে!"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের সুসমঞ্জস বিবাহিত জীবনে এই প্রথম অস্ত্রোভনভ গায়ের সবটুকু শক্তিদিয়ে তার প্রবীণা স্ত্রীকে আঘাত করল তারপর রুক্ষ গলায় ফিসফিস করে বল: "চুপ! ও আমাদের ধ্বংস করে ছাড়বে! একদম চুপ! নির্বাসনে যেতে চাস ?"

ভারাক্রান্ত মনে উঠে দাঁড়াল অস্ত্রোভনভ। তারপর দেয়ালের গায়ের সিন্দুক খুলে ছোট তালা বের করে একান্ত সন্তর্পণে উষ্ণ প্রবেশ পথের ভিতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে যেঘরে ওর মা ঘুমোচ্ছিল সেই ঘরের দোরে তালা এঁটে দিয়ে এল।

বৃদ্ধা শুনতে পেলেন ওর পায়ের শব্দ। দীর্ঘকাল ধরেই ঐ পায়ের শব্দে ওর উপস্থিতির কথা বুঝতে অভ্যস্ত। অনেক দূর থেকে হলেও কেমন করে তিনি তাঁর ছেলের পায়ের শব্দ চিনতে ভুল করবেন? পঞ্চাশ বছর কি তারও বেশি আগে যখন তিনি একটি সুন্দরী কশাক তরুণী, ঘরের কাজ করতে করতে বা রান্না করতে করতে একটু থেমে গর্বের হাসি ও আনন্দভরা মনে কান পেতে শুনতেন পাশের ঘরের মেঝের উপরে খালি পায়ের এলোমেলো টলমল শব্দ। নতুন হাঁটতে শেখা তার প্রথম সন্তান, তার একমাত্র স্নেহের ধন ইয়াকভ-এর ছোট্ট দুটি পায়ের টলতে টলতে চলার শব্দ। তারপর শুনতেন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে উঠে আসা ইয়াকভ-এর ছোট্ট দুটি বুটের খট্ খট্ শব্দ। সে সময়ে বাচ্চা ছাগলছানার মতোই ও ছিল চঞ্চল, চনবনে। ওঁর মনে পড়ে না, ঐ বয়সে সে হাঁটত কিনা—খালি ছোটাছুটি করত। আর শুধু ছুটতই না, ছুটত লাফিয়ে লাফিয়ে। হাঁ, ঠিক যেন একটা বাচ্চা ছাগল ছানা। আর পাঁচজনার মতই জীবন গড়িয়ে চলে। ধনীর অঢেল দুঃখ আর গরীবের ক্ষণিকের আনন্দের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে চলে জীবন। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই দেখলেন, তিনি একজন প্রবীণা মা। একান্ত অসন্তুষ্ট মনে রাত্রে কান পেতে শোনেন, একদা চঞ্চল বালক, যাকে নিয়ে ছিল তাঁর অন্তরে গোপন গর্ব, সেই ইয়াকভ-এর চোরের মতো পা টিপে টিপে চুপিচুপি চলার মৃদু শব্দ। অনেক রাত্রে যখন গোপন অভিসার থেকে ফিরত, ওর যৌবনোচিত পদক্ষেপ ছিল এত হালকা এত দ্রুত যে ওর পায়ের জুতা বলতে গেলে প্রায় মেঝের তক্তাই স্পর্শ করত না। একদিন দেখল ওঁর অলক্ষ্যেই ছেলে কখন ভারিক্কি একজন সংসারী লোক হয়ে উঠেছে। ওর চলায় এসেছে গাম্ভীর্য, এসেছে আত্ম-বিশ্বাস। অনেকদিন পরে বাড়িটা মুখর হয়ে উঠেছে মালিকের পদধ্বনিতে। পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষ, প্রায় বৃদ্ধ, কিন্তু ওঁর কাছে এখনো সেই "ছোট্ট ইয়াকভ।" এখনো প্রায়ই স্বপ্ন দেখেন মাথাময় সেই ঝাকড়া ঝাকড়া চুলে ভরা ছোট্ট শিশুটিকে···

আর এখন এই মুহূর্তে, ওর পায়ের শব্দ শুনে বৃদ্ধা নারীর ঝিনঝিনে গলায় জিজ্ঞেস করলেন : "কে ইয়কভ নাকি ?"

ওঁর ছেলে কোনো জবাব দিল না। মুহূর্তের জন্যে দোরের কাছে থমকে দাঁড়ালো, তারপর কেন জানি দ্রুত পায়ে উঠানের ভিতরে নেমে গেল।

একটি সাচ্চা কশাক আর হিসেবী গৃহস্বামী মানুষ করে তুলেছি আমি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে ভাবলেন বৃদ্ধা, সবাই ঘুমোচ্ছে, কিন্তু ও জেগে থেকে ঘুরে ঘুরে খামারের তদারক করছে। বৃদ্ধার বলিকুঞ্চিত শীর্ণ ঠোঁটে মাতৃত্বের মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

সে-রাত্রের পর থেকে বাড়িটা যেন একটা নরক হয়ে উঠল।

যদিও একান্ত দুর্বল, অসহায় তবুও বেঁচে রয়েছেন বৃদ্ধা। এক চিলতে রুটি, এক ফোঁটা জলের জন্যে কাতরভাবে অনুনয় করে চলেছেন। আর অস্ত্রোভনভ দোরের পথে গুড়িমেরে এগিয়ে গিয়ে শুনছে বৃদ্ধার রুদ্ধশ্বাস চাপা গলার প্রায় অশ্রুত ফিসফিস শব্দ :

"ইয়াকভ বাপ আমার! আমার নিজের পেটের সন্তান! কী অপরাধ করেছি আমি বাছা? অন্ততঃ এক ফোঁটা জল দে আমাকে!

ঘরবহুল বাড়িটা প্রায় পরিত্যাগ করেছে পরিবারের লোকেরা। সেমিয়ন আর তার বৌ বলতে গেলে দিন রাতই কাটায় উঠোনে। আর যদি কোনো গৃহস্থলীর কাজে অস্ত্রোভনভের স্ত্রী ঘরের ভিতরে যেতে বাধ্য হয়, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নায় কাঁপতে কাঁপতে ছুটে বেরিয়ে আসে। দ্বিতীয় দিনের শেষে যখন গ্রীষ্মকালীন খাবার ঘরটায় ওরা সবাই রাত্রে খেতে বসেছে, বহুক্ষণ নীরবে চুপ করে বসে থাকার পর এক সময়ে বলল অস্ত্রোভনভ : "চলো আপাততঃ বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যাই!" সেমিয়নের সর্বাঙ্গ ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তারপর কেউ যেন পিছন থেকে ওকে একটা ভয়ঙ্কর ধাক্কা দিয়েছে এমনিভাবে টলতে টলতে বেরিয়ে চলে গেল।

চার দিনের দিন নিঝুম হয়ে গেল বাড়িটা। কাঁপা কাঁপা আঙুলে অস্ত্রোভনভ তালাটা খুলল। তারপর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একদা ওর মা যেখানে থাকত সেই ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। দোরের কাছে মেঝের উপরে পড়ে রয়েছেন বৃদ্ধা। ভুলে শীতকাল থেকে সোফার উপরে যে পুরানো চামড়াটা পড়েছিল, দাঁতহীন মাড়ি দিয়ে চিবিয়েছেন সেটাকে।

দৃশ্যত: কিছুটা জলের ব্যবস্থাও করতে পেরেছিলেন জানালার শার্সি থেকে। যেখান থেকে বৃষ্টির জল যা প্রায় দেখা যায় না, শোনা যায় না এমনিভাবে ছিটকানীর ফাকা গলে এসে পড়েছিল। তাছাড়া যে-হেতু গ্রীষ্মকাল, খানিকটা শিশিরও হয়ত ছিটকে এসে পড়ে থাকবে।

মৃতার বান্ধবীরা এসে ওর শীর্ণ শুকনো দেহটা ধুয়ে মুছে সমাধির পোশাক পরিয়ে দিল আর কাঁদল। কিন্তু সমাধিস্থ করার সময়ে কেউ-ই অস্ত্রোভনভের মতো অমন তীব্র মর্মান্তিকভাবে কাঁদেনি। সেদিন বেদনা, অনুশোচনা, আর অপুরণীয় ক্ষতির জন্যে শোক, সব মিলে এক গুরুভার বোঝায় ওর অন্তরাত্মা ভারী হয়ে উঠল।

তিন

শারীরিক পরিশ্রমের জন্যে মনে মনে হেদিয়ে উঠেছে দাভিদভ। ওর স্বাস্থ্যবান সবল দেহের প্রতিটি তন্ত্রী আকুল হয়ে উঠেছে কাজের জন্যে। সেই ধরণের কাজ, যাতে সন্ধ্যাবেলায় দেহের প্রতিটি মাংস-পেশী এক মধুর অবসাদে টন টন করে উঠবে। আর রাত্রে যখন বিশ্রামের সেই দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি আসবে, নিয়ে আসবে ভাবনা-চিন্তাহীন, স্বপ্নহীন গাঢ় সুসুপ্তি।

একদিন যৌথ জোতের ঘাসকাটা যন্ত্রগুলি কিরকম মেরামত হচ্ছে দেখবার জন্যে কামারশালায় গেল দাভিদভ। গণগনে আগুনে লাল হয়ে ওঠা লোহা আর পোড়া কয়লার টক টক গন্ধ, নেহাই-এর ঠনঠন শব্দ আর সেকেলে হাঁফরটার গোঙানী সব মিলে এক প্রবল উত্তেজনায় দাভিদভের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। শিশুকাল থেকে চেনা ঐ গন্ধেভরা কামারশালার আধা-অন্ধকারের ভিতর এক অনির্বচনীয় আনন্দে চোখ বুজে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দাভিদভ। গন্ধটা এত পরিচিত এত চেনা যে এক উদগ্র কামনায় ওর অন্তর টনটন করে উঠল। তারপর লোভ সামলাতে না পেরে হাতুড়িটা তুলে নিল হাতে…। পুরো দুটো দিন মুহূর্তের জন্যেও কামারশালা না ছেড়েগিয়ে উদয় অস্ত কাজ

করে চলল। ওর বাড়িওয়ালী পৌঁছে দিয়ে যেত খাবার। কিন্তু ঠিক মতো কাজ করবে কি করে? প্রতি আধঘণ্টা অন্তর কেউ না কেউ এসে বাধা দিচ্ছে। সাড়াশীর ভিতর তপ্ত লোহাটা ঠাণ্ডা হয়ে কালচে মেরে যাচ্ছে। ফলে বুড়ো কামারশালি গজর গজর করছে। আর কামারশালার বাচ্চা ছেলেটা যখন দেখল যে ওকে সই করতে দেয়া কাগজটায় স্পষ্ট বোধগম্য অক্ষরের পরিবর্তে শুধু কয়েকটা হিজিবিজি আঁকাবাঁকা রেখা কেটে পেনসিলটা ওর ক্লান্ত অবশ হাত থেকে মাটির মেঝের উপরে খসে পড়ে গেল, সে তো মুখের উপরেই হেসে উঠল।

নিদারুণ বিরক্তিতে কাজ ছেড়ে দিল দাভিদভ। তারপর শালির কাজ পাছে ব্যহত না হয় তাই প্রবীণ অভিজ্ঞ কারিগরের মতো নিজেকে গাল পাড়তে পাড়তে কামারশালা ছেড়ে চলে গেল। ভারাক্রান্ত মনে মেজাজ খারাপ করে গিয়ে বসল ব্যবস্থাপনার অফিস ঘরে।

ওর ওখানকার কাজ যদিও খুবই সাধারণ তবুও যৌথ জোতের পক্ষে সেটা একান্ত প্রয়োজনীয়, আর তাতে গোটা দিনটাই কেটে যায়। যেমন খাতাবতীর তৈরি হিসেব পরীক্ষা করা, দলের নেতাদের কাছ থেকে কাজের ফিরিস্তি শোনা, খামারের সভ্যদের নানা বিষয়ের দরখাস্ত খুঁটিয়ে দেখা, বিভিন্ন উৎপাদন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করা, এক কথায় যে সব কাজকর্ম ছাড়া কোনো একটা বড়ো যৌথ অর্থনীতির অস্তিত্ব চিন্তা করাই অসম্ভব সেই সব কাজ। কিন্তু দাভিদভ এসব কাজকে তার মনোমত কাজ বলেই গণ্য করে না।

রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, ফলে সকালে ঘুম ভাঙে মাথাধরা নিয়ে। অসময়ে খায়। আর যখন খায় তখন ক্ষিধে থাকে না। তাই সারা দিন দেহ মনে এমন একটা জড়তার ভাব অনুভব করে যেটা আগে সম্পূর্ণ অজানা ছিল ওর কাছে। সুতরাং নিজের অজ্ঞাতেই দাভিদভ কেমন যেন একটু ঢিলেঢালা হয়ে পড়ল। ওর স্বভাবে দেখা দিল একটা অনভ্যস্ত খিটখিটে ভাব। এমনকি প্রথম যখন ও গ্রিমিয়াকি লগ-এ আসে তখন যেমন ওর চেহারায় একটা সতেজ দৃঢ়তার ছাপ ছিল সে জিনিসটা এখন আর আদৌ দেখা যায় না। তাছাড়া এ সব কিছুর উপরে রয়েছে ঐ লুশকা নেগুলনোভা আর তাকে ঘিরে অবিরাম চিন্তার জাল বোনা—যত রকমের যাবতীয় সব চিন্তা…। হাঁ, যেদিন ঐ

অভিশপ্ত মেয়েমানুষটার সঙ্গে ওর প্রথম চোখাচোখি হয় সে দিনটা ওর পক্ষে ছিল নেহাৎই একটা অপয়া দিন।

পরিহাসভরা দৃষ্টিতে দাভিদভের শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে একদিন রাজমিয়োৎনভ বলল: "কি হে সেমিয়ন, এখনও ওজন কমে যাচ্ছে? একটা প্রচণ্ড শীতের শেষের বুড়ো বলদের মতো চেহারাখানা হয়ে উঠেছে দেখছি। চলতে চলতে কোন দিন ঘুরে পড়বে। তাছাড়া একটি খোসা ওঠা হ্যাবা রোগী হয়ে উঠেছ যে···কি হে, খোলস বদলাচ্ছ নাকি? বরং একটা কাজ করো, আমাদের ছুঁড়ীগুলোর দিকে নজর টজর একটু কম দিও। বিশেষ করে স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়া ঐ বৌগুলোর দিকে। ও-সব ব্যাপার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর···"

"জাহান্নামে যাক তোমার যতো সব বাজে উপদেশ।"

"আরে রাগ করো না, ভায়া। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।"

"সব সময়ে তোমার মাথার মধ্যে যত সব আজে বাজে ধারণা গজাচ্ছে, আর সেটাই যথার্থ কথা।"

ধীরে ধীরে দাভিদভ-এর চোখমুখ গাঢ় লাল হয়ে উঠল। খুব হাস্যকর ভাবেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার চেষ্টা করল। রাজমিয়োৎনভ অবশ্য অন্য দিকে ফেরার বান্দা নয়।

"নৌ-বাহিনীতে বোধ হয় তোমাকে ঐভাবে লাল হয়ে ওঠা শিখিয়েছে, না কারখানায়? মুখ, গলা, সব, ইস! হয়ত সর্বাঙ্গই লাল হয়ে উঠেছে? জামাটা খোল তো একবা'র দেখি।"

কেবলমাত্র যখন দাভিদভ-এর কালো চোখের ভিতরে একটা ক্রোধের ঝিলিক ফুটে উঠতে দেখল তখন আচমকাই রাজমিয়োৎনভ আলোচনার মোড় ফেরালো। অবসন্নভাবে হাই তুলে ঘাস কাটা সম্পর্কে আলোচনা করতে শুরু করল। কিন্তু যদিও রাজমিয়োৎনভ কপট নিদ্রালু চোখের আধ-বোঁজা দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে ছিল দাভিদভ-এর দিকে তবুও সে কিন্তু তার সুন্দর গোঁফ জোড়ার আড়ালে ফুটে ওঠা দুষ্টুমীভরা মুচকি হাসিটি লুকিয়ে রাখতে পারেনি, অথবা চায়ওনি লুকিয়ে রাখতে।

লুশকার সঙ্গে ওর সম্পর্কের ব্যাপারটা ও কি অনুমান করছে না জানতে পেরেছে? দেখে মনে হচ্ছে যেন জানে। নিশ্চয়ই জানে। নির্লজ্জ লুশকা

যদি নিজেই ব্যাপারটা গোপন রাখতে না চায় তবে গোপন থাকবে কি করে? এমন কি সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে ঢাক পিটিয়ে বেড়াতেই যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে! স্পষ্টতঃই এই কথা ভেবে ওর সস্তা অহঙ্কার ফেঁপে ফুলে উঠেছে যে পার্টি সেক্রেটারির পরিত্যক্তা স্ত্রী এমন একটা লোকের আশ্রয় পেয়েছে যে নেহাৎ যৌথ জোতের একটা হেজিপেজি সভ্য নয়, খোদ সভাপতি। তাছাড়া ওকে তো তাড়িয়েও দেয়া হয়নি।

বহু দিন ও গাঁয়ের প্রচলিত রীতিনীতিকে অবজ্ঞা করে ব্যবস্থাপনা অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে দাভিদভের হাত ধরে। এমন কি এসেছে আলতো-ভাবে ওর কাঁধে কাঁধ ঘসতে ঘসতে। পাছে মাকার-এর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যায়, ভয়ে ভয়ে বার বার এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে পথ চলত দাভিদভ, কিন্তু ওর হাত সরিয়ে দিত না। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে লুশকার পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটত। পা-বাঁধা ঘোড়ার মতো চলত লাফিয়ে লাফিয়ে আর অকারণেই কেন যেন চলত তাড়াতাড়ি। গাঁয়ের বেহায়া বাচ্চা ছেলে-গুলো, যারা ছিল প্রণয়ীদের পক্ষে নির্মম চাবুকের মতো, তারা নানান রকমের মুখভঙ্গি করে চেঁচিয়ে ছড়া কাটতে কাটতে ছুটত ওদের পেছু ধাওয়া করে:

"এক যে ছিল প্রেমিক নাগর তার ছিল এক ছুঁড়ী
একটি টকো ময়দা-নেচি আরটি ক-চুড়ি"।

নানান ছন্দে অফুরন্ত স্থূল কথার ছড়া বেঁধে ওরা অমার্জিতভাবে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে চলত। আর তখন লুশকা আর সবাঙ্গ ঘামে ভিজে ওঠা দাভিদভ মনে মনে ঐ ফচকে ছোঁড়াগুলোর মুণ্ডুপাত করত। দাভিদভ শুধু ওদেরই মুণ্ডুপাত করত না সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডুপাত করত লুশকারও আর ওর নিজের দুবলতার। আর এমনি করে দুটো মোঁড় পেরিয়ে আসত। ততক্ষণে "টকো নেচি" শক্ত চ্যাপটা, মশলাদার আর মিষ্টি হয়ে উঠত। শেষ পর্যন্ত দাভিদভের ধৈর্যচ্যুতি ঘটত। ধীরে ওর বাহু আঁকড়ে থাকা বাদামী রঙের আঙুলগুলির বাঁধন ছাড়িয়ে নিয়ে লুশকাকে বলত, "দুঃখিত, এক্ষুনি চলে যেতে হবে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি আছে," তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলত। কিন্তু নাছোড়বান্দা ফচকে ছোঁড়াদের পিছনে লাগার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াটা অত সহজ নয়। ওরা দু'দলে ভাগ হয়ে এক দল ক্রুদ্ধ লুশকার পিছনে লেগে থাকত, আর অন্য দলটা চলত দাভিদভের পেছন পেছন।

ওদের হাত থেকে রেহাই পাবার শুধু একটি মাত্র পথই খোলা ছিল। কাছা-কাছি একটা কঞ্চির বেড়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে যেই দাভিদভ একটা কঞ্চি ভাঙার ভান করত আর সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চাগুলো হাওয়ার মতো মিলিয়ে যেত। তখনই শুধু রাস্তা আর আশপাশের পাড়াপ্রতিবেশীর উপরে যৌথ খামারের সভাপতির পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হত।

বেশিদিন আগের কথা নয়, একদিন শেষ রাত্রে স্তেপভূমি ছাড়িয়ে দূরের একটা হাওয়াই-কলের কাছে লুশকা আর দাভিদভ হাওয়াই-কলের চৌকি-দারের সামনে এসে পড়ল। চৌকিদার বুড়ো ভারশিনিন একজন যৌথ চাষী। কোটটা গায়ে চড়িয়ে পুরানো পাহাড়ী ইঁদুরের ঢিবিটার ওপাশে শুয়ে ছিল। প্রণয়ীযুগলকে সোজা ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আচমকা সে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল তারপর কড়া সামরিক কায়দায় চ্যালেঞ্জ করল: "হল্‌ট হুকুমদার?" সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটাও বাগিয়ে ধরল ওদের দিকে। বন্দুকটা শুধু যে পুরানো তাই-ই নয়, গুলি ভরাও ছিল না।

"আমি, ভারশিনিন," প্রত্যুত্তরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল দাভিদফ। সঙ্গে সঙ্গেই লুশকাকে টেনে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু ভারশিনিন ছুটে এল ওদের কাছে।

"কমরেড দাভিদভ," অনুনয় করে বলল ভারশিনিন "টুকচাক তামাক হবে তোমার কাছে, দিতে পারো? একটু ধোঁয়ার জন্যে হেঁদিয়ে মরে যাচ্ছি, কান দুটো পর্যন্ত ফুলে উঠেছে।"

পাশে সরে গেল না লুশকা, পেছিয়েও গেল না কিংবা শালটা দিয়ে মুখটাও ঢেকে ফেলল না। শান্তভাবে সে ক্ষিপ্র হাতে দাভিদভের থলের ভিতর থেকে তামাক বের করা দেখতে লাগল। তারপর ঠিক তেমনি শান্ত গলায়ই বলে উঠল: "চলে এসো সেমিয়ন। আর তোমাকেও বলি নিকোলাই খুড়ো, তোমার নজর রাখা উচিত চোর ছ্যাচোরের উপরে, কিন্তু যারা স্তেপে আসে প্রেম করতে তাদের উপরে নয়। রাত্রে শুধু খারাপ লোকেরাই কিছু আর স্তেপে ঘুরে বেড়ায় না..."

মুচকি হেসে একান্ত অন্তরঙ্গভাবে লুশকার পিঠ চাপড়ে প্রত্যুত্তরে বলল নিকোলাই খুড়ো "কিন্তু রাত্রে কি যে সব কাণ্ড কারখানা চলে তা তো আর তুমি জানো না লুশকা! কেউ খোঁজে পিরীত, আর কেউ খুঁজে বেড়ায় এমন জিনিস যা তাদের নয়। আমি চৌকিদার, আমার কাজ হচ্ছে প্রত্যেককে

চ্যালেঞ্জ করা আর এই কলটাকে পাহারা দেয়া। কারণ এতে চাষীদের শষ্য আছে, গোবরের স্তূপ তো আর নয় এটা। আচ্ছা, তামাকের জন্যে ধন্যবাদ। ভালো হোক তোমাদের। আশা করি খুব সহজেই কাটবে…"

"তুমি কিসের জন্যে নাক গলাতে এলে? যদি একটু পাশে সরে দাঁড়িয়ে থাকতে তবে কিছুতেই ও তোমাকে চিনতে পারত না।"—ওরা যখন একা হল, বিরক্তি গোপন করার চেষ্টা মাত্র না করে বলে উঠল দাভিদভ।

"আমি ষোল বছরের কচি ছুঁড়ীও নই বা অপাপবিদ্ধ কুমারীও নই যে যে-কোনো বুড়ো ছাগলের জিভকে ভয় করে চলব," রুক্ষ গলায় জবাব দিল লুশকা।

"কিন্তু তবুও…"

"কিন্তু তবুওটা আবার কী?"

"কেন এমনভাবে জাহির করে বেড়াও সব কিছু?"

"লোকটা আমার বাপও নয় কিংবা শ্বশুরও নয়, তাই নয় কি?"

"তোমার কথা আমি বুঝতে পারি না…"

"আর একটু কষ্ট করে চেষ্টা করো তাহলে।"

অন্ধকারে দেখতে না পেলেও ওর গলার স্বর শুনে বুঝতে পারল দাভিদভ যে ও হাসছে।

নিজের সুনাম বা নারীর সম্ভ্রম সম্পর্কে ওর এই ঔদাসীন্য আর সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধায় নিদারুণ বিরক্ত হয়ে উষ্ণ গলায় বলে উঠল দাভিদভ: "এই শোনো, মূর্খ, তোমার জন্যেই আমি ভেবে মরছি বুঝলে?"

প্রত্যুত্তরে আরো বেশি রুক্ষ গলায় জবাব দিল লুশকা: "তোমার অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমার ব্যবস্থা আমিই করবো, নিজের জন্যে ভাবো।"

"নিজের জন্যেও ভাবছি আমি।"

আচমকা লুশকা থমকে দাঁড়াল, তারপর ওর গায়ের কাছে ঘন হয়ে এসে বিদ্বেষভরা জয়োল্লাসে বলে উঠল: "এইবার আসল কথাটি বলেছ ঠাকুর! নিজের জন্যে ভেবে ভেবেই তুমি অস্থির। রাত্রে একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে স্তেপের ভিতরে তোমাকে লোকে দেখে ফেলেছে বলেই তুমি এতটা বিরক্ত হয়ে উঠেছ। যেন কার সঙ্গে রাত্রে তুমি শুচ্ছো কি শুচ্ছো না তা নিয়ে নিকোলাই খুড়োর কোনো মাথা ব্যথার কারণ ঘটেছে!"

"এ কথা কেন বলছ?" হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল দাভিদভ।

"ঠিকই তো, তাছাড়া আর কি? নিকোলাই খুড়োর একথা বোঝার মতো ঢের বয়েস হয়েছে যে রাত্রে এখানে আমাকে সঙ্গে করে তুমি কিছু আর কালোজাম পাড়তে আসনি। আর তাই তোমার এখন ভয় হচ্ছে যে গ্রিমিয়াকির ভালো লোকেরা, সৎ যৌথ চাষীরা তোমার সম্পর্কে কি ভাববে। সেটাই হল গিয়ে আসল কথা, তাই না? আমার সম্পর্কে তোমার কানাকড়িও উদ্‌বেগ নেই! আমাকে না হলে তুমি অন্য যে কাউকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসতে। কিন্তু তুমি পাপ করতে চাও গোপনে। লোক চক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চাও। যাতে তোমার কু-কাজ সম্পর্কে কেউ না কিছু জানতে পারে, এমনি ধরনের কুৎসিত চরিত্রের মানুষ তুমি! কিন্তু সেটি চলবে না প্রিয় নাগর আমার, সারা জীবন কিছু আর তুমি এ-সব গোপন রাখতে পারবে না। তাছাড়া, এই সুখে তুমি নিজেকে বলে থাকো একজন নাবিক! এমনটি হলো কি করে? আমি ভয় পাচ্ছিনা, কিন্তু ভয় পাচ্ছ তুমি। তা হলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে আমি হচ্ছি গিয়ে পুরুষ আর তুমি হচ্ছ একটি মেয়ে-মানুষ, তাই না?"

ওর গলা শুনে মনে হল রাগের চাইতে লুশকা মজাই পেয়েছে বেশি। কিন্তু এটাও স্পষ্ট যে প্রণয়ীর আচরণে মনে মনে আহত হয়েছে খুবই। খানিকক্ষণ চুপ করে ঘৃণাভরা চোখে আড়ে আড়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ লুশকা তার পরনের কালো সাটিনের স্কার্টটা খুলে ফেলে দিল তারপর আদেশের সুরে বলে উঠল, "ন্যাংটো হও!"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ন্যাংটো হতে যাব কিসের জন্যে?"

"তুমি আমার স্কার্টটা পরো আমি পরছি তোমার ট্রাউজারটা। অবস্থা অনুসারে এটাই বেশি উপযুক্ত। জীবনে যে যে কাজ করে সেই অনুপাতেই তার পোশাক পরা উচিত। এস, জলদি করো!

যদিও লুশকার কথায় এবং যে ধরনের অদল বদলের প্রস্তাব সে করেছে তাতে অন্তরে অন্তরে এক তীব্র জ্বালা অনুভব করছে দাভিদভ, তবুও সে হেসে উঠল। রাগ বিরক্তি চেপে রেখে শান্ত গলায় বলল "ছ্যাবলামী করো না লুশকা! স্কার্টটা পরে নাও তারপর চলো চলে যাই।"

অসন্তুষ্ট মনে একান্ত অবহেলার সঙ্গে স্কার্টটা টেনে তুলল লুশকা।

শালের তলায় চুলগুলোকে ঠিক করে পাট করে নিল। তারপর আচমকা অদ্ভুত এক তীব্র কামনাভরা কণ্ঠে বলে উঠল : "হায়রে কপাল, তুমি এমন নিরেট, খোলসপরা নাবিক!"

দুজনে সারাটা পথ হেঁটে গাঁয়ে ফিরে এল, কিন্তু কেউ আর একটি কথাও বলল না। একটিও কথা না বলে গলিপথে ওরা পরস্পর বিদায় নিল। দাভিদভ শুধু মাত্র সংযতভাবে একটু মাথা নোয়াল, প্রত্যুত্তরে লুশকা সংক্ষিপ্ত একটু নমস্কারের ভঙ্গি করে দরজার ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, যেন বুড়ো মেপল গাছটার গাঢ় ছায়ার ভিতরে গলে গেছে।

অনেকগুলি সপ্তাহ কেটে গেল ওরা কেউ কারোর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করল না। তারপর একদিন সকালে লুশকা এসে হাজির হল ব্যবস্থাপনার দপ্তরে। আর শেষ লোকটি চলে যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে ঘরে ঢোকার পথের উপরে অপেক্ষা করে রইল। দপ্তর বন্ধ করতে যাচ্ছে এমন সময়ে দাভিদভের নজর পড়ল লুশকার দিকে। একটা বেঞ্চের উপরে বসে রয়েছে লুশকা। পা দুটো পুরুষের মতো ছড়ানো। স্কার্টটা আঁটো সাঁটো করে সুগঠিত হাঁটুর উপরে তোলা। ধীরে ধীরে সূর্যমুখীর বীজ চিবোচ্ছে আর একটি প্রশান্ত হাসি ফুটে রয়েছে ওর ঠোঁটের কোণে।

"সূর্যমুখীর বীজ খাবেন সভাপতি মশাই?" অনুচ্চ সুরেলা গলায় জিজ্ঞেস করল লুশকা। ওর চমৎকার ভ্রূদুটো ঈষৎ কোঁচকানো আর দুচোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দুষ্টুমিভরা আলোর ঝিলিক।

"কি ব্যাপার, খেত নিড়াতে যাওনি কেন?"

"এই তো, এক্ষুনি যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছনা আমার পরনে কাজের পোশাক। ভিতরে এসেছি একটা কথা বলতে···। রাত্রে সর্বজনীন খেতের পাশে এসো, অন্ধকার গাঢ় হলে পর। লিওনভের শানবাঁধানো মাড়াই -এর কাছে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। চেনো তো সেটা?"

"চিনি।"

"আসচো তো?"

নীরবে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানাল দাভিদভ, পরক্ষণেই দোরটা শক্ত করে এঁটে বন্ধ করে দিল। দুহাতের উপরে গাল রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন মুখে বহুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে অনেক কিছুই ছিল ওর ভাববার মতো।

এমনকি প্রথম যেদিন ওদের ঝগড়া হল তার আগে দু'দিন সন্ধ্যেয় ওর ঘরে এসেছিল লুশকা। খানিকক্ষণ বসে গল্পসল্প করার পরে বেশ গলা চড়িয়েই বলেছিল, "আমাকে একটু বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস না সেমিয়ন, লক্ষ্মীটি! বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে, ভয় করে আমার একা যেতে। ভীষণ ভয় করে। খুব ছেলেবেলা থেকেই হয়েছে এটা। অন্ধকারে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম......"

বিকৃত মুখে চোখ দুটো ড্যাবা ড্যাবা করে দুঘরের মাঝখানের বেড়াটার দিকে তাকাল দাভিদভ। দোরের ওপাশে নিষ্ঠাবতী বাড়িউলী তার স্বামী আর দাভিদভের রাতের খাবার রান্না করতে করতে রেগে আগুন হয়ে উঠে বেড়ালের মতো শব্দ করে থুথু ছিটাতে ছিটাতে জোরে জোরে হাঁড়িকড়া ঠকঠক করতে শুরু করে দিয়েছে। লুশকার তীক্ষ্ণ সজাগ কানে এসে পৌঁছাল বাড়িউলীর হিস্‌হিসে গলার অনুচ্চ শব্দ: "মাগী ভয় পেয়েছে! মেয়েমানুষ তো নয়, একটা ডাইনী! কেউ ওর দিকে ফিরে না তাকালেও মাগী খুঁজে খুঁজে খাস নরকে গিয়ে হলেও কোনো একটা ছোকরা শয়তানের কাছে ঠিক হাজির হবে! কথাটা মুখে আনলাম বলে হে ঈশ্বর মাপ করো! মাগী—ভীতু, ভয় পায়! ইচ্ছে করে অন্ধকারে ভয় পাওয়াটা বের করে দি মাগীর! অসৎ জীব কোথাকার।"

নিজের সম্পর্কে এধরনের অপ্রীতিকর কথা শোনা সত্ত্বেও শুধু একটু মুচকি হাসল লুশকা। কোনো ধর্মিষ্টি বুড়ির ঘেন্না প্রকাশে মন মেজাজ খারাপ করার মতো মেয়ে লুশকা নয়। এই সব লালা গড়ানো ভণ্ডদের দু'গাছা খড় কুটোর মতোও জ্ঞান করে না লুশকা। ওর স্বল্পস্থায়ী বিবাহিত জীবনে ভয়ডরহীন লুশকা এর চাইতে ঢের বেশি সাংঘাতিক অবস্থার মোকাবিলা করে এসেছে বহুবার। তা ছাড়া গ্রিমিয়াকি লগ-এর মেয়ে মানুষগুলোর সঙ্গে অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর লড়াই করেও বেঁচে ফিরে এসেছে। বেড়ার ওপাশের বাড়িউলী যদি ওকে ডাইনী বা রাস্তায়-ঘোরা খানকীই বলে থাকে তো কীই-বা এমন এল গেল তাতে? সুতরাং নিশ্চিত জেনে রেখো, গ্রিমিয়াকির হিংসুটে গিন্নীরা অন্ধ সরলতায় যারা মনে মনে ভাবে যে তারাই একমাত্র তাদের স্বামীদের ভালোবাসার অধিকারী, তাদের কাছ থেকে যেসব ভাষায় গাল মন্দ শুনেছে আর যেসব ভাষায় তাদের গালাগাল করেছে লুশকা, সে সবের তুলনায় এ সব সংজ্ঞা তো নেহাত

নির্দোষ, আদৌ খারাপ কিছু নয়। কেমন করে আত্মরক্ষা করতে হয় সেটা খুব ভালো করেই জানে লুশকা। তাছাড়া বিরুদ্ধপক্ষকে বেশ ভালো করে উত্তম মধ্যমও দিয়ে থাকে সব সময়ে। না, কোনো অবস্থায়ই কাউকে তার মুখের মতো জবাব দিতে ছাড়ে না লুশকা। গাঁ-এর ভিতরে এমন কোনো হিংসুটে গিন্নী নেই যে ওর মাথার রুমালটা কেড়ে নিয়ে লজ্জা দিতে পারে ওকে……

সুতরাং নিছক নিয়মের খাতিরে আর ওর জীবনের যেটা নীতি, সেই সব ক্ষেত্রে শেষ কথাটি বলার অধিকার বজায় রাখার জন্যই ঠিক করল লুশকা যে বুড়িটাকে একটু উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে।

পরে আর এক দিন যখন ও দেখা করতে এল, চলতে চলতে দাভিদভকে এগিয়ে যেতে দিয়ে খানিকক্ষণের জন্যে বাড়িউলীর ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে পড়ল। বারান্দার মড়মড়ে সিঁড়িটার উপরে যখন দাভিদভের জুতার শব্দ শুনতে পেল তখন নিতান্ত ভালোমানুষের মতো মুখ করে বাড়ির কর্ত্রীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। লুশকার হিসেব যে নির্ভুল সেটা প্রমাণিত হল। বৃদ্ধা তার লালা-ঝরা ঠোঁটটা চেটে নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলার মতো অবসরটুকুও না নিয়ে বলে উঠল; "ভাখ লুশকা, তুই একটা আচ্ছা বেহায়া জীব! তোর মতো এমন দ্বিতীয়টি আমি আর দেখিনি কোনো দিন।

বিনীত ভঙ্গি করে চোখ নামিয়ে নিল লুশকা, তারপর যেন আত্মগ্লানিতে দারুণ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে এমনিভাবে ঘরের মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়াল। ওর চোখের পল্লবগুলি এত দীর্ঘ আর কালো যে দেখলে সেগুলোকে প্রকৃত মনে হয় না। যখন ও সেগুলোকে নামিয়ে দেয় ওর ফ্যাকাশে গালের উপরে নেমে আসে এক গভীর ছায়া।

লুশকার কপট নম্রতায় প্রতারিত হয়ে, ফিলিমোনোভনা আরো প্রশ্রয়াত্মক-ভাবে ফিস্ ফিস্ করে বলে চলে :

"নিজেই বুঝে ভাখ মাগী, সোয়ামির সঙ্গে না হয় তোর ছাড়াছাড়িই হয়ে গেছে, তাবলে এই বাড়িতে সন্ধ্যার পরে একটা অবিবাহিত ব্যাটাছেলের সঙ্গে দেখা করতে আসিস কি মনে করে? তোর বিবেক বলে কি কিছুই নেই? ঈশ্বরের দোহাই, একটু জ্ঞানগম্যি আর হায়ালজ্জা রাখ!"

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধার আন্তরিকতাবিহীন রুক্ষ গলার অনুকরণ করে বলে উঠল লুশকা: "যখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্তা··" প্রত্যাশাভরা

মুখে চুপ করে গেল লুশকা তারপর চোখ তুলে উপরের দিকে তাকাল। চোখ দুটো আলোর ঝিলিকে চক্‌চক্ করছে। ঈশ্বরের নাম উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তিমতী বৃদ্ধা মাথা নীচু করে দ্রুত ক্রুশ করতে আরম্ভ করল। আর তখন লুশকা পরম উল্লাসে রুক্ষ পুরুশালী গলায় তার কথাটা শেষ করল : "ঈশ্বর যখন সবাইকে তার বিবেকের র‍্যাশন বিলি করছিলেন, আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না। সেই সময়টায় আমি ছেলেদের সঙ্গে আশনাই করতে, চুমো খেতে আর তাদের নিয়ে ফুর্তি লুটতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমি আমার ভাগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি, দেখছেন তো? ওকি অমন হাঁ করে রইলেন কেন? মুখটা বন্ধ করতে পারছেন না বুঝি? আর একটা কথা শুনে রাখুন এখন। আপনার ভাড়াটে যখন আমার সঙ্গে বেরিয়ে যাবে, আমার সঙ্গলাভ করে যখন সে কষ্ট পাবে, মনে রাখবেন তখন কিন্তু আপনি আমাদের জন্যে, এই পাপীদের জন্যে একটু প্রার্থনা করবেন, বুড়ি গাই কোথাকার?"

অবাক হয়ে যাওয়া গৃহকর্ত্রীর ঘৃণাভরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না না করেই লুশকা ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল।

লুশকার জন্যে বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছিল দাভিদভ। "ওখানে কিকথা বলছিলে এতক্ষণ ধরে লুশকা?" সংশয় ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"বেশিরভাগই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা", প্রত্যুত্তরে মুচকি হেসে দাভিদভের গায়ের কাছে ঘন হয়ে এসে বলল লুশকা। অনাবশ্যক কথাবার্তাকে হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে বাতিল করে দেয়ার ওর ভূতপূর্ব স্বামীর অভ্যাসটিকে আয়ত্ব করে নিয়েছে লুশকা।

"না, সত্যি করে বলো, কী নিয়ে এতক্ষণ ফিস্‌ফিস্ গুজ গুজ করছিলেন মহিলা? তোমার সঙ্গে কোনো রূঢ় ব্যবহার করেননি তো, কি বলো?"

"চেষ্টা করলেও ও আমার সংগে রূঢ় ব্যবহার করতে পারবে না, অতখানি হিম্মত ওর নেই। কিন্তু ফুঁসছিল হিংসার জ্বালায়। তুমি আমাকে ভালোবাস বলে হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরছেন উনি, বুঝলে হে আমার ফোঁকলা নাগর!"—তেমনি হাসতে হাসতেই বলল লুশকা।

"মহিলা যে আমাদের সন্দেহ করেন এটা ঠিক", হতাশ হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল দাভিদভ। "এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসাটা উচিত হয়নি তোমার, সেটাই হচ্ছে গিয়ে বিপদ!"

"একটা বুড়ি মাগীকে ভয় পেয়ে গেলে ?"

"ভয় পাবো কেন ?"

"বেশ, তুমি যখন এমনই একজন বীরপুরুষ তখন আর এ নিয়ে কোনো কথা বলে লাভ নেই।"

লুশকা এমন অদ্ভুত খামখেয়ালী আর একগুঁয়ে যে ওর সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক। বিদ্যুতের ঝলকানির মতো একটা অপ্রত্যাশিত প্রবল আবেগে অন্ধ হয়ে একাধিকবার গভীরভাবে চিন্তা করেছে দাভিদভ যে মাকার-এর কাছে গিয়ে সব কিছু পরিষ্কার করে খুলে বলে লুশকাকে ওর বিয়ে করে ফেলা উচিত কিনা। যে বিশ্রী একটা অবস্থার ভিতরে নিজেকে এনে ফেলেছে আর ওকে ঘিরে যে সমস্ত মুখরোচক আলোচনা গুজব ইত্যাদি উঠতে পারে সে সব বন্ধ করার এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ। 'ওকে আবার নতুন করে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবো আমি ! আমার কাছে আর তেমন বেশি লম্ফঝম্প করতে পারবে না। সমাজের সেবায় উৎসাহিত করে তুলব ওকে, আর বাধ্য করবো পড়াশুনা করতে। প্রয়োজন হলে পরে জোর করেই করাব। দুদিনেই টিট হয়ে যাবে, যথার্থ কথা ! ওতো আর একটা বোকা হাবা মেয়েছেলে নয়, তাছাড়া ওকে ওর ঐ মেজাজটি ছাড়তে হবে। কথায় কথায় যাতে না অত মেজাজ গরম করে সেটা বুঝিয়ে দেব ওকে। আমি তো আর মাকারের মতো নই। ও আর মাকার দুজনেই হচ্ছে দুই বিপরীত প্রান্তের মানুষ। আমি হচ্ছি অন্য ধাঁচের, নতুন ভাবে ব্যবহার করব ওর সঙ্গে।'

কিন্তু এইভাবে চিন্তা করার ভিতর দিয়ে দাভিদভ তার নিজের ও লুশকার ক্ষমতা সম্পর্কে বোধ হয় একটু বেশিই অনুমান করে বসল।

যেদিন লিওনভের মাড়াইয়ের কাছে ওরা মিলতে রাজী হল, সেদিন খাওয়ার পর থেকেই ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে শুরু করল দাভিদভ। কিন্তু যখন নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা আগে বাইরের সিঁড়িতে শুনতে পেল আর চিনতেও পারল লুশকার হালকা পায়ের শব্দ। প্রথমে দারুণ অবাক হয়ে গেল দাভিদভ, পরক্ষণেই রাগে ওর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। একটু পরেই ভেসে এল লুশকার রিনরিনে গলার সুরেলা কণ্ঠস্বর : "কমরেড দাভিদভ বাড়ি আছেন ?"

বাড়িওয়ালী বা তার স্বামী দুজনেই তখন ঘরের ভিতরে বসে, কিন্তু

কেউই ওর কথার কোনো জবাব দিল না। টুপিটা টেনে নিয়ে ঝড়ের বেগে দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লুশকার হাসি হাসি মুখখানার মুখোমুখী হয়ে পড়ল দাভিদভ। একটু পাশে সরে দাঁড়াল লুশকা, তারপর নীরবে গেট পেরিয়ে দুজনে চলতে শুরু করল।

"এই ধরনের খেলা আমি পছন্দ করি না!" রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে এমন কি হাতের মুঠো পাকিয়ে রুক্ষ গলায় বলে উঠল দাভিদভ। "কেন মরতে এসে হাজির হয়েছ এখানে? কোথায় দেখা করার কথা ছিল আমাদের? জবাব দাও, অভিশাপ কোথাকার……"

কিন্তু এতটুকুও মেজাজ খারাপ করল না লুশকা। "অত খ্যাঁকাচ্ছো কিসের জন্যে শুনি? কী পেয়েছো তুমি আমাকে—ঘরের মাগ না তোমার গাড়ির কচোয়ান?" মুখতোড় জবাব দিল লুশকা।

"চুপ করে থাক। খ্যাঁকাচ্ছি না, কথাটা জিজ্ঞেস করছি তোমাকে।"

কাঁধ ঝাঁকাল লুশকা। তারপর খেপিয়ে তোলার মতো শান্ত গলায় জবাব দিল: "তা বেশ, না যদি খেঁকিয়ে থাক তো আলাদা কথা। কিন্তু তোমাকে না দেখে আর এক মুহূর্তও থাকতে পারছিলাম না আমি। তাই তো এমন তড়িঘড়ি করে চলে এসেছি। এর জন্যে কিন্তু উচিৎ ছিল তোমার খুবই খুশি হয়ে ওঠা, কি বলো, খুশি হওনি?"

"নরক হয়ে উঠেছে আমার অবস্থা। কথাটা গাঁময় ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে বাড়িউলী। আগের দিন কী সব যা তাই বলেছিলে তাকে যে তারপর থেকে সে আমার দিকে আর চোখ তুলেও ফিরে তাকায় না। শুধু গজর গজর করে আর ঝোলের বদলে খেতে দেয় এক বাটি করে নোংরা জল? নিশ্চয়ই এমন সব ধম্মো কথা শুনিয়েছিলে যে তোমার নাম শোনা মাত্রই সে হেঁচকি তুলতে শুরু করে দেয়। গোটা মুখটা নীল হয়ে ওঠে! আর হাঁ, কথাটা যথার্থ তা বলে দিচ্ছি তোমাকে।"

এমন প্রাণবন্ত উচ্ছল হাসি হাসতে লাগল লুশকা যে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনে মনে অনুভব করল দাভিদভ যে ওর নিজের মনটাও নরম হয়ে আসছে। কিন্তু এ সময়ে হাসি মস্করা করার মতো মানসিক অবস্থা ওর বিন্দুমাত্রও নেই। তারপর লুশকা যখন হাসতে হাসতে গড়িয়ে নেমে আসা চোখের জলের ভিতর দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল: "কি বললে, হেঁচকি তোলে আর মুখটা নীল হয়ে ওঠে, এমনি হয় বুঝি তার অবস্থা? তাই ওর

হওয়া উচিত, ভণ্ড বুড়ি! তাতে অন্য লোকের ব্যাপারে নাক গলাতে না আসার শিক্ষাটা হবে! আমার চরিত্র সম্পর্কে খবরদারী করার ভার নেয়া!” কঠিন গলায় ওকে বাধা দিয়ে রুক্ষ নিরুত্তাপ গলায় বলে উঠল দাভিদভ:

“আমাদের দুজনকে নিয়ে যা সব কেচ্ছাকাহিনী গাঁময় সে রাষ্ট্র করে বেড়াক না তাতে কিছুই এসে যায় না তোমার, না?”

“তার নিজের স্বাস্থ্যের পক্ষে যত দিন উপকারী বলে মনে ভাববে তত দিন করবে করুক,” নিস্পৃহ গলায় জবাব দিল লুশকা।

“তাতে তোমার কিছু না এসে যেতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে তা নয়! এই সব বেকুবি আর আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে ঢাক-ঢোল পেটানোটা বন্ধ করো! কাল গিয়ে বলব আমি মাকারকে, হয় আমরা বিয়ে করবো, নয়তো এখানেই ইতি। লোকে সব সময় আমাকে আঙুল তুলে দেখাবে তেমনিভাবে আমি বাস করতে পারি না। যৌথ খামারের সভাপতি— লুশকার নাগর। সবার চোখের উপর তোমার এই ধরনের আচরণ আমার সমস্ত কতৃত্বের মূলে গিয়ে আঘাত করছে, বুঝতে পারছ?”

লুশকার মুখ-চোখ দারুণভাবে লাল হয়ে উঠল। পরক্ষণেই ধাক্কা দিয়ে দাভিদভকে সরিয়ে দিল।

“কী চমৎকার বর রে আমার!” খেঁকিয়ে উঠল লুশকা—“তোমার মতো এমন একটা নোংরা কাপুরুষ আমার কোন কাজে লাগবে শুনি? তোমার অনেক আশা আছে! গাঁয়ের ভিতর দিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে ভয় পাও আর হঠাৎ কিসের মধ্যে কি হল, না ‘চলো আমরা বিয়ে করি’! যে-কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলেই ভয়ে মরো, এমন কি গোটা কয়েক খুঁদে খুঁদে বাচ্চা ছেলের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেলেও তুমি জেলির মতো কেঁপে সারা হও! ভালো কথা তুমি তোমার কর্তৃত্ব নিয়ে গিয়ে সর্বজনীন ফসল খেতের পারের লিওনভ এর খামার বাড়িতে চলে যাও আর সেখানে গিয়ে একা একা ঘাসের উপরে চিত হয়ে শুয়ে থাকোগে যাও, হতভাগা চাষা কোথাকার! ভেবেছিলাম তুমি একটা মানুষের মতো মানুষ, কিন্তু দেখছি তুমি হুবহু আমার আগের স্বামী মাকারেরই মতো। বিশ্ব বিপ্লব ছাড়া তার মগজে যেমন আর কিছুই নেই, তোমার কর্তৃত্ব নিয়ে তুমিও হচ্ছ ঠিক তেমনই!”

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল লুশকা। পরক্ষণেই এক অপ্রত্যাশিত কোমল

আর আবেগ-ভাঙা কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল : "বিদায়, সেমিয়ন প্রিয় আমার, বিদায়!"

বুঝি বা কয়েক মুহূর্ত একটু ইতস্ততঃ করল লুশকা, পরক্ষণে দ্রুত দাঁড়িয়ে উঠে ক্ষিপ্র পায়ে রাস্তা বেয়ে নেমে চলে গেল।

"লুশকা!" ভাঙা ভাঙা গলায় ডেকে উঠল দাভিদভ।

পথের মোড়ে মুহূর্তের জন্যে ওর সাদা রুমালটা ঝলকে উঠে পরক্ষণেই আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কেন যেন আগুনের মতো তপ্ত হয়ে ওঠা হাত দুটো শক্ত করে দু'গালে চেপে ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দাভিদভ। একটা নির্বোধ হাসি ফুটে রয়েছে ওর ঠোঁটের কোণে। 'ভালো, খুব চমৎকার একটা সময়ই বেছে নিয়েছিলাম বিয়ের প্রস্তাব করার' আমি যেমন মুর্খ! দাভিদভ ভাবল মনে মনে। বিয়ে করার অপূর্ব পন্থাই বটে, আর সেটাই হচ্ছে যথার্থ কথা।

বেশ গুরুতর আকার ধারণ করল ওদের প্রণয়-কলহ। প্রকৃতপক্ষে এটা নিছক প্রণয়-কলহ বা সামান্য ঝগড়া নয়, বরং বলা যেতে পারে অসম্পূর্ণ বিচ্ছেদেরই নামান্তর। একান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে লুশকা এড়িয়ে চলেছে দাভিদভকে। বাসা বদল করল দাভিদভ· কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ যে এই পরিস্থিতি জানতে পেরেও লুশকা পুনর্মিলনের প্রচেষ্টার কোনো লক্ষণই প্রকাশ করেনি, করল না।

'আঃ! এমনই যদি মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে থাকে তো জাহান্নামে যাক ও মেয়েছেলে!' প্রিয়তমাকে একাকিনী কোথাও দেখতে পাবার সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়ে ক্রুদ্ধ দাভিদভ ভাবল মনে মনে। কিন্তু ওর সবটুকু অন্তরাত্মা তিক্ততায় ভরে উঠল। অক্টোবরের ভিজা স্যাঁতসেতে দিনের মতো একটা নিরানন্দ বিষণ্ণতা অনুভব করল মনে মনে। বেশি সময় লাগেনি লুশকার দাভিদভের সরল ও প্রেম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ অন্তরে পথ করে নিতে।

এ কথা সত্যি যে এই বিচ্ছেদের সম্ভাবনার ভিতরে একটা আকর্ষণীয় দিকও রয়েছে। প্রথমতঃ মাকার নাগুলনভ-কে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর কঠিন দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ ওর ব্যাভিচারঘটিত আচরণের জন্যে ইদানিং ওর যে কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠছিল সেটা আর কিছুতেই বিপন্ন হয়ে পড়বে না। কিন্তু এ সব আশাবাদী চিন্তা

দাভিদভের ক্ষতবিক্ষত অন্তরে কোনো সান্ত্বনা এনে দিল না। যখনই একা থাকে, তখনই দু-চোখের শূণ্য দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত করে দেয় আর লুশকার চির শুকনো, প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর দুটি স্ফুরিত ঠোঁটের অপূব মিষ্টি গন্ধ আর অত্যুগ্র কামনা-ভরা দুটি চোখে মুহুর্মুহু ফুটে ওঠা বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তির কথা মনে পড়ে এক আকুল তৃষ্ণাভরা মৃদু হাসি ছড়িয়ে পড়ে ওর মুখে।

অপূর্ব দুটি চোখ লুশকার! একটু মাথা ঝুঁকিয়ে যখন সে উপরের দিকে তাকায় কেমন যেন একটা মন-কেড়ে-নেয়া শিশুসুলভ অসহায়তা ফুটে ওঠে ওর দৃষ্টি ছেয়ে। সেই মুহূর্তে জীবন ও প্রেমের ব্যাপারে বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নারীর পরিবর্তে ওকে মনে হয় যেন নিতান্ত কচি বয়সের একটি কুমারী মেয়ে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মাথায় ধবধবে কাচা রুমালটা আঙুলের হালকা ছোঁয়ায় ঠিক করে নিয়ে মাথা তুলে ঘৃণাভরা আক্রমণাত্মক দৃষ্টিতে যখন ওর মুখের দিকে তাকায়, তখন তার চকচকে বিদ্বেষভরা দুটি চোখে বিদ্রূপ আর বহু অভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মুহুর্মুহু নিজেকে পরিবর্তিত করার এই ক্ষমতা লুশকার ক্ষেত্রে মোটেই কোনো উচ্চাঙ্গের সুচতুর ছিনালীর ব্যাপার নয়, একান্তই প্রকৃতির দান। অন্ততঃ দাভিদভের ধারণা তাই। ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে আদৌ এ দিকটা ওর চোখে পড়েনি যে ওর প্রিয়তমা অস্বাভাবিক রকমের, সম্ভবতঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাত্রায়ই আত্মসচেতন আর নিঃসন্দেহে আত্মপ্রশংসা-মুগ্ধ।

একদিন লুশকার মৃদু গন্ধে ভরা ক্রিম-মাখা গালে চুমো খেতে খেতে কাব্যি করে বলেছিল দাভিদভ: "লুশকা, প্রিয়তমে, তুমি ঠিক যেন একটি ফুল! এমন কি তোমার মুখের উপরের ঐ তিলগুলোরও গন্ধ আছে, কথাটা যথার্থ! জানো, ওগুলোর গন্ধ কি রকম?"

"কি রকম?" কনুইয়ের উপরে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে আগ্রহভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লুশকা।

"এক রকমের টাটকা তাজা, ঠিক খানিকটা শিশিরের ফোঁটার মতো... কী জানো, তোমার গে—ঠিক যেন তুষারের ফোঁটার মতো। গন্ধ প্রায় পাবেই না, তবুও চমৎকার!"

"তাইই হতে চাই আমি," মর্যাদাব্যঞ্জক গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করল লুশকা।

আর একটি কথাও বলল না দাভিদভ। এই ধরনের আত্মপ্রসাদের মাত্রাধিক্যে বিস্মিত ও অসন্তুষ্ট হল মনে মনে। একটু পরে আবার জিজ্ঞেস করল : "কেন তা হতে চাও ?"

"কারণ আমি সুন্দর।"

"তুমি কি মনে করো যারা দেখতে সুন্দর তাদের গায়ের গন্ধও সুন্দর ?"

"সবার কথা আমি জানি না, আমি তো আর তাদের গায়ে গন্ধ শুঁকতে যাইনি ? নিজের কথাই আমি বলছি, বেকুব। যারাই সুন্দর তাদের প্রত্যেকেরই মুখে কিছু আর তিল নেই। মুখে তিল দেখা দেয় বসন্ত কালে। সুতরাং তুষারের গন্ধই থাকা উচিত।"

"তোমার মগজে গোবরভরা, আর সেটাই হচ্ছে যথার্থ কথা!" হতাশ হয়ে বলল দাভিদভ। "যদি জানতে চাও তো বলি, তোমার গাল থেকে মোটেই তুষারের ফোঁটার গন্ধ আসে না। আসে ওলকপি, রসুন আর সূর্যমুখী ফুলের তেলের গন্ধ।"

"তবে সেই গালে চুমো খাওয়ার জন্যে আবার হ্যাং হ্যাং করে ঘুরে মরো কেন ?"

"কারণ শালগম আর রসুন আমি ভালবাসি!"

"আঃ! বাচ্চাছেলের মতো যত সব আজে বাজে কথা বলছ সেমিয়ন,"—অসন্তুষ্ট লুশকা বলে উঠল।

"জানো তো, চালাকচতুর লোক চালাকচতুর লোকই খোঁজে কথা বলার জন্যে।"

"মুর্খের সঙ্গে পড়লেও যে চালাক সে চালাকই থাকে। কিন্তু যে মূর্খ সে সবক্ষেত্রেই মূর্খ, তা সে যেই হোক না কেন।" মুখের মতো জবাব দিল লুশকা।

তখনো ওদের ঝগড়া হত, কিন্তু সে ঝগড়া ছিল ক্ষণস্থায়ী। দুমিনিট পরেই আবার ভাব হয়ে নিষ্পত্তি হয়ে যেত। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। দাভিদভ অনুভব করে যে লুশকা আর ও দুজনে মিলে যা কিছুই করেছে সে সব যেন এক সুদূর মধুময় অতীতের কথা, যা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। ওকে একা পাওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত ভেবে আর দুজনার ভিতরে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখে দাভিদভের মন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল। ওর সহকারী হিসেবে রাজমিয়োৎনভের

উপরে খামার সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের ভার দিয়ে নিজে দ্বিতীয় দলের সঙ্গে যৌথ জোত থেকে বহু দূরের এক অনাবাদী জমিতে বসন্তের ফসল বোনার জন্য হাল দিতে যেতে প্রস্তুত হল।

এটা এমন কোন একটা জরুরী কাজের তাগিদ নয় যা নাকি ওকে চলে যাবার জন্যে তৎপর করে তুলেছে। ও পালিয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে মানুষের সেই ধরনের লজ্জাকর পলায়ন যাতে সে চায়, অথচ চূড়ান্ত ভাবে প্রেমের ফাঁস খুলে ফেলতেও ভয় পায়। দাভিদভ, যে নাকি প্রতিমুহূর্তেই বর্তমান অবস্থায় নিজেকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে অভ্যস্ত এ সব কিছু সে বোঝে ভালো করেই। কিন্তু সহ্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে দাভিদভ। আর সেই জন্যেই যদি 'ঐ দূরে' গিয়ে লুশকাকে আর চোখের সামনে দেখতে না পায়, আর দুদিন খানিকটা শান্তিতে কাটাতে পারে সেই আশায়ই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল দাভিদভ।

চার

জুন মাস পড়তেই প্রচুর বৃষ্টি হল। কিন্তু এ বৃষ্টি গ্রীষ্মকালের বৃষ্টির মতো নয়, শরৎ কালের মতো ঝির ঝিরে মন্থর। ঝড়ো হাওয়া নেই, নেই মেঘে গুরু গর্জন। ভোরের বেলা পশ্চিমের দূর পাহাড়গুলির পিছন থেকে কালো পাখনা মেলা ভয়ঙ্কর সাদা মতো এক খণ্ড পাঁশুটে-নীল রঙের মেঘ গুটি গুটি বেরিয়ে এসে ক্রমেই বড়ো হতে হতে আধখানা আকাশ ছেয়ে ফেলে। তারপর এমনভাবে নিচে নেমে আসে যে মসলিনের মতো সূক্ষ্ম তুষারকণাগুলি স্তেপের পাহাড়ী টিবির মাথার হাওয়া-কলের ছাদে এসে জমা হয়। আর বহু উপরে কোথা থেকে যেন ভেসে আসে অশ্রুতপ্রায় মর্মর স্বরে মেঘের শান্ত গুরুগুরু ধ্বনি। তারপর শুরু হয় সুন্দর ধারায় বর্ষণ।

সদ্য দোহানো গোরুর বাঁট থেকে ঝরে পড়া দুধের উষ্ণ ফোঁটা কুহেলিঘেরা নিস্তব্ধ মাটির বুক ভিজিয়ে আর আগের বৃষ্টির ফেনাজমানো খানা-ডোবার বুকে বুদবুদ ফুটিয়ে ঝরে পড়ে। এই কৃপণ গ্রীষ্ম-ধারা এতই

কোমল, এতই শান্ত যে ফুলেরা পর্যন্ত মাথা নোয়ায় না কিংবা উঠোনের মুরগীরাও আশ্রয় খুঁজে ফেরে না। ব্যস্তচঞ্চল পায়ে গোয়ালের আশপাশে, ভিজে ছ্যাতলা ধরা বেড়ার আনাচে কানাচে মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। আর তখন ভিজে কাদামাখা মোরগগুলো ঐ বৃষ্টির ধারাকে বিন্দু মাত্র আমোলে না এনেই টানা সুরে একের পর এক ডেকে চলে। ওদের কর্কশ স্বর, খাঁদ-খোঁদলে জমে ওঠা বৃষ্টির জলে মহা আনন্দে স্নানরত চড়ুইগুলির কিচির মিচির আর বুঝি বা ধুলো আর বৃষ্টির গন্ধে লুব্ধ হয়ে কোমল মাটির বুক লক্ষ্য করে দ্রুত উড়ে চলা সোয়ালোগুলোর রিনরিনে তীক্ষ্ণ সুরের সঙ্গে গিয়ে মেশে।

গ্রিমিয়াকি লগ-এর মোরগগুলোর গলার স্বর এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে এমনটি আর সচরাচর দেখা যায় না। সব সময়েই লিউবিশকিনের মোরগটা জেগে ওঠে সবার আগে তারপর রাত দুপুরে প্রথম ডাকতে শুরু করে। উৎসাহী তরুণ কমেণ্ডারের মতো স্ফূর্তিভরা রিনরিনে উচ্চ কণ্ঠস্বর। ওর ডাকের প্রত্যুত্তরে জেগে ওঠে আগাফন দুবৎসভের উঠোনের মোরগটার কর্নেলসুলভ ভারী পৌরুষভরা গলার উচ্চ স্বর। তারপর প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে চলতে থাকে সমস্ত গাঁয়ের মোরগগুলোর দৃঢ় কণ্ঠের নিরবচ্ছিন্ন ডাক। একের পর এক সবার ডাকের পালা শেষ হয়ে গেলে পরে জেগে ওঠে গাঁ-এর সবচাইতে পুরানো মাইদানিকভের মোটাসোটা লাল মোরগটার সেনাপতিসুলভ প্রভুত্বব্যাঞ্জক কর্কশ গলার কান-ফাটানো ডাক।

একমাত্র প্রণয়ীরা আর যারা খুবই রুগ্ন, অবশ্য নাগুলনভের মতে ও দুই প্রায় একই, তারা ছাড়া সমস্ত গাঁ-এর ভিতরে যে লোকটি সবচাইতে শেষে ঘুমোতে যায় সে হল মাকার নাগুলনভ নিজে। রাতের অবসরকে কাজে লাগিয়ে এখনো সে একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে চলেছে। ওর চেয়ারের পিছনে ঝুলছে একটা খসখসে তোয়ালে। ঘরের কোণের দিকে ঠাণ্ডা পাতকুয়োর জলে ভরা একটা কলসী। শেখার ব্যাপারটা খুবই কঠিন লাগছে ওর কাছে। পাটে পাটে খোলা জানালাটার সামনে টেবিলে বসে নাগুলনভ। সার্টের বোতামগুলো খোলা, চেহারা উস্কখুস্ক, সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে। থেকে থেকে কপাল, বগল, বুক আর পিঠের ঘাম মুছে নিচ্ছে। জানালার ভিতর দিয়ে ঝুঁকে কলসীর জল ঢালছে মাথায়। তারপর আরামের একটা সংযত আওয়াজ ছাড়ছে।

খবরের কগজের ঢাকনার তলায় তেলের বাতিটা জলছে মিটমিট করে। ঢাকনার গায়ে পাখার ঝাপটা মেরে পোকাগুলো উড়ছে বাতিটাকে কেন্দ্র করে। পাশের ঘরে বাড়ির প্রবীণা গৃহকর্ত্রীর নাক ডেকে চলেছে গম্ভীর সুরে। আর যে ভয়ঙ্কর কঠিন ভাষাটা আয়ত্ব করার জন্যে মাকার এমন গলদঘর্ম হয়ে উঠে পড়ে লেগেছে, তার প্রতিটি শব্দের সঙ্গে সে সমানে কুস্তি করে চলেছে।

এক দিন দুপুর রাত। একটু বিশ্রাম আর ধূমপানের জন্যে যখন জানালার কাঠের উপরে এসে বসেছিল, বিস্মিত মাকার প্রকৃতই এই প্রথম শুনতে পেল মোরগগুলোর ঐক্যতান। "বটে, ঠিক যেন সামরিক কুচকাওয়াজ, যেন সামরিক বিভাগের পরিদর্শন! .....”আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠল মাকার

তার পর থেকে প্রতিদিন রাত্রে মোরগগুলোর ঐ সামরিক ঘুমভাঙানী সঙ্কেত-ধ্বনির জন্যে অপেক্ষা করে থাকে আর খুশিভরা মনে শোনে ঐ নৈশ-গায়কদের কণ্ঠস্বর। যদিও নাইটিঙ্গেলের গীতিকাব্যমধুর সুরলহরীর প্রতি ওর মনে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বিশেষ করে নাইদানিকভের মোরগটার সেনানায়কসুলভ গুরুগম্ভীর গলার উচ্চ স্বর ওকে সবচাইতে বেশি আনন্দ দেয়। ওটাকে মনে হয় ওর কুক্কুট-কোরাসের শেষ স্বরগ্রাম। কিন্তু মোরগ ডাকার এই যে রীতিনীতি যা শুনতে ও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে আর আন্তরিকভাবে তারিফও করে থাকে, এক রাত্রে একান্ত অপ্রত্যাশিত ও কুৎসিতভাবেই সেটা লঙ্ঘিত হল। মধ্য রাতের সেই গুরুগম্ভীর গলার উচ্চ নাদের পরে হঠাৎ খুবই কাছের, পাশের বিনিময় -ব্যাপারী আরকাশকার উঠোনের চালার পেছন থেকে কোন এক হতভাগা বাচ্চা মোরগ, গলার আওয়াজ শুনে মনে হয় নেহাৎই বাচ্চা, নির্লজ্জ মিনমিনে গলায় ডেকে উঠল। তারপর মুর্গির মতো চাপা গলায় বহুক্ষণ ধরে কুৎসিতভাবে কিচির মিচির করে চলল। ডাকার বিরতির ভিতরে মাকার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল দাঁড়ের উপরে হতভাগা পাখিটার ডানার ঝটপট শব্দ, পাছে ডাকার সময়ে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায়।

এটা শৃঙ্খলা-ভঙ্গের আর অনুবর্তিতার নিয়ম কানুনের প্রতি প্রকাশ্য অবজ্ঞার এমন একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন যে মাকারের কাছে এটা মনে হল যেন কোন অর্ধশিক্ষিত সেকৃশন কমাণ্ডারের পক্ষে একজন খাঁটি জেনারেলকে

ভুল শুধরে দেবার মতো একটা ধৃষ্টতার ব্যাপার। এই চূড়ান্ত অবমাননাকর ঘটনা মাকারের পক্ষে সহ্যাতীত। এক ঘৃণাভরা ক্রোধে ওর অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। "চুপ্!" অন্ধকারে চিৎকার করে উঠল মাকার তারপর মনে মনে গাল পাড়তে পাড়তে দড়াম করে জানালাটা বন্ধ করে দিল।

পরের রাত্রেও আবার ঐ কুৎসিত ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি হল। একই ব্যাপার ঘটল তার পরের রাত্রেও। আরো দু বার অন্ধকারের ভিতরে গর্জে উঠল মাকার "চুপ!" ওর চিৎকারে ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল বাড়িওয়ালীর। মোরগগুলোর নৈশ নাম ডাকার সুসামঞ্জস এক তান যাতে করে মনে হয় পদাধিকার অনুসারে ডাক ও জবাবে সুসম্বদ্ধ, সেটা অপূরণীয়ভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছে। রাত দুপুরের পরে পরেই মাকার শুতে যেতে শুরু করল। বিদেশী শব্দ ও বাক্য পড়া ও মনে রাখার চেষ্টা করা নিরর্থক। বার বারই ওর মনে ঘুরে ফিরে আসছে ঐ ধৃষ্ট মোরগটার কথা। আর দারুণ রেগে গিয়ে ভাবতে লাগল যে মোরগটা ওর মনিবের মতোই মস্তিষ্কবিহীন একটা বেকুব। নিরীহ জীবটাকে মাকার বদমায়েশ, পরগাছা, ভুঁইফোঁড় প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করল। "সেনাপতি"র পরে পড়শীর মোরগটার ডাকার ধৃষ্টতা মাকারের অসাধারণ অধ্যবসায় নষ্ট করে দিল। ওর ইংরেজী শেখার অগ্রগতি দ্রুত নিম্নগামী হয়ে পড়তে লাগল আর দিনে দিনে ওর মেজাজও তিরিক্ষি হয়ে উঠতে লাগল। এখন এর একটা হেস্তনেস্ত করার সময় এসে গেছে। চতুর্থ দিনের দিন ভোরবেলায় মাকার বিনিময়-ব্যাপারী আরকাশকার উঠোনে গিয়ে হাজির হল। তারপর সংক্ষেপে একটু নমস্কার করে বলল: "এস তো, তোমার ঐ মোরগটা আমাকে দেখাও দেখি।"

"ওটা দিয়ে তোমার কি দরকার?"

"ওটা দেখতে কেমন তাই দেখব।"

"আরে মলো, ওটা দিয়ে তোমার প্রয়োজনটা কি সেটা আগে শুনি?"

"এস তো, দেখি আগে একবার ওটাকে! তোমার সঙ্গে বসে আজে বাজে বকার মতো সময় নেই আমার।" খিঁচড়ে উঠে বলল মাকার।

মাকার যখন একটা সিগারেট পাকাচ্ছে ততক্ষণে আরকাশকা একটা কঞ্চি কুড়িয়ে অতি কষ্টে নানা বর্ণের চমৎকার পালকওয়ালা এক পাল মুরগি তাড়িয়ে বের করে আনল খামারের তলা থেকে। যা ভেবেছিল মাকার।

ডজনখানেক বিচিত্র পাখনাওয়ালা বকবকে ছিনাল মুরগির ভিতরে একটা নোংরা কাদামাথা পিঙ্গল বর্ণের ছোট্ট মোরগ সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপ্রচ্ছন্ন ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে মোরগটাকে দেখতে লাগল মাকার।

"ও বালখিল্যটাকে জবাই করে ফেল!" আরকাশকাকে পরামর্শ দিল মাকার।

"কিসের জন্যে?"

"তোমার সুরুয়ার জন্যে," সংক্ষেপে জবাব দিল মাকার।

"কিন্তু কেন? ওটা আমার সবেধন একটি মোরগ, তাছাড়া মুরগিগুলোর ব্যাপারে খুবই উৎসাহী।"

বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল মাকারের মুখে। ঠোঁট দুটো বেঁকে উঠল।

"খুবই উৎসাহ মুরগিগুলোর দিকে! ব্যাপারটা তো তাহলে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ, বলতে হচ্ছে। ও ব্যাপারে অত চালাক হওয়ার ওর কোনো প্রয়োজন নেই।"

"কিন্তু একমাত্র ঐ জিনিসটাই তো ওর কাছ থেকে আশা করা যায়। ওটাকে দিয়ে তো আমি কিছু আর জমি চাষ করাতে চাই না। একটা একফালা লাঙল টানার মতো ক্ষমতাও ওর নেই..."

"ভাঁড়ামো করার চেষ্টা করো না। দুটোয় ও খেলা খেলতে পারে, জানো!"

"তা বেশ, কিন্তু মোরগটা তোমার কি ক্ষতি করেছে শুনি?" আরো অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল আরকাশকা। "তোমার পথে কাঁটা দিচ্ছে না আর কিছু করেছে?"

"ওটা একটা আস্তো বেকুব, শৃঙ্খলা সম্পর্কে আদৌ ওর কোনো শ্রদ্ধা নেই!"

"শৃঙ্খলাটা আবার কী? ওটা উড়ে গিয়ে তোমার বাড়িউলীর বাগানে ঢোকে, না আর কিছু করে?

"তা করে না অবশ্যি, কিন্তু—ইয়ে..."

শৃঙ্খলা বলতে ওর মাথায় যা আছে সেটা বুঝিয়ে বলা খুবই শক্ত মনে হল মাকারের। পা দুটো ফাঁক করে ম্লান দৃষ্টিতে মোরগটার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, পরক্ষণেই একটা নূতন বুদ্ধি গজাল ওর মাথায়।

"ব্যাপারটা কি জানো পড়শী ?" উৎসাহিত হয়ে আরকাশকাকে বলল মাকার। "এস আমরা মোরগ বদলা বদলি করি"

"তোমার ঐ লক্ষ্মীছাড়া সংসারে মোরগ আবার এল কোত্থেকে শুনি ?" একটু ঔৎসুক্য নিয়েই জিজ্ঞেস করল আরকাশকা।

হবেখন একটা, আর সেটা তোমার এখানকার ঐ মোরগটার মতো ঝুলে পড়া নোংরা লেজওয়ালা জীব নয়।"

"ঠিক আছে, তাহলে নিয়ে এস, বদলাবদলি করি—অবশ্য যদি তোমার মোরগটা ভালো হয় তবেই। নিজেরটাকেই আমি কিছু আর আঁকড়ে ধরে থাকছি না।"

আধঘণ্টা পরে যেন হঠাৎ দেখা করতে এসেছে এমনি একটা ভাব নিয়ে মাকার এল আকিম বেসখেলেবনভ-এর ঘরে। ওর উঠোন ভর্তি অঢেল মুরগি। এটা ওটা সেটা আলোচনা করতে করতে মাকার উঠনে চরে বেড়ানো মুরগিগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর দিয়ে দেখতে লাগল আর মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল মোরগগুলোর গলার স্বর। বেসখেলেবনভ-এর পাঁচটা মোরগের সব কয়টারই চেহারা চমৎকার সুন্দর, চোখ জুড়ানো রঙ আর তার চেয়েও যেটা বড়ো কথা সেটা হচ্ছে এই যে সবগুলোই মিতবাক। তাছাড়া দেখে মনে হয় আচার-আচরণের দিক থেকে খুবই মার্জিত। চলে যাবার আগে প্রস্তাব করল মাকার: "শোনো, একটা মোরগ বিক্রি করবে আমাকে ?"

"কেন করব না, নিশ্চয় করব কমরেড নাগুলনভ, তবে আমার মত যদি নাও তবে বলব বাঁধাকপির সুরুয়ায় মুরগিই বেশি জমবে। যেটা ইচ্ছে পছন্দ করো, অঢেল আছে আমার বুড়িটার।"

"না, আমি একটা মোরগ চাই। নিয়ে যাবার জন্যে একটা থলে ধার দেবে আমাকে ?

আর খানিকক্ষণ পরে বিনিময়-ব্যাপারী আরকাশকার উঠোনে দাঁড়িয়ে থলের মুখ খুলছে মাকার। বদলাবদলি সম্পর্কে যে আরকাশকার প্রবল ঝোঁক তা সবারই সুবিদিত। দারুণ আগ্রহে হাত ঘসতে ঘসতে সে বিড়বিড় করে বলে চলেছে: "দেখা যাক, তোমার ঐ বাজে মালটি কি রকমের। হয়ত পার্থক্যের অনুপাতে আমাকে আরো কিছু দাবি করতে হতে পারে তোমার কাছে। জলদি করে খোলো থলেটা। অত সময় নষ্ট করছ কেন? এক্ষুনি

আমি আমার মোরগটাকে ধরে নিয়ে আসছি। লড়িয়ে দেব দুটোকে। যার মোরগ জিতবে সে এক গ্লাস মদও পাবে খেতে। এছাড়া অন্য কোনো রকমে বদলাবদলি করলে মারা গেছি! তোমার ওটা দেখতে কেমন? খুব বড়োসড়ো গোছের, কি বলো?”

“সৈনিক বিশেষ!” দাঁত দিয়ে থলের মুখে শক্ত করে বাঁধা দড়িটার গেরো টানাটানি করতে করতে সংক্ষেপে জবাব দিল মাকার।

হ্যাঁচকা টান দিয়ে ট্রাউজারটা উপরে তুলে নিয়ে মুরগির ঘরে গিয়ে ঢুকল আরকাশকা। এক মুহূর্তেই ভিতর থেকে জেগে উঠল মোরগটার বন্য চিৎকার। কিন্তু আরকাশকা যখন তার ভয় পাওয়া হাঁপানো মোরগটাকে বুকে করে নিয়ে ফিরে এল, তখন খোলা থলেটার সামনে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের পেছন দিকটা চুলকে চলেছে মাকার। “সৈনিকটি” পাখনা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। আর গোলাপী চোখ দুটো মৃত্যু যন্ত্রণায় পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।

“হল কি ওটার?” বিস্মিত আরকাশকা জিজ্ঞেস করল।

“একটু গোড়ায় গলদ হয়ে গেল।”

“পাখিটা তেমন যুতের নয়, কি বলো?”

“বলছি তোমাকে, যে এটা একটা গোড়ায় গলদের ব্যাপার!”

“মোরগের আবার কি করে গোড়ায় গলদ হতে পারে? নির্বোধের মতো কথা বলো না!”

“মোরগটার নয় মূর্খ, আমারই গোড়ায় গলদ হয়ে গেছে। এই থলেটায় করে ওটাকে নিয়ে আসছিলাম। যখন ব্যবস্থাপনা অফিসের পাশ দিয়ে আসছিলাম ভাবলাম যে ওটা হয়ত ডাকতে শুরু করে দেবে আর সবার সামনে আমাকে বেকুব বানিয়ে তুলবে। তাই ওর গলাটা একটু মুচড়ে দিলাম। সামান্য একটুখানি মুচড়ে দিলাম মাত্র, বুঝলে। আর এখন দেখ দেখি কি ঘটল! কাটারীটা শিগ্‌গির নিয়ে এস, নইলে টেঁসে গেলে পরে আর কোনো কাজেই লাগবে না।”

গলা কাটা মোরগটাকে বেড়ার ওপাশে ছুঁড়ে দিয়ে সিঁড়ির উপরে কাজে ব্যস্ত বাড়িওয়ালীকে চিৎকার করে ডেকে বলল:

“ও মা! গরম থাকতে থাকতে পালক ছাড়িয়ে নাও, কাল আমরা মুরগির সুরুয়া খাবো।”

আরকাশকার সঙ্গে আর একটি কথাও না বলে আবার বেসখেলেবনভ-এর বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিল মাকার। প্রথমটায় বেশখেলেবনভ আপত্তি তুলেছিল : "এমনি যদি করতে থাক তবে দেখছি তুমি আমার সব মুরগি-গুলোকে বিধবা করে ছাড়বে।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর একটা মোরগ বিক্রি করতে রাজী হয়ে গেল। আরকাশকার সঙ্গে বদলাবদলির প্রস্তাবটা পাকা হয়ে গেল। আর কয়েক মিনিট পরেই আরকাশকার মুণ্ডুহীন মোরগটা উড়ে গিয়ে পড়ল বেড়ার ওপাশে। দারুণ খুশি হয়ে মাকার চিৎকার করে তার বাড়ি-ওয়ালীকে ডেকে বলল : "এই অভিশপ্ত জীবটাকেও নিয়ে যাও তোমা! জংলী ভুঁইকোঁড়টার পালক ছাড়িয়ে আগেরটার সঙ্গেই হাঁড়ির ভিতরে পুরে দাও!"

যেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিরাট একটা কাজ সম্পন্ন করেছে এমনি একটা ভাব নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল মাকার। ওদের উঠোনে বসে মোরগ দুটোর উপরে যে রক্তাক্ত আচরণ করল মাকার তাতে অবাক হয়ে আরকাশকার স্ত্রী বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল। স্ত্রীর নীরব প্রশ্নের জবাবে আরকাশকা হাতের আঙুলটা তুলে কপালে ছুঁইয়ে আগুপিছু নাড়তে নাড়তে ফিসফিস করে বলল : "মাথাটা বিগড়ে গেছে! মানুষটা ভালো, কিন্তু মাথাটা একেবারে বিগড়ে গেছে। বিলকুল মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অমনি করে ঠায় বসে থাকে রাতভোর, বেচারা! ঐ ইংরেজী ভাষাই ওকে এমনটি করে ফেলেছে, জাহান্নামে যাক অমন ভাষা!"

তারপর থেকে আবার বীরের মতো তার একাকীত্বের বোঝা বহন করে চলেছে মাকার। অবাধভাবে শুনে চলেছে রাতের মোরগ ডাকার ঐক্যতান। সারা দিন মাঠে কাজ করে। মেয়েদের ও বাচ্চাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে খেত নিড়ায়। আর সন্ধ্যেয় মাংসহীন বাঁধাকপির ঝোল আর দুধে রাত্রের খাওয়া শেষ করে তার ইংরেজী পাঠ্য বই নিয়ে বসে পরম ধৈর্যের সঙ্গে রাত দুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে দেয়। ইদানিং ঠাকুর্দা শচুকার এসে জুটেছে ওর সঙ্গে। একদিন সন্ধ্যেয় শচুকার ধীরে ধীরে ওর দরজায় টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করল : "আসতে পারি?"

"এস, কি চাই?" জিজ্ঞেস করল মাকার, কিন্তু তেমন আন্তরিকতার সুর বেজে উঠল না ওর গলায়।

"ভালো, কথাটা কিভাবে বলি..." একটু ইতস্ততঃ করে বলতে শুরু করল

"হয়ত দেখাই হত না তোমার সঙ্গে মাকার। তারপর আলো দেখলাম, সুতরাং মনে মনে বললাম, যাই-ই না একবার দেখে আসি কেমন আছে ও ?"

"কী তুমি—একটা মেয়েমানুষ ? এমনি করে হেদিয়ে মরছ আমার জন্যে ?"

"একটা বুড়ো মানুষ অনেক সময়ে যে-কোনো একটা মেয়েমানুষের চাইতেও নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করে। তাছাড়া আমার কাজটাও হচ্ছে এমন নীরস, সারাক্ষণ ঐ ঘোড়াগুলোর সঙ্গে থাকা। ঐ বোবা জন্তুগুলোকে নিয়ে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তিতিবিরক্তি ধরে গেছে আমার! একটা ভালো কথা বলো ওদের কিন্তু তার কোনো জবাব নেই। খালি সারাক্ষণ ওই চিবানো আর লেজ আছড়ানো। ওগুলো কোন কাজে লাগবে আমার ? তার উপরে আবার ঐ ছাগলটা, অভিশপ্ত শয়তান! আপদটা রাত্রে একটুও ঘুমোয় মনে করো, মাকার ? যেই তুমি একটু চোখ বুজলে, শয়তানটা অমনি এসে হাজির হবে। ঘুমের মধ্যে কত বার যে এসে মাড়িয়ে দেয়! ভয়ে প্রাণটা উড়ে যাবার দশা! ওটা যতক্ষণ থাকবে বুঝলে চোখ মুখ ঢেকেও একটু ঘুমোবার জো নেই। এমন আপদ বালাই আমি জন্মেও দেখিনি, একটুও শান্তি নেই ওটার জন্যে! রাতভোর আস্তাবল আর খড়ের গাদার পাশে ঘুরঘুর করে বেড়ায়। এসো, ওটার গলাটাও কেটে ফেলা যাক, কি বলো মাকার।"

"তোমার ঐসব বাজে আলোচনা বন্ধ করে এখন সরে পড়ো দেখি এখান থেকে, শচুকার। আমি ব্যবস্থাপনার দপ্তরে ছাগলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নই। দাভিদভ হচ্ছে ওখানকার কর্তা, তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করো।"

"আরে না না, ভগবান না করুন, ঐ ছাগলের ব্যাপার নিয়ে আমি এখানে আসিনি, মাকার। নিছক তোমার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি। তুমি আমাকে একটা মজাদার বই পড়তে দাও, তোমার পাশটিতে নেংটি ইঁদুরের মতো চুপটি করে বসে থাকব। এতে তোমার আমার দুজনারই আনন্দ লাগবে। তোমাকে একটুও বিরক্ত করবনা আমি।"

একটু ভেবে রাজী হয়ে গেল মাকার। শচুকারের হাতে রুশ ভাষার একখানা মোটা অভিধান তুলে দিয়ে বলল: "বেশ, আমার পাশে বসে পড়ো। কিন্তু পড়বে মনে মনে, একটুও ঠোঁট খুলবে না, কাশবে না, কি হাঁচবে না—এক কথায় টু শব্দটি নয়। যখন আমি বলব তখন আমরা ধূমপান করব। বুঝতে পেরেছ তো পরিষ্কার ?"

"খুব পরিষ্কার, মাকার। কিন্তু ঐ হাঁচির ব্যাপারটার কী হবে? ধরো যদি, শয়তানের কারসাজিতে হেঁচেই ফেললাম একবারটি? তখন কি হবে? আমার যা চাকরি তাতে সব সময়েই খড়ের ধুলোয় দুনাক বোঝাই হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময়ে ঘুমের ভিতরেও হেঁচে ফেলি। এটার কি করি বলতো?"

"তক্ষুনি বুলেটের মতো ছুটে বাইরে চলে যাবে।"

"এঃ মাকার, আমাকে কিছু আর বুলেট বানাতে পারবে না তুমি! দারুণ মরচে ধরে গেছি! বাইরে যেতে যেতেই দশবার হেঁচে ফেলব আর নাক ঝাড়বো পাঁচবার।"

"তাহলে তোমাকে খুব জলদি করতে হবে, ঠাকুর্দা!"

"একটা ছুঁড়ি চেয়েছিল খুব জলদি জলদি বিয়ে করতে. কিন্তু বর খুঁজে পেল না। এক পরোপকারী ছোকরা এগিয়ে এসে ওর এ বিপদে সাহায্য করল। বিয়ে না করেও যে ছুঁড়িটার কী হল জানো? একটা চমৎকার সুন্দর মেয়েমানুষ হয়ে উঠল। আমার বেলাও ঠিক তেমনটিই ঘটতে পারে। আমি জলদি করব সত্যি কিন্তু ছোটাছুটির হয়রানিতে যা-ই ঘটুক তার জন্যে কিন্তু জবাবদিহি করতে পারব না। তখন তুমি যে দুনো জলদি করে আমাকে দূর করে দেবে, তোমার মুখের উপরের ঐ নাকটার মতোই সেটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি!"

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল মাকার। "কতটা জলদি করবে সেটা সতর্ক হয়েই করো। ও-ভাবে তুমি তোমার আত্মসম্ভ্রম নষ্ট করার ঝুঁকি নিতে পারো না। মোদ্দা কথা, এখন চুপ করো, আমাকে আর বিরক্ত করো না। পড়তে শুরু করে দাও আর নিজেকে একজন শিক্ষিত বুড়োমানুষ হিসেবে তৈরি করে নাও।"

"আর একটা মাত্র প্রশ্ন আছে—বলব? অমন করে ভুরু কুঁচকিও না মাকার, এটাই শেষ।"

"বটে? বলে ফেল!"

ঠাকুর্দা শচুকার বিশ্রীভাবে বেঞ্চটার উপরে একটু সরে বসল। "শোন, ব্যাপারটা হচ্ছে এই," বিড়বিড় করে বলল। "প্রকৃত পক্ষে ব্যাপারটা তেমন কিছু নয় অবিশ্যি, কিন্তু—দেখো—আমার বুড়িটা এর জন্যে দারুণ রাগারাগি করে। বলে, 'তোমার জ্বালায় একটুও ঘুমোতে পারি না'। কিন্তু তার জন্যে আমি কি করতে পারি, বলো?"

"আসল কথাটা কি সেটা বল, সেটা বলতে পারছ না ?"

"কিন্তু এটাইতো আসল কথা। অন্ত্রবৃদ্ধির জন্যেই হোক বা অন্য যে কোনো ব্যামোর জন্যেই হোক, আমার পেটের ভিতরে দারুন গড়গড় শব্দ হতে থাকে—মেঘ ডাকার মতো গুড়গুড় ডাক ছাড়ে। এখন সেটার ব্যাপারে কি করছি আমরা ? তাতে তোমারও পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে, বুঝলে ?"

"সোজা বাইরে প্যাসেজে চলে যাবে। তোমার ওসব মেঘ বিদ্যুৎ কিছুই চলবে না এখানে! পরিষ্কার বুঝলে তো ?"

নীরবে মাথা নাড়ল শচুকার, তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে অভিধানটা খুলে বসল।

দুপুর রাতে মাকারের নির্দেশে আর তারই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে ঠাকুর্দা শচুকার জীবনে এই প্রথম সঠিকভাবে শুনল মোরগের ডাক। আর তিন দিন পরে জানালার ভিতর দিয়ে ঝুঁকে পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুজনে এক সঙ্গেই শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে ঠাকুর্দা শচুকার আনন্দে গদগদ হয়ে ফিসফিস করে বলতে লাগল :

"কপাল আমার! আচ্ছা, কোনো দিনও না! এই যে আমি, সারাটা জীবন ধরে সবসময়েই মোরগের লেজ মাড়িয়ে চলে এসেছি, বলতে গেলে এত-টুকু বেলা থেকেই মোরগ-মুরগির সঙ্গেই কাটিয়ে এসেছি, কিন্তু মোরগের ডাকের ভিতরে যে কী সুন্দর একটা জিনিস আছে, একটি দিনের জন্যেও তো সেটা ধারণা করতে পারিনি। কিন্তু এখন সেটা বুঝতে পেরেছি। মাইদানিকভের ঐ শয়তানটার, বুঝলে মাকার, কী অপূর্বই না গলার আওয়াজ, এঃ! ঠিক যেন সেনাপতি ক্রুসিলভ-এর মতো!"

ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল মাকারের কিন্তু কণ্ঠস্বর ফিসফিসেই রয়ে গেল, তার চাইতে বেশি উপরে চড়ল না :

"হুঁঃ! আমাদের সেনাপতিদের গলার আওয়াজ শোনা উচিত ছিল তোমার, ঠাকুর্দা! খাঁটি আওয়াজ যাকে বলে! কিন্তু তোমার ঐ ক্রুসিলভ কী ছিল ? প্রথমতঃ সে ছিল আগের দিনের একটা জার-এর সেনাপতি, সুতরাং আমার কাছে অন্ততঃ সে একটা সন্দেহজনক লোক। দ্বিতীয়তঃ লোকটা ছিল চশমাধারী বুদ্ধিজীবী। সম্ভবতঃ তার গলার আওয়াজ ছিল আরকাশকার ঐ মোরগটার মতো, যেটাকে দিয়ে আমরা রাত্রের খানা খেলাম। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গলার আওয়াজটা বিচার

করতে হবে। যেমন ধরো আমাদের বিভাগীয় সৈন্যদলে গভীর সুরেলা গলার লোক। সমস্ত বাহিনীর ভিতরে ওর গলার স্বর ছিল সবচাইতে ভালো। কিন্তু শেষে দেখা গেল লোকটা বদমায়েশ—দল ত্যাগ করে শত্রুপক্ষে গিয়ে ভিড়ে পড়েছে। তুমি কি মনে করো তাকে এখনো ভালো গাইয়ে বলে আমি মনে করব? এতটুকুও না! এখন সে একটা বাজে নাকী সুরের গাইয়ে মাত্র, কিছুতেই উচ্চাঙ্গের গাইয়ে নয়।"

"কিন্তু মোরগগুলোর তো রাজনীতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, মাকার, আছে কি?"—ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল ঠাকুর্দা শ্‌চুকার।

"হাঁ, নিশ্চই আছে। ওটা যদি মাইদানিকভের মোরগ না হয়ে কোনো কুলাক-এর হত তাহলে জীবন গেলেও আমি ওর ডাক শুনতাম না, পরগাছা কোথাকার! ও এতটুকুও সাড়া জাগাতো না আমার ভিতরে, আজকের দিনের কুলাক। আচ্ছা ঢের আলোচনা হয়েছে। এখন বসে পড়ো তোমার বই নিয়ে, আমিও পড়ি আমারটা। আর একটিও বাজে প্রশ্ন করবে না, তাহলে আর এতটুকুও দয়া মায়া না করে সোজা ঘর থেকে বের করে দেবো তোমাকে।"

অচিরেই ঠাকুর্দা শ্‌চুকার মোরগ-ডাকের একজন পরম উৎসাহী অনুরাগী ও রসজ্ঞ ব্যক্তি হয়ে উঠল। সে-ই জবরদস্তি টেনে নিয়ে গেল মাকারকে মাইদানিকভের মোরগটাকে দেখতে। একটা ব্যবসাদারী ভাব নিয়ে ওরা ঢুকল এসে মাইদানিকভের উঠোনে। কন্দ্রাত মাইদানিকভ তখন মাঠে রবি-শষ্যের জন্যে জমি চাষ করছে। কন্দ্রাতের বৌয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল মাকার। জিজ্ঞেস করল কেন সে আজ খেত নিড়াতে যায়নি। আর নিজে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে উঠোনে ভারিক্কী পায়ে চড়ে বেড়ানো মোরগগুলোকে লক্ষ্য করে দেখতে লাগল। মোরগটার আকর্ষণীয় সম্ভ্রান্ত চেহারা। পালকগুলো উজ্জ্বল লাল রঙের। খুবই সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে চলল মাকার তার পরিদর্শন শেষ করে। সদর দরজা পেরিয়ে বেরোবার সময়ে শ্‌চুকারের গায়ে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করল মাকার: "কেমন মনে হয় ওটাকে?"

"কেন, যেমন গলার আওয়াজ, দেখতেও ঠিক তেমনিই চমৎকার। যেন খাঁটি এক আর্চবিশপ।"

যদিও এ ধরনের তুলনায় দারুণ অসন্তুষ্ট হল মনে মনে, কিন্তু কোনো

মন্তব্য করল না মাকার। ওরা প্রায় ব্যবস্থাপনা অফিসের কাছাকাছি চলে এসেছে এমন সময়ে দারুণ আতঙ্কে চোখ বড়ো বড়ো করে মাকারের জামার হাতাটা আঁকড়ে ধরল শ্চুকার।

"মাকার, ওরা তো মেরেও ফেলতে পারে ওটাকে"

"কাকে ?"

"ঐ মোরগটাকে, ঈশ্বর দয়া করো ? চোখের পলক পড়ার মতোই অনায়াসে মেরে ফেলবে ওটাকে। নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে !"

"কী বলতে চাইছ তুমি, মেরে ফেলবে ওটাকে ? কেন, মারবে কেন ? কী সব আজেবাজে বকে যাচ্ছ ?"

"কিন্তু, নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছো না ? সারগাদার মতোই ওটা পুরানো, যদি না বেশি হয় তো অন্ততঃপক্ষে ওটা আমারই সমবয়েসী হবে। আমি যখন বাচ্চা ছিলাম তখন থেকেই ওটার কথা আমার মনে আছে !"

"থামো, শ্চুকার ! মোরগ কিছু আর সত্তর বছর বাঁচে না, এটা অস্বাভাবিক, বুঝলে ?"

"তা না হয় হল, তবুও ওটা বুড়ো তো। দাড়ির সবগুলো পালক পেকে শাদা হয়ে গেছে—না, সেটা নজরে পড়েনি তোমার ?" গরম হয়ে ঠাকুর্দা শ্চুকারও মুখের মতো জবাব দিল।

চট করে ঘুরে দাঁড়াল মাকার। ওর পদক্ষেপ এমন দ্রুত ও দীর্ঘ যে ওর পিছন পিছন তাড়াতাড়ি চলতে চলতে মাঝে মাঝে শ্চুকারকে ছুটতে হচ্ছিল। খানিকক্ষণের ভিতরেই আবার ওরা মাইদানিকভের উঠোনে এসে হাজির হল। লুশকার ফেলে যাওয়া একটা লেসের রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল মাকার। পুরো আধখানা দিন শেয়ালের পিছনে তাড়া করে ফেরা কুকুরের মতো মুখটা হাঁ করে হাঁপাচ্ছে ঠাকুর্দা শ্চুকার। লাল জিভটা থেকে বিন্দু বিন্দু ফোঁটায় লালা ঝরে পড়ছে ওর দাড়ির উপরে।

একটু হৃদ্যতাপূর্ণ হাসি হেসে কন্দ্রাতের বৌ এগিয়ে এল ওদের কাছে।

"ভুলে কিছু ফেলে গেছেন বুঝি ?"

"তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, প্রোখোরোভনা। আর কথাটা হচ্ছে এই, তোমাদের মোরগটাকে মারার কথা কখনো মনেও স্থান দিও না।"

বুকটা ফুলিয়ে হাত তুলে একটা নোংরা আঙুল নাড়তে নাড়তে ঘনঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে ঠাকুর্দা শচুকার ব্যাঙের মতো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে উঠল : "ঈশ্বর না করুন……"

বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে মাকার ওর মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলে চলল : "যৌথ জোতের প্রজননের উদ্দেশ্যে ওটাকে আমরা কিনতে কিংবা বদলাবদলি করতে চাই। পালক দেখে মনে হচ্ছে খুব উচ্চবংশের রক্ত আছে ওটার গায়ে। হয়ত ওর পূর্বপুরুষদের ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড বা ঐ ধরনের কোনো একটা দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছিল এখানে নতুন ধরনের মুরগির চাষ করার জন্যে। ডাচ রাজহাঁসগুলোর নাকের উপরে কুঁজ আছে, তাই না? নিশ্চয়ই আছে। হয়ত এই হল্যাণ্ডের মোরগগুলোরও তেমনি—জানো না, তাই না? আমিও জানি না। সুতরাং ওটাকে মেরো না, কোনো অবস্থায়ই মারবে না।"

"কিন্তু পাল দেবার দিক থেকে ওটাতো কোনো কাজেই আসবে না। বেজায় বুড়ো হয়ে গেছে। ট্রিনিটি রবিবারে ওটাকে আমরা মারবো বলেই ঠিক করেছি আর তার বদলে একটা জোয়ান মোরগ আনবো।"

শুনেই ঠাকুর্দা শচুকার কনুই দিয়ে মাকারকে একটা খোঁচা দিল। ভাবখানা এই যে, "কেমন আমি বলেছিলাম না তোমাকে?" কিন্তু মাকার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মোরগের মালিক-গিন্নীকে জপাবার চেষ্টা করতে লাগল : "বুড়ো বয়েস বলে ওকে দায়ী করার কোনো কারণ নেই। প্রজননের জন্যে ওটা আমরা নিয়ে নেবো। ঠিকমতো ভদকায় ভিজিয়ে গম খেতে দেবো আর অমনি কামার্ত হয়ে মুরগিগুলোর পেছনে ছুটতে শুরু করে দেবে। মোদ্দা কথা, কেনোক্রমেই এমন একটা মূল্যবান মোরগকে ধ্বংস করা চলবে না।"

ঐ দিনই মাকার স্তোমকা উশাকভের বৌয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ন্যায্য দামে ওর একটা বাড়তি মোরগ কিনে নিয়ে ঠাকুর্দা শচুকারের মারফৎ পাঠিয়ে দিল মাইদানিকভের বাড়ি।

মনে হল যেন শেষ অন্তরায়টুকুও দূর হয়ে গেল। কিন্তু তারপরেই এমন একটা অনিষ্টকর গুজব গাঁময় ছড়িয়ে গেল যে মাকার নাগুলনভ কোনো এক অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে পাইকারী ও খুচরো ভাবে যত্রতত্র মোরগ কিনে বেড়াচ্ছে। অধিকন্তু, কিনছে অসম্ভব চড়া দামে। সুতরাং সব সময়েই

হাসি কৌতুক করতে উন্মুখ রাজমিয়োৎনভ এমন একটা পরিস্থিতিতে সাড়া না দিয়ে পারে কেমন করে? বন্ধুর এই অস্বাভাবিক ঝোঁকের কথা শুনে ঠিক করল ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে সরেজমিন তদন্ত করে যাচাই করে নেবে। আর সেই দিনই একটু রাত করে নাগুলনভের ঘরে এসে হাজির হল।

মাকার আর ঠাকুর্দা শ্চ্কার টেবিলে বসে মোটা মোটা কেতাব খুলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করছিল। বাতির পলতেটা খুবই চড়ানো! ঘরময় ঝুল কালির মিহি কণাগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। চিমনির গায়ে লাগানো কাগজের ঢাকনাটা পুড়ে উঠে কাগজ পোড়া গন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। আর এমন একটা নীরবতা বিরাজ করছে যা কেবলমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর হস্তলিপির ক্লাশেই দেখতে পাওয়া যায়। দরজায় টোকা না দিয়েই রাজমিয়োৎনভ দোরটা খুলে ফেলল তারপর একটু কাশল। একান্ত মনোযোগী ছাত্রদের কারুরই কিন্তু ধ্যান ভাঙল না। দোরে দাঁড়িয়ে হাসি চাপতে না পেরে গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল: কমরেড নাগুলনভ কি থাকে এখানে?"

মাথা তুলে মাকার রাজমিয়োৎনভের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। না, নৈশ অতিথিটি মাতাল নয়। কিন্তু তার ঠোঁট দুটো এক অদম্য হাসির আবেগে ফেটে পড়ার জন্যে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। মাকারের কুঁচকে ওঠা দু-চোখে জেগে উঠল ম্লান আলোর আভা। "যাও গাঁয়ের ছুঁড়িগুলোর সঙ্গে গিয়ে আড্ডা জমাও আন্দ্রেই"—শান্ত গলায় বলল মাকার, "তোমাকে নিয়ে নষ্ট করার মতো বাজে সময় আমার নেই।"

যখন দেখলো যে ওর খোশ-মেজাজের ভাগীদার হওয়ার মতো এতটুকুও প্রবনতা নেই মাকারের, বেঞ্চটার উপরে বসে পড়ল রাজমিয়োৎনভ, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর গলায় বলল "না, সত্যি এগুলো কিনছ কেন বল তো?"

"ঝোল আর শুরুয়ার জন্যে। নইলে কি ভেবেছ গাঁয়ের জোয়ান ছুঁড়িগুলোর জন্যে আইস-ক্রিম বানাবো ওগুলো দিয়ে?"

"না, তা ভাবিনি, কিন্তু দারুণ অবাক হয়ে গেছি। ভাবলাম এত মোরগ ওর কিসের জন্যে দরকার? তাছাড়া শুধু মোরগই বা কিনছে কেন?"

মৃদু হাসল মাকার: "মোরগের ঝুঁটির শুরুয়া খেতে আমি ভালো বাসি, ব্যস! আমার কেনাকাটা দেখে তো তুমি দারুণ অবাক হয়ে গেছ।

কিন্তু দেখ আন্দ্রেই, খেত নিড়াবার কাজে তোমাকে না আসতে দেখে আমিও দারুণ অবাক হয়ে গেছি।”

“সেখানে আমার কাছ থেকে কোন ধরনের কাজ আশা করো —মেয়ে-মানুষগুলোর দিকে নজর রাখবো ? তার জন্যে তো টিম-লিডাররাই রয়েছে।”

“ওদের দেখা নয়, নিজের হাতে খেত নিড়াবার জন্যে।”

প্রত্যুত্তরে দরাজ হাসি হেসে কথাটাকে উড়িয়ে দিল রাজমিয়োৎনভ।

“ওদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে সর্ষে তোলাতে চাইছ তুমি আমাকে দিয়ে ? রেহাই দাও আমাকে, বুড়ো খোকা ! ওটা পুরুষের কাজ নয়। তাছাড়া আমি কিছু আর একটা হেজিপেজি লোক নই, গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতি।”

“সেটা তেমন একটা কেউকেটা গোছের কিছু নয়। একটা ‘কেউ’ কিন্তু ‘কেটা’ নয়, আমি বলবো। আমি যদি মেয়েদের সঙ্গে মিলে সর্ষে বা অন্য সব আগাছা তুলতে পারি তবে তুমিই-বা পারবে না কেন শুনি ?”

কাঁধ ঝাঁকাল রাজমিয়োৎনভ।

“আমি যে পারি না তা নয়, অন্য সব কশাকদের সামনে নিজেকে আমি বোকা বানাতে চাই না এই যা।”

“কোনো কাজেই দাভিদভ মুখ বাঁকায় না, আমিও না। কেন তুমি টুপিটা কানের উপরে টেনে দিয়ে পিঠে ঠেস দিয়ে সারাটা দিন অফিসের ভিতরে ঠায় বসে থাকো কিংবা তোমার ঐ পুরানো নোংরা ব্রিফ-কেসটা বগলদাবা করে খ্যাপার মতো গাঁময় ঘুরে বেড়াও ? তোমাকে ছাড়া তোমার সেক্রেটারী চিরকুট দিতে পারে না ? এ সব ছোটখাটো খেলা বন্ধ করো আন্দ্রেই। কাল এক নম্বর দলের সঙ্গে ভিড়ে পড়ো, মেয়েদের দেখিয়ে দাও গৃহ-যুদ্ধের বীরেরাও কেমন কাজ করতে পারে !”

“তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, না ঠাট্টা করছ ? ইচ্ছে হলে এক্ষুনি এইখানে আমাকে মেরে ফেলতে পারো, কিন্তু আমার দ্বারা ওটি হবে না।” রেগে গিয়ে পোড়া সিগারেটের টুকরোটা মেঝের উপরে ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রাজমিয়োৎনভ। “নিজেকে আমি একটা উপহাসের পাত্র করে তুলতে পারব না ! খেত নিড়ানো পুরুষের কাজ নয় ! তার পরেই হয়তো তুমি আমাকে বলবে আলুর খেত নিড়াতে যেতে।”

পেন্সিলটার গোড়ার দিকটা দিয়ে টেবিলের উপরে ঠুকতে ঠুকতে শান্ত গলায় বলল মাকার : “পার্টি যে-কাজের ভারই তোমাকে দিক না কেন,

সেটাই পুরুষের কাজ। ধরো, ওরা বলল আমাকে, 'নাগুলনভ, যাও ঐ প্রতিবিপ্লবীগুলোর মাথা কেটে ফেল।' খুব আনন্দের সঙ্গেই যাবো আমি। ধরো ওরা বলল, 'যাও আলুর খেত নিড়াও গে,' আমি যাবো অবশ্য খুশি মনে নয়, কিন্তু যাবো ঠিকই। ধরো বলল, 'যাও গাই দোও গে,' দাঁত কড়মড় করে উঠবে আমার, কিন্তু তবুও আমি যাবো! হতভাগা গাইটার বাঁট হয়ত আমি এমনি ওমনি করে টানবো, কিন্তু আমার সবটকু যোগ্যতা সামর্থ্য দিয়ে গোরুটাকে দুইবো।"

রাজমিয়োৎনভের রাগ পড়ে গেছে। ফিরে এসেছে তার মেজাজ।

"তোমার ঐ অত বড়ো দুটো মুঠো দিয়ে গাই দুইবে তুমি বটে, এক মুহূর্তেই তো তুমি গাইটাকে উলটে ফেলে দেবে!"

"যদি উলটেই ফেলে দিই তবুও আবার গাইটাকে টেনে তুলব আর কাজটা হাসিল করা পর্যন্ত, বাঁটে শেষ বিন্দু দুধ খিঁচে বের করা পর্যন্ত আমি ওটাকে দুইব। বুঝেছ?" তারপর ওর জবাবের জন্যে অপেক্ষা মাত্র না করে মাকার চিন্তাশীলতার সঙ্গে বলে চলল: "যা বললাম একটু ভেবে দেখ, আন্দ্রেই, আর পুরুস, কশাক ইত্যাদি ঐ যত সব চমৎকার চমৎকার ভাব দিয়ে মাথাটা বোঝাই করে তুল না। পার্টি-সম্মানের মানে সেটা নয়, আমি যা বুঝি। সেদিন জেলা অফিসে যাচ্ছিলাম নতুন পার্টি সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। পথে তুবিয়ানস্কয় পার্টি সংগঠনের সেক্রেটারী ফিলোনভ-এর সঙ্গে দেখা। 'কোথায় চলেছ?' সে জিজ্ঞেস করল আমাকে, 'জেলা কমিটিতে বোধ হয়, তাই না?' আমি বললাম, 'ঠিক তাই। নতুন সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে?' 'ঠিক বলেছ' আবার বললাম আমি। 'তা হলে মোড় ঘুরে আমাদের খড়ের মাঠে চলে যাও, তিনি সেখানে আছেন।' হাতের চাবুকের ডগা দিয়ে রাস্তা ছাড়িয়ে বাঁ দিকটা দেখিয়ে দিল আমাকে। তাকিয়ে দেখলাম। সেখানে ওরা পুরোদমে খড় কেটে চলেছে—ছটা ঘাস কাটা যন্ত্র লাগিয়েছে কাটার কাজে। 'ব্যাপারটা কী, তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এত আগে আগে খড কাটছ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। ও বলল, 'ওগুলো ঘাস নয় ওখানে, স্তেপের আগাছা আর অন্যান্য সব জঞ্জাল। সুতরাং আমরা ঠিক করেছি ও জায়গাটা পরিষ্কার করে ভূগর্ভস্থ শষ্যাগার গড়ে তুলব।' 'এটা কি তোমরা নিজেরাই ভেবে ঠিক করেছ?'

জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'না', বলল সে, 'গতকাল সেক্রেটারী এসেছিলেন। আমাদের সমস্ত খেতখামার দেখেশুনে এই স্তেপের আগাছার কাছে এলেন, তারপর জিজ্ঞেস করতে লাগলেন ওখানে আমরা কি করতে যাচ্ছি। আমরা বললাম, ওখানটায় হাল দেবো। শুনে হেসে উঠে বললেন, 'সেটা তেমন যুতসই পরিকল্পনা নয়, বরং ভূগর্ভস্থ শষ্যাগারের জন্যে ওখানকার জঙ্গল পরিষ্কার করা ভালো!'

রাজমিয়োৎনভের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে গেল মাকার।

"ভালো কথা, দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে?" অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ।

"নিশ্চয়ই! রাস্তা ছেড়ে মোড় নিয়ে প্রায় দু কিলোমিটার পথ চলে এসেছি যখন, তখন দেখতে পেলাম দুটো গোরুর গাড়ি। বুড়ো মতো একটা লোক আগুন জ্বেলে পরিজ রান্না করছে, আর ষাঁড়ের মতো তাগড়া একটা ছোকরা একটা গাড়ির তলায় পা দুটো উপরে তুলে শুয়ে শুয়ে একটা ডাল দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে। চেহারাটা দেখতে তেমন পার্টি সম্পাদকের মতো নয়। শুয়ে রয়েছে খালি পায়ে, মুখখানা মাখনের তালের মতো গোলগাল। তাই আমি সম্পাদকের কথা জিজ্ঞেস করলাম। সেই ছেলেটা হাসল আমার দিকে তাকিয়ে। 'তিনি, তিনি তো সকাল থেকেই আমার কাটনী-কলটা নিয়ে রয়েছেন,' বলল সে, 'ঐ যে ওখানে ঐ স্তেপের মধ্যে খড় কেটে চলেছেন।' সুতরাং নেমে পড়লাম, তারপর ঘোড়াটাকে একটা গাড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে ঘাসকাটাদের কাছে চলে গেলাম। প্রথম কলটার উপরে বসে রয়েছে খড়ের টুপি মাথায় ময়লা ছেঁড়া জামা আর গ্রীজের দাগে ভরা ক্যাম্বিসের ট্রাউজার পরা একটি বুড়ো লোক। সে যে সম্পাদক নয় সেটা তো স্পষ্টই। তার পরের জন মাথা কামানো, খালি গা, সর্বাঙ্গে এমনভাবে ঘাম ঝরছে যে মনে হয় তেল ঢেলে দিয়েছে সারা গায়ে—রোদ-ঝলসানো তলোয়ারের মতো চকচক করছে। ও লোকটাও সম্পাদক হতে পারে না, ভাবলাম মনে মনে। কোনো সম্পাদকই খালি গায়ে কাটনী-কল চালাবে না। কিন্তু গোটা সারিটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আর কারোর গায়েই জামা নেই! ভালো, এ একটা সমস্যা বটে,—চেষ্টা করে বুঝে নিতে হবে কে সম্পাদক। ভেবেছিলাম তার বুদ্ধিজীবীসুলভ চেহারা দেখে ধরে নিতে পারব, কিন্তু

একে একে সবাই চলে গেল আমার পাশ দিয়ে। কিন্তু যদি একটুও ধরতে পেরে থাকি তো, কি বলেছি! সবারই খালি গা, প্রত্যেকেরই গায়ের রঙ তামার পয়সার মতো। তাছাড়া কারোর গায়েই এমন কোনো লেবেল মারা নেই যা থেকে বোঝা যাবে যে সে পার্টি-সম্পাদক। কিছুটা বুদ্ধিজীবী মতো চেহারা! ওরা প্রত্যেকেই বুদ্ধিজীবী হতে পারে। সবচাইতে লম্বা চুলওয়ালা পুরুতের মাথা কামিয়ে সৈনিকদের স্নানের ঘরে ঢুকিয়ে দাও—সে পুরুতকে কি আর খুঁজে পাবে মনে করো? আর এখানকার ব্যাপারটাও ঠিক তাই।”

“তুমি ধার্মিকদের মাথার কথা বাদ দাও, মাকার, ওটা পাপ!” এতক্ষণ সম্পূর্ণ চুপ করে ছিল ঠাকুর্দা শ্চুকার, এবার ভয়ে ভয়ে প্রতিবাদ জানাল।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মাকার একবার ওর দিকে তাকাল তারপর বলে চলল: “সুতরাং সেই ছেলেটার কাছে আবার ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ ঘাস-কাটাদের মধ্যে কে সম্পাদক। ঐ গোলমুখো ভাঁড়টা বলল যে যার গায়ে জামা নেই, সে-ই হচ্ছেন সম্পাদক। চোখ মোছো, চোখে ছানি পড়েছে তোমার, বললাম ওকে, কোনো মেশিনে জামা পরা কেউ নেই, একমাত্র ঐ বুড়ো লোকটা ছাড়া। সুতরাং ছোকরা গাড়ির তলা থেকে হামা দিয়ে বেরিয়ে এসে চোখ মুছল তারপর কি হাসিটাই না হাসল! আমি যখন আবার ফিরে যাচ্ছিলাম ততক্ষণে বুড়ো লোকটাও তার জামা আর টুপি খুলে ফেলে দিয়েছে। আর ঐ যে এখন চলেছে সবার আগে পরনে এক মাত্র ট্রাউজার, টাকটা চক্‌চক্‌ করছে, আর হাওয়ায় দাড়িগুলোকে উড়িয়ে এনে ফেলছে পিছন দিকে। হাঁস যেমন করে স্তেপভূমির বুকের উপর দিয়ে উড়ে চলে, সে-ও চলেছে তেমনি। বটে, এটা একটা খবরের মতো খবর বটে; ভাবলাম মনে মনে। জেলা পার্টি-সম্পাদক এক অপূর্ব শহুরে হালচাল আমদানী করেছেন আমাদের ভিতরে—আধা ন্যাংটো অবস্থায় সওয়ার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন স্তেপের ভিতরে। এমন কি ঐ নাদুস-নুদুস বুড়ো ঠাকুর্দা পর্যন্ত সে প্রলোভনে ধরা দিয়েছে। বেশ, তারপর সেই ছোঁড়াটা নিয়ে গিয়ে আমাকে চিনিয়ে দিল পার্টি-সম্পাদককে। আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে মেশিনটার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম যে আমি জেলা কমিটিতে যাচ্ছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা

করতে। তিনি হাসলেন, তারপর ঘোড়া থামিয়ে বললেন: 'উঠে পড়ো, চালাও! খড় কাটতে কাটতেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে চেনা-জানা সেরে নেবো কমরেড, নাগুলনভ।' যে ছেলেটা ঘোড়া চালাচ্ছিল তাকে নামিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসে আমি চালাতে শুরু করে দিলাম। তারপর আমরা চারবার যাতায়াত করলাম আর দুজনে দুজনকে চিনে জেনে নিলাম……। চমৎকার মানুষ! ওর মতো একটা সম্পাদক আর কখনো আসেনি। 'আমি দেখাব তোমাকে স্তাভরোপোল অঞ্চলে ওরা কেমন করে কাজ করে', বললেন সম্পাদক। 'তোমরা চমৎকার জিনিস দেখতে ভালোবাস, আমরা ভালোবাসি মাটি দেখতে।' বলেই হেসে উঠলেন। 'সেটা দেখতে এখনো বাকি আছে', আমি বললাম তাকে, 'জানেন তো অহঙ্কারই পতনের মূল'। একটু একটু করে সব খবরাখবরই জিজ্ঞেস করলেন, তারপর বললেন, 'বাড়ি যাও কমরেড নাগুলনভ, শিগ্‌গিরই যাচ্ছি আমি তোমাদের ওখানে।'

"তাছাড়া আর কি বললেন তিনি?" উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ।

"তেমন বিশেষ কিছু না। ও হাঁ, খোপ্রভের কথা জিজ্ঞেস করে-ছিলেন। সে কি একজন রাজনৈতিক কর্মী ছিল? একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী? বললাম, আমার তো তা মনে হয় না।"

"তাতে তিনি কি বললেন?"

"জিজ্ঞেস করলেন, তবে কেন তাকে আর তার স্ত্রীকেও খুন করল?" "যে-কোনো ব্যাপারেই কুলাকরা একটা লোককে খুন করতে পারে," বললাম আমি। "সে তাদের মনমতো ছিল না তাই তাকে খুন করল।"

"তারপর কি বললেন তিনি?"

"এমনভাবে ঠোঁট চুষতে লাগলেন যেন একটা টকো কামরাঙায় কামড় দিয়েছেন তারপর কাশলেন না বিড় বিড় করে হুম, হুম, গোছের কি একটা বললেন, কিন্তু এমন কোন কিছু বললেন না যার কোনো মানে হতে পারে।"

"খোপ্রভের কথা শুনলেন কি করে, অবাক হয়ে যাই!"

"কি জানি কি করে জানলেন। হয়ত জেলা জি, পি, ইউ, বলে থাকবে।"

নীরবে রাজমিয়োৎনভ আর একটা সিগারেট শেষ করল। এত গভীর ভাবে চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছে যে ভুলেই গেছে কি জন্যে এসেছিল সে নাগুলনভের কাছে। চলে যাবার সময়ে নাগুলনভের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে একটু হেসে বলল, "সব কিছুই ভেবে চিন্তে দেখলাম। কাল ভোর হতে না হতেই এক নম্বর টিমের সঙ্গে বেরিয়ে পড়বো, কিছু ভেবো না মাকার, মন দিয়েই আমি আগাছা নিড়াবো। রোববার আমাকে এক বোতল ভদকা দিতে হবে কিন্তু, মনে রেখ।"

"তা দেবো, আর দুজনে মিলেই সেটা শেষ করবো যদি তুমি ভালোভাবে খেত নিড়াও। কিন্তু কাল খুব ভোরেভোরেই বেরিয়ে পড়ো। মেয়েগুলোকে দেখিয়ে দিও কেমন করে কাজে যেতে হয়। আচ্ছা, মঙ্গল হোক তোমার!" আবার মাকার তার পড়াশুনোর ভিতরে ডুবে গেল।

রাত দুপুরের কাছাকাছি গাঁয়ের অভঙ্গ নিস্তব্ধতার ভিতর থেকে সে আর ঠাকুর্দা শচুকার শুনতে পেল প্রথম মোরোগের ডাক। তারপর সবগুলোই নিজ নিজ ঢঙে ঐ ঐকতানে যোগ দিল।

"ঠিক যেন আর্চবিশপদের গান!" আবেগে জড়ানো ভক্তিভরা কণ্ঠে ফিসফিস করে বলে উঠল শচুকার।

"অশ্বারোহী বাহিনীর মতো"—স্বপ্নজড়িত চোখে কালি জমে ওঠা বাতির চিমনিটার দিকে তাকিয়ে বলল মাকার।

তাই মনে হয় এটা এমন একটা অত্যাশ্চর্য অস্বাভাবিক আবেগ যার জন্যে অতি শীঘ্রই মাকারকে প্রায় প্রাণ দিতে হয়েছিল।

পাঁচ

একমাত্র রাজমিয়োৎনভই দেখলো দাভিদভকে চলে যেতে। যৌথ-জোতের গুদাম থেকে চাষীদের জন্যে খাবার আর তাদের বাড়ি থেকে পাঠানো ধোপ কাপড়-জামা পৌঁছে দেবার জন্যে যাচ্ছিল গাড়িটা!

গাড়িটার এক কিনারে বসে দাভিদভ। ছাল ওঠা মরচে ধরা মতো

দেখতে উঁচু বুট পরা পা দুটো ঝুলছে পাশে। কাঁধ-দুটো বুড়ো মানুষের মতো কুঁজো হয়ে নুয়ে পড়েছে। আর ওর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দু-চোখের দৃষ্টি উদাস, নির্লিপ্ত। কাঁধের হাড় দুটো গায়ের জামার ভিতর থেকে ঠেলে উঁচু হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ দিনের না-ছাঁটা চুল। ঘন কালো বাবরি হয়ে মাথার পেছনে টুপির তলা থেকে চওড়া বাদামী ঘাড়ের উপর দিয়ে জামার তেলচিটে কলার পর্যন্ত নেমে এসে দুলছে। ওর সমস্ত চেহারা ঘিরে কেমন যেন একটা অপ্রীতিকর দীনতার ছাপ!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাজমিয়োৎনভ ওর দিকে তাকিয়ে রইল। যেন একটা তীব্র যন্ত্রণায় কপাল কুঁচকে উঠল। লুশকা ওকে একেবারে ভেঙে চুরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলেছে, ভাবল মনে মনে। অভিশপ্ত মেয়েমানুষ! মানুষটাকে এমন করে শেষ করে ফেলেছে! এতটুকুও পদার্থ রাখেনি আর ওর ভিতরে। এই-ই হচ্ছে গিয়ে তোমার প্রেম। মানে কোথায় টেনে নামিয়ে নিয়ে যায়। লোকটা এককালে একটা মানুষের মতো মানুষ ছিল, এখন একটা বাঁধা কপির ডাঁটা ছাড়া আর কিছুই নয়।

'প্রেম ভালোবাসা মানুষকে কোথায় টেনে নামিয়ে নিয়ে আসে' তা যদি কেউ হাড়েহাড়ে উপলব্ধি করে থাকে তো সে রাজমিয়োৎনভ নিজে। ওর মনে পড়ল মারিনা প্যোয়ারকোভার কথা। তাছাড়া অতীতের আরো দু একটা অভিজ্ঞতার ব্যাপার। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো রাজমিয়োৎনভ, খুশি মনে একটু হাসল তারপর প্রায় সোভিয়েত-এ কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখার জন্যে চলে গেল। পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মাকার নাগুলনভের সঙ্গে। তেমনি সরল ঋজু চেহারা। নিখুঁত সামরিক পোশাকে একটু ঈষৎ রোগা দেখাচ্ছে। রাজমিয়োৎনভের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মাকার। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে ইঙ্গিতে চলন্ত গাড়িটার দিকে দেখাল।

"কমরেড দাভিদভ-এর অবস্থা কী হয়েছে দেখেছ?"

"একটু ওজন কমে গেছে," প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই বলল রাজমিয়োৎনভ।

"আমি যখন ওর অবস্থায় ছিলাম, আমারো রোজ রোজ ওজন কমে যেত। তাছাড়া ও তো নেহাৎই ক্ষীণজীবী মানুষ। এর মধ্যেই এক পা কবরের দিকে বাড়িয়ে বসে আছে! কেন ও যখন আমার বাড়িতে থাকত, নিজের চোখেই তো দেখেছ কী ভীষণ ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষ ওটা। ঐ ঘরোয়া

প্রতিবিপ্লবীটার সঙ্গে সব সময়েই যুদ্ধ করতে দেখেছে ও আমাকে, আর আজ ও নিজেই কি না ওই আপদে জড়িয়ে পড়েছে আর সে কি একটা সোজা আপদ। আজ ওর দিকে যখন তাকাই বিশ্বাস করো, আমার সবটুকু অন্তর রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। একটা লম্পট দুশ্চরিত্রের মতো রোগা খিটখিটে হয়ে গেছে। গোটা চেহারায় কেমন যেন একটা অপরাধী অপরাধী ভাব। দুটো চোখের দৃষ্টি ফ্যাল ফ্যাল করে ঘুরছে এদিক ওদিক। তাছাড়া পরনের ট্রাউজারটা, ভগবানই জানে, কি করে এখনো কোমরে আটকে থাকছে, বেচারা! আমাদের চোখের সামনেই ছেলেটা ক্ষয়ে যাচ্ছে। গত বছর শীতকালে কুলাক-বিতাড়নের সময়েই আমার ঐ ভূতপূর্ব স্ত্রীটিকে তার তিমোফেইতর্ন-এর সঙ্গেই কোনো একটা ঠাণ্ডা দেশে চালান করে দেয় উচিত ছিল। হয়ত সেখানে গিয়ে খানিকটা ঠাণ্ডা হত।”

“কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি কিছুই জানো না।”

“আমি জানি না! বাঃ যে-কথা সবাই জানে আমি যেন তার কিছুই টের পাই না। আমি কি চোখ-কান বুজে চলি মনে করো? কুত্তিটা কার সঙ্গে গিয়ে জুটল না জুটল তাতে আমার কিছুই এসে যায় না, কিন্তু কিছুতেই তাকে আমার দাভিদভের গায়ে থাবা বসাতে দেব না। আমার বন্ধুকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে দেব না।”

“ওকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল। কিছু বলোনি কেন আগে?”

“সেটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না! কেন জান না তো তুমি, দাভিদভ হয়ত ভাবত, ঈর্ষা বশতঃ বা ঐ ধরনের কিছু একটা ব্যাপারের বশবর্তী হয়ে ওকে আমি লুশকার বিরুদ্ধে লাগাচ্ছি। কিন্তু তুমি তো নিরপেক্ষ মানুষ, তুমি কেন ওকে বলনি কিছু? কেন দাভিদভকে তুমি কড়া করে সাবধান করে দাওনি?”

“তিরস্কার করবো?” হাসল রাজমিয়োৎনভ।

‘যদি আরো ভেসে যেতে থাকে তবে অন্য যায়গা থেকেই তিরস্কার খেতে হবে ওকে। ওকে বন্ধুভাবে তিরস্কার করাটাই তোমার আমার কাজ আজ্রেই। নষ্ট করার মতো এতটুকু সময়ও আর নেই। ঐ লুশকাটা এমন একটা কুত্তি যে, তার পাল্লায় পড়ে ও যে শুধু বিশ্ববিপ্লবই হারাবে তা-ই নয়, এমন কি মরেও যেতে পারে একেবারে। রাজযক্ষ্মা, সিফিলিস বা ঐ ধরনের যে কোন একটা

রোগে আক্রান্ত হতে পারে, শুনে রেখ আমার কথাটা। ওর কবল থেকে মুক্ত হওয়ার পর আমার মনে হল যেন পুনর্জীবন লাভ করেছি। ঐ সব রতিজ রোগের ব্যাপারে আর ভয় পেতে হয় না আমাকে। ইংরেজী লেখা নিয়ে বেশ চমৎকার দিন কেটে যাচ্ছে আমার। শিক্ষক ছাড়াই নিজের চেষ্টায় আমি অনেক দূর এগিয়ে গেছি। তাছাড়া পার্টির কাজকর্মও ঠিক শৃঙ্খলা মতোই করে যাচ্ছি। অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে যাই না। এক কথায়, আজকের মতো এই অবিবাহিত অবস্থায় আমার ঝাড়া হাত পা, মাথাটাও বেশ পরিষ্কার মনে হচ্ছে। কিন্তু যখন ওর সঙ্গে বাস করতাম, যদিও ভদকা আমি খেতাম না তবুও প্রতিদিন এক দারুণ অবসাদে দেহ মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। আমাদের বিপ্লবীদের জীবনে মেয়েমানুষ, সাধারণ মানুষের জীবনে অফিমেরই মতো। আমার যদি ক্ষমতা থাকত এ কথাটা আমি পার্টির আইন কানুনে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে রাখতাম। যাতে প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট, প্রত্যেকটি সাচ্চা পার্টিসভ্য রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে তিন বার আর ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে তিন বার পড়ে নেয়। তা হলে আর কেউই আমাদের প্রিয় কমরেড দাভিদভের মতো এই ধরনের একটা জটিল অবস্থার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে না। কথাটা ভেবে দেখ আন্দ্রেই, কত ভালো ভালো লোকই না এই অভিশপ্ত জাতের পাল্লায় পড়ে কী নিদারুণ লাঞ্ছনাই না ভোগ করেছে গুনে শেষ করতে পারবে না তাদের সংখ্যা! ওদের দৌলতে কতই না তহবিল তছরুপ-এর ঘটনা ঘটেছে, কত লোককে মাতালে পরিণত করছে ওরা, কত ভালো ভালো লোকের উপরে পার্টি তিরস্কার জারী হয়েছে ওদের জন্যে, কত লোক জেল খেটে মরছে ওদের কার্যকলাপের দরুণ—সে এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন।

গভীরভাবে ভাবতে লাগল রাজমিয়োৎনভ। অতীতে এবং বর্তমানে যে সব নারী এসেছে ওদের জীবনপথে, তারই স্মৃতি মনে পর্যালোচনা করতে করতে নীরবে ওরা হাঁটতে লাগল। নাকের বাঁশি দুটো বিস্ফারিত করে পাতলা ঠোঁট দুটো শক্ত করে চেপে আগে আগে দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে লাগল মাকার নাগুলনভ, যেন সে রয়েছে সৈন্যবাহিনীর সারির ভিতরে। ও যেন নির্লিপ্ততার এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। রাজমিয়োৎনভ অবশ্য ক্ষণে মুচকি হাসছে ক্ষণে হতাশ হয়ে হাত ছুঁড়ছে—কখনো গোঁফ মুচড়ে তা দিচ্ছে আবার কখনো বা তুষ্ট বেড়ালের মতো চোখ দুটো আধবোঁজা করে কুঁচকে

তুলছে। আবার পরক্ষণেই, কোনো একটি নারীর সুস্পষ্ট স্মৃতি মনে করে যেন বড়ো এক গ্লাস ভদকা গিলে ফেলেছে এমনিভাবে গলার ভিতর থেকে একটা ঘোঁৎঘোঁৎ আওয়াজ বের করছে। তারপর দীর্ঘ বিরতির অবকাশে বিড়বিড় করে বলে উঠছে: "বটে, অভিশাপ নেমে আসুক আমার মাথায়! কী একখানা মেয়ে মানুষ! ঐ খুঁদে ডাইনীটা..."

একটা নিচু পাহাড়ের আড়ালে গ্রিমিয়াকি লগ অদৃশ্য হয়ে গেল। দিগন্তপ্রসারী বিস্তীর্ণ স্তেপভূমি দাভিদভকে ঘন আলিঙ্গনে ঢেকে ফেলল; ঘাস আর শিশির ভেজা মাটির মদির গন্ধ নিশ্বাসে নিশ্বাসে শুষে নিতে নিতে দাভিদভ দূরের প্রাচীন সমাধিস্থানের উঁচু উঁচু ঢিবিগুলোর দীর্ঘ সারির দিকে তাকাল। দূরের সমাধিক্ষেত্রের ঐ নীল মাটির স্তূপগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর মনে পড়ে গেল ঝটিকাবিক্ষুব্ধ বালটিকের ঢেউ-এর কথা। তারপর আচমকা জেগে ওঠা এক বিষাদময়তার আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিল...পরক্ষণেই ওর উদাস দৃষ্টি দূর আকাশের একটি সূক্ষ্ম বিন্দুর উপরে গিয়ে নিবদ্ধ হল। একাকীত্বের নিঃসঙ্গতায় মহিমান্বিত স্তেপের একটা কালো ঈগল তুহিন-শীতল আকাশের কোলে ঘুরে ঘুরে উড়ছে চক্রগতিতে। অতি ধীরে, প্রায় অননুভবনীয় মন্থরতায় ঘুরতে ঘুরতে নেমে আসছে নিচে মাটির দিকে। ওর চওড়া ভোঁতা ডগাওয়ালা পাখা দুটো অচঞ্চল সুবিস্তৃত। মেঘের একটুখানি নিচের ঐ জমকালো স্থানটিকে হালকাভাবে বিক্ষুব্ধ করে চলেছে আর সামনের বাতাস পরম লুব্ধতায় ওর বিরাট হাড়-জাগা শক্তিশালী দেহটা লেহন করে ওর কালো অনুজ্জ্বল পাখাগুলোকে দিচ্ছে মসৃন করে। দ্রুত ঝাপ্টায় পূবের দিকে মোড় নিতেই সূর্যের আলো এসে পড়ল ওর সামনের দিকে আর নিচে। দাভিদভের মনে হল ওর পাখার তলা থেকে চকচকে সাদা ফুলকি উড়ছে।

স্তেপ-ভূমি, অসীম ঢেউ খেলানো স্তেপ। হালকা নীল কুয়াশায় ঘেরা প্রাচীন সমাধিগুলি। আকাশের বুকে একটা কালো ঈগল। হালকা বাতাসে ঘাসের মর্মর ধ্বনি......যন্ত্রণার মতো সীমাহীন প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এই বিরাট ব্যাপ্তির ভিতরে নিজেকে অতিক্ষুদ্র অতি অসহায় মনে হল দাভিদভের। লুশকার প্রতি ওর ভালোবাসা, বিচ্ছেদের বেদনা, তাকে আর একটিবার দেখার সেই ব্যর্থ কামনা, এই

মুহূর্তে সব কিছুই যেন অর্থহীন তুচ্ছ হয়ে গেছে। এক একাকীত্বের চেতনা, সমস্ত জীবন্ত জগত থেকে বিচ্ছিন্নতার এক দুঃসহ অনুভূতির বেদনায় অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। বহুকাল আগে যখন ও জাহাজের ডগাটার দিকে তাকিয়ে রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকত, এমনি ধরনের এক অনুভূতি জেগে উঠত ওর মনে। সে আজ কতো কাল আগের কথা! মনে হয় যেন বহু দিনের পুরানো আধা-ভুলে-যাওয়া এক স্বপ্ন-কথা।

ক্রমেই বেড়ে চলেছে রোদের তেজ। হালকা দক্ষিণ বাতাস ক্রমেই সতেজ হয়ে উঠছে। কিন্তু এদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে অবহেলিত স্তেপভূমির এবড়ো খেবড়ো পথে গাড়ির ঝাঁকুনির তালে তালে মাথা নিচু করে ঝিমোতে ঝিমোতে চলেছে দাভিদভ।

যে ঘোড়া দুটো দেয়া হয়েছে ওকে সে দুটো নিতান্তই ক্ষীণজীবী। ওর গাড়োয়ান, যৌথ-চাষী বুড়ো আরঝানভ মুখ-চোরা মানুষ। তা ছাড়া গাঁয়ের লোকদের মতে একটু অভিমানীও বটে। মাত্র অল্প কিছুদিন হল ঘোড়া দুটো জিম্মা দেয়া হয়েছে ওর হাতে। ঘোড়া দুটোর খুবই যত্ন নেয় আরঝানভ। মাঠের তাঁবু পর্যন্ত এই গোটা পথটা এমন বিরক্তিকর ধীর গতিতে ঘোড়া দুটো গাড়ি টেনে এল যে যখন মাত্র অর্ধেকটা পথ এসে পৌঁছেছে তখন ঘুম ভেঙে জেগে উঠে কড়া সুরে জিজ্ঞেস না করে পারল না দাভিদভ: "আইভান খুড়ো, তুমি কি ভাবছ যে হাঁড়ি-কলসী নিয়ে মেলায় চলেছ? ভয় হচ্ছে, পাছে ভেঙে যায়? গোটা পথ ঘোড়া দুটোকে এমন করে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছ কেন?"

অন্যদিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ চুপ করে রইল আরঝানভ। "কী রকমের হাঁড়ি-কলসী নিয়ে চলেছি তা আমিই জানি," অবশেষে রুক্ষ খটখটে গলায় জবাব দিল আরঝানভ। "যৌথ-জোতের সভাপতি হতে পারো তুমি কিন্তু বিনা প্রয়োজনে আমাকে দিয়ে গ্যালপে ছোটাতে পারবে না। সেটি কিছুতেই পারবে না তুমি।"

"বিনা প্রয়োজনে কে বলেছে তোমাকে গ্যালপে ছুটতে? উতরাইয়ের সময়ে অন্ততঃ একটু জোরে চালাতে পারো ঘোড়া দুটোকে। গাড়িতে কিছুই নিয়ে যাচ্ছ না। বলতে গেলে গাড়িটা প্রায় খালিই যাচ্ছে আর সেটাই হচ্ছে যথার্থ কথা।"

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রায় অনিচ্ছা সত্ত্বেই বলল

আরঝানভ: "কখন হেঁটে চলতে হবে আর কখন ছুটে চলতে হবে তা ঘোড়ারা নিজেরাই ভালো করে জানে।"

সত্যি সত্যিই বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল দাভিদভ। আর বিরক্তি চেপে রাখতে না পেরে বলে উঠল: "চমৎকার, খুবই চমৎকার কথা! তাহলে তুমি আছো কী করতে? কেন এখানে বসে বসে আসনের গদিটা ফাটাচ্ছ শুনি? এসো তো, লাগামটা দাও দেখি আমার হাতে।"

প্রত্যুত্তরে আরো ইচ্ছে করেই বলে উঠল আরঝানভ "হাতে লাগাম রেখেছি ঘোড়াগুলোকে চালতো, কোথায় যাবে, কোথায় যাবে না সেটা বাতলাতে। তোমার যদি পছন্দ না হয় যে আমি তোমার পাশে বসি আর আসনের গদিটাকে ফাটাই তো বল, আমি নেমে গিয়ে গাড়িটার পাশে পাশে পায়ে হেঁটে চলি। কিন্তু লাগাম আমি তোমার হাতে দিচ্ছি না, না কিছুতেই দিচ্ছি না সেটা।"

"কেন দেবে না?" ওর গোঁজ করে ফিরিয়ে রাখা মুখটার দিকে তাকাবার বৃথা চেষ্টা করে বলল দাভিদভ।

"তোমার লাগামটা দেবে তুমি আমার হাতে?"

"কোন লাগাম?" বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"তুমি যেন জানো না আর কি! সমস্ত যৌথ জোতের লাগামটাই তো তোমার হাতে। আমাদের সব কিছুর ব্যবস্থা করার জন্যে জনসাধারণ এ ভার ন্যস্ত করেছে তোমার হাতে। অন্য কারোর হাতে তুমি সে লাগামটা তুলে দেবে কি? নিশ্চয়ই তা দেবে না তুমি। তখন বলবে, তা আমি দেবো না! সুতরাং আমার বেলাও তাই। তোমার হাতের লাগামটা তো আমি চাইতে যাই না, চাই কি? সুতরাং আমারটিও তুমি চাইবে না!"

দরাজ হাসি হেসে উঠল দাভিদভ। এই মাত্র জ্বলে ওঠা রাগের চিহ্ন মাত্রও আর নেই।

"আচ্ছা ধরো, গাঁয়ে কোথাও আগুন লাগল। তখনো কি তুমি এই গতিতে জলের পিপে বয়ে নিয়ে যাবে? —প্রশ্ন করে জবাবের জন্য উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দাভিদভ।

"যখন আগুন লাগে তখন আমার মতো লোককে ওরা জল আনতে পাঠায় না।......" এই মুহূর্তে আড়-চোখে আরঝানভের দিকে তাকিয়ে

দাভিদভ এই প্রথম দেখতে পেল বৃদ্ধের চামড়া ওঠা খসখসে গালের নিচে কোথায় যেন একটা সতর্ক সংযত হাসির কুঞ্চিত বলিরেখা।

"কাকে পাঠাবে বলে মনে হয় তোমার?"

"তোমার আর মাকার নাগুলনভ-এর মতো যারা আছে তাদের।'

"গাঁয়ের ভিতরে একমাত্র তোমরা দুজনেই দ্রুত ঘোড়া চালাতে ভালো বাসো। নিজেরাই তোমরা চলেছ গ্যালপে......"

মাথাটা পিছনের দিকে হেলিয়ে হাঁটু চাপড়ে দাভিদভ হাসল প্রাণখুলে। তারপর দম নেবার আগে জিজ্ঞেস করল: "সত্যি সত্যিই যদি গাঁয়ের কোথাও আগুন লাগে, তাহলে একমাত্র মাকার আর আমিই সেটা নেভাব?"

"না, তা কেন? প্রাণপনে গ্যালপে ঘোড়া ছুটিয়ে ফেনায় চতুর্দিক ভরে তুলে তুমি আর মাকার জল বয়ে আনবে গাড়ি বোঝাই করে—আর আমরা যৌথচাষীরা, আমরাই আগুন নেভাব। কেউ বালতি নিয়ে, কেউ আঁকসে নিয়ে আর কেউ-বা কুড়ুল নিয়ে......তাছাড়া নেতৃত্ব থাকবে রাজমিয়োৎনভের উপরে, সে ছাড়া এ কাজে যোগ্য লোক আর কেউ নেই।"

"মনে হয় ও একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে!" বিস্মিত হয়ে ভাবল দাভিদভ। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করল:

"আগুন-নেভাবার দলের নেতা হিসেবে রাজমিয়োৎনভকেই বা কেন তুমি বিশেষ করে বেছে নিচ্ছ?"

"তুমি খুবই চালক ছেলে, কিন্তু কোনো জিনিসই খুব তাড়াতাড়ি বুঝে উঠতে পারো না।" এতক্ষণে স্পষ্টভাবেই হেসে উঠে বলল আরঝানভ। "আগুন লাগার সময়ে, যে লোক যেমনভাবে জীবন কাটায় সে তেমন কাজই পায়। অর্থাৎ তার স্বভাব অনুসারে। তুমি আর মাকার চলেছ গ্যালপে। দিন রাত কোনো সময়েই তোমাদের বিরাম নেই তাছাড়া অন্য কারোকেও তোমরা আরামে থাকতে দাও না। সুতরাং আমাদের মধ্যে সব চাইতে প্রাণবন্ত সবচাইতে ছট্‌ফটে বলে চটপট জল টানার কাজটাই হচ্ছে তোমাদের উপযুক্ত কাজ। জল ছাড়া তো আর আগুন নেভাতে পারো না, পারো কি? কিন্তু আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভ ছোটে আস্তে আস্তে, কদমে—গয়ং গচ্ছ ভাবে। নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে কিছু করে না, যদি না তাকে চাবুক দেখাও...। সুতরাং যে জমকালো পদে সে বর্তমানে

বহাল রয়েছে তার পক্ষে এর চাইতে বেশি কি আর করার আছে? কোমরে হাত রেখে হুকুম ঝাড়া, একটা হৈ চৈ সোরগোল বাঁধিয়ে তোলা, ধোঁকার সৃষ্টি করা, সবার ব্যাপারে নাক গলানো—এটাই হচ্ছে তার কাজ। কিন্তু আমরা, সাধারণ লোকেরা আস্তে আস্তে চলি হেঁটে হেঁটে, সুতরাং বেশি হৈ চৈ না করে আমরা আমাদের কাজ করে চলি আর আগুন নেভাই...”

আরঝানভ-এর পিঠের উপরে একটা চাপড় মারল দাভিদভ তারপর ওর মুখখানা টেনে ঘুরিয়ে এনে ওর সুচতুর হাসিভরা দুটো চোখ আর দাড়িবহুল সহৃদয় মুখের দিকে গভীরভাবে তাকাল। সংযতভাবে মৃদু হাসি হেসে বলল দাভিদভ: “বুঝলে আইভান খুড়ো, মনে হচ্ছে তুমি ভারি চালাক মানুষ!”

“আর তুমিও তো তেমন বোকাসোকা নও দাভিদভ!” প্রত্যুত্তরে বলল আরঝানভ।

তেমনি শম্বুক গতিতে হামাগুড়ি দিয়ে ওরা এগিয়ে চলেছে। এ সম্পর্কে কিছুই আর করবার নেই বুঝতে পেরে দাভিদভও তাড়াতাড়ি চলার জন্যে আরঝানভকে আর তাড়া দেবার চেষ্টা করল না। কখনো গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চলে, কখনো বা আবার গাড়িতে চড়ে বসে। খামারের কাজকর্ম সম্পর্কে আর ক্রমে ক্রমে জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে দাভিদভ-এর আরো দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাতে লাগল যে গাড়ির চালক লোকটি কোনোমতেই অপরিণত মস্তিষ্কের লোক নয়। সমস্ত ব্যাপারেই ওর যুক্তি স্বচ্ছ, বিচক্ষণ, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তা তার নিজস্ব অদ্ভুত দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখা। যখন দূরে কর্ষণ-দলের তাঁবুটা দৃষ্টি পথে এল, ওদের রান্না ঘরের উপর ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেল, দাভিদভ জিজ্ঞেস করল, “সত্যি করে বলো, তো আইভান খুড়ো, সারা জীবনভোরই কি তুমি তোমার ঘোড়াগুলোকে এমনি করে হাঁটিয়ে চালিয়ে এসেছ?”

“হাঁ তাই করেছি আমি।”

“তোমার এই বিশেষত্বের কথাটা তুমি আগে বলোনি কেন আমাকে? তাহলে আমি তোমার সঙ্গে আসতাম না, যথার্থ কথা, নিশ্চয়ই আসতাম না।”

“আগে থেকে নিজের প্রশংসা করতে যাবো কেন? এখন তুমি

নিজের চোখেই দেখলে, কেমন করে গাড়ি চালালাম তোমার জন্যে। একবারই যথেষ্ট, দ্বিতীয় বার আর তুমি যেতে চাইবে না আমার সঙ্গে।”

“কিসের জন্যে তুমি এরকম করো?” একটু হেসে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

এ প্রশ্নের সোজা জবাব না দিয়ে এড়িয়ে গিয়ে বলল: “সে কালে আমাদের এক পড়শী ছিল। সে ছিল ছুতোর মিস্তিরি আর তার বোতলের উপরে আসক্তি ছিল দারুণ। হাতের কাজ ছিল চমৎকার, কিন্তু মদও খেত প্রচুর। কিছু দিন খেত না। তারপর যেই মাত্র একটা মাল টানার সুযোগ আসতো মাস খানেক ধরে লেগে থাকত তাই নিয়ে। গায়ের শেষ জামাটা পর্যন্ত বিক্রি করে প্রাণ ভরে মদ খেত।

“বটে?”

“কিন্তু তার ছেলে এক ফোঁটাও মদ খেত না?”

“ঠিক আছে, গপ্প হিসেবে এটা যথেষ্ট।.একটু সহজ করে বল দেখি।

“এর চাইতে সহজ আর কিছু পাবে না। আমার পরলোকগত বাবা ছিলেন শিকার পাগল। আর তার চাইতেও বেশি উন্মত্ত হয়ে উঠতেন ঘোড়ায় চড়ার ব্যাপারে। যখন সেনাবাহিনীতে ছিলেন, ঘোড়-দৌড়, তলোয়ার খেলা, আর কৌশলপূর্ণ অশ্ব চালনার সবগুলো প্রথম পুরস্কারই অর্জন করে নিয়ে আসতেন। সেনাবাহিনী থেকে ফিরে এসেও বছর বছরই তিনি স্তানিৎসা ঘোড়দৌড়ের প্রথম পুরস্কার লাভ করতেন। কিন্তু, তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকুক, তিনি লোকটি ছিলেন খুবই হুজ্জুতে। যদিও আমার বাবা, তবুও আমি নিজেই বলছি এ কথা। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দুঃসাহসী কশাক……। উনুনে লোহার শিক গরম করে রোজ ভোরে গোঁফ কোঁকড়াতেন। লোকের সামনে, বিশেষ করে মেয়েদের সামনে বীরত্ব দেখাতে ভালোবাসতেন……তাছাড়া কী অদ্ভুত ঘোড় সওয়ারই না ছিলেন! দ্বিতীয় আর একটিও ছিল না তাঁর মতো! ধরো, কোন কাজে স্তানিৎসায় যেতে হল। তিনি আস্তাবল থেকে তার পুরানো সেনাবাহিনীর ঘোড়াটাকে বের করে এনে জিন কশতেন তারপর বুলেটের মতো ছুটে বেরিয়ে যেতেন। উঠোনে কয়েকবার চক্কর দিয়ে লাফিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে চলে যেতেন। পিছনে উড়তে থাকত ধুলোর মেঘ। জীবনে কখনো তিনি ঘোড়াকে হাঁটিয়ে বা কদমে চালাননি। স্তানিৎসা ছিল পঁচিশ ক্রোশ

পথ। তিনি গ্যালপে যেতেন আর গ্যালপে ফিরে আসতেন। নিছক এক উত্তেজনাময় আনন্দে তিনি ঘোড়ায় চড়ে খরগোশের পিছু ধাওয়া করতেন। মনে রেখ, নেকড়ের নয় খরগোশের পিছনে। কোথাও উঁচু ঘাসের ভিতর থেকে খরগোশ তাড়া করে নালার দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতেন তারপর ঘোড়ায় চড়ে তার পিছু ধাওয়া করে হয় চাবুকের ঘায়ে শেষ করে দিতেন নয়তো ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে ফেলতেন। জোর গ্যালপে চলতে গিয়ে কতবার যে তিনি পড়ে গিয়ে কঠিন আঘাত পেয়েছেন! কিন্তু তবুও তিনি তাঁর এই আমোদ থেকে বিরত হননি। এতে ঘোড়ার দিক থেকে খুবই মোটা লোকসান হত আমাদের। আমার নিজের যতদূর মনে আছে ছ'ছটা ঘোড়া শেষ হয়েছে তাঁর হাতে। হয় ছুটিয়ে ছুটিয়ে মেরে ফেলেছেন নয়তো খোঁড়া হয়ে গেছে। অবশ্য আমরাও ধ্বংস হয়ে গেছি। এক শীতেই তিনি দু-দুটো ঘোড়া মেরে ফেললেন। পুরো গ্যালপে চলতে চলতে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বরফ-জমা মাটির উপর—ব্যাস খতম! আমরা জানালা দিয়ে দেখতাম, বাবা জিনটা ঘাড়ে করে পায়ে হেঁটে ফিরে আসছেন। মরা ঘোড়াটার জন্যে দারুণ কান্নাকাটি জুড়ে দিতেন মা, কিন্তু তাতে বাবার কিছুই এসে যেত না! দিন তিনেক বিছানায় পড়ে থাকতেন, গজর গজর করতেন, ঘোঁৎ ঘোঁৎও করতেন অল্প বিস্তার, কিন্তু গায়ের ঘা শুকোবার আগেই আবার বেরিয়ে পড়তেন শিকারে।"

"ঘোড়াগুলোই যখন মরে যেত, তখন তিনি বেঁচে থাকতেন কেমন করে?"

ঘোড়া হচ্ছে ভারী জন্তু। জোর গ্যালপে ছুটতে ছুটতে যখন পড়ে যায়, তিনটে ডিগবাজী খেয়ে তবে স্থির হয়। কিন্তু বাবা রেকাব থেকে পা বের করে নিয়ে সোয়ালো পাখির মতো ঝাঁপ খেয়ে উড়ে নেমে পড়তেন। অবশ্য আছাড় খেতেন জোর আর যতক্ষণ জ্ঞান ফিরে না আসত ততক্ষণ মাটির উপর পড়ে থাকতেন অজ্ঞান হয়ে। তারপর উঠে পায়ে হেঁটে বাড়ি চলে আসতেন। অত্যন্ত দুঃসাহসী লোক ছিলেন তিনি, আর তাঁর হাড়গুলোও ছিল লোহার মতো শক্ত।"

"দারুণ গোঁয়ার ছিলেন মনে হয়," তারিফ করে বলল দাভিদভ।

"হাঁ ছিলেন তাই-ই। কিন্তু তাঁর চাইতেও গোঁয়ার লোকও ছিল।"

"তার মানে?"

"আমাদের গাঁয়ের কশাকরাই তাকে খুন করেছিল।"

"কেন খুন করল?" একটা সিগারেট ধরিয়ে উৎসুক দাভিদভ জিজ্ঞেস করল।

"আমাকেও একটা সিগারেট দাও, মঙ্গল হোক তোমার।"

"কিন্তু তুমি তো সিগারেট খাওনা, আইভান খুড়ো!

"না, তা অবশ্য খাই না। কিন্তু মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়। তাছাড়া, এখন ঐসব পুরানো কথা মনে পড়ে মুখের ভিতরটা কেমন যেন শুকনো আর নোনতা লাগছে......কেন ওরা তাকে খুন করেছিল জানতে চাইছ? বেশ, শোনো, সেটাই ছিল তার ন্যায্য পাওনা..."

"কিন্তু কেন?"

"কারণ একটা মেয়েমানুষ, ওঁর প্রণয়িনী। সে ছিল বিবাহিতা। বুঝলে, তার স্বামী একদিন ওদের ধরে ফেলল। সামনা সামনি আমার বাবার মোকাবিলা করতে সে ভয় পেল। খুব একটা লম্বা-চওড়া চেহারা ছিল না বাবার, কিন্তু অসম্ভব শক্তিশালী লোক ছিলেন। সুতরাং ওর স্বামী তার দু ভাইয়ের সাহায্য চাইল। ঘটনাটা ঘটল "ভ্রোভেত্‌ইদ"-এর সময়ে। জমাট নদীর পাড়ে তিনজনে মিলে ওৎপেতে বসে রইল।... করুণাময় ঈশ্বর, কী নিদারুণভাবেই না ওরা পিটল তাঁকে! লাঠি আর লোহার রড দিয়ে......। ভোরবেলা যখন তাঁকে তুলে বাড়িতে নিয়ে আসা হল, তখনো অজ্ঞান, সর্বাঙ্গ লোহার মতো কালচে হয়ে গেছে। সারা রাত বরফের উপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন। খুবই খারাপ অবস্থা ছিল তার পক্ষে, কি বল? বরফের উপরে। এক সপ্তাহ পরে জ্ঞান ফিরল আর লোকের কথাবার্তা বুঝতে পারল। এক কথায় স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে পেল, কিন্তু দু'মাস বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। মুখ দিয়ে রক্ত উঠত আর কথা বলত খুবই আস্তে আস্তে, চিঁ চিঁ করে। ভিতরটা থেতলে গুড়ো হয়ে গেছে। দেখতে এসে ওঁর বন্ধুরা জিজ্ঞেস করত: 'কে এমন করেছে ফিয়োদোর? বলো আমাদের কাছে, আমরা...'। কিন্তু তিনি চুপ করে থাকতেন। একটু হাসতেন মুচকি মুচকি, তারপর এদিক ওদিক তাকাতেন। যখন মা ঘর থেকে চলে যেতেন, ফিস ফিস করে

বলতেন, "আমার মনে নেই, স্মরণ করতে পারছি না ভাই। অনেক মেয়ের স্বামীদের কাছেই তো অপরাধ করেছি আমি।"

"কত দিন মা তার সামনে হাঁটুগেড়ে বসে অনুনয় করে বলেছেন 'ফিয়োদোর, লক্ষ্মীটি অন্ততঃ আমার কাছে বলো কে তোমাকে এমন করে খুন করার চেষ্টা করেছিল। ঈশ্বরের দোহাই, বলো আমার কাছে যাতে আমি তার সর্বনাশের জন্যে প্রার্থনা করতে পারি।' কিন্তু মায়ের মাথায় হাত রেখে, ছেলেমানুষদের মাথার উপরে আস্তে আস্তে চাপড় মেরে যেমন করে আদর করে তেমনি করতে করতে বলতেন: 'কে আমি জানি না। খুবই অন্ধকার ছিল। পিছন থেকে ওরা বাড়ি মেরে আমাকে ফেলে দিয়েছিল। তাই কারা আমাকে অমন করে বরফের উপরে আছড়ে ফেলল সেটা দেখার আর অবকাশ পাই নি …।' কিংবা তিনি তাঁর সেই শান্ত মৃদু হাসি হেসে একই কথা বলতেন: পুরানো অপরাধ কেন আমরা মনে করে রাখবো লক্ষ্মীটি? আমার নিজের পাপের ফল আমি নিজেই ভোগ করবো…।' ওরা পুরুতকে ডাকল তাঁর পাপস্বীকার শোনার জন্যে। কিন্তু তিনি পুরুতের কাছেও কিছু বললেন না। এমন দৃঢ়চেতা মানুষ ছিলেন তিনি।"

"পুরুতের কাছে কী বলেছেন না বলেছেন তা তুমি জানলে কেমন করে?"

"কারণ আমি খাটের তলায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম সব কিছু। মা আমাকে বাধ্য করেছিলেন তাই করাতে। 'বিছানার তলায় গিয়ে লুকিয়ে থাক, আইভান! হয়ত পুরুতের কাছে বলবে কে ওকে খুন করতে চেয়েছিল।' কিন্তু সে সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না বাবা। মিনিট পাঁচেক ধরে তিনি পুরুতের প্রশ্নের জবাব দিলেনঃ 'অপরাধী, ফাদার।' তারপর জিজ্ঞেস করলেন: 'ফাদার দিমিত্রি, পরলোকে কি ঘোড়া আছে?' শুনে ফাদার দারুণ আতঙ্কিত হলেন মনে হল তারপর বার বার করে বলতে লাগলেন: 'কী বলছ তুমি ফিয়োদোর, ঈশ্বরের দাস! ঘোড়া থাকবে কেমন করে সেখানে? তুমি তোমার আত্মার মুক্তির কথা চিন্তা করো!' বহুক্ষণ ধরে তিনি ফাদারের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করতে লাগলেন আর ফাদার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বাবা বললেনঃ 'তাহলে আপনি বলছেন যে সেখানে কোনো ঘোড়া নেই? কী দুঃখের কথা! রাখালের কাজ একটা পেতে পারতাম…সেখানে যদি ঘোড়া না-ই থেকে থাকে তা হলে পরলোকে গিয়ে

করবার মতো কোনো কাজই তা থাকবে না আমার। সুতরাং আমি মরতে যাচ্ছি না, ও ব্যাপারে এই হচ্ছে আমার সাফ কথা!' তারপরে পুরুত খুব তাড়াতাড়ি করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ করে দারুণ অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। দারুণ বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সুতরাং যা শুনলাম মাকে গিয়ে বললাম সব। শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন 'বেঁচে থাকতেও পাপ জীবন যাপন করেছেন, মরবেনও পাপ নিয়ে।'

"তখন বসন্তকাল, বরফ গলতে শুরু করেছে, বাবা উঠে বসলেন। দু দিন ঘরের চার দিকে হেঁটে চলে বেড়ালেন। তৃতীয় দিনের দিন দেখলাম, তিনি তাঁর ঘোড় সওয়ারের কোট আর টুপিটা পরলেন। 'যা, বাচ্চা ঘুড়ীটাকে জিন কষে নিয়ে আর ভা নিয়া' বললেন আমাকে। সে সময়ে আমাদের আস্তাবলে থাকার মধ্যে ছিল তিন বছর বয়সের একটা বাচ্চা ঘুড়ী। তাঁর কথা শুনে মা তো কাঁদতে লাগলেন; 'তোমার কি এখনই ঘোড়ায় চড়ার মতো অবস্থা হয়েছে ফিয়োদোর! যা হাল হয়েছে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই কষ্ট হয়। নিজের জীবনের উপরে যদি মায়া মমতা না-ই থাকে তোমার, অন্তত: আমার আর ছেলেপুলের উপরে একটু দয়া মায়া রাখো!' কিন্তু শুনে তিনি শুধু একটু হাসলেন, তারপর বললেন: 'জীবনে কোনো দিন আমি হাঁটিয়ে ঘোড়ায় চড়িনি, গিন্নী। মরার আগে শুধু একবারটি আমাকে জিনের উপরে বসতে দাও। ঘোড়া হাঁটিয়েই আমি উঠোনের চারদিকে একটু ঘুরে আসি। মাত্র দুটি চক্কর দেবো উঠোনের চারদিকে তারপর সোজা ঘরের ভিতরে চলে আসবো।' আমি গিয়ে বাচ্চা ঘুড়ীটাকে জিন কষে বারান্দার সামনে নিয়ে এলাম। কাঁধে ভর দিইয়ে মা বাবাকে নিয়ে এলেন। দুমাস চুল-দাড়ি ছাঁটেননি, তাছাড়া আমাদের অন্ধকার ঘরটার ভিতরে এত দিন বুঝতে পারিনি যে তাঁর চেহারার কী পরিবর্তনই না হয়েছে…। দিনের আলোয় তাঁর দিকে তাকিয়ে আমার দুচোখে জল উথলে উঠল! দু মাস আগে বাবার দাড়ি ছিল কাকের পাখার মতো কুবকুচে কালো, আর এখন অর্ধেকের বেশি সাদা হয়ে গেছে। গোঁফ জোড়াও পেকে গেছে আর কপালের সামনের চুলগুলো হয়ে উঠেছে বরফের মতো সাদা…। যদি তিনি এক বিশেষ ধরনের একটু ক্লিষ্ট হাসি হেসে না উঠতেন তবে হয়ত আমি কেঁদে ফেলতাম না। কিন্তু সেই হাসিটুকু দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না…। আমার হাত থেকে তিনি লাগাম নিলেন আর কেশর আঁকড়ে

ধরলেন। কিন্তু তাঁর বাঁ হাতটা ভেঙে গিয়েছিল, সবেমাত্র জোড়া লাগতে শুরু করেছে। আমি তাঁকে সাহায্য করতে চাইলাম, দিলেন না। দারুণ আত্মাভিমানী লোক ছিলেন! এমন কি কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছেন সেটা প্রকাশ করতেও লজ্জা পেতেন। অবশ্য মনে মনে ইচ্ছেটা ছিল যে আগের মতোই জিনের উপরে সওয়ার হয়ে পাখির মতো উড়ে চলেন, কিন্তু পেরে উঠলেন না।...রেকাবের উপরে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু বাঁ হাতটায় ভর সইল না। আঙুলগুলো অসাড় হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই চিতহয়েমাটিতে আছড়ে পড়ে গেলেন...মা আর আমি, আমরা দুজনে মিলে ধরাধরি করে তাঁকে ঘরে নিয়ে এলাম। আগে শুধু থুথুর সঙ্গে রক্ত পড়ত কিন্তু এখন গোরুর বাঁট থেকে দুধ পড়ার মতো ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল মুখ থেকে। সারা দিনরাত মা আর গামলা ছেড়ে যেতে পারতেন না। তাড়াতাড়ি রক্তও ধুয়ে ফেলতে পারতেন না। পুরুতকে খবর দিলাম আমরা। সেদিন রাত্রে তিনি শেষ প্রার্থনা করলেন। কিন্তু আমার বাবা ছিলেন লোহার শিকের মতো শক্ত! পুরুতের আশীর্বাদের পরে তিন দিনের দিন তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করতে আরম্ভ করলেন। তারপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের মুখের দিকে লাল টকটকে অথচ চকচকে চোখে তাকিয়ে বললেন: 'লোকে বলে স্যাক্রামেন্টের পরে খালি পায়ে আর মাটিতে দাঁড়াতে নেই। কিন্তু আমি একটু এখানে দাঁড়াতে চাই। পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে এই মাটির বুকে অনেক আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু আজ একে ছেড়ে যেতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে...তোমার হাতটা এগিয়ে দাও তো গিন্নী, অনেক কিছু করেছে এ মাটি..."

"তার হাতটা ধরার জন্যে এগিয়ে গেলেন মা কিন্তু তিনি আবার শুয়ে পড়লেন। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রায় অস্ফুট গলায় বললেন: তোমার চোখের অনেক জল মোছার জন্যে আমি দায়ি...। পরক্ষণেই তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করে পাশ ফিরলেন আর মরে গেলেন। সন্ত ভ্লার ঘোড়াশালা তদারক করতে চলে গেলেন অন্যলোকে।"

পূর্বস্মৃতির ভারে অভিভূত হয়ে বহুক্ষণ চুপ করে বসে রইল আরঝানভ। একটু কেশে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ: "কিন্তু শোনো আইভান খুড়ো, কি করে তুমি জানলে যে তোমার বাবাকে মেরেছে সেই মেয়ে-

মানুষটার স্বামী···আর তার ভাইয়েরা? এটা কি তোমাদের অনুমান মাত্র?"

"অনুমান? না, মরার আগের দিন বাবা নিজের মুখেই বলে গেছেন আমাকে।"

"তার মানে?" দাভিদভ তার আসন ছেড়ে খানিকটা উঠে পড়ল।

"বলছি তোমাকে। সকালে মা দুধ দুইতে গেছেন। আমি বসে বসে স্কুলের পড়া তৈরি করছি তখন শুনতে পেলাম বাবা ফিস ফিস করে বলছেন: 'আইভান এদিকে আয়'। আমি উঠে তাঁর কাছে গেলাম। তারপর আবার তেমনি ফিস ফিস করে বললেন, 'মাথাটা আর একটু ঝুঁকিয়ে এগিয়ে আন আমার কাছে'। আমি ঝুঁকে পড়লাম তাঁর মুখের কাছে। 'একটা কথা শোন খোকা,' আস্তে আস্তে বললেন, 'তোর বয়েস সবে বারো বছর, আমি যখন চলে যাবো, তুই তখন এ বাড়ির কর্তা হবি। কথাটা মনে রাখিস, ভুলিস না: আভেরিয়ান আখিপভ আর তার দুভাই, আফানাসি আর 'ট্যারা সের্গেই ওরা তিন জনে মিলে আমাকে মেরেছিল। ওরা যদি একেবারে মেরে ফেলত আমাকে, তাহলে এতটুকুও কিছু অভিযোগ করার থাকত না আমার। যতক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল সেই অনুরোধই করেছিলাম আমি ওদের কাছে, সেই নদীর বুকের উপর বসে। কিন্তু আভেরিয়ান বলল আমাকে: 'সহজে মরবি তা হতে দেবো না আমি তোকে কুত্তা! পঙ্গু হয়ে কিছুদিন বেঁচে থেকে প্রাণভরে নিজের রক্ত নিজে গিলবি, তারপর মরবি! সেই জন্যেই আভেরিয়ানের উপরে আমার আক্রোশ। মৃত্যু শিয়রে তবুও ওর বিরুদ্ধে আমার আক্রোশ। এখন তুই খুবই ছোট, কিন্তু যখন বড়ো হবি, আমার দুর্ভোগের কথা মনে রাখবি আর আভেরিয়ানকে খুন করবি! আর একটা কথা, আমি যা বললাম, ঘুনাক্ষরেও কারোর কাছে বলবি না। এমনকি তোর মায়ের কাছেও না। কক্ষোনো কারোর কাছে না। শপথ কর যে তুই বলবি না কারোর কাছে।' কারোর কাছে বলব না বলে প্রতিজ্ঞা করলাম তারপর শুকনো চোখে বাবার গলায় ঝোলানো ক্রুশটাকে চুমু খেলাম···"

"বাঃ! ঠিক যেন সে-কালের ককেশীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কাহিনীর মতো শোনাচ্ছে!" আরঝানভের গল্পে উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল দাভিদভ।

"ভাবো নাকি যে একমাত্র ককেশীয় লোকদেরই প্রাণ আছে? রুশিয়ার প্রাণ কি পাথরে গড়া? সব মানুষই সমান, বুঝলে বন্ধু।"

"আচ্ছা, তারপর কি হল?" অধৈর্য হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

'বাবাকে সমাধিস্থ করা হল। সমাধিস্থান থেকে ফিরে এসে আমি একটা দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা পেন্সিল দিয়ে মাথার উপরে একটা দাগ টানলাম। এমনি করে প্রত্যেক মাসে আমি আমার উচ্চতা মাপি আর দেয়ালে দাগ টানি। আরো লম্বা হওয়ার জন্যে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম যাতে করে আমি আঘাত করতে পারি ···। সেই বারো বছর বয়সেই আমি বাড়ির কর্তা হয়ে উঠলাম। আমার মায়ের আরো সাতটি সন্তান। সবাই আমার চাইতে ছোট। বাবার মৃত্যুর পর মা প্রায়ই অসুখে ভুগতেন। আর সে কী দুঃখ আর দারুণ অভাব অনটনের ভিতর দিয়ে দিন কাটতে লাগল আমাদের! বাবা বেপরোয়া ডানপিটে লোক হতে পারেন, কিন্তু তাঁর যা কিছু হাসি কৌতুক খেলাধূলার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তিনি জানতেন কি করে কাজ করতে হয়। কোনো কোনো লোকের কাছে হয়ত তিনি খুবই খারাপ লোক ছিলেন, কিন্তু আমাদের কাছে, তাঁর নিজের পরিবার পরিজনের কাছে, তিনি ছিলেন আদর্শ পিতা। আমাদের খাওয়াতেন, পরাতেন তাছাড়া আমোদের জন্যে তিনি বসন্তকাল থেকে শরৎকাল পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনী খাটতেন···। সে-দিন আমার কাঁধ দুটো ছিল ছোট পিঠটাও তেমন মজবুত ছিল না, তবুও আমি সমস্ত সংসারের বোঝা নিজের পিঠে তুলে নিয়েছিলাম আর খাটতাম একজন জোয়ান কশাকের সমান। বাবা বেঁচে থাকতে আমরা চার ভাই-বোন স্কুলে পড়তাম। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর সবাই পড়া ছেড়ে দিলাম। মায়ের বদলে আমার দশ বছরের বোন দুরকাকে গাই দোয়া আর রান্নার ভার দিলাম। ছোট ছোট ভাইগুলোকে লাগালাম খামারের কাজে আমাকে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু প্রতি মাসে দেয়ালের গায়ে চিহ্ন আঁকার ব্যাপারটা ভুললাম না। সে বছর বাড়ছিলাম খুবই ধীরে ধীরে—দুঃখ শোক আর দারিদ্র্য ঠিকভাবে বাড়তে দেয়নি আমাকে। নল খাগড়ার ঝোপের ভিতর থেকে বাচ্চা নেকড়ে যেমন পাখির দিকে তাকায় তেমনি করে আমি লক্ষ্য রাখতাম আভেরিয়ানের

দিকে। ওর প্রতিটি পদক্ষেপ আমার চেনা। কোথায় যায়, কোন পথে চলে ঘোড়ায় চড়ে, ওর সম্পর্কে সব কিছুই আমার নখদর্পণে…। আমার বয়সী ছেলেরা রবিবারে নানা রকমের খেলা ধুলো করত, কিন্তু আমি সময় পেতাম না। আমি যে বাড়ির কর্তা। সপ্তাহভর ওরা স্কুলে যেত, আমি গোয়াল পরিষ্কার করতাম…। সে-দিন যে বিষময় তিক্ত জীবন আমি যাপন করেছি তাতে দুঃখ আর বেদনায় হয়ত কাঁদতাম। ক্রমে ক্রমে আমার সমবয়স্কী ছেলেদের কাছ থেকে আমি দূরে দূরে থাকতে লাগলাম। পাহাড়ের মতো বোবা আর অসামাজিক হয়ে উঠলাম। মানুষের সঙ্গ আমি চাইতাম না…। তখন গাঁয়ের লোক আমার সম্পর্কে নানা কথা বলতে আরম্ভ করল। ওরা বলত, আইভান আরঝনভের মাথাটায় অদ্ভুত কিছু একটা আছে, একটু মাথা খারাপ। জাহান্নামে যাও, ভাবতাম মনে মনে, পড়তে একবার আমার অবস্থায়! আমি যেমন করে দিন কাটাচ্ছি তেমনি কাটাতে হলে হয়ত ঘটে কিছু আসত? গাঁয়ের লোকদের আমি ঘৃণা করতে আরম্ভ করলাম। ওদের দেখলে অসহ্য মনে হত! আর একটা সিগারেট দাও দোস্ত!"

সিগারেটটা নিয়ে এলেমেলোভাবে হাতড়াতে শুরু করল আঝকানভ। আঙুলগুলো কাঁপছে থরথর করে। ঠোঁট ফাঁক করে অদ্ভুতভাবে চোষার শব্দ করে দাভিদভের সিগারেট থেকে নিজের সিগারেটটা ধরাতে অনেকটা সময় নিল আরঝানভ।

"তারপর আভেরিয়ান-এর কি হল?"

"কি বলছ, আভেরিয়ানের কি হল? নিজের মতোই সে চলতে লাগল। আমার বাবাকে ভালোবাসার জন্যে সে তার বৌকে ক্ষমা করতে পারল না। এমন মার মারল তাকে যে এক বছরের মধ্যেই সে মারা গেল। পরের বছর শরৎকালে আমাদের গাঁয়েরই আর একটি যুবতী মেয়েকে বিয়ে করল। 'বটে রে আভেরিয়ান,' মনে মনে বললাম আমি, 'ঐ, যুবতী বৌ নিয়ে ঘর করার জন্যে আর বেশি দিন বেঁচে থাকতে হচ্ছে না তোকে'।"

"মাকে না জানিয়ে গোপনে গোপনে আমি পয়সা জমাতে আরম্ভ করলাম। তারপর শরৎকালে কাছের আড়তে না গিয়ে গমের গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলাম কালচ-এ। সেখানে গিয়ে গম বিক্রি করে বাজারের একটা লোকের

কাছ থেকে একটা রাইফেল আর দশটা কার্তুজ কিনলাম। ফিরে আসার পথে রাইফেলটা পরীক্ষা করতে তিন তিনটে কার্তুজ নষ্ট করলাম। ওটা ছিল একটা বাজে ক্ষুদে রাইফেল। ঘোড়াটা ঠিকমত কাজ করছিল না। তিনটের মধ্যে দুটোই ফাটলনা। একমাত্র তৃতীয়টা ফাটল। বাড়ি পৌছে গোলাবাড়ির চালের তলায় রাইফেলটা লুকিয়ে রাখলাম। কাউকে কিছু বললাম না। তারপর থেকে আমি তাকে তাকে থাকতে লাগলাম আভেরিয়ানকে সুযোগ মতো একা পাওয়ার জন্যে…। দীর্ঘদিন সে সুযোগ এল না। হয় অনেক লোকের সঙ্গে নয়ত এমন একটা কিছু এসে পড়ত যাতে ওকে আঘাত হানা থেকে বিরত থাকতে হত। কিন্তু অবশেষে যার জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম আমার সেই দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ এল! আসল কথাটা ছিল এই যে গাঁয়ের মধ্যে আমি ওকে হত্যা করতে চাইনি। একদিন পর পর ও যেত স্তানিৎসায়। একাই যেত, বৌ থাকত না সঙ্গে। শুনলাম একাই গেছে। শুনে ক্রুশ করলাম। নইলে, দুটোকেই মারতে হত আমাকে। দু দিন আর এক রাত যখন আমি রাস্তার পাশে অপেক্ষা করে বসেছিলাম, কিছু খাইনি, জলটুকু পর্যন্ত না, আর এক মুহূর্তের জন্যেও দু চোখ এক করিনি। খানার ভিতরে বসে বসে এক মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম ঈশ্বরের কাছে যাতে আভেরিয়ান একা একা ফিরে আসে। করুণাময় ঈশ্বর তাঁর সন্তানের প্রার্থনা শুনলেন। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় দেখলাম আভেরিয়ান রাস্তা দিয়ে একা আসছে ঘোড়া হাঁকিয়ে। যতবার গাড়িগুলোকে আমার পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখেছি প্রত্যেক বার আমার বুকের ভিতরটা ধক ধক করে উঠেছে, ভেবেছি এই বুঝি আভেরিয়ানের ঘোড়াটাকে চিনতে পেরেছি দূর থেকে…। আভেরিয়ান যখন আমার সম-উচ্চতায়-এসে পৌছাল সঙ্গে সঙ্গেই আমি খাদের ভিতর থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, বললাম: 'নেমে পড়ো আভেরিয়ান খুড়ো তারপর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাটা সেরে নাও!' চূণের পলস্তারার মতো সাদা হয়ে গেল আভেরিয়ানের মুখ। সঙ্গে সঙ্গে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল। সে ছিল লম্বা চওড়া শক্ত-সমর্থ গড়নের কশাক, কিন্তু কি করতে পারত আমার? আমার হাতে ছিল রাইফেল। 'মতলবটা কিহে খুদে ছোকরা'?—চিৎকার করে বলে উঠল। 'নেমে পড়ে হাঁটু গেড়ে বসো। এক মিনিটের ভেতরেই বুঝতে পারবে মতলবটা কি'।

লোকটা ছিল দারুণ ডানপিটে। গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে খালি হাতেই তেড়ে এল আমার দিকে। আরো কাছে আসতে দিলাম ওকে—ঘাসের ঝোপ থেকে আর বেশি দূরে নেই, পরক্ষণেই সোজা গুলি চালালাম…”

“ধরো যদি গুলিটা না-ই বেরোতো তখন?”

মুচকি হাসল আরঝানভ। “তাহলে সেই আমাকে পরলোকে পাঠিয়ে দিত বাবার ঘোড়ায় চড়াবার কাজে সাহায্য করার জন্যে।”

“তারপর কি হল?”

“গুলির আওয়াজে ঘোড়াগুলো তীর বেগে ছুটে পালিয়ে গেল, কিন্তু আমি এক পা-ও নড়তে পারলাম না। পা দুটো অবশ, বাতাসের মুখে পাতার মতো আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে থরথর করে। আমার সামনে পড়ে রয়েছে আভেরিয়ান, কিন্তু তার কাছ অবধিও আমি যেতে পারছি না। একবার পা তুলছি একবার নামাচ্ছি। এমনভাবে কাঁপছিলাম ভয় হল, বুঝিবা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবো। যা হোক, কোনো রকমে মাথা ঠিক করে এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। মুখে থুথু দিয়ে ওর পকেট হাতড়াতে শুরু করলাম। ওর থলেটা খুঁজে পেলাম। তার মধ্যে ছিল এক রুবলের আটাশটা নোট, একটা সোনার পাঁচ রুবল, আর দুই কি তিন রুবলের খুচরো। পরে বাড়ি ফিরে এসে গুনেছিলাম ওগুলো। বাকি টাকাগুলো হয়ত ওর কচি বৌটার জন্যে উপহার কিনে খরচ করেছে…। খালি টাকার থলেটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলাম তারপর খাদের ভিতরে লাফিয়ে পড়ে ছুটে পালিয়ে গেলাম! এ-সব বহুকাল আগের ব্যাপার কিন্তু এমন স্পষ্ট মনে আছে সব কিছু মনে হয় যেন কালকের ঘটনা। একটা খাদের ভিতরে রাইফেলটা আর কার্তুজগুলো পুঁতে রাখলাম। প্রথম বরফ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একরাতে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর মাটি খুঁড়ে আমার সম্পত্তি তুলে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে এসে একজনার পিছনের উঠনে একটা উইলো গাছের কোঁকড়ের ভিতরে লুকিয়ে রাখলাম।”

“টাকাকড়িগুলো নিতে গেলে কেন?”—কড়া গলায় খেঁকিয়ে উঠল দাভিদভ।

“নেবো না কেন?”

“নিয়েছিলে কেন, জিজ্ঞেস করছি?”

"দরকার ছিল তাই।" সরলভাবে জবাব দিল আরঝানভ। জামা-ভরা উকুনের চাইতেও অভাব অনটন তখন আমাদের গায়ের মাংস কুঁরে কুঁরে খাচ্ছিল।"

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল দাভিদভ, তারপর নীরবে বহুক্ষণ পর্যন্ত হাঁটল। আরঝানভও নিশ্চুপ। তারপর আবার দাভিদভ জিজ্ঞেস করল, "এ-ই কি শেষ?"

"না এখানেই শেষ নয়, দোস্ত। অনুসন্ধানকারী দল এসে খুঁজল আঁতিপাঁতি করে তারপর শূণ্য হাতে বিদায় নিল। আমাকে সন্দেহ করার কথা মাথায় আসবে কার? এর কিছুদিন পরেই আভেরিয়ানের ট্যারা ভাইটা সের্গেই কাঠ কাটতে গিয়ে ঠাণ্ডায় জমে মারা গেল ফুসফুস ধরে গিয়েছিল। দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়লাম আমি। যদি আফানসীও এমনিভাবে আপনা থেকেই মরে যায় কী হবে তবে, ভাবলাম মনে মনে, আর আমার যে হাতে ওদের শাস্তি দেয়ার জন্যে বাবা আশীর্বাদ করে গেছেন সে হাত দুটো যদি তার শত্রুকে আঘাত করতে ব্যর্থ হয়? দারুণ একটা ধাঁধাঁর ভিতরে পড়ে গেলাম আমি…"

"একটু দাঁড়াও," বাধা দিয়ে বলল দাভিদভ, তোমার বাবা বলে গিয়েছিলেন শুধু আভেরিয়ানের কথা, কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি ওদের তিন জনকেই একসঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছ।"

"তাতে কি? বাবার ইচ্ছে বাবার আর আমার ইচ্ছে আমার। সুতরাং গোলমালে পড়ে গেলাম…। রাত্রে যখন খেতে বসেছে তখন জানালার ভিতর দিয়ে খুন করলাম আফানসীকে। সে দিন রাত্রে দেয়ালের গায়ে আমি শেষ দাগ টানলাম তারপর একটা কাপড়দিয়ে সবগুলো দাগ মুছে ফেললাম। আর রাইফেল ও কার্তুজগুলো দিলাম নদীতে ফেলে। ওগুলো দিয়ে আর কোনো প্রয়োজন নেই আমার…। আমার বাবার ইচ্ছে ও আমার নিজের ইচ্ছে আমি পূরণ করেছি। এর অল্প কিছুদিন পরেই মায়ের মরার ইচ্ছে হল। এক দিন রাত্রে আমাকে কাছে ডেকে বললেন: 'তুই-ই কি ওদের খুন করেছিস আইভান?' 'হাঁ মা' বললাম আমি। প্রত্যুত্তরে তিনি একটি কথাও বললেন না। কেবল মাত্র আমার ডান হাতটা টেনে নিয়ে বুকের উপরে চেপে রাখলেন…"

লাগামে শব্দ তুলল আরঝানভ। ঘোড়াগুলো দ্রুত চলতে আরম্ভ

করল। তারপর শিশুর মতো স্বচ্ছ-সরল দৃষ্টিতে দাভিদভের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল: "এখন আর নিশ্চয়ই তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে না যে কেন আমি জোরে গাড়ি হাঁকাই না, করবে?"

"না করবো না," জবাবে বলল দাভিদভ, গরুর গাড়ি করে জল টানার কাজ নেয়া উচিত ছিলো তোমার আইভান খুড়ো, কথাটা যথার্থ।"

"কতবার ইয়াকভ লুকিচকে আমি বলেছি এ কথা, কিন্তু কিছুতেই সে আমাকে ও কাজটা দেবে না। সে চায় চিরদিন আমাকে উপহাসের পাত্র করে রাখতে...।"

"কেন?"

"যখন বাচ্চা ছিলাম তখন ওর কাছে দেড় বছর আমি কাজ করেছিলাম"।

"তুমি নিজে কাজ করেছ?"

"হাঁ দোস্ত হাঁ, আমি নিজেই করেছি। তুমি জানো না যে অস্ত্রোভনভ চিরদিনই লোক রেখে কাজ করাত? ধূর্তামীভরা চোখ দুটো কুঁচকে বলল আরঝানভ। "সে তা-ই করত, দোস্ত তা-ই করত...। চার বছর আগে যখন ট্যাকসের যাঁতা কলে পড়ল তখন একটু ঠাণ্ডা হল। ছোবল মারার আগে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ফুঁসছিল। যদি যৌথ জোতের পত্তন না হত আর ট্যাকস কিছুটা না কমত তবে ইয়াকভ লুকিচ তার শিং দেখিয়ে ছাড়ত. একথা আমি হলফ করে বলতে পারি তোমাকে। ও হচ্ছে একটা অতি ভয়ঙ্কর বজ্জাত কুলাক আর তোমরা কিনা ঐ সাপটাকেই দুধ কলা দিয়ে পুষছ।"

বহুক্ষণ চুপ করে থাকার পর দাভিদভ বলল: "আচ্ছা ও ব্যাপারটার খোঁজ নেবো আমরা, অস্ত্রোভনভের নাড়ীনক্ষত্র টেনে বের করে আনবো। কিন্তু যা-ই বলো আইভান খুড়ো, তুমি লোকটা কিন্তু একটু খামখেয়ালী।"

ভাবুকদৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল আরঝানভ। "ভালো কথা, খেয়াল, বুঝলে—কথাটা কী ভাবেই-বা বুঝাই...। ধরো তোমার একটা চেরী গাছ আছে আর নানান ধরনের ডালপালা আছে তাতে। আমি এসে চাবুকের হাতল তৈরি করবার জন্যে একটা ডাল কেটে নিলাম। ডালটা যখন বাড়ছিল, সব রকমের খেয়াল ছিল ওটার ভিতরে। ছিল গাঁট, পাতা। সুন্দর ছিল ওর নিজের ধরনে। আর এখন আমি ওটাকে কেটে ছুলে নিয়েছি এই দেখ...।" আসনের তলা থেকে আরঝানভ তার চাবুকটা

টেনে বার করে দাভিদভকে দেখাল। বাদামী রঙের গেঁটেল চেরী কাঠের একটা চাবুকের হাতল। "এই যে! দেখার আর কিছু নেই! মানুষের বেলাও ঠিক একই রকম। খেয়াল ছাড়া এই চাবুকটার মতোই সে নিঃস্ব দীন। ধরো নাগুলনভ—কী এক অদ্ভুত ভাষা শিখছে সে—ওটা হচ্ছে তার খেয়াল। বুড়ো ক্রামস্কভ গত বিশ বছর ধরে নানান রকমের দেশলাইয়ের খোল সংগ্রহ করছে—ওটাও হচ্ছে তার খেয়াল। তুমি লুশকা নাগুলনোভার সঙ্গে মিশছ—এটাও তোমার খেয়াল। একটা মাতাল রাস্তায় নেমে বেড়ার গায়ে পিঠ ঘসে—এটা হচ্ছে আর এক রকমের একটা খেয়াল। হাঁ, চেয়ারম্যান ভায়া, মানুষের খেয়ালটিকে যদি তুমি কেড়ে নাও তবে সে এই চাবুকের কাঠিটার মতোই শোভাহীন নীরস হয়ে উঠবে।"

আরঝানভ চাবুকটা দাভিদভের দিকে বাড়িয়ে ধরে তেমনি চিন্তাক্লিষ্ট মৃদু হাসি হেসে বলল: "এটা একবার হাতে ধরো, তারপর ভাবো, দেখবে সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাবে…"

বিরক্ত হয়ে দাভিদভ আরঝানভের হাতটা পাশে ঠেলে দিয়ে বলল: "জাহান্নামে যাক! ওটা ছাড়াই আমি সব কিছু পরিষ্কার বুঝতে পারবো।"

তাঁবুতে পৌঁছাবার বাকি পথটা ওরা নীরবে অতিক্রম করল।

ছয়

কৃষক দলটির তখন দুপুরের অবসর।

কাজ-চালানো-গোছের লম্বা টেবিলটা সমস্ত কৃষক ও ড্রাইভারদের পক্ষে খুবই আঁটাআঁটি। খেতে খেতে ওরা পুরুষোচিত রসালো ঠাট্টা তামাশা করছে আর ছোটখাটো মন্তব্য করছে রাঁধুনীর পরিজ সম্পর্কে।

"কোনো দিনই নুন ঠিক হয় না। কী গুণের রাঁধুনী রে!"

"একটু কম নুনে তোমাকে কিছু আর কামড়ে খাবে না, মেখে নাও।"

"কিন্তু ভাসকা আর আমি এক গামলায় খাচ্ছি। ওর পছন্দ সাদামাঠা

খাবারে, কিন্তু আমি ভালবাসি একটু বেশি নোন্‌তা। এক গামলায় কি করে দুজনে খাই? এতই যদি চালাক তো একটা বিধেন দাও দেখি।"

"কাল একটুকরা কাঠ এনে তোমাদের গামলাটা দুভাগে ভাগ করে দেবোখন, তাহলেই হবে। এমন সহজ জিনিসটা যদি মাথায় না ঢোকে তবে বলতেই হবে ঘটে বুদ্ধির কিছু ঘাটতি আছে!"

"আর তোমার মাথায় এত বুদ্ধি আছে যে ঠিক তোমার ঐ গে হালের বলদটার মতো, একথা নিশ্চয় করে বলবো আমি"।

হাসি ঠাট্টা তর্কবিতর্ক আরো হয়ত অনেকক্ষণ ধরে চলত খাওয়ার টেবিলে, কিন্তু সেই মুহূর্তে দূরে গাড়িটাকে আসতে দেখা গেল। আর কৃষকদের মধ্যে সবচাইতে প্রখর দৃষ্টি প্রিয়ানিশনিকভ চোখের উপরে হাতের ছায়া ফেলে আস্তে শিস দিয়ে উঠল। ঠিক তিনিই—হাঁদারাম আইভান আরঝানভ আর ওর সঙ্গে রয়েছে দাভিদভ।"

হাতের চামচগুলো টেবিলের উপরে পড়ে ঝঙ্কার তুলল। সবার ধৈর্যহীন উৎসুক দৃষ্টি দূরের খাদটার দিকে গিয়ে পড়ল, যেখানে মুহূর্তের জন্যে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

"তাহলে আমরা এই হালতে এসে পৌঁছেছি! আবার ও এসেছে আমাদের উপরে খবরদারি করতে," আগাফন দুবৎসভ চাপা বিরক্তিতে বলে উঠল। "যথেষ্ট হয়েছে আমাদের! তোমাদের ইচ্ছে হয় তোমরা ওর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, কিন্তু ঢের হয়েছে আমার, ওর দিকে মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলে তাকাতেও আমি লজ্জা বোধ করি।"

দাভিদভ যখন দেখল ওকে অভ্যর্থনা জানাতে সবাই এক সঙ্গে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, একটা আনন্দের শিহরণে ওর মনপ্রাণ ভরে উঠল। সামনের দিকে এগিয়ে আসতেই সবগুলো হাত প্রসারিত হল ওকে অভ্যর্থনা জানাতে আর পুরুষদের রোদে পোড়া কালো মুখ আর তরুণী ও স্ত্রীলোকদের ঈষৎ তামাটে মুখে হাসি ঝলকে উঠল। এই সব মেয়েদের মুখ কখনো রোদের আঁচে কালো হয়ে ওঠে না। কাজ করার সময়ে ওদের সাদা রুমালগুলো এমনভাবে মুখে মাথায় জড়িয়ে নেয় যে, দেখার জন্যে শুধুমাত্র চোখের কাছে লম্বা একটু চেরা ফাঁক ছাড়া আর কিছুই বাইরে থাকে না। পরিচিত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল দাভিদভ। এরা সবাই ভালো করে চেনে ওকে। ওদের নিজেদেরই একজন আপনার লোক

হিসেবে ওকে কাছে পেয়ে, ওকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রকৃতই খুশি হয়েছে। কথটা ভাবতেই এক তীব্র সুখানুভূতিতে অকস্মাৎ দাভিদভের গলার স্বরটা ভারি হয়ে উঠে একটু কর্কশ করে তুলল।

"কিহে, পিছিয়ে পড়া শ্রমজীবী ভাইয়েরা, অতিথিকে খেতে দেওয়ার মতো কিছু আছে কি?"

"সেটা নির্ভর করছে কতক্ষণের জন্যে সে এসেছে এখানে তারই উপর। যদি বেশ কিছু দিনের মতো এসে থাকে, তাহলে দেখব কিছু জোটাতে পারি কিনা। আর যদি আধ ঘণ্টার জন্য এসে থাকে তবে একটি নমস্কার করেই বিদায় দিতে হবে। ব্যাপারটা তাই না, মোড়ল মশাই।" সকলকে হাসাবার উদ্দেশে বলল প্রিয়ানিশনিকভ।

"মনে হচ্ছে বেশ কিছু দিনের জন্যেই থাকবো আমি তোমাদের সঙ্গে," একটু হেসে বলল দাভিদভ।

পরক্ষণেই কান-ফাটানো গলায় বলে উঠল দুবৎসভ: 'ওহে কোয়ার্টার মাস্টার! আজ থেকেই পুরো র‍্যাশনের তালিকায় ওর নামটা ঢুকিয়ে নাও। আর তুমি রাঁধুনী, ওকে ভালো করে এক পেট পরিজ এনে দাও দেখি।"

টেবিলময় ঘুরে ঘুরে দাভিদভ সবার সঙ্গে করমর্দন করল। পুরুষেরা তাদের স্বভাবসুলভ কড়া ঝাঁকুনী দিল হাতে। কিন্তু মেয়েরা লাজুক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আঙুলগুলো শক্ত করে আরষ্ট হাত এগিয়ে দিল। ওদের নিজেদের স্থানীয় কশাকরা মেয়েদের এসব দিক থেকে তেমন আমোলে আনে না, তাছাড়া তাদের সমকক্ষ মনে করে এমন শিষ্টাচারে করমর্দনও করে না তাদের সঙ্গে।

দাভিদভকে নিজের পাশে টেনে নিয়ে বসাল দুবৎসভ, তারপর তার ভারি গরম হাতটা ওর হাঁটুর উপরে রাখল।

"তোমাকে পেয়ে আমরা ভারি খুশি হয়েছি, দোস্ত।"

"সেটা দেখতেই পাচ্ছি, ধন্যবাদ।"

"তবে দেখো যেন সঙ্গে সঙ্গেই গালিগালাজ করতে শুরু করে দিও না।"

"কিন্তু তোমাদের গালমন্দ করার আদৌ কোনো ইচ্ছেই তো নেই আমার।"

"না, ওটা নইলে চলবে না তোমার, দিও একটু আধটু। ছিঁটেফোঁটা

গালাগাল ভালই হবে আমাদের পক্ষে। কিন্তু এখন একেবারে মুখটি বুজে থাকো। লোকগুলোকে আরামসে খেতে দাও।"

"তা অবশ্য আমি অপেক্ষা করতে পারি," মুচকি হেসে বলল দাভিদভ। "দস্তুর মতো একটা আলোচনা করে নিতে হবে আমাদের, কিন্তু খাবার টেবিলে সেটা শুরু করবো না, একটু ধৈর্য ধরবো, কি বলো?"

"হাঁ একটু ধৈর্য ধরবো আমরা," সবাইকে হাসাবার উদ্দেশে জোর দিয়ে বলে উঠল দুবৎসভ, তারপর ও নিজেই প্রথম চামচটা তুলে নিল।

একান্ত একাগ্র মনে খেয়ে চলল দাভিদভ। একটি বারের জন্যেও খাবার গামলাটার উপর থেকে মুখ তুলল না। সঙ্গীদের অনুচ্চ কণ্ঠের আলাপের রেশ কখনোসখনো ভেসে আসছে কানে, কিন্তু সারাক্ষণই কারোর না কারোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওর মুখের উপরে অনুভব করল। পরিজ শেষ করে একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়ল দাভিদভ। বহু সপ্তাহ পরে এই প্রথম ও সত্যিকারের আনন্দ অনুভব করল। বাচ্চা ছেলেদের মতো কাঠের চামচটা চাটতে চাটতে ও মুখ তুলে তাকাল। একটি তরুণীর ধূসর দুটি চোখের স্থির দৃষ্টি টেবিলের ওপাশ থেকে এসে ওর মুখের উপরে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে আর সে দৃষ্টি মৌন প্রেম, কামনা, আকাঙ্ক্ষা আর আত্মদানের প্রতিশ্রুতিতে এমনভাবে পরিপূর্ণ যে মুহূর্তের জন্যে দাভিদভ বিমূঢ় হয়ে পড়ল। এই সুন্দরী, সুগঠিত, বিশাল বলিষ্ঠ হাতের অধিকারিণী সপ্তদশী তরুণীটিকে বহুবার দেখেছে দাভিদভ গাঁয়ের জনসভায়, কখনো বা পথে। তখন ওর দিকে তাকিয়ে মেয়েটি হাসত একটু লাজুক একটু স্নেহের হাসি। ওর লাল হয়ে ওঠা রক্তিম মুখে ফুটে উঠত একটু বিমূঢ় ভাব। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ওর চোখের দৃষ্টিতে যা রয়েছে তা অন্য বস্তু, অনেক বেশি পরিপক্ব, অনেক বেশি গভীর।

কোত্থেকে তুমি গজিয়ে উঠলে আর তোমাকে দিয়ে হবেই বা আমার কী, ওগো মিষ্টি কচি মেয়েটা? তরুণীর দারুণভাবে লাল হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক দাভিদভ ভাবল মনে মনে। আর তোমারই-বা কোন প্রয়োজন মিটবে আমাকে দিয়ে? এত সব তরুণ ছেলেরা ছুটছে তোমার পেছনে, আর তোমার নজর কিনা আমার উপরে, অন্ধ বাচ্চা মেয়েটা। আরে, আমার বয়েস যে তোমার দ্বিগুণ। সর্বাঙ্গ ক্ষত চিহ্ন ভরা, কুৎসিত। তাছাড়া সামনের পাটির অর্ধেক দাঁতই যে পড়ে গেছে।

কিন্তু তা তুমি দেখতে পাচ্ছ না……না, তোমাকে আমি চাই না বেচারা ভারয়া। আমাকে বাদ দিয়েই বেড়ে ওঠো, লক্ষীটি।

দাভিদভের চোখে চোখ পড়তেই ও চোখ নামিয়ে মুখ ফিরিয়ে একটু ঘুরে দাঁড়াল। ওর চোখের পাতা দুটো থরথর করছে আর বড়ো বড়ো কড়া পড়া আঙুলগুলি জীর্ণ ব্লাউজটার ভাঁজের উপরে আনমনে খেলা করতে করতে কাঁপছে স্পষ্টভাবে। অন্তরের ভাবাবেগ চেপে রাখার দিক থেকে ও এতোটা কলা-কৌশল অনভিজ্ঞ, এতোটা সরল সহজ যে এক মাত্র অন্ধ ছাড়া আর কারোরই তা চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

কন্দ্রাত্‌ মাইদানিকভ হেসে উঠে দাভিদভকে ডেকে বলল: "ভারয়ার দিকে তাকিও না ভায়া, ওকে এমন করেছ যে লজ্জায় ওর চুলের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে। যা ভারয়া, গিয়ে চান করে ফেল, হয়ত একটু ঠাণ্ডা হতে পারবি। কিন্তু যাবে কেমন করে? ওর পা দুটো তো মাটিতে বসে গেছে…। ও হচ্ছে আমার ড্রাইভার। কিন্তু এক মুহূর্ত আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। সব সময়েই জিজ্ঞেস করতে থাকবে তুমি কবে আসবে দাভিদভ। কিন্তু তা আমি কি করে জানবো বল? বিরক্ত করিস না, বলতাম আমি ওকে, কিন্তু কাঠঠোকরা যেমন শুকনো কাঠের উপরে ঠুকরেই চলে তেমনি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ও ঐ একই কথা জিজ্ঞেস করত আমাকে।"

যেমন ওর পা দুটো মাটিতে পুতে গেছে এই কথাটা ভুল প্রমান করার জন্যেই ভারয়া খারলামোভা যে বেঞ্চটার উপরে বসেছিল সেটা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তারপর পাশ ঘুরে হেঁটে ওয়াগনটার দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মাইদানিকভ-এর দিকে তাকিয়ে কি যেন বলছিল বিড়বিড় করে। ওয়াগনটার কাছে গিয়ে পৌঁছে কাঁপা কাঁপা রিনেরিন গলায় চিৎকার করে বলল: "তুমি…তুমি সত্যি কথা বলছ না কন্দ্রাত খুড়ো!"

"প্রত্যুত্তরে সবাই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।

"দূরে গিয়ে আত্মরক্ষা করছে," হেসে বলল দুবৎসভ। "হাঁ ওটাই হচ্ছে সব চাইতে নিরাপদ পন্থা।"

"মেয়েটির পেছনে লেগেছ কেন অমন করে? কোনো দরকার নেই ওসবের," ভৎ‌র্সনা করে বলল দাভিদভ।

"এখনো চেনো না তো ওটি কি চিজ," প্রত্যুত্তরে বিনীত ভাবে বলল মাইদানিকভ। "একমাত্র তোমার সামনেই যা একটু নরম। তুমি যখন এদিকে থাকো না, কোনো একটা তুচ্ছ ব্যাপারেও ও যে কারোর পিত্তি গেলে ছেড়ে দিতে পারে। ও কামড়ায়, সত্যি বলছি! খাঁটি আতঙ্ক বিশেষ! কেমন করে লাফিয়ে উঠল দেখলে তো? ঠিক যেন একটি পাহাড়ী ছাগল!"

না, এই সহজ সরল বালিকাসুলভ প্রেমে দাভিদভের পৌরুষের অভিমানে বিন্দুমাত্রও সুড়সুড়ি লাগল না। কথাটা সমস্ত কৃষাণ দলগুলিই জানে বহুদিন থেকে আর ও নিজে সবে মাত্র এই প্রথম অনুভব করল। এ যদি অন্য এক জোড়া চোখ হত, যে চোখ দুটি এমন আত্মহারা একনিষ্ঠতা আর প্রেমভরে তাকাত ওর দিকে, সে ছিল স্বতন্ত্র কথা।...... এই বিশ্রী প্রসঙ্গের আলোচনা বন্ধ করার প্রচেষ্টায় পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলল দাভিদভ: "তোমাকে ধন্যবাদ রাঁধুনী, আর কাঠের চামচ, তোমাকেও ধন্যবাদ! তোমরা খুব চমৎকার খাইয়েছ আমাকে।"

"যে দারুণ মেহনতটা করেছে তার জন্যে তোমার ঐ ডান হাতটা আর বিরাট বড়ো মুখটাকে ধন্যবাদ দাও, সভাপতি মশাই, রাঁধুনী আর কাঠের চামচটাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না। বোধহয় আর একটু চাই তোমার?" টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল রাঁধুনী। ওর চেহারা যেমন বিস্ময়কর মোটা তেমনি জমকালো।

পরম বিস্ময়ে দাভিদভ ওর বিরাট দুটো স্তন, ফিতে-বাঁধা দুটো কাঁধ আর উদরের পরিধির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

"এ বস্তুটি কোথা থেকে আমদানী করলে?"—চুপি চুপি দুবৎসভের কাছে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"তাগানরগ লোহা আর ইস্পাত কারখানায় ফরমাস দিয়ে তৈরি করিয়ে আনা হয়েছে আমাদের জন্যে," একটু অলস প্রকৃতির অল্প বয়েসী কোয়ার্টার মাস্টার দুবৎসভ-এর হয়ে জবাব দিল।

"তোমাকে আগে কখনো দেখিনি এটা কেমন করে সম্ভব হল?," জিজ্ঞেস করল দাভিদভ, তখনো ওর বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। "তোমার মতো এমন একটা বিরাট চেহারা কেমন করে চোখ এড়িয়ে গেল আমার, বল তো মা?"

"মা, বটে!" ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল রাঁধুনী, "আমার বয়েস এখন মোটে সাচ্চল্লিশ বছর, আমি তোমার মা হবো কেমন করে? তাছাড়া তুমি যে আমায় দেখোনি তার কারণ হচ্ছে শীত কালে আমি মোটেই ঘরের বাইরে পা বাড়াই না। আমার মতো এমন একখানা চেহারা আর তার তুলনায় এত ছোট ছোট দুটো পা, বরফের উপর দিয়ে চলার পক্ষে আমি একেবারেই অকেজো। দু-পা যেতে না যেতেই আটকে যাবো। সারা শীতকালটা বাড়িতে বসে বসে উল বুনি, শাল তৈরি করি পেট চালাবার জন্যে। কাদার ভিতরেও তেমন যুত করে চলতে পারি না। আমি হচ্ছি ঠিক উটের মতো—পা হড়কে পড়ে যাওয়ার ভয়েই অস্থির। কিন্তু খরার দিনে রান্নার কাজ করি। তাছাড়া আমি তোমার 'মা' নই কমরেড সভাপতি! যদি তুমি আমার সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে চাও আর কখনো উপোস করে থাকতে না চাও তো আমাকে দারয়া কুপ্রিয়ানোভনা বলে ডাকবে।"

"তোমার সঙ্গে ভাবসাব রেখে চলতে পেলে খুবই খুশি হব আমি দারয়া কুপ্রিয়ানোভা," হেসে বলল দাভিদভ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গেই নমস্কার করল।

"হাঁ সেটা তোমার আমার দুজনার পক্ষেই মঙ্গল। এখন তোমার মগটা দাও দেখি, খানিকটা ভালো ঘোল এনে দিয়ে আজকের মতো শেষ করি," দাভিদভের বিনয়ে দারুণ খুশি হয়ে বলল রাঁধুনী। দরাজ হাতে মগ ভর্তি করে সবচাইতে টক সবচাইতে পনিরভরা ঘোল দাভিদভকে ঢেলে দিয়ে একটু মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করল।

"আচ্ছা, খামারের কাজে যোগ না দিয়ে কেন তুমি রাঁধুনীর কাজ করো?" জিজ্ঞেস করল দাভিদভ। "তোমার দেহের যা ওজন তাতে লাঙলের মুঠোর উপরে একটু ভর দিলেই ফলাটা সোজা আধ মিটার-খানেক ঢুকে যাবে মাটির ভিতরে, আর কথাটা খুবই যথার্থ।"

"আমার হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ! ডাক্তার বলেছে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়ায় চর্বিঘটিত অবনতি ঘটেছে। রাধুনীর কাজও খুবই খারাপ আমার পক্ষে। এমন কি হাঁড়ি কড়া তুলতে গেলেও হাঁসফাঁস লাগে, দম আটকে আসে। না, কমরেড দাভিদভ চাষ করার পক্ষে আমি আদৌ উপযুক্ত নই। ওটা আমার মোটেই উপযুক্ত কাজ নয়।"

"হৃদরোগের অভিযোগ সব সময়ে লেগেই আছে ওর মুখে আর ইতিমধ্যেই কিনা তিন তিনটে স্বামীকে কবরের তলায় শুইয়েছেন। তিন তিনটে কশাককে খতম করে এখন চতুর্থটির জন্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু সে যা-ই হোক, মনে হয় নেয়ার মতো খুব বেশি লোক মিলবে না। ওর মতো একখানা সঙ্গিনীর পাল্লায় পড়ে পিষে মরে যাবার ভয়ে সবাই তটস্থ!" বলল দুবৎসভ।

"এই বসন্তের দাগওয়ালা মিথ্যুক!"—দারুণ রাগে ফেটে পড়ল রাঁধুনী! "আমার সেই তিন তিনটে কশাকের ভিতরে যদি তেমন হিম্মত না থেকে থাকে তবে সেটা কি আমার দোষ? ওরা ছিল বীর্যহীন, দুর্বল, সবকটাই ছিল তাই! ঈশ্বর যদি ওদের বাঁচতে না দেন সেটা কি আমার দোষ?"

"কিন্তু তুমি তো ওদের মরতে সাহায্য করেছিলে," নাছোড়বান্দা দুবৎসভ বলল।

"কি করে?"

"তুমি নিজেই জানো, কি করে..."

"যে কথার মানে হয় তেমন কথা বলো মশায়!"

"মানে আছে তেমন কথাই বলছি..."

"না বরং সোজা কথায় বল, আজে বাজে বকে জিভ নেড়ো না!

"সবাই জানে কি করে সাহায্য করেছিলে ওদের—তোমার পিরিতের ঠেলায়", মনে মনে হেসে ভয়ে ভয়ে বলে উঠল দুবৎসভ।

"ওরে নচ্ছার বেকুব!" সবার মিলিত গলার উচ্চ হাসি ছাপিয়ে জেগে উঠল রাঁধুনীর তীক্ষ্ণ চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর থেকে মুঠোভরে হাতা খুন্তি তুলে নিল। কিন্তু দুবৎসভের অবিচল ধৈর্যশীলতাকে পরাস্ত তত সহজসাধ্য নয়। শান্তভাবে বাকি ঘোলটুকু খেয়ে নিয়ে হাত দিয়ে গোঁফ মুছে বলল: "আমি একটা বেকুব হতে পারি, সেটা ঠিক, তাছাড়া নচ্ছারও হতে পারি, কিন্তু এসব ব্যাপারে বুঝলে মেয়ে, আমি কী বলছি সেটা আমি ভালো করেই জানি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাঁধুনী এমন সব বিশেষণে দুবৎসভকে ভূষিত করতে শুরু করল সে হাসির হর্‌রায় টেবিলটা দুলে উঠল। হাসি আর বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠে দাভিদভ অতিকষ্টে শুধু বলল: "কী হচ্ছে এসব, ছেলেরা! নৌ বাহিনীতেও তো আমি এমনটি দেখিনি কোনো দিন।"

দুবৎসভ অবশ্য একটা গাম্ভীর্যের ভাব বজায় রেখে ছদ্ম রাগের চিৎকার করে বলে উঠল: "আমি হলপ করে বলতে পারি! পবিত্র ক্রুশেও চুমো খাবো! কিন্তু যা আমি বলছি তা খাঁটি সত্য দার‍্যা: তোমার পিরিতের ঠেলায়ই তিন তিনটে লোক ভবপারে চলে গেছে! তিন তিনটে মরদ,—ভেবে দেখ একবার, তাই না! ...তাছাড়া ভোলোদিয়া গ্রাশোভ গত বছর মারা গেল কিসে? সেও যেত তোমার কাছে..."

কথাটা শেষ করার আগেই দুবৎসভ দ্রুত মাথাটা নিচু করল। একটা ভারি কাঠের হাতা বোমার টুকরার মতো হিস্ হিস্ করে ছুটে গেল ওর মাথার উপর দিয়ে। তারপর যৌবনোচিত ক্ষিপ্রতায় বেঞ্চের উপর দিয়ে পা দুটো তুলে নিল। টেবিল ছেড়ে দশ পা দূরে গিয়েই হঠাৎ দ্রুত এক পাশে সরে দাঁড়াল। একটা ধাতুর তৈরি গামলা চতুর্দিকে ঘোল ছিটাতে ছিটাতে ওর পাশ কেটে বন বন করে ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপর একটা চাওড়া বক্র রেখা রচনা করে অনেক দূরে স্তেপের ভিতরে গিয়ে পড়ল। পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠো তুলে চিৎকার করে শাসাতে শাসাতে বলল দুবৎসভ: "খবর্দার দার‍্যা! যা খুশি ছুঁড়ে মারো ক্ষতি নেই, মাটির গামলা যেন ছুঁড়ে মেরো না বলছি! ভাঙা রান্নার বাসন কোসনের জন্যে তোমার রোজ থেকে পয়সা কেটে নেবো তা বলে দিচ্ছি, ঠিক কেটে নেবো কিন্তু! ভাল্যার মতো ওয়াগনটার পিছনে চলে যাও, ওখান থেকে তোমার কৈফিয়ত দেয়া খুব সহজ হবে। কিন্তু আমি যা বলেছি তা সত্যি। তোমার মরদগুলোকে তুমি কবরের তলায় পাঠিয়ে এখন আবার বিষ ঝাড়ছ আমার উপর..."

শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে বেশ কিছুটা বেগ পেতে হল দাভিদভকে। ওয়াগনটার কাছাকাছি ওরা গিয়ে বসল ধূমপান করার জন্যে। কন্দ্রাত্ মাইদানিকভ হাসির ধমকে তোতলাতে তোতলাতে বলল: "প্রতিটি দিন, হয় দুপুরের খাওয়ার সময়ে, নয়ত রাত্রের খাওয়ার সময়ে এমনি ব্যাপার ঘটে। দার‍্যা আগাফনকে এমন একখানা ঘুসি ঝেড়েছিল যে এক হপ্তা ওর চোখে কালশিরা পড়ে ছিল। কিন্তু তবুও সে ওর পেছনে লাগতে ছাড়ে না। একটা কিছু অঘটন না ঘটিয়ে এই চাষ আবাদ সেরে বাড়ি পৌঁছাতে পারবে না দেখছি আগাফন। দার‍্যা হয় তোমার একটা চোখ উপড়ে

নেবে নয় তো একটা ঠ্যাং মুচড়ে পেছন থেকে সামনে এনে ছাড়বে। ওকে নিয়ে যখন তখন বড্ডো বেশি হাসি ঠাট্টা করো তুমি।"

"ও তো মেয়েমানুষ নয় একটা ফোর্ডসন ট্রাক্টর!" তারিফ করে বলল দুবৎসভ তারপর কাছে দাঁড়ানো রাঁধুনীকে যেন দেখতে পায়নি এমনি ভান করে জোরে জোরে বলতে লাগল: "না হে ছেলেরা, কথাটা চেপে গিয়ে লাভ কি আমার? আমি যদি বিবাহিত না হতাম তবে আজই আমি দার্য্যাকে বিয়ে করে ফেলতাম। কিন্তু মনে রেখ মাত্র একটি সপ্তাহের জন্যে। তারপরেই পালিয়ে যেতাম। এতখানি জোয়ান তাগড়া হওয়া সত্ত্বেও এক হপ্তার বেশি কিছুতেই টিকতে পারতাম না। তাছাড়া এক্ষুনি মরার মতো ইচ্ছেও নেই আমার। নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে কি আর মজা আছে বলো? গোটা গৃহযুদ্ধের সময়টা বেঁচে থেকে শেষপর্যন্ত মরতে হবে একটা মেয়েমানুষের হাতে? ...না, আমি ঘৃণ্য বেকুব হতে পারি, কিন্তু আমি দারুণ চালাক। দার্য্যার সঙ্গে কোনো রকমে টেনেটুনে হপ্তাখানেক কাটিয়ে দেবো, কিন্তু তারপর একদিন দুপুর রাত্রে হামাগুড়ি দিয়ে বিছানা থেকে বেরিয়ে এসে, বুকে হেঁটে দোর পর্যন্ত এগিয়ে এসে উঠোনে নেমে পড়বো। তারপর বন্দুকের গুলির মতো ছুটে, বাড়ি ফিরে আসবো...। ঈশ্বরের দোহাই দাভিদভ, একটুও মিছে কথা বলছি না আমি, আর প্রিয়ানিশনিকভ রয়েছে এখানে ও দেবেও না আমাকে মিছে কথা বলতে। ও আর আমি দুজনে মিলে এক দিন চমৎকার রান্নার জন্যে দার্য্যাকে ধন্যবাদ দিতে একটু আলিঙ্গন করে আদর জানাতে চাইলাম। সুতরাং ও গেল সামনের দিকে আর আমি গেলাম পিছনের দিকে। আমরা হাতে হাত মেলাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই পারলাম না ওকে জড়িয়ে ধরতে—ও বেশ একটু মোটাই বটে। ডাকলাম কোয়ার্টার মাস্টারকে। সে নেহাৎই বাচ্চা, তায় আবার একটু লাজুক। দার্য্যার কাছে এগিয়ে আসতে ওর সাহসে কুলালো না। এখন থেকে সারাটা জীবন ওকে এমনভাবে কাটাতে হবে যে ঠিক মতো আলিঙ্গনই পাবে না।"

"ও অসভ্যটার কথা বিশ্বাস করো না কমরেড দাভিদভ!" এতক্ষণে খোস মেজাজে হেসে বলল, রাঁধুনী। "আজ যদি ও মিথ্যে কথা না বলতে পারে তো কাল বুক ফেটে মরে যাবে। প্রত্যেক পদে পদে ও মিথ্যে কথা বলে, তাছাড়া বাঁচতে পারে না। মিথ্যা ক্ষণেই ওর জন্ম!"

ধূমপান ও বিশ্রাম নেবার পরে দাভিদভ জিজ্ঞেস করল : "আর কতটা জমি বাকি আছে চাষ করতে ?

"অঢেল," একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবাব দিল দুবৎসভ। "দেড়শো হেক্‌টরেরও বেশি। কাল ছিল একশো আটান্ন হেকটার।"

"চমৎকার কাজ হচ্ছে, তা বলতেই হবে আমাকে!" গম্ভীর গলায় বলল দাভিদভ। "এখানে করছ কি তোমরা বসে বসে ? বসে বসে শুধু রাঁধুনীর সঙ্গে এমনি সব ফষ্টিনষ্টির মহড়া দিচ্ছ ?"

"এখন ওভাবে বলে কোনো লাভ নেই।"

"দ্বিতীয় আর তৃতীয় দল তো অনেক আগেই তাদের চাষের কাজ শেষ করেছে। তোমরা পারোনি কেন ?"

"ভালো কথা সন্ধ্যোয় সবাই যখন একসঙ্গে জড়ো হবো, বুঝলে দাভিদভ, তখনই খোলাখুলি কথাবার্তা হবেখন। এখন চলো চাষ করিগে।" প্রস্তাব করল দুবৎসভ।

যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব। একটু ভেবে রাজী হয়ে গেল দাভিদভ।

"কোন বলদ জোড়া দেবে আমাকে ?"

"আমার জোড়া নাও", পরামর্শ দিল কন্দ্রাত্। "এ দুটো চমৎকার জন্তু, কিন্তু যে দুজোড়া অল্প বয়েসী বলদ আছে আমাদের তারা এখন ছুটিতে আছে।"

"ছুটিতে আছে, তার মানে ? —অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"ওগুলো দুর্বল,—হেসে বলল দুবৎসভ। চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে, শুয়ে পড়ে লাঙলের খাদের মধ্যে. তাই আমরা ওগুলোকে হাল থেকে খুলে পুকুরের পাড়ে চরতে ছেড়ে দিয়েছি। ওখানে খুব ভালো ঘাস আছে, চমৎকার তাজা ঘাস। একটু মোটাসোটা হোক। কিন্তু এখন যে অবস্থা তাতে কোনো কম্মেই আসবে না। শীতের পরেই খুব রোগা হয়ে গিয়েছিল আর এখন রোজ খেটে খেটে হাড্ডিসার হয়ে গেছে। আদৌ হাল বইতে পারে না, আর এই হলগে অবস্থা! পুরোনোগুলোর সঙ্গে জোড় দিয়ে দেখেছি, তাতেও কোনো কাজ হয় না। কন্দ্রাত্-এর লাঙল নিয়ে গিয়ে তুমি চাষ করো ও তোমাকে ভালো বুদ্ধিই দিয়েছে।"

"আর সে নিজে কী করবে ?"

"ওকে দুদিনের জন্যে আমি ছেড়ে দিচ্ছি বাড়ি ঘুরে আসার জন্যে। ওর

বৌটা অসুখে শয্যাশায়ী। এমন কি একটা পরিষ্কার জামাও পাঠাতে পারে না ওকে। বাড়ি আসার জন্যে খবর পাঠিয়েছে।"

"তা বটে, সেটা হল আলাদা কথা। ভাবছিলাম, তুমি ওকেও বুঝি ছুটি উপভোগ করতে পাঠাচ্ছ। যা দেখছি, মনে হচ্ছে, তুমি যেন বেশ একটা ছুটির দিনের মেজাজে আছো এখানে..."

দুবৎসভ চোখের ইশারা করতেই সবাই উঠে দাঁড়াল তারপর চলে গেল হালে বলদ জুড়তে।

সাত

সূর্য ডুবে যাবার পর জমির কিনারায় এনে বলদ দুটোকে খুলে চরতে ছেড়ে দিল দাভিদভ। তারপর চষা ক্ষেতের পাশে ঘাসের উপরে বসে পড়ে জামার হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। আর কাঁপা কাঁপা আঙুলে সিগারেট পাকাতে শুরু করল। এতক্ষণে অনুভব করল, কী নিদারুণ ক্লান্তই না ও হয়ে পড়েছে। পিঠটা টনটন করছে, হাঁটুর পেছন থেকে একটা শিরশিরে কম্পন জেগে উঠে উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে আর হাত দুটোও কাঁপছে বুড়ো মানুষের মতো।

"ভোর বেলা বলদ দুটোকে খুঁজে পাওয়া যাবে তো?" ভার্য্যার কাছে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

ওর সামনে চষা মাটির উপরে দাড়িয়ে ভার্য্যা। জীর্ণ জুতার ভিতরে ছোট ছোট পা দুটি সদ্য লাঙল দেয়া আলগা মাটির ভিতরে প্রায় ডুবে রয়েছে। মুখে জড়ানো ধুলো-রঙের ধূসর রুমালখানা খুলে ফেলে বলল ভার্য্যা: "খুঁজে পাওয়া যাবেখন, রাত্রে ওরা বেশি দূরে যায় না।"

চোখ বুজে পরম আগ্রহে ধূমপান করে চলেছে দাভিদভ। ও চায় না মেয়েটির দিকে তাকাতে। কিন্তু মেয়েটি ক্লান্ত অথচ খুশিভরা স্মিত হাসি হেসে বলল: "আমাকে খাটিয়ে খাটিয়ে একেবারে মেরে ফেলেছেন, আর বলদ দুটোকেও। খুবই কম বিশ্রাম নেন আপনি।"

"নিজেকেও দারুণ হায়রান করে ফেলেছি," ক্ষীণ ক্লান্ত কণ্ঠে বলল দাভিদভ।

"আর একটু ঘন ঘন বিশ্রম নেওয়া উচিত আপনার। কন্দ্রাত খুড়োকে দেখলে মনে হয় খুবই বিশ্রাম নেয়। বলদ দুটোকেও দমও নিতে দেয় খুব। কিন্তু সব সময়েই সবারচাইতে বেশি জমি চষে। তাছাড়া বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছন, অভ্যেস নেই বলে।"

বলতে বলতে 'প্রিয়' কথাটা প্রায় ঠোঁটের আগে এসে পড়েছিল কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠে শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুখ বুজল ভার্য়া।

"ঠিকই বলেছ, এ ব্যাপারে আদৌ অভ্যেস নেই আমার।" স্বীকার করল দাভিদভ।

অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল দাভিদভ তারপর চষা খেতের আল বেয়ে তাঁবুর দকে ফিরে চলল। খানিকক্ষণ ভার্য়া ওর পিছে পিছে চলল তারপর এগিয়ে এসে পাশাপাশি চলতে আরম্ভ করল। দাভিদভের বাঁ হাতে একটা ছেঁড়া নাবিকের ফতুয়া। ঐ দিন বিকেলে লাঙলটা ঠিক করে নেয়ার সময়ে যখন ঝুঁকে পড়েছিল, একটা হাতলে ফতুয়াটার কলারটা গিয়েছিল আটকে। তারপর আচমকা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই ফতুয়ার সামনের দিকটা ছিঁড়ে গেল। দিনটা ছিল খুবই গরম। ফতুয়া ছাড়াই বেশ চলতে পারত। কিন্তু একটি তরুণীর উপস্থিতিতে কোমর পর্যন্ত নগ্ন অবস্থায় কাজ করা ওর পক্ষে একান্তই অসম্ভব। দারুণ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ফতুয়াটার ছেঁড়া মুখ দুটো এক করে ধরে জিজ্ঞেস করল ভার্য়াকে কোনো পিন টিন আছে কিনা। প্রত্যুত্তরে ভার্য়া জানাল যে দুর্ভাগ্যক্রমে একটি পিনও নেই ওর কাছে। হতাশ হয়ে তাঁবুটার দিকে ফিরে তাকাল। ওটার দূরত্ব প্রায় দু কিলোমিটারেরও বেশি। কিন্তু তবুও যেতে হবে আমাকে দাভিদভ ভাবল মনে মনে। তারপর নিদারুণ বিরক্তিতে একটা অস্পষ্ট ঘোঁৎঘোঁতে আওয়াজ করে বিড়বিড় করে গাল পাড়তে পাড়তে বলল: "শোনো ভার্য়া, তুমি এখানে একটু অপেক্ষা করো, আমি তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছি।"

"কিসের জন্যে"

এই ছেঁড়া ন্যাকড়াটা বদলে জামাটা পরে আসিগে।"

"জামা পরলে ভীষণ গরম লাগবে।"

"তা হোকগে তবুও যেতে হবে।" একরোখা গলায় বলল দাভিদভ।

চুলোয় যাক, কিছুতেই ও জামা গায়ে না দিয়ে ঐ মেয়েটার সামনে ধেই ধেই করে বেড়াতে পারবে না! এই মিষ্টি নিষ্পাপ মেয়েটাকে কী করে দেখতে দেবে দাভিদভ যে ওর পেটে আর বুকের উপরে কী সব আঁকা রয়েছে। অবশ্য এটা ঠিক, যে ওর চওড়া বুকের দুপাশে উলকি দিয়ে যা আঁকা রয়েছে তা খুবই শালীনতাপূর্ণ, এমনকি একটু ভাবপ্রবণও জাহাজী-শিল্পী দক্ষ হাতে এঁকেছে দুটি ঘুঘুর ছবি। দাভিদভ নড়লে ঘুঘু দুটিও নড়াচড়া করতে থাকে। যখন ঘাড় নিচুকরে ঘুঘু দুটির ঠোঁট এসে এমনভাবে মিলে যায় যেন ওরা চুমু খাচ্ছে। এ-ই মাত্র। কিন্তু ওর পেটের উপর ...। ঐ কারু-কর্মটি দাভিদভের জীবনে দীর্ঘ দিনের নৈতিক মনোবেদনার কারণ হয়ে রয়েছে। গৃহযুদ্ধের সময়ে, বয়েস তখন মাত্র কুড়ি, একদিন ভীষণভাবে মাতাল হয়ে পড়ল দাভিদভ। ডেস্ট্রয়আরের নিচের ডেকে ওকে আর এক গ্লাস মদ খাইয়ে দিল। কোমর পর্যন্ত খোলা অবস্থায় যখন অজ্ঞান হয়ে একটা নিচের বাঙ্কের উপর পড়েছিল পাশের মাইন-পোলা জাহাজের উল্কী শিল্পে পারদর্শী দুই মাতাল বন্ধু তাদের মত্ত অবস্থায় চূড়ান্ত অশ্লীল পরিকল্পনা নিয়ে ওর উপরে শিল্পকর্মে রত হল। এর পর থেকে ও সাধারণ স্নানাগারে যাওয়া বন্ধ করে দিল। আর ডাক্তারী পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে সব সময়েই একমাত্র পুরুষ ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষিত হওয়ার জন্যে জিদ করত।

সামরিক বিভাগ থেকে ছাড়া পাবার পরে কারখানায় কাজ করার প্রথম বছরে এক দিন কোনো রকমে সাহস সঞ্চয় করে স্নানাগারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। হাত দিয়ে পেটটা ঢেকে একটা কাঠের টব পেয়ে খুশি মনে মাথায় সাবান মাখতে শুরু করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নিচের কোথা থেকে যেন একটা মৃদু হাসির শব্দ ভেসে এল। মাথা তুলে চোখ চাইল। এক টাক-মাথা প্রবীণ ভদ্রলোক বেঞ্চের উপর থেকে ঝুঁকে পরম ঔৎসুক্যের সঙ্গে ওর পেটের উরে উল্কী আঁকা ছবি দেখছিল। ধীরে সুস্থে দাভিদভ টব থেকে জলটা ঢেলে ফেলে ভারি ওক-কাঠের টবটা দিয়ে উৎসুক লোকটির টাকের উপরে এক ঘা বসিয়ে দিল। ছবি দেখা শেষ হওয়ার আগেই লোকটি চোখ বুজে অজ্ঞান হয়ে নীরবে মেঝের উপরে গড়িয়ে পড়ে গেল। ধীরে সুস্থে স্নান সেরে নিল দাভিদভ, তারপর এক বাটি বরফ-গোলা জল টাকওয়ালা স্নানার্থীর গায়ে মাথায় ঢেলে দিল। যখন লোকটা চোখ

মেলল, ও দ্রুত গিয়ে ঢুকে পড়ল পোশাক-ঘরের ভিতরে। সে-দিন থেকে দাভিদভ খাঁটি রুশ প্রথা অনুসারে স্নানাগারে গিয়ে গরম বাষ্পে স্নান করবার আনন্দ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করল আর স্নানটা বাড়িতে বসেই সেরে নেয়ার ব্যবস্থা করল।

পাছে এক লহমার জন্যেও ও চিত্রিত পেটটা ভারয়ার চোখে পড়ে, ভাবতেই ওর সর্বাঙ্গ গরম হয়ে উঠল। গায়ে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে ছেঁড়া ফতুয়াটা ভালো করে গায়ে এঁটে জড়িয়ে নিল।

"বলদ দুটোকে খুলে দাও একটু চরে বেড়াক, আমি যাচ্ছি" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল দাভিদভ।

চষা খেত ঘুরে যাওয়া বা প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা লাঙল দেয়া মাটির উপর দিয়ে হোচট খেতে খেতে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব রুচিকর মনে হল না দাভিদভের। আর এসব করতে হচ্ছে কিনা নেহাৎ একটা নির্বোধ আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনার জন্যে।

কিন্তু ভারয়া ওর মনোভাবটাকে তার নিজের মতো করে বুঝে নিল। আমার প্রিয়তম খালি গায়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে লজ্জা পাচ্ছে, মনে মনে সাব্যস্ত করল ভারয়া, আর তাই ওর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার কুমারীসুলভ বিনয় দেখাতে দৃঢ়তার সঙ্গে পা থেকে জুতাটা খুলে ফেলে

"তোমার চাইতে ঢের তাড়াতাড়ি গিয়ে আমি নিয়ে আসতে পারব"

প্রত্যুত্তরে দাভিদভকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ভারয়া পাখির মতো উড়ে চলল তাঁবুটাকে লক্ষ্য করে। মাটি-ভাঙা কালো চষা খেতের বুকে চমকে উঠছে ওর পা দুটো, মাথায় বাঁধা সাদা রুমালের কোণটা বাতাসে উড়ছে পত্‌পত্‌ করে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ওর সুদৃঢ় কুমারী স্তন দু-টিকে দুহাতে চেপে ধরে চলেছে ছুটে। আর ওর মন আচ্ছন্ন করে একটি মাত্র ভাবনা উঠেছে জেগে: 'আমি ছুটে গিয়ে নিয়ে আসব ওর জামাটা......খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে এসে ওকে খুশি করে দেবো। হয়ত তাহলে একটি বারের জন্যেও ও সুন্দর চোখের দৃষ্টি মেলে তাকাবে আমার দিকে, এমন কি হয়ত বলবে: "ধন্যবাদ ভারয়া?"

বহুক্ষণ ধরে ওর দিকে তাকিয়ে দেখল দাভিদভ তারপর বলদ দুটোকে খুলে দিয়ে চষা খেত ছেড়ে উপরে উঠে এল। একটু পরেই গত বছরের মরা

ঘাসের উপরে জড়ানো সরু শক্ত একটা লতা ওর নজরে এল। সেটা ছিঁড়ে এনে পাতা ছাড়িয়ে ছেঁড়া ফতুয়াটার দু মুখ এক করে ফুঁড়ে আটকে নিল তারপর চিত হয়ে শুয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল, যেন কোমল কালো কিছু একটার উপরে এলিয়ে পড়েছে আর শুঁকছে মাটির গন্ধ···

কী যেন একটা, মাকড়শা না কেন্নো, ওর কপালের উপরে চলে বেড়াচ্ছে। ঘুম ভেঙে গেল দাভিদভের। ভ্রূ কুঁচকে হাতটা মুখের উপরে চাপা দিল। পরক্ষণেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল। আবার কী যেন একটা গড়িয়ে পড়ে ওর উপরের ঠোঁটের উপরে চলে বেড়াচ্ছে আর সুড়সুড়ি দিচ্ছে ওর নাকে। হাঁচি দিয়ে চোখ মেলে তাকাল। ওর মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে ভার্‌য়া, চাপা হাসির ধমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটা শুকনো ঘাসের ডাঁটা দিয়ে ও সুড়সুড়ি দিচ্ছিল দাভিদভের মুখে আর ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নেবার আগেই দাভিদভ চোখ মেলল। ভার্‌য়ার সরু সরু নরম কব্জিটা ধরে ফেলল দাভিদভ, কিন্তু হাতটা ছাড়িয়ে নেবার এতটুকু চেষ্টাও করল না ভার্‌য়া। শুধু হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ওর পাশে, সঙ্গে সঙ্গে হাসি মাখা মুখখানি মুহূর্তে ব্যাকুল প্রত্যাশা আর নমনীয়-তায় উন্মুখ হয়ে উঠল।

"আপনার জামাটা নিয়ে এসেছি, উঠুন," হাতটা ছাড়িয়ে নেবার ক্ষীণতম একটু প্রচেষ্টা করে প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল ভার্‌য়া।

আঙুলের মুঠো আলগা করে দিল দাভিদভ। ভার্‌য়ার রোদে পোড়া লম্বা হাতটা এসে পড়ল ওর হাঁটুর উপরে। চোখ বুঁজে শুনতে লাগল নিজের হৃদপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দনের শব্দ। এখনো চলেছে ওর ব্যাকুল প্রতীক্ষা এখনো ওর অন্তরাত্মা কী যেন একটা কিছুর প্রত্যাশায় উন্মুখ ·····। কিন্তু দাভিদভ নীরব। ওর বুকখানা ধীরে ওঠা নামা করছে, মুখের একটি পেশীও কাঁপছে না, নড়ছে না। পরক্ষণেই ও উঠে বসল। ডান পায়ের উপর আরাম করে বসে তামাকের থালেটার জন্যে পকেটে হাত ডুবিয়ে দিল। এখন ওদের মাথা দুটো প্রায় ছুঁই ছুঁই। ভার্‌য়ার মাথার চুলের সুরভি গন্ধ নাকে আসতেই দাভিদভের নাসারন্ধ্র কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ওর সমস্ত দেহ ঘিরে দুপুরের উজ্জ্বল রোদের গন্ধ, অত্যুষ্ণ ঘাস আর সেই বিশেষ টাটকা তাজা আর মন মাতানো যৌবনের অপূর্ব সৌরভ যা কেউ কোনো দিনও ভাষায় বর্ণনা করতে পারেনি।

কী মিষ্টি কচি মেয়ে! মনে মনে ভাবল দাভিদভ তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। প্রায় একই সঙ্গে দুজনে উঠে দাঁড়াল, কয়েক মুহূর্তের জন্যে নীরবে দুজন দুজনার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর দাভিদভ ভারয়ার হাত থেকে জামাটা নিয়ে দুটো চোখের স্নেহভরা হাসি হেসে বলল:

"ধন্যবাদ ভারয়া!"

হাঁ, ওকে ধন্যবাদ দিয়েছে দাভিদভ। জামাটা আনতে ছুটে যাবার সময়ে যা ভেবেছিল সেইটিই ফলেছে। তবুও কেন ওর ধূসর চোখ দুটি জলে ভরে উঠছে আর কেনই-বা তা চেপে রাখতে গিয়ে কালো ভারী চোখের পাতা দুটো কাঁপছে এত ঘন ঘন! এক শিশুসুলভ অসহায়তায় ও কাঁদছে অব্যক্ত নীরব কান্না। মাথাটা নুয়ে পড়েছে। কিন্তু এ সব কিছুই নজরে এল না দাভিদভের। অতি যত্নে একটু তামাকের কণাও নষ্ট না করে একটা সিগারেট পাকাবার চেষ্টা করে চলেছে দাভিদভ। আর সিগারেট ওর নেই। তামাক ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছে, তাই ওর এই বাঁচাবার প্রচেষ্টা। পাঁচ ছটা টানের উপযুক্ত ছোট একটি সুন্দর সিগারেট তৈরি করল দাভিদভ।

আর খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করল ভারয়া। তারপর আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করে দিল।

"বলদ দুটোকে খুঁজে আনি গে," বলল ভারয়া।

কিন্তু তখনো দাভিদভ ওর গলার কাঁপা কাঁপা তীব্র আবেগের সুর শুনতে পেল না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সিগারেট ধরালো। তারপর গভীরভাবে ভাবতে লাগল, বিনা সাহায্যে একা একা এই দলের কত দিন লাগবে রবি-শস্যের জন্যে এই সমগ্র জমি, চষে উঠতে। আর সবচাইতে শক্তিশালী তৃতীয় দলটি থেকে কিছু লাঙল সরিয়ে আনা ভালো হবে কি না।

ভালোই হল ভারয়ার পক্ষে এখন কাঁদা যাতে করে ওর চোখের জল দেখতে পাবে না দাভিদভ। তাই ও কাঁদল প্রাণভরে। দু-গাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে এল চোখের জল। রুমালের কোন দিয়ে মুছতে মুছতে হাঁটতে লাগল।

ওর কুমারী জীবনের নিষ্কলুষ প্রথম ভালোবাসা দাভিদভের উদাসীনতার দোরে মাথা কুটছে। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে দাভিদভ চিরকালই একটু ক্ষীণ দৃষ্টি। অনেক কিছুই ওর নজরে পড়ে না। আর যদিও বা পড়ে,

পড়ে অনেক দেরিতে। এক এক সময়ে এই দেরির ফল মারাত্মক হয়ে ওঠে··। হালে বলদ দুটোকে জুড়তে জুড়তে ভারা্যার গালের শুকনো চোখের জলের কালচে দাগ ওর নজরে এল, এই মাত্র যে জল ঝরেছে ভারা্যার চোখে আর তা চোখে পড়েনি দাভিদভের। গলায় একটু ভৎ'সনার সুর এনে বলল দাভিদভ: "ভার‍্যা লক্ষ্মী মেয়ে, শোনো! মনে হচ্ছে তুমি আজ চান করোনি।"

"কেন?"

"তোমার মুখময় দাগ ভর্তি। রোজ চান করবে," উপদেশের সুরে বলল দাভিদভ।

সূর্য ডুবে গেছে, তখনো ওরা ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে তাঁবুর দিকে। ছায়া দীঘল হয়ে নেমে আসছে স্তেপের বুকে। ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে ব্লাকথর্নগালি। পশ্চিম আকাশের প্রায় কালো গাঢ় নীল মেঘের রঙ বদল হচ্ছে ধীরে ধীরে। প্রথমে তলার দিকটা হালকা বেগুনী হয়ে উঠছে পরক্ষণেই তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে রক্ত-রাঙা আভা, তারপর দ্রুত উপরে উঠে এসে গোটা আকাশটাকে চওড়া কমলা রঙের ফিতার বুনোটে ছেয়ে ফেলছে।

কাল বাতাস উঠবে। শুকনো মাটি চষতে খুবই তকলিফ হবে বলদ-গুলোর,—সূর্যাস্তের আগুন-রাঙা আভার দিকে তাকিয়ে বেজার মনে ভাবল দাভিদভ।

এতক্ষণ ধরে কী যেন একটা কথা বলতে চাইছিল ভার‍্যা কিন্তু একটা অজ্ঞাত শক্তি এসে পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছিল। যখন তাঁবুর কাছাকাছি এসে পৌছেচে তখন ও বলার সাহস ফিরে পেল।

"তোমার ফতুয়াটা আমাকে দাও," ফিসফিস করে বলে উঠল ভার‍্যা। মনে মনে ভয় পাছে প্রত্যাখান করে বসে দাভিদভ! তাই আবার অনুনয় করে বলল, "দাও আমাকে ওটা!"

"কেন?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করল দাভিদভ।

"সেলাই করে দেবো ওটাকে। এমন সুন্দর করে সেলাই করে দেব যে সেলাইয়ের দাগটুকুও চোখে পড়বে না তোমার। তাছাড়া কেচেও দেবোখন।"

হো হো করে হেসে উঠল দাভিদভ। "ঘামে ভিজিয়ে ভিজিয়ে পচিয়ে

ফেলেছি একেবারে। সুঁচের ফোঁড় দিতে পারো এমন কোনো জায়গা নেই। না ভারয়া লক্ষীটি, এ ফতুয়াটার আয়ু শেষ হয়ে গেছে। এটা এখন একমাত্র ভারয়া কুপ্রিয়ানোভনার ওয়াগনের মেঝে ঘসার কাজেরই উপযুক্ত।"

"একবারটি দাওনা আমাকে একটু চেষ্টা করে দেখি। তখন দেখে নিও কিসের মতো দেখায়," জিদ করে বলল মেয়েটি।

"বেশ তোমার ইচ্ছে হয় তো নাও, কিন্তু পণ্ডশ্রম হবে তোমার।"

দাভিদভের ফতুয়াটা হাতে করে তাঁবুতে ফিরতে তেমন স্বস্তি বোধ করল না ভারয়া। এতে ওকে নিয়ে অনেক রসালো আলোচনা ও গুজবের খোরাক যোগাবে। আড় চোখে দাভিদভের দিকে তাকিয়ে একটু দূরে ফতুয়াটা ওর বডিস-এর ভিতরে লুকিয়ে ফেলল। ওর নগ্ন বুকে ফতুয়াটার স্পর্শ এক অজ্ঞাত চাঞ্চল্যময় অনুভূতি জাগিয়ে তুলল ওর অন্তরে। এক শক্ত সমর্থ পুরুষ দেহের জ্বালাময় উষ্ণতা যেন ওর বুকের ভিতরে প্রবেশ করে কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠেছে...। হঠাৎ ওর ঠোঁট দুটো শুকিয়ে উঠল। ছোট্ট সাদা কপালের উপরে শিশিরের ফোঁটার মতো ফুটে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম। এমন কি ওর হাঁটার ভঙ্গিও কেমন যেন সন্তর্পণ এলোমেলো, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু দাভিদভ এসব কিছুই দেখতে পেল না, কিছুই লক্ষ্য করল না। এক মিনিটের ভিতরেই ভুলে গেল ওর নোংরা ফতুয়াটা ভারয়ার হাতে তুলে দেওয়ার কথা। মহানন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল: "দ্যাখো, দ্যাখো ভারয়া কেমন করে ওরা বিজয়ীদের সম্মান জানাচ্ছে! ঐ যে কোয়ার্টার মাস্টার টুপি নেড়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। আজ আমরা খুটিয়ে কাজ করেছি, কথাটা যথার্থ!"

রাত্রের খাওয়ার পরে ওয়াগনটার অনতিদূরে কাঠের আগুন জেলে ঘিরে বসল সবাই ধূমপান করতে।

"বেশ এবার খোলাখুলি আলোচনা করা যাক। কেন কাজকর্ম এত খারাপ হচ্ছে তোমাদের? হাল দিতে কেন এত দেরি হচ্ছে?" জিজ্ঞেস করল দাভিদভ

"অন্য সব দলে বেশি বলদ আছে", সবচাইতে কম বয়েসী বেসখেলেভনভ বলল।

"কটা বেশি?"

"জানো না? তৃতীয় দলে আট জোড়া বলদ বেশি আছে আমাদের

চাইতে। তার মানে চারটে বেশি হাল! প্রথম দলে আছে দুটো হাল বেশি। সুতরাং তারাও আমাদের চাইতে বেশি শক্তিশালী।"

"তাছাড়া আমাদের পরিকল্পনাও অনেক বড়ো।" জুড়ে দিল প্রিয়ানিশনিকভ।

একটু হাসল দাভিদভ। "কতখানি বড়ো?"

"হতে পারে মাত্র ত্রিশ একর বেশি, তবুও বড়ো তো। নাক দিয়ে কিছু আর তুমি চাষ করতে পারো না, বুঝলে।"

"গত মার্চ মাসে এই পরিকল্পনাই কি তোমরা মঞ্জুর করোনি? তবে এখন কান্নাকাটি করছ কেন? আমরা প্রত্যেক দলের জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ জমি নির্ধারিত করে ছিলাম, তাই না?"

প্রত্যুত্তরে দৃঢ় কণ্ঠে বলল দুবৎসভ, "কান্নাকাটি কেউ করছে না দাভিদভ, সেটা কোনো কথা নয়। আমাদের দলের বলদগুলো খুবই খারাপ অবস্থায় শীতকালটা কাটিয়েছে। যখন পশু ও পশুর খাদ্য যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত করা হল, খুবই কম খড় কুটো পড়েছিল আমাদের ভাগে। আমি যেমন জানি, কথাটা তুমিও তেমনিই জানো। সুতরাং এতে আমাদের দোষ ধরার কোনো কারণ নেই। হাঁ, একথা ঠিক যে আমরা পিছিয়ে পড়ে আছি, আমাদের বলদগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে; কিন্তু খোরাক তো সমানভাবে বেঁটে দেয়া উচিত ছিল। তুমি আর অস্ত্রোভনভ মিলে যেমন-ভাবে পরিকল্পনা তৈয়ার করেছিলে তেমন ভাবে নয়—আলাদা আলাদা গেরস্তদের দানে জমার ঘর ভরিয়ে তোলা। সেই জন্যে কাজও হচ্ছে এমনি। কেউ ইতিমধ্যেই চাষ শেষ করে ফেলে ফসল কাটার জন্যে বলদগুলোকে তৈরি করছে, আর আমরা এখনো জমিতে হাল দেয়া নিয়েই ঘসটে চলেছি।"

"তাহলে এস আমরা তোমাদের সাহায্য করি", প্রস্তাব করল দাভিদভ। "লিউবিশকিন হাত লাগাবেখন তোমাদের সঙ্গে।"

"না বলবো না আমরা", অন্যের নীরব সমর্থনে জোর পেয়ে বলল দুবৎসভ। "আমরা কিছু আর তেমন উদ্ধত প্রকৃতির লোক নই।"

"আচ্ছা একটা কথা তাহলে খুবই পরিষ্কার", সুচিন্তিতভাবে বলল দাভিদভ, "আর সেটা হল এই যে, কার্যনির্বাহক কমিটি ও আমরা, সবাই-ই ভুল করেছি। শীতকালে পশুর খাদ্য আমরা বিতরণ করেছি বলতে পারো, আঞ্চলিক ভিত্তিতে। এটা দারুণ ভুল হয়েছে! আমরা

আমাদের লোকবল ও পশুবল বণ্টন করেছি অনুচিতভাবে—এই হচ্ছে আর একটা ভুল! কিন্তু জাহান্নামে যাক সে-সব, তার জন্যে দোষ দিতে হলে দিতে হয় আমাদের নিজেদেরকেই। আমরাই ভুল করেছি, আমরাই তা শুধরে নেবো। কাগজে কলমে তোমাদের কাজের পরিমাণ,—দৈনিক কাজের গড় খুব খারাপ নয়, কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে দেখতে গেলে মোটেই তেমন ভালো নয়। এস হিসেব করে দেখি এই গাড্ডার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে তোমাদের আর বাড়তি কখানা হালের দরকার। শুনে নিয়ে কাগজে কলমে লিখে রাখি যাতে ফসল কাটা শুরু করার সময়ে এই ভুলটা মনে রেখে আমাদের সমস্ত শক্তি আমরা ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারি। এমনিভাবে বার বার ভুল করা চলতে পারে না আমাদের।

প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে ওরা আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে তর্কবিতর্ক করল, হিসেব করল, পরস্পরের প্রতি অভিযোগ অনুযোগ করল। বোধ হয় এ ব্যাপারে সব চাইতে বেশি উৎসাহ দেখাল আতামানশ্চুকভ। সে খুব গরম গরম আলোচনা করল আর প্রস্তাব রাখল যুক্তিসম্মত। কিন্তু বেসখেলেভনভ যখন তীব্রভাবে দুবৎসভকে আক্রমণ করছিল তখন হঠাৎ ওর চোখে চোখ পড়তেই আতামানশ্চুকভের দু চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা সুতীব্র ঘৃণার জমাট অভিব্যক্তি দেখতে পেলে যে বিস্ময়ে দাভিদভের চোখ দুটো কপালে উঠে গেল। পলকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আতামানশ্চুকভ গলার উপরের বাদামের মতো জরুলটা আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল! তারপর মিনিটখানেক পরে আবার যখন দাভিদভের চোখে ওর চোখ পড়ল ওর চোখ দুটো তখন বন্ধুত্বের উষ্ণতায় চকমক করছে। মুখের প্রতিটি রেখা ভরে জেগে উঠেছে এক নিরীহ ভালোমানুষসুলভ নির্লিপ্তভাব। খাঁটি অভিনেতা। মনে মনে ভাবল দাভিদভ। কিন্তু আমার দিকে অমন হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাবার অর্থটা কী? গত বসন্তকালে যে ওকে যৌথ খামার থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলাম হয়ত সেইজন্যে এখনো ও মনে মনে রাগ আর ঘৃণা পোষণ করছে আমার উপর।

দাভিদভ জানে না আর হয়ত জানতেও পারত না কোনো দিন যে, যে দিন আতামানশ্চুকভকে তাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হল সে দিন রাত্রে পোলোভৎসেভ আতামানশ্চুকভকে ডেকে পাঠাল। তারপর তার বিরাট চোয়াল দুটো কড়মড় করতে করতে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল: "কী করছিস

তা ভেবে দেখেছিস ব্যাটা জোচ্চোর? আমি চাই তোকে একজন আদর্শ যৌথ চাষী হিসাবে দেখতে, গোলমাল পাকিয়ে তোলা একটা নিরেট বেকুব হিসাবে দেখতে চাই না যে—মিছেমিছি নিজের সর্বনাশ ডেকে এনে আমাদেরও হাতে দড়ি পরিয়ে জি, পি, ইউর জেরার পাল্লায় ঠেলে দিয়ে সর্বনাশ করে ছাড়বে। সামনের যৌথ চাষীদের সাধারণ সভায় তুই হাঁটু গেড়ে জোড় হাতে মাপ চাইবি, বুঝলি কুত্তা! আর নিশ্চিন্ত করে দেখবি যেন তোর দলের সিদ্ধান্ত না বহাল হতে পারে। আমরা শুরু করার আগে আমাদের লোকেদের উপর যেন এতটুকুও সন্দেহের ছায়া না পড়ে।"

আতামানশচুকভকে হাঁটু ভেঙে মাপ চাইতে হয়নি। পোলোভৎসেভের উস্কানীতে অস্ত্রোভনভ আর তার সঙ্গীসাথীরা সবাই এক জোট হয়ে ওর স্বপক্ষে বলল। সুতরাং সভা ওর টিমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল না। কেবল মাত্র সর্বসমক্ষে নিন্দা করেই ওকে রেহাই দেয়া হল। তখন থেকে ও চুপচাপ থাকে, চমৎকার কাজ করে, এমন কি অলস প্রকৃতির কর্মীদের সামনে শ্রমের প্রতি গণ-চেতনা সম্পন্ন মনোভাবের এক আদর্শ উদাহরণ স্বরূপ হয়ে উঠেছে। কিন্তু দাভিদভ আর যৌথ জোত প্রথার প্রতি ওর আন্তরিক ঘৃণা ও সব সময়ে নির্বিঘ্নে চেপে রাখতে পারে না। সময়ে সময়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কখনো অসতর্ক মুহূর্তের কথার ভিতর দিয়ে, কখনো বা বিদ্রূপের হাসির ভিতর দিয়ে আবার এক এক সময়ে হিংস্রভাবে জ্বলে উঠে সঙ্গে সঙ্গেই আবার ওর নীল চোখের ইস্পাত-কালিমার আড়ালে ডুবে যায়।

কতখানি সাহায্য দরকার আর চাষ শেষ করতে কতটা সময়ের প্রয়োজন রাত দুপুরের আগে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেল না। তখনো আগুনটাকে ঘিরে সবাই বসে। দাভিদভ রাজমিয়োৎনভকে একটা চিঠি দিল আর দুবৎসভ নিজেই রাজী হয়ে গেল তক্ষুনি ভোর হবার আগেই চিঠিটা নিয়ে গাঁয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে। যাতে লিউবিশকিনের সহায়তায় সেরা হালের লোক ঠিক করে তৃতীয় টিম থেকে বলদ নিয়ে দুপুরের খাওয়ার আগেই ফিরে আসতে পারে। আরো কিছুক্ষণ আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে ওরা নীরবে ধূমপান করল, তারপর শুতে চলে গেল।

ঠিক সেই সময়ে ওয়াগনের কাছে আর এক ধরনের আলোচনা চলছিল। একটা পুরানো টিনের পাত্রে করে ভার্‌য়া দাভিদভের ফতুয়াটা সযত্ন সন্তর্পণে

পরিষ্কার করছিল। ওর পাশে দাঁড়িয়ে রাঁধুনী ভারী পুরুষালী গলায় কথা বলছিল মেয়েটির সঙ্গে।

"কাঁদছিস কেনে লা বোকা ছুঁড়ী ?"

"নোনতা গন্ধ আসছে..."

"তাতে হয়েছে কী ? যারাই কাজ করে তাদের জামাই নোনতা হয় ঘামে ভিজে। তুই কি ভেবেছিলি আতরের গন্ধ আসবে ? কিসের জন্যে কেঁদে কেটে একশা করছিস ? ও কোনো ক্ষতি করেছে তোর, কি রে করেছে নাকি ?"

"না না গো মাসী !"

"তা হলে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে নাকে কাঁদছিস কেন লা বোকা ছুঁড়ী ?"

"কিন্তু আমি তো আর যে সে লোকের ফতুয়া কেচে দিচ্ছি না, ও আমার আপনার মানুষ, আমার প্রিয়তম," পাত্রটার উপর ঝুঁকে পড়ে কান্না চাপতে চাপতে বলল ভার্য্যা।

বহুক্ষণ চুপ করে থাকবার পরে পাছার উপরে হাত রেখে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল রাঁধুনী : "হয়েছে হয়েছে, ঢের দেখেছি এ-সব ! মুখ তোল, তোল ভার্য্যা, শিগ্‌গির !"

পেচোর বলদ-চালানেওয়ালা, বয়স সবে সতেরো বছর ! মুখ তুলল ভার্য্যা তারপর অনাঘ্রাত যৌবনের অশ্রুসজল আনন্দভরা চোখ মেলে রাঁধুনীর মুখের দিকে তাকাল।

"ওর ফতুয়ার নোনতা গন্ধও আমার কাছে মিষ্টি..."

হাসির ধমকে দার্য্যা কুপ্রিয়ানোভনার বিরাট স্তন দুটো দুলছে।

"এখন দেখতে পাচ্ছি তুই সত্যি সত্যিই একটা মেয়েমানুষ হয়ে উঠেছিস।"

"তাহলে আগে কি ছিলাম ? সত্যিকারের মেয়ে ছিলাম না ?"

"আগে ! আগে ছিলি নেহাৎ একটা হাওয়ার ফুলকো, এখন সত্যিকারের মেয়ে হয়ে উঠেছিস। যতক্ষণ একটা ছোঁড়া তার পছন্দ করা ছুঁড়ীর জন্যে আর একটা ছোঁড়ার মাথা না ফাটায় ততক্ষণ সে সত্যিকারের ছোঁড়া নয়, তার আধা মাত্র। আর ছুঁড়ীরা যতক্ষণ কেবল দাঁত বের করে হাসে আর চোখ মারে ততক্ষণ তারা ছুঁড়ী নয়, স্কার্টের তলায় কেবল মাত্র একটা হাওয়ার ফুলকো। কিন্তু যখন ভালোবাসায় তার চোখ ভিজে রাত্রে বালিস থেকে যখন চোখের জল শুকোয় না তখনই সে সত্যিকারের মেয়ে হয়ে ওঠে ! বুঝলি বেকুব ছুঁড়ী ?"

হাতের তলায় মাথা দিয়ে ওয়াগনের ভিতরে শুয়ে রয়েছে দাভিদভ। ঘুম আসবে না। এখনো আমি যৌথ জোতের লোকদের চিনি না। ওদের মনের তলায় কী আছে তার হদিস পাইনি, হতাশ হয়ে ভাবল দাভিদভ। প্রথমে কুলাকদের সম্পত্তিচ্যুত করা হল, তারপর গড়ে তোলা হল যৌথ খামার, তারপর খামার সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় সব কিছু—মানুষের দিকে তাকাবার অবকাশ হয়নি আমার। যদি মানুষদেরই চিনতে না পারি, যদি ঠিক মতো তাদের মনের হদিস করেই না উঠতে পারি তবে কিসের নেতা আমি? প্রত্যেকটি মানুষকে চিনতে জানতে হবে আমাকে, ওদের সংখ্যা এমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু যেমন মনে হয় কাজটা মোটেই তেমন সহজ নয়…। ভেবে দেখো আরঝানভ, কী ধরনের মানুষ হিসেবেই না সে তার পরিচয় দিল। সবাই ওকে মনে করে একটা নিবোধ বোকা! কিন্তু একটুও বোকা নয় সে, এতটুকুও না। ওর অন্তস্থলের হদিস পাওয়া খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়, ধেড়ে বুড়ো শয়তানটা! বাচ্চা বয়েস থেকেই ও খোলার ভিতরে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছে আর খুব শক্ত করে মুখ এঁটে রেখেছে। এখন চেষ্টা করো ওর অন্তরের হদিস পেতে—খানিকটা আশা আছে! অস্ত্রোভনভ হচ্ছে আর একটা সমাবদ্ধ জটিল তলা বিশেষ। এবার ওকে ভালো করে ঘেঁটেঘুঁটে দেখতে হবে। এক কালে ও কুলাক ছিল এটা পরিষ্কার। কিন্তু এখন কাজ করে ভালো। হয়ত ওর অতীতের জন্যে একটু ভয়ে ভয়েই থাকে…। কিন্তু যোগানের ব্যবস্থাপনা থেকে ওকে সরিয়ে দিতে হবে। সাধারণ যৌথ চাষী হিসেবে কাজ করুক। আর আতামানশ্চুকভ হচ্ছে একটি অদ্ভুত মাছ। ঘাতক যে চোখে ফাঁসীর আসামীর দিকে তাকায় তেমনি দৃষ্টিতেই ও তাকায় আমার দিকে। কেন, অবাক হয়ে যাই? ও হচ্ছে একটা খাঁটি মধ্যবিত্ত চাষী। অবশ্য একথাও ঠিক লোকটা ছিল শ্বেত রক্ষীদের দলে। কিন্তু কে-ই বা না ছিল? এটা কিছু তার জবাব নয়। সব কিছুই ঠিক মতো হিসেব করে বাজিয়ে তুলতে হবে আমাকে। কাকে বিশ্বাস করতে পারি কার উপরে নির্ভর করতে পারি তা না জেনে অন্ধকারের ভিতরে ঢের কাজ করা হয়েছে। হা ঘুমিয়ে রয়েছ তুমি, নাবিক। কারখানার ছেলেরা যদি শোনে কি ভাবে তুমি যৌথ জোতের কাজকর্ম পরিচালনা করে যাচ্ছ তো জ্যান্ত তোমার ছাল ছাড়িয়ে নেবে।

ওয়াগনের অনতি দূরে মেয়ে ড্রাইভারেরা ঘুমোচ্ছে খোলা আকাশের

নচে। একটু ঝিমুনি আসতেই ভার্‌য়ার রিনরিনে গলা আর কুপ্রিয়ানোভনার ভারি আওয়াজ ওর কানে এলো।

"গোরুর গায়ে বাছুরের মতো কেনে আমার গায়ের মধ্যে লেপ্‌টে আসছিস?" হাসতে দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করতে করতে বলছে রাঁধুনী। "গা ঘেঁসাঘেঁসি খুব হয়েছে, শুনছিস ভ্যার্‌য়া? তা ছাড়া দোহাই ঈশ্বরের, উনুনের মতো গরম নিঃশ্বাস ছাড়ছিস তুই, কানে যাচ্ছে কী বলছি? তোকে আর কোনো দিনও আমার সঙ্গে শুতে নেব না...। কী গরম তোর গা! অসুখ করেনি তো, কি বলিস?"

ভার্‌য়ার হাসিটা ঘুঘুর ডাকের মতো। ঘুম ঘুম চোখে মৃদু হাসল দাভিদভ। কল্পনায় দেখল ওরা শুয়ে রয়েছে দুজনায়। কী মিষ্টি কচি মেয়েটা, ঘুমোতে ঘুমোতে ভাবল দাভিদভ, যদিও বড়ো হয়েছে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে, কিন্তু মনটা এখনো শিশুর মতো। তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক, ভার্‌য়া লক্ষ্মীটি।

যখন ওর ঘুম ভাঙল তখন আলোয় ভরে উঠেছে। ওয়াগনের ভিতর কেউ নেই। বাইরে একটিও পুরুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। সব চাষীরা মাঠে চলে গেছে, শুধু ও-ই এখনো ওর চওড়া বাঙ্কএর উপরে শুয়ে আরাম করছে। চটপট উঠে বসল দাভিদভ। পট্টি আর বুট পরে নিল। এতক্ষণে শিয়রের দিকে পরিষ্কার কাচা আর নিপুণ হাতে সুন্দর করে সেলাই করা ওর ফতুয়াটা আর কাচা ক্যাম্বিশের সার্টটার দিকে নজর পড়ল। "আমার সার্টটা এখানে এল কেমন করে? আমি এখানে এসেছিলাম কোনো কিছুই না নিয়েই, যথার্থ কথা। সার্টটা এখানে এল কেমন করে? ভারি অদ্ভুত তো!" অবাক বিস্ময়ে বিড়বিড় করে বলল দাভিদভ। আর এটা যে স্বপ্ন নয় সে সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ঠাণ্ডা ক্যাম্বিশের উপরে হাতটা চেপে ধরল।

যখন ফতুয়াটা গায়ে চড়িয়ে ওয়াগন ছেড়ে বেরিয়ে এল, কেবলমাত্র তখনই ব্যাপারটা ও বুঝতে পারল। সুন্দর একটা নীল ব্লাউজ পরেছে ভার্‌য়া আর পরণে সযত্নে ইস্তিরি করা একটা কালো রঙের স্কার্ট, জলের পিপার সামনে দাঁড়িয়ে পা ধুচ্ছে। ভোরের প্রথম আলোর মতোই গোলাপী, আর টাটকা তাজা দেখাচ্ছে ওকে। গোলাপী দুটো ঠোঁটে হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। আর ঠিক আগের দিনের মতোই অন্তর উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠা আনন্দে ওর আয়ত ধূসর চোখ দুটি ঝলমল করে উঠছে।

"কালকের খাটুনীতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, সভাপতি মশাই? বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলেন?" হাসিমাখা রিনরিনে উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ভারাা।

"কাল রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে তুমি?"

"গাঁয়ে।"

"ফিরলে কখন?

"এই একটু আগে।"

"তুমিই কি আমার সার্টটা নিয়ে এসেছ?"

নীরবে মাথা নাড়ল ভারাা। মুহূর্তে ওর দুচোখে একটু ভয় চমকে উঠল

"বোধহয় কাজটা ঠিক করিনি। আপনার ঘরে ঢোকা হয়ত উচিত হয়নি আমার? কিন্তু ভাবলাম আপনার ডোরাকাটা ফতুয়াটা হয়ত আর টিকবে না বেশি দিন।"

"তুমি একটি দয়ার প্রতিমূর্তি ভারাা! এ সবকিছুর জন্যেই অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে। কিন্তু এমন চমৎকার পোশাক পরার ব্যাপারটা কী উপলক্ষ্যে? আমাকে চমকে দেয়ার জন্যে! বটে, আবার আঙুলে একটা আংটিও পরেছো দেখছি!"

দ্বিধাগ্রস্তভাবে তৃতীয় আঙুলে পরা কারুকার্যহীন সাদামাটা রুপোর আংটিটা নাড়াচাড়া করতে করতে তো-তো করতে করতে বলল ভারাা: "আমার পরণে যা-কিছু ছিল সব ভীষণ নোংরা হয়ে গিয়েছিল। তাই মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আর কাপড়চোপড় বদলাতে চলে গেলাম ...।" পরক্ষণেই হঠাৎ দ্বিধার ভাব কাটিয়ে উঠে ধূর্ত দৃষ্টিতে দাভিদভের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভেবেছিলাম সবচাইতে ভালো জুতা জোড়াও পরে নেবো যাতে খুশি মনে সারা দিনের মধ্যে অন্তত একটি বারের জন্যেও তাকান আমার দিকে। ও জুতা পরে তো আর বেশিক্ষণ বলদ খেদানো সম্ভব নয়।"

হাসির ধমকে ফেটে পড়ল দাভিদভ। "এখন থেকে আমার চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যেও আর তোমার দিক থেকে সরিয়ে নেব না, বুঝলে গো আমার ক্ষিপ্রগতি হরিণী! এক্ষুনি ছুটে গিয়ে বলদ দুটোকে হালে জোতো, হাত মুখ ধুয়েই আমি চলে আসছি।"

সেদিন কাজ করার মতো একটু সময়ও পেল না দাভিদভ। ওর হাতমুখ ধুতে না ধুতেই কন্দ্রাত মাইদানিকভ এসে হাজির হল।

"কি ব্যাপার, তুমি তো দু দিনের কথা বলে গিয়েছিলে, এত শিগ্‌গির চলে এলে কেন?"—মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

হাতের ভঙ্গিতে একটা সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলল কন্দ্রাত।

"ওখানে গিয়ে কেমন যেন অস্থির লাগছিল। বৌ সেরে উঠেছে। একটু জ্বর মতো হয়েছিল মাত্র। সুতরাং আর আমার দরকার কী ওখানে? তাই এক চক্কর দিয়েই ফিরে চলে এলাম। ভান্যা কোথায়?"

"বলদ জুততে গেছে।"

"ঠিক আছে তাহলে, আমি মাঠে যাই হাল দিতে, তুমি অতিথিদের জন্যে অপেক্ষা করো এখানে। লিউবিশকিন নিজেই আটখানা হাল নিয়ে আসছে। আমি অর্ধেকটা পথ চলে আসতে দেখা হয়েছে ওদের সঙ্গে। আর একটা সাদা ঘুড়ীর পিঠে সওয়ার হয়ে জেনারেল কুতুজোভ-এর মতো আগে আগে আসছে আগাফন। তাছাড়া আর একটা খবরও আছে। কাল সন্ধ্যায়, সূর্যাস্তের পরে, কে যেন নাগুলনভকে গুলি করেছে।"

"কী-ঈ-ঈ?!"

"ঠিক তাই, রাইফেল দিয়ে। কোন বেজন্মা না কে কেজানে! খোলা জানালার সামনে আলোর কাছে বসেছিল নাগুলনভ, কে যেন ওকে নিশানা করে গুলি চালিয়ে দিয়েছে। গুলিটা অবশ্য তাক মতো লাগেনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, রগের একটু চামড়া ছড়ে গেছে, এই মাত্র। একটু খিঁচুনি মতো হয়েছে ওর, সেটা শক্ পেয়েও হতে পারে আবার রাগের জন্যেও হতে পারে, নইলে বেঁচেও আছে, আর হাত পাও ছুঁড়ছে। জেলা থেকে সশস্ত্র বাহিনী এসে গেছে আর চতুর্দিক শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে, কিন্তু বৃথা সময় নষ্ট...।"

"বুঝলে, কালই আমি বিদায় নিচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে। গাঁ-এ ফিরে যাচ্ছি," স্থির করল দাভিদভ। "শত্রু তাহলে মাথা তুলতে শুরু করেছে, কি বলো কন্দ্রাত?"

"তা যদি করে থাকে তো ভালোই। যে মাথাটা চাড়া দিয়ে ওঠে, সেটাকে গুঁড়ো করে দেয়া সহজ," ধীর শান্ত কণ্ঠে বলল মাইদানিকভ তারপর বুট বদলাতে শুরু করল।

আট

রাত দুপুরের পরে নিশ্ছিদ্র ঘন মেঘের দল গলাগলি করে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তারায়ভরা আকাশটাকে ছেয়ে ফেলে। নেমে আসে শরতের সুন্দর ইল্‌সেগুড়ি। কিছুক্ষণের ভিতরেই গোটা স্তেপভূমি মাটির নিচের স্যাঁতসেতে ঘরের মতো ঠাণ্ডা নিস্তব্ধ হয়ে ওঠে। গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যায়। ভোর হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে বাতাস উঠে মেঘগুলোকে ধাক্কা মেরে মেরে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে চলে। এতক্ষণ পর্যন্ত খাড়াখাড়ি নেমে আসা বৃষ্টি পূব দিকে হেলে পড়ে মেঘের বুক থেকে তেরছা হয়ে নেমে আসে মাটির বুকে। তারপর যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়।

সূর্য ওঠার আগেই এক ঘোড়সওয়ার এসে হাজির হল টিমের ওয়াগনটার দোরে। কোনো তাড়াহুড়ো না করে ধীরে সুস্থে ঘোড়া থেকে নেমে পাশের একটা কাঁটা গাছের ঝোঁপের সঙ্গে লাগামটা বেঁধে দিল তারপর চলতে চলতে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে রাঁধুনীর কাছে এগিয়ে গিয়ে শান্ত কণ্ঠে অভিবাদন জানাল। রাঁধুনী তখন উঠোনে খোঁড়া উনুনটা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। ওর অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে কোনো সাড়া দিল না দারিয়া কুপ্রিয়ানোভনা। উনুনটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কনুই আর বিরাট স্তন দুটো মাটিতে ঠেকিয়ে মাথাটা এক পাশে হেলিয়ে দেহের সবটুকু শক্তি দিয়ে আগুন জ্বালাবার জন্যে পোড়া আঙ্গারে ফু দিয়ে চলেছে। কিন্তু বৃষ্টি আর ভোরের অজস্র শিশিরপাতে ভিজে কাঠ জ্বলতে নারাজ। প্রচুর ধোঁয়া আর ধূসর রঙের ছাই উড়ে এসে ওর শ্রম-রাঙা মুখখানাকে ভরিয়ে দিচ্ছে।

"ওঃ ঝ্যাঁটা মার অমন রান্নার কপালে!" রেগে ঝামটা মেরে ওঠে রাঁধুনী। ধোঁয়ায় আর কাশির দমকে দম আটকে আসছে। ঝুলে পড়া চুলগুলোকে মাথার রুমালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়ার জন্যে শিরদাড়া সোজা করে উঠে বসতেই আগন্তুকের দিকে ওর দৃষ্টি পড়ল।

"রাতের মতো জ্বালানী কাঠগুলোকে ওয়াগনের মধ্যে তুলে রাখা উচিত, বুঝলে রাঁধুনী! ভিজা কাঠ ধরাবার মতো প্রচুর হাওয়া তোমার নাকের

ছেঁদার মধ্যে নেই! তা যাকগে, দাও দেখি একবার আমাকে, দেখি।"
বলতে বলতে আস্তে একটু ধাক্কা দিয়ে রাঁধুনীকে পাশের দিকে ঠেলে দিল।

"স্তেপে তোমার মতো অমন ঢের ঢের সবজান্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে। জ্বালাও তো তুমি, দেখি তোমার নাকের ছেঁদায় কতো হাওয়া আছে," প্রত্যুত্তরে রুক্ষ খড়খড়ে গলায় বলে উঠল রাঁধুনী। কিন্তু স্বেচ্ছায় এক পাশে সরে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুককে লক্ষ্য করতে লাগল।

লোকটি তেমন লম্বাচওড়া নয়, আর চেহারাটাও কিছু একটা দেখার মতো নয়। গায়ের পুরাণো জীর্ণ জামাটা একটা সৈনিকের কোমরবন্ধ দিয়ে শক্ত করে কোমরের সঙ্গে আঁটা। বেশ আটসাট হয়ে মানানো। নিপুণ হাতে রিপুকরা তালিমারা খাকি ব্রিচেস আর পুরানো বুট, হাঁটু পর্যন্ত গেরুয়া রঙের কাদা শুকিয়ে রয়েছে। দেখে মনে হয় এগুলোও যেন এককালে সেনাবাহিনীর কাজে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু ওর পরণের এই জীর্ণ পোশাকের সঙ্গে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বেমানান মাথার রুপোলী ধূসর রঙের চমৎকার আস্ত্রখান টুপিটা বিশ্রীভাবে চোখ পর্যন্ত টেনে দিয়ে মাথায় পরে আছে। কিন্তু আগন্তুকের তামাটে রঙের মুখখানা ঘিরে একটা ভালোমানুষ ভালোমানুষ ভাব। যখন হাসে ওর বড়ির মতো থ্যাবড়া নাকটার উপরে অদ্ভুত রকমের মজার একটা রেখা ফুটে ওঠে আর বাদামী রঙের চোখের দৃষ্টি নম্রতা ভরা বুদ্ধিদীপ্ত হাসির আভায় ঝলমল করে।

উবু হয়ে বসে পাশের পকেটের ভিতর থেকে সিগারেট লাইটার আর কাঠের ছিপি আঁটা বড়ো একটা চ্যাপটা বোতল টেনে বের করে। এক মিনিট পরেই জবজবে পেট্রোলে ভিজে কাঠগুলো মহানন্দে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

"এমনি করে জ্বালাতে হয়, বুঝলে রাঁধুনী ঠাকরুণ।" রাঁধুনীর মাংসল বিরাট কাঁধটার উপরে খুশিমনে একটা চাপড় মেরে বলে উঠল আগন্তুক। "তাছাড়া ঐ বোতলটা, ওটা তুমি তোমার নিজের কাছে রেখে দিতে পারো স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। যদি তোমার জ্বালানী কাঠ কখনো একটু ভিজা থাকে তবে খানিকটা ছড়িয়ে দিও, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। এই যে ধরো, তোমার উপহারটি নাও, আর তোমার খিচুড়ি রান্না হয়ে গেলে পরেই খানিকটা দিও আমাকে। বেশ বাটিভর্তি, চমৎকার ঘন এক বাটি!"

বোতলটা বুকের ভিতর চালান করে দিয়ে দারয়া কুপ্রিয়ানোভনা প্রায়

মধুর মতো মিষ্টি গলায় ওকে ধন্যবাদ জানাল : "আঃ অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। খুব ভালো লোক তুমি, মনটা খুব দয়ালু! আমার সাধ্যমতো সব কিছু দিয়েই খুশি করবো তোমাকে। কিন্তু তোমার সঙ্গের ঐ বোতলটা পেলে কোথায়? নিশ্চয়ই তুমি পশুর ডাক্তার নও, তাই কি? গোরুর ঘা সারিয়ে বেড়াও না নিশ্চয়ই?"

"না, গোরুর ডাক্তার নই আমি," এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বলল আগন্তুক। কিন্তু চাষীরা সব কোথায়? ঘুমোচ্ছে নাকি এখনো?

"কেউ পুকুরটার ওদিকে গেছে বলদগুলোকে খুঁজে আনার জন্যে, কেউ কেউ ইতিমধ্যেই চলে গেছে দূরের মাঠে।"

"দাভিদভ আছে এখানে?"

"আছে, ওয়াগনের ভিতরে। আজ ঘুমোচ্ছে, ভালোমানুষ বেচারা! এমন কাজের মানুষ. কাল তো খেটে খেটে হয়রান করে ফেলেছে দেহটাকে। তা ছাড়া শুতেও গেছে অনেক রাত করে।

"অত রাত পর্যন্ত জেগে বসেছিল কেন?"

"জ্বালাতন, তা আমি কি জানি! হাল ছেড়ে এল দেরি করে, তারপর শরৎ কালে যে শীতের ফসল বোনা হয়েছিল তা দেখতে যেতে হল তাকে, সেই পাহাড়ী খাদটার উপর পর্যন্ত। গোটা পথটা হেঁটে গেল।"

"ফসল দেখতে গেল অন্ধকারের মধ্যে?", রাঁধুনীর গোলগাল চকচকে মুখটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নাকটা কুঁচকে মুচকি হেসে বললে আগন্তুক।

"মনে হয় আলো থাকতে থাকতেই গিয়েছিল সেখানে, কিন্তু ফিরতে দেরি হল। জ্বালাতন, কেন দেরি হল তার আমি কি জানি। হয়ত নাইটিং-গেলের গান শুনছিল। ঐ পথেই আমাদের ব্লাকথর্ন গালির ভিতরে বসে ওরা ডাকে, ভাবতেও পারবে না! ওরা গান গায়, গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ডাকে, শুনলে তুমি একটুও চোখ বুঁজতে পারবে না। বুকের ভিতরটা তচনচ করে দেবে। তাই-ই করে ওরা, ঐ হতভাগাগুলো! শুনতে শুনতে এক এক সময়ে কেঁদে কেঁদে আমার চোখ দুটো ফুলে ওঠে।"

"সে কেমন?"

"সে কেমন!" শোন তবে, শুনতে শুনতে মনে পড়ে যায় যৌবন বয়সের কথা, তা ছাড়া কুমারী বয়েসে যে সব ব্যাপার ট্যাপার ঘটে গেছে সেই

সব···। মেয়েমানুষকে কাঁদাতে তেমন বেশি কিছুর দরকার হয় না, বুঝলে মশাই।”

“গমের খেত দেখতে কি একাইগিয়েছিল দাভিদভ?”

“ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওকে হাত ধরে ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এখন পর্যন্ত অন্য কোনো লোকের দরকার হয়নি ওর। অন্ধ তো আর নয়। কিন্তু সে যাকগে, তুমি কে? কিসের জন্যে এসেছ এখানে?”—নিজেকে সামলে নিয়ে ভীষণ ভাবে ঠোঁট কোঁচকাল দার্‌য়া কুপ্রিয়ানোভনা।

“একটা ব্যাপার আছে যার জন্যে কমরেড দাভিদভ-এর সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার।”—কৌশলে এড়িয়ে যাবার জন্যে বলল আগন্তুক। “কিন্তু তা বলে আমার এমন কিছু তাড়া নেই. ওর ঘুমভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি আমি। কঠোর পরিশ্রমী মানুষটি একটু ঘুমিয়ে নিক ভালো করে। কাঠ ধরে উঠতে উঠতে তুমি আর আমি বসে এটা ওটা নিয়ে একটু আলাপ সালাপ করি এস।”

“এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে চোপা নাড়লে এই রাবণের গুষ্ঠির জন্যে আলুর খোসা ছাড়াবো কখন শুনি?”—জিজ্ঞেস করল দার্‌য়া কুপ্রিয়ানোভনা।

কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষটি তারও জবাব খুঁজে পেল। পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে বুড়ো আঙুলের নখের উপরে ফলাটার ধার পরীক্ষা করে নিল।

“এমন একটি মোহিনী রাঁধুনী এখন যেমন হাসছে, রাতের পর রাত যদি আমার দিকে তাকিয়ে তেমনি শুধু একটু হাসে, তবে সারা জীবন ধরে আমি তাকে সাহায্য করতে রাজী আছি।”

খুশিতে ডগমগ করে উঠল দার্‌য়া কুপ্রিয়ানোভনা। কিন্তু, ছলনাভরা হতাশার সুরে বলল:

“তুমি একটু বেশি রকমের রোগা, বেচারা মানুষটি! আমার পক্ষে তোমার কোমরটা বড্ডো বেশি সরু। কোনো এক রাতে একটু হাসি বিলাতে পারি হয়ত তোমাকে, কিন্তু সেটা দেখার মতো কাছাকাছি এসে পৌঁছাতে পারবে না কোনো দিনও।”

একটা ওক কাঠের টুকরার উপরে আরাম করে বসল আগন্তুক তারপর হাস্যমুখী রাঁধুনীর দিকে চোখ মটকে তাকাল।

"ঈগল পাখির মতো অন্ধকারেও আমি দেখতে পাই।"

"তোমার চোখ দুটো খুবই ধারালো হতে পারে, কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই দেখতে পাবে না, কারণ চোখ দুটো তখন জলে ভরে উঠবে…!"

"তা হলে তুমি হচ্ছ সেই জাতের মেয়েমানুষ, বটে", মুচকি হাসল আগন্তুক। "মনে রেখ একা তুমিই প্রথম চোখের জলে চান করছ না, বুঝলে মুটকী! দিনের বেলা আমার দয়ামায়া থাকে। কিন্তু তোমার মতো মোটা সোটা যারা রাত্রে তাদের উপরে এতটুকুও মায়াদয়া থাকে না আমার। প্রাণ ভরে তখন কাকুতি মিনতি আর কান্নাকাটি করতে পারবে!"

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল দারিয়া কুপ্রিয়ানোভনা কিন্তু মনে মনে তারিফ করতে করতে দুধর্ষ বক্তাটির দিকে আড়ে আড়ে তাকাতে লাগল।

"সাবধান বন্ধু, অহঙ্কারই পতনের মূল।"

"সেটা যাচাই করে দেখা যাবে ভোরের বেলায়। দেখব কার পতন হয় আর কে-ইবা মধুর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় নেতিয়ে পড়ে থাকে। কিছু আলু আমাকে দাও তো বকবকানীতে ঢের সময় নষ্ট করেছি আমরা।"

ভরা এক বালতি আলু নিয়ে হাঁসের মতো হেলতে দুলতে ওয়াগনের পিছন থেকে বেরিয়ে এল দারিয়া কুপ্রিয়ানোভনা। তখনো নিজে নিজে হেসে চলেছে আপন মনে। হাসতে হাসতে আগন্তুকের মুখোমুখি হয়ে একটা ট্রাঙ্কের উপর বসে পড়ল। আগন্তুকের বাদামী রঙের নিপুন আঙুলগুলোর ফাঁক গলে আলুর পাতলা খোসা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেরিয়ে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে খুশি হয়ে উঠে বলল রাঁধুনী: "তোমার জিভেও যেমন ধার কাজেও তেমনি ধার। খুব ভালো একটি সাহায্যকারী পেয়ে গেছি দেখছি।"

ছুরি দিয়ে দ্রুত খোসা ছাড়িয়ে চলল আগন্তুক। খানিকক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর জিজ্ঞেস করল: "দাভিদভ লোকটি কেমন? কশাকদের সঙ্গে খাপ খায় ওর?"

"খুব ভালোই খাপ খায়। চমৎকার মানুষ। বেশ সাদাসিধে লোক। খানিকটা তোমারই মতো। আমাদের লোকেরা সেই মানুষই পছন্দ করে যার কোনো চাল নেই।"

"তাহলে তুমি বলছ লোকটা সাদাসিধে?"

"খুবই সাদাসিধে সরল।"

টুপির নিচ দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার রাঁধুনীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল : "আসলে একটু বোকা, তাই না?"

"নিজেকে কি তুমি বোকা, মনে করো?" বিদ্বেষভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করল দারয়া কুপ্রিয়ানোভনা।

"না, ঠিক তা বলতে চাই না..."

"তা হলে দাভিদভকে বোকা বানাচ্ছ কেন? তোমার আর ওর মধ্যে প্রচুর মিল আছে।"

আবার চুপ করে রইল আগন্তুক। আপন মনে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে থেকে থেকে আড় চোখে তাকাতে লাগল বকবক করে চলা রাঁধুনীর দিকে।

মেঘ-ঘন পূব-আকাশের গায়ে সূর্যোদয়ের রক্তিম আলোর রেখা ক্রমেই বিস্তৃত হয়ে পড়ছে। রাতের বিশ্রামের পরে ঘুম-ভাঙা বাতাসের পাখায় বয়ে ব্লাকথর্ন গালি থেকে ভেসে আসছে নাইটিঙ্গেলের মদির সংগীত। সেই মুহূর্তে ছুরির ফলাটা ট্রাউজারের পায়ে মুছতে মুছতে বলল আগন্তুক : "যাও তো দাভিদভকে তুলে আনো গে। বাড়তি ঘুমটা শীতকালে ঘুমিয়ে নিতে পারবেখন।"

ওয়াগনের ভিতর থেকে খালি পায়ে বেরিয়ে এল দাভিদভ। তখনো ঘুম লেগে রয়েছে চোখে। মনটা ভার ভার। আগন্তুকের দিকে একটু চোখ বুলিয়ে দিয়ে ভাঙা ভাঙা রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করল :

"জেলা কমিটি থেকে কোনো খবর দিয়ে চিঠি এসেছে নাকি? দাও।"

"কোনো চিঠি নেই আমার কাছে, কিন্তু এসেছি আমি জেলা কমিটি থেকেই। বুটটা পরে নাও কমরেড দাভিদভ, কিছু আলোচনা করার আছে আমাদের।"

উল্‌কি আঁকা চওড়া বুকটা চুলকাতে চুলকাতে খুশিভরা চোখে আগন্তুককে দেখতে লাগল দাভিদভ।

"আমার মনে হচ্ছে আপনি এসেছেন জেলা কমিটির পক্ষ থেকে... এক মিনিট অপেক্ষা করুন কমরেড।"

তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে নিল দাভিদভ। খালি পায়ে চড়াল বুট, তারপর তীব্র গন্ধ ওঠা ওক কাঠের একটা পিপা থেকে চোখে মুখে খানিকটা জল ছিটিয়ে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই নিজের পরিচয় দিল :

"স্তালিন যৌথ জোত-এর সভাপতি, সেমিয়ন দাভিদভ।"

দাভিদভের কাছে এগিয়ে এল আগন্তুক। তারপর হাত দিয়ে ওর চওড়া কাঁধটা জড়িয়ে ধরল।

"আনুষ্ঠানিক হতে চাইছ, কি বল! ভালো কথা, আমার নাম আইভান নেস্তেরেঙ্কো, জেলা পার্টি কমিটির সম্পাদক। তাহলে এখন আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। চল, হাঁটতে হাঁটতে আমাদের কথাবার্তা শেষ করি, কমরেড সভাপতি। চাষের কাজ অনেক বাকি আছে এখনো?"

"বেশ কিছুটা…"

"তাহলে চেয়ারম্যানের ভুল হয়েছিল কোথাও?"

"দাভিদভের হাতটা ধরে নেস্তেরেঙ্কো ধীরে ধীরে ওকে আবাদী জমির দিকে নিয়ে চলল। আড় চোখে নেস্তেরেঙ্কোর মুখের দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে বলল দাভিদভ, "হিসেবে ভুল করেছি আমি।" তারপর হঠাৎ রেগে উঠল। রেগে উঠে নিজেই অবাক হয়ে গেল। পরক্ষণেই উষ্ণ কণ্ঠে ফট ফট করে বলতে লাগল: "কিন্তু আপনাদের বোঝা উচিত কমরেড সম্পাদক, কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপারে আমি নেহাৎই শিশু। ওজুহাত দেখাচ্ছি না আমি, এটা শুধু একমাত্র আমারই যে ভুল তা নয়। একটা নতুন জিনিস…।"

"আমি জানি এবং বুঝিও। ব্যাপারটা সহজভাবে নাও।"

"একমাত্র আমিই যে ভুল করেছি তা নয়, যে সব লোকের উপরে আমি ভরসা করেছিলাম, বিশ্বাস করেছিলাম যাদের উপর তারাও সবাই গোলমাল পাকিয়ে তুলেছে। আমার শক্তি আমি ঠিকভাবে বেঁটে নিতে পারিনি, বুঝলেন?"

"বুঝেছি আমি। এমন একটা ভয়ঙ্কর কিছু হয়নি তাতে। চলতে চলতে ভুল শুধরে নেবে। লোক আর পশুর দিক থেকে নতুন শক্তি যোজনা করেছ? বেশ। আর শক্তি বণ্টনের দিক থেকে সমস্ত টিম-এ সমানভাবে বেঁটে দিয়েছ, একটু লিখে রেখে দাও, অন্তত খড় কাটার সময়ের জন্যে আর বিশেষ করে শস্য কাটার সময়ের জন্যে। আগে থেকেই সব কিছু তোমাকে ঠিক ঠিক মতো ভেবে চিন্তে রাখতে হবে।"

"যথার্থ কথা!"

"তাহলে এখন চলো দেখি কোনখানটায় তুমি চাষ করেছিলে সে

জায়গাটা একটু দেখি। তোমার জমির টুকরাটা কোন দিকে? দেখতে চাই লেনিনগ্রাদের শ্রমিকশ্রেণী দন-এর মাটিতে কেমন কাজকর্ম চালাচ্ছে। হয়ত পুতিলভ কারখানার পার্টি সেক্রেটারিকে লিখে অভিযোগ জানাতে হবে আমাকে যে তুমি ঠিক উপযুক্ত নও, কি বলো?"

"সেটা আপনিই বিচার করবেন!"

নেস্তেরেঙ্কোর ছোট অথচ সবল হাত দাভিদভের কনুইটাকে আরো জোর মুঠো করে ধরে। আড় চোখে সম্পাদকের অকপট সরল মুখখানার উপরে দৃষ্টি পড়তেই দাভিদভের বুকের ভিতরটা এতখানি হালকা মনে হল, এতখানি সহজ সাচ্ছন্দ্য ফিরে পেল যে ওর দৃঢ় সংলগ্ন ঠোঁট দুটো ঘিরে আপনা থেকেই হাসি উছলে উঠল। বহুদিন হয়ে গেছে পার্টির কোনো উচ্চপদস্থ নেতা এমন সহজ সরল বন্ধুত্বপূর্ণভাবে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে মুখোমুখি বোঝা পড়ার ভিত্তিতে ওর সঙ্গে কথা বলেনি।

"আমার কাজের গুণাগুণ পরীক্ষা করতে চান কমরেড নেস্তেরেঙ্কো? সত্যি সত্যি বলছেন?"

"একটুও না! শুধু একবারটি দেখতে চাই আর বুঝে নিতে চাই যে শ্রমিকশ্রেণী লেদের বেঞ্চে না বসে যখন জমির বুকে নেমে আসে তখন তারা কতদূর কি করতে পারে। যদি জানতে চাও তো বলি, স্তাভ্রোপোল-এর চাষীর ঘরে আমি জন্মেছি, বড়ো হয়েছি। তাই কশাকরা কি তোমাকে শেখাল সেটা জানতে আমার খুবই আগ্রহ হচ্ছে। হয়তো কোনো কশাক মেয়ে শেখাচ্ছে তোমাকে কি করে জমিতে লাঙল দিতে হয় আর কি করে ফালের দাগের উপর দিয়ে পা ফেলতে হয়। কিন্তু হুশিয়ার, গ্রিমিয়াকি কশাক মেয়েদের অনিষ্টকর প্রভাবের হাতে নিজেকে সঁপে দিও না যেন! যদিও তুমি একজন অভিজ্ঞ নাগরিক, তবুও ওদের ভিতরের কেউ কেউ তোমাকে বেশ কিছুটা ঘোল খাইয়ে দিতে পারে...। অনায়াসে ওরা তোমাকে সঠিক পথ থেকে বিপথে নিয়ে যাবে! বা ইতিমধ্যেই কেউ সেটি করে বসেছে নাকি?"

হাসি-কৌতুকভরা সহজ স্বচ্ছন্দে বলে চলেছে নেস্তেরেঙ্কো, শুনলে মনে হয় আদৌ হিসেব করে কথা বলছে না। কিন্তু এই হাসি কৌতুকের ভিতর দিয়ে কি সম্পর্কে সে ইঙ্গিত করছে, মুহূর্তে ধরে ফেলল দাভিদভ। সঙ্গে সঙ্গে ওর দেহের প্রতিটি তন্ত্রী টান হয়ে উঠল। লুশকা সংক্রান্ত

ব্যাপারটা কিছুটা জানেন, না অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছেন? ভাবল দাভিদভ কিন্তু খুব নিঃশঙ্ক চিত্তে নয়। তবুও কথাবার্তায় হালকা পরিহাসের সুর বজায় রেখে চলল।

"বিপথে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেললে মেয়েমানুষরাই চেঁচামেচি করে হৈ হল্লা বাধিয়ে তোলে। কিন্তু একজন পুরুষ, মানে যে সত্যিকারের পুরুষ মানুষ, সে চুপ করে থাকে আর পথ খুঁজে চলে, এটা যথার্থ কথা!"

"আর তুমি একটি খাঁটি পুরুষ, তাই না?"

"কী মনে করেন আপনি কমরেড সম্পাদক?"

"আমি মনে করি যে যারা হৈ চৈ বাধিয়ে তোলে তাদের চাইতে সেই খাঁটি পুরুষটিকেই আমি পছন্দ করি। তাছাড়া, দাভিদভ, যদি এমন কখনো ঘটেও থাকে যে তুমি বিপথে চলে গিয়েছিলে তবে তা নিয়ে খুব একটা হৈ চৈ করারও প্রয়োজন নেই। শুধু এসে চুপি চুপি আমার কানে কানে বল। আবার শক্ত মাটির উপরে ফিরে এসে দাঁড়াতে সমস্ত রকমে তোমাকে আমি সাহায্য করব। এই সর্তে রাজি?"

"আপনার সহৃদয়তার জন্যে ধন্যবাদ", গভীর সুরে বলল দাভিদভ। আর মনে মনে ভাবল যে সব কিছুই জানতে পেরেছে, ধূর্ত শয়তান! পরক্ষণেই আগের কথাটার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে গাম্ভীর্যের সঙ্গে আবার বলল, "আগের সম্পাদকের পরিবর্তে কী এক চমৎকার সহৃদয় সম্পাদকই না পেয়েছি আমরা!"

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল নেস্তেরেঙ্কো। দাভিদভের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাথার সুন্দর ভ্যাড়ার চামড়ার টুপিটা পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে হেসে নাকের উপরে কুঞ্চিত বলিরেখা ফুটিয়ে তুলে বলল: "আমি সহৃদয়, কারণ বয়েস কালে আমিও সব সময়ে ঠিক পথে চলতে পারিনি। কখনো চলছ সোজা পথে, ঠিক যেন কুচকাওয়াজে মার্চ করে চলেছ। তার পরেই হয়ত আসবে পদস্খলন আর তখন কোথায় যে ঘুরে ঘুরে মরতে থাকবে তা ভগবানই জানেন। তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো একজন সহৃদয় লোক এসে নির্বোধ তরুণটিকে পথ দেখিয়ে দেয় ততক্ষণ সে বনে জঙ্গলে হোঁচট খেতে খেতে ঘুরতে থাকে। এখন বুঝতে পারছ নাবিক আমার সহৃদয়তা আসছে কোথা থেকে? কিন্তু সবার সম্পর্কে আমি তেমন সহৃদয় নই, তাছাড়া রকমারি…"

"লোকে বলে ঘোড়ার চার চারটে ঠ্যাং তবুও হোচট খায়," সন্তর্পনে বলল দাভিদভ।

কিন্তু, তীক্ষ্ণ নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে দাভিদভের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নেস্তেরেঙ্কো।

"ভালো ঘোড়া যদি একবার কি দুবার হোঁচট খায়, তাকে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু এক এক সময়ে এমন ঘোড়াও মেলে যে চলতে গিয়ে প্রতি পায়ে পায়ে ঠোক্কর খায়। যতই সেটাকে শিক্ষা দাও আর যত যা কিছুই করো কিছুতেই কিছু হয় না। বেপথে চলবেই আর নাক দিয়ে চোট খাওয়া আঁব শুঁখতে থাকবে চিরকাল। এমন অকেজো ঘোড়া আস্তাবলে রেখে লাভ কি? বিদায় করে দাও!"

একটু হাসল দাভিদভ, কিন্তু প্রত্যুত্তরে কিছুই বলল না। ইঙ্গিতটা এত স্পষ্ট যে কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না।

চষা খেতের উপর দিয়ে ধীর মন্থর পায়ে হেঁটে চলেছে দুজনা। ঠিক তেমনি ধীর মন্থর গতিতে একখানা বিরাট বেগুনী রঙের গাঢ় মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সূর্য-উঠে আসছে ওদের পিছনে।

"ঐটা আমার জমি," দূরপ্রসারী একখণ্ড সমতল জমির দিকে মাথা নেড়ে দেখিয়ে ইচ্ছাকৃত শৈথিল্যের সঙ্গে বলল দাভিদভ।

বোঝা যায় না এমনভাবে মাথাটা একটু নেড়ে টুপিটাকে চোখের উপরে নামিয়ে দিল নেস্তেরেঙ্কো তারপর ভিজা আলের ভিতরে পা ফেলে এগিয়ে চলল। একটু দূরত্ব রেখে দাভিদভও চলল পিছন পিছন আর দেখতে পেল যে সম্পাদক বার বার ঝুঁকে পড়ছেন, যেন নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে বুটের ডগায় জড়িয়ে যাওয়া ঘাসের চাপড়া তুলে ফেলছেন। সম্পাদক তখন মাপছিলেন চষা মাটির গভীরতা। এতটা অবশ্য দাভিদভের পক্ষে সহ্যাতীত।

"ভান না করে মেপে যান! এ ধরনের কূটনৈতিক খেলা খেলছেন কেন আমার সঙ্গে বলুন তো!"

"তুমি যেন দেখতে পাচ্ছ না এমন ভান করলেও তো পারতে," হেসে উঠল নেস্তেরেঙ্কো।

জমিটার ও পাশে গিয়ে থেমে একটু খোঁচা দেয়া অনুকম্পার সুরে বলল:

"বুঝলে, তেমন খারাপ নয়। কিন্তু হাল পড়েছে অসমানভাবে, যেন কোনো বাচ্চা ছেলে লাঙল দিয়েছে। কোনো জায়গা গভীর কোনো জায়গা অগভীর আবার কোনো জায়গা অত্যন্ত বেশি গভীর। এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক, দক্ষতার অভাব। কিন্তু এর কারণ এটাও হতে পারে যে যখন লাঙল দেয় তখন হয়ত চাষী ঠিক ভালো মেজাজে ছিল না। কথাটা মনে রেখো দাভিদভ, রাগী মানুষের একমাত্র স্থান হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র। রাগ সেখানে লড়তে সাহায্য করে। কিন্তু যখন লাঙলের মুঠো ধরবে তখন তোমার মনটা হওয়া চাই কোমল। কেননা, মাটি চায় নরম হাতের স্পর্শ। এই কথাই আমার বাবা বলতেন আমাকে…। বটে, বলি ভাবছটা কি তুমি মনে, বলতো হে শুকনো ডাঙার নাবিক!" আচমকা চিৎকার করে বলে উঠেই কাঁধ দিয়ে ভীষণ জোরে একটা ধাক্কা দিল দাভিদভকে।

একটু হকচকিয়ে গেল দাভিদভ, প্রথমটায় আদৌ বুঝে উঠতে পারেনি যে কুস্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করা হয়েছে ওকে! কিন্তু হাসতে হাসতে নেস্তেরেঙ্কো যখন দ্বিতীয় বার ওকে ধাক্কা দিতে তেড়ে এল, দাভিদভ পা দুটো ফাঁক করে শক্তকরে মাটির ভিতর দাবিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল।

দুজন দুজনার কাছাকাছি সরে এসে পরস্পর পরস্পরের কোমর বন্ধ আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগল।

"কি ভাবে লড়ব, বেল্ট শুদ্ধু না বেল্ট ছাড়া?" চোখে চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল নেস্তেরেঙ্কো।

"যে-ভাবে আপনার খুশি, কিন্তু প্যাঁচ মারা চলবে না।"

"আর মাথা দিয়ে ঢুঁ মারাও চলবে না"—প্রতিপক্ষকে স্থানচ্যুত করার প্রচেষ্টায় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে উঠল নেস্তেরেঙ্কো।

নেস্তেরেঙ্কোর টান টান শক্ত পেশল দেহটা দুহাতে জড়িয়ে ধরল দাভিদভ তারপর ফেলে দেয়ার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল যে একজন অভিজ্ঞ কুস্তিগীরের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে! হয়তো দুজনার মধ্যে দাভিদভের গায়ে শক্তি বেশি, কিন্তু গতি ও ক্ষিপ্রতার সুবিধা নেস্তেরেঙ্কোর দিকে। একবার বা দুবার যখন ওদের দুটো মুখ খুবই কাছাকাছি এসে পড়েছে দাভিদভ-এর চোখে পড়েছে ওর লাল হয়ে ওঠা বাদামী গাল আর দুটো চোখের দুষ্টুমী ভরা মিটি মিটি চাহনী। শুনতে পেয়েছে ওর জড়ানো গলার অস্পষ্ট ফিস ফিস কথা:

"তব্ চলা আও মজদুর কোম! চুপসে খাড়া হ্যায় কাঁহে?"

প্রায় আট মিনিট ধরে ওরা একবার সামনে একবার পিছনে এমনি করে দুলতে লাগল। ক্রমেই শক্তি নিস্তেজ হয়ে আসছে বুঝতে পেরে ভাঙা ভাঙা গলায় চিৎকার করে বলে উঠল:

"ঘাসের উপরে উঠে যাওয়া যাক, এখানকার এই কাদায় দুজনেই মারা পড়ব…"

"যতক্ষণ না নিষ্পত্তি হচ্ছে এক পাও-ও নড়ব না", জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে প্রত্যুত্তরে বলল নেস্তেরেঙ্কো।

শেষ শক্তিটুকু এক করে প্রতিপক্ষকে জোর করে শক্ত মাটির বুকে আছড়ে ফেলল দাভিদভ। আর সেখানেই হল প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ। দুজনেই পড়ল জড়াজড়ি করে কিন্তু মাটিতে পড়ে যাবার আগেই দাভিদভ নেস্তেরেঙ্কোকে তার নিজের দেহের নিচে ফেলতে সমর্থ হল। পা দুটো ফাঁক করে ছড়িয়ে দেহের সবটুকু ভার দিয়ে প্রতিপক্ষকে মাটির সঙ্গে ঠেসে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল: "বলি, এখন কেমন, সম্পাদক মশাই?"

"আত্মসমর্পণ করছি…। তোমার শক্তি বেশি, ঠিক হ্যায় মজদুর কোম…আমাকে হারানো খুব সহজ কথা নয়, একেবারে বাচ্চা বয়েস থেকেই এ খেলাটা আমি খেলে আসছি।"

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল দাভিদভ। তারপর মহানুভবতার সঙ্গে পরাজিতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু নেস্তেরেঙ্কো ছাড়া পাওয়া স্প্রিং-এর মতোই লাফিয়ে উঠে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

"ধুলো ঝেড়ে দাও।"

বিরাট হাতের চেটো দিয়ে পুরুষোচিত দরদ ও কোমলতায় দাভিদভ কাদার চাপ আর ঘাসের চাবড়াগুলো সযত্নে ফেলে পরিষ্কার করে দিল। তারপর দুজন দুজনার চোখে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

"পার্টিতে আমার পদাধিকারের কথাটা বিবেচনা করেও অন্তত পক্ষে তোমার হেরে যাওয়া উচিত ছিল! কী আসতো যেতো তাতে তোমার? বুঝলে হে লেনিনগ্রাদের ভাল্লুক! তোমার মধ্যে ছিঁটে ফোঁটা বিনয়ও নেই, উপরওলার প্রতি সম্মান জ্ঞানও নেই এতটুকুও…কিন্তু হাসির বহর খানা দেখো না! একান থেকে ওকান পর্যন্ত দন্ত বিকাশ করে হাসছে যেন বিয়ের ছোকরা বরটি!"

বাস্তবিকই দাভিদভ হাসছিল দরাজভাবে।

"ভবিষ্যতের জন্য কথাটা মনে করে রাখব, যথার্থ কথা! কিন্তু এমন ভয়ঙ্করভাবে আর লড়বেন না কথনো। কাদার ভিতরে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেছে আমাদের, তবুও আপনি হার স্বীকার করলেন না নেস্তেরেঙ্কো! মাকার নাগুলনভ হলে বলত যে আপনি স্তাভ্রোপোলের মধ্য চাষী আর অল্প-বিত্তদের ধ্বংস করছেন। পার্টি সম্পাদক হিসেবে এ কথাটা আপনার বোঝা উচিত ছিল যে মজুর শ্রেণীকে সব কিছু ব্যাপারেই উপরে উঠে আসতে হবে, ঐতিহাসিকভাবে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে, তাছাড়া কথাটা যথার্থ!"

পরিহাসের সুরে শিস দিয়ে উঠল নেস্তেরেঙ্কো তারপর মাথাটায় ঝাঁকুনি দিল। ওর আস্ত্রাখান টুপিটা মাথার পিছন দিকে পিছলে সরে গিয়ে অদ্ভুতভাবে আটকে রইল।

"সামনের বার আমি নিশ্চিত জিতবো", একটু হেসে বলল নেস্তেরেঙ্কো, "তখন দেখা যাবে কী ধরনের মার্কসবাদী যুক্তি তুমি হাজির করো! কিন্তু মুস্কিল হল রাঁধুনী দেখে ফেলেছে আমাদের বাচ্চা ছেলের মতো জড়াজড়ি করতে, কী ভাবল আমাদের? ভাবল হয়ত আমরা পাগল!"

কাঁধ ঝাঁকাল দাভিদভ।

"বলবো যে আমরা তরুণ, বুঝবে সে ব্যাপারটা আর তাতেই রেহাই দেবে আমাদের...। কিন্তু সেই আলোচনাটার কি হল কমরেড নেস্তেরেঙ্কো? সময় বয়ে যাচ্ছে, জানেন!"

"বসার মতো একটু শুকনো জায়গা দেখ তো।"

একটা ছোট্ট মাটির ঢিবির উপরে গিয়ে বসল দুজনে। এককালে ঢিবিটার তলায় ছিল ইঁদুরের বাসা। তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল নেস্তেরেঙ্কো।

"এখানে আসার আগে আমি গিয়েছিলাম গ্রিমিয়াকি। রাজমিয়োৎনভ আর গাঁয়ের অন্যান্য সব পার্টি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেছি। নাগুলনভের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে। সে গিয়েছিল জেলা কমিটির দপ্তরে। কথাটা আমি তাকে আর রাজমিয়োৎনভকে বলেছি, তোমাকেও বলছি পুনরাবৃত্তি করে। যারা ভালো যৌথ চাষী আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠাশীল তাদেরকে পার্টির ভিতরে টানার দিক থেকে যা করণীয় সে সম্পর্কে

খুবই খারাপভাবে কাজ করছ তোমরা। খুবই খারাপ ব্যাপার! তাছাড়া বেশ কিছু ভালো ছেলে আছে তোমাদের খামারে, তাই না?"

"সেটা যথার্থ!"

"তাহলে গোলমালটা কোথায়?"

"এমনকি যারা ভালো তারাও বৃথা সময় নষ্ট করছে।"

"কিসের জন্যে?"

"যৌথ খামারের পরিকল্পনা কতদূর কার্যকরী হয় সেটা দেখার জন্যে। এখনকার মতো তারা নিজেরা নিজেদের মতোই রয়েছে।"

"তাদের চাগিয়ে তুলতে হবে তোমাদের। বিরূপতা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে তাদের!"

"খানিকটা খানিকটা করে যাচ্ছি, কিন্তু সেটা দেখাবার মতো তেমন কিছু নয়। আমার বিশ্বাস শরৎকালে আমাদের দল বৃদ্ধি পাবে। এবং কথাটা যথার্থ!"

"শরৎ কাল আসার আগ পর্যন্ত তোমরা তাহলে হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে?"

"না, তা কেন করব? কাজ করে যাব আমরা, কিন্তু চাপ দিচ্ছি না।"

"চাপ দেয়ার কথা আমিও বলছি না। কথাটা হচ্ছে যে, কোনো একজন কঠোর পরিশ্রমী মানুষকে তার বোঝবার মতো করে তাকে পার্টি নীতি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে পার্টির ভিতরে আনার এতটুকু সম্ভাবনাও নষ্ট করা উচিত নয় তোমাদের।"

"আমরা তা-ই করছি কমরেড নেস্তেরেঙ্কো।" দাভিদভ নিশ্চয় করে বলল নেস্তেরেঙ্কোকে।

"কিন্তু দল তো বাড়ছে না।" এ থেকে সক্রিয়তার চাইতে নিষ্ক্রিয়তারই প্রমাণই হয় বেশি। বেশ, আমরা দেখব ভবিষ্যতে কতটা অগ্রসর হতে পারো। এখন অন্য একটা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। বিভিন্ন ধরনের কিছু ত্রুটি সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে চাই। এখানে এসেছিলাম তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে আর ঐ যাকে বলে একটু ঘুরে ফিরে চোখ বুলিয়ে যেতে তাছাড়া কিছু আলোচনাও করতে। তুমি জানো আমাদের উদ্দেশ্য কী, কিসের জন্যে আমরা দাঁড়িয়েছি, সুতরাং যৌবনের দোহাই পেড়ে নিজেকে রেহাই দিতে পারো না তুমি। যৌবন

শেষ হয়ে গেছে তোমার, আর সেটা এখন এত দূরে চলে গেছে যে কিছুতেই তুমি আর তার নাগাল ধরে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তাছাড়া শ্রমিকশ্রেণীতে তোমার জন্ম বলে, অভিজ্ঞতার অভাব বলে বা এই ধরনের কিছুর জন্যে এতটুকুও সহানুভূতি পাবে আমার কাছ থেকে, না তা মোটেই আশা করতে পারো না। কিন্তু কোনো কোনো পার্টি নেতা যেমন কঠোর নিষ্ঠুরতার চাবুক হাঁকড়ে বেড়াতে পছন্দ করেন, সেটাও চলবে না।" বলতে বলতে নেস্তেরেঙ্কো আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। "কতগুলো অক্ষম অযোগ্য পন্থায় কাজ করার পদ্ধতি আমাদের পার্টি জীবনে শিকড় মেলেছে আর সে-সব সম্পর্কে যথাযোগ্য বুলিও রয়েছে আমাদের। আমরা বলে থাকি অমুক লোকটাকে 'চেঁছে ছুলে' দাও, অমুক লোকটাকে 'শিরিষ ঘসা' করো আর অমুককে 'মেজে ঘসে পালিশ' করো। যেন মানুষ নয়, বলছি আমরা এক তাল মরচে পড়া লোহার সম্পর্কে। এটা কি উচিত, জিজ্ঞেস করি? তাছাড়া, এসব বুলি যারা খুব ঘন ঘন আওড়ায় মনে রেখ জীবনে কোনো দিনও তারা কেউ কোনো ধাতু বা কাঠ পালিশ করেনি। আর সম্ভবতঃ তাদের কেউই কোনো দিন পালিশের চাকাও হাতে ছোঁয়-নি। মানুষ খুবই স্পর্শকাতর, তাদের সঙ্গে আচার ব্যবহারে ভীষণ সতর্ক হয়ে চলতে হয়।"

"একটা গল্প বলছি তোমাকে। ১৯১৮ সালের কথা। যে সৈন্যদলে আমি ছিলাম নিয়ম শৃঙ্খলার দিক থেকে এত খারাপ ছিল সেটা যে তা বলবার নয়। লাল-রক্ষী বাহিনী তো নয় যেন নৈরাজ্যবাদীদের একটা দল, সত্যি বলছি ঠিক তা-ই ছিল। তারপর ১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে একজন নতুন রাজনৈতিক উপদেষ্টা পেলাম আমরা আমাদের মধ্যে—নতুন একজন কমিশার। দনেৎস অঞ্চলের এক খনি-মজুর। বয়স্ক লোক, ঈষৎ একটু কোলকুঁজো। তারাস শেভচেঙ্কোর মতো ঝুলে পড়া লম্বা গোঁফ। তাঁর আসার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই বদলে গেল, অন্য রকম হয়ে গেল। সে সময় ঐ খণ্ড সেনাদলটিকে একটা লাল ফৌজের বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছিল। লোকজন সেই একই যা ছিল আগে সেনাদলটিতে কিন্তু তারা বদলে যেতে লাগল। মনে হল যেন পুনর্জন্ম হয়েছে সবার। বিপ্লবী বিচার ট্রাইবুনালের সামনে হাজির করা তো দূরের কথা, নিয়ম শৃঙ্খলা ঘটিত কোনো শাস্তি প্রয়োগ পর্যন্ত করার দরকার হয়নি। আর এ সব হল আমাদের ইউনিটে নতুন কমিশার আসার

এক মাসের ভিতরেই! কি করে করল? করল তার বিরাট হৃদয়ের দরদের জোরে, লোকটি এমনই ধূর্ত শয়তান! প্রত্যেকটি লাল সৈনিকের সঙ্গে আলোচনা করত আর কথা বলত মিষ্টি দরদ ভরা ভাষায়। কোনো একটা লড়াইয়ের আগে কেউ যদি কখনো সাহস হারিয়ে ফেলত, একান্তে তার সঙ্গে আলোচনা করত, তাকে চাঙা করে তুলত। তাছাড়া বেপরোয়া যারা তাদের কি করে শুধরে সামলে সঠিক পথে নিয়ে আসতে হয় তা-ও তিনি জানতেন ভালো করেই, যাতে করে তারা বেপরোয়া কিছু করে গোলমাল বাধিয়ে না বসে। তাদের কাউকে হয়ত চুপি চুপি বলতেন: 'অমন করে গলা বাড়িও না, বেকুব, মারা পড়বে যে! তা হলে কি উপায় হবে আমাদের? তোমাকে ছাড়া গোটা প্লাটুন এমন কি গোটা কোম্পানিটার দাম যে এক টিপ তামাকের সমানও নয়?' বুঝলে, তরুণ বীরপুরুষটি কমিশারের এই ধরনের কথা খুবই পছন্দ করত আর তখন অনাবশ্যক ঝুঁকি নেয়া বন্ধ করে মাথা ফাটিয়ে লড়াই করত...! কিন্তু আমাদের কমিশারের একটা দুর্বলতাও ছিল। কোনো একটা গ্রাম বা কশাক এলাকা দখল করার পরে পথে পথে দাপাদাপি শুরু করে দিতেন...।"

অবাক বিস্ময়ে এতখানি চমকে উঠল দাভিদভ যে আর একটু হলে প্রায় সে টিবিটার ঘোরানো খাড়া দিক দিয়ে গড়িয়েই পড়ে যেত। ডান হাতটা দিয়ে ভিজা মাটি আকড়ে ধরে পিছলে পড়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে উঠল: "কি বলতে চাইছেন, পথে পথে দাপা-দাপি করতেন? কী সব বাজে বকছেন?"

নীরবে হাসল নেস্তেরেঙ্কো।

"কথাটা ঠিক হয় নি! পথে পথে দাপাদাপি করা নয়, ধনী সওদাগর ও জমিদারদের লাইব্রেরীগুলোতে বই হাতড়ে বেড়াতেন। সে সময়ে একমাত্র তাদের ঘরেই যা কিছু বইপত্র থাকত। প্রয়োজন মতো বই বেছে নিয়ে কোনো যুক্তি তর্কের মধ্যে না গিয়ে সেগুলোকে বাজেয়াপ্ত করতেন। বিশ্বাস করবে না, চারটা গাড়ি বোঝাই বই ছিল তাঁর সঙ্গে, চাকা লাগানো গোটা একটা লাইব্রেরী। ঠিক যেমন করে গুলি বারুদের যত্ন নিতেন, তেমনি করেই যত্ন নিতেন বইগুলোর। প্রত্যেকটা গাড়ির উপরে থাকত একটা করে ত্রিপল। মলাটের পর মলাট রেখে সুন্দরভাবে সাজানো থাকত বইগুলো। এমন কি তলায় খড়ের একটা স্তরও বিছানো থাকত। যখন

রাত্রের মতো বিশ্রাম করার জন্যে কোথাও থামতাম, কিংবা যখন যুদ্ধ করতাম না, প্রত্যেকটি অবসর মুহূর্তে অস্ত্রশস্ত্র সাফ করে কিছু মুখে দেওয়ার পরে সবার হাতে হাতে বই গুঁজে দিয়ে পড়তে বলতেন। তারপর কি পড়েছে না পড়েছে তার হিসেব নিতেন…।”

“সে সময়ে বয়েস অল্প থাকার দরুণ মেয়েদের দিকে আমার ঝোঁক ছিল প্রবল। তাছাড়া স্বীকার করছি, পড়াশুনাটাকেও এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করতাম…। লিখতে বা পড়তে খুব সামান্যই জানতাম তাছাড়া এমন বেকুব ছিলাম যে তা বলার নয়। তারপর একদিন ধরা পড়ে গেলাম তার হাতে। যে বইটা তিনি পড়তে দিয়েছিলেন আমাকে, সেটা পড়িনি। বইটার এবং লেখকের নাম এখনো মনে আছে। বোধহয় দুদিন পরে বইটার ভিতরে কি আছে না আছে সেটা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন আমাকে আর আমি তো তখন একেবারে বেকুব বনে গেছি। তখন তিনি বললেন আমাকে—অবশ্য এ সব ব্যাপারে অন্য কোনো লোক সামনে উপস্থিত না থাকে সেদিকে কড়া নজর রাখতেন, যাতে না কাউকে একটা দর্শনীয় বস্তু করে তোলেন। তিনি বললেন: মূর্খ আইভানুশকার মতোই সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছ নাকি? কাল সন্ধ্যেয় তোমাকে দেখেছি একটা ছুঁড়ির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে সময় কাটাতে। বুঝলে, যা বলছি, কথাটা তোমার হেঁড়ে মাথায় ঢুকিয়ে জমা করে রেখ। তোমার মতো অক্ষরজ্ঞানহীন নির্বোধের সঙ্গে কোনো বুদ্ধিমতী মেয়ে কিছুই করতে রাজী হবে না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে এমন বিরক্ত হয়ে উঠবে যে কাঠ হয়ে যাবে। আর যদি মেয়েটাও বেকুব হয়, তা হলে অবশ্য কোনো কথাই নেই। সে তোমার কাছ থেকে কোনো শিক্ষাই লাভ করবে না, কেননা সেদিক থেকে তোমার নিজেরই কিছু নেই। বয়েসটাও তোমার তেমন বেশি নয়। তাছাড়া পুরুষোচিত গুণের দিক থেকে অশিক্ষিত লোকের যতটা যা থাকে শিক্ষিত লোকেরও ঠিক ততটাই থাকে। সুতরাং সব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে শিক্ষিত লোকেরাই ভালো। বুঝলে বেকুব ছোকরা?”

“কী জবাব দিতে পারি তাকে? প্রায় পক্ষকাল ধরে আমার পিছনে লেগে রইলেন। ঠাট্টা বিদ্রূপে কাঁদিয়ে ছাড়তেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়াশুনা করতে বাধ্য করলেন আমাকে। শেষটায় বইয়ের উপরে আমার এমন ঝোঁক এল যে আমাকে কেউ টেনেও ওঠাতে পারত না। আজ পর্যন্ত আমি তাঁর কাছে

কৃতজ্ঞ। তাছাড়া সত্যি বলতে কি, আমার যা কিছু বিদ্যাবুদ্ধি শিক্ষা তার জন্যে কার কাছে আমি বেশি ঋণী—আমার বাবা না কমিশার, তা আমি আজও সঠিক করে বলতে পারি না।"

গভীর চিন্তায় ভরাও গিয়ে নেস্তেরেঙ্কো চুপ করে রইল। মুহূর্তের জন্যে মুখখানা কেমন যেন বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই একটা দুষ্টুমীভরা ধূর্ত হাসি চাপতে চাপতে দাভিদভকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল।

"অবসর সময়ে কিছু পড়াশুনা করো? বোধ হয় একটু শুধু চোখ বুলাও খবরের কাগজে? তাছাড়া তোমার সময়ও তো খুবই কম, কি বল? ভালো কথা, তোমার গাঁয়ের লাইব্রেরীতে কোনো ভালো বই পত্র আছে?...জানো না? বটে, এ কিন্তু এমন একটা ব্যাপার যাতে তোমার সত্যিই লজ্জিত হওয়া উচিত, ভায়া! ভিতরে গেছ কোনো দিন?...মাত্র দুবার? আদৌ সেটি চলবে না, ভায়া! লেনিনগ্রাদ শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি তুমি, তোমার সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণাই ছিল আমার! যাতে তোমার সম্পর্কে বেশ কিছুটা লিখে জানাতে পারি আমি তোমার কারখানায়। কিন্তু কিছু ভেবো না, আমি এইভাবে তাদের লিখে জানাবো: 'পঁচিশ হাজারী দাভিদভ, তোমাদের কারখানার ভূতপূর্ব শ্রমিক, বর্তমানে স্তালিন যৌথ জোত-এর সভাপতি এবং তার ব্যবস্থাপনার অধীনস্থ যৌথ-চাষীদের বইপত্রের একান্ত প্রয়োজন। যা ওদের আশু প্রয়োজন তা হচ্ছে রাজনীতি ও অর্থনীতি সংক্রান্ত সহজ জনপ্রিয় বই। তাছাড়া মাঠের চাষ, গৃহপালিত পশু প্রজনন ও সাধারণ ভাবে কৃষিসংক্রান্ত বিষয়ের বইপত্র। আধুনিক ও ধ্রুপদী সাহিত্যের কিছু নির্বাচিত উপন্যাসও বাঞ্ছনীয়। অমুক অমুক ঠিকানায় শ-তিনেক বই-এর একটি ছোট খাটো লাইব্রেরী উপহার হিসেবে আমাদের পাঠিয়ে সাহায্য করবেন।' কি বলো? লিখে দেবো? চাও না যে আমি লিখি? এটাও খুবই ভালো কথা। কাজটা নিজেরাই করো তাহলে। যৌথ খামারের তহবিল থেকে দু'তিনশো বইয়ের একটা লাইব্রেরী কিনে ফেল। কি বলছ, টাকা নেই? বাজে কথা! অন্য কোথা থেকে টাকা পেতে পারো! এক জোড়া বুড়ো বলদ বেচে দাও গে—তাতে আর তোমাদের এমন কিছু একটা সর্বনাশ হয়ে যাবে না—আর তাতেই তোমাদের গ্রন্থাগারও গড়ে উঠবে। তাছাড়া শুধু লাইব্রেরী

কেন? কাল তোমাদের অফিসে বসে হিসেব করে দেখছিলাম, তোমাদের প্রচুর বাড়তি অকেজো পশু রয়েছে। ওগুলোকে বসে বসে খাইয়ে কেন খড় বিচুলি নষ্ট করছ? বেচে দাও। জানো তোমাদের কতগুলি বলদের দশ বছরের বেশি বয়েস হয়ে গেছে? ...জানো না তো? ভালো, কিন্তু খুবই দুঃখের কথা, অবশ্য আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। তোমাদের ন-জোড়া পুরাণো বলদ আছে যে-গুলোর বয়েস দশ বছরের বেশি হয়ে গেছে। কোনো অভিজ্ঞ চাষী ঐ ধরনের অকেজো জন্তু তার গোয়ালে রাখে না। খাইয়ে দাইয়ে বেচে দেয়। বুঝেছ?"

"বুঝেছি ঠিকই, কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে যে-সব পশু অকেজো হয়ে পড়েছে, এমনকি বুড়ো বলদগুলো পর্যন্ত, আমরা আসছে শরৎ কালে সব বেচে দেবো। অভিজ্ঞ চাষীরাই এই পরামর্শ দিয়েছে আমাদের।"

"আর এখন বসিয়ে বসিয়ে ওগুলোকে খাওয়াবে?"

"না, বুড়ো বলদগুলো অন্ততঃ কাজ করছে, সেটা আমি নিশ্চিত জানি।"

"যে শরৎ কালে বেচার পরামর্শ দিয়েছে সে অভিজ্ঞ চাষীটি কে?"

"আমাদের সরবরাহ বিভাগের কার্যাধ্যক্ষ অস্ত্রোভনভ। তাছাড়া আরো কয়েক জন আছে তাদের নাম আমার মনে নেই।"

"হুঁম্, খুবই মজার ব্যাপার...যৌথ-করণের আগে তোমার ঐ কার্যাধ্যক্ষটি ছিল প্রায় কুলাক। নিশ্চয়ই সে একজন অভিজ্ঞ কৃষক, কিন্তু এ ধরনের বস্তাপচা পরামর্শ কি করে দিল সে? শরৎকালে বলদ বেচবে আর ততদিন জোয়ালে জুতে রাখবে? তখন শুধু হাড় আর চামড়াই বেচবে। আমার পরামর্শ অন্য। যেগুলোকে বেচাত চাও এখন সেগুলোকে চরতে ছেড়ে দাও, কিছু খোল-ভূষিও খাওয়াও তারপর যখন গরম পড়বে বাজারে যখন বেশি জন্তু আমদানী হবে না, মাংস দুর্মূল্য হয়ে উঠবে, তখন বেচে দেবে। শরৎ কালে তোমাদের গোরু বলদ ছাড়াও অঢেল মাংসের আমদানী হবে বাজারে আর দামও কমে যাবে খুব। আমি জানি তোমাদের বাড়তি শষ্য আছে। তা যদি হয়ে থাকে তবে বসে আছ কিসের জন্যে? সে যাকগে থাক, ও-সব তোমাদের নিজেদের বিচার্য, তোমাদের কাজকর্মের ভিতরে আমি নাক গলাতে চাই না। কিন্তু কথাটা ভেবে দেখো একবার...। অন্তত এক জোড়া বলদকে খাইয়ে দাইয়ে বেচে দাও। টাকা তো আর

তোমরা মদ খেয়ে উড়োতে যাচ্ছ না, বই কিনছ! মোদ্দা কথা দেখো যেন দু মাসের মধ্যেই গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। এই হল গে এক নম্বর কথা। পাঠাগারটাকে তোমরা তোমাদের ঐ নড়বড়ে জীর্ণ কুঁড়ে ঘর থেকে সরিয়ে কোনো একটা ভালো কুলাকের বাড়ি দেখে সেখানে নিয়ে যাও। সব চাইতে সেরা বাড়িটাতেও যদি নিয়ে যাও তো তাতে কিছু অন্যায় হবে না। এই হল দু নম্বর! একজন লাইব্রেরীয়ান পাঠিয়ে দেবো তোমাদের, চমৎকার ছেলে। তাকে বলবে প্রতি সন্ধ্যায় যেন জোর পড়াশুনা চালিয়ে যায়। এই হল গে তিন নম্বর!"

"একটু দাঁড়ান!" দ্বিধা সংকোচে লাল হয়ে উঠে বলল দাভিদভ। "আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে গ্রন্থাগার হবে। আপনার এক নম্বর প্রসঙ্গ বাতিল করুন! কালই পাঠাগার ভাল একটা বাড়িতে স্থানান্তরিত করবো। এই গেল আপনার দু নম্বর প্রসঙ্গ। কিন্তু আপনার তিন নম্বর প্রসঙ্গটা একটু গোল-মেলে...। চোখের সামনে গ্রন্থাগারিক একজন রয়েছে। চমৎকার ছেলেটি, তাছাড়া খুব ভালো প্রচারক। কিন্তু সে কাজ করে একটা কারখানায়, সেটাই হচ্ছে মুস্কিল...। যাকগে, মনে হয় জেলা কমসোমল কমিটি এদিক থেকে আমাদের একটু সাহায্য করবে তাহলেই তাকে আমি পেতে পারব!..."

রহস্যজনক ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে আর একটা চোখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে খুবই মনযোগ দিয়ে ওর কথা শুনতে লাগল নেস্তেরেঙ্কো।

"আমি দেখতে চাই, অধিনায়ক খুবই উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে গেছে আর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। কিন্তু তোমার পাঠাগার সম্পর্কে আমার বক্তব্যটা শোনো। গত কাল আমি তোমার ওখানে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে বলছি আমার পরিদর্শনটা খুব একটা সুখকর হয়নি! নেহাত দুস্থ অবস্থা! জানালার গরাদে ধুলো বোঝাই। বহু কাল মেঝেতে জল-ঝাড়ু পড়েনি। সব কিছুই ছ্যাতলা আর কি কি সব পড়ে নোংরা হয়ে রয়েছে। ঠিক কবরখানার মতো, সত্যি বলছি! আর সবচাইতে যেটা খারাপ সেটা হচ্ছে সর্বসাকুল্যে মাত্র দুই কি তিনখানা বই রয়েছে আর সে-কটাও আদ্দিকালের! একটা তাকে দেখলাম কিছু প্রাচীর-পত্র মোড়ক করা রয়েছে। সেগুলো এত পুরানো যে হলদে হয়ে গেছে। আমি লিখে নিলাম আর ছবিগুলো দেখলাম একবার চোখ বুলিয়ে। যা পড়ছি সেটা হল এই:

'মোদের সেনানী কুমারী নয়নে ফোটায় খুশির আলো,
স্খলিত দন্ত প্রবীনার বুকে বিস্ময় ঘন শ্বাস,
'সাবাস জওয়ান!' আলো চমকায় পিতা পিতামহ মুখে,
'আগে বা ঢ় সব! আগে বা-ঢ়! ব্যস্ এই তো চমৎকার!
শেষ করে দাও শত্রুর দল, মেটাও তাদের আশ!'
ক্ষেত-খামারের কর্ষণরত শোনো কৃষাণের দল,
সর্ব দেশের মেহনতীদের অতন্দ্র প্রহরায়
তোমাদের শ্রম, তোমাদের মাটি নির্ভয় হল আজ!"

"শোনো শোনো, আমার মনে হল যেন এটা আমার আগের দেখা! প্রাচীরপত্রটা পড়লাম—হাঁ, এখনো মনে আছে আমার। সেই ১৯২০ সালে যখন আমরা র‍্যাঙ্গেলে যুদ্ধ করছিলাম। দেমিষান বেদনির কথাগুলো এখনো ঠিকই আছে, কিন্তু কথাটা নিশ্চয়ই মানবে যে ১৯৩০ সালে আমাদের আরো টাটকা যা আমাদের এ কালের উপযোগী, যেমন যৌথকরণ সম্পর্কিত কিছু থাকা দরকার…"

"আপনি চোখ খোলা রেখে চলেন আর তুচ্ছ জিনিসকেও বড়ো করে দেখেন।"—ক্ষুব্ধ সমর্থনে বিড়বিড় করে বলে উঠল দাভিদভ। এখনো সে তার দ্বিধা সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

"আমার কাজই হচ্ছে চোখ খুলে চলা আর আমাদের কাজের ভিতরের ভুলভ্রান্তি দূর করতে সাহায্য করা। আর তোমার প্রতি ঐকান্তিক সদিচ্ছা নিয়েই সেটা করছি সেমিয়ন! কিন্তু এটা কাহিনীর সূত্রপাত মাত্র, বাকিটা আসছে পরে…। এই সময়ে তুমি জোত ত্যাগ করে দলের সঙ্গে এখানে চলে এসেছ। আর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এসেছ রাজমিয়োৎনভের কাঁধে। তুমি জানো এ সময়ে সব কিছু সামলানো তার পক্ষে এত কঠিন যে সে সব দিক এঁটে উঠতে পারবে না, তাই না? কিন্তু তবুও তুমি সেই কাজই করেছ।"

"কিন্তু তুবিয়ানস্কয়-এর মাঠে আপনি নিজেই তো ঘাসকাটা যন্ত্র চালাচ্ছিলেন! সেটা কি একটা আদর্শ স্থাপন করার জন্যে নয়?

বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্নটাকে ঝেড়ে ফেলে দিল নেস্তেরেঙ্কো।

তুবিয়ানস্কয়-এর মাঠে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আমি কাজ করেছিলাম লোক-

জনদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে। সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। কিন্তু তুমি চলে এসে এই দলের সঙ্গে রয়েছ তার কারণ তোমার ব্যক্তিগত জীবনে গোলমাল পাকিয়ে ফেলা। প্রভেদটা বুঝতে পেরেছ? যদি জিজ্ঞেস করো তো বলব, তুমি এসেছ লুশকা নাগুলনোভার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে···। কিংবা, ভুল করেছি কি আমি?"

মুখটা শুকিয়ে আমসী হয়ে গেল দাভিদভের। মুখ ফিরিয়ে বসে আনমনে হাতের আঙুলগুলো ঘাসের ভিতরে লক্ষ্যহীনভাবে ইতস্তত চালনা করতে লাগল।

"বলুন, বলে যান,"—ভাঙা ভাঙা রুক্ষ স্বরে বলল দাভিদভ।

কিন্তু পরম স্নেহে নেস্তেরেঙ্কো আলতো ভাবে তার হাতটা ওর কাঁধের উপরে রেখে ওকে একটু কাছে টেনে এনে বলল :

"রাগ করো না, শোনো। কেন একথা ভাবলে তুমি যে আমি তোমার চষা মাটির গভীরতা মাপছি? কারণ আমি দেখলাম যে জায়গায় জায়গায় তোমার লাঙল ট্রাকটর-এর চাইতেও গভীর হয়ে বসেছে! তোমার মনের বিক্ষোভ তুমি মাটির উপরে ব্যক্ত করেছ। তোমার মেজাজ খারাপের দায়ে কষ্ট দিয়েছ বলদগুলোকে···। তোমাকে যারা জানে এ থেকেই তারা বলবে যে লুশকার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক শেষ হয়ে আসছে। কথাটা সত্যি নয়?"

"সেই রকমই মনে হচ্ছে।"

"বেশ, শুনে খুবই খুশি হলাম। কিন্তু, তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেল, সেমিয়ন! তোমার মতো একটা মানুষ, কিন্তু মুস্কিল কি জানো, সবাই তোমার ব্যাপারে দুঃখিত! বুঝলে, সত্যি সত্যিই দুঃখিত!—শুধু কেবল এই নির্বোধ ঘটনাটার জন্যে। লোক যখন রুশ ঐতিহ্য অনুযায়ী সব রকমের দুর্ভাগাদের জন্যে দুঃখ অনুভব করে সেটা হচ্ছে ঘটনার অবস্থা সাপেক্ষ। কিন্তু যখন তারা কোনো একটি বুদ্ধিমান লোক সম্পর্কে দুঃখিত হতে আরম্ভ করে, আর সব কিছু বাদ দিলেও যে কিনা হচ্ছে তাদের নেতা—সেই লোকের পক্ষে এর চাইতে ভয়ঙ্কর, এর চাইতে লজ্জার আর কী হতে পারে? একটা বাজে ছিনাল মেয়ে মানুষ, দুদিন আগেও যে ছিল তোমারই কমরেডের স্ত্রী, তার প্রতি এই নির্বোধ মোহ সব কিছুই ধ্বংস করে দিচ্ছে! তোমার আর নাগুলনভের এই অমার্জনীয়

ভুলের আর কি কৈফিয়ত দিতে পারো? দুজনেই তোমরা শয়তানের ফাঁসে বাঁধা পড়ে গেছ। তোমরা নিজেরাই যদি এ গেরো না খুলতে পারো তাহলে জেলা কমিটি বাধ্য হবে ছুরি চালাতে, আমার কথাটা ভালো করে মনে করে রেখো!"

"ধরুন আমি যদি চিরদিনের মতো গ্রিমিয়াকি ছেড়ে চলে যাই?" —একটু ইতস্তত: করে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"বাজে কথা বলো না!" তীব্র কণ্ঠে ধমকে উঠল নেস্তেরেঙ্কো। "নিজে যদি কোনো গোলমাল পাকিয়েই থাকো আগে সেটা পরিষ্কার করতে হবে তোমাকেই, তারপরে চলে যাবার কথা বলতে পারো। আমি যা জানতে চাই তোমার কাছে তা হচ্ছে এই—কমসোমল মেয়েটি, ইয়েগোরোভা, যে তোমাদের গাঁয়ের স্কুলে মাষ্টারী করে তাকে চেনো?"

"চিনি। আমার দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে।" হঠাৎ হাসি ফুটে উঠল দাভিদভের মুখে। ওর মনে পড়ে গেল গত শীতকালে যখন কুলাক বিতাড়ন হচ্ছিল তখন এই অল্প বয়সী ভীষণ লাজুক স্কুল শিক্ষিকাটির সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয়ের কথা। ওরা যখন পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিল তখন সে তার ঘাসে ভেজা গায়ে গায়ে মেশা শক্ত মোজা ছোট আঙুল শুদ্ধ ঠাণ্ডা হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে উঠে প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থায় কোনো মতে গলা নিংড়ে বলে উঠেছিল, 'স্কুল শিক্ষিকা ইয়েগোরোভা লিউদা'। দাভিদভ নাগুলনভকে বলেছিল, 'তোমার দলে ওকে নিয়ে নাও। বাচ্চা মেয়েটা দেখুক শ্রেণী সংগ্রাম কাকে বলে'। কিন্তু গম্ভীর হয়ে গিয়ে চোখ নিচু করে নাগুলনভ তার লম্বা বাদামী রঙের হাতটার দিকে তাকিয়ে প্রত্যুত্তরে বলেছিল, "তুমি নিয়ে নাও ওকে। এই ধরনের ব্যাপারে ও আমার কোনো কাজেই আসবে না। ও পড়ায় বাচ্চাদের। কেউ যদি ওরা খারাপ নম্বর পায় তো ও নিজেই কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। কে ওকে কমসোমল হিসেবে গ্রহণ করেছিল! ওকে কি কমসোমল মেয়ে বলে? ননীর চাইতেও কোমল!"

এই প্রথম নেস্তেরেঙ্কো ভুরু কুঁচকে অসন্তোষভরা দৃষ্টিতে দাভিদভের মুখের দিকে তাকাল: "হাসছ কেন, জিজ্ঞেস করি? আমার প্রশ্নের ভিতরে হাসার মতো কী পেলে?"

অসময়ে ওর এই হেসে ওঠার কারণ সম্পর্কে একটা অক্ষম ব্যাখ্যা দেয়ার

চেষ্টা করল দাভিদভ: "কিছু না! ঐ মেয়েটি সম্পর্কে তুচ্ছ একটা কথা মনে পড়ল তাই। মেয়েটি এত বেশি লাজুক…।"

"তুচ্ছ একটা কথা মনে পড়ল, তাই না! মজা করার মতো খুব চমৎকার সময়ই খুঁজে পেয়েছ!"—বিরক্তি গোপন করার চেষ্টা না করেই বলল নেস্তেরেঙ্কো। "বরং তোমার স্মরণ করা উচিত যে ঐ লজ্জাশীলা শিক্ষিকাটিই তোমাদের গোটা গ্রামের ভিতরে একমাত্র কমসোমল-এর সভ্য। এত বড়ো একটা গ্রাম তোমাদের কিন্তু একটা কমসোমল গ্রুপ পর্যন্ত নেই। এটা খুব একটা তুচ্ছ কথা নয়! এর জন্যে দায়ী কে? প্রথম নাগুলনভ, তারপর তুমি, আর তোমাদের দুজনার জন্যেই দায়ি আমি নিজে। আর তুমি কিনা হাসছ দাঁত বের করে…। ও ধরনের হাসি আমি আদৌ পছন্দ করি না, সেমিয়ন দাভিদভ! তাছাড়া এ কথাও বলো না যে ঢের জরুরী কাজ ছিল তোমাদের। পার্টি যাবতীয় কাজ আমাদের হাতে বিশ্বাস করে ন্যস্ত করেছে, তার প্রত্যেকটাই জরুরী। আমরা কতো তাড়াতাড়ি তা সম্পন্ন করে উঠতে পারি সেটা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।"…

বেশ একটু চটে উঠতে শুরু করেছিল দাভিদভ, কিন্তু নিজেকে সংযত করে বলল: "আপনি একদিন মাত্র গ্রিমিয়াকিতে ছিলেন কমরেড নেস্তেরেঙ্কো, আর এই সময়ের ভিতরেই আমাদের কাজকর্মের এত প্রচুর ভুলভ্রান্তি খুঁজে পেয়েছেন তাছাড়া আমার আচরণেরও…। কিন্তু ধরুন যদি আপনি জানুয়ারী মাস থেকে এখানে থাকতেন? আমাদের তাহলে এক হপ্তা ধরে ভূরি ভূরি সমালোচনা শুনতে হত, কথাটা যথার্থ!"

দাভিদভের শেষ কথাটায় নেস্তেরেঙ্কোর মেজাজটা খানিকটা ফিরে এল। চোখ কুঁচকে কনুই দিয়ে একটা খোঁচা দিল দাভিদভকে।

"এ কথাটা কি তুমি স্বীকার করবে না সেমিয়ন যে এই মাত্র যদি আমি গ্রিমিয়াকিতে না এসে, তোমাদের পাশে থেকে কাজ করে যেতাম তবে এত সব ভুল ভ্রান্তি হত না?"

"হয়ত কম হতো, সেটা যথার্থ, কিন্তু তবুও হত কিছু কিছু! আপনি তো আর স্তালিন নন, আপনিও ভুল করতেন ঠিকই আর কথাটা যথার্থ! আমার নিজের অনেক ভুল আমার চোখে পড়ে কিন্তু সেগুলোকে শুধরে নিতে পারি না আর সঙ্গে সঙ্গেই করে উঠতে পারি না, সেটাই হচ্ছে আমার মুস্কিল! সেই কবে বসন্তকালে স্কুলের কিছু বাচ্চা ছেলে আর তাদের শিক্ষক,

নাম শেপিন মাঠে 'সাসলিক' ধরতে গিয়েছিল। আমি তখন পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম কিন্তু ওদের সঙ্গে দুটো কথা বলার জন্যেও দাঁড়ালাম না। আমি সন্ধান করিনি বা আজ পর্যন্ত সন্ধান করে উঠতে পারিনি যে সেই বুড়ো স্কুল মাষ্টারটি কিভাবে বাস করে বা কোন বিষয়ে তার আগ্রহ বেশি। তাছাড়া সব চাইতে খারাপ নিদর্শন হচ্ছে এই। গত শীতকালে জ্বালানী কাঠ আনার জন্যে একটা গাড়ি চেয়ে চিঠি পাঠিয়ে ছিল। ভাবছেন আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি? একদম ভুলে গেছি, অন্য সব কাজ কর্মে বৃদ্ধের কথা আমার মন বা মাথা থেকে একেবারে উবে গেছে। যখনই মনে পড়ে, আজও আমি লজ্জা পাই! তাছাড়া ঐ কমসোমল-এর ব্যাপারেও আপনার কথাই ঠিক। অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে, অবশ্য দোষ আমারও আর সেটা যথার্থ।"

কিন্তু শুধু মাত্র অনুতাপভরা কথায়ই নেস্তেরেঙ্কোকে শান্ত করা সহজ নয়।

"তোমার দিক থেকে এটা খুবই ভালো যে তুমি তোমার ভুল স্বীকার করছ। তাতে মনে হয় যে এখনো লজ্জা শরম একেবারে হারিয়ে ফেলোনি। কিন্তু তাতেই কমসোমল সংগঠন কিছু আর বড়ো হয়ে উঠছে না কিংবা তোমার ঐ স্কুল মাষ্টারও জ্বালানী পাচ্ছে না। শুধু অনুতাপ করা নয়, কাজ করতে হবে তোমাকে সেমিয়ন!" জোর দিয়ে বলল নেস্তেরেঙ্কো।

"সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে, আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে! কিন্তু কমসোমল গ্রুপ গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে হবে আপনাকে, মানে জেলা কমিটিকে। অন্ততঃ এখনকার মতো দুটি কি একটি ছেলে আর একটি মেয়ে কমসোমল সভ্য পাঠিয়ে দিন এখানে। সত্যি করে বলছি আমি ইয়েগোরোভা আদৌ ভালো সংগঠক নয়। দারুণ ভীতু। আমাদের কথা বাদ দিন, কেমন করে সে তরুণদের পরিচালনা করবে।"

এতক্ষণে খুশি হয়ে উঠল নেস্তেরেঙ্কো।

"এবার কথার মতো কথা বলছ!" বলল নেস্তেরেঙ্কো। "কমসোমলের ব্যাপারে তোমাদের আমি সাহায্য করব কথা দিচ্ছি। কিন্তু তোমার আত্মসমালোচনামূলক বিবৃতির প্রসঙ্গে আমাকে আরো দুচারটে কথা বলতে দাও। মে-দিবসের আগে তোমাদের সমবায় ভাণ্ডারের ম্যানেজার দুখানা গাড়ি চেয়ে পাঠিয়েছিল শহরের বাজার থেকে মাল আনবে বলে, তাই না?"

"হাঁ চেয়েছিল।"

"তুমি দিয়েছিলে ?"

"ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। তখন চাষ এবং বীজ বোনার কাজ একই সঙ্গে চলছিল। কেনাকাটা করার একটুও সময় ছিল না।"

"মাত্র দুখানা গাড়ির ব্যবস্থাও করতে পারোনি তোমরা, বাজে কথা! আবোল তাবোল বকছ! মাঠের কাজ ক্ষতি না করেই দিতে পারতে। কিন্তু তোমরা চেষ্টা করোনি, চাওনি দিতে! একবার ভেবে পর্যন্ত দেখোনি, জোতের সভ্যদের মনে এর প্রতিক্রিয়া কি রকমের হবে? আর তারই ফলে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র—সাবান, নুন, দেশলাই, প্যারাফিন ইত্যাদির জন্যে সাধারণ ছুটির আগে গ্রিমিয়াকির মেয়েদের পায়ে হেঁটে শহরের বাজার পর্যন্ত ছুটে যেতে হল। এর পরে আমাদের সোভিয়েত সরকার সম্পর্কে ওরা পরস্পর কী বলাবলি করল? না তাতে তোমাদের এসে যায় না কিছু? লোকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে গালাগাল করবে তার জন্যে তো আমরা লড়াই করিনি! নিশ্চয়ই তার জন্য লড়াই করিনি আমরা!" গলা চড়িয়ে এমনভাবে বলতে লাগল নেস্তেরেঙ্কো যে হঠাৎ তার গলার আওয়াজ সরু হতে হতে তীক্ষ্ণ ক্যানকেনে হয়ে উঠল। তারপর প্রায় ফিসফিস করেই শেষ করল, "এমন মোটা সত্যি কথাটাও তুমি বুঝতে পারছ না সেমিয়ন? হুঁস জ্ঞান ফিরিয়ে এনে দেখো কমরেড, চোখ খুলে তাকাও!"

সিগারেটের পোড়া টুকরোটা আঙুল দিয়ে চটকে গুড়ো গুড়ো করতে করতে মাটির দিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ চুপ করে রইল দাভিদভ। ভিতরে জেগে ওঠা অনুভূতি যা ওর অন্তর মথিত করে তোলে তার বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে চিরকালই দাভিদভ অদ্ভুত ভাবে সংযত। অন্য অনেক ব্যাপারে ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যেতে পারে কিন্তু ভাবপ্রবণতার দিক থেকে এতটুকুও নয়। তবুও সেই মুহূর্তে কী যেন এক অজ্ঞাত শক্তি নেস্তেরেঙ্কোকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরে ওর দৃঢ়লগ্ন ঠোঁট দুটো তাঁর ক্ষৌরকর্মবিহীন গালের উপরে বুলিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করল। যখন কথা বলল, আবেগে ওর গলাটা তখন কাঁপছে :

"ধন্যবাদ আপনাকে কমরেড নেস্তেরেঙ্কো! আমার গভীর অন্তরের ধন্যবাদ! খুব ভালো লোক আপনি, আপনার সঙ্গে কাজ করা সহজ হবে। কর্চঝিনস্কির মতো নয়। অনেক কটু কথা শুনিয়েছেন আপনি

আমাকে, কিন্তু সেগুলো সবই সত্য আর কথাটা যথার্থ। দোহাই ঈশ্বরের, এইটুকু শুধু ভাববেন না যে আমার ব্যাপারটা একেবারে নৈরাশ্য-জনক। যা করতে হবে তা নিশ্চয়ই করবো আমি, আমরা সবাই মিলে তা চেষ্টা করে করবো। অনেক কিছু বিষয় সম্পর্কেই আমি ভাবব, ভাববার মতো অনেক কিছুই আছে···বিশ্বাস করুন আমাকে কমরেড নেস্তেরেঙ্কো!"

নেস্তেরেঙ্কোও খুব কম বিচলিত হয়ে পড়েনি, কিন্তু তা প্রকাশ করল না। একটু কেশে বাদামী চোখ দুটো কোঁচকাল। চোখের দৃষ্টি তখন আর হাসি হাসি নয়। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা না বলার পরে হঠাৎ একটু কেঁপে উঠে শান্ত কণ্ঠে বলল নেস্তেরেঙ্কো: "তোমার উপরে বিশ্বাস আছে আমার আর অন্য ছেলেদের উপরেও আছে। তাছাড়া আমি আমার নিজের উপরে যতটা ভরসা রাখি, ঠিক ততখানি ভরসাই রাখি আমি তোমার উপরে। এ কথাটা ভালো করে মনে করে রেখো সেমিয়ন দাভিদভ! জেলা কমিটিকে হেয় করতে দিও না, আর আমারও মাথাটা হেঁট হতে দিও না। কোনো ক্রমেই দিও না! আমরা, কমিউনিস্টরা একই বাহিনীর সৈনিকের মতো। এক মুহূর্তের জন্যেও আমরা পরস্পরের উপরে বিশ্বাস হারাতে পারি না! এ কথাটা তুমি খুব ভালো করেই জানো। সুতরাং এসব অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনা এখন বন্ধ থাক, জাহান্নামে যাক ওসব! ওসব আদৌ পছন্দ করিনা আমি, যদিও তা-ও করতে হয় সময় বিশেষে। কোনো বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে এ ধরনের তর্কাতর্কি করতে পারো কিন্তু তার পরে তারই ফলে মনে যে ব্যথা লাগল তার বেদনায় রাত্রে তোমার ঘুমই আসবে না···।"

হাতে হাত মিলিয়ে পরম আবেগে ঝাঁকুনি দিতে দিতে একান্ত দৃষ্টিতে দাভিদভ নেস্তেরেঙ্কোর মুখের দিকে তাকাল, পরক্ষণেই বিস্ময়ে চমকে উঠল। সেই হাসিখুশি গল্প বলা, মজলিশি সরল সহজ মানুষটি, হাসি ঠাট্টা আর কুস্তি লড়তে প্রস্তুত, যে বসে ছিল ওর পাশে, এ যেন আর সেই মানুষটি নয়, একজন ক্লান্ত প্রবীণ লোক। মনে হল নেস্তেরেঙ্কোর চোখ দুটো হঠাৎ যেন বার্ধক্যগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মুখের দুকশ ঘিরে জেগে উঠেছে গভীর বলি-রেখা। এমন কি তার ফোলা ফোলা দুটো গালের রক্তিম আভাটুকুও যেন মিলিয়ে গিয়ে হলদে হয়ে উঠেছে।

মাত্র কয়েক মিনিটের ভিতরেই নেস্তেরেঙ্কো যেন অন্য এক মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

"বেরিয়ে পড়ার সময় হয়েছে। অনেক বেশি সময় কাটিয়ে গেলাম," ভুঁইর টিবিটার উপর থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল নেস্তেরেঙ্কো।

"আপনার অসুখ করেনি তো?"—শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ। "হঠাৎ আপনাকে কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।"

"ঠিকই ধরেছ," প্রত্যুত্তরে হতাশাভরা কণ্ঠে বলল নেস্তেরেঙ্কো। "ম্যালেরিয়ার আক্রমণ শুরু হচ্ছে। বহুদিন আগে মধ্য এশিয়া থেকে এটিকে সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই ঐ আপদের হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছি না!"

"মধ্য এশিয়ায় কি করতে গিয়েছিলেন? যেতে হয়েছিল কেন সেখানে?"

"যদি ভেবে থাকো যে পীচ ফল কিনতে গিয়েছিলাম, তা নয়। 'বাসমাকি' দস্যুদলকে নির্মূল করলাম কিন্তু নিজের দেহের এই ম্যালেরিয়াকে আর নির্মূল করতে পারলাম না। ডাক্তাররা যথাসাধ্য করেছে। সুতরাং এখন আমি একে পছন্দ করতে পারি বা আঁকড়ে ধরতে পারি। কিন্তু সেটা হচ্ছে আলাদা কথা। সব শেষে আর একটা কথা বলে আমি আমাদের আলোচনার শেষ করতে চাই। প্রতি বিপ্লবীরা এ অঞ্চলটাকে ঘুলিয়ে তুলছে। স্তালিনগ্রাদ অঞ্চলের অবস্থাও ঠিক এমনি। একটা জিনিসের উপরে এখনো ওরা ভরসা করছে—অল্প বুদ্ধি মূর্খগুলোর উপরে। গান খানা বেঁধেছে কেমন? 'ওরা চায় আমাদের মেরে তাড়াতে, মেরে তাড়াতে চেষ্টা ওদের…"

"কিন্তু 'ওরা তো আর আমাদের ঘুমিয়ে থাকার অবস্থায় ধরে ফেলতে পারবে না, কেননা আমরা সজাগই থাকি'…"—বলল দাভিদভ।

"ঠিক আছে, তাই তো চাই। কিন্তু তবুও আমাদের খুঁজে দেখতে হবে।" চিন্তিত মুখে নেস্তেরেঙ্কো ভুরু চুলকাতে লাগল। ওর গলার ভিতর থেকে একটা নিদারুণ বিরক্তিসূচক আওয়াজ জেগে উঠল; "বুঝেছ, উপায় নেই। একটা দারুণ মূল্যবান জিনিস আমাকে হাতছাড়া করতে হচ্ছে…। এখন আমরা দুজনে বন্ধুত্বের গ্রন্থিতে আবদ্ধ, তুমি বরং উপহার হিসেবে এই ছোট্ট খেলনাটা নাও। জিনিসটা কাজে লাগতে পারে।

নাগুলনভের উপরে গুলি চলেছে। তুমিও একটু নজর রেখে চলো, নইলে শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা খুবই খারাপ হয়ে দাঁড়াতে পারে…।”

মেটে উজ্জ্বল রঙের একটা দুনম্বর ব্রাউনিং পিস্তল পকেটের ভিতর থেকে তুলে এনে দাভিদভের হাতের উপরে রাখল নেস্তেরেঙ্কো।

“আত্মরক্ষার দিক থেকে এই ছোট্ট জিনিসটি বোধ হয় মেকানিকের যন্ত্রপাতির চাইতে একটু বেশি সুবিধাজনক হবে, কি বলো!”

গভীর আবেগে নেস্তেরেঙ্কোর হাতখানা চেপে ধরল দাভিদভ তারপর বাষ্পরুদ্ধ গলায় বিড়বিড় করে বলে উঠল, “এমন কমরেড সুলভ…কী করে বলি…হাঁ, এমন বন্ধুজনোচিত আন্তরিকতার জন্যে ধন্যবাদ, কথাটা যথার্থ! আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাকে!”

“ওসব কথা বাদ দাও,” পরিহাসভরা কণ্ঠে বলল নেস্তেরেঙ্কো। কিন্তু সাবধান, হারিয়ে ফেলো না যেন। যতই বয়েস বাড়তে থাকে পুরানো সৈনিকেরা ততই ভুলো মন হয়ে ওঠে, জানো তো…।”

“যত কাল বেঁচে থাকবো একে হারাবো না আমি। যদি হারাই এটা দিয়েই আমি আমার মাথাটা গুড়িয়ে ফেলব।” ট্রাউজারের পিছনের পকেটে পিস্তলটা রেখে দিয়ে সুনিশ্চিত ভরসা দিল দাভিদভ।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার পিস্তলটাকে বের করে আনল। তারপর উদ্‌বেগভরা দৃষ্টিতে একবার পিস্তলটার দিকে পরে নেস্তেরেঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল: “ব্যাপারটা একটু বিশ্রী হয়ে দাঁড়াচ্ছে…অস্ত্র ছাড়া আপনার চলবে কী করে? দেখুন, এটা ফিরিয়ে নিন, এতে আমার দরকার নেই!”

আস্তে একটু ঠেলে দিয়ে ওর হাতটা সরিয়ে দিল নেস্তেরেঙ্কো।

“কিছু ভেবো না, আর একটা আছে আমার কাছে। ওটা বাড়তি। অন্যটা আমার খুবই আদরের বস্তু। ওটা উপহার হিসেবে পেয়েছিলাম আমি, আমার নামও খোদা আছে ওটার গায়ে। ভাবছ পাঁচ বছর সৈন্য বাহিনীতে থেকে অমনি অমনি লড়াই করছি?” চোখ মটকালো নেস্তেরেঙ্কো, একটু হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু ওর হাসিটা রুগ্ন, কষ্টক্লিষ্ট।

আবার কাঁপতে শুরু করল নেস্তেরেঙ্কো। কাঁপুনী বন্ধ করার জন্যে কাঁধ দুটো ঝাঁকাতে লাগল। মাঝের বিরতির সময়ে বলল:

“শালি তোমার দেয়া উপহার নিয়ে খুবই গর্ব করছিল কাল আমার

কাছে। ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমাকে চা আর চাকের মধু খেতে দিল। আমরা সাধারণভাবে জীবন নিয়ে এটা ওটা আলোচনা করছিলাম তারপর সে উঠে গিয়ে সিন্দুকের ভিতর থেকে তোমার দেয়া যন্ত্রপাতিগুলো বের করে আনল। 'আমার সারা জীবনে আমি মাত্র দুটো উপহার পেয়েছি : গিন্নীর কাছ থেকে এই তামাক রাখার থলিটা। তখনো সে ছিল কুমারী আর এই তরুণ কামার ছোঁড়ার উপরে তখন সে নজর দিচ্ছিল, মানে আমার উপরে। আর নেহাই-এ ভালো কাজ করার জন্যে দাভিদভ নিজে আমাকে এই যন্ত্রপাতিগুলো উপহার দিয়েছে। আমার এই সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে মাত্র এই দুটো উপহার! তাই যদিও সিন্দুকের ভিতরে থাকে তবুও আমি এই উপহার দুটোকে আমার বুকের কাছে রেখে দেই! হাঁ ভারি চমৎকার বুড়ো লোকটি! শ্রমভরা সুন্দর জীবন যাপন করে এসেছে। আর ঐ লোকে যেমন বলে, তার বিশাল দুটো হাত দিয়ে বুড়ো কর্মকারটি যা এতো কাল ধরে করে আসছে ভগবান যেন প্রত্যেক মানুষকে তেমনি করার ক্ষমতা দেন। সুতরাং দেখলে তো আমার উপহারের তুলনায় তোমার উপহারের মূল্য কতো বেশি।"

দ্রুত পায়ে দুজনে কৃষাণ দলের ওয়াগনের সামনে ফিরে এল। নেস্তেরেঙ্কোর সর্বাঙ্গ কাঁপছে থরথর করে।

পশ্চিম আকাশ থেকে আবার বৃষ্টি নেমে আসছে। খারাপ আবহাওয়ার অগ্রদূত ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ নিচু হয়ে নেমে আসছে স্তেপভূমির উপরে। কচি ঘাস আর কালো মাটির বুক থেকে জেগে উঠছে একটা সোঁদা গন্ধ। মেঘের ভিতর থেকে মুহূর্তের জন্যে মুখ বাড়িয়ে সূর্য আবার লুকিয়ে পড়েছে মেঘের আড়ালে। আর এখন ডানায় তাজা বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে দুটো স্তেপের ঈগল ক্রমেই উপরের দিকে, কোন এক অজানা লোকে, উড়ে চলেছে! বর্ষণকে স্বাগত জানাতে নীরবতা নরম কম্বলের মতো সমগ্র স্তেপভূমিকে ঢেকে ফেলেছে। কেবল মাত্র বিরামহীন দীর্ঘ বর্ষণের ভবিষ্যৎ বাণী ঘোষণা করে সুসলিকগুলো উদ্‌বেগভরা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শিস দিয়ে চলেছে।

"ওয়াগনের ভিতরে গিয়ে একটু শুয়ে পড়ুন, পরে যাবেনখন। বৃষ্টিতে ধরে ফেললে ভিজে জ্যাবজেবে হয়ে যাবেন, মাসখানেকের মতো বিছানায় পড়ে থাকতে হবে তখন,"—বার বার করে বলতে লাগল দাভিদভ।

কিন্তু নেস্তেরেঙ্কো ওর প্রস্তাবটা সরাসরি বাতিল করে দিল। "অসম্ভব। তিনটের সময়ে আমার একটা মিটিং আছে। বৃষ্টি কিছুতেই আমার নাগাল ধরতে পারবে না। খুব ভালো ঘোড়া আছে আমার।"

যখন লাগাম খুলছিল আর জিনের ফিতা কষছিল তখন ওর হাত দুটো কাঁপছিল বুড়ো মানুষের মতো।

দ্রুত দাভিদভের সঙ্গে কোলাকুলি করে নিয়ে অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে তার অস্থির অধৈর্যে উন্মুখ ঘোড়াটার উপরে লাফিয়ে উঠে বসে চিৎকার করে বলল: "পথে চলতে চলতেই গরম হয়ে নেবো!" পরক্ষণেই জোর কদমে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘোড়ার পায়ের অস্পষ্ট শব্দে বারকোষের ভিতরের খানির দেয়া নেচির মতো ওয়াগনের ভিতর থেকে দুম দুম করে বেরিয়ে এসে হতাশায় হাত চাপড়াতে লাগল দার‍্যা কুপ্রিয়ানোভনা:

"চলে গেলেন? সকালের খাবার একটু মুখেও দিয়ে গেলেন না যে! আঃ গেলেন কেমন করে?"

"অসুখ করেছে", সম্পাদকের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে বলল দাভিদভ।

"ওঃ! কী বেকুব আমি!" কাৎরে উঠল দার‍্যা কুপ্রিয়ানোভনা। "এমন দয়ামায়াওয়ালা ভালো মানুষটা, আর আমি কিনা কিছু একটু ওঁকে দিলাম না মুখে দিতে! দেখে মনে হয় উনি একজন অফিসের লোক, কিন্তু যখন তুমি নাক ডাকাচ্ছিলে সভাপতি, উনি বসে বসে আলুর খোসা ছাড়াতে এতটুকুও নাক কোঁচকাননি। আমাদের কশাকদের মতো নন, তাঁরা ওঁর পায়ের যুগ্যিও নয়। অঢেল সাহায্য পাবে তুমি আমাদের লোকদের কাছে। কম্মের মধ্যে পারে তারা শুয়োরের মতো পেট পুরে গিলতে, আর নিজেদের গুণ ব্যাখ্যান করতে কিন্তু রাঁধুনী বেটিকে একটু সাহায্য করো—তার বেলা অষ্টরম্ভা! আর কী সুন্দরভাবেই না কথা বললেন আমার সঙ্গে! অমন মিষ্টি করে মন মাতানো কথা বলা অনেক কাল কেউ কল্পনাই করতে পার না!" গর্বভরে ঠোঁট কুঁচকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলে চলেছে দার‍্যা কুপ্রিয়ানোভনা, আর আড়ে আড়ে দাভিদভের মুখের দিকে তাকিয়ে যাচাই করে দেখছে তার বলার প্রতিক্রিয়া।

ওর কথা আদৌ শুনছিল না দাভিদভ। ভাবছিল খানিক আগে নেস্তেরেঙ্কোর সঙ্গে ওর আলোচনার কথা। কিন্তু একবার কথা শুরু করলে দারয়ার পক্ষে থামা মুস্কিল। সে বলেই চলেছে : "চমৎকার লোক কিন্তু তুমি দাভিদভ, সেটা না বলে পারছি না আমি, মহামারী হোক তোমার! অন্ততঃ বলতে তো পারতে তুমি যে উনি চলে যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে দেখা হল না! কী দুঃখের কথা! বোধ হয় ভাবলেন, ওকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই রাঁধুনী মাগী ওয়াগনের ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে বসে আছে। কিন্তু প্রথম থেকেই আমার প্রাণটা যে ওঁর দিকে পড়ে রয়েছে।"

চুপ করে রয়েছে দাভিদভ আর দারয়া কুপ্রিয়ানোভনা বিনা বাধায় অনর্গল তার মনোভাব ব্যক্ত করে চলেছে :

"দেখো দেখো কিভাবে বসে আছে ঘোড়ার উপরে। লোকটা যেন ঘোড়ার পিঠেই জন্মেছে, ঘোড়ার পিঠেই বড়ো হয়েছে! একটু দুলছে না পর্যন্ত, জোয়ান ঈগল পাখিটি আমার! কশাকের মতো কশাক যদি থেকে থাকে তো ঐ একটি, আর ঠিক সেকালের ধরনধারণের!" অপস্য়মান ঘোড়-সওয়ারের দিকে অচঞ্চল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ভাবোচ্ছ্বাসে বক বক করে বকে চলেছে দারয়া কুপ্রিয়ানোভনা।

"উনি কশাক নন, উক্রেনের লোক," অন্যমনস্কভাবে বলল দাভিদভ তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। নেস্তেরেঙ্কো চলে যাওয়ায় এতক্ষণে ওর অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু শুনেই বারুদের মতো জ্বলে উঠল দারয়া কুপ্রিয়ানোভনা।

"ও সব গালগল্প মেরো গিয়ে ঠাকুরমার কাছে, আমার কাছে নয়! আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে, উনি একজন খাঁটি কশাক! চোখে কি কাদা লিপে রেখেছ? ওঁর ঘোড়ায় চড়ার ধরন দেখে এক মাইল দূর থেকেও বলা যায় যে উনি কশাক আর কাছে থেকে ওর চেহারা, চটপটে ভাব দেখেও বোঝা যায়; তাছাড়া মেয়েদের সঙ্গে ওর আচার ব্যবহার থেকেও বুঝতে পারবে যে উনি খাঁটি কশাক। কোনো মিনমিনে ভীরু জাতের নন!" বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণভাবেই শেষ কথাটা জুড়ে দিল দারয়া।

"ঠিক আছে, তুমি তোমার মতো করেই বুঝে নাও! যদি কশাক হয়ে থাকেন তো কশাক, তাতে কিছুই যায় আসে না আমার।" দাভিদভ ওর কথায় সায় দিল। "কিন্তু লোকটা কী চমৎকার, তাই না? তোমাকে কি

রকম মজিয়ে ফেলেছে? আমার ঘুম ভাঙানোর আগে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে কথাবার্তা বলেছ তোমরা, তাই না?”

এবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার পালা রাঁধুনীর। ওর বিশাল বুকের গভীর থেকে এমন ভীষণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল যে গায়ের ব্লাউজটা বগলের নিচে জোড়ার কাছ দিয়ে ফেঁসে গেল।

“অদ্ভুত অপূর্ব লোক উনি!” প্রবল আবেগে ধীরে ধীরে বলল দায়্যা তারপর অকারণেই হাঁড়ি কড়া খুন্তি নিয়ে ভীষণভাবে নাড়াচাড়া করতে আরম্ভ করল—এটা সরাচ্ছে, ওটা ছুঁড়ে দিচ্ছে অনির্দিষ্টভাবে টেবিলের উপরে।

নয়

সহজ সচ্ছন্দ গতিতে লম্বা পা ফেলে হেঁটে চলেছে দাভিদভ। চড়াইয়ের মাথার উপর উঠে এসে একটু পেছন ফিরে তাকাল তাঁবুটার দিকে। দিনের ভিতরে এই সময় তাঁবুটা থাকে জনমানবহীন। তারপর তাকাল সামনের উতরাইয়ের উপর দিয়ে প্রায় দিগন্ত-প্রসারী চষা ক্ষেতটার দিকে। যে যা-ই বলুক না কেন, গত কয়েক দিন ধরে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছে দাভিদভ আর তাতে ওর বলদ-চালিকা ভার্য়া বা কন্দ্রাতের বলদ জোড়া অত্যধিক খাটুনীর জন্যে আদৌ ক্ষুণ্ণ হয়নি ওর উপরে···শরৎ কালে আবার ও এই বিস্তীর্ণ মাঠটার দিকে তাকাবে। হয়ত শীতের গমের সবুজ ঝোপে ভরে উঠবে মাঠের বুক। ভোরের পড়ন্ত তুষার রুপোলী ছোঁয়ায় হালকা স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যাবে। আর দুপুরে নিচে নেমে আসা সূর্য যখন হালকা নীল দ্যুতি বিকিরণ করে ঢেলে দেবে উষ্ণতার আমেজ, ঘন বর্ষণের পরে জেগে ওঠা রামধনুর বর্ণ সমারোহে গমের চারাগুলো উঠবে ঝলমল করে, যেমন করে প্রত্যেকটি বৃষ্টির ফোঁটা শরতের ঠাণ্ডা আকাশের বুকে, পালক বিছানো সফেন সাদা মেঘের আর বিলীয়মান রোদের আলোয় প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

দূর থেকে স্তেপের সবুজ বনানী ঘেরা কর্ষিত মাঠটাকে যেন একখণ্ড বিরাট বিসারিত কালো ভেলভেটের মতো দেখায়। কেবল মাত্র উত্তর

দকের ঢালুর কিনারায় যেখানে দো-আঁস সার-মাটি বিছানো রয়েছে সেখানটা মনে হয় যেন লালচে বাদামী রঙের খসখসে ঝালরের মতো। লাঙলের ফালের মুখে কর্ষিত মাটির চাকাগুলো সীতার দুপাশে হালকা ঔজ্জ্বল্যে চক চক করছে। উপরে দাঁড়কাকগুলো উড়ছে চক্রাকারে, আরো দূরে কালো কর্ষিত মাটির বুকে নিঃসঙ্গ এক ফোঁটা বরফের মতো হালকা নীল রঙের একটা বিন্দু দেখা যায়। কাজের সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে কাজ ছেড়ে ভারয়া থাবলামোভা মাথা নিচু করে তাঁবুর দিকে হেঁটে চলেছে। আর কন্দ্রাত ম্যাইদানিকভ একটা সীতার মাঝখানে স্থির হয়ে বসে ধূমপান করে চলেছে। ড্রাইভার, কি-ইবা করার আছে ওর, তাছাড়া যখন ওর বলদ দুটো ছেঁকে ধরা ডাশ মাছির তাড়নায় অশান্ত হয়ে উঠে ওর নাগালের বাইরে চলে গেছে?

চড়াইয়ের মাথায় দাভিদভকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ভারয়াও দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর মাথার উপর থেকে রুমালটা খুলে এনে আস্তে আস্তে নাড়তে লাগল। ওর ঐ নীরব ভীরু আবেদনে হেসে ফেলল দাভিদভ। প্রত্যুত্তরে টুপিটা নেড়ে আর পিছন ফিরে না তাকিয়ে হেঁটে চলল।

স্বেচ্ছায় রাজী থাকা ক্ষুদে বেহায়া ছুঁড়ি। মোটামুটি, খুবই ভালো মেয়ে কিন্তু নষ্ট আর একগুঁয়ে, কথাটা যথার্থ! চলতে চলতে ভাবছে দাভিদভ। কিন্তু এমন কোনো মেয়ে আছে কি যে নষ্ট নয়? ওর মতো এই ধরনের খুশি-উচ্ছল চোখ নেই এমন কোনো মেয়ে চোখে পড়েছে কি তোমার? অবশ্য তারা কেউই আমার পথ আটকে এসে দাঁড়ায় নি, এমন কি স্বপ্নেও না……। যেই মাত্র সুন্দর চেহারার ছুঁড়িরা যোলয় বা সতেরোয় পা দেয়, ব্যস্, হয়ে গেল তাদের। নিজেকে পুতুল বানিয়ে তোলে, যতটা সুন্দরী তার চাইতেও নিজেকে সুন্দরী করে তোলার চেষ্টা করে। আমাদের পুরুষদের উপরে তাদের প্রভাব যাচাই করতে চেষ্টা করে, আর এ কথাটা যথার্থ! তাছাড়া এখন কিনা এই হতভাগী ক্ষুঁদে ভারয়া আমাকে বাঁধবার চেষ্টা করছে। ও কি ধাতে তৈরি সেটা জাহির করছে আমাদের কাছে। কিন্তু তাতে ওর কোনো লাভ হবে না। আমরা বালটিক নৌবহরের লোকেরা এ-সব ব্যাপারে পুরানো ঘুঘু। কিন্তু কেন মেয়েটা তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছে? ও হাঁটছে এলো মেলো ভাবে। সুতরাং কন্দ্রাত যে পাঠিয়েছে ওকে তাও হতে পারে না। হয়ত নিজে থেকেই ওর নিজের কোনো নিরর্থক কারণেই

ফেটে পড়ছে। আমি দল ছেড়ে চলে যাচ্ছি সেই জন্যেই কি? বেশ, যদি তা-ই কারণ হয়ে থাকে তবে সেটা নিদারুণ লজ্জার কথা, তাছাড়া শ্রম-শৃঙ্খলার দিক থেকেও অমার্জনীয় লঙ্ঘন! যদি সত্যি কোন ভালো কারণ থেকে থাকে তবে ওর যেখানে খুশি যাবার অধিকার আছে! কিন্তু যদি সেটা তার নিছক নিজস্ব কোনো খেয়ালীপনা থেকে হয়ে থাকে তবে আগামী টিমের সভায় ওকে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তাছাড়া ওর যৌবন বা সৌন্দর্যের জন্য এতটুকুও সুবিধা দেওয়া হবে না। চাষ করাটা রবিবারের মজা করা নয়। ঠিক ভাবে কাজ করতে হবে ওকে।

এই মুহূর্তে ওর মনের ভিতরে একটা মিশ্রিত ভাবাবেগের দ্বন্দ্ব চলেছে! একদিকে অন্যায় সুযোগ নেয়ার জন্যে ভার্‌য়্যার উপরে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, অন্য দিকে ওর পৌরুষের অহঙ্কার খুশি হয়ে উঠছে এই ভেবে যে ওর-ই জন্যে মেয়েটা সাময়িক ভাবে কাজ ছেড়ে চলে গেছে।

ওর মনে পড়ে গেল, কেমন করে ওর একজন লেনিনগ্রাদ-এর বন্ধু, সে-ও অবশ্য ভূতপূর্ব-নাকি, যখনই কোনো মেয়ের দিকে আকৃষ্ট হত, ওকে একান্তে ডেকে নিয়ে খুব গম্ভীর হওয়ার চেষ্টায় ষড়যন্ত্রকারীর মতো কানে কানে ফিসফিস করে বলত: "সেমিয়ন, আমি শত্রুটার খুবই কাছে এগোচ্ছি। যদি বিপদে পড়ি পাশে থেকে আমাকে মদত দিও। আর যদি হেরে যাই, লক্ষ্মী ছেলের মতো আমার পিছে হটে আসার লজ্জাটা ঢেকে রেখো।" বহুকাল আগের এ-সব অতীত স্মৃতি মনে পড়ে মৃদু হাসল দাভিদভ। না, ভার্‌য়্যার মতো "শত্রুর" মুখোমুখী হয়ে আমার কাজ নেই। বয়েসটা ওর খুবই কাঁচা, ও হচ্ছে অন্য কারুর জন্যে...। যেই মাত্র ওর দিকে এক পা এগোবো অমনি যৌথ জোতের লোকেরা ভাবতে শুরু করবে যে আমি একটা সাংঘাতিক রকমের নারী-হৃদয়-জয়কারী। কিন্তু লুশকার সঙ্গেই যখন এঁটে উঠতে পারছি না তখন নারী হৃদয়-জয়কারী হলাম কি করে? না ঐ কচি মেয়েটার জন্যে চাই গভীর ভালোবাসা, কিন্তু ওকে নিয়ে ফষ্টি নষ্টি করতে আমার বিবেকে বাধে। ভোরের প্রথম আলোর মতোই মেয়েটা পবিত্র আর যখন আমার দিকে তাকায় চোখ দুটি এত স্বচ্ছ আবিলতামুক্ত...। সুতরাং, আমি যদি সঠিক ভাবে ভালো বাসতে না শিখে থাকি, এ দিকটা যদি এখনো আমার কাছে দুর্বোধ্যই থেকে থাকে তাহলে মেয়েটার মাথা মিছামিছি ঘুরিয়ে দিয়ে লাভ নেই। এখন

নোঙরের শেকল কাটার সময় এসেছে তোমার, বুঝলে হে নাবিক দাভিদভ, আর খুব জলদি জলদিই সেটা করে ফেল! মনে হয় ভবিষ্যতে ওর থেকে দূরে থাকাই আমার পক্ষে ভালো। হাঁ, ওকে আস্তে বুঝিয়ে বলব, তাহলেই ও বুঝতে পারবে আর দূরে সরে যাবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত করল দাভিদভ। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

গ্রিমিয়াকি লগ-এ ওর জীবন, যেটা তেমন সুবিন্যস্ত ও সুখকর নয়, আর জেলা কমিটির নতুন সম্পাদক যে কাজের ভার ওর উপর ন্যস্ত করে গেছেন সে-সব কথা ভাবতে ভাবতে আবার ওর মনে জেগে উঠল লুশকার কথা। কাউকে আঘাত না করে কেমন করে আমি ঐ নাবিকের গ্রন্থি খুলে ফেলব? মনে হচ্ছে মাকারই ঠিক: 'যখন নখ বা দাঁত দিয়ে কোনো গেরো খুলতে পারছ না তখন সেটাকে কেটে ফেলে দাও! কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব! চির-দিনের মতো ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি খুবই কষ্টকর আমার পক্ষে। কিন্তু তা-ইবা কেন? কেন মাকারের পক্ষে সহজ হবে আর আমার পক্ষে কঠিন হবে? এটা তো হতে পারে না যে আমার তেমন চরিত্র বল নেই? কোনো দিন এ কথা মনে হয় নি আমার। হয়ত মাকারের পক্ষেও তেমন সহজ হচ্ছে না, শুধু সে প্রকাশ করে না? হাঁ, মাকার তার মনোভাব চেপে রাখার ব্যবস্থা করতে পেরেছে, কিন্তু জানি না কেন আমি পারছি না সেটা। সেটাই হল কথা!'

নিজের অজ্ঞাতেই বহু দূর চলে এসেছে দাভিদভ। রাস্তা ছেড়ে একটা ঝোপের পাশে ছায়ায় শুয়ে পড়ল একটু বিশ্রাম ও ধূমপান করার জন্যে। বহুক্ষণ পর্যন্ত মনে মনে হিসেব করতে লাগল কে নাগুলনভকে গুলি করতে পারে। কিন্তু সমস্ত অনুমানই নিদারুণ বিরক্তির সঙ্গে বাতিল করে দিল। এমন কি এই গুলি ছোঁড়ার ঘটনা যদি নাও ঘটত কখনো তবুও এ কথা সবাই-ই জানে যে কুলাক বিতাড়নের পরে এখনো কিছু কিছু বদমায়েশ রয়ে গেছে। মাকারের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তাহলেই জানতে পারব এটা কেমন করে ঘটল। তখন হয়ত একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে। মিছামিছি মাথা খুঁড়ে মরে লাভ নেই। দাভিদভ ভাবল মনে মনে।

পথের দূরত্ব কমাবার জন্যে রাস্তা ছেড়ে সোজা পোড়ো জমির উপর দিয়ে পা চালিয়ে দিল। কিন্তু আধ কিলোমিটার পথ যেতে না যেতেই ওর

হঠাৎ মনে হল যেন এক অদৃশ্য সীমারেখা অতিক্রম করে এসে সম্পূর্ণ আলাদা, স্বতন্ত্র এক জগতে প্রবেশ করেছে। গোচারণের সবুজ ঘাস আর ওর পায়ে পায়ে মর্মর ধ্বনি তুলছে না। ফুলের উজ্জ্বল সমারোহও নিশ্চিহ্ন। মদির গন্ধে নেশা ধরানো পুষ্পিত লতা-গুল্মের প্রাচুর্য অদৃশ্য হয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়। আর ওর চোখের সামনে জেগে উঠেছে স্তেপের দিগন্ত-বিশারী ধূসর উষর মাটি।

এই পতিত জমি এমনই বিষণ্ণ, নিরানন্দ, মনে হয় যেন মাত্র কয়েক দিন আগে ওর বুকখানা আগুনে ঝলসে গেছে। দেখতে দেখতে দাভিদভের মনে দারুণ অস্বস্তি জেগে উঠল। আশপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারল দাভিদভ যে সে এসে পৌঁছেচে লোন রেভাইন-এর মাথার উপরের এক বিস্তীর্ণ পতিত জমির উপরে যার সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সভায় একদিন অস্ত্রোভনভ বলেছিল : "ককেশাসে প্রভুর হয়ত কোনো উদ্দেশ্য ছিল এই সব পাহাড় আর টিলাভরা বন্ধুর মাঠ সৃষ্টি করার যাতে করে পায়ে হেঁটে বা গাড়িতে চড়ে কেউ কোথাও যেতে না পারে। কিন্তু আমাদের এই গ্রিমিয়াকি কশাকদেরই বা কেন তিনি বেছে নিলেন, সেটা কিছুতেই আমার মাথায় আসে না। এদিকে ওদিকে ছড়ানো বিছানো হাজারের মধ্যে অর্ধেক ভালো জমির মাটি নোনা। মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত ও জমিতে কেউ চাষ-আবাদ করতে পারবে না। বসন্তকালে কিছুটা ঘাস জন্মায় বটে, কিন্তু তা-ও বেশি দিন থাকে না। তারপর ফের বসন্ত কাল আসা পর্যন্ত ঐ পোড়া জমির দিকে ফিরে তাকাবারও প্রয়োজন পড়ে না। কেবল মাত্র গাঁয়ের ভ্যাড়া-গুলোর দিন পনেরোর মতো ঘাস হয়। তারপর কাগজেকলমে জমিগুলো আমাদের থাকলে পরেও আসলে সাপ টিকটিকিরই দখলে চলে যায়।"

চলার গতি কমিয়ে দিল দাভিদভ। বিরাট জমাট বাঁধা নুনের চাঙরভরা খাদের পাশ ঘুরে, গোরু আর ভ্যাড়ারা খসখসে জিভের লেহনে চকচকে পালিশ হয়ে ওঠা ক্ষুরের গভীর গর্তগুলি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এগিয়ে চলেছে। ঐ গর্তগুলির ভিতরে জমে ওঠা নোনা মাটি রঙবেরঙের ছাপওয়ালা ধূসর মার্বেল পাথরের মতো দেখাচ্ছে।

এই বিষণ্ণ ভূমি প্রায় পাঁচ কিলোমিটার বিস্তৃত। ভিজা (গালি) পয়ঃপ্রনালী। ঈষৎ ধূসর আভাময় সাদা কাশ ফুলের পালক বিছানো ঘাসের ছোপ আর শুকনো চিড়খাওয়া নুনের গর্তগুলি, মনে হয় যেন দুপুরের তপ্ত

বাতাসে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বয়ে চলেছে। কিন্তু এখানেও, এই ঊষর মাটির বুকের উপরেও রয়েছে জীবনের চিহ্ন যা নিভিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। লাল লাল পাখাওয়ালা ফড়িংগুলো লাফিয়ে উঠছে দাভিদভের পায়ের তলা থেকে। মাটির মতো ধূসর রঙের টিকটিকিরা নিঃশব্দে দূরে চলে যাচ্ছে। সাসলিকগুলো পরস্পরকে হুঁসিয়ার করে শিস দিয়ে বার্তা বিনিময় করছে। একটা বনঘুঘু নিচু হয়ে স্তেপের উপরে উড়তে উড়তে মনে হল যেন ঘাসের ভিতরে মিলিয়ে গেল। কিন্তু প্রত্যয়ভরা ভরত পাখি ওকে প্রায় হাতে ছোঁয়া ব্যবধানে কাছে আসতে দিয়ে একান্ত অনিচ্ছায় উড়ে গেল, তারপর ক্রমেই উপরের দিকে উঠতে উঠতে আকাশের দুধ-সাদা নীল কুয়াশার ভিতরে মিলিয়ে গেল। আর সেখান থেকে ওদের কাঁপা কাঁপা গলার অবিশ্রাম গেয়ে চলা গান আরো মধুর হয়ে ঝরে পড়ে কানদুটোকে ঢেকে দিতে লাগল।

প্রথম বসন্তে বরফের বুকে যখন প্রথম কাদামাটির আবির্ভাব হতে শুরু করে ভরত পাখিরা উড়ে আসে এই জমিতে। এখানকার সমস্ত বিষণ্ণতা সত্ত্বেও মনে হয় যেন কী এক দারুণ আকর্ষণ রয়েছে ওদের কাছে। বিগত বছরের শুকনো ঘাসে ওরা বাসা বুনবে, ডিম ফোটাবে আর শরতের শেষ পর্যন্ত স্তেপভূমি ওদের সেই অকপট সরল গানে মুখরিত করে রাখবে যে গান শিশুকাল থেকে মানুষের কাছে পরম প্রিয়। একটা ঘোড়ার ক্ষুরের বাটির মতো গর্তের ভিতরে ওদের এমনি নিপুণভাবে একটা বাসা প্রায় মাড়িয়ে দিয়েছিল দাভিদভ। আঁৎকে উঠে পা সরিয়ে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল। বাসাটার আশে পাশে বৃষ্টির জলে আটকে যাওয়া ছোট ছোট পালক আর ডিমের খোলার ভাঙা ছোট ছোট টুকরো।

মা বোধ হয় বাচ্চাগুলোকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেছে, ভাবল দাভিদভ। ভরত পাখির বাচ্চাগুলো দেখতে কেমন? যখন ছোট ছিলাম কি জানি কিছুই মনে নেই। ব্যথার মতো একটু হাসল দাভিদভ। ছোট ছোট পাখিগুলো পর্যন্ত বাসা বাঁধে, নিজেদের সন্তানসন্ততি পরিবার পেলে পুষে তোলে আর আমি আজ প্রায় চল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত অবিবাহিত থেকে পা দাপড়ে ফিরছি। এখনো জানি না কোনো দিন আমি আমার নিজের একটি ছোট্ট সন্তানের মুখ দেখতে পাবো কি না…শেষটায় বুড়ো বয়সেই কি বিয়ে করতে হবে আমাকে?

নিজেকে দার্য়্যা কুপ্রিয়ানোভনার মতো মোটাসোটা একটা বৌ আর নানা বয়সের এক পাল ছেলেপুলে নিয়ে জমজমাট ঘোর সংসারী কল্পনা করে নিয়ে হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল দাভিদভ। আঞ্চলিক শহরের ফটোগ্রাফারের দোকানের শো-কেসে প্রায়ই এমনি ধরনের ফটো দেখেছে সে। সঙ্গে সঙ্গে ওর হঠাৎ জেগে ওঠা বিয়ের কল্পনাটা এমন অসম্ভব অদ্ভুত আর নির্বোধ মনে হল যে লজ্জায় হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে লম্বা লম্বা পা ফেলে মনের আনন্দে গাঁয়ের দিকে চলতে শুরু করল।

বাড়ি না গিয়ে দাভিদভ সোজা যৌথ জোতের ব্যবস্থাপনার অফিসের দিকে চলতে লাগল। ঘটনাটা সম্পর্কে নাগুলনভকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে মনে মনে।

লম্বা লম্বা ঘাস গজানো ব্যবস্থাপনা অফিসের হাতাটা জনশূণ্য। কেবল মাত্র আশপাশের বাড়ির কয়েকটা মুরগী আস্তাবলটার কাছের গোবরের স্তূপের ভিতরে অলস মন্থরতায় আঁচড়ে ফিরছে। শষ্যাগারের পাশে হেলে পড়া ছাউনিটার ভিতরে ছাগল ত্রোফিজ-এর অনড় দেহটা বার্ধক্যের গভীর চিন্তায় স্থির নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। দাভিদভকে দেখতে পেয়ে ছাগলটার ভিতরে যেন প্রাণ সঞ্চার হল। আক্রমণাত্মকভাবে দাড়ি নেড়ে নেড়ে মাটি আঁচড়াতে আরম্ভ করল তারপর লাফাতে লাফাতে দ্রুত ছুটে অনধিকার প্রবেশকারীকে বাধা দিতে এগিয়ে এল। উঠোনের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসে মাথা নিচু করে তুলির মতো কাঠি কাঠি লেজটা নাড়তে নাড়তে দ্রুত ছুটে এল। ওর উদ্দেশ্যটা এত স্পষ্ট যে দাভিদভ একটু হেসে থমকে দাঁড়ালো তারপর তার ঐ দাড়িওলা আহ্বানকারীর আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠল।

"বটে, এমনি করেই যৌথ জোতের সভাপতিকে তুমি অভ্যর্থনা করছ? এক্ষুনি আমি তোকে না একটা ফুটবল বানিয়ে দিয়েছি তো কি বললাম, বুড়ো শয়তান কোথাকার!" হেসে বলে উঠে দাভিদভ ছাগলটার একটা বাঁকানো শিং ধরে ফেলল। "ব্যাটা শূকারের দোস্ত, কুঁড়ের বাদশা, চল এবার অফিস ঘরে, তোকে শাস্তি পেতে হবে!"

ত্রোফিম সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে দাভিদভের পিছন পিছন চলতে শুরু করল। মাঝে মাঝে শুধু মাথাটা নেড়ে শিংটা ছাড়িয়ে নেবার মৃদু চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বারান্দার প্রথম সিঁড়িটার উপরে উঠেই চার পা

দাপাতে দাপাতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে গেল তারপর দাভিদভ যখন আর টানাটানি না করে ছেড়ে দিল তখন একান্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে ওর কাছে এগিয়ে এসে পকেটে নাক ঘসতে ঘসতে কালো ঠোঁট দুটো দিয়ে একটা অদ্ভুত মজার ভঙ্গি করল।

ওর মাথাটা হাত দিয়ে নেড়ে দিল দাভিদভ তারপর কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব বোধগম্য করার চেষ্টা করে ছাগলটার উদ্দেশ্যে ভর্ৎসনা করতে লাগল :

"এখন বুঝে দেখ ত্রোফিম! তুই বুড়ো মানুষ, বুঝলি, বলতে গেলে আমাদের একজন পেন্সনভোগী। কিন্তু এখনো তুই তোর চালাকি ছাড়বি না! যাকে দেখিস তার সঙ্গেই লড়তে যাস। আর যখন এঁটে উঠতে পারিস না তখন রুটি ভিক্ষে চাস। তোকে আমি একটা মানুষই মনে করি না, সত্যি বলছি আদৌই মনে করি না! এখন বল দেখি কিসের গন্ধ পেলি ওখানটায়?"

পকেটে তামাকের থলে আর দেশলাইয়ের বাক্সের তলায় বহুদিনের পড়ে থাকা শুকনো একটুকরা রুটি খুঁজে পেল দাভিদভ। রুটিটার গায়ে লাগা শুকনো তামাকের গুঁড়ো সযত্নে ঝেড়ে ফেলে ছাগলটাকে দেয়ার আগে কেন যেন নিজে একবার শুঁকে নিল। ছাগলটা তোষামোদের ভঙ্গিতে মাথাটা একপাশে কাত করে পুরাকালে বনদেবতার মতো প্রাচীন চোখ মেলে দাভিদভের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু ঐ নিতান্ত তুচ্ছ পদার্থটা ওর মুখের সামনে ধরতেই কোনো রকমে অনিচ্ছা সত্ত্বে একটু গন্ধ শুকেই ঘৃণায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে আত্মসম্ভ্রমভরা ভারিক্কি পায়ে বারান্দা থেকে নেমে গেল।

"তোর তো বেশি খিধে থাকতে পারে না," চাপা আক্রোশে বলে উঠল দাভিদভ। "জীবনে কোনো দিনই তো তুই সেনাবাহিনীতে ছিলি না, ঘেয়ো শয়তান! থাকতিস যদি তো এটা খেতে পেলে বর্তে যেতিস। তামাকের গন্ধ আসছে, তাই না! কী হয়েছে তাতে? তোর শিরায় শিরায় প্রচুর নীল রক্ত আছে, ব্যাটা বুড়ো শয়তানের হাঁড়ি। বড্ড বাছবিচার হয়েছে তোর, কথাটা খুবই যথার্থ!"

শুকনো রুটির টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দাভিদভ, তারপর ঠাণ্ডা প্যাসেজের ভিতরে গিয়ে লোহার কলসীটার ভিতর থেকে একমগ জল ঢেলে নিয়ে নিদারুণ তৃষ্ণায় ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল। এই মুহূর্তে বুঝতে পারল পথশ্রমে আর গরমে কী ক্লান্তই না ও হয়ে পড়েছে।

রাজমিয়োৎনভ আর যৌথ জোতের হিসেবরক্ষক কেরাণীটি ছাড়া অফিসে আর কেউ নেই। দাভিদভকে দেখে রাজমিয়োৎনভের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

"ফিরে এলে পুরানো নাবিক? যাক বাবা, আমার কাঁধের বোঝা নামল। যৌথ জোতের ব্যবস্থাপনা একটা মাথার ব্যারাম বিশেষ। এ জিনিস কারোর ঘাড়ে চাপুক তা আমি চাই না। এই হাফরের কয়লা নেই, এই জলের পাম্পটা ভাঙা। আগে এটা পরে সেটা···এ কাজ আমার পক্ষে পাগলা হয়ে যাবার সামিল! আর একটা হপ্তা যদি আমাকে এখানে বসতে হত আমি এমন হাত পা ছোঁড়া শুরু করে দিতাম যে সেটা একটা দেখার মতো জিনিস হত।"

"মাকার কেমন আছে?"

"বেঁচে আছে।"

"তা আমিও জানি। কিন্তু ওর শেল-শক-এর অবস্থা এখন কেমন?"

ভুরু কোঁচকাল রাজমিয়োৎনভ। "শোনো কথা, গুলি থেকে শেল-শক হবে কেমন করে? ছ-পাউণ্ডের গোলা দিয়ে তো আর ওর উপরে কামান দাগেনি ওরা, তাতো জানো। মাথাটা একটু নাড়ল চাড়ল, ছড়ে যাওয়া জায়গাটায় খানিকটা ভদকা লেপে দিল তারপর বোতলে বাকি যেটা পড়ে ছিল সেটা খেয়ে নিল, আর তারপরই ব্যস!"

"সে এখন কোথায়?"

"নিজের দলের সঙ্গে চলে গেছে।"

"কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল কেমন করে?"

"খুবই সোজা। রাত্রে খোলা জানালার সামনে বসেছিল মাকার। সঙ্গে ছিল আমাদের নতুন পণ্ডিত ঠাকুর্দা শচুকার, টেবিলের উলটো দিকে বসে। আর কে যেন তখন রাইফেলের নিশানা করল ওর উপরে। কে যে করেছে তা শুধু রাতের অন্ধকারই জানে। কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট। যে লোকটা রাইফেল চালিয়ে ছিল সেটা নিতান্তই বেকুব।"

"সেটা স্পষ্ট কি করে হল?"

বিস্ময়ে ভুরু জোড়া কপালে উঠে পড়ল রাজমিয়োৎনভের।

"কেন? ত্রিশ পা দূর থেকে তোমার রাইফেল কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়? সকালে যেখান থেকে গুলি ছুড়েছিল সে জায়গাটা দেখলাম আমরা। একটা

খালি কার্তুজের কেস পড়েছিল সেখানটায়। নিজে আমি দূরত্ব মেপে দেখেছি। বেড়া থেকে ঘরের দেয়াল পর্যন্ত মাত্র আটাশ পা।"

"রাত্রে ত্রিশ পা দূর থেকেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে!"

"না তা হয় না।" গরম হয়ে জবাব দিল রাজমিয়োৎনভ, "আমি হলে ফসকে যেত না! ইচ্ছে করো যদি পরীক্ষা করে দেখতে পারি আমরা। মাকার যেখানটায় বসে ছিল আজ রাত্রে তুমি গিয়ে সেখানে বসো, আর আমাকে একটা রাইফেল দিও। মাত্র একটি বুলেটেই তোমার দুটো চোখের মাঝখানটায় একটি পরিষ্কার ছোট্ট গর্ত করে দেবো। যে লোকটা গুলি করেছে কক্ষনো সে একটা খাঁটি সৈনিক হতে পারে না।"

"আরো বিশদ করে বলো সব কিছু"

"সবাই ঘুমোচ্ছে। রাত প্রায় দুপুর। শুনলাম গাঁয়ের ভিতরে গুলি চলছে। একটা রাইফেলের আওয়াজ তারপর দুটো ছোট ছোট আওয়াজ—পিস্তলের আওয়াজের মতো। তারপর আর একটা তীব্র শব্দ, আওয়াজ থেকেই বোঝা যায় সেটা রাইফেলের শব্দ। বালিশের তলা থেকে রিভলবারটা টেনে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আর ট্রাউজারটা আঁটতে আঁটতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। মনে হল গুলির শব্দটা এল মাকারের বাড়ির ওদিক থেকে। সুতরাং ছুটলাম সে দিকে। ভয় হল আমার, ভাবলাম মাকার বুঝি কিছু একটা ঘটিয়ে বসেছে…।

"এক সেকেণ্ড লাগেনি ওর বাড়ি গিয়ে পৌঁছাতে। দরজায় ধাক্কা খেলাম। দরজাটা তালা বন্ধ। কিন্তু শুনতে পাচ্ছি কে যেন করুণভাবে কাৎরাচ্ছে ভিতরে। কাঁধ দিয়ে গোটা দুই ধাক্কা দিলাম, খিলটা ভেঙে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে ভিতরে ঢুকে গিয়ে দেশলাই জ্বাললাম। রান্না-ঘরে একটা বিছানার তলা থেকে দুটো পা বেরিয়ে রয়েছে। সুতরাং পা দুটো ধরে টান দিলাম। ঈশ্বর, বেঁচে আছে, বিছানার নিচে থেকে কী দারুণভাবেই না কে যেন চিঁ চিঁ করে চিৎকার করছে শিক বেঁধানো শুয়োর-ছানার মতো! একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম কিন্তু তবুও ছেড়ে দেইনি। টানতে টানতে রান্নাঘরের মাঝখানে নিয়ে এলাম। কিন্তু সেটা আদৌ কেউ নয়। অন্ততঃ পুরুষ তো নয়ই, ওটা হচ্ছে মাকারের বুড়ি বাড়িওয়ালী। তাকে জিজ্ঞেস করলাম মাকার কোথায়। কিন্তু সে এত ঘাবড়ে গেছে যে মুখ থেকে একটা কথাও বেরিয়ে এল না।

"সুতরাং ছুটে গেলাম মাকারের ঘরে। নরম কিছু একটা জিনিসে পা আটকে পড়ে গেলাম। যখন উঠে দাঁড়ালাম, একটা চিন্তা ছুরির মতো আমার বুকে বিঁধে গেল—মাকার খুন হয়েছে, ঐ তো পড়ে রয়েছে ওখানে! কোনো রকমে আর একটা কাঠি জ্বেলে ভালো করে দেখলাম। আরে, ও তো বুড়ো শচুকার মেঝের উপরে চিত হয়ে পড়ে রয়েছে। একটা চোখ বোজা আর একটা চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে। বুড়োর কপালে আর গালে রক্ত। 'বেঁচে আছো তো তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে। 'মাকার কোথায়?' কিন্তু প্রত্যুত্তরে পালটা সে-ই আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আন্দ্রেই, পুরানো দোস্ত, ঈশ্বরের দোহাই, বল দেখি আমি বেঁচে আছি কি না?' ওর গলার আওয়াজ এত ক্ষীণ এত মৃদু যে আমার মনে হল বুড়ো মানুষটা বুঝি সত্যি সত্যিই মরে যাচ্ছে···সুতরাং ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বললাম: 'জিভ নেড়ে কথা যখন বলতে পারছ তখন বেঁচে আছো এখন পর্যন্ত, কিন্তু তোমার গা থেকে মড়ার গায়ের গন্ধ বের হতে শুরু করেছে।' তারপর ওর সে কি কান্না! কাঁদছে আর বলছে: 'নিশ্চয়ই আমার আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যাচ্ছে আর সেই জন্যেই আমার গা থেকে এমন অদ্ভুত গন্ধ ছাড়ছে। এখনও বেঁচে আছি সত্য কিন্তু একটু পরেই মরে যাবো। আমার মাথায় ভিতরে একটা গুলি ঢুকে গেছে।"

"কী আজে বাজে বকছ! "অধৈর্য দাভিদভ বাধা দিয়ে বলে উঠল। "কিন্তু ওর মুখে রক্ত এল কোত্থেকে? কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না কথাটা! সে-ও কি আহত হয়েছিল নাকি না আর কিছু?"

মনে মনে হেসে বলে চলল রাজমিয়োৎনভ: "কেউই আহত হয়নি। দেখা গেল সবাই ঠিক আছে। আমি গিয়ে দোরের খিলটা তুলে দিয়ে এসে আলো জ্বাললাম। শচুকার তখনো তেমনি করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আছে। পরিবর্তনের মধ্যে খোলা চোখটাও বন্ধ আর হাত দুটো জোড় করে পেটের উপরে রাখা। আর এমন ভাবে পড়ে রয়েছে যেন সে শুয়ে রয়েছে কফিনের ভিতরে—একটুও নড়ছে চড়ছে না, যেন একটি শব! খুবই নরম সুরে বলল আমাকে: 'দোহাই ঈশ্বরের আমার বুড়ীটাকে গিয়ে একটু ডেকে আনো। মরার আগে ওর কাছে বিদায় নিতে চাই।'

"তারপর আমি নিচু হয়ে বাতিটা ওর গায়ের উপরে রাখলাম।" প্রবল প্রচেষ্টায় হাসি চাপতে গিয়ে বিশ্রী রকমের ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল

রাজমিয়োৎনভ। "বাতিটার আলোয় দেখলাম তার,মানে শচ্কারের,কপালে কাঠের একটা টুকরা বিঁধে আছে।...বোধ হয় গুলির আঘাতে জানালার কাঠের একটা টুকরা উড়ে গিয়ে বিঁধে গেছে ওর কপালে। কপালের চামড়া ফুঁড়ে কাঠের টুকরাটা ঢুকে যেতে বুড়ো বেকুবটা ভাবল বুঝি বুলেট আর সঙ্গে সঙ্গেই মেঝের উপরে গড়িয়ে পড়ল। এক দিকে আমার চোখের সামনে বুড়ো লোকটা মরে যাচ্ছে, আর ওদিকে লোকটার কিছুই হয়নি! হাসির ধমকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না পর্যন্ত এমন অবস্থা। তবে, অবশ্য, কাঠের টুকরাটা আমি টেনে বের করে বুড়োটাকে বললাম: 'তোমার মগজের ভিতর থেকে গুলিটা আমি বের করে নিয়েছি। এবার ওঠো তো, আর মিছামিছি শুয়ে পড়ে থেকো না। শুধু এইটুকু বলো দেখি আমাকে, মাকার কোথায়?

"আবার যখন ওর দিকে তাকালাম, দেখলাম বুড়ো একটু চাঙা হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি কাছে রয়েছি তাই উঠে বসতে লজ্জা পাচ্ছে। মেঝের উপরে শুয়ে শুয়েই পা মোড়ামুড়ি দিচ্ছে তবুও কিছুতেই উঠে বসছে না...। কিন্তু শুয়ে পড়ে থাকতে থাকতেই যমের অরুচি পাঁড় মিথ্যুকটা আমাকে গপ্প বলতে শুরু করল। 'শত্রু যখন আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল,' ও বলল, "আর গুলিটা সোজা এসে লাগল আমার কপালে 'কাটা গাছের মতো আমিতো পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে মাকার আলোটা নিবিয়ে দিয়ে জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোথায় ছুটে গেল। এই হচ্ছে কিনা বন্ধু! এদিকে আমি আহত হয়ে মরমর অবস্থায় পড়ে আছি, আর সে কিনা আমাকে শত্রুর দয়ার উপর ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। আন্দ্রেই বুড়ো খোকা, যে বুলেটটা আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিল সেটা একবারটি দেখাও দেখি আমাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় আমি যত দিন বেঁচে থাকব একটা অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ওটাকে আমি আমার বুড়িটার আইকনের তলায় রেখে দেবো।'

"না," বললাম আমি ওকে, "বুলেটটা আমি তোমাকে দেখতে দিতে পারি না। ওটা রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। দেখলে পরে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারো। এই বিখ্যাত বুলেটটাকে আমরা রোস্তভের যাদুঘরে শহীদ স্মারক চিহ্ন হিসেবে সংরক্ষণের জন্যে পাঠিয়ে দেবো।" শুনে তো বুড়োর আনন্দ আর ধরে না, দারুণ উৎসাহে গড়িয়ে পাশ ফিরে জিজ্ঞেস

করল: 'কেন নয় আন্দ্রেই? হয়ত এই বীরত্বপূর্ণ আঘাত আর শত্রুর এমন একটা আক্রমণে বেঁচে যাওয়ার জন্যে উপরওয়ালারা আমাকে একটা পদক বা ঐ ধরনের কিছু একটা পুরস্কারই দিয়ে দেবে?' কিন্তু এতটা আমার ধৈর্যশক্তির উপরে একটু বেশি রকমের বাড়াবাড়িই বটে। কাঠের টুকরোটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম: 'এই নাও তোমার বুলেট, যাদুঘরের পক্ষে এটা কোনো কাজেই আসবে না। তোমার আইকনের তলায় নিয়ে গিয়ে রেখে দাও আর ইতিমধ্যে কুয়োর পাড়ে গিয়ে তোমার ঐ বীরের দেহটা ধুয়ে মুছে নিজেকে ছিমছাম করে নাও গে। এই মুহূর্তে তোমার গা থেকে ভাগাড়ের গন্ধ বেরোচ্ছে।'

"শচুকার নিজেকে ডুমুরের ফুল করে তুলল। আর খানিক পরেই ক্লান্ত ঘোড়ার মতো হাঁপাতে হাঁপাতে মাকার এসে একটি কথাও না বলে টেবিলের সামনে বসে পড়ল। দম ফিরে আসার পরে বলল: অন্তর্ঘাতকটাকে বাগে পেলাম না! দুবার গুলি করলাম, কিন্তু অন্ধকার, কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। নলের সোজা গুলি চালালাম,—কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম! তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আর একটা আঘাত করল আমাকে। 'মনে হচ্ছে আমার টিউনিকের ভিতরে কি যেন কেটে বসেছে।' মাকার তার সামরিক কোটটা টেনে তুলল, সত্যি সত্যি কোমরবন্ধের ঠিক উপরে ডান দিকের ভাঁজের ভিতরে একটা ফুটো। 'লোকটাকে দেখতে পাওনি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। ও শুধু হাসল। 'আমার তো আর পেঁচার চোখ নয়। এইটুকু শুধু জানতে পেরেছি যে লোকটা অল্পবয়সী ছোকরা। কারণ খুব দ্রুত ছুটে পাল্লার বাইরে চলে গেল। বুড়ো মানুষ হলে অত দ্রুত ছুটতে পারত না। আমি ওর পিছু ধাওয়া করলাম কিন্তু একেবারে ব্যর্থ। ঘোড়সওয়ারও ওর সঙ্গে ছুটে পারবে না! 'এমন ঝুঁকি নিতে গেলে কি করে?' বললাম ওকে, 'ওরা কতজন আছে না আছে না জেনেই পিছু ধাওয়া করলে? ধরো যদি ওর মতো আর এক জোড়া বেড়ার পাশে লুকিয়ে বসে থাকত, কী হত তখন? এমন কি যদি এক জনও থাকত সে তোমাকে এগিয়ে আসতে দিয়ে সরাসরি গুলি চালিয়ে দিত।' কিন্তু মাকারকে বোঝাতে পারে এমন সাধ্যি কার বলো? 'তা হলে কী আমার করা উচিত ছিল বলে তোমার মনে হয়', বলল মাকার, 'আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানার তলায় গিয়ে লুকাবো?'

"যাবতীয় যা কিছু ঘটেছিল এই হল তো সব। ঐ বুলেটের দরুন মাকারের যা ভোগান্তি হল তা হচ্ছে সর্দির।"

"এর সঙ্গে সর্দির সম্পর্কটা কী?'

"কে জানে! ও নিজেই বলে তাই। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই যে আমি অবাক হয়ে গেছি। হাসছ কেন তুমি? সেই গুলির পরে ভীষণ সর্দি লাগল ওর। নাক দিয়ে ধারা বয়ে যাচ্ছিল আর যখন হাঁচত, শুনলে তোমার মনে হত যেন কেউ মেশিনগান চালাচ্ছে।"

"এ সব হচ্ছে শিক্ষার অভাবের ফল"—হিসেবরক্ষক প্রবীণ একজন কশাক, যে আগে সৈন্যবাহিনীতে কেরানীর কাজ করত, দারুণ বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করল। রুপোর ফ্রেমে আঁটা ধোঁয়াটে চশমাটা কপালের উপরে তুলে রুক্ষ গলায় আবার বলল: "কমরেড নাগুলনভ তার শিক্ষার অভাবের পরিচয় দিচ্ছে, এই যা।"

"আজকাল অশিক্ষিত ছেলেরাই সাহসের সঙ্গে কঠিন অবস্থার মোকাবিলা করতে এগিয়ে যায়," বিকটভাবে হেসে উঠে বলল রাজমিয়োৎনভ। "আপনি ভয়ঙ্কর শিক্ষিত লোক, দারুণ শিক্ষিত, আপনি গণনার ফ্রেমে হিসেবের ঘুঁটি নিয়ে সুন্দর সুন্দর সারি সাজান তারপর সেগুলো হাতের লেখায় ধরে রাখেন, কিন্তু তবুও ওরা আপনাকে গুলি করল না, করল নাগুলনভকে।" তারপর দাভিদভকে সম্বোধন করে বলে চলল: "খুব ভোরে উঠে আমি গেলাম ওর ঘরে, ওকে দেখতে। গিয়ে দেখি যে এমন তর্ক জুড়ে দিয়েছে ডাক্তারের সঙ্গে যে খোদ শয়তান তার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝে উঠতে পারবে না! ডাক্তার বলছে মাকারের সর্দি লেগেছে রাত্রে বাতাসের ভিতরে খোলা জানালার সামনে বসেছিল বলে। কিন্তু মাকার জবরদস্তি বলতে লাগল যে গুলিটা ওর নাকের একটা শিরা ছুঁয়ে গেছে বলেই ওর সর্দি লেগেছে। 'গুলিটা গেছে তোমার রগের চামড়া ঘেঁসে সুতরাং কি করে তোমার নাকের শিরা ছুঁয়ে গেল?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করল। তার জবাবে মাকার বলল: 'কি করে ছুঁয়েছে সেটা দেখার আপনার কোন প্রয়োজন নেই। ঘটনাটা হচ্ছে এই যে শিরা ছুঁয়ে গেছে আর আপনার কাজ হচ্ছে আমার এই শিরাঘটিত সর্দি সারিয়ে তোলা। যা জানেন না তা নিয়ে তর্ক করা নয়।'

"এদিকে মাকার তো খচ্চরের মতো একগুঁয়ে, কিন্তু বুড়ো ডাক্তারটি

হচ্ছে তারও বাবা। 'তোমার ওসব বাজে ধারণা নিয়ে বিরক্ত করো না আমাকে,' বলল ডাক্তার। 'যখন কোনো মানুষের শিরায় কোনো ব্যারাম হয় তখন তার একটা চোখের পাতা কাঁপে, দপদপ করে, দুটো চোখের পাতা কাঁপে না। তাছাড়া তার একটা গাল দপদপ করে, দুটো গাল করে না। তা হলে তোমার একটা নাকের ছেঁদা থেকে সর্দি না ঝরে দুটো থেকেই ঝরছে কেন? এই জন্যেই নিশ্চয় যে তুমি হাওয়ায় বসে ছিলে'।

"এক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল মাকার তার পর জিজ্ঞেস করল: 'শুনুন ব্যারাক বাড়ির হাতুড়ে ডাক্তার, কেউ কোনো দিন আপনার কানের উপরে ঘুসি ঝেড়েছিল?'

"পাছে গোলমাল বেধে যায়, তাই আমি মাকারের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম যাতে ঠিক সময়ে ওর হাতটা ধরে ফেলতে পারি। কিন্তু ডাক্তার করলো ঠিক উল্টোটি। ওর কাছ থেকে সরে দূরে চলে গেল। একটা চোখ দোরের দিকে তারপর সন্দেহ ভরা কণ্ঠে ইতস্তত করে বলল: 'ন-ন-আ, ওসব ব্যাপার থেকে প্রভু আমাকে রেহাই দিয়েছেন। কিন্তু একথা জানতে চাইছ কেন?'

"আবার তাকে জিজ্ঞেস করল মাকার: বেশ ধরুন আমি যদি আপনার বাঁ কানে একটা ঘুসি মারি তবে কি শুধু আপনার বাঁ-কানটাই ভোঁ ভোঁ করবে? নিশ্চিত জেনে রাখুন, দুটো কানের ভিতরে আপনার এমন ভাবে ঝনঝন করে বাজতে থাকবে যে ইস্ট্রার টাইড-এর কথা মনে পড়িয়ে দেবে!'

"চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার তারপর ভিড় ঠেলে দোরের দিকে এগিয়ে গেল, তখন মাকার বলল: 'মাথা গরম করবেন না মশাই. বসুন। আমি মারতে যাচ্ছি না আপনাকে শুধু একটা উদাহরণ দিলাম বুঝতে পারলেন না?'

"বোঝো ঠ্যালা ডাক্তার কেন মাথা গরম করতে যাবে? দোরের দিকে এগোচ্ছিল শুধু আগে থেকে সাবধান হওয়ার জন্যে। কিন্তু মাকারের কথা শুনে চেয়ারের কিনারা ঘেঁসে বসে পড়ল, কিন্তু তবুও বারে বারে দোরটার দিকে তাকাতে লাগল···। মাকার হাতটা মুঠো করল তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন ভাবে দেখতে লাগল যেন জীবনে কখনো আর দেখেনি। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, ধরুন আমি যদি আর একটি

ছোট উপহার দেই আপনার কানের ছেঁদাটার উপরে, তাহলে কী ঘটবে ? আবার ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে দোরের সামনে এগিয়ে গেল। দোরের হাতলটায় হাত রেখে বলল . 'একগাদা বাজে কথা বকে যাচ্ছ তুমি! তোমার হাতের মুঠোর সঙ্গে অসুখ বা শিরার কোন সম্পর্ক নেই।' 'ও হাঁ নিশ্চয়ই আছে' বলল মাকার। তারপর আবার ডাক্তারকে বসতে বলল আর বিনীতভাবে চেয়ারটা এগিয়ে দিল। কিন্তু কোনো বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও ডাক্তার হঠাৎ দারুণ ভাবে ঘামতে শুরু করে দিল। বলল, যে তার ভীষণ তাড়াতাড়ি আছে, রোগী দেখতে যেতে হবে। কিন্তু জবাবে দৃঢ় কণ্ঠে মাকার বলল যে, রোগীরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে কিন্তু আলোচনা চলবে নিশ্চয়ই। তাছাড়া সে মানে মাকার, চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান দিয়ে দেবে ডাক্তারকে।"

একটু ক্লিষ্ট হাসি হেসে উঠল দাভিদভ। খাজাঞ্চী হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বুড়ি মেয়েছেলেদের মতো খিক খিক করে উঠল কিন্তু রাজমিয়োৎনভ পুরো গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বলে চলল :

"তাহলে শুনুন,' বলল মাকার, 'আমি যদি আপনার ঐ জায়গাটিতে দুবার ঘুসি মারি তাহলে আদৌ ভাববেন না যে আপনার একটা চোখ দিয়েই জল বেরিয়ে আসবে। পাকা টমেটোর যেমন রস গড়ায় তেমনি আপনার দুটো চোখ থেকেই জল গড়িয়ে নেমে আসবে। আর যাই হোক আমার এ কথাটা আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারবেন। শিরাঘটিত সর্দির বেলায়ও ঠিক তাই। যদি বাঁ নাক দিয়ে সর্দি গড়ায় তো ডান নাক দিয়েও গড়াতে বাধ্য। আমার কথাটা বুঝেছেন পরিষ্কার ?' কিন্তু এতক্ষণে সাহসে ভর করে বলে উঠল ডাক্তার 'চিকিৎসার ব্যাপারে কিছুই যখন বোঝ না, তখন দয়া করে এ ধরনের মেলাই আজে বাজে বকো না। তাছাড়া যে ওষুধ আমি দিয়েছি সেটা লাগিয়ে যাও'। শুনেই লাফিয়ে উঠল মাকার। আর একটু হলে সিলিং-এ মাথা ঠুকে গিয়েছিল আর কি! তারপর অস্বাভাবিক বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল : 'আমি চিকিৎসা সম্পর্কে কিছু বুঝি না ? কেন রে বুড়ো ঘাসখেকো জার্মান যুদ্ধের সময়ে চার বার আমি আহত হয়েছিলাম। দুবার বোমার শক-এ আর একবার গ্যাস-এ। গৃহযুদ্ধের সময়ে আহত হয়েছি তিন বার। নানান রকমের কম করে ত্রিশটা হাসপাতালে

ছিলাম আমি। আর আপনি বলেছেন কিনা চিকিৎসার ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। আর আমার ছাতা পড়া জোলাপের গুঁড়োটি, জানেন কোন কোন ডাক্তার আর অধ্যাপকেরা আমার চিকিৎসা করেছে? স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না তাদের কথা, বুড়ো বেকুব কোথাকার।' কিন্তু এতক্ষণে সত্যি সত্যিই ধৈর্য হারিয়ে গরম হয়ে উঠল ডাক্তার —কি করে তার এত সাহস হল জানি না। মাকারের মুখের উপরেই চিৎকার করে বলে উঠল: বড়ো বড়ো বিজ্ঞলোক তোমার চিকিৎসা করে থাকতে পারে, কিন্তু তুমি নিজে, বুঝলে ভায়া, চিকিৎসা সম্পর্কে তোমার জ্ঞান এক খণ্ড কাঠের মতোই!' শুনে জবাবে মাকার বলল, 'আর আপনার জ্ঞান দেয়ালের গায়ের একটা ফুটোর মতো! পারেন কেবল বাচ্চাদের নাই সেলাই করতে আর বুড়োদের কাটা ছেঁড়া সারাতে। কিন্তু বাইবেল সম্পর্কে ভ্যাড়ার যতদূর জ্ঞান, শিরা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান তার চাইতেও অনেক কম।'

"তারপর শোনো, দুজন দুজনকে আচ্ছা করে ধুনে দিলে আর ডাক্তার সুতোর কাঠিমের মতো গড়াতে গড়াতে মাকারের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু শান্ত হলে পরে মাকার বলল আমাকে: তুমি অফিসে ফিরে যাও, আমি একটু ঘরের তৈরি টোটকা ওষুধ করছি। রান্নার চর্বি দিয়ে নাকটা একটু ঘসে নিলেই এক মিনিটে আরাম হয়ে যাবে দেখো। তারপর ঘণ্টাখানেক পরে যখন অফিসে এল, উঃ, তখন দাভিদভ! নাকটা ফুলে নীল হয়ে ঠিক যেন একটা বেগুন হয়ে উঠেছে আর যেন কাত হয়ে ঝুলে রয়েছে একপাশে। নিশ্চয়ই যখন ঘসছিল তখন জোড় খুলে সরে গেছে। আর মাকারের গা আর নাক থেকে ভ্যাড়ার চর্বির দুর্গন্ধে গোটা অফিস ভরে গেল। ও ভাবলো ঘসে ঘসে সারিয়ে ফেলবে······কিন্তু আমি একটি বার তাকিয়েই, বিশ্বাস করো, হাসির ধমকে ফুলে দ্বিগুণ হয়ে উঠলাম। লোকটা নিজেই নিজের চেহারাটাকে বিকৃত করে ফেলেছে! ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি কি এলাজ করেছে সে নিজের উপরে, কিন্তু এমন হাসি হাসছিলাম যে জিজ্ঞেস করার মতো এতটুকু দম আর বাকি ছিল না। তাতেও আবার দারুণ রেগে গেল। 'অত হাসছ কেন, বেকুব!' জিজ্ঞেস করল আমাকে। 'রাস্তায় একটা চকচকে বোতাম কুড়িয়ে পেয়েছ নাকি? এতো ফুর্তি

হল কিসে, ত্রোমোফির বাচ্চা? আমাদের ঐ ছাগটা, ত্রোমোফি ওর মাথায় যতটা ঘিলু আছে তোমার মাথায়ও ঠিক ততটাই ঘিলু আছে, আর তুমি কিনা সম্ভ্রান্ত লোকদের উপহাস করো!'

"তারপর সে গেল আস্তাবলে আমিও গেলাম পেছু পেছু। ভিতরের দিকে তাকালাম, দেখি কিনা মাকার ওর নিজের জিনটা নামিয়ে বাদামী রঙের ঘোড়াটার পিঠে চড়াচ্ছে। তারপর ঘোড়াটাকে বের করে নিয়ে এল আস্তাবল থেকে—এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। হেসে ওর শিরদাঁড়া সোজা করে দিয়েছি, বুঝলে। 'চললে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমার উপরে গজর গজর করে উঠল: 'দেখি কোথায় গিয়ে তোমাকে পেটার মতো একটা লাঠি খুঁজে পাই'। 'কেন, কিসের জন্যে?' জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু সে আর একটি কথাও বলল না। তাই আমিও চললাম ওর সঙ্গে সঙ্গে। দুজনে চুপ চাপ গেলাম ওর বাড়ি পর্যন্ত। হেঁটেই গেলাম। গেটের কাছে পৌছে লাগামটা আমার হাতে ছুঁড়ে দিয়ে, ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল মাকার। পরক্ষণেই বেরিয়ে এল খাপে পোরা একটা রিভলভার কাঁধে ঝুলিয়ে। সব কিছু ঠিক ঠাক। আর হাতে একটা তোয়ালে..."

"তোয়ালে?" অবাক হয়ে বলে উঠল দাভিদভ "তোয়ালেটা কিসের জন্যে"?

"বলেনি তোমাকে যে দারুণ সর্দি হয়েছে ওর? রুমাল কোন কাজে আসবে না। তাছাড়া আমাদের মতো মাটিতে নাক ঝাড়তে ওর লজ্জা করে, এমন কি স্তেপের ভিতরেও।" একটু সূক্ষ্ম হাসি হাসল রাজমিয়োৎনভ। "আঃ অমন করে ওকে তুমি তুচ্ছ করো না! ও ইংরেজী শিখছে জানো? সংস্কৃতির অভাব এটা কোনো মতেই ও দেখাতে পারে না...; তাই তোয়ালেটা সঙ্গে নিয়ে চলল। বললাম, 'মাথাটা ব্যাণ্ডেজ করে নেয়া উচিত মাকার, ক্ষতটা ঢেকে রাখ!' সঙ্গে সঙ্গে ও আগুন হয়ে উঠল: 'এই একটা আঁচড়কে তুমি ক্ষত বলছ, অবাক করলে! এ ধরনের মেয়েলী আদরের দরকার নেই আমার। ঘোড়ায় চড়ে টিম-এর ওখানে যেতে যেতে হাওয়া বইবে আর ধুলো এসে জমবে এটার উপরে। তখন বুড়ো কুকুরের চামড়ার মতো শুকিয়ে টনটনে হয়ে যাবে। অন্তের ব্যাপারে নাক গলানোর

অভ্যেস ছাড়ো আর তোমার ঐ নির্বোধ পরামর্শ নিয়ে দূর হও এখান থেকে!'

"দেখলাম ডাক্তারের সঙ্গে ঝগড়া আর আমার ঐ ধরনের হাসির পরে ওর মেজাজটা সত্যি বিগড়ে গেছে। তাই খুবই নরম ভাবে শুধু এইটুকুই বললাম যে রিভলবারটা যেন অমন করে দেখিয়ে না বেড়ায়। কিন্তু ফলটা হল কি! আমাকে তো নরকস্থ করলই তারপর বলল: 'যখন যে-কোনো মুহূর্তে আমার উপরে গুলি চলতে পারে তখন আমার পক্ষে কি করা উচিত বলে তুমি মনে করো? বাচ্চা ছেলেদের গুলতি নিয়ে বেরোবো? গত আট বছর ধরে এই রিভলবারটা আমি পকেটে নিয়ে বেড়াচ্ছি। কতগুলো পকেট যে ফুটো হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই সুতরাং ঢের হয়েছে আমার! এখন থেকে প্রকাশ্যভাবেই এটা ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়াবো। আমি কিছু আর চুরি করিনি এটা। নিজের রক্ত দিয়ে অর্জন করেছি। আমাদের প্রিয় কমরেড ফ্রাঞ্জের পক্ষ থেকে কিছু আর অমনি অমনি দেয়া হয়নি এটা আমাকে? বাঁটে একটা রুপোর খোদাই করা নামের প্লেটও রয়েছে। কিছুটা আশা আছে তোমার ছোকরা! এই বলে ঘোড়ায় উঠে চলে গেল। গাঁয়ের বাইরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ওর নাক ঝাড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। এমন শব্দ যেন ঢাক পিটছে। ঐ রিভলবারটার সম্পর্কে তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বলো সেমিয়ন। আমাদের লোকেরা ওটা পছন্দ করে না; হয়ত তোমার কথা ও শুনবে।"

রাজমিয়োৎনভের কথা আর শুনছে না দাভিদভ। টেবিলের উপরে কনুইয়ের ভর রেখে আর দু হাতের উপরে মাথা দিয়ে ছোট ছোট গর্ত আর কালির দাগে ভরা টেবিলের উপরের কাঠটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। আর মনে মনে ভাবছে, ওকে আরঝানভ যা বলেছিল সেই কথা। ঠিক আছে ধরো যদি অস্ত্রোভনভ একজন কুলাক, কিন্তু তাকে আমার সন্দেহ করতেই হবে এটাই বা কেন? নিজে কখনোই সে রাইফেল ব্যবহার করবে না। খুবই বুড়ো আর খুবই চালাক সেদিক থেকে। তাছাড়া মাকার বলেছে লোকটা অল্পবয়েসী আর খুবই দ্রুত ছুটে পালিয়ে গেছে ওর নাগালের বাইরে। ধরা যাক, ও আর ওর ছেলে একই সঙ্গে আছে এর ভিতরে। তবুও, কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া

অস্ত্রোভনভকে সরবরাহ-অধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারিত করতে পারো না। যদি সে কোনো ষড়যন্ত্রের ভিতরে জড়িত থেকে থাকে তবে তাকে ভয় পাইয়ে দেয়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও সতর্ক হয়ে যাবে। কিন্তু অস্ত্রোভনভ নিজে থেকে ঐ ধরনের কিছুর ভিতরে যাবে না। লোকটা খুবই চতুর শয়তান। একা এরকমের একটা ঝুঁকি সে নিজের ঘাড়ে নিতে যাবে না। সুতরাং বরাবরের মতোই ওর সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, একটুও এমন ভাব দেখানো চলবে না যাতে সন্দেহ করছি সেটা সে বুঝতে পারে! নইলে হয়ত সব কিছুই পণ্ড করে ফেলতে পারি। কিন্তু ক্রমেই আমরা আরো গরম হয়ে উঠছি··শিগগিরই জেলা দপ্তরে যেতে হবে আমাকে। সম্পাদক আর জি. পি. ইউ-র কর্তার সঙ্গে একটু আলোচনা করে আসা দরকার। আমাদের জি, পি, ইউ বৃথাই হাতড়ে বেড়াচ্ছে আর এখানে কেউ কেউ আবার রাত্রে রাইফেল নিয়ে হাতড়ে বেড়াতে শুরু করেছে। এবার হল মাকার, কাল হবে রাজমিয়োৎনভ বা আমার উপর। না, কিছুতেই এসব চলতে দেয়া যায় না। আজ আমরা যদি কিছু একটা শুরু না করি এই বদমায়েশদের কেউ না কেউ আমাদের তিনজনকেই যে কয়দিনে পারে শেষ করে ফেলবে। কিন্তু অস্ত্রোভনভ কোনো প্রতিবিপ্লবী জুয়াখেলায় জড়িয়ে পড়বে এটা না হওয়াই সম্ভব। ও একটু অতি সাবধানী মানুষ এ কথাটা যথার্থ! এ থেকে কী লাভ করবে ও? ও হচ্ছে যৌথ জোতের সরবরাহ সচিব, ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সভা, বেঁচে থাকার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সবই আছে ওর। না, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার যে পুরানো দিনের জন্যে ও পিছন ফিরবে। আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই ওর, এটা নিশ্চয়ই সে বোঝে। যদি কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শুরু হত, তা হলে হয়ত ও সক্রিয় হয়ে উঠত, মাথা চাড়া দিতে পারত,·কিন্তু এমন ও সক্রিয় এটা আমি বিশ্বাস করি না।

দাভিদভের চিন্তায় বাধা দিল রাজমিয়োৎনভ। নীরবে বহুক্ষণ ধরে সে বন্ধুর গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে লক্ষ্য করছিল। তারপর হঠাৎ সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল: "আজ সকালে প্রাতঃরাশ খেয়েছ?"

"প্রাতঃরাশ? কেন?" অন্যমনস্ক দাভিদভ জবাব দিল।

"বিদের মতো রোগা হয়ে গেছ ভায়া! গালে দুটো হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই, তাও আবার রোদে পুড়ে কুঁচকে গেছে।"

"আবার শুরু করলে তো?"

"না, সত্যি করে বলছি।"

"সকালে প্রাতঃরাশ খাওয়ার সময় পাইনি, তাছাড়া দরকারও নেই। সকালটা কী অসহ্য গরম।"

"বেশ, কিন্তু আমার দারুণ খিধে পেয়েছে আবার। আমার সঙ্গে চলো সেমিয়ন, কিছু একটু মুখে দিয়ে আসি," রাজমিয়োৎনভ প্রস্তাব করল।

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হল দাভিদভ। দুজনে এক সঙ্গে উঠোনে নেমে এল। গরম কাঠের গন্ধ ভরা একটা শুকনো গরম বাতাস স্তেপের ওদিক থেকে এসে ওদের মুখের উপরে ঝাপটা দিয়ে গেল।

গেটের সামনে এসে দাভিদভ থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল: "কাকে তোমার সন্দেহ হয়, আন্দ্রেই?"

কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ধীরে হাত দুটো ছড়িয়ে দিল রাজমিয়োৎনভ।

"আমি কি জানি, ছাই! বহুবার ভেবেছি, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। গাঁয়ের সমস্ত কশাকের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছি, কিন্তু কিছু একটা ধরে এগিয়ে যাওয়ার মতো এতটুকুও কিছু পাইনি। কোনো একটা শয়তান একটা ধাঁধা এনে হাজির করেছে আমাদের সামনে আর তার সমাধান বের করার জন্যে আমরা এখন মাথা খুঁড়ে মরছি। জেলা জি,পি, ইউ থেকে একজন কমরেড এসেছিল আমাদের এখানে। সে মাকারের বাড়ির আশপাশে শুঁকে শুঁকে বেড়িয়েছে। মাকার, শচুকার বুড়ো আর মাকারের বুড়ি বাড়িওয়ালীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। আর করেছে আমাকে। তারপর দেখল সেই খালি কার্তুজ কেসটা, কিন্তু সেটায় কোনো চিহ্ন ছিল না, বুঝলে···তার পর, ব্যাস, সেই পর্যন্ত! তিনি চলে গেলেন। 'নিশ্চয়ই কোনো শত্রুর চর তোমাদের এদিকে ঘোরাফেরা করছে,' বলল সে। তা শুনে মাকার বলল, 'কোনো বন্ধু তোমাকে কোনো দিন কি গুলি করেছে নাকি, বল তো হে বুদ্ধিমান ছোকরা? চলে যাও এখান থেকে! আমরা নিজেরাই খুঁজে বের করে নেব।' শুনে ছোকরা শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল মাত্র, আর কিছু বলল না। তারপর ঘোড়ায় উঠে চলে গেল।"

"কি মনে হয় তোমার, অস্ত্রোভনভও হতে পারে কি, কি বলো?"— অতি সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

কিন্তু রাজমিয়োৎনভ হাত বাড়িয়ে গেটের খিল খুলতে গিয়েই অবাক হয়ে হাতটা নামিয়ে এনে হেসে উঠল।

"তুমি কি ক্ষেপেছ? ইয়াকভ লুকিচ? কিসের জন্যে এ ধরনের একটা কাজ সে করতে যাবে? তাছাড়া গাড়ির চাকার শব্দ শুনলে যে লোকটা কিনা মূর্ছা যায়! ইচ্ছে হলে আমার মুণ্ডুটা কেটে ফেলতে পারো, কিন্তু এ কাজ তার দ্বারা কিছুতেই হতে পারে না! আর যাকে খুশি ভাবো, কিন্তু ওকে নয়।"

"ওর ছেলে সম্পর্কে?"

"আবার তুমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছ। আন্দাজে এমনি করে যদি তুমি আঙুল তুলতে শুরু করো তবে হয়ত সেটা আমার দিকে এসে থামবে। না, এর ভিতরে ওর চাইতে আরো গভীর কিছু আছে…সত্যিই এটা একটা কম্বিনেশন তালা।"

রাজমিয়োৎনভ তামাকের থলেটা বের করে এনে একটা সিগারেট পাকাল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল যে মাত্র কয়েকদিন আগেই গৃহিণীদের দিনের বেলা আগুণ জ্বালা আর পুরুষদের রাস্তায় সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ করে একটা আইনের খসড়ায় ও নিজের হাতেই সই করেছে। সঙ্গে সঙ্গেই নিদারুণ বিরক্তিতে সিগারেটটা ভেঙে মুচড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলল। দাভিদভের চোখের বিমূঢ় দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই যেন নিজেকে নয় অন্য কাউকে বলছে এমনি অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল:

"যত সব নিরর্থক আইন পাশ করা! রাস্তায় আমরা সিগারেট খেতে পারব না! চলো ঘরে গিয়েই ধরানো যাবেখন।"

রাজমিয়োৎনভের মা ওদের খেতে দিলেন খুব অল্প শুয়োরের চর্বি দেয়া জোয়ারের পাতলা খিচুড়ি, যা এখন দেখলে পরেই গায়ে জ্বর আসে দাভিদভের। কিন্তু যখন তিনি বাগান থেকে তুলে আনা এক গামলা তাজা শশা এনে হাজির করলেন, দাভিদভের চোখমুখ চক চক করে উঠল। মহা আনন্দে, মাটি আর রোদের গন্ধ ভরা দুটো সুস্বাদু শশা খেয়ে ফেলল তারপর এক মগ সিদ্ধ ফলের রসে গলা ভিজিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল!

"ধন্যবাদ মা, চমৎকার, বিশেষ করে ঐ শশাগুলো। এ বছর এই প্রথম শশা খেলাম। ভারি চমৎকার আর কথাটা যথার্থ।"

সহৃদয়া বৃদ্ধা মহিলা কথা বলেন একটু বেশি। নিজের গালের উপরে হাত বুলোতে বুলোতে হতাশার সুরে বলে উঠলেন, "শশা খাওয়ার আশা করো কেমন করে, হতভাগা ছেলে? ঘরে তো আর বৌ নেই, আছে কি?"

"এখনো যোগাড় করে উঠতে পারিনি। সময়ই পাচ্ছি না মোটে." হাসল দাভিদভ।"

"একটা বৌ আনার যদি না সময়ই পাও তাহলে প্রথম ফলনের শশা খাওয়ার আশা করেও তোমার দরকার নেই। তুমি নিজে তো আর নিজের হাতে এ সব গাছগাছড়া লাগিয়ে শুকিয়ে রোগা হয়ে যেতে পারো না, কি বলো? এই যেমন আমার আন্দ্রেই। ওর ঘরেও একটা মেয়েমানুষ নেই। যদি দেখাশোনা করার জন্যে ঘরে ওর মা না থাকত, তাহলে ওর হয়ে যেত এত দিনে। কিন্তু মা তো না হয় যা হোক করে চালিয়ে নেয়। কিন্তু তোমাদের সবার দিকে তাকালে বুকটা আমার করকর করে ওঠে, সত্যি দুঃখ লাগে। এই যে আমার আন্দ্রেই বিয়ে না করেই জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে, তাছাড়া মাকার আর তুমি। তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত, তোমাদের তিন জনারই! তিন তিনটে ষাঁড় গাঁয়ের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছ যার কপালে একটা মেয়েমানুষও জুটছে না। আজীবন নিশ্চয়ই তোমরা আইবুড়ো থাকবে না? এটা কিন্তু নিশ্চয়ই একটা দারুণ লজ্জার কথা!"

"কিন্তু কেউ যে আমাদের চায় না মা" মনে মনে হেসে মাকে খেপাতে আরম্ভ করল রাজমিয়োৎনভ।

"আরো পাঁচ বছর আইবুড়ো থাকো তাহলে কোনো দিনই আর কেউ চাইবে না। কুমারী মেয়ে তো দূরে থাক, তোদের মতো পাকা দাড়িওয়ালা বুড়োগুলো কোন কাজে আসবে মেয়েমানুষের? এমনিতেই বিয়ের বয়েস তোমাদের পেরিয়ে গেছে।"

"কুমারী মেয়েরা আমাদের চাইবে না—নিজেই বলছ তুমি যে আমরা বুড়ো হয়ে গেছি—আর আমরাও কিন্তু বিধবা মেয়েমানুষ চাই না। পরের ছেলেপুলেকে খাওয়াবো? সে দিক থেকে তারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে!"

সাধারণতঃ এ ধরনের কথাবার্তা নতুন নয় আন্দ্রেইর কাছে, কিন্তু চুপ

করে রইল দাভিদভ। কেন যেন দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল মনে মনে।

সহৃদয়া অতিথিপরায়না মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে কামারশালার দিকে বেরিয়ে পড়ল। কমিশন আসার আগে নিজে ও ঘাস-কাটা যন্ত্রগুলো আর ঘোড়ায় টানা আঁচড়াগুলো একবার তদারক করে দেখতে চায় এই জন্যে যে, ওর শ্রমের একটা অংশ ব্যয় হয়েছে ওগুলোর মেরামতির কাজে।

দশ

চেনা গন্ধ আর চেনা শব্দে গাঁ-এর প্রান্তের পুরানো কামারশালাটা ওকে অভিনন্দন জানাল। মনিবের প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে শালির হাতের একান্ত বাধ্য হাতুড়িটা পুরানো দিনের মতোই বাজনা বাজিয়ে বাজিয়ে নেচে চলেছে নেহাই-এর উপরে। এমন কি অনেক দূর থেকেই এখনো শুনতে পাওয়া যায় বুড়ো হাফরটার হাঁপানী রোগীর মতো নিশ্বাসের শব্দ। আর ঠিক আগের কালের মতোই পাটে পাটে খোলা দোরের পথে ভেসে আসছে পোড়া কয়লার কটু গন্ধ আর নিভে আসা অগ্নিকুণ্ডের ছাইয়ের অবিস্মরণীয় চমৎকার সুবাস।

নিঃসঙ্গ কামারশালাটার আশপাশ নির্জন। লোকালয়বিহীন। পাশের নোংরা রাস্তাটার উপর থেকে ভেসে আসছে ধুলো আর বেতো-শাকের গরম গন্ধ। বসে যাওয়া চাঁচ-দর্মার চালের উপরে শক্ত করে বেঁধে রাখা ঘাসের চাবড়ার উপরে গজিয়ে উঠেছে জংলা শণ আর আগাছা। তার ভিতরে এক ঝাঁক চড়ুই। ওগুলো চিরকাল এমন কি শীতকালেও বাস করে জীর্ণ কামারশালার আড়া বর্গার ভিতরে আর ওদের অবিশ্রাম কিচির মিচির শব্দে মনে হয় যেন ঐ জীবন্ত হাতুড়ি ও নেহাই-এর ঠনঠন ঠিন ঠিন বাজনারই প্রতিধ্বনি।

পুরানো বন্ধুর মতোই শালি ওকে অভিনন্দন জানাল। দিনের পর দিন সঙ্গী হিসেবে কামারশালার একমাত্র বালকটির সাহচর্যে হাঁপিয়ে উঠেছে শালি, তাই দাভিদভকে দেখতে পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেল।

"এই যে, বহুকাল পরে তোমাকে দেখছি, চেয়ারম্যান!" লোহার মতো শক্ত কড়া হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে আনন্দে গর্জে উঠল শালি। "মজুরটাকে ভুলে গেছ তুমি, আর আসো না তো আমাদের দেখতে। খুবই অহঙ্কারী হয়ে উঠেছ ছোকরা, হাঁ ঠিকই তাই। বটে, এই তো এলাম তোমাকে দেখতে, এই কথা বলতে চাও তো? উঁহু না! তুমি এসেছ ঘাস কাটা যন্ত্রগুলো দেখতে। তোমাকে চিনি আমি ছোকরা! বেশ চলে এস, দেখ এসে, এক কোম্পানী কশাক ফৌজের মতো সবগুলোকে প্যারেড-এ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। চলে এস। কিন্তু খুঁত বের করো না যেন, দেখো। এককালে তুমি আমার সাগরেত্তি করেছ, সুতরাং কারোর উপরেই এখন আর তোমার কোনো দাবি নেই।"

অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যন্ত্রগুলো দেখল দাভিদভ। কিন্তু যদিও ও খুবই খুঁতখুঁতে তবুও শুধু দু-তিনটা ক্ষেত্রে তুচ্ছ এক-আধটুকু দোষ ত্রুটি ছাড়া মেরামতির ভিতরে আর কোনোই খুঁত খুঁজে পেল না। অবশ্য, তা সত্ত্বেও বুড়ো কামারটিকে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ করে তুলল। একটার পর একটা যন্ত্র দেখতে দেখতে শালি দাভিদভের পেছু পেছু এগিয়ে চলেছে আর চামড়ার অ্যাপ্রোনটা তুলে লাল হয়ে ওঠা মুখের ঘাম মুছতে মুছতে নিদারুণ বিরক্তিতে বিড় বিড় করে বলছে: "...তুমি একটি ভয়ঙ্কর রকমের খুঁতখুঁতে মনিব, বুঝলে। ভীষণ খুঁতখুঁতে, তোমার এই দোষ ধরাগুলো হচ্ছে...। অমন শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছ কেন এখন? কি খুঁজছো ওখানে? কী মনে ভাবো তুমি আমাকে, জিপসি নাকী আমি? একটু ভাবলে তারপর আমার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে আর এ-ই শেষ সব সম্পর্ক চুকে গেল? না হে ছেলে, এখানকার সব কিছুই খুব ভালোভাবে মেরামত করা হয়েছে, আমার নিজেরটা হলে যেমন করে করতাম ঠিক তেমনি। সুতরাং দোষ ধরার জন্যে তোমার অমন করে শুঁকে শুঁকে বেড়াবার দরকার নেই।"

"তোমার খুঁত খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি না আমি আইপোলিত সিদোরোভিচ। এমন হৈ চৈ করছ কেন?"

"বটে, খুঁত ধরার চেষ্টা যদি না-ই করে থাক তো অনেক অনেক আগেই তোমার দেখা শেষ হয়ে যেত, কিন্তু তুমি প্রত্যেকটি যন্ত্র শুঁকে বেড়াচ্ছ, এটা, শুঁকছ ওটা ধরছ, সেটা..."

"ওটাই হচ্ছে আমার কাজ। যা চোখে দেখ তা বিশ্বাস করো কিন্তু যতক্ষণ না অনুভব করো ততক্ষণ নয়।" খুশি মনে জবাব দিল দাভিদভ।

কিন্তু বিশেষ করে যখন দাভিদভ পুরানো জিরজিরে ঘাসকাটা যন্ত্রটা, যেটা যৌথ জোতের সম্পত্তি হওয়ার আগে ছিল আন্তিক গ্রাক-এর সম্পত্তি, ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল। মুহূর্তে শালির মনের সবটুকু অসন্তোষ মিলিয়ে গেল। এক হাতে দাড়িটা মুঠো করে ধরে, যেন বিশেষ করে কারোর দিকে তাকাচ্ছে না এমনিভাবে ধূর্ত চোখে আড়ে আড়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল :

"চালাও দাভিদভ, চালিয়ে যাও শুয়ে পড়ো মেঝের উপরে : অমন মোরগের মতো প্যাখন ধরে চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? নিচে ঢুকে কড়িটা দাঁত দিয়ে পরখ করে দেখ। হাতড়াচ্ছ কেন? ভাবছ এটা একটা ডবগা ছুঁড়ী? দাঁত লাগাও, হাঁ তোমার নিজের দাঁত! নিজেকে তুমি বলে থাকো কামার? নিজের হাতের কাজও নিজে চিনতে পারো না? ঐ যন্ত্রটা তুমি নিজে মেরামত করেছিলে! নিশ্চয় করে বলে দিচ্ছি আমি তোমাকে বুঝলে ছোকরা, সব তোমার নিজের হাতের কাজ। আর এখন নিজের চোখে দেখেও চিনতে পারছ না। তুমি হলে সেই ধরনের ছোকরা যে কিনা রাত্রে বিয়ে করল আর ভোরের বেলায় ছুকরী বৌটাকে চিনতে পারল না..."

নিজের পরিহাসে নিজেই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল শালি। তারপর হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কাশতে শুরু করে দিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত দাভিদভ, বলল : "হাসবার প্রয়োজন নেই আইপোলিত সিদোরোভিচ। এ ছোট ঘাসকাটা যন্ত্রটাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি, তাছাড়া এটা যে আমার হাতের কাজ তাতো জানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যের কাজ যে রকম করে কড়া ভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি তেমনি করেই দেখছিলাম যাতে ঘাস কাটার সময়ে ওটা বিপদে না ফেলে। তখন যদি এই পুরানো লোহালক্কড়ের স্তূপটা ভেঙে পড়ে তখন সবার আগে, এমনকি ঘাস কাটাদেরও আগে তুমিই বলে উঠবে : এই গ্যাখো, বিশ্বাস করে আমি দাভিদভের হাতে হাতুড়ি চিমটা ছেড়ে দিয়েছিলাম, এখন দেখ সে কী কম্মটাই না করেছে। বলবে না তাই?"

"নিশ্চয়ই বলব! কাজটা যখন তুমি করেছ তার জন্যে দায়ীও হবে তুমি।"

"তা সত্ত্বেও বলছ কিনা, আমি আমার নিজের হাতের কাজ চিনতে পারিনি? ঠিকই চিনেছি আমি, কিন্তু নিজের বেলায় আরো বেশি কড়া হওয়া দরকার।"

"তাহলে, তুমি নিজেকেও বিশ্বাস করো না?

"সব ক্ষেত্রে করি না…"

"আর সেটাই হচ্ছে সবচাইতে ভালো পথ, বুঝলে ছোকরা," হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠে স্বীকার করল কর্মকার। "আমাদের লোহার কাজটা হচ্ছে ভারি দায়িত্বের কাজ। জলদিবাজী করে কিছুতেই দক্ষতা অর্জন করতে পারবে না, কিছুতেই নয়…মিছামিছিই তো আর আমরা,কামাররা বলে থাকি না: 'তোমার নেহাই, তোমার হাত, আর তোমার হাতুড়ির উপরে বিশ্বাস রেখ, কিন্তু ছোকরা বয়েসে নিজের মনটাকে বিশ্বাস করো না।' এই ছোট্ট কামারশালার বেলায় যে কথা সত্যি, বড়ো বড়ো কাজের ব্যাপারেও ঠিক সেই একই কথা, আর দুটোই খুবই গুরুতর ব্যাপার, এ কথা আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি। গত বছর কাঁচা মাল সরবরাহ বিভাগের জেলা ম্যানেজার এসেছিল আমার এখানে। ওকে আমাদের গাঁয়ের জন্য ঐ বিভাগের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিল ওরা। আমার স্ত্রী আর আমি ওকে ঘরে তুলে নিলাম। নিজের ছেলের মতো করে যত্নআত্তি করলাম। কিন্তু সে না আমার সঙ্গে, না ওর সঙ্গে একটা কথাও যদি বলত! ভাবত ওর তুলনায় আমরা খুবই নিচু স্তরের লোক। টেবিলে এসে বসত—একটি কথা নেই। টেবিল থেকে উঠে যেত—একটিও কথা নেই মুখে। গাঁয়ের সোভিয়েত থেকে ফিরে আসত,—কথা নেই। আবার যখন বেরিয়ে যেত—তখনও কথা নেই। কখনো যদি কিছু জিজ্ঞেস করতাম, তা সে রাজনৈতিকই হোক বা ঘরগেরস্থালীর ব্যাপারই হোক অমনি খেঁকিয়ে উঠত: 'তা জেনে তোমার কোনোই প্রয়োজন নেই, বুড়ো।' এইটুকু পর্যন্তই আমরা পেয়েছি ওর কাছ থেকে। বেশ, আমাদের অতিথি পুরো তিনটা দিন খুবই চুপচাপ মুখ বুজে কাটাল তারপর চতুর্থ দিনের দিন মুখ খুলল…। 'তোমার বুড়ীদিকে বলে দিও প্লেটে করে আমার জন্যে আলু আনতে, কড়ায় করে যেন আনে না। আর তাকে বলো টেবিলে যেন একটা তোয়ালে বিছিয়ে দেয়, গামছা নয়। আমি একটা শিক্ষিত রুচিবান লোক,' বলল সে, 'আর তাছাড়া জেলার কেন্দ্রীয়

দপ্তরের একজন দায়িত্বশীল কর্মী, এই ধরনের অতি সাধারণ ব্যবস্থা আমি পছন্দ করি না।'

"শুনে তো আমার শিরদাড়া সোজা হয়ে উঠল তারপর বললাম তাকে: 'তুমি একটি পচা দুর্গন্ধভরা পোকার ডিম, শিক্ষিত মানুষ নও! যদি তুমি শিক্ষিত মানুষ হতে তবে লোকে সাধ্য মতো যা দিত তা-ই খেতে আর যা দিতো তা দিয়েই তোমার পোড়া চোপা মুছতে। এ বাড়িতে কোনো কালেই তোয়ালে আসেনি আর প্লেটগুলোও আমার বুড়ীটা ভেঙে ফেলেছে। যা তুমি পাচ্ছ তার জন্যে দাম বাবদ এক আধলাও আমি তোমার কাছে চাইনি। গিন্নী জানে না এর চাইতে আর কী করে তোমাকে খুশি করা যায়, কোথায় তোমার জন্যে চেয়ারটা পেতে দেবে, রাত্রে কী করে তোমাকে আরো বেশি আরামে রাখবে তাই ভেবে অস্থির আর তুমি কিনা নাকটাকে ছাদের চাইতেও উঁচু করে আকাশে ঠেলে তুলছ: 'আমি একজন দায়িত্বশীল কর্মী!' 'কতখানি দায়িত্বশীল তুমি হে?' জিজ্ঞেস করলাম, 'খরগোস আর গো-সাপের চামড়া নিয়ে অফিসে বসে গুলতানি করে সময় নষ্ট করা—এই টুকই তোমার দায়িত্ব। এতটুকুও দায়িত্বশীল লোক তুমি নও। কিন্তু আমি! চেয়ারম্যান আর পার্টি-সেক্রেটারীর পরেই গাঁয়ের ভিতরে প্রথম স্থান আমার। কেন না আমি ছাড়া চাষও হবে না আর ফসল কাটাও হবে না, আমার কাজ লোহার, তোমার কাজ চামড়ার, কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ শুনি?' বললাম ওকে। 'নিজেকে তুমি একটা দায়িত্বশীল কর্মী বলে মনে করো, আমিও নিজেকে তা-ই মনে করি। সুতরাং এক চালার তলায় কি করে দুজনার এক সঙ্গে বাস করা সম্ভব? আমরা তা পারি না। 'তোমার ব্রিফ-কেসটা বগল দাবা করো দেখি' বললাম ওকে, 'তারপর এখান থেকে সরে পড়ো। কারণ তোমার মতো ছ্যাচড়া বাটপাড় লোক দিয়ে কোনোই দরকার নেই আমার।"

দাভিদভ এমনভাবে চোখ কোঁচকালো যে দুটো পাতার ফাঁক দিয়ে চোখের মণি প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। তারপর হাসির ধমকে ভেঙে পড়া গলায় আস্তে জিজ্ঞেস করল:

"তা হলে তাড়িয়ে দিলে লোকটাকে?"

"নিশ্চয়ই, তক্ষনি, সঙ্গে সঙ্গে! কিন্তু যখন চলে গেল এ পর্যন্ত যা কিছু

খেয়েছে পরেছে তার জন্যে একটা 'ধন্যবাদ' পর্যন্ত দিয়ে গেল না, ব্যাটা দায়িত্বশীল বেজন্মা !"

"বেশ, ভালোই করেছ, আইপোলিত সিদোরোভিচ !"

"না, এর ভিতরে ভালোর কিছু নেই, কিন্তু ঐ ধরনের লোকের সঙ্গে একত্র বাস করতে পারলাম না।"

বিশ্রাম নেয়ার পরে দাভিদভ আবার যন্ত্রগুলো দেখতে আরম্ভ করল। যখন পরিদর্শন শেষ করল তখন দুপুর হেলে গেছে। শালির কাছে বিদায় নিল দাভিদভ। গভীর আবেগের সঙ্গে বৃদ্ধ কর্মকারকে তার বিবেকোচিত কাজের জন্যে ধন্যবাদ জানাল, তারপর জিজ্ঞেস করল: "তোমার এ কাজের জন্যে ওরা কতটা শ্রম-দিন ধার্য করেছে ?"

বুড়ো কর্মকার ভুরু কুঁচকে সরে দাঁড়াল : "অঢেল ধার্য করেছে ইয়াকভ লুকিচ..."

"এর সঙ্গে ইয়াকভ লুকিচের সম্পর্কটা কি ?"

"খাজাঞ্চীর কাছে তার কথাই বেদবাক্য, ও যা বলে তা-ই হয়।"

"কিন্তু পেয়েছ কতোটা ?"

"কিছুই না বল্লেই চলে, ছেলে।"

"তার মানে, কী বলছ ? কেন ?"

স্বভাবত ভালো মানুষ কামারের মুখ চোখ রাগে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল যেন দাভিদভ নয়, ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে খোদ অস্ত্রোভনভ।

"কারণ আমি যে সব কাজ করি তারা তা হিসেবেই ধরতে চায় না। যদি আমি গোটা দিন হাপরের সামনে বসে থাকি তবে ওরা এক দিনের রোজ ধরবে আমার হিসেবে। কিন্তু আমি কাজ করি কি সারা দিন ? বসে বসে শুধু সিগারেট ধ্বংস করি তাতে ওদের কিছু যায় আসে না। এই মেরামতির কাজে দিনে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচটা করে রোজ-এর কাজ করেছি, কিন্তু ওরা ধরেছে এক রোজ করে। নেহাই-এর উপরে আমি আমার পিঠ ভেঙে ফেলি না কেন, কিছুতেই ওরা আমার হিসেবে দিনে এক রোজের বেশি ধার্য করবে না। এই হচ্ছে তোমার মজুরির নমুনা, বুঝলে ছেলে! কেউ এতে তেমন মোটা হতে পারবে না। লোক হয়ত বেঁচে থাকবে, কিন্তু বিয়ে করতে চাইবে না কিছুতেই।

"ওটা আমার মজুরি নয়।" তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করল দাভিদভ। "যৌথ জোতের মজুররাও নয়। আগে এ কথা আমাকে জানাওনি কেন?"

একটু ইতস্তত করে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল শালি: "কি করে বলি, ছেলে, ব্যাপারটা খুবই বিশ্রী…। মনে মনে আমি হিসেব করলাম কেমন যেন লজ্জা বা কি যেন একটা মনে হল। একবার ভাবলাম তোমার কাছে নালিশ করি তারপর আবার ভাবলাম তুমি হয়ত বলবে: 'লোকটা লোভী, কিছুতেই তুষ্ট হয় না…' তাই আমি চুপ করে রইলাম। কিন্তু এখন বলছি আমি তোমাকে। তাছাড়া এটাও বলব: যে কাজগুলো বড়ো হয়ে চোখে পড়ে, যেমন—লাঙল মেরামত, মই মেরামত, বলতে গেলে এগুলো দয়া করে ওরা লিখে নেয়, কিন্তু যখন ছোট ছোট জিনিস, যেমন, ঘোড়ার পায়ে নাল লাগানো, কিংবা নাল তৈরি করা বা শিকল, দোরের আঁকড়া, কব্জা ইত্যাদির কাজ হয়—ওরা কোনো কথাই শুনতে নারাজ। কিন্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটা অন্যায়। কেননা, ঐ সব ছোটখাটো জিনিসে অনেক সময় নষ্ট হয়।"

"কিন্তু তুমি যে বার বার 'ওরা' বলে যাচ্ছ ঐ 'ওরাটা' কে কে? খাজাঞ্চী তার নিজের কাজ করে একা, আর ব্যবস্থাপনার কাছে তাকেই জবাবদিহি করতে হয়।" দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল দাভিদভ।

"খাজাঞ্চী তার নিজের কাজ করে আর ইয়াকভ লুকিচ তার ভুল শুধরে দেয়। তুমি বলছ আমাকে কি হওয়া উচিত আর আমি বলছি যা হচ্ছে তাই।"

"বেশ, এ যদি সত্যি সত্যিই হয় তবে ব্যাপারটা খুবই খারাপ।"

"আমার কিন্তু দোষ নেই ছেলে, দোষটা তোমার।"

"তুমি না বললেও এ আমি জানি। ব্যাপারটা ঠিক পথে নিয়ে আসতে হবে, আর খুব তাড়াতাড়িই শুধরে নিতে হবে ওটা। কাল আমরা ব্যবস্থাপনা বোর্ডের একটা মিটিং ডাকছি। জিজ্ঞেস করে আমরা ইয়াকভ লুকিচকে…সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কে প্রশ্ন করবো ওকে!" খুব জোরের সঙ্গেই বলল দাভিদভ।

কিন্তু শালি কেবলমাত্র একটু মুচকি হাসল দাড়ির আড়ালে।

"সে লোকই নয় ও যার সঙ্গে আলোচনা করার কিছু প্রয়োজন থাকে।"

"তোমার মতে কে তা হলে? খাজাঞ্চী?"

"তুমি।"

"আমি? হুঁ...আচ্ছা, বলো তবে।"

যেন দাভিদভের শক্তি কতখানি আছে তা যাচাই করছে এমনি ভাবে শালি একবার ওর আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে বলল: "নিজেকে শক্ত করো, ছেলে! এখন আমি যে কথাগুলো তোমাকে বলতে যাচ্ছি তাতে আঘাত পাবে...বলতে ইচ্ছে ছিল না আমার কিন্তু বলতে হবেই আমাকে। কেননা আর কেউ একথা বলতে সাহস করবে না।"

"বলে ফেল, বলে ফেল," ওকে উৎসাহ দিল দাভিদভ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল যে আলোচনাটা খুব প্রীতিকর হবে না। তাছাড়া বিশেষ করে মনে হল ওর যে শালি হয়ত লুশকার সঙ্গে ওর সম্পর্কের বিষয়টা উত্থাপন করবে। ওর প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা বিষয়ের অবতারণা করল শালি:

"তোমার মুখের দিকে তাকালে যে কোনো লোকেরই মনে হবে সত্যিই তুমি একটা চেয়ারম্যানের মতো চেয়ারম্যান। কিন্তু একটু গভীর করে খুঁড়লেই দেখা যাবে তুমি যৌথ জোতের সভাপতি নও, ঐ লোকে যা বলে, তুমি হচ্ছ তাই—একটি লেজুড় মাত্র।"

"বেশ, খুবই চমৎকার!" সোৎসাহে একটু ক্ষুব্ধ আনন্দের সঙ্গে বলে উঠল দাভিদভ।

"এর ভিতরে চমৎকারের কিছু নেই," গম্ভীর মুখে বলে চলল শালি। "এতকুটুও কিছু নেই, আর সেটা নিশ্চিত করে বলে দিচ্ছি আমি তোমাকে। তুমি ঘাস-কাটা যন্ত্রের তলায় হামাগুড়ি দাও, একজন ভালো চেয়ারম্যানের যেমন করা উচিত সেই মতো পরিদর্শন করো, চলে যাও মাঠে গিয়ে বাস করতে আর নিজের হাতে চাষ আবাদ করতে। কিন্তু অফিসের ভিতরে কি সব হচ্ছে—তার এক বিন্দুবিসর্গও তুমি জানো না। তোমার উচিত মাঠে কম সময় দিয়ে বেশির ভাগ সময় এই গাঁয়ের ভিতরে থাকা। তাহলে সব কিছু ভালোভাবে চলতে শুরু করবে। কিন্তু এখন যেমন চলছে, তুমি চাষী, তুমি কামার, তুমি—ঐ যেমন কথা আছে, সব কাজের কাজী, কিন্তু আসলে যে চালাচ্ছে সব কিছু সে তুমি নও, অস্ত্রোভনভ। তোমার ক্ষমতা তুমি হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে যেতে দিচ্ছ আর অস্ত্রোভনভ তা কুড়িয়ে তুলে নিচ্ছে..."

"বলে যাও," শুকনো গলায় বলল দাভিদভ। "বলে যাও, আমি সামনে রয়েছি বলে এতটুকুও সংকোচ কোরো না।"

"তা-ই যাবো যদি তুমি তা চাও", স্বেচ্ছায় সম্মত হল শালি। একটা ঘাস-কাটা যন্ত্রের তক্তার উপরে বেশ জাঁকিয়ে বসল, তারপর ইঙ্গিতে দাভিদভকে পাশে এসে বসতে বলল। কামারশালার ছোট্ট বাচ্চা ছেলেটাকে দোরের সামনে ঘুরঘুর করতে দেখে ভীষণভাবে খেঁকিয়ে উঠল শালি:

"চলে যা এখান থেকে, ক্ষুদে শয়তান! আর কোন কাজ খুঁজে পাচ্ছ না? সারা দিন ঘুরঘুর করে করে বেড়াবে, শুয়োরের বাচ্চা! এক্ষুনি বেল্টটা খুলে নিয়ে আচ্ছা মতো ঘা কতক দেবো, তখন বুঝতে পারবি! কানে ঢুকবে তখন! কী অপদার্থই না হয়েছে বাচ্চাটা!"

কালিঝুলি মাখা মুখে একটা বাচ্চা ছেলে, দু চোখে হাসির ঝিলিক তুলে নেংটি ইঁদুরের মতো ছুটে কামারশালার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। পরক্ষণেই হাপরের কষ্টকর শ্বাসের শব্দ শোনা গেল আর চুলার বুকে জ্বলন্ত শিখা জেগে উঠে রক্তিম দীপ্তিতে গনগন করে উঠল। শালির মুখে ইতিমধ্যেই ফুটে উঠেছে নির্মল প্রশান্ত হাসি, বলল: "ওকে কামার হতে শেখাচ্ছি। বাচ্চাটা মা-বাপ মরা। কোনো বড়ো ছেলে কিছুতেই কামার-শালে আসতে চায় না। সোভিয়েত শাসন ছেলেগুলোকে বিলকুল নষ্ট করে দিয়েছে। সবাই চাইছে ডাক্তার, কৃষিবিদ, ইঞ্জিনিয়ার এই সব কিছু হতে। কিন্তু আমরা বুড়োরা মরে গেলে পরে কী হবে? কারা লোকের বুট সেলাই করে দেবে, ট্রাউজার বানাবে, ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাবে? আর এখানে আমার অবস্থাও ঠিক তাই, একটা কাউকে পাচ্ছিনা যে কামার হতে চায়। সবাই কামারশালের ধোঁয়ায় পালিয়ে যায় যেমন করে ভূত পালিয়ে যায় ধুনোর গন্ধে। তাই এই ভান্যাকে নিতে হল্ আমাকে। বেশ শক্ত সমর্থ ক্ষুঁদে শয়তান ওটা কিন্তু যে দৌরাত্মি ওর সহ্য করতে হয় আমাকে তার কোনো কহতব্য কিছু নেই! গরমকালে হয়ত কারোর ফলের বাগানে গিয়ে চড়াও হয়, আর আমাকে তার জবাবদিহি করতে হয়। কিংবা হয়ত কামারশালা ফেলে রেখে খেলার সাথী জোটাতেই চলে গেল। পরে হয়ত বা আর কিছুতেই লেগে পড়ল। কোনো কাজ করাতে পারবে না ওকে দিয়ে। ওর নিজের মাসী, যে ওকে পালছে পুষছে, সে পর্যন্ত বাগ মানাতে পারে না। তাই

আমাকেই ওর দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হচ্ছে। তাছাড়া আমি তো পারি শুধু ওকে ধমকধামক দিতে, মা-বাপ মরা বাচ্চাটার গায়ে তো আর হাত তুলতে পারি না! এই হচ্ছে ব্যাপার বুঝলে ছেলে! পরের ছেলেকে শেখানো, বিশেষ করে বাপ-মা মরা ছেলেকে, সে ভারি শক্ত কাজ। কিন্তু বেঁচে থাকতে থাকতে অন্ততঃ দশটিকে আমি সত্যিকারের কামার বানিয়ে রেখে যাবো। তাছাড়া এখনি তো তুবিয়ানস্কয় ভোয়াস্কোভয় আরো অন্যান্য গাঁয়ে যারা কামারশালা চালাচ্ছে তারা আমারই হাতে তৈরি। ওদের ভিতরে এমন একজন আছে রোস্তভের একটা কারখানায় কাজ করে। এটা কিন্তু একটা কাজের মতো কাজ, বুঝলে ছেলে! তুমি তো নিজেই কারখানায় কাজ করেছ, ভালো করেই জানো কাদের ওরা নেয় আর কাদের নেয় না। ভাবতেও বুকটা আমার গর্বে ফুলে ওঠে যে একদিন আমি মরে গেলেও দুনিয়ায় এমন অনেক ছেলে বেঁচে থাকবে যারা এই পেশাটা আমার কাছ থেকেই শিখেছে। এক্ষুনি বলব হিসেব করে?"

"যে কথাটা আমরা শুরু করেছিলাম সেটাই বলো হিসেব করে। আমার কাজের আর কি কি ত্রুটি চোখে পড়েছে তোমার?"

"তোমার একটাই মাত্র দোষ। তুমি চেয়ারম্যান শুধু সভার বেলা, কিন্তু দৈনন্দিন কাজে চেয়ারম্যান হচ্ছে অস্ত্রোভনভ। এখান থেকেই সব গোলমালের সূত্রপাত। গত বসন্তকালে তুমি গিয়েছিলে চাষীদের সঙ্গে তাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্যে যে কেমন করে মিলে-মিশে একত্রে কাজ করতে হয়, কেমন করে চাষ করতে হয় নিজে সেটা হাতে কলমে শিখিয়ে দিতে। সে ধরনের কাজে যৌথ জোতের চেয়ারম্যানের কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু এখন কেন মাঠে গিয়ে পড়ে থেকে তোমার সময় বৃথা নষ্ট করছ, সেটার আমি কোনো কারণ খুঁজে পাই না। এ কথা বলো না যে, যে কারখানায় তুমি কাজ করতে তার ম্যানেজার তার সারাটা দিন গিয়ে লেদ্-এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তাহলে আমি কিন্তু বিশ্বাস করব না।"

অবশেষে শালি যৌথ জোতের গোলমালের কথা, এমন সমস্ত জিনিস যা দাভিদভের চোখে পড়ে না কোনো দিন আর যে সব জিনিস অস্ত্রোভনভ, খাজাঞ্চী, আর দোকানদার মিলে খুবই সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখে, সে-সব

কথা খুলে বলল ওকে। যা কিছু শালি বলল, তার কাহিনীর ভিতর থেকে একটা জিনিসই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে যৌথ জোত প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে যে সমস্ত সন্দেহজনক ঘটনা আগে এবং এ পর্যন্ত ঘটেছে তার পিছনের পরামর্শদাতা হচ্ছে আপাত শান্ত ও নেহাৎ গোবেচারা মানুষ অস্ত্রোভনভ।

"সভায় কেন বলোনি এসব কথা? যৌথ জোতের ততখানি মূল্য, নিশ্চয়ই তুমি দিয়ে থাক? আর তুমি কিনা বলো, 'আমি মজুর!' কী ধরনের মজুর তুমি যে এ সব বলতে ভয় পাও? তাছাড়া সভার সময়ে আলো ধরে ধরে খুঁজে বের করতে হয় তোমাকে?"

মাথা নিচু করে বসে রইল শালি। খানিকটা ঘাস আঙুল দিয়ে পাকাতে পাকাতে বহুক্ষণ ধরে চুপ করে রইল। ওকে এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে, এত হালকা এত দুর্বল মনে হচ্ছে ওর বিরাট, কালো, সামান্য ঝুঁকে পড়া দেহটা যে, দাভিদভ না হেসে থাকতে পারল না। শালি একান্ত একাগ্রভাবে পায়ের পাতার একটা কি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। বহুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে জিজ্ঞেস করল: "গত বসন্তকালে এক সভায় তুমি বলেছিলে আতামান শ্চুকভকে খামার থেকে বের করে দেয়া উচিত, তাই না?"

"প্রশ্নটা আমিই তুলেছিলাম। কি হয়েছে তাতে?"

"তাকে কি বের করে দেয়া হয়েছে?"

"দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয়নি। হওয়া উচিত ছিল।"

"হতে পারে দুর্ভাগ্য, কিন্তু সেটা আলোচ্য বিষয় নয়..."

"বিষয়টা কি তা হলে?"

"চেষ্টা করে মনে করে দেখো কে কে বলেছিল এর বিরুদ্ধে। পারছ না? বেশ, আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। অস্ত্রোভনভ আর মালখানার আফোঙ্কা, আর লুশনিয়া আর আরো প্রায় বিশ জন। ওরাই তোমার সৎপরামর্শ ঠেলে ফেলে লোকদের তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল। সুতরাং অস্ত্রোভনভ যে নিছক একা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তা নয় বুঝলে?"

"বলে যাও।"

"হাঁ, বলছি। তাহলে কেন একথা জিজ্ঞেস করছ যে আমি মিটিং-এ কিছু বলি না কেন? হয়ত একবার কি দুবার বলতে পারতাম কিন্তু তার

পরে বলার সুযোগ করে উঠতে পারতাম না। এই কামারশালার ভিতরেই লোহাটা আগুনে তাতিয়ে হাতুড়ির ঘায়ে জিনিস তৈরি করি, সেই লোহাটা দিয়েই ওরা আমার মাথাটা দু ফাঁক করে দিত, আর চিরকালের মতো বক্তৃতা দেওয়া শেষ হয়ে যেত আমার। না গো ছেলে, অনেক বয়েস হয়ে গেছে আমার আর বক্তৃতা দেয়ার মতো অবস্থা নেই। তুমি একাই বক্তৃতা দিও। এই কামারশালার ভিতরে বসে বসে আরো অনেক দিন আগুনের ফুলকির গন্ধ শুঁকতে চাই আমি।"

"বিপদের কথাটা তুমি অতিরঞ্জিত করে বলছ মশাই, কথাটা যথার্থ!" বলল দাভিদভ, কিন্তু ওর গলায় প্রত্যয়ের কোনো আভাস পাওয়া গেল না। কেননা, এই মাত্র কামার যা বলেছে তারই প্রভাবে ও সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

কিন্তু বৃদ্ধ তার ড্যাবা ড্যাবা কালো চোখ দুটো দিয়ে দাভিদভকে তীক্ষ্ণভাবে খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে তারপর চোখ মটকে পরিহাসভরা কণ্ঠে বলল: "হয়ত আমার বুড়ো বয়েস আর ক্ষীণ দৃষ্টির জন্যে তোমার কথা অনুসারে বিপদটাকে আমি একটু বাড়িয়েই দেখছি। কিন্তু তুমি ছেলে, বিপদটাকে যে আদৌ দেখতে পাচ্ছ না। যৌবন বয়েসের চালচলন তোমার মনটাকে অন্ধকার করে দিয়েছে, এটা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি তোমাকে।"

প্রত্যুত্তরে একটি কথাও বলল না দাভিদভ। এবার চিন্তিত হয়ে পড়ার পালা এখন ওর। দাভিদভ এখন আঙুলের ভিতরে কি যেন একটা দোমড়াচ্ছে। ঘাস নয় মাটির উপর থেকে কুড়িয়ে নেওয়া মরচে ধরা একটা বল্টু। অনেক লোকই চিন্তা করার সময়ে চোখের সামনে প্রথম যা কিছু পড়ে, সেটা নিয়ে খেলা করার এমন একটা অদম্য আগ্রহ অনুভব করে যার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

বহুক্ষণ হল সূর্য মাথার উপর থেকে হেলে পড়েছে। ছায়া সরে গেছে। গরম উত্তপ্ত কিরণরেখা তেরছা হয়ে কামারশালার বসে যাওয়া জংলা শণ ও আগাছা গজানো চালার উপরে, কাছের ঘাস কাটা যন্ত্র আর পথের পাশের ধুলা মাটি মাখা ঘাসের উপরে এসে পড়েছে। বিকেলের গলা টিপে ধরা নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে গ্রিমিয়াকি লগ। ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ। পথ নির্জন। এমন কি যে জোয়ান বাছুরগুলো সকাল থেকে পথে ঘাটে অলস ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেগুলো পর্যন্ত চলে গেছে নদীর পাড়ে আর

সেখানে গিয়ে বেত আর উইলো গাছের ঘন ছায়ায় ভিতরে আত্মগোপন করেছে। কিন্তু দাভিদভ আর শালি সেই চামড়া ঝলসানো রোদের ভিতরে তখনো বসে।

"কামারশালার ভিতরে যাই চলো, ওখানটা ঠাণ্ডা আছে। এত গরম আমার আর সহ্য হয় না," মুখ আর মাথার টাকের উপরের ঘাম মুছতে মুছতে বলল শালি। "বুড়ো কামার ঠিক বুড়ী মেয়েমানুষের মতো। কেউই রোদ সহ্য করতে পারে না। চিরটাকাল তারা নিজের নিজের ঘরের ভিতরে কাটিয়ে দেয়…।"

ওরা কামারশালার চালাটার ভিতরে চলে এসে উত্তরের দিকের গরম মাটির উপরে বসল। শালি বসল দাভিদভের গা ঘেঁসে। তারপর লতা ঝোপের ভিতরে হারিয়ে যাওয়া ভিমরুলের মতো গুনগুন করতে শুরু করল।

"খোপ্রোভ আর তার স্ত্রীকে কি ওরা খুন করেছিল? হাঁ করেছিল। কিসের জন্যে ওদের খুন করল? এটা কি শুধু মদের ঝোঁকে? না হে ছেলে, না, আর সেটাই হচ্ছে আসল কথা…। ওখানটায়ই কিছু লুকানো ছাপানো ব্যাপার রয়েছে। কেউ আর কাউকে অমনি অমনি খুন করে না। আমি অবশ্য আমার এই বুড়ো বয়সের বেকুব মনটা দিয়ে এমনি করেই বিচার করি। যদি সোভিয়েত সরকারের দিক থেকে অবাঞ্ছিত হয়ে থাকত তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা হত, আদালতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিত, কিন্তু এরকম লুকিয়ে চুরিয়ে হত না। কিন্তু যখন ওকে গোপনে হত্যা করা হল, এবং ওর বৌকেও, নিশ্চয়ই তা হলে সোভিয়েত শক্তির শত্রু যারা তাদেরই সে অবাঞ্ছিত ছিল। এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না: তাছাড়া কেন তারা ওর বৌকে খুন করল, বলতো তুমি? কারণ যাতে করে সে খুনীদের পুলিশের হাতে তুলে দিতে না পারে। সে চিনে ছিল ওদের মুখ! মড়া কথা বলে না, তাদের নিয়ে বিপদ কম, বুঝলে ছেলে। এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, একথা নিশ্চিত করে আমি তোমাকে বলতে পারি।"

"ধরো যেন তোমার বলার আগেই সেটা আমরা জানি, ধরো আমরা অনুমানও করতে পেরেছি। কিন্তু কে খুন করল ওকে? কেউ তা জানে না।" এক মুহূর্ত চুপ করে রইল দাভিদভ, তারপর একটু চাতুরী খেলল। "আর কোনো দিনই কেউ তা জানতে পারবে না!" বলল।

মনে হল ওর শেষের কথাটা শালি শুনতে পায়নি। এক মুঠো শাদা দাড়ি হাতের মুঠোয় নিয়ে মোড়াতে মোড়াতে এক গাল হেসে ফেলল।

"এখানকার এই ঠাণ্ডাটা ভারি চমৎকার, তাই না? পুরানো দিনের একটা ঘটনা এই মাত্র মনে পড়ল আমার। এক দিন, গম কাটার ঠিক আগে তাভরিয়ার এক ধনী বড়লোকের গাড়ির চারটে চাকায় আমি লোহার বেড় পরিয়ে দিয়েছিলাম। এক হপ্তার দিনে এল চাকাগুলো নিতে। সে দিনটা ছিল উপোসের দিন, মনে আছে আমার। হয় বুধবার নয় শুক্রবার। লোকটি আমার দাম চুকিয়ে দিল, খুব প্রশংসা করল আমার কাজের তারপর একটু পানের ব্যবস্থা করে ওর সঙ্গে যারা এসেছিল চাকাগুলো বয়ে নিয়ে যেতে তাদেরও ডাকল আমাদের সঙ্গে বসে দু পাত্তর টানতে। সবাই একবার খেলাম। তারপর আমিও দিলাম একবারের মতো। তা-ও আমরা খেলাম। লোকটা ছিল উক্রেনের। মস্তো ধনী লোক। কিন্তু ওদের জাতের তুলনায় সে লোকটা ছিল অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকমের ভালো মানুষ। ও তখন ভাবলো সে দিনটাকে একটা পানোৎসবের দিন করে তুলবে। কিন্তু আমার হাতে অনেক কাজ। অনেক রকমের অর্ডার সরবরাহ করার কথা ছিল আমার। তাই আমি তাকে বললাম: আপনি আপনার লোকদের নিয়ে পান করুন ত্রাফিম দেনিসোভিচ। আর কিছু যদি মনে না করেন, আমি মাপ চাইছি, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে আমার। সে রাজী হল। সুতরাং ওরা ভদকা চালাতে লাগল আর আমি চলে এলাম আমার কামারশালায়। আমার মাথার ভিতরটা যেন গোঁ গোঁ করছে। কিন্তু পা দুটো শক্ত, আর হাত দুটোর দৃঢ়তাও বেশ বজায় আছে। কিন্তু আসলে বুঝলে ছেলে আমি তখন পাঁড় মাতাল হয়ে পড়েছি। আর ভাগ্য এমন, ঠিক এই সময়ে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে একটা 'ত্রোইকা'* এসে কামারশালার সামনে দাঁড়াল। আমি বেরিয়ে এলাম। দেখি কিনা, হালকা গাড়ির উপরে একটা ছাতার তলায় বসে সেলিভানভ, আমাদের জেলার মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত জমিদার। লোকটা ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী আর এমন একটা নীচ বেজম্মা পৃথিবী আর দেখেছে কিনা সন্দেহ..। ওর কোচম্যানের মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। যখন বাঁ দিকের ঘোড়াটার টানা দোয়ালটা খুলছিল তখন হাত দুটো কাঁপছিল

* তিনটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি।

থরথর করে। লোকটা একটু বে-হুঁসিয়ার তাই পথে ঘোড়ার একটা নাল খুলে পড়ে গিয়েছিল। তাই এখন জমিদার মশাই হম্বিতম্বি করছিল ওর উপর: তুই অমুক, তুই তমুক, তোকে গুলি করব, জেলে পাঠাবো তোকে, তোর জন্যে আমি ট্রেন ধরতে পারলাম না, এমনি সব আরো অনেক কিছু। বুঝলে ছেলে, কথাটা বলছি তোমাকে, এখানে এই ডন-এর পারে আমরা কশাকরা জমিদারের তেমন ধার ধারি না, ওটা অভ্যেস নেই। যদিও সেলিভানভ আমাদের জেলার ভিতরে সব চাইতে ধনী জমিদার তবুও আমি ওকে এক টুকরা মরচে ধরা পচা লোহার মতোও জ্ঞান করি না। তাই আমি কামারশালা থেকে বেরিয়ে এলাম। ভদকা টেনে মেজাজটা বেশ খোশ, তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম ব্যাটা বেধড়ক গালাগালি দিয়ে চলেছে কোচম্যানকে। শুনে সত্যি সত্যিই আমার মেজাজ গরম হয়ে গেল, বুঝলে ছেলে। আমাকে দেখতে পেয়েই সেলিভানভ খেঁকিয়ে উঠল: 'এ-ই ব্যাটা কামার! এদিকে আয়!' ভেবেছিলাম বলি: 'তোর নিজের দরকার থাকলে তুই এগিয়ে আয় আমার কাছে,'। কিন্তু তখন আর একটা বুদ্ধি গজাল আমার মাথায়। ওর কাছে এগিয়ে গেলাম, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম ঠিক ভাইয়ের মতো করে তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম: 'এই যে, পুরানো দোস্ত! কেমন আছো?' এত অবাক হয়ে গেল লোকটা যে ওর সোনার চশমাটা নাকের উপর থেকে খসে পড়ল। যদি না একটা কালো ফিতায় বাঁধা থাকত তো নিশ্চয়ই পড়ে ভেঙে যেত! বুঝলে, চশমাটা তুলে অবার নাকের উপরে আঁটল, কিন্তু তখনো আমি হাতটা বাড়িয়ে রয়েছে ওর দিকে। যেমনি কালো তেমনি ঝুল-কালি মাখা, নোংরার চাইতেও নোংরা। তাই ও এমন ভান করল যেন দেখতেই পায়নি। আর মুখখানার অবস্থা যা করল যেন এই মাত্র তেতো কিছু একটা খেয়ে ফেলেছে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে হিস হিস করে বলল: 'তুই কি মাতাল হয়েছিস? কার দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছিস, জানিস, ব্যাটা নোংরামুখো চাষা?' 'কিন্তু আমি সেটা খুব ভালো করেই জানি,' বললাম আমি। 'তুমি কে তা আমি জানি! কেন,' বললাম, 'আমরা দুজন তো ঠিক এক মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো: রোদ এড়াও তুমি ছায়ায় গিয়ে আর আমি এড়াই কামারশালায় ঢুকে, মাটির চালার তলায় গিয়ে। ঠিকই ধরেছ আজ এই হপ্তার দিনে আমি একটু মাতাল হয়েছি

বটে, কিন্তু মনে হয় তুমিও যে কেবল মজুরদের মতো রবিবার দিনই পান করে থাক তা তো নয়। কেননা তোমার নাকটা দারুণ লাল হয়ে রয়েছে…। সুতরাং দুজনেই আমরা সম্ভ্রান্ত বংশের, অন্য সব মানুষের মতো নই। বেশ, আমার হাতটা কালো আর তোমার হাতটা সাদা বলে যদি তোমার সঙ্গে করমর্দন করার উপযুক্ত আমাকে না-ই মনে করো, সেটা তোমার বিবেকের ব্যাপার। যখন আমরা মরবো দুজনেই খড়িমাটির মতো সাদা হয়ে যাবো।'

"সেলিভানভের মুখে কথা নেই। ঠোঁট কামড়াচ্ছে আর ঘন ঘন রঙ বদলে যাচ্ছে ওর মুখের। 'কি চাই তোমার?' জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাতে হবে? এক মুহূর্তে করে দিচ্ছি। কিন্তু তোমার সহিসটিকে আর গাল মন্দ করো না। মনে হয় লোকটা বোবা হয়ে গেছে বরং আমাকে যত খুশি গালাগাল দাও। চলো কামার-শালার ভিতরে যাই, দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দেবখন তারপর প্রাণভরে আমাকে গালাগাল দিতে শুরু করো। যে সব লোক ঝুঁকি নেয় তাদের আমি খুবই পছন্দ করি।

"তবুও সেলিভানভের মুখে কথা নেই। তেমনি ঘন ঘন মুখের রঙ পালটে যাচ্ছে। এই সাদা হয়ে যাচ্ছে পরক্ষণেই আবার লাল কিন্তু একটা কথাও আসছে না মুখে। তারপর ওর ঘোড়ার পায়ে নাল লাগিয়ে দিয়ে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু ও এমন ভান করল যেন আমাকে দেখতেই পায়নি। একটা রুপোর টাকা সহিসের হাতে দিয়ে বলল, 'ঐ চাষাটাকে দিয়ে দে'। টাকাটা সহিসের হাত থেকে নিয়ে আমি ওর গাড়ির ভিতরে ছুঁড়ে দিলাম সেলিভানের পায়ের কাছে তারপর মুখে একটা বিস্ময়ের হাসি ফুটিয়ে তুলে বললাম: 'সেকি কথা ভাই, এই সামান্য কাজের জন্যে একজন আত্মীয়ের কাছ থেকে আমি টাকা নিতে পারি বলে আশা করো? তোমাকে বরং ওটা আমি উপহার দিচ্ছি। একটা পানশালায় গিয়ে আমার স্বাস্থ্য পান করো।' শুনে জমিদার মশাইয়ের মুখে এমন রঙ ধরল যেটা না লাল, না সাদা, খানিকটা বেগুনী ধরনের। 'তোর স্বাস্থ্য! বটে! ব্যাটা চাষা, ব্যাটা সোশ্যালিস্ট,' চিৎকার করে গালাগাল করতে লাগল আমাকে। 'আগে তোর মরা মুখ দেখতে চাই! যাচ্ছি আমি তোদের আতামানের

কাছে গিয়ে নালিশ করছি তোর নামে। তোকে জেলখানায় পচিয়ে মারবো আমি।"

এমন ভয়ঙ্কর জোরে হেসে উঠল দাভিদভ যে ভয় পেয়ে চড়ুইয়ের ঝাঁক ছাদের ওপর থেকে উড়ে পালাল। দাঁড়ি গোঁফের ভিতরে মুচকি হেসে সিগারেট পাকাতে শুরু করল শালি।

"তা হলে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তুমি একমত হতে পারলে না?," বলল দাভিদভ। হাসির দমকে ওর মুখ থেকে কথাই বেরোচ্ছে না বললে হয়।

"না, পারলাম না।"

"আর ঐ টাকাটা? গাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল তো?"

"আমি হলে ছুঁড়ে ফেলেই দিতাম,...কিন্তু টাকাটা নিয়েই সে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। ব্যাপারটাতো আর টাকা নিয়ে নয়..."

"কী নিয়ে তা হলে?"

এমন দরাজ হাসি হাসতে লাগল দাভিদভ আর হাসিটাও এমন সংক্রামক যে শালিরও দারুণ স্ফূর্তি লেগে গেল। হাসতে হাসতেই হাত নেড়ে বলল: "নিজেকে খানিকটা বোকা বানালাম..."

"বলে যাও আইপোলিত সিদোরোভিচ,অত লম্বা করে বাড়াচ্ছ?" সোজা শালির চোখের দিকে তাকাল দাভিদভ। তখনো ওর চোখে জল। কিন্তু শালি শুধু হাত নাড়ল তারপর দাড়ি গোঁফের মুখটা খুলে বিরাট হাঁ করে বাজ পড়ার মতো হোঃ হোঃ করে ঘর ফাটানো হাসি হেসে উঠল।

"আঃ বলে যাও, আর উৎকণ্ঠায় রেখ না!" মুহূর্তের জন্যে আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ দিকটা ভুলে গিয়ে ঐ স্বতঃ উৎসারিত আনন্দে গা ভাসিয়ে দিয়ে অনুনয় করে বলে উঠল দাভিদভ।

"বলার আর কি আছে!...বুঝলে ছেলে, সে আমাকে চাষা, বদমায়েশ দুনিয়ার যাবতীয় যত কিছু গালাগাল আছে, তাই বলে গাল পাড়তে লাগল। তারপর শেষটায় প্রায় গলা বুজে এসে গাড়ির মেঝের উপরে পা দাপাতে শুরু করল। 'ব্যাটা নোংরা সোশ্যালিস্ট! তোকে আমি জেলে দেবো!' সে সময়ে সোশ্যালিস্ট কথাটার মানে আমি জানতাম না...। বিপ্লব—কথাটার অর্থ জানতাম, কিন্তু 'সোশ্যালিস্ট' কাকে বলে জানতাম না! ভাবলাম খুবই একটা কুৎসিত গালাগাল খুঁজে খুঁজে বের করেছে...সুতরাং জবাবে আমিও

বললাম : "তুই নিজে সোশ্যালিস্ট ব্যাটা কুত্তির বাচ্চা! দূর হয়ে যা এখান থেকে নইলে এখনই আমি তোকে ঠাণ্ডা করে দেব!"

আবার জেগে ওঠা হাসির দমকে চিত হয়ে মাটির উপর গড়িয়ে পড়ল দাভিদভ। ওর সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত চুপ করে থেকে আবার বলল শালি : "পরের দিন ওরা আমাকে হাজির করল আতামানের কাছে। ঘটনাটা কি ঘটেছে সে জিজ্ঞেস করল আমাকে। শুনে ঠিক তোমার মতোই হাসতে লাগল। তারপর কোনো সাজা না দিয়েই ছেড়ে দিল। সেও ছিল গরিব ঘরের মানুষ। তাই সামান্য একটা কামার অত বড়ো ধনী একটা জমিদারকে এমনভাবে বেকুব বানিয়েছে দেখে ভারি মজা পেয়েছিল। শুধু আমাকে ছেড়ে দেয়ার আগে বলল : 'ভবিষ্যতে আর একটু হুঁসিয়ার হয়ে চলো, বুঝলে কশাক। জিভটা খুব বেশি নেড়োনা। যা দিনকাল পড়েছে, আজ হয়ত তুমি কামারশালায় বসে কাজ করছ, কালই হয়ত ওরা তোমাকে লোহার শিকলে বেঁধে সাইবেরিয়ায় চালান করে দেবে। বুঝলে তো?' 'হাঁ ধর্মাবতার!' বললাম আমি। 'বেশ চলে যাও, আর যেন তোমার মুখ দেখতে হয় না আমাকে। সেলিভানভকে বলবো, আমি তোমার চামড়া খুলে নিয়েছি।' হাঁ, এমনিই চলত সব, বুঝলে ছেলে..."

বাকপটু কামারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল দাভিদভ। কিন্তু শালি ওর জামার হাতা ধরে আবার টেনে বসাল, তারপর হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবেই জিজ্ঞেস করল :

"তাহলে তোমার মতে, কেউ কোনো দিনই জানতে পারবে না কে খোপ্রোভদের খুন করেছে? ঠিক ঐখানটাই ভুল হচ্ছে তোমার, ছেলে। নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে ওরা। একটু সময় দাও।"

মনে হল যেন বৃদ্ধ কিছু জানে। তাই দাভিদভ ঠিক করল ব্যাপারটা খোলাখুলিভাবেই উত্থাপন করবে।

"কাকে তুমি সন্দেহ করো আইপোলিত সিদোরোভিচ?" শালির রক্ত-রাঙা দুটো নিস্তেজ চোখের কালো মণির দিকে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল দাভিদভ।

চট করে ওকে একটু দেখে নিয়ে কথাটা এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বলল শালি : "এ সব ক্ষেত্রে ভুল হওয়া খুবই সহজ, বুঝলে ছেলে..."

"কিন্তু তবুও?"

আর কোনো ইতস্ততঃ না করে শালি তার হাতটা দাভিদভের হাঁটুর উপরে রেখে বলল: "শোনো দোস্ত, প্রতিজ্ঞা করো যা কিছুই ঘটুক না কেন কোনো অবস্থায়ই তুমি আমার নাম প্রকাশ করবে না। রাজী আছো?"

"আছি।"

"শোনো তবে, ইয়াকভ লুকিচের হাত আছে এর ভিতরেও। খুব নিশ্চিত করেই বলছি আমি তোমাকে।"

"বেশ তাহলে শোন ভাই..." হতাশ হয়ে বলে উঠল দাভিদভ।

"আমি সেলিভানভের 'ভাই' ছিলাম, কিন্তু তোমার আমি বাপের বয়সী।" বিরক্তির সুরে বলল শালি। "আমি একথা বলছি না যে ইয়াকভ লুকিচ নিজের হাতেই কুড়ুল চালিয়েছিল খোপ্রোভদের উপরে, আমি বলছি যে তার হাত আছে। কথাটা তোমার বোঝা উচিত ছেলে, অবশ্য প্রভু যদি তোমার মাথায় মগজের ন্যায্য অংশ দিয়ে থাকেন।"

"কি প্রমাণ আছে তোমার?"

"কেন, তোমার উদ্দেশ্যটা কোন দিকে, গোয়েন্দা হবার ইচ্ছে?"

"এখন আমরা আসল প্রশ্নে এসেছি, আইপোলিত সিদোরোভিচ। হাসি ঠাট্টা করে বিষয়টা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করো না, বা এড়িয়ে যেও না। তুমি যা কিছু জানো আমাকে বল, যা কিছু সব, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত। দুজনে মিলে কানামাছি খেলার সময় নেই আমাদের।"

"তুমি একটি নেহাৎই বাজে গোয়েন্দা," দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল শালি। "জলদিবাজী করতে বলো না আমাকে, সব কিছু বলবো আমি তোমাকে, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত। আর তখন দেখো চোখ মুছতে তুমিই ব্যস্ত হয়ে উঠবে। বুঝলে, লুশকার সঙ্গে নটঘট করার আদৌ কোনো দরকার ছিল না তোমার। সে তোমার কোন কাজে আসবে? ওই কুত্তিটার চাইতে আর ভালো মেয়েমানুষ খুঁজে পেলে না তুমি?"

"তা দিয়ে তোমার কোনো দরকার নেই", ঝাঁঝিয়ে উঠল দাভিদভ।

"ঠিকই বলেছ ছেলে, ও ব্যাপারে আমার কোনোই প্রয়োজন নেই, ওটা হচ্ছে গোটা যৌথ জোত-এর ব্যাপার।"

"কি বলতে চাচ্ছ তুমি এ থেকে বল দেখি?"

"কেননা, যে-দিন থেকে তুমি ঐ ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে বেড়ানো কুত্তিটার সঙ্গে মিশতে শুরু করেছ, সে দিন থেকেই তোমার কাজকর্ম খারাপ হতে

শুরু করেছে! রাত-কানা রোগে ধরেছে তোমাকে…! আর বলছ কিনা ওতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই! এটা শুধু তোমারই দুর্ভাগ্য নয় ছেলে, সমস্ত যৌথ জোতটারই দুর্ভাগ্য! ভাবছ তোমার ঐ লুশকার সঙ্গের নটঘট ঢাকা চাপা আছে? কিন্তু যা কিছু তোমার সম্পর্কে জানার গাঁয়ের প্রত্যেকটি লোকই তা জানে। কেন, আমরা বুড়োরা মাঝে মাঝে এক সঙ্গে বসে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করি কি করে তোমাকে লুশকার হাত থেকে, মেয়েমানুষ নামে ঐ মহামারীটার হাত থেকে, ছাড়িয়ে আনা যায়! কিন্তু কেন? না, লুশকার মতো মেয়েমানুষ কাউকে কাজে উৎসাহ দিতে পারে না, তাকে কাজের ভিতর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। সেই জন্যেই আমাদের দুশ্চিন্তা…। খুবই ভালো ছেলে তুমি। তুমি ধীর স্থির, তুমি মদ খাও না, এক কথায় তুমি জংলী দুর্দান্ত নও। আর ঐ লুশকা, ঐ কুত্তিটা তারই সুযোগ নিয়েছে! সে তোমার পিঠে সওয়ার হয়ে তোমাকে দাবড়ে বেড়াচ্ছে। নিজে তুমি খুব ভালো করেই জানো ছেলে যে কী দিয়ে সে তোমাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে, তাছাড়া আর যা জাহির করে বেড়াচ্ছে, বলতে গেলে সেটা এই দাঁড়ায়: 'দেখ কাকে আমি পাকড়েছি!' ওহে দাভিদভ, দাভিদভ, একটা অতি বাজে মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েছ তুমি…। এক রবিবার সন্ধ্যেয় আমরা বুড়োরা বসেছিলাম বেসখেলেভনভের বাড়ির হাতায়, তুমি যাচ্ছিলে সামনে দিয়ে। বুড়ো মানুষ বেসখেলেভনভ, তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল: আমাদের উচিত দাভিদভকে দাঁড়িপাল্লায় চাপিয়ে দেখা যে লুশকার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে ওর গায়ের ওজন কত ছিল আর এখনই-বা কত আছে। আমার হিসেবে সে কম করে ওর অর্ধেক ওজন ঝরিয়ে দিয়েছে, সরিয়ে নিয়েছে ওর গা থেকে ঐ মাগীটা। এ চলবে না ভায়ারা; ওকে ময়দাটা সরিয়ে নিতে দিয়ে আমরা তুষটা নেবো তাতে কোনোই ফয়দা নেই। বিশ্বাস করো ছেলে, শুনে তোমার জন্যে লজ্জায় যেন আমার মাথা কাটা গেল! দারুণ লজ্জা পেলাম! যদি এই কামারশালার সঙ্গী হতে তুমি আমার, গাঁয়ের কেউই তাহলে কোনো গুজগুজ করার সুযোগ পেত না। তুমি হতে আমার সমগ্র পরিবারের কর্তা। আর কর্তা হওয়াটা একটা বড়ো জিনিস, ছেলে। কোনো কশাক কোনো অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিতে গিয়ে সেকালের সভায়

যে কথাটা বলা হত তা কিছু আর মিছামিছি বলা হত না: 'মাথাটা যতক্ষণ পরিষ্কার আছে ততক্ষণ পাছাটা লাল করে দাও'। কিন্তু আমাদের যৌথ জোতের মাথাটা তেমন পরিষ্কার নেই, একটু ঘোলাটে হয়ে আছে সে। লুশকার গায়ে গা ঘসাঘসি করছে আর ওর সর্বাঙ্গ আলকাতরায় ভরে যাচ্ছে...। ধরো যদি কোনো ভদ্র ভালো মেয়ে বা বিধবার সঙ্গেও মিশতে কেউ একটি কথাও বলত না তোমার বিরুদ্ধে, কিন্তু তুমি...। ওহে দাভিদভ, দাভিদভ তুমি তোমার চোখে ঠুলি পরে রয়েছ! কিন্তু আমার হিসেব হচ্ছে এই যে লুশকার পিরিতে তুমি এমন রোগা হয়ে যাচ্ছ না, যাচ্ছ তোমার নিজের বিবেকের কামড়ে। তোমার বিবেকই তোমাকে শেষ করে ফেলছে, এটা নিশ্চয় করে বলতে পারি আমি।"

কামারশালার বাইরের পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দাভিদভ। চড়ুইগুলো ধুলো মেখে চান করছে! একটু পাণ্ডুর আভা ফুটে উঠেছে ওর মুখের উপর। গালের দুটো জেগে ওঠা হাড়ের উপরে নীলচে ছোট ছোট দাগ উঠেছে ভেসে।

"ঠিক আছে, আর যা বাকি আছে সেটা বাদ দিতে পারো,"—বিড়বিড় করে বলতে বলতে শালির দিকে ফিরে তাকাল দাভিদভ। "তুমি না বললেও ব্যাপারটা খুবই মর্মান্তিক লাগে আমার।"

"বেশ, কোনো একটা অপ্রীতিকর আলোচনার পরে যদি কারোর মনে খুব দুঃখ হয়, স্বভাবতই সে ভাল হয়ে ওঠে।"—যেন উদ্দেশ্যহীন ভাবে কথাপ্রসঙ্গেই বলে উঠল শালি।

বিরক্তি ও অস্বস্তি খানিকটা কাটিয়ে ওঠার পরে, শুকনো গলায় বলল দাভিদভ: "প্রমাণ দাও যে অস্ত্রোভনভের ঐ ব্যাপারে যোগসাজস ছিল। ঘটনা এবং প্রমাণ ছাড়া কথাটা কুৎসার মতোই শোনায়। অস্ত্রোভনভ তোমার উপরে অন্যায় করেছিল আর তুমি তাই তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধেছ। কথাটা যথার্থ! বেশ, কি প্রমাণ আছে তোমার, দেখাও? বলে ফেল!"

"কথা বলছ তুমি তোমার ঐ মাথার টুপিটার ভিতর দিয়ে মাথা দিয়ে নয়। বুঝলে ছেলে," প্রত্যুত্তরে কঠিন সুরে বলল শালি। "ইয়াকভ লুকিচের বিরুদ্ধে কী রাগ আছে আমার? ঐ মজুরির ব্যাপার? কিন্তু তা সত্ত্বেও যা আমার পাওনা তা আমি পাবোই। তাছাড়া, কোনো

প্রমাণই নেই আমার হাতে। আমার জ্ঞাতি ভাই খোপ্রোভ আর তার বৌয়ের বিছানার তলায় গিয়ে কিছু আর আমি শুয়ে থাকিনি যখন তাদের খুন করা হয়...”

দেয়ালের ওপাশ থেকে একটা খসখস শব্দ ভেসে এল আর সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ অস্বাভাবিক তৎপরতার সঙ্গে তার মোটা সোটা দেহটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ভালো করে শুনল কান পেতে তারপর ধীরে গায়ের কালিঝুলি মাখা চামড়ার অ্যাপ্রোনটা খুলতে খুলতে বলল: “শোনো ছেলে, আমার ঘরে চল। সেখানে ঠাণ্ডায় বসে দুজনে এক মগ করে ঠাণ্ডা দুধ খেতে খেতে আমাদের আলোচনা শেষ করবখন। কথাটা খুব গোপনে বলব আমি...” দাভিদভের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল শালি। ওর ফিস ফিস করে বলা কথা পাশের বাড়ির উঠোন থেকে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। “আমার ঐ বাচ্চা শয়তানটা নিশ্চয়ই আড়ি পেতে শুনছে...। সব ছেঁদায় কাঠি দিয়ে বেড়ানোই ওর স্বভাব, ওর কান এড়িয়ে কাউকে কোনো কথা বলার উপায় নেই। প্রভু, কত অত্যাচার যে করে আমার উপর—তার আর সীমা সংখ্যা নেই! কথা বললে শুনবে না, কুঁড়ে, একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে ছোঁড়া, কিন্তু তবুও এক দিন একটা ভালো কামার হয়ে উঠবে, সেটা নিশ্চিত! হাতে যে কাজই তুলে দাওনা কেন তা-ই করে তুলবে, ক্ষুদে ভূত! তাছাড়া বাপ-মা মরা বাচ্চা। তাই আমি ওর এত অত্যাচার সহ্য করে যাই। ওকে একটা মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে চাই, একটা ভালো কামার!”

কামারশালার ভিতরে ঢুকে শালি অ্যাপ্রোনটা ঝুলকালি মাখা বেঞ্চের উপরে ছুঁড়ে দিয়ে সংক্ষেপে দাভিদভকে ‘চলে এস’ বলে ডাক দিয়ে ঘরের দিকে চলতে শুরু করল।

দাভিদভের ইচ্ছে ছিল একা একা বসে শালির সঙ্গে এতক্ষণ ধরে যা সব আলোচনা হয়েছে সেগুলো ভালো করে ভেবে দেখে। কিন্তু খোপ্রোভদের খুন সম্পর্কিত আলোচনাটা শেষ হয়নি তাই গাঁয়ের পথে ভাল্লুকের মতো ধীরে ধীরে কর্মকারের পিছে পিছে চলতে লাগল। গোটা পথ মুখ বুজে চুপচাপ চলা কেমন যেন অস্বস্তিকর মনে হল দাভিদভের, তাই সে জিজ্ঞেস করল:

"তোমার পরিবার কত বড়ো, আইপোলিত সিদোরোভিচ ?"

"আমার বুড়ীটা আর আমি, এই হচ্ছে আমার পরিবার।"

'কোনো ছেলেপুলে ?"

"জোয়ান বয়সে দুটো হয়েছিল, কিন্তু পৃথিবীটা তাদের সহ্য হল না! তৃতীয়টা এখনো জন্মায়নি। আর তারপর থেকে গিন্নীর আর কোনো ছেলেপুলে পেটে আসেনি। বয়েস ছিল, স্বাস্থ্যও ভালো ছিল, কিন্তু ভিতরে কি যেন খারাপ হয়ে গেল—এই হচ্ছে ব্যাপার। কতো চেষ্টা, কতো কি করলাম, কোনো কাজে এল না। সে সময়ে গিন্নী পায়ে হেঁটে কিয়েভ-এর মঠেও গিয়েছিল একটা ছেলের জন্যে পূজো দিতে, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। যাওয়ার আগে আমি বলে দিয়েছিলাম তাকে : 'অন্ততঃ একটি ক্ষুদে ইউক্রেনিয়ানও পার তো নিয়ে এসো আমার জন্যে'।"

একটু কপট হাসিতে খিক খিক করে উঠল শালি : "গিন্নী শুনে তো বজ্জাত বেকুব বলে গাল পাড়ল আমাকে তারপর আইকনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে রওনা হয়ে গেল। বসন্তকাল থেকে শরৎকাল পর্যন্ত রইল সেখানে কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হল না। তারপর থেকেই আমি বাপ-মা মরা ছেলেদের কুড়িয়ে এনে এনে তাদের কামারের কাজ শেখাই। বাচ্চা ছেলেপুলে দারুণ ভালো লাগে আমার, কিন্তু প্রভু সে আনন্দ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছেন। এক এক সময়ে মনে হয়, বুঝলে ছেলে..."

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম বৈঠকখানা ঘরটা ঠাণ্ডা নিঝুম, আধা অন্ধকার। বন্ধ দোরের ফাঁক দিয়ে সরু এক ফালি রোদ এসে পড়েছে। খানিকক্ষণ আগের ধোয়া মেঝে থেকে আসছে বুনো লতার সুগন্ধ আর তারই সঙ্গে সোমরাজের গন্ধের মৃদু আভাস। মাটির নিচের ভাঁড়ার ঘর থেকে শালি নিজেই একটা ঠাণ্ডা দুধের ঘটি নিয়ে এল তারপর দুটো মগ এনে টেবিলের উপরে রেখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল!

"গিন্নী চলে গেছে সব্জীর বাগানে। এত গরমে একটুও পরোয়া নেই তার, বুড়ী ড্রাগনটা...। তাহলে জিজ্ঞেস করছিলে, কি প্রমাণ আছে আমার হাতে। এখন কথাটা নিশ্চয়ই বলব আমি তোমাকে। যে দিন সকালে খোপ্রোভরা মারা যায় আমি তাদের মৃতদেহ দেখতে গিয়েছিলাম। আর যাই হোক, ওর স্ত্রী তো আমার বোন ছিল সম্পর্কে। কিন্তু কাউকে ঘরের ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছিল না। দোরে ফৌজী পাহারা, তারা তদন্ত-

কারীদের আসার অপেক্ষায় রয়েছে। তাই আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। চারদিকে তাকাতে তাকাতে একটা পায়ের ছাপ আমার চোখে পড়ল যেটা আগে কোথাও দেখেছি। সিঁড়িগুলো পায়ের দাগে ভর্তি, কিন্তু এক পাশে রেলিং-এর দিকে রয়েছে সেই পায়ের ছাপ।"

"কী থেকে মনে হলো তোমার যে ঐ পায়ের ছাপটা তুমি আগে দেখেছ?"—সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"গোড়ালীর কিনারার অংশ দেখে। আগের রাতের টাটকা পায়ের ছাপ, তাছাড়া গড়নটা আমার চেনা। গাঁয়ের ভিতরে আর দ্বিতীয় কেউ নেই যার জুতার গোড়ালীর কিনারা ঐ রকমের। আছে মাত্র একটি লোকের। তাছাড়া ভুল আমার হতে পারে না, কারণ ও দুটোও ছিল আমারই।"

দারুণ অধৈর্য হয়ে উঠে শেষ না করেই দুধের মগটা টেবিলের উপরে রেখে দিল দাভিদভ।

"তোমার কথা বুঝতে পারলাম না, পরিষ্কার করে বল।"

"কথাটা খুবই সহজ ছেলে। তখনো যৌথ-জোত হয়নি, দুবছর আগে বসন্তকালের গোড়ার দিকে একদিন ইয়াকভ লুকিচ আমার কামারশালায় এসে ওর গাড়ির চাকায় লোহার বেড় পরিয়ে দেবার জন্যে বলল আমাকে। 'নিয়ে এসগে' ওকে বললাম আমি। তখন আমার হাতে তেমন কোনো কাজ ছিল না। সুতরাং সে গিয়ে ওটা নিয়ে এল তারপর আধঘণ্টাখানেক বসে এটা ওটা নানান গল্পগুজব করল। চলে যাবার জন্যে যখন উঠে দাঁড়াল, উনুনের পাশে স্তূপ করে রাখা লোহা লক্কড়ের ভিতরে সে হাতড়াতে আরম্ভ করল। দুটো পুরানো গোড়ালীর কিনারা খুঁজে বের করল ওর ভিতর থেকে। সেই ধরনের জিনিস যা পুরা গোড়ালীটাকে ঘিরে থাকে। ও দুটো ছিল এক জোড়া বিলাতী বুটের। গৃহযুদ্ধের সময় থেকেই ও দুটো ছিল আমার কাছে। 'এ জোড়া আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমার কাছ থেকে সিদোরোভিচ', বলল লুকিচ, 'আমার বুটে লাগাব। মনে হচ্ছে আমি বুড়ো হয়ে পড়ছি। চলনটা ভারি হয়ে উঠেছে। অনবরতই আমার জুতার গোড়ালী মেরামত করতে হয়।' 'নিয়ে যাও' বললাম আমি, 'ভালো মানুষকে পুরানো রসি দান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করা উচিত না', প্রবাদ আছে। 'ওগুলো ইস্পাতের তৈরি। যদি হারিয়ে না ফেল তবে

জীবনেও ক্ষয় করতে পারবে না।' ওদুটো পকেটে নিয়ে সে চলে গেল। অবশ্য কথাটা সে অনেক দিন আগেই ভুলে গেছে, কিন্তু আমার ঠিক মনে আছে। আর সেই কিনারার গায়ের চিহ্নই আমি সিঁড়ির উপরে দেখতে পেয়েছিলাম···। যাই হোক আমার সন্দেহ হল। ওই পায়ের ছাপ কেমন করে ওখানে এল, অবাক হয়ে গেলাম।"

"তারপর, বলে যাও।" ধৈর্যহীন কণ্ঠে বলে উঠল দাভিদভ।

"তাই ভাবলাম গিয়ে এক বার দেখেই আসি না কেন, কি ধরনের ছাপ পড়ে ওর বুটের? বিশেষ করে ওকে খুঁজে বের করলাম, আর ভান করলাম যেন লাঙ্গলের ফাল-এর জন্যে কিছু লোহার সন্ধানে এসেছি। তখন আমি ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম··ওর পায়ে ফেলট-এর বুট! তখনো তার উপরে তুষার জমে আছে। তারপর যেন কথায় কথায় বলছি, অমনি করে হঠাৎ আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম: 'খুন হওয়া লোকদের দেখেছ, লুকিচ?' 'না' বলল সে, 'মরা মানুষের শব আমি দেখতে পারি না, বিশেষ করে যখন সেটা খুন। খুবই ভীরু আমি ওদিক থেকে। কিন্তু ভাবছি যাওয়া উচিত ছিল আমার।' তারপর অন্যান্য কথা বলতে বলতে আবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলাম: 'অনেক দিন আগে কি গিয়েছিলে ওর ওখানে?' 'হাঁ', ও বলল, 'তা বেশ কিছু দিন। গত হপ্তা থেকেই ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি আমার।' ভেবে দেখ একবার কত বড়ো বদমাইশ রয়ে গেছে আমাদের ভিতরে। খোপ্রোভের মতো অমন চমৎকার লোকটাকে খুন করল। তাছাড়া কেন, কি কারণে খুন করল তাও কেউ জানে না পর্যন্ত। লোকটি ছিল শান্ত, কারোর কোনো ক্ষতি করেনি জীবনে। ওদের হাতে যেন পচন ধরে, শয়তানের দল!'

"তারপর জানো, আগুনের মতো আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। ঐ লোকটা জুডাস-এর মতো কথা বলে যাচ্ছে আর আমার পা দুটো প্রায় কাঁপছে ঠক ঠক করে! গত রাত্রে নিশ্চয় তুই গিয়েছিলি ওখানে, ব্যাটা বেজন্মা, মনে মনে ভাবলাম। আর নিজের হাতে যদি তুই খোপ্রোভদের খুন নাও করে থাকিস তাহলে এমন কাউকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলি যে খুন করেছে। কিন্তু এতটুকুও বুঝতে দিলাম না ওকে, এমনি করেই চলে এলাম ওর কাছ থেকে। ঘোড়ার পায়ের নাল-এর ভিতরে পাথরের

কুচির মতোই ওর পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে দেখার মতলবটা আমাকে অনবরত বিঁধতে লাগল। বুট থেকে লোহাটা খসে পড়ে গেছে না কি? প্রায় দুই সপ্তাহ ওর ফেল্ট-এর বুটটা বদলে সাধারণ বুটটা পরার অপেক্ষায় থাকতে হল আমাকে। অবশেষে একটু কাদা হল। বরফ গলছে। আমি তখন কামারশালার কাজ ছেড়ে ইচ্ছে করেই অফিসে গেলাম। দেখি লুকিচ রয়েছে অফিসে, পায়ে সেই বুট জোড়া! খানিক পরেই সে উঠনে নেমে এল। আমিও বেরিয়ে এলাম ওর পিছে পিছে। পথ ছেড়ে মোড় নিয়ে ও চালাটার দিকে চলতে লাগল। ওর পায়ের ছাপের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমার সেই বেডটারই ছাপ। ঐ বেড় দু বছরে কিছুতেই ক্ষয়ে যেতে পারে না!"

"তখন কেন বললে না কিছু, জিজ্ঞেস করি? কেন রিপোর্ট করোনি তখন?"—রক্ত চলকে উঠে দাভিদভের দুটো গাল লাল করে তুলল। নিদারুণ বিরক্তিতে টেবিল চাপড়ে উঠল।

কিন্তু শালি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। দৃষ্টিটা তেমন স্নেহের দৃষ্টি নয়, তারপর জিজ্ঞেস করল: "তোমার চাইতেও বড়ো একটি নিবোধের খোঁজ করছ কি তুমি, বলতো ছেলে? তুমি বলার আগেই সে কথা ভেবেছিলাম আমি···। ধরো খুনের ব্যাপারের তিন হপ্তা পরে তদন্তকারীর কাছে রিপোর্ট করলাম, সিঁড়িতে পায়ের ছাপটা সে পাবে কেমন করে? আমি তখন একটি বেকুব বনে যাবো।"

"সেই দিনই তোমার বলা উচিত ছিল! তুমি একটি ভীরুর বেহদ্দ, অস্ত্রোভনভের ভয়েই তুমি অস্থির, কথাটা যথার্থ!"

"এ কথাটার মধ্যে অবশ্য খানিকটা যুক্তি আছে," আপসে মেনে নিল শালি। "অস্ত্রোভনভের পিছনে লাগাটা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। দশ বছর আগে ওর বয়েস তখন কম ছিল, ফসল কাটার সময়ে আন্তিপ গ্রাচ-এর সঙ্গে ওর ঝগড়া হল। মারপিট করল দুজনে আর আন্তিপ ওকে আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে দিল। একমাস পরে আন্তিপের রান্নাঘরের চালায় আগুন লাগল। চালাটা ছিল ওর ঘরের কাছে আর হাওয়াও ছিল ঠিক সেই মুখো। সুতরাং ওর ঘরেও আগুন ধরল। আগুনের শিখায় গোয়ালটাও ধরে উঠল, তেমনি জ্বলে গেল শস্যের গোলাটা। বৈঠকখানা ইত্যাদি নিয়ে খুব ভালো ঘরবাড়ি ছিল আন্তিপের, আজ দেখ সে একটা ভাঙা কুঁড়ে ঘরে

বাস করছে। লুকিচের বিরুদ্ধে গেলে তার অর্থ হয় এই। নতুনের কথা তো দূরস্থান, পুরানো আক্রোশেরও ক্ষমা নেই ওর কাছে। কিন্তু সেটা কথা নয় ছেলে, সঙ্গে সঙ্গেই আমার সন্দেহ সম্পর্কে ফৌজী লোকদের কাছে কিছু বলতে চাইনি, তার কারণ প্রথমতঃ এই যে আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আর তারপর, তখনো আমি স্থিরনিশ্চিত ছিলাম না যে একমাত্র ইয়াকভ লুকিচই ঐ ধরনের গোড়ালীর বেড় পরে কি না। আমাকে মিলিয়ে দেখে নিতে হয়েছে। গৃহযুদ্ধের সময়ে গাঁয়ের অর্ধেক লোকেই তো বিলাতী বুট পরত। তাছাড়া ঘণ্টাখানেক পরে খোপ্রোভের সিঁড়িটা এমন ময়লা হবে আর এত লোকে পায়ে মাড়িয়ে থাকবে যে উটের ক্ষুরের চিহ্ন কি ঘোড়ার ক্ষুরের চিহ্ন কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না। সুতরাং ব্যাপারটা ছিল এই, বুঝলে ছেলে। সব দিক চিন্তা করে দেখলে বিষয়টা খুব সহজ মনে হবে না। তাছাড়া, তোমাকে আমি শুধু ফসল-কাটা যন্ত্রগুলো দেখে যাবার জন্যেই ডাকিনি, ডেকেছি খোলাখুলি একটু আলোচনা করার জন্যেই।”

“বড্ডো দেরিতে মনস্থির করেছ, বুঝলে,” ভর্ৎসনাভরা কণ্ঠে বলল দাভিদভ।

“এখনো খুব দেরি হয়ে যায়নি, কিন্তু শিগগিরই, যদি না তুমি তোমার চোখের ঠুলি খুলে ফেলে দাও তবে সত্যিই খুব দেরি হয়ে যাবে, একথা নিশ্চয় করে বলে দিতে পারি তোমাকে।”

এক মুহূর্ত ইতস্তত: করল দাভিদভ তারপর খুব সতর্ক হয়ে শব্দ বেছে বেছে বলতে লাগল :

“আমার নিজের সম্পর্কে, আইপোলিত সিদোরোভিচ, আমার কাজকর্মের সম্পর্কে তুমি অনেক কথা বলেছ যেগুলো সম্পূর্ণ সত্য! তার জন্যে তোমাকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার কাজকর্ম সব কিছুই নতুন করে ঢেলে সাজতে হবে, আর এ কথাটা যথার্থ! কিন্তু এসব কাজে যে লোক নতুন তার পক্ষে সব কিছু জানা বোঝা কী নিদারুণ কঠিন!”

“সে কথা খুবই সত্যি” সায় দিল শালি।

“বেশ, তোমার কাজের দরুন মজুরির হারের প্রশ্নটা আমরা দেখছি। ওটা ঠিক করে নেবো। আমরা যখন অস্ত্রোভনভকে হাতে নাতে ধরতে পারিনি তখন ওর উপরে আমাদের একটু নজর রাখতে হবে। সময়ের দরকার

আমাদের। কিন্তু আমাদের আজকের এই আলোচনা যেন তৃতীয় কান না হয়। বুঝেছ?”

“কবরের মতো নিশ্চুপ থাকব আমি,” ওকে কথা দিল শালি।

“সম্ভবতঃ তোমার আরো কিছু কথা আছে? যদি না থাকে, আমি এখন তাহলে স্কুলে যাবো। কোনো একটা ব্যাপারে হেডমাস্টারের সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার।”

“হাঁ আমার আরো কিছু কথা আছে, বলছি। লুশকাকে ত্যাগ করো। সে তোমাকে দারুণ বিপদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলবে, বুঝলে ছেলে...”

“ওঃ! জাহান্নামে যাক্!” উত্তেজিত হয়ে তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল দাভিদভ। “ওর সম্পর্কে আলোচনা করেছি আমরা, আর সেটুকুই যথেষ্ট। ভাবলাম শেষের দিকে জরুরী আরো কিছু বলবে, কিন্তু আবার তুমি শুরু করলে...”

“উত্তেজিত হয়ো না, ছেলে, বুড়োমানুষের কথাটা ধৈর্য ধরে শোনো। আমি অন্যায় কিছু বলব না তোমাকে। হয়ত জানো ইদানিং তুমি ছাড়াও সে আর এক জনের সঙ্গে গিয়ে ভিড়েছে...। আর যদি তোমার মাথাটার ভিতরে একটা বুলেট না ঢোকাতে চাও তো চিরদিনের মতো ঐ কুত্তিটার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়াই ভালো তোমার পক্ষে।”

“কার হাতের বুলেট আমার মাথায় ঢুকতে পারে?”

একটু অবিশ্বাসের হাসি দাভিদভের ঠোঁটের কোনে ফুটে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে গেল। কিন্তু শালি সেটা লক্ষ্য করেই আগুন হয়ে উঠল।

“দাঁত বের করে হাসছ তুমি? বরং এখনো যে বেঁচে আছো তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, অন্ধ কোথাকার! কেন যে তোমাকে গুলি না করে মাকারকে গুলি করতে গেল, সেটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না।”

“কে লোকটা?”

“তিমোফেই, আবার কে! কেন যে সে মাকারকে বেছে নিল, ভেবে উঠতে পারছি না। তাই আমি বলছি তোমাকে, সাবধান করার জন্যে। আর তুমি কিনা আমার ভাল্যার চাইতেও বিশ্রীভাবে দাঁত বের করে হাসছিলে।”

নিজের অজ্ঞাতেই দাভিদভ পকেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল তারপর টেবিলের উপর দিয়ে ঝুঁকে সামনের দিকে এগিয়ে এল।

"তিমোফেই ? সে এল কোথা থেকে ?"

"পালিয়ে এসেছে। নইলে আর এখানে এসে হাজির হবে কেমন করে ?"

"দেখেছ তুমি তাকে ?" খুব আস্তে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ। ওর গলার আওয়াজ ফিস ফিস শব্দের বেশি উঁচু নয়।

"আজ কি বুধবার ?"

"হুঁ"।

"তাহলে গত শনিবার রাত্রে তাকে আর তোমার লুশকাকে আমি এক সঙ্গে দেখেছি। আমাদের গাইটা পালের সঙ্গে ফিরে আসেনি, তাই আমি সেটাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। যখন ওটাকে খুঁজে নিয়ে ফিরে আসছি, তখন প্রায় দুপুর রাত। গাঁয়ের কাছে ওদের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখী দেখা।"

"ভুল হয়নি তো তোমার ?"

"তুমি কি ভাবো তোমাকে তিমোফেই বলে ভুল করব ?" ঘৃণাভরা কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল শালি। "না হে ছেলে, বুড়ো হতে পারি, কিন্তু চোখের দৃষ্টি আমার এখনো খুব ধারালো। ওরা ভাবল একটা গোরু, তাই আর পিছনে আমাকে লক্ষ্য করেনি। লুশকা বলল: 'ধ্যেৎ একটা জন্তু, নিছক একটা গোরু তিমোফেই। আমি ভেবেছিলাম বুঝি একটা লোক'। পরেই আমি দেখা দিলাম। লুশকা আগে লাফিয়ে পড়ল, পিছে তিমোফেই। ওর বন্দুকের ঘোড়ার আওয়াজ পেলাম, কিন্তু একটা কথাও বলল না। সুতরাং শান্ত গলায় বললাম: 'ঠিক আছে ভালো মানুষেরা। আমি যেন তোমাদের বিরক্ত না করি। আমি শুধু আমার গোরুটা নিয়ে যাচ্ছি, ওটা পাল ছাড়া হয়ে পিছনে পড়ে ছিল।"

"ভালো কথা, তাহলে সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল।" শালিকে বলার চাইতে আপন মনেই বলল দাভিদভ। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বাঁ হাত দিয়ে বুড়োর গলাটা জড়িয়ে ধরে ডান হাতে ওর কনুইয়ের উপরে চাপ দিল। "এ সব কিছুর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ প্রিয় আইপোলিত সিদোরোভিচ !"

সন্ধ্যায় নাগুলনভ আর রাজমিয়োৎনভকে শালির সঙ্গের আলোচনার বিষয় জানাল দাভিদভ তারপর প্রস্তাব করল যে তিমোফেই গাঁয়ে ফিরে

এসেছে এ কথাটা এক্ষুনি গিয়ে জেলা জি. পি. ইউ তে রিপোর্ট করা যাক। কিন্তু নাগুলনভ এতক্ষণ ধরে অদ্ভুত শান্তভাবে খবরটা শুনল তারপর জবাবে বলল :

"কোথাও গিয়ে রিপোর্ট করে কাজ নেই। ওরা শুধু সব কিছু পণ্ড করে দেবে। তিমোফেই বেকুব নয়, সে গাঁয়ের ভিতরে থাকবে না। কিন্তু যেইমাত্র একজন জি. পি. ইউ-র লোক এসে দেখা দেবে তক্ষুনি ওর নজরে পড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে যাবে।"

"রাত্রে গোপনে যদি আসে তবে কি করে দেখতে পাবে?" জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ।

চোখ কুঁচকে নাগুলনভ ওর দিকে তাকাল।

"তোমার মনটা শিশুর মতো, আন্দ্রেই। নেকড়ে সব সময়েই শিকারীকে আগে দেখে।"

"বেশ, তাহলে তুমি কি করতে বলছ?"—জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"আমাকে পাঁচ কি ছদিন সময় দাও, আমি জীবিত কি মৃত তিমোফেইকে এনে তোমাদের উপহার দেবো। বরং তুমি আর আন্দ্রেই তোমরা দুজনে সাবধানে থেক। বেশি রাত্রে কেউ বাইরে ঘুরো না, কিংবা বাতি জ্বালিয়েও রেখ না। বাকিটা আমার হাতে ছেড়ে দাও।"

ওর পরিকল্পনা বিশদভাবে ব্যক্ত করতে সরাসরি অস্বীকার করল নাগুলনভ।

"বেশ, চালিয়ে যাও" সম্মতি দিল দাভিদভ। "কিন্তু সাবধান—তিমোফেইকে যদি হুঁসিয়ার হতে সুযোগ দাও তাহলে সে অন্য কোথাও সরে পড়বে, আর তাকে কোনো দিনও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

"দুশ্চিন্তা করো না, সে পালাতে পারবে না." শান্ত কণ্ঠে ওদের প্রতিশ্রুতি দিল নাগুলনভ তারপর চোখের কালো পাতা নামিয়ে মুহূর্তের জন্যে হঠাৎ জেগে ওঠা দীপ্তি নিমজ্জিত করে ফেলল।

এগারো

লুশকা এখনো থাকে তার মাসীর সঙ্গে।

খড়ের ছাওয়া ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘর। দুমড়ে ওঠা হলদে খড়খড়ি; বয়সের ভারে দেয়ালগুলো দেবে গিয়ে বাঁকা হয়ে গেছে। নদীর পাড়ের খাড়া পাহাড়টার গা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছোট্ট উঠোন, ঘাস আগ ছা বেড়ে বেড়ে জঙ্গল হয়ে উঠেছে। লুশকার মাসী আলেকসিত্রভনার সম্পত্তি বলতে একটা গরু আর ছোট্ট একটা সব্জির খেত ছাড়া আর কিছুই নেই। উঠোনের নদীর পাড়ের দিকের নিচু কঞ্চির বেড়ার ভিতরে একটা ডিঙোবার সিঁড়ি। বাড়ির বৃদ্ধা গৃহিনী ওটাকে তার বাগানের মধ্যে কপি, শশা, টমেটোর জন্যে জল আনার কাজে ব্যবহার করে।

বেড়া ডিঙোবার সিঁড়িটাকে ঘিরে বুনো শণের ঝোপের ভিতর থেকে সতেজ গর্বে জেগে উঠেছে লাল ও বেগুনী রঙের কাঁটালতা। বেড়ার খুঁটোর গায়ে গায়ে কুমড়ো লতার হলদে ফুল-সজ্জা। ভোরের আলোয় আধ-ফোটা ফুলের নীল আভায় দূর থেকে বেড়াটাকে মনে হয় যেন ঘন বুনটের একটা কার্পেট! বাড়িটা লোকালয়ের বাইরে। পরের দিন ভোরে আলেকসিত্রভনার উঠোনের পাশ দিয়ে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে জায়গাটা নাগুলনভের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সর্দিটা সেরে যাবার জন্য দুটো দিন অপেক্ষা করে বসে রইল নাগুলনভ। এ দুদিন কোনো কিছুতে হাত দিল না। কিন্তু তৃতীয় দিনের দিন, যেই সন্ধ্যা ঘন হয়ে এল, তুলোভরা জ্যাকেটটা গায়ে দিয়ে গোপনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল নদীর পাড়ে। জ্যোৎস্নাহীন গোটা অন্ধকার রাত উঠোনের বেড়ার পাশের বুনো শণের ঝোপের ভিতরে শুয়ে রইল, কিন্তু কেউই বেড়া ডিঙোবার সিঁড়ির কাছে দেখা দিল না। ভোর হতে না-হতে বাড়ি ফিরে এল। খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়ে গোটা দিনটা গিয়ে ওর ঘাস কাটা দলের সঙ্গে কাটিয়ে দিল! দলটা সবে তখন ঘাস কাটা শুরু করেছে। তারপর অন্ধকার নেমে আসতে আবার গিয়ে সেই বেড়া ডিঙোবার সিঁড়ির পাশে জায়গা নিল!

দুপুর রাতে কুঁড়ে ঘরের দোরটা একটু ক্ষীণ শব্দ করে উঠল। বেড়ার ফাঁকা দিয়ে মাকার দেখল সর্বাঙ্গ শাল-এ ঢেকে একটি নারী মূর্তি বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মূর্তিটি লুশকা।

ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠোনের বাইরে নেমে এল। একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর আবার রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল। দশ পা পিছনে থেকে নিঃশব্দে মাকার ওর পিছু পিছু চলতে লাগল। কোনো কিছু সন্দেহ না করে, পিছনের দিকে পর্যন্ত একটিবার ফিরে না তাকিয়ে লুশকা সাধারণের যৌথ শস্য-খেতের দিকে এগিয়ে চলল। প্রায় গাঁয়ের সীমা পেরিয়ে এসেছে এমন সময়ে মাকারের সেই হতচ্ছাড়া সর্দি ওকে পথে বসিয়ে দিল। খুব জোরে হেঁচে ফেলেই সঙ্গে সঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশে শুয়ে পড়ল মাকার। মুহূর্তে দূরে দাঁড়াল লুশকা। মিনিট খানেক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন দুটো পা থেকে শিকড় নেমে আটকে গেছে। দুটো হাত বুকের উপর চেপে ধরে আর অতি কষ্টে খুব জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। হঠাৎ ওর গায়ের ছোট জামাটা মনে হল দারুণ আঁট হয়ে উঠেছে আর রক্ত চলকে উঠে রগ দুটো দপদপ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিমূঢ়ভাব কাটিয়ে উঠে মাকারের দিকে একটু এগিয়ে এল লুশকা। শুয়ে পড়ে কনুইয়ের উপরে ভর দিয়ে ভুরুর নিচ দিয়ে মাকার লক্ষ্য করছিল লুশকাকে। লুশকা থমকে দাঁড়াল।

"কে ওখানে?" চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল লুশকা।

ততক্ষণে মাকার চার হাত পায়ে হামা দিয়ে উঠেছে। নীরবে জ্যাকেটের একটা পাশ তুলে মাথার উপরে টেনে দিল। ওকে চিনতে পারে সেটা ওর অভিপ্রেত নয়।

"ঈশ্বর!" আচমকা বলে উঠেই লুশকা ফিরে গাঁয়ের দিকে ছুটে চলল।

ভোর হবার আগেই মাকার গিয়ে রাজমিয়োৎনভকে ডেকে তুলল। তারপর থমথমে গম্ভীর মুখে একটা বেঞ্চের উপরে বসে পড়ল: "একটিবার হাঁচি এল, আর সমস্ত জিনিসটা বরবাদ হয়ে গেল!...আমাকে একটু সাহায্য কর আন্দ্রেই...নইলে তিমোফেইকে আমরা হারাব!"

আধ ঘণ্টা পরে একটা দুঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ওরা আলেকসিএভনার কুঁড়ের সামনে গিয়ে হাজির হল। রাজমিয়োৎনভ ঘোড়া দুটোকে বেড়ার সঙ্গে বেঁধে

দিয়ে আগে আগে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এসে দোমড়ানো দোরের কড়া নাড়ল।

"কে ওখানে?" ঘুমঘুম গলায় জিজ্ঞেস করল গৃহকর্ত্রী। "কী চাই?"

'ওঠো আলেকসিত্রভনা, নইলে দুধ দুইতে অনেক বেলা হয়ে যাবে!" খুশিভরা গলায় জবাব দিল রাজমিয়োৎনভ।

"কে তুমি?"

"আরে আমি, সোভিয়েত-এর চেয়ারম্যান রাজমিয়োৎনভ।"

"এত রাত্রে কিসের জন্যে মরতে এসেছ এখানে শুনি?" খিঁচড়ানো মজাজে খেঁকিয়ে উঠল বুড়ী:

"এসেছি কোনো একটা ব্যাপারে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে, দরজা খোলো।"

ছিটকানি খুট করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাজমিয়োৎনভ আর নাগুলনভ ওরা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় পরে নিয়ে আলো জ্বালল বৃদ্ধা।

"তোমার ঘরের বাসিন্দে ঘরে আছে কি?" চোখের ইশারায় বৈঠকখানার দোরের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ।

"হাঁ, আছে ঘরে। এত রাত্রে তাকে দিয়ে কী দরকার তোমাদের?"

কোনো জবাব না দিয়ে রাজমিয়োৎনভ দরজায় ঘা দিয়ে জোরে জোরে ডেকে উঠল: "এই লুশকা, ওঠো, উঠে কাপড় চোপড় পরে নাও। ১ মিনিট সময় দিচ্ছি তোমাকে কাপড় পরার জন্যে, যেমন ফৌজ দিয়ে থাকে!"

খালি পায়ে খালি গায়ে কাঁধে একটা শাল জড়িয়ে এসে দাঁড়াল লুশকা। লেস লাগানো ধব ধবে শাদা সায়ার ভিতর থেকে ওর মসৃণ বাদামী রঙের উরু দেখা যাচ্ছে।

"কাপড় জামা পরে নাও," আদেশের সুরে বলল রাজমিয়োৎনভ। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে ভৎসনার সুরে বলে উঠল: "একটা স্কার্ট পরে এলেও তো পারতে…ভগবান, একটা আস্তো বেহায়া খানকি!"

প্রশ্নভরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখল লুশকা। তারপর চমক দেয়া একটু হাসি হেসে বলল: "কিন্তু এখানে সবাই তো আমরা আপনার লোক, লজ্জা পেতে যাব কিসের জন্যে?"

যদিও কাঁচা ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে তবুও অভিশপ্ত লুশকার চেহারা কুমারী মেয়ের মতোই তাজা আকর্ষণভরা! মনের খুশি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা মাত্র না করে রাজমিয়োৎনভ নীরব প্রশংসাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। উনুনের পাশে গিয়ে বসা বাড়ির বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নাকার।

"কী করতে পারি আমি তোমাদের জন্যে, প্রিয় অতিথিরা?"—ছেনালী ঢঙে কাঁধ ঝাঁকিয়ে শালটা ঠিক করে নিয়ে বলে উঠল লুশকা। "তোমরা কি কোনো দরকারে দাভিদভকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, কি বলো?"

ঔদ্ধত্যভরা গর্বের হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। ওর ভূতপূর্ব স্বামীর চোখ পড়তেই ওর চকচকে উজ্জ্বল চোখ দুটো বিজয়গর্বে কুঁচকে উঠল। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নাকার ভারাক্রান্ত শান্ত দৃষ্টি মেলে ওকে দেখল তারপর তেমনি থমথমে শান্ত গলায় জবাব দিল: "না, আমরা দাভিদভকে খুঁজতে আসিনি এখানে, আমরা খুঁজছি তিমোফেইকে।"

"তাকে খোঁজার জায়গা এটা নয়," পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল লুশকা। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে ওর কাঁধ দুটো একটু কেঁপে উঠল যেন শীত করে উঠেছে। "আমার সুন্দর প্রিয়তমকে পেতে চাও তো সাইবেরিয়ায় গিয়ে খোঁজ করো, যেখানে তাকে পাঠিয়েছ তোমরা..."

"অভিনয় বন্ধ করো," তেমনি গাম্ভীর শান্ত গলায় বলল নাকার। ওর ধৈর্য এতটুকুও বিচলিত হল না। ওর এই শান্ত সংযত ভাবে এত বিস্মিত হয়ে পড়ল লুশকা যে সে খেপে উঠে আক্রমণ শুরু করে দিল।

"তাই বুঝি কাল রাত্রে আমি যখন গাঁয়ের বাইরে গিয়েছিলাম, তুমি আমার পায়ে পায়ে গিয়েছিলে, ওরে সোহাগের ভাতার আমার?"

"তাহলে চিনতে পেরেছিলে আমাকে?" নাকারের ঠোঁটের কোণে একটু ঘৃণাভরা বিদ্বেষ ফুটে উঠল।

"না, অন্ধকারে চিনতে পারিনি, কিন্তু ভয় পাইয়ে প্রায় মেরে ফেলেছিলে আমাকে, বঁধু! পরে গাঁয়ের ভিতরে চলে এসে অনুমানে বুঝতে পারলাম যে তুমি।"

"তোর মতো বেহায়া কুত্তির আবার ভয়টা কিসের রে?" স্বেচ্ছাকৃত দুর্ব্যবহারের ভিতর দিয়ে লুশকার উদ্ধত আমন্ত্রণভরা সৌন্দর্যের সম্মোহন কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় রুক্ষ কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল রাজমিয়োৎনভ।

দু হাত নিতম্বের উপরে রেখে ওকে গিলে ফেলার মতো করে চোখ পাকিয়ে তাকাল রাজমিয়োৎনভের মুখের দিকে।

"খবর্দার কুত্তি বলবে না আমাকে! যাও তোমার মারিনাকে গিয়ে ডাকো ঐ নামে, হয়ত তাহলে মুখচোরা দেমিদ তোমাকে মনে করে কথার মতো বেশ উত্তম মধ্যম কিছু দিয়ে দেবেখন। আমার হয়ে লাঠি তোলার তো কেউ নেই তাই আমাকে গাল পাড়া সহজ..."

"দরকারের অনেক বেশিই আছে তোর," রুক্ষ গলায় খেঁকিয়ে উঠল রাজমিয়োৎনভ।

কিন্তু ওর দিকে দৃকপাত মাত্র না করে মাকারকে উদ্দেশ্য করে বলল:

"কেন তুমি আমার পিছে পিছে গিয়েছিলে? কী চাও তুমি? আমি মুক্ত পাখি, যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারি। যদি আমার তরুণ বন্ধু দাভিদভ থাকত আমার সঙ্গে, নিশ্চয়ই হন্যে হয়ে আমাদের পেছু পেছু ধাওয়া করার জন্যে সে তোমাকে ধন্যবাদ দিত না!"

মাকারের শীর্ণ পাণ্ডুর গালের চামড়ার তলার মাংসপেশী শক্ত হয়ে দলা পাকিয়ে উঠল। কিন্তু নিদারুণ ইচ্ছে শক্তির দ্বারা নিজেকে সংযত করে কিছু না বলে চুপ করে রইল। হাতের আঙুলের গাঁটগুলোর মটমট শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। আলোচনার গতি বিপজ্জনক দিকে মোড় নিচ্ছে বুঝতে পেরে প্রসঙ্গটাকে বন্ধ করার জন্যে এগিয়ে এল রাজমিয়োৎনভ।

"বেশ, বাগবিতণ্ডা ঢের হয়েছে, এবার শোনো, পোশাক পরে তৈরি হয়ে নাও লুশকা, আর তুমিও নাও আলেকসিএভনা। তোমাদের দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হল। আমরা তোমাদের জেলা দপ্তরে নিয়ে যাচ্ছি।"

"কিসের জন্যে শুনি?" জিজ্ঞেস করল লুশকা।

"সেখানে গিয়েই জানতে পারবে।"

"আর আমি যদি না যাই?"

"ভ্যাড়ার মতো হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে টেনে নিয়ে গিয়ে তুলব সেখানে। আর পা দাপাবে না, জলদি করো!"

খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করল লুশকা। তারপর পিছন ফিরে দ্রুত ঘরের ভিতরে ঢুকে গিয়ে দোরটা বন্ধ করে দিল। কিন্তু খিলটা তুলে দেবার

চেষ্টা করতেই মাকার ঠিক সময়ে এগিয়ে গিয়ে অনায়াসেই দোরটা খুলে ফেলে ভিতরে ঢুকে গল। চড়িয়ে বলে উঠল :

"আমরা এখানে মজা করতে আসিনি! পোশাক পরে নাও, পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। আমি তোমার পিছে পিছে ছুটতে যাব না, ছুটবে একটা বুলেট, বেকুব কোথাকার। বুঝলে?"

জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে লুশকা তার অগোছান বিছানাটার উপরে বসে পড়ল।

"বাইরে যাও। আমি পোশাক বদলাব।"

"বদলে নাও, এতে লজ্জার কিছু নেই, তোমার সব কিছুই দেখা আছে আমার।"

"ওঃ, জাহান্নামে যাও:" ক্লান্ত কণ্ঠে বলল লুশকা। কিন্তু ওর গলায় কোনো ঝাঁঝই ফুটে উঠল না।

রাতের পোশাক ছেড়ে ফেলল লুশকা। মাথাটাও খুলে ফেলে দিল আঁটসাট যৌবনভরা লাবণ্যের হিল্লোল তুলে দেহকে অকুণ্ঠিত চিত্তে সিন্দুক-টার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর খুলে ফেলল সিন্দুকটা। মাকার ওর দিকে তাকাল না। ওর উদাস দৃষ্টি জানালাটার দিকে নিবদ্ধ।

রান্নাঘরে ইতিমধ্যে পোশাক পরে নিয়ে আলেকসিএভনা জিজ্ঞেস করল : কিন্তু কে আমার বাড়িঘরদোর দেখাশোনা করবে? কেই বা আমার গরু দুইবে আর কেই বা আমার বাগানের পরিচর্যা করবে?"

"আমরা করব মাসী। এখন যেমনটি আছে, যখন ফিরে আসবে দেখবে ঠিক তেমনটিই আছে সব।" ওকে ভরসা দিয়ে বলে উঠল রাজমিয়োৎনভ।

উঠানে নেমে এসে ওরা গাড়ির ভিতরে চড়ে বসল। লাগামটা তুলে নিল রাজমিয়োৎনভ, ভীষণভাবে চাবুকটায় শব্দ তুলল তারপর জোর কদমে ঘোড়া হাকিয়ে দিল। গাঁয়ের সোভিয়েত-এর বাইরে এসে গাড়িটা থামতেই ও লাফিয়ে নেমে পড়ল।

"নেমে এস মেয়েরা!" পথ দেখিয়ে ওদের দালানের ভিতরে নিয়ে গেল, তারপর দেশলাই জেলে অন্ধকার একটা গুদাম ঘরের তালা খুলে ফেলল : "ভিতরে যাও, গিয়ে আরাম করো।"

"কখন পুলিশের কাছে যাবো আমরা?" জিজ্ঞেস করল লুশকা।

"দিন হলে যাব।"

"তাহলে হাঁটিয়ে না এনে গাড়িতে আনলে কেন আমাদের?" আবার জিজ্ঞেস করল লুশকা।

"ভাবলাম বেশ একটু কায়দা মাফিক করা যাক, তাই," অন্ধকারে হাসল রাজমিয়োৎনভ।

কৌতূহলী মেয়েছেলে দুটিকে একথা বলা সম্ভব ছিল না যে ওদের গাঁয়ের সোভিয়েতে নিয়ে আসার ব্যাপারটা কেউ দেখে ফেলুক এটা ওদের অভিপ্রেত নয়।

"এটুকু পথ আমরা হেঁটেও আসতে পারতাম," ক্রুশ করে ঘরের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বল্‌ল আলেকসিএভনা।

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বৃদ্ধার পিছে পিছে ঢুকল লুশকা। দরজা তালা বন্ধ করার পরে এতক্ষণে গলা চড়িয়ে বল্‌ল রাজমিয়োৎনভ: "শোনো লুশকা, তোমাকে খাবার দেবো, জল দেবো। তাছাড়া কোনের দিকে একটা বালতিও রইল যদি প্রয়োজন হয়। তোমাকে বলছি শুধু চুপ করে বসে থাকবে। চেঁচামেচি চিৎকার বা দরজা ধাক্কাধাক্কি করবে না, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, তাহলে তোমাকে বেঁধে মুখ বন্ধ করবো আমরা। ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। আচ্ছা, তাহলে আসি এখন, সকালে দেখা করবো তোমার সঙ্গে।"

বাড়িটার সদর দরজায় আর একটা তালা লাগিয়ে দিল রাজমিয়োৎনভ। তারপর সিঁড়ির উপরে অপেক্ষমান নাগুলনভের কাছে গিয়ে অনুনয়ভরা কণ্ঠে বলল: "তিন দিন আমি ওদের এখানে আটকে রাখব, তার বেশি নয়। তোমার যা খুশি বলো মাকার, কিন্তু দাভিদভ যদি জানতে পারে, দারুণ গোলমালে পড়ে যাবো আমরা!"

"সে জানতে পারবে না। ঘোড়া দুটোকে সরিয়ে নাও তারপর সাময়িকভাবে বন্দী কয়েদীদের কিছু খাবার এনে দিও। আচ্ছা, ধন্যবাদ চললাম আমি..."

কিন্তু রাত্রিশেষের নীল অন্ধকার ঘেরা গ্রেমিয়াচি লগ-এর জনমানবহীন পরিত্যক্ত পথ বেয়ে যে ফিরে চলেছে সে আর আগের সেই নির্ভীক, ঋজু মাকার নাগুলনভ নয়। তার কাঁধ দুটো নুয়ে পড়েছে, মাথা নিচু করে ধীর মন্থর পায়ে চলেছে হেঁটে। থেকে থেকে তার বিরাট চওড়া হাতটা দিয়ে বাঁ দিকের বুকটা চেপে ধরছে।

দাভিদভের দৃষ্টি এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্যে নাগুলনভ গোটা দিন গিয়ে কাটিয়ে দেয় মাঠে ঘাস-কাটাদের সঙ্গে আর ফিরে আসে যখন সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় ওর সেই লুকিয়ে থাকার জায়গায় চলে যাবার আগে রাজমিয়োৎনভের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "দাভিদভ আমাকে খুঁজছে না তো, কি বল?"

"না, আমার নিজের সঙ্গেই দেখা হয়েছে কদাচিৎ। নদীর উপরে একটা পুল তৈরি করছি। আর একবার সেই পুলের কাছে যাই আবার ফিরে এসে কয়েদিদের খোঁজখবর করি, আদৌ সময় নেই আমার।"

"কি রকম আছে ওরা?"

"গতকাল সন্ধ্যেয় ভীষণ খেপে গিয়েছিল লুশকা! যতবার দরজার কাছে গেছি প্রত্যেকবারই নতুন নতুন গালাগালে আপ্যায়িত করেছে আমাকে। হতচ্ছাড়ি মেয়েমানুষটা মাতাল কশাকের চাইতেও কুৎসিত ভাষায় গাল পাড়ে! জানি না কোথায় শিখেছে এ সব! ওকে শান্ত করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল আমার পক্ষে। এখন ঠাণ্ডা হয়েছে। কাঁদছে।"

"কাঁদুক। শিগগিরই ওকে ওর মৃত প্রেমিকটির জন্যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে হবেখন।"

"তিমোফেই কিছুতেই দেখা দেবে না।" সন্দেহভরা কণ্ঠে বলল রাজমিয়োৎনভ।

"নিশ্চয়ই দেবে!" হাঁটু চাপড়ে বলে উঠল নাগুলনভ। ভারি পাতার নিচে ওর চোখ দুটো চকচক করে উঠল। "লুশকাকে ছাড়া দিন চলবে কি করে ওর? নিশ্চয়ই সে আসবে!"

আর এলও তিমোফেই। তৃতীয় দিনের দিন রাত তখন প্রায় দুটো। সাবধানতা ভুলে গিয়ে বেড়ার সিঁড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল তিমোফেই। ঈর্ষাই কি ওকে গাঁয়ের ভিতরে টেনে এনেছে? না খিধে? হয়ত দুই-ই। ধকলটা অত্যন্ত বেশি হয়ে পড়েছিল আর তাই ও এসে হাজির হল।

জানোয়ারের মতো নিঃশব্দে নদীর পথ ধরে গুটি গুটি এগিয়ে এল। ওর পায়ের নিচের কাদার প্যাচ প্যাচ বা শুকনো আগাছার খসখস শব্দ কিছুই শুনতে পায় নি মাকার। যখন ঈষৎ সামনের দিকে ঝোঁকা একটা মানুষের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি মাত্র পাঁচ পা দূরে এসে পৌঁছাল অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল মাকার।

স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে তিমোফেই। ডানহাতে ধরা একটা রাইফেল। একান্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনছে কান পেতে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বুনো শণের ঝোপের ভিতরে শুয়ে পড়ে রয়েছে মাকার। মুহূর্তের জন্য ওর হৃদপিণ্ডটা বুঝিবা একবার কেঁপে উঠল, পরক্ষণেই আবার স্থিরভাবে চলতে শুরু করল। কিন্তু কেমন যেন একটা শুকনো তেতো আস্বাদে মুখের ভিতরটা ভরে গেল!

নদীর ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ-কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল একটা ল্যাড্রেল। একটা গোরুর হাম্বা রব ভেসে এল গাঁয়ের ওপাশ থেকে। নদীতীরের কোনো এক তৃণময় মাঠের ভিতর থেকে প্রতিধ্বনি তুলে একটা কোয়েল ডেকে উঠল।

মাকারের লক্ষ্য অব্যর্থ! বাঁ দিকটা বেশ সুবিধাজনক ভাবে অরক্ষিত করে দাঁড়িয়ে তিমোফেই! তেমনি একান্ত সতর্কতার সঙ্গে শুনছে কান পেতে। নিঃশব্দে মাকার তার রিভলবারের নলটা ওর বাঁকানো বাঁ হাতের উপরে ধরল। জামার হাতাটা শিশিরে ভিজে গেছে। এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল, মাকার; না মাকার নাগুলনভ কিছু আর একটা কুলাক শুয়োরের বাচ্চা নয় যে শত্রুকে পিছন থেকে গুলি করবে। স্থান পরিবর্তন না করে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল মাকার:

"ঘুরে দাঁড়া, আর মরবার জন্যে প্রস্তুত হ' ব্যাটা সাপ!"

যেন স্প্রিং লাগানো পাদানীতে পা পড়েছে এমনিভাবে লাফিয়ে উঠে সামনের দিকে এক পাশে সরে গেল তিমোফেই, সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলটা উঁচু করে ধরল। কিন্তু মাকার আরো ক্ষিপ্র আরো তৎপর। সেই স্যাৎসেতে নৈঃশব্দ বিদীর্ণ করে জেগে উঠল রিভলভারের গুলির শব্দ। শব্দটা তেমন উচ্চ নয়।

হাতের রাইফেলটা ফেলে দিয়ে হাঁটু দুটো দুমড়ে ধীরে ধীরে তিমোফেই, কিংবা যেমন মাকারের মনে হল, চিত হয়ে পড়ে গেল। পায়ে চলা পথের উপরে ওর মাথাটা আছড়ে পড়ার অনুচ্চ শব্দ শুনতে পেল মাকার।

আরো পনেরো মিনিট মাকার চুপ করে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। একটা মেয়েমানুষের কাছে আসার সময়ে কেউ আর দলবল সঙ্গে নিয়ে আসে না, মনে মনে ভাবল মাকার। কিন্তু হয়ত ওর কোনো ইয়ার দোস্ত

নদীটার ওদিকে ঘাপটি মেরে বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে? যতদূর সম্ভব কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল মাকার। কিন্তু চতুর্দিকে সম্পূর্ণ নিথর নিস্তব্ধ। গুলির আওয়াজ থেমে যাওয়ার পরে ল্যাপ্‌উইংটা আবার ভয়ে ভয়ে ডাকতে শুরু করেছে। ক্রমেই রাত্রি দিনের কোলে মরণ-আশ্রয় খুঁজে নেয়ার জন্যে দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে। গাঢ় অন্ধকার মাখা নীল আকাশের পূব প্রান্তে এক ফালি ফিকে বেগুনী রঙের আলোর রেখা জেগে উঠে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে নদীর ওপারের উইলো বন। মাকার উঠে ভিমোফেইর কাছে এগিয়ে গেল। চিত হয়ে পড়ে রয়েছে ভিমোফেই। ডান হাতটা ছড়ানো। মৃত স্থির দুটো চোখ খোলা, এখনো স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য জড়িয়ে রয়েছে সে দুটো চোখে। মনে হয় যেন স্থির অপলক দৃষ্টি মেলে আনন্দ আর নীরব বিস্ময়ে নিভে আসা নিস্প্রভ তারা, মধ্য আকাশের বুকে মিলিয়ে যাওয়া রুপোলী ঝালর দেয়া ওপ্যাল রঙের ছোট্ট এক ফালি মেঘ আর মাকড়শার জালের মতো কুয়াশার সূক্ষ্ম ওড়নায় ঢাকা অসীম আকাশের সুবিশাল ব্যাপ্তির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বুটের ডগা দিয়ে মৃত লোকটাকে একটু ছুঁয়ে শান্ত গলায় বলে উঠল মাকার: "তাহলে, তোর ঘোরাঘুরির দিন শেষ হল এবার, ব্যাটা অভিশপ্ত জীব!"

এমন কি মরণেও এই নারী-চিত্তহারা লোকটাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। এক গোছা চুল এসে পড়েছে ওর ধবধবে শাদা কপালের উপরে, যেখানটা সূর্যের আলো কখনো স্পর্শ করেনি! পরিপূর্ণ মুখখানা ঘিরে এখনো লেগে রয়েছে গোলাপী আভা। কোমল কালো গোঁফ শুদ্ধ উপরের বাঁকা ঠোঁটটা একটু উপরের দিকে উঠে ভিজা দাঁতগুলিকে বিকশিত করে তুলেছে! বিস্ময়ভরা হাসির একটু ঈষৎ মৃদু আভা জড়িয়ে রয়েছে দুটো পরিপূর্ণ ঠোঁট জুড়ে যা কয়েকদিন আগেই আগ্রহভরা মদির চুম্বনে ভরিয়ে তুলেছে লুশকা। দেখে মনে হচ্ছে খাওয়া দাওয়া বেশ ভালই চলত ছোকরার! ভাবল মাকার।

মৃতদেহটার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে দেখতে দেখতে খানিক আগের জেগে ওঠা ক্রোধ বা আনন্দের কোনো অনুভূতিই জেগে উঠল না মাকারের মনে। কেবল মাত্র একটা নিদারুণ ক্লান্তি ওর দেহ মন গুঁড়িয়ে দিতে লাগল সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বছরের পর বছর ধরে একদিন যা কিছু ওকে

বিচলিত করে তুলত, যা কিছু ওর গরম রক্তকে দ্রুত সঞ্চালনে আছড়ে ফেলত হৃদপিণ্ডের উপরে আর অন্তরটাকে তিক্ততা ঈর্ষা আর ব্যথায় সঙ্কুচিত করে তুলত···তিমোফেইর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা বিলীন হয়ে গেল। আর কখনো কোনো দিন তা ফিরে আসবে না।

রাইফেলটা কুড়িয়ে নিল মাকার। তারপর নিদারুণ বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে মৃত লোকটার পকেট খুঁজে দেখল। জামাটার বাঁ-হাতি পকেটে পেল ডিমের আকৃতি একটা হাত বোমা। ডান পকেটে চার পাতা রাইফেলের কার্তুজ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কোনো কাগজপত্র ছিল না তিমোফেইর কাছে।

চলে যাবার আগে শেষবারের মতো মৃত লোকটার দিকে তাকাল মাকার। আর তখনই ওর নজরে পড়ল যে ফুল তোলা সার্টটা ও পরে রয়েছে সেটা সদ্য কাচা. তা-ছাড়া পরণের ব্রিচেসটার হাঁটুর কাছে সুন্দরভাবে রিপু করা! স্পষ্টতঃই কোনো নারীর হাতের কাজ। ও তাহলে তোর গরম বাড়িয়ে দিয়েছে। অতি কষ্টে, নিদারুণ কষ্টে বেড়া ডিঙোবার সিঁড়ির উপরে ভারি পাটা টেনে তুলতে তুলতে তীব্র ব্যথার সঙ্গে ভাবল মাকার।

ভোর না হওয়া সত্ত্বেও রাজমিয়োৎনভ তার বাড়ির সদর দরজার সামনেই দেখা পেল মাকারের। ওর হাত থেকে রাইফেল, কার্তুজ আর হাত-বোমাটা নিয়ে দারুণ আনন্দে বলে উঠল রাজমিয়োৎনভ:

"তা হলে পেলে তুমি ওকে? ভালো, ছোকরা চিরদিনই বেপরোয়া, বিপদকে পরোয়া করে না···তোমার গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছি আমি। তাই উঠে পোশাক পরে নিলাম। এক্ষুনি ছুটে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখলাম তুমি আসছ। যাক খানিকটা রেহাই পাওয়া গেল।"

"গ্রাম-সোভিয়েতের চাবিটা দাও তো আমাকে," বলল মাকার।

ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রাজমিয়োৎনভ না জিজ্ঞেস করে পারল না: "লুশকাকে ছেড়ে দিতে চাও?"

"হাঁ।"

"উচিত হবে না!"

"চুপ করো!" ভাঙা ভাঙা গলায় বলল মাকার "এখনো আমি ওকে ভালোবাসি, ঐ কুত্তিটাকে!···"

চাবিটা নিয়ে নীরবে গ্রাম-সোভিয়েতের দপ্তরবাড়িটার দিকে এলো-মেলো পায়ে চলতে শুরু করল মাকার।

অন্ধকার বরান্দায় তালাটা খুঁজে পেতে কষ্ট হল মাকারের। অবশেষে গুদামঘরের দোরটা পাটে পাটে খুলে ফেলে আস্তে করে ডাকল। "লুশকা, এক মিনিটের জন্যে বাইরে এস।"

কোনের দিকে খড়ের খস খস শব্দ জেগে উঠল। একটি কথাও না বলে নীরবে বেরিয়ে এল লুশকা। তারপর পরম ঔদাসীন্যে মাথার শাদা রুমালটা ঠিক করে নিল।

"সিঁড়ির উপরে চলে যাও!" ওকে এগিয়ে যেতে দিতে এক পাশে সরে দাঁড়াল মাকার। বারান্দায় বেরিয়ে এসে লুশকা নীরবে রেলিং এ ভর দিয়ে দাঁড়াল। এমন একটা অবলম্বনেরই কি প্রয়োজন ওর? আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভের মতোই লুশকাও ঘুমোয় নি সারা রাত। আর ভোরের দিকে গুলির অস্পষ্ট আওয়াজও শুনতে পেয়েছে। হয়ত বুঝতে পেরেছে লুশকা কি কথা বলতে চায় ওকে মাকার। ওর মুখখানা সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু কালি পড়া বসে যাওয়া চোখের ভিতরে এমন একটা নতুন অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে, যা আগে কোনো দিনও চোখে পড়ে নি মাকারের।

"তিমোফেইকে মেরে ফেলেছি আমি", লুশকার উদ্‌বেগভরা দুটো কালো চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল মাকার। পরক্ষণেই আপনা থেকেই ওর দৃষ্টিটা ঐ খামখেয়ালী কামনা-জাগানো মুখখানার ঠোঁটের কোণে গভীর-ভাবে ফুটে ওঠা তিক্ত রেখাগুলির উপর নেমে এল। "সোজা বাড়ি চলে যাও। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বোচকা বেঁধে চির দিনের মতো গাঁ ছেড়ে চলে যাও। নইলে খুবই খারাপ হবে তোমার পক্ষে...তোমার বিচার হবে আদালতে।"

প্রত্যুত্তরে একটি কথাও বলল না লুশকা। কেমন যেন আনাড়িভাবে মাকার পকেট হাতড়াতে শুরু করল। তারপর লেস দেয়া ছোট্ট একটা ভাঁজভাঙা কোঁচকানো রুমাল বের করে আনলো পকেট থেকে। এত দিনে ময়লা পড়ে ধুসর হয়ে উঠেছে রুমালটা।

"এটা তোমার। যখন চলে গেলে তখন ফেলে গিয়েছিলে...নাও, এর আর কোনো প্রয়োজন নেই আমার এখন।"

ঠাণ্ডা আঙুলে লুশকা রুমালটা নিয়ে তার কুঁচকে যাওয়া পোশাকের হাতার ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। একটা গভীর নিশ্বাস নিয়ে বলল মাকার : "যদি ওকে দেখতে চাও তো দেখো গিয়ে তোমাদের উঠোনের বেড়ার সিঁড়ির কাছে পড়ে আছে।"

নীরবে দুজনে বিদায় নিল। জীবনে কারোর সঙ্গে আর কারোর দেখা হবে না। বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে উদাস ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাল মাকার। ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল লুশকা তারপর নীরব নমস্কারে ওর গর্বোন্নত মাথাটা নুয়ে পড়ল। হয়তো এই সাক্ষাতের সময় ঐ কঠোর, নিঃসঙ্গ লোকটির ভিতরে লুশকা সম্পূর্ণ আলাদা একটি মানুষকে দেখতে পেল। কে জানে?

বারো

চমৎকার গরম দিন শুকনো উপত্যকার ঘাসগুলিকে দ্রুত পাকিয়ে তুলল। অবশেষে গ্রেমিয়াকি যৌথ জোতের প্রথম ও তৃতীয় দল এক সঙ্গে মিলে স্তেপের ঘাস কাটতে শুরু করল। শুক্রবার সকালে ঘাস-কাটা দল বেরিয়ে পড়ল স্তেপের দিকে। আর শনিবার সন্ধ্যায় নাগুলনভ এল দাভিদভের বাসায়। কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল মাকার। একটু কুঁজো, দাড়ি না কামানো মুখ, মনে হল গত কয়েক দিনের ভিতরেই অনেকখানি বুড়িয়ে গেছে মাকার। থুতনির ঘন দাড়ির ভিতরে এই প্রথম দেখতে পেল দাভিদভ তুষারের শুভ্রতার আভাস।

প্রায় দশ মিনিট ধরে অতিথি ও গৃহস্বামী দুজনেই নীরবে বসে ধূম পান করে চলল। কেউ একটি কথাও বলল না। কারণ কারোরই ইচ্ছে নয় যে প্রথম কথা শুরু করে। যা-ই হোক, যখন চলে যাবার সময় হল, নাগুলনভ বলল :

"মনে হচ্ছে লুবিশকিনের গোটা দলটাই ঘাস কাটতে চলে গেছে। তুমি কি দেখেছ খুঁটিয়ে?"

"যাদের ঐ কাজে লাগানো হয়েছে তারা সবাই চলে গেছে। কিন্তু কি ব্যাপার?"

"তুমি বরং কাল সকালে চলে যাও, গিয়ে দেখে এস কাজকর্ম কেমন চালিয়ে যাচ্ছে।"

"ওরা পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই কাজের হিসেব নিতে যাব? বড্ডো তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

"কাল রবিবার।"

"বেশ তো, কি হল তাতে?

নাগুলনভের শুকনো ঠোঁটের কোণে সন্দেহভরা একটু ঘৃণার আভাস ফুটে উঠল।

"ওর দলটার প্রায় সবাই-ই ধর্ম-বিশ্বাসী। সবাই গীর্জার অফিসে অভ্যস্ত, বিশেষ করে মেয়েছেলেগুলো। ওরা ক্ষেপে গেছে, আমি জানি. কিন্তু গীর্জার ছুটির দিনে কিছুতেই ওরা ঘাস কাটবে না। যদি কাটে তো আমার নামে কুকুর পেল! তাছাড়াও তুমি গিয়ে দেখবে ঐ সব মেয়েদের অনেকেই তুবিয়ানস্কয়-এর পিছনে চলে গেছে। এদিকে হাতে আমাদের সময় নেই মোটেই। আবহাওয়া যদি পথে বসিয়ে দেয় আমাদের তবে যে খড় পাবো তা কুত্তারই শোবার উপযুক্ত হবে।"

"বেশ, কাল ভোরে উঠেই প্রথম চলে যাব ওখানে। আমি যতক্ষণ থাকব কাজে ঢিলা পড়বে না। সময় মতো হুঁশিয়ার করে দেবার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু কেবল মাত্র লুবিশকিনের দলটার প্রায় সবাই-ই ঈশ্বর-বিশ্বাসী এ কথা বলছ কেন?"

"অন্যান্য দলেও প্রচুর আছে এ কথা ঠিক, কিন্তু তৃতীয় দলটায়ই সবচাইতে বেশি।"

"তাই বটে। কিন্তু, তুমি কাল কী করবে? প্রথম দলটার সঙ্গে গেলে কেমন হয়?"

একটু দেরি করে জবাব দিল নাগুলনভ :

"কোথাও যাচ্ছি না আমি। দিন কয়েক বাড়িতে বসে থাকব। কেমন যেন মাতাল মাতাল লাগছে শরীরটা।...মনে হচ্ছে যেন মাড়াই কলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছি।"

গ্রেমিয়াকি পার্টি-গ্রুপ নিজেদের মধ্যে একটা নিয়ম করে নিয়েছে

যে, যখন মাঠে কাজ চলবে তখন প্রত্যেক পার্টিসভ্যকেও মাঠে যেতে হবে। সাধারণতঃ সবাই জেলা কমিটির কোনো আদেশ নির্দেশের অপেক্ষা না রেখেই চলে যায়। তাছাড়া, এখনো কোনো একটা দলে নাগুলনভের উপস্থিতি অপরিহার্য। কিন্তু বন্ধুর মানসিক অবস্থা খুব ভালো করেই বুঝতে পারছে দাভিদভ, তাই সে বলল: "বেশ, বাড়িতেই থাক, মাকার। বোধহয় সেটাই ভালো। হঠাৎ যদি কিছু ঘটে তাই আর কারোর উপর গাঁয়ের কর্তৃত্বের ভার দিতে হবে।"

দাভিদভের শেষের কথাটা বলার উদ্দেশ্য এই যে প্রকাশ্যে মাকারের প্রতি কোনো সহানুভূতি প্রকাশ করতে চায় না সে। আর মাকার—যেন ঠিক এই টুকুর জন্যেই এসেছিল—এমনিভাবে আর দ্বিরুক্তি না করেই চলে গেল।

কিন্তু এক মিনিট পরেই সে আবার ওর ঘরে ফিরে এসে সলজ্জ হাসি হেসে বলল: "আমার স্মৃতিশক্তিটা পকেটের ছেঁদার মতোই হয়ে উঠেছে আজকাল। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতেও ভুলে গেছি। ফিরে এসে আমার ওখানে গিয়ে একটু খবর দিয়ে এস প্রকৃত ধর্ম-বিশ্বাসীরা কি রকম কি করছে না করছে, তাছাড়া তুবিয়ানস্কয়ের গীর্জায় গিয়ে কোন জিনিসটা খুঁজছে বেশি করে—ওদের ঘোড়ার ক্ষুর না ক্রুশ। ঐ সব দীক্ষিতদের শুধু বলো যে পুরাকালে দুর্ভিক্ষের সময়ে ক্রাইস্ট শুধু তার আধ্যাত্মিক অমৃত বন্টন করেছিলেন লোকদের জন্যে, তাও মাত্র তার জীবনে একটি বারের জন্যেই। বলো, তিনি কিন্তু কৃষকদের জন্যে শীতকালে খড় বর্ষণ করবেন না। সুতরাং তাঁর উপরে ভরসা না করাই বরং ভাল! মানে এক কথায় তোমার ধর্ম-বিরোধী প্রচার পুরাদমে চালিয়ে যেও ওদের ভিতরে! অবশ্য এসব ক্ষেত্রে কি করতে হবে না হবে তা নিজেই তুমি জানো ভালো করে। তোমার সঙ্গে যেতে পারছি না এটা খুবই দুঃখের। ঐ সব ধর্ম-বিরোধী প্রচারের ব্যাপারে তোমাকে প্রচুর সাহায্য করতে পারতাম আমি। হতে পারে তেমন শক্তিশালী বক্তা আমি নই। কিন্তু আমার সঙ্গী এই হাতের মুঠোটা যে-কোনো আলোচনায়ই খুব কাজে আসত! চোয়ালের উপরে শুধু একটি ঘুসি, ব্যাস, বিপক্ষের পিণ্ডটি আর কোনো তর্ক করতে সুযোগ পাবে না। কারণ, তর্ক করতে হলে দাঁড়িয়ে করতে হয়, কিন্তু যদি মাটি নেয়

তো তর্ক করবে কি করে? মাটিতে পড়ে যাওয়া তর্কের আমরা ধার ধারি না।"

হঠাৎ নাগুলনভ বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। খুশিভরা চকচকে চোখে প্রস্তাব করল: "ধরো আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই তো কেমন হয়? কি বলো সেমিয়ন? জানো না, ধর্ম সংক্রান্ত ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারে ঐ মেয়েছেলেগুলোর দিক থেকে বেশ একটু বিপদেই পড়তে পারো; তখন আমি থাকলে খুবই কাজে আসতে পারব। গত বসন্ত কালে ওরা তোমাকে ঠুকরে ঠুকরে নেহাৎ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারেনি, কিন্তু আবার যখন পাবে, ঠিক তাই করে ছাড়বে নিশ্চিত জেন। আমি ওখানে তোমার সঙ্গে গেলে বেশ ভালোই হবে তোমার পক্ষে! ঐ শয়তানের ঝাড়গুলোকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় খুব ভালো করেই জানি আমি।"

ওর হাসির জবাবে হাসতে হাসতে আতঙ্কে হাত নেড়ে বলে উঠল দাভিদভ: "না, রক্ষে করো, অমন কথা মনেও এনো না। তোমার সাহায্যের দরকার নেই আমার, আমি একাই ব্যবস্থা করতে পারবখন। কোনো চিন্তা করো না, বুঝলে। যৌথকরণের প্রথম মাসে যে অবস্থা ছিল তার চাইতে লোক অনেক বেশি রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠেছে, কথাটা যথার্থ! কিন্তু আজও তুমি সেই পুরানো গজকাঠি দিয়ে সব কিছুই মেপে চলেছ মাকার, এ কথাটাও যথার্থ।"

"বেশ, সেটা তোমার বিচার্য। গিয়ে কাজ নেই আমার। ভাবলাম আমি হয়ত তোমার কাজে আসতে পারি, কিন্তু তুমি নিজেই যখন এত বড়ো বীরপুরুষ তাহলে নিজেই করো গে যাও!"

"রাগ করো না মাকার," কোমল সুরে বলল দাভিদভ। "ধর্মসংক্রান্ত গোঁড়ামীর ব্যাপারে তুমি তেমন নিপুণ যোদ্ধা নও। তুমি হয়ত প্রচুর ক্ষতি করে বসতে পারো, দারুণ ক্ষতি!"

"ও সম্পর্কে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না," শুকনো গলায় বলল নাগুলনভ। "শুধু মনে রেখ যেন ভুল করে বস না! কাল পর্যন্ত যারা সম্পত্তির মালিক ছিল তাদের সম্পর্কে তোমার একটু শিশুসুলভ কোমলতা আছে। কিন্তু আমি আমার সংগ্রামী চেতনার নির্দেশ মতো ওদের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকি। বেশ আমি চললাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক তোমার!"

যেন দীর্ঘ দিনের মতো বিদায় নিচ্ছে এমনি পুরুষোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে ওরা পরস্পর করমর্দন করল। নাগুলনভের হাতটা পাথরের মতো শক্ত, ঠাণ্ডা। দু চোখে ক্ষণেক আগে জেগে ওঠা প্রাণবন্ত উজ্জ্বল দীপ্তি নিভে গিয়ে সেই গোপন নীরব ব্যথার পুনরাবির্ভাব হল। খুবই মনোকষ্টে দিন কাটছে ওর, অনাহূত সমবেদনার আবেগ দমন করে দাভিদভ ভাবল মনে মনে।

দোরের হাতলে হাত রেখে দাভিদভের দিকে অর্ধেক বেঁকে ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে ঘরের কোণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল নাগুলনভ "যে মেয়েলোকটি এক কালে আমার স্ত্রী ছিল আর তোমার ছিল বান্ধবী, সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। জানো সেটা?"

বিস্মিত দাভিদভ এখন পর্যন্ত জানে না যে কয়েক দিন আগেই লুশকা গ্রিমিয়াকি লগ আর আশপাশের যে সমস্ত জায়গা ছিল, সে সব কিছুই চিরদিনের মতো ত্যাগ করে চলে গেছে। তাই দৃঢ় কণ্ঠে বলল: "কথাটা ঠিক সত্যি নয়! ছাড়পত্র ছাড়া চলে যাবে কেমন করে? নিশ্চয়ই সে তার মাসীর সঙ্গে রয়েছে। হয়ত তিমোফেই সংক্রান্ত আলোচনাটা থিতিয়ে যাবার অপেক্ষা করছে। এখন লোকজনের ভিতরে আসতে লজ্জা পাচ্ছে নিশ্চয়ই। তিমোফেইর ব্যাপারটাতো খুবই বিশ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর পক্ষে।"

জোরে নিশ্বাস টানল মাকার। ইচ্ছে ছিল বলে: "আমাদের নিয়েও কি ব্যাপারটা বিশেষ কিছু ভালো হয়ে ছিল ওর পক্ষে?" কিন্তু তা চেপে গিয়ে বলল অন্য কথা, "ছাড়পত্র পেয়েছিল আর গত বুধবারই গাঁ ছেড়ে চলে গেছে। আমার কথাটা বিশ্বাস করতে পারো। ভোর বেলা নিজের চোখে দেখেছি ওকে চলে যেতে। একটা ছোট্ট পুটলি বগলে—সম্ভবতঃ ওর জামা কাপড়। পাহাড়টার উপরে উঠে ফিরে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ গাঁ-এর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর চলে গেল, ডাইনী! ওর মাসীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোথায় গেল ও। কিন্তু ওর মাসী কিছুই জানে না। 'গিয়ে পৌছাই আগে তবে তো,' মাত্র এইটুকুই বলে গেছে তাকে। চিরকাল এমনিভাবেই চলে এসেছে, ভবঘুরে কুত্তিটা!"

প্রত্যুত্তরে দাভিদভ কোনো কথা বলল না। মাকারের প্রতি অপরাধ ও অস্বস্তির সেই পুরানো অনুভূতিটা নতুন শক্তিতে এসে ভর করল ওর মনে।

আকারের মাথার উপর দিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে একটা উদাসীনতার ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে আস্তে বলল, "যাক, ভালোয় ভালোয় অব্যাহতি পাওয়া গেল! ওর জন্যে কেউই দুঃখ করবে না।"

"জীবনে কারোর কাছ থেকেই কোনো সহানুভূতির প্রত্যাশা করেনি ও। কিন্তু এই প্রেমের ব্যাপারে বুঝলে বন্ধু, তিমোফেই আমাদের দুজনাকেই থেঁতলে ছাতু করে দিয়েছে। আর তোমার ভাষা অনুসারে, কথাটা যথার্থ! মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছ কেন? কথাটা ভালো লাগছে না? আমারও লাগছে না বন্ধু। কিন্তু এটাই যদি সত্যি হয় তো কী করার আছে তোমার? লুকেরিয়া কিছু আর ঠিক তোমার বা আমার মনের মতো হয়ে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু কেন? না, তার কারণটা এই যে সে ছিল ঠিক সেই জাতেরই মেয়েছেলে—মেয়েমানুষ তো নয় একটা শয়তান! তুমি কি মনে কর বিশ্ব-বিপ্লব সম্পর্কে ওর কোনো মাথাব্যথা ছিল? কোনো কিছুর জন্যই কি ওর কোনো মাথাব্যথা ছিল, দেখাও দেখি এটা। যৌথ খামারই বল, রাষ্ট্রীয় খামারই বল, আর সোভিয়েত শক্তিই বল এ সবের কানা-কড়ি মূল্যও ছিল না ওর কাছে। ওর একমাত্র কামনা ছিল পুরুষ মানুষ নিয়ে ফূর্তি করে বেড়ানো আর কাজ যতটা না করে পারা যায় তাই। এটাই ছিল তার পার্টিবহির্ভূত কর্মনীতির সামগ্রিকতা। অর্থাৎ, এই ধরনের কোনো মেয়েমানুষকে ধরে রাখতে হলে গোটা হাতটা তোমাকে গদের আঠায় ভিজিয়ে নিয়ে শক্ত করে তার স্কার্ট চেপে ধরে চোখ দুটোকে শক্ত করে বুঁজে দুনিয়ার আর সব কিছুই ভুলে যেতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, এক মিনিটের জন্যেও যদি তুমি একটু ঘুমিয়ে পড়ো, অমনি সাপ যেমন করে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তেমনি ও স্কার্টটার ভিতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওর জন্মদিনের পোশাক পরে গাঁয়ের মাঠে মাঠে নেচে বেড়াতে শুরু করবে। সে ছিল ঠিক এই জাতের মেয়েমানুষ, তোমার ঐ অভিশপ্ত লুকেরিয়া! আর সেই জন্যেই তিমোফেইর উপরে ছিল তার এত আকর্ষণ। এক কালে হপ্তাভর তিমোফেই তার অ্যাকর্ডিয়ান নিয়ে গাঁ-ময় ঘুরে ঘুরে বেড়াত। যখন আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেত, লুশকার গায়ে যেন কম্পজ্বর নেমে আসত, আমি বেরিয়ে যাবো এতটুকু পর্যন্ত সইতো না, হতভাগীটার। সুতরাং অমন একটা চতুষ্পদ ছেনালকে তুমি বা আমি কেমন করে ধরে রাখবো আমরা? ওর জন্যে কি বিপ্লব আর দৈনন্দিনের

সোভিয়েতের কাজকর্ম সব জলাঞ্জলি দেবো ? আর কিনতে যাবো অ্যাকর্ডিয়ান ? তা হলেই আমরা শেষ ! শেষ আর যে কোনো বুর্জোয়ার মতোই আমাদের অধঃপতন অনিবার্য ! না, ও যাক গিয়ে, প্রথম ওর যে ডালই চোখে পড়ুক সেই ডালে গিয়েই ঝুলুক গলায় দড়ি দিয়ে, কিন্তু ঐ রকমের একটা অপদার্থ বেশ্যার জন্যে, আমি কিংবা তুমি সেমিয়ন, আমরা আমাদের পার্টিনেতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব তা সম্ভব নয়।

নাগুলনভের সজীবতা ফিরে এল। কাধ দুটো সোজা করে দাঁড়াল। গলে ফুটে উঠল রক্তোচ্ছ্বাস। দোরের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট পাকিয়ে সেটা ধরিয়ে নিল। তারপর জোরে জোরে দু তিনটা টান দিয়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগল। মাঝে মাঝে ওর গলার স্বর প্রায় অনুচ্চ ফিস ফিস শব্দে রূপান্তরিত হয়ে উঠছে।

"সত্যি বলতে কি, সেমিয়ন, আমার ভয় হয়েছিল যে আমার ভূতপূর্ব স্ত্রী যখন তিমোফেইকে মৃত দেখতে পাবে তখন কেঁদে কেটে একটা দারুণ অনর্থ বাধিয়ে তুলবে···একটুও না ! ওর মাসীর মুখে শুনলাম, সে ওর কাছে এগিয়ে গেল, চোখে এক ফোঁটাও জল নেই, হাঁটু গেড়ে বসল তারপর শান্ত গলায় আস্তে আস্তে বলল : ঈগল পাখি আমার, তুমি উড়ে এসেছিলে আমার কাছে কিন্তু উড়ে গেলে মৃত্যুর মুখে···তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না বলে আমাকে ক্ষমা করো। তারপর মাথার রুমাল খুলে ফেলে মাথার চিরুনিটা চুল থেকে তুলে এনে তিমোফেইর ঝুলে পড়া চুলের গোছা আঁচড়ে ঠিক করে দিয়ে ওর ঠোঁটে একটা চুমো খেল তারপর নীরবে হেঁটে চলে গেল, একটি বারের জন্যেও আর পিছন ফিরে তাকাল না পর্যন্ত।"

একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে আরম্ভ করল মাকার, ওর গলার স্বর অপেক্ষাকৃত চড়া, একটু ভাঙা ভাঙা। ওর গলার গোপন ঈর্ষা-মিশ্রিত গর্বের সুরে অবাক হয়ে গেল দাভিদভ।

"আর এই হল ওর বিদায়। ভারি চমৎকার, তাই না ? ওক-এর মতো কঠিন ওর প্রাণ, ঐ অভিশপ্ত মেয়েমানুষটার ! বেশ তাহলে যাচ্ছি আমি। সব কিছু শুভ হোক !"

এই জন্যেই তাহলে মাকার এসেছিল এখানে···সদর দরজা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়ে এল দাভিদভ। তারপর ঘরের ভিতরে ফিরে এসে পোশাক

না খুলেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। ও চাইল কোনো কিছু মনে না আনতে কোনো কিছু না ভাবতে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘুমিয়ে পড়ে সব কিছুই ভুলে যেতে। কিন্তু ঘুম এল না।

লুশকার সঙ্গে ঐ নির্বোধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার দরুণ নিজের হঠকারিতা অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে বার বার নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। এতটুকু ভালোবাসার লেশও ছিল না ওদের মধ্যে। যেই মাত্র তিমোফেই এসে হাজির হল মুহূর্ত মাত্র চিন্তা না করে সব কিছু ভেঙে দিয়ে তার প্রিয়তমের বুকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেশ মনে হয় প্রথম প্রেমই সব চাইতে বেশি শক্তিশালী। তাছাড়া, এখন কিনা বিদায়টুকু পর্যন্ত না নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল! কিন্তু তাই-বা কেন? যাকে সে ভালোবাসত, যে এখন মৃত, তার কাছ থেকে তো বিদায় নিয়ে গেছে। আর সে, দাভিদভ, কোনো কিছুই এসে যায় না ওর কাছে। এরকম কিছু একটা ঘটাই ছিল অবধারিত। লুশকার সঙ্গে ওর এই অবৈধ সম্পর্কটা ছিল ঠিক যেন একটা অসমাপ্ত হেলাফেলা করে লেখা চিঠির মতো, যেটা একটা কথা শেষ হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল লেখা। তার চাইতে আদৌ বেশি কিছু নয়।

নিজের অপরিসর বিছানার উপরে গড়াগড়ি খেতে লাগল দাভিদভ। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল, দুবার উঠে বসে সিগারেট খেল, কিন্তু ভোরের আগে পর্যন্ত দুচোখের পাতা এক করতে পারল না। যখন রোদ উঠে গেছে তখন ওর ঘুম ভাঙল। অল্পক্ষণের ঘুমে ওর শরীরের ক্লান্তি দূর হল না। ঘুম ভেঙে মনে হল যেন একটা মত্ত পানোৎসবের ভিতরে কাটিয়ে এসেছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে, মুখটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া একটু অসুস্থও বোধ করল। হাঁটু গেড়ে বসে বিছানার তলায়, টেবিলের নিচে জুতো খুঁজতে লাগল। তারপর বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকাল ঘরের শূন্য কোণের দিকে। কেবল মাত্র যখন ও উঠে দাঁড়াল তখনই লক্ষ্য পড়ল যে জুতা ও পায়ে পরেই রয়েছে। গলা থেকে একটা বিরক্তির আওয়াজ ছেড়ে ও আপন মনেই ফিস ফিস করে বলে উঠল: "বেশ, এবার তুমি একেবারে তলায় এসে পৌঁছেছ, নাবিক! অভিনন্দন! এই হচ্ছে শেষ সীমা, আর কথাটা যথার্থ! ঐ ধ্বংসকারী লুশকা! চার দিন আগে যে গাঁ ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু আজও রয়েছে আমার ভিতরে।"

কুয়োর পারে গিয়ে কোমর পর্যন্ত জামা খুলে অনেক্ষণ ধরে ককাতে ককাতে ঘাম ঝরা গরম পিঠে আর মাথায় বরফের মতো ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে খানিকটা সুস্থ বোধ করল তারপর যৌথ খামারের আস্তাবলের দিকে চলে গেল।

তেরো

এক ঘণ্টা পরে তৃতীয় দলের তাঁবুটার নজরের ভিতরে এসে পৌছাল দাভিদভ। কিন্তু দূর থেকেও কেমন যেন একটা গোলমেলে ব্যাপার ওর চোখে পড়ল। ঘাসকাটা যন্ত্রগুলোর অর্ধেকই অকেজো বসে রয়েছে। পা-বাঁধা ঘোড়াগুলো নেংচে লাফাতে লাফাতে স্তেপের বুকে এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুকোতে দেওয়া ঘাসের আঁটিগুলো জড়ো করে তুলছে না কেউ। যতদূর দৃষ্টি চলে কোথাও কাটা ঘাসের একটাও স্তূপ চোখে পড়ে না।

দলের ওয়াগনটার পাশে ঘরে বোনা কম্বল বিছিয়ে বসে ছজন কশাক মিলে তাস খেলছে। বসে বসে ছেঁড়া জুতা সেলাই করছে সপ্তম জন। আর ওয়াগানটার পিছনের চাকার পাশে ঠাণ্ডা জায়গা বেছে নিয়ে একটা জীর্ণ ময়লা ত্রিপলের বর্ষাতি মুঁড়ি দিয়ে অষ্টম জন আরামে নাক ডাকাচ্ছে। দাভিদভকে আসতে দেখে খেলোয়াড়রা অলস পায়ে ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল। শুধু একটি মাত্র খেলোয়াড় খানিক আগে হেরে যাওয়ার দরুন বিরক্তির সঙ্গে গজ গজ করতে করতে কনুইয়ের উপরে ভর দিয়ে গোমড়া মুখে তাস ভাঁজিয়ে চলেছে।

রাগে পাংশু হয়ে উঠে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেল দাভিদভ। "একে কাজ করা বলে!" চিৎকার করে ধমকে উঠল। "কেন ঘাস কাটছ না তোমরা? লুবিশকিন কোথায়?"

"কিন্তু আজ তো রবিবার।" একটু ইতস্ততঃ করে জবাবে বলল একজন তাস খেলোয়াড়।

"তোমরা কি মনে করো আবহাওয়া তোমাদের মুখ চেয়ে বসে থাকবে? ধরো যদি বৃষ্টি নামে?"

এত আচমকা ঘোড়াটাকে ঘুরাল দাভিদভ যে ঘোড়াটার পা কম্বলের এক পাশে চড়ে গেল আর এই অপ্রত্যাশিত স্পর্শে ঘাবড়ে গিয়ে পিছনের পা দুটো তুলে লাফিয়ে অন্য দিকে চলে গেল। এক দিকে কাত হয়ে পড়ল দাভিদভ, রেকাব পা থেকে প্রায় খুলেই গিয়েছিল আর একটু হলে, কিন্তু কোনো রকমে জিনের উপরেই বসে থাকল। পিছনের দিকে ঝুঁকে লাগামটা তুলে নিল। উত্তেজিত ঘোড়াটাকে যখন বশে আনতে পারল তখন আরো জোরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল: "লিউবিশকিন কোথায় জিজ্ঞেস করি?"

"ঘাস কাটছে। পাহাড়ের বাঁ দিকের ঐ যে দ্বিতীয় লোকটি। কিন্তু তুমি অত চ্যাচাচ্ছ কেন চেয়ারম্যান? হুঁসিয়ার না হলে গলা বসে যাবে যে!" প্রত্যুত্তরে বিদ্রূপ ভরা কণ্ঠে বলে উঠল উস্তিন রাইকালিন মাঝবয়েসী বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারার একটি কশাক। গোলগাল ভরা ভরা ছুলিওয়ালা মুখ। আর রোমশ জোড়া ভুরু।

"এমনভাবে কাজে ঢিলা দিয়েছ কেন? জবাব দাও!" রাগে আর চিৎকারে প্রায় গলা বুজে আসে দাভিদভ-এর।

খানিক চুপচাপ কেটে যাওয়ার পরে দাভিদভের পাশের বাড়ির দুর্বল নিরীহ গোছের একটা ছেলে আলেকজান্দার নেচায়েভ জবাব দিল: "ঘোড়া চালাবার কেউ নেই সেটাই হচ্ছে বিপদ। মেয়েছেলেরা আর কিছু কিছু কুমারী মেয়েও গীর্জেয় চলে গেছে। তাই বাধ্য হয়েই আমরা ছুটি উপভোগ করছি। বেকুব খানকীগুলোকে বলেছিলাম আমরা না যাবার জন্যে, কিন্তু ওরা আমাদের কথায় কান দিল না। এমন ক্ষেপে উঠল যেন আমাদের মাথা কেটে নেয় আর কি! কোনো রকমে ওদের আমরা ঠেকাতে পারলাম না। সবরকম চেষ্টা করেছিলাম আমরা বিশ্বাস করো কমরেড দাভিদভ, কিন্তু কিছুই কোনো কাজে এল না!"

"ধরো না হয় বিশ্বাস করলাম। কিন্তু তোমরা পুরুষরা কেন কাজ করছ না?" খানিকটা সংযতভাবে বলল দাভিদভ, কিন্তু তখনো গলার স্বর অনাবশ্যকভাবে চড়ানো।

ওর ঘোড়াটা একেবারে ঘাবড়ে গেছে, পিঠ বাঁকিয়ে কান নেড়ে চলেছে ভয়ে ভয়ে। চামড়ার তলায় জেগে উঠছে স্নায়বিক কম্পন। শক্ত করে লাগাম টেনে ধরে দাভিদভ ওর উষ্ণ রেশমী গলার উপরে আস্তে আস্তে

চাপড়াতে চাপড়াতে জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু এবার নীরবতা আরো দীর্ঘ।

"বলেছি তো সঙ্গে কাজ করার কোনো লোক ছিল না, তাই মেয়েরা সব চলে গেছে।" অজুহাত দেখিয়ে বলল নেচায়েভ, সমর্থনের আশায় অন্য সবার মুখের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

"একথার মানে কি যে সঙ্গে কাজ করার মতো কোনো লোক ছিল না? এখানে তোমরা আটটা লোক বসে রয়েছ কোনো কাজ করছ না। অন্ততঃ চারটা ঘাস কাটা যন্ত্র তো কাজে লাগাতে পারতে! আর তা না করে তোমরা তাস খেলে মজা লুটছ। আমাদের যৌথ কাজে এমন ব্যবহার আমি আশা করিনি তোমাদের কাছ থেকে, কথাটা যথার্থ!"

"তা হলে কী আশা করেছিলে? তুমি কি মনে করো আমরা এক পাল জন্তু জানোয়ার?" অবজ্ঞার সঙ্গে প্রশ্ন করল উস্তিন।

"এ কথার মানে, কী বলতে চাও তুমি?"

"মজুরদের একদিন বিশ্রাম আছে কি?"

"আছে তাদের বিশ্রাম। কিন্তু তা বলে কারখানা কখনো রবিবার বন্ধ থাকে না। তাছাড়া বেঞ্চের উপরে বসে মজুররা কখনো তাস খেলে না যেমন তোমরা খেলছ এখানে বসে, বুঝলে?"

"ওদের বদলী দল আছে রবিবারে কাজ করে। কিন্তু আমরা সারাক্ষণই পড়ে আছি গোলামের মতো। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত এক নাগাড়ে জোয়াল ঘাড়ে করেই রয়েছি আমরা, আর রবিবারেও রেহাই নেই আমাদের! কী ধরনের ব্যবস্থা বলে একে? সোভিয়েত সরকার কি এই নির্দেশ দিয়েছে? সোভিয়েত সরকার নির্দেশ দিয়েছে মেহনতী মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না, আর তুমি সে আইন তোমার সুবিধে মতো বাঁকিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছ যাতে সেটা তোমার নিজের কাজে লাগে।"

"যত সব বাজে কথা!" দারুণ চটে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল দাভিদভ। "আমি চাই শীতকালের জন্য যৌথ খামারে সমস্ত পশু ও তোমাদের গোরুর জন্যেও প্রচুর খড় সংগ্রহ করে রাখতে। বুঝেছ? তাতে কি আমার নিজের কোনো সুবিধার ব্যাপার আছে এ থেকে আমার নিজের কি লাভ হবে? এক গাদা বাজে কথা বলছ তুমি, বাক্যবাগীশ কোথাকার!"

ঘৃণাভরা কণ্ঠে হাত নেড়ে বলে উঠল উস্তিন: "তোমার একমাত্র লক্ষ্য কি করে পরিকল্পনা পুরো হয়, তাতে আর যা-ই হোক কিছু এসে যায় না তোমার। আমাদের গোরু মোষের জন্যে তোমার মাথাব্যথা, মোটেও না! গত বসন্তকালে কতগুলো বলদ মেরে ফেলেছিল ওরা যখন স্টেশন থেকে বীজ নিয়ে এসেছিল ভোয়াস্কোভয়-এ? শুনেও তা শেষ করতে পারবে না! আর তুমি চেষ্টা করছ আমাদের চোখে ধূলো দিতে!"

"ভোয়াস্কোভয় যৌথ জোতের বলদগুলো মারা পড়েছিল এই জন্যেই যে তোমার মতো লোক যারা তারা খাদ্যশস্য মাটির তলায় পুঁতে রেখে ছিল। যৌথ জোতে যোগ দিয়েছিল অথচ খাদ্যশস্য লুকিয়ে রেখেছিল। আমাদের কিছু বীজ বোনারও দরকার ছিল, তাই না? তাই কঠিন অবস্থার ভিতরেও বলদগুলোকে গোটা পথ খাটাতে হয়েছিল বীজ আনার জন্যে। তাই সেগুলো মারা পরে আর কথাটা যথার্থ! তাছাড়া ব্যাপারটা তুমিও জানো ভালো করেই!"

"একমাত্র তোমার পরিকল্পনা পুরণ করার তাগিদেই তুমি ঘাস-কাটা নিয়ে এমন সোরগোল বাধিয়েছ।" একগুঁয়েভাবে বিড়বিড় করে বলে উস্তিন।

"তুমি কি ভাবো যে এ খড়গুলো আমি খাবো? সবার যাতে ভালো হয় তাই-ই আমি করছি! এর সঙ্গে পরিকল্পনার কী সম্পর্ক রয়েছে?" —রাগে দিশেহারা হয়ে চিৎকার করে উঠল দাভিদভ।

"অত সোরগোল বাধিও না চেয়ারম্যান, তোমার ঐ বাজ-বিদ্যুৎ দিয়ে আমাকে ঘাবড়ে দিতে পারবে না তুমি। আমি গোলন্দাজ বাহিনীতে থেকে লড়ে এসেছি। বেশ তো, না হয় বুঝলাম যে তুমি দশজনার ভালোর জন্যেই চেষ্টা করছ, কিন্তু কেন দিনরাত খাটিয়ে লোকগুলোকে মেরে ফেলছ? পরিকল্পনার কথাটা আসে এইখানেই। তুমি চাও তোমার কেরামতি জেলা কর্তৃপক্ষকে দেখাতে, জেলা চায় প্রদেশকে দেখাতে আর তোমাদের মতো লোকদের জন্যে দুর্ভোগ ভুগে মরি আমরা। ভাবো কি লোক কিছু দেখতে পায় না? তারা সব অন্ধ? সব কিছুই দেখতে পায় তারা। কিন্তু কেমন করে তারা তোমাদের মতো পরগাছাদের হাত এড়াবে? তোমাকে বা তোমার মতো লোকদের তো আর আমরা

তোমাদের চাকরি থেকে ঠেলে ফেলে দিতে পারি না। কি বলো পারি কি? ওহে না, না! তাই তোমরা তোমাদের যা খুশি তা-ই চালিয়ে যাচ্ছ। মস্কো অনেক দূর, মস্কো জানতেও পারবে না কী চালাকি তোমরা খেলে যাচ্ছ এখানে।"

নাগুলনভের ভবিষ্যদ্‌বাণীর ঠিক বিপরীত। যাদের নিয়ে বিপদে পড়তে হল দাভিদভকে তারা মেয়েছেলে নয়। কিন্তু তাতেও অবশ্য কাজটা তেমন সহজ কিছু হয়ে উঠল না। কশাকদের ক্লান্ত নীরবতা থেকে বুঝতে পারল দাভিদভ যে গলাবাজী করে কোনো লাভ নেই। বস্তুতঃ ভালমন্দ করলে ভালোর বদলে আরো খারাপই হয়ে উঠতে পারে ব্যাপারটা। ধৈর্য ধরে সুনিশ্চিত পন্থা অবলম্বন করতে হবে—বুঝিয়ে রাজী করার পন্থা। একান্ত দৃষ্টিতে উস্তিনের অসন্তুষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে ভাবল: মাকারকে সঙ্গে না এনে খুব ভালোই হয়েছে আমার দিক থেকে! এতক্ষণে তাহলে একটা বিশ্রী লড়াইয়ে হাত কালো করতে হত আমাকে।

খানিকটা সময় নেবার জন্যে এবং উস্তিনকে ও যে-কেউই ওকে সমর্থন করবে তাকে চেপে ধরার জন্যে মনে মনে একটা বুদ্ধি আঁটার জন্যে দাভিদভ জিজ্ঞেস করল: "আমি যখন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই তখন তুমি ভোট দিয়েছিলে, উস্তিন মিখেইলোভিচ?"

"না, আমি ভোট দিইনি! কেন তোমাকে ভোট দিতে যাব? থলের ভিতরে পুরে বেড়াল চালান দেয়ার মতো করে ওরা তোমাকে চালান দিয়েছে এখানে..."

"আমি নিজেই এসেছি এখানে।"

"তাতেও কিছু ইতর বিশেষ হচ্ছে না। তুমি এখানে অনধিকার হস্তক্ষেপকারী! কী চরিত্রের লোক তুমি তা না জেনেই কেন আমি তোমাকে ভোট দিতে গেলাম!"

"কিন্তু এখন তো তুমি আমার বিরোধিতা করছ?"

"নিশ্চয়ই করছি! আর কি আশা করো তুমি?"

"তাহলে যৌথখামারের সাধারণ সভায় আমার পদচ্যুতির জন্যে প্রস্তাব আনো। সভায় সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। কিন্তু তোমার প্রস্তাবের সপক্ষে কিছু জোরালো যুক্তি ঠিক করে রেখ নইলে হেরে যাবে।"

"দুশ্চিন্তা করো না, আমি হেরে যাব না। তাছাড়া তোমার মামলাটা এখন মুলতুবী থাকতে পারে, যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে তার জন্যে। কিন্তু যতক্ষণ তুমি চেয়ারম্যান আছ আমরা এই কথাটা শুধু জানতে চাই যে হপ্তায় আমাদের একদিন ছুটি সম্পর্কে কী ব্যবস্থা করছ তুমি?"

প্রশ্নটার জবাব খুবই সোজা ছিল, কিন্তু উস্তিন দাভিদভকে মুখ খোলার সুযোগ মাত্র ছিল না!

"কেন জেলা কেন্দ্রের, বন্দরের মেয়েরা, মানে যারা তাদের মুখে রং মেখে, পাউডার মেখে রবিবার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যায় নাচে বা সিনেমায় যায় আর কেনই-বা আমাদের মেয়েদের রবিবার দিনও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটতে হয়?"

"এটা গ্রীষ্মকাল, কাজের সময়..."

"শীতই বলো আর গ্রীষ্মই বলো আমাদের কাছে বছরের সব কালই কাজের।"

"আমি বলতে চেয়েছি এই কথা যে..."

"তোমার আয়ু ক্ষয় না করে বাঁচিয়ে রাখো! কিচ্ছু বলার নেই তোমার!"

সতর্কীকরণের ভঙ্গিতে হাত তুলল দাভিদভ: "এক মিনিট চুপ করো উস্তিন!"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা ধমকে উঠল উস্তিন:

"একজন কামলার মতো অনেকক্ষণ ধরেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছি তোমার সামনে আর তুমি জমিদারের মতো বসে আছ তোমার ঘোড়ার পিঠে।"

"বলছি চুপ করো এক মিনিট! মানুষের মতো কি কথা বলতে পারো না তুমি?"

"চুপ করে থেকে লাভ কি? সারা দিনও যদি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি তবুও তোমার মুখ থেকে একটা সত্য কথা শুনতে পাবো না তা জানি।"

"আমাকে বলতে দেবে?"—রাগে লাল হয়ে উঠে চিৎকার করে বলল দাভিদভ।

"আমাকে ধমকাতে এস না! আমি তোমার লুশকা নাগুলনোভা নই!" নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে নিশ্বাস নিল উস্তিন তারপর চড়া গলায় বলে চলল:

"এখানে আমাদের উপরে হম্বিতম্বি করতে দেবো না তোমাকে আমরা! সভায় যত খুশি চ্যাঁচাতে পারো চেঁচিও গিয়ে, কিন্তু এখানে কথা যা বলার বলব আমরা। তাছাড়া তাস খেলার জন্যে তোমার আমাদের উপরে ঝাল ঝাড়ার প্রয়োজন নেই চেয়ারম্যান! যৌথ খামারে আমরা নিজেরাই আমাদের মালিক। যখন ইচ্ছে কাজ করব, যখন ইচ্ছে বিশ্রাম নেব। কিছুতেই ছুটির দিনে তুমি আমাদের কাজ করাতে পারবে না, তেমন ক্ষমতা নেই তোমার।"

"তোমার বলা শেষ হয়েছে?" অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করে জিজ্ঞেস করে দাভিদভ।

"না হয়নি। এই শেষ কথা বলে দিচ্ছি আমি তোমাকে, যদি আমাদের ব্যবস্থা তোমার পছন্দ না হয় তবে দূর হয়ে যাও তুমি, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে চলে যাও! কেউ তোমাকে এ গাঁয়ে ডেকে আনেনি। তোমাকে ছাড়াই, ঈশ্বরের ইচ্ছেয় যেমন করে হোক চালিয়ে নেব আমরা। তুমি কিছু আর আমাদের সামনে একটা উজ্জ্বল আলোর শিখা নও!"

দস্তুর মতো এটা একটা প্ররোচনা। খুব ভালো করেই জানে দাভিদভ কিসের উপরে ভরসা করছে উস্তিন। কিন্তু সে আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারল না। উস্তিনের রোমশ ভুরু আর গোলগাল আবছা মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর চোখের সামনে কালো কালো দাগ ভেসে বেড়াতে লাগল। অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারল যে চাবুক ধরা ডান হাতটা ভারী রক্তের চাপে ফুলে উঠেছে তাতে তার আঙুলগুলো টাটিয়ে উঠেছে।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে উস্তিন। হাত দুটো অন্যমনস্কভাবে ট্রাউজারের পকেটে ঢোকানো, পা দুটো ফাঁক করা। মুহূর্তে ওর শান্তভাব ফিরে এল। মনে মনে কশাকদের নীরব সমর্থন অনুভব করে আর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে দৃঢ়নিশ্চিত হয়ে কোটরে ঢোকা নীল চোখ দুটো কুঁচকে শান্ত ঔদ্ধত্যভরা হাসি হেসে উঠল। দাভিদভের মুখখানা সাদা হয়ে উঠেছে আর ঠোঁট দুটো নীরবে নড়ে চলেছে। একটি কথাও বলতে পারছে না মুখ দিয়ে। মরিয়া হয়ে যুঝে চলেছে নিজের সঙ্গে। ওর অন্তরে জেগে ওঠা অন্ধ, যুক্তিহীন ক্রোধ প্রশমিত করে আত্মসংযম বজায় রাখার প্রচেষ্টায় দেহের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরা যেন ছিঁড়ে ফেলার

উপক্রম করে তুলেছে। উস্তিনের কথা যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে ওর কানে কিন্তু সেগুলোর অর্থ আর ওর গলার বিদ্রূপভরা তাৎপর্য খুবই স্পষ্ট হয়ে বাজছে।

"মাছের মতো জল চিবাচ্ছো কেন চেয়ারম্যান? জিভটা গিলে ফেলেছ নাকি না জবাব দেয়ার মতো কিছুই নেই তোমার? ভাবলাম হয়ত কিছু বলবে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ভুলেই গেছ সে কথা…যা সত্য তা নিয়ে তর্ক করা সহজ নয়, কি বলো! না, চেয়ারম্যান, আমাদের উপরে ওসব ফলাতে না আসাই বরং ভালো, তাছাড়া মিছামিছি মেজাজ খারাপ করো না। তারচেয়ে বরং ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এস, দু হাত তাস খেল বসে আমাদের সঙ্গে। বিন্তী খেলব 'খন। ওটা বুদ্ধিমান লোকের খেলা, যৌথ জোত চালাবার মতো নয়।"

উস্তিনের পিছনে দাঁড়ানো একটি কশাক নীরবে হেসে দূরে সরে গেল। খানিকক্ষণের জন্যে ওয়াগনের পাশে জড়ো হওয়া কশাকদের ছোট দলটাকে ঘিরে একটা আশঙ্কাভরা নীরবতা নেমে এল। এক মাত্র যা শব্দ শোনা যাচ্ছে তা হল দাভিদভের কষ্টকৃত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ, দূর থেকে ভেসে আসা ঘাস-কাটা যন্ত্রের ক্ষীণ ঝনঝনানি আর মেঘমুক্ত নীল আকাশের বুকে ভরতপাখির মন মুগ্ধ করা নিরুদ্‌বেগ কণ্ঠের গান। ওয়াগনের পাশে জড়ো হওয়া উত্তেজিত লোকদের ভিতরে কি ঘটছে সে সম্পর্কে আদৌ কোনো উদ্‌বেগ নেই ওদের।

আস্তে মাথার উপরে চাবুকটা তুলে ধরল দাভিদভ। তারপর পায়ের গোড়ালী দিয়ে ঘোড়াটার পেটের উপরে আঘাত করল। দ্রুত সামনে এগিয়ে এসে উস্তিন খলির কাছে ঘোড়ার লাগামটা ধরে ফেলে পাশের দিকে সরে গিয়ে দাভিদভের পায়ের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে চেপে গিয়ে দাঁড়াল।

"আমাকে মারবে না তুমি নিশ্চয়ই, তাই না? দেখো দেখি একবার চেষ্টা করে?" শান্ত ভয়ঙ্কর মুখে বলল উস্তিন।

ওর গালের উঁচু হাড়দুটো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে মুখের উপরে। দুষ্ট ঔদ্ধত্যে ধৈর্যহীন প্রতীক্ষায় চোখ দুটো চকচক করে উঠছে।

কিন্তু দাভিদভ চাবুকটা তার নিজের ময়লা বুটের উপরে সজোরে নামিয়ে এনে নিচু হয়ে উস্তিনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসার ব্যর্থ চেষ্টা

করে গলা চড়িয়ে বলল: "না, তোমার গায়ে হাত দেব না আমি উস্তিন! সেটা আশা করো না। তুমি শ্বেতরক্ষী! দশ বছর আগে যদি তোমার সঙ্গে মোকাবিলা হত সেটা ছিল স্বতন্ত্র কথা...। তাহলে চির দিনের মতো তোমার বচন বন্ধ হয়ে যেত, বুঝলে প্রতিবিপ্লবী!"

পা দিয়ে আস্তে ঠেলা দিয়ে উস্তিনকে পাশে সরিয়ে দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল দাভিদভ।

"বেশ, ঠিক আছে উস্তিন মিখাইলোভিচ, যখন লাগামটা ধরেছই। যাও নিয়ে গিয়ে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে এস। তোমাদের সঙ্গে বসে তাস খেলতে ডেকেছ আমাকে, তাই না? চমৎকার, খুবই আনন্দের ব্যাপার! এস খেলা যাক।"

ঘটনাটা এক অতি অপ্রত্যাশিত পথে মোড় নিল। কশাকরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করল, একটু ইতস্ততঃ করল তারপর নীরবে কম্বলটার উপরে ঘিরে বসে পড়ল। উস্তিন ঘোড়াটাকে ওয়াগনের চাকার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে কালমুকদের কায়দায় পা দুটো মুড়ে তার উপরে বসে পড়ে থেকে থেকে দাভিদভের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। দাভিদভের সঙ্গে মুখোমুখী যুদ্ধে নিজেকে আদৌ পরাজিত মনে করছে না। মনে মনে ঠিক করল যে তর্ক চালিয়েই যাবে।

"ভালো কথা, এখনো তো তুমি আমাদের ছুটির প্রশ্নটি সম্পর্কে কোনো কথা বললে না চেয়ারম্যান! প্রশ্নটা মাচায় তুলে রেখেছ বুঝি, তাই না?"

"পরে সেটা আলোচনা করা যাবে," তাৎপর্যপূর্ণভাবে কথা দিল দাভিদভ।

"কথাটা কিভাবে নেব আমি? যেন ভয় দেখাবার মতো শোনাচ্ছে?"

"কেন ভয় দেখানো কেন? আমরা তাস খেলতে বসেছি, তাই অন্য সব কিছু এখন মুলতবী থাকবে। এর পরেও অনেক সময় পাওয়া যাবে আলোচনা করার মতো।"

কিন্তু, এখন দাভিদভ যতই শান্ত হয়ে আসছে, উস্তিন ততই উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। হাতের খেলা শেষ হওয়ার আগেই উস্তিন তাসগুলো কম্বলের উপরে ছড়িয়ে দিয়ে দুহাতে হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে বসল।

জাহান্নামে যাক খেলা, আমাদের ছুটির ব্যাপারটা আগে ফয়সলা হোক। তুমি কি মনে করো চেয়ারম্যান যে লোকরাই শুধু এই ছুটির ব্যাপারে চিন্তা করে মরছে? ওহে না! কাল সকালে ঘোড়াগুলোকে যুততে

গিয়েছিলাম : তখন ঐ বাদামী রঙের ঘুড়ীটা নিদারুণ দুঃখে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে মানুষের গলায় বলল আমাকে : "শোনো, উস্তিন, একেই কি যৌথ জোতের জীবন বলে, অ্যাঁ? গোটা সপ্তাহ ধরে ওরা আমাকে খাটায় দিনে রাত্রে কোনো সময়ে পিঠ থেকে সাজ খোলে না। আর তারপর কিনা ছুটির দিনটাতেও একটু বিশ্রাম দেয় না। আগের দিনে ছিল অন্য রকম। ওরা রবিবার দিন আমাকে খাটাত না। কেবল মাত্র দেখাসাক্ষাৎ বা বিয়েশাদীর ব্যাপারে বের করত আমাকে। হাঁ ঠিক বলছি, আগের দিনে আমার জীবন ঢের বেশি আরামের ছিল!"

কশাকরা সবাই এক সঙ্গে আস্তে হেসে উঠল। মনে হল ওদের সহানুভূতি সমর্থন উস্তিনের দিকে। কিন্তু দাভিদভ যখন আঙুল দিয়ে গলকণ্ঠ খুঁটতে খুঁটতে শান্ত গলায় বল্‌ল তখন প্রতীক্ষাভরা নীরবতায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল সবাই : "যৌথ জোত গড়ে ওঠার আগে এই অত্যাশ্চর্য ঘুড়ীটা কার হেফাজতে ছিল?"

ধূর্ত দৃষ্টিতে চোখ কুঁচকে উস্তিন দাভিদভের মুখের দিকে তাকাল। এমন কি দ্রুত চোখও মটকাল বার কয়েক : "তুমি ভাবছ ঘুড়ীটা আমার, কি বল? আমার কথাই বলেছ? না হে চেয়ারম্যান, ঐখানটাই ভুল হল তোমার! ওটা ছিল তিত্‌-এর ঘুড়ী। ওকে যখন সম্পত্তিচ্যুত করলে তখন যে ঘোড়াগুলো নিয়ে নিয়েছিলে ওটা তারই একটা। আগের দিনে যখন আমরা নিজের নিজের চাষবাস করতাম তখন ও যৌথখামারে যে ধরনের খাওয়াদাওয়া পায় তার চাইতে অন্য ধরনের খাওয়াদাওয়া পেত। এমন কি শীতের দিনে ও ছোলা নাকে শুঁকেও দেখত না। প্রথম ওর দাঁত পড়ার শুরু থেকে শেষ দাঁতটি পড়া পর্যন্ত আমার বিশ্বাস, ওট ছাড়া আর কিছুই ও দাঁতে কাটত না। খুবই বিলাসে আরামে জীবন কাটিয়েছে ঐ ঘুড়ীটা!"

"শেষ দাঁতটা যদি পড়ে গিয়েই থাকে নিশ্চয়ই তাহলে ওটা একটা বুড়ো ঘুড়ী", বাতকে বাত জিজ্ঞেস করল দাভিদভ!

"হাঁ, ওটা বুড়ো ঘুড়ী, ঢের বয়েস হয়ে গেছে," ফাঁদে ধরা পড়া সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহমাত্র না করে চটপট জবাব দিল উস্তিন।

"তা যদি হয় তবে ঐ বাচাল বুড়ী ঘুড়ীটা কি বলল না বলল সে কথায় কান দেয়ার দরকার নেই তোমার"। প্রত্যয়ের সুরে বলল দাভিদভ।

"না কেন ?"

"কারণ, কুলাকের ঘুড়ী, কুলাকের মতোই কথা বলবে।"

"কিন্তু এখন তো যৌথ জোতের সম্পত্তি।"

"চেহারা দেখে মনে হয় তুমি নিজেও তো যৌথ জোতের, কিন্তু আসলে তুমি হচ্ছ একটি কুলাকের লেজুড় !"

"বটে, এবার কিন্তু একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে চেয়ারম্যান।"

"না, যাচ্ছে না। আর তা নইলে, ওটা যদি একটা বুড়ো ঘুড়ীই হয়ে থাকে তবে ওর কথায় তোমার কান দেয়ার কি দরকার ? বুড়ো হয়ে ভীমরতি ধরেছে ওর। যদি বয়েসটা কিছু কম হত আর কিছুটা চালাক হত তা হলে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কথা বলতো তোমাকে।"

"তা যদি হত তো বলত তখন ?" ক্লান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল উস্তিন।

"তার বলা উচিত হত এটাই : বুঝলে উস্তিন, আমরা নেহাৎই কুলাকদের লেজুড় ! শীতকালে তুমি কাজ করোনি। তুমি কুত্তির বাচ্চা ! বসন্তকালেও কাজ করোনি, অসুখের ভান করে পড়ে রইলে, আর এখনো ঠিক মতো কাজ করতে ইচ্ছে নেই তোমার। তোমার এই বাদামী রঙের ঘুড়টাকে কী খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবে শীতকালে আর নিজেই বা কী খাবে ? এইভাবে যদি আমরা কাজ করে চলি তাহলে দুজনেই আমরা না খেতে পেয়ে মারা যাবো ! এই কথাই তার বলা উচিত ছিল তোমাকে !"

প্রচণ্ড হাসির রোলে দাভিদভের শেষ কথাটা ডুবে গেল। কুমারী মেয়ের মতো খিলখিল করে হেসে উঠল নেচায়েভ। কুমারীসুলভ খিক্ খিক্ শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে ! এমন কি জেবাসিস ঝিয়েভলভ লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগল. হাসির ধমকে ফুলে ফুলে উঠছে আর জুতার ডগাটা চাপড়াচ্ছে, ঠিক যেন নাচের মতো। আর বয়স্ক ওযেত্রোভ পাকা দাড়িগুলো মুঠো করে চেপে ধরে তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল : "সোজা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়, উস্তিন, আর উঠিস না। দাভিদভ তোর নাড়ীভুঁড়ি নিকলে দিয়েছে !"

কিন্তু অবাক হয়ে দেখল দাভিদভ যে উস্তিন একটুকুও লজ্জা পায়নি, নিজেও হাসছে, তাছাড়া ওর হাসিটাও মোটেই চেষ্টাকৃত হাসি নয়।

যখন হাসি থামল, প্রথমেই বলল উস্তিন : "শোনো চেয়ারম্যান, তুমি আমাকে ধরাশায়ী করে দিয়েছ। কখনো ভাবিনি আমি যে তুমি

আমার মুঠোর ভিতর থেকে এমনি চতুরভাবে পিছলে বেরিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু আমাকে কুলাকের লেজুড় বলাটার কোনো প্রয়োজন ছিল না তোমার। তাছাড়া এ কথাটাও সত্যি নয় যে আমি গত বসন্তকালে ভান করে পড়েছিলাম। প্রকৃতই অসুস্থ ছিলাম আমি। মাপ করো চেয়ারম্যান, এ ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলছ তুমি!"

"প্রমাণ দাও।"

"কেমন করে প্রমাণ দেব?"

"নজীর দেখিয়ে।"

"নজীর? কিন্তু আমরা তো নিছক হাসিমসকরা করছি চেয়ারম্যান।" উস্তিন এখন অনেকটা গম্ভীর। জবাবে শুধু একটু বিব্রত হাসি হাসল।

"হাসিমসকরা করছি! দাভিদভের চোখমুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। বলল, "একটুও হাসিমসকরা করিনি আমরা, হাসিমসকরা ঢের দূরের কথা। তাছাড়া যে কাণ্ডটা তুমি এখানে শুরু করেছ, মোটেই সেটা হাসিঠাট্টার বিষয় নয়। নজীরের দিক থেকে তা বর্শার ফলার মতোই সত্য। যৌথ খামারে কাজ করো তুমি খুবই কম, চেষ্টা করো পিছিয়ে পড়া যে-সব লোক তাদের তোমার পিছনে টানতে। যে ধরনের কথাবার্তা বলে থাকো, তা একদিন তোমাকে বিপদের ভিতরে টেনে ভিতরে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। আর নজীর হিসেবে, আজ একটা গোটা দিনের কাজ শুরুতেই বানচাল করে দিতে সফল হয়েছ। তোমার প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ, দলের অর্ধেক লোকই ঘাস কাটছে না। হাসিঠাট্টা আসবে কোত্থেকে?"

অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপকভাবে ভ্রূ দুটো কপালের উপরে তুলল। জোড়া ভ্রূ নাকের উপরে একটা সরল রেখার মতো হয়ে উঠল।

"বটে, হপ্তায় একদিন ছুটির কথা বলা মাত্রই আমি হয়ে গেলাম কিনা কুলাকের লেজুড়, প্রতিবিপ্লবী, আমি? তার মানে এক মাত্র তোমারই অধিকার আছে কথা বলবার আর বাকি আমরা সবাই মুখ বুঁজে থাকব আর জামার হাতায় মুখ মুছবো?"

"সেটাই একমাত্র কারণ নয়।" প্রত্যুত্তরে গরম হয়ে উঠে জবাব দিল দাভিদভ। "তোমার আচার আচরণ গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অসৎ, অসাধু। কথাটা যথার্থ! গোটা শীতকালটায় যখন মাসের ভিতরে প্রায় বিশ দিন কামাই করেছ তখন আজ আবার ছুটি ছুটি করে এমনভাবে

হাসলে বেড়াচ্ছ কেন! আর শুধু তুমি একা নয়, যারা সব বসে আছে এখানে তারা সকলে। গোরু ঘোড়াগুলোকে পরিষ্কার করা আর বীজ বাছাই করা ছাড়া আর কী করেছ তোমরা গোটা শীতকাল ধরে? কিছুই না! সব সময়ে উনুনের পাশে বসে আরাম করেছ। বছরের এই সময়ে, যখন কাজের চাপ সব চাইতে বেশি, যখন প্রত্যেকটি মুহূর্ত মূল্যবান, নইলে সমস্ত খড় বরবাদ হয়ে যাবার সম্ভাবনা, তখন কোন অধিকারে তোমরা নিজেরাই নিজেদের ছুটির ব্যবস্থা করে নিয়েছ? একটু সততার সঙ্গে বিচার করে দেখ দেখি!"

বহুক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টিতে দাভিদভের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল উস্তিন, কিন্তু প্রত্যুত্তরে একটি কথাও বলল না। ওর হয়ে জবাব দিল ভিখোন ও সিত্রভ:

"বসে বসে ফুসফুস গুজগুজ করার সময় নেই এখন কশাকরা। ঠিকই বলেছে দাভিদভ! আমরা খুবই ভুল করেছি। আর আমাদেরই দরকার সে ভুল শুধরে নেয়া। আমরা যে ধরনের কাজ করি এতে যখন খুশি তখন ছুটি নিতে পারি না। একথা যথেষ্ট সত্য যে শীতকালে খুবই ছুটি নেয়া হয়েছে। আগের দিনে যখন আমাদের ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল এখনও ঠিক তেমনিই। কে আমরা খামারের কাজ শেষ করেছি অঢেল ছুটি নিয়ে? যেই ফসল কাটা হয়ে গেল অমনি শরৎকালীন চাষে লেগে পড়তে হত। ঠিকই বলেছে দাভিদভ, মেয়েদের গীর্জায় যেতে ছেড়ে দেয়া উচিত হয়নি আমাদের। তাছাড়া আমরা যারা এখানে বসে বসে রবিবারের ছুটি ভোগ করছি, আমাদের কোনো রকমের কোনো ক্ষমা থাকতে পারে না…। দারুণ ভুল করেছি আমরা। নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মেরেছি। আর এ সব কিছুর জন্যেই দায়ী তুমি উস্তিন। তুমি জাহান্নমের রাস্তায় আমাদের নিয়ে চলেছ, অভিযোগকারী শয়তান!"

বারুদের মতো জ্বলে উঠল উস্তিন। ওর নীল চোখ দুটো রাগে বিদ্বেষে কালো হয়ে উঠল: "মাথায় এক ছটাকও ঘিলু আছে তোমার, ওহে দেড়ে বেকুব? না সেটুকু বাড়িতে রেখে এসেছ?"

"ঠিকই তাই, মনে হচ্ছে তাই, বাড়িতেই রেখে এসেছি।"

"তাহলে ছুটে চলে যাও গাঁয়ে, নিয়ে এস গে!"

নেচায়েভ রোগা রোগা হাত দিয়ে হাসি চাপতে মুখে ঢাকা দিল।

আর হাসির ধমকে কেঁপে কেঁপে ওঠা খানিকটা হতচকিত তীক্ষ্ণ সরু গলায় জিজ্ঞেস করল ওসেত্রোভ : "বেশ সাবধান মতো জায়গায় রেখে এসেছ তো তিখোন ?"

"তোমার কি তাতে ?"

"শোনো, আজ যে রবিবার।"

"কি হয়েছে তাতে ?"

"আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি আজ সকালে তোমার বৌমা সব সাফসুতোর করবে মেঝে ঝাঁট দেবে আর সব কিছুই করবে। যদি তোমার ঐ একটুখানি মগজটুকু বেঞ্চের তলায় কি টুলের নিচে কোথাও রেখে দিয়ে এসে থাকো তবে ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিয়ে সে উঠোনে ফেলে দেবে। আর সঙ্গে সঙ্গে মুরগীতে ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে নেবে এক মুহূর্তে... তাহলে বাকি সারাটা জীবন তোমাকে মগজ ছাড়াই বেঁচে থাকতে হবে. সেটাই হচ্ছে আমার ভাবনার কথা।"

সবাই হেসে উঠল। এমনকি দাভিদভ পর্যন্ত। কিন্তু কশাকদের হাসিটা মেজাজী দরাজ হাসি বলে মনে হল না : যদিও একটু আগের ঘনিয়ে আসা থমথমে ভাবটা কেটে গেছে এ সব ক্ষেত্রে সচরাচর যা ঘটে থাকে, যে একটি হাসি কৌতুকে বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যায় তা-ই হল। ক্ষুব্ধ ওসেত্রোভ একটু ঠাণ্ডা হলে পরে সে নেচায়েভকে বলল : "যতদূর দেখতে পাচ্ছি আলেকজান্দার মগজ জাতীয় এমন কোনো পদার্থ তোমার নেই যা বাড়িতেই রেখে আসতে পারো কিংবা সঙ্গে অনেতে পাবো। আমার চাইতে বেশি কিছু বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ তুমি ? তোমার বৌ এতক্ষণে তুবিয়ানস্কার গীর্জার পথে মাইল মেপে চলেছে আর তাস খেলার ব্যাপারে তুমিও কিছু আপত্তি করোনি।"

"হাঁ, দোষের ভাগী আমিও বটে,"—ভালো ভাবেই জবাব দিল নেচায়েভ।

কিন্তু আলোচনার ফলাফলে দাভিদভ এখনও সন্তুষ্ট নয়। ও চাইল উস্তিনকে একেবারে কোনঠাসা করতে। "এ শীতে কি তুমি যথেষ্ট কাজ করেছ, উস্তিন মিখেইলভ ?"

"যা আমাকে করতে বলা হয়েছে, সব করেছি।"

"কিন্তু তা কতোটা ?"

"আমি গুনে রাখিনি।"

"তোমার হিসেবের ঘরে কতগুলো কাজের দিন জমা হয়েছে তোমার নামে?"

"মনে নেই। তোমার প্রশ্নের ঠেলায় মাথা ধরে গেল আমার। ভালো কিছু আর করার মতো না থাকে তো নিজে বসে বসে হিসেব করো।"

"কিছু দরকার নেই আমার। তুমি হয়ত ভুলে যেতে পারো, কিন্তু আমি যৌথ খামারের চেয়ারম্যান, আমার ভুলে যাবার অধিকার নেই।"

যে মোটাসোটা নোট বইটা সব সময়েই সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সেটা যে কতো দরকারী তার প্রমাণ পাওয়া গেল এখন! ক্ষণেক আগের স্নায়বিক উত্তেজনার জন্যে ওর নোট বইয়ের পাতা ওলটাতে ব্যাপৃত আঙুলের ডগাগুলো একটু একটু কাঁপছে।

"এই দেখ তোমার নাম, ওহে মেহনতী মানুষটি! আর এখানে দেখ কত তুমি রোজগার করেছ তার হিসেব। জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ এপ্রিল আর মে মাস নিয়ে সাকুল্যে দাঁড়াচ্ছে—এই এক মিনিটের মধ্যেই বলে দিচ্ছি তোমাকে—উনত্রিশটি মোট শ্রম-দিন। ব্যাপারটা কি রকম? খেটে খেটে আঙুলের ডগা ক্ষইয়ে ফেলেছ, কি বলো?"

"ওটা কিন্তু জাহির করার মতো তেমন একটা ব্যাপার নয়, রাইকালিন!" উস্তিনের দিকে তাকিয়ে ভৎর্সনাপূর্ণ কণ্ঠে বলল একটি কশাক।

কিন্তু উস্তিন তবুও দমবার পাত্র নয়। "আরো ছ মাস সামনে পড়ে রয়েছে. ডিম ফুটে যখন বেরোবে তখন মুরগীর ছানা গুনে দেখো।"

"ডিম যখন ফুটবে তখন মুরগীর ছানা গুনবো ঠিকই, কিন্তু আমাদের রোজগারের হিসেবও করব প্রত্যেক দিন!" সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল দাভিদভ। "আর এটা তোমার পাইপে ভরে ধূমপান করে ফেল, উস্তিন। যৌথখামারে আমরা কুঁড়েদের বরদাস্ত করব না! সমস্ত ধ্বংসকারীদের আমরা লাথি মেরে ঘাড় ধরে দূর করে দেব। কোনো পরগাছাকেই আমরা চাই না। ভাবো, কোথায় এসে পৌঁছেছ তুমি। ওসোত্রোভের এখানে প্রায় দুশো ইউনিট শ্রম-দিবস জমা হয়েছে তার হিসেবে। তোমার দলের অন্যান্য সবাইর একশোর উপরে, এমনকি রোগা মানুষ নেচায়েভেরও প্রায় একশোর কাছাকাছি আর তোমার সাকুল্যে উনত্রিশ! দারুণ লজ্জার কথা!"

"আমার বৌ অসুস্থ। কি একটা মেয়েলী অসুখে ভুগছিল। তার

সেরে উঠে দাঁড়াতে অনেক সপ্তাহ গেল। তার উপরে, ছ'ছটা বাচ্ছাকে দেখা শোনা করতে হয়।" ক্ষুব্ধ গম্ভীর মুখে বলল উস্তিন।

"কিন্তু তোমার নিজের ব্যাপারটা কি ?"

"আমার ?"

"কেন তুমি পুরো কাজ করছ না ?"

আবার উস্তিনের উঁচু গালের হাড় দুটো চেরি ফলের মতো লাল হয়ে উঠল। আর রাগে কুঁচকে ওঠা নীল দুটো চোখে ঝলকে উঠল বিদ্বেষের আগুন।

"আমার মুখের দিকে ঠায় তাকিয়ে আছ কেন ? আমার চোখ আর মুখ ছাড়া অন্য কোনো দিকে তাকাতে পারো না ?" তীব্র উত্তেজনায় বাঁ হাতের মুঠি শক্ত করে পাকিয়ে চিৎকার করে উঠল উস্তিন, রাগে ওর গোলগাল বেঁটে বেঁটে গলার নীল শিরা ফুলে উঠল। "তুমি কি মনে করো আমি লুশকা নাগুলনোভা না ভারয়া খারলামোভা, যারা হেদিয়ে মরছে তোমার জন্যে ? আমার হাতের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ তারপর জিজ্ঞেস করো কতটা কাজ আমি করেছি না করেছি !"

উস্তিন হাত দুটো মেলে সামনে ছড়িয়ে দিল। এই মুহূর্তে প্রথম দেখতে পেল দাভিদভ যে উস্তিনের ডান হাতের প্রথমা ছাড়া আর একটি আঙুলও নেই। আর যেখানে অন্য আঙুলগুলি ছিল সেখানে মাত্র কয়েকটা বাদামী রঙের কোঁচকানো দাগ রয়েছে।

বিব্রত হয়ে নাক চুলকাল দাভিদভ।

"তা হলে এই ব্যাপার…আঙুলগুলো হারালে কোথায় ?"

ক্রিমিয়ায়। র‍্যাঞ্জেল ফ্রন্টে। তুমি আমাকে শ্বেতরক্ষী বলে গাল দিয়েছ। কিন্তু গাছ-পাকা ফুটির মতোই আমি লাল। শ্বেতরক্ষীদের দলে ছিলাম আমি, আর সবুজ কোর্তাদের সঙ্গেও হপ্তা দুই নাক ঘসটাঘসটি করেছি আর লালদের দলেও ছিলাম। শ্বেতরক্ষীদের দলে কাজ করতে তেমন পছন্দ হল না আমার, সুতরাং প্রায় সব সময়েই পেছনে পড়ে থাকতাম। কিন্তু যখন ওদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলাম, আমার কষ্ট এই যে আমি আমার আঙুলগুলো হারালাম। পান করার হাতটা, যে হাত দিয়ে আমি গ্লাস ধরি সেটা সম্পূর্ণ বজায় আছে এখনো। কিন্তু যে হাতটা আমার অন্ন যোগায় সেটা তার ধরার আঙুলগুলো হারাল, দেখছ…"

"বোমার টুকরায় ?"

"হাত বোমায়।"

"প্রথম আঙুলটা বাঁচল কি করে ?"

"ওটা ছিল রাইফেলের ঘোড়ার উপরে, তাই ওটা বেঁচে গেল। সেদিন দুটো র‍্যাঙ্গেলের লোককে নিজের হাতে ঘায়েল করেছিলাম। তাই আমাকে তার দাম দিতে হল, হবে না দিতে ? বুড়ো ভগবান ঐ রক্তপাতের জন্যে রেগে গিয়েছিল আমার উপরে, তাই চারটে আঙুল আমাকে উৎসর্গ করতে হল। মনে হয় আমার যে সস্তায়ই রেহাই পেয়ে গেছি আমি। অবশ্য সত্যিকারের কদর্যই হয়ে উঠতে পারত আর আমার মাথার আধখানাও নিয়ে নিতে পারত ইচ্ছে করলে।"

দাভিদভের স্থৈর্য আপনা থেকেই ধীরে ধীরে উস্তিনের ভিতরে সংক্রামিত হতে আরম্ভ করল। আলোচনা যতই শান্তভাব ধারণ করছে ওর বেপরোয়া মেজাজও ততই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে স্বভাব-সুলভ বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটে উঠছে ওর ঠোঁটের কোণে।

"শেষ আঙুলটাই বা কেন উৎসর্গ করলে না, ওটা আর কোন উপকারে লাগবে শুনি ?"

"অবশ্য উপকারের ব্যাপারে তুমি দারুণ উদার, চেয়ারম্যান! ঘরসংসারের ব্যাপারে এ আঙুলটা অনেক কাজে আসে।"

"কিসের জন্যে ?" হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"সব রকমের ব্যাপার···বৌ যদি অন্যায় কিছু করে তো রাত্রে এই আঙুলটা তুলে তাকে ধমকাই। আর দিনের বেলা এটা দিয়ে দাঁত খুঁটি আর ভালো মানুষদের বেশ একটু ধাঁধায় ফেলে দি। আমার মতো গরিব মানুষের ঝোলে বছরে একবার মাংস জোটে তো ঢের। কিন্তু রোজই খাওয়ার পরে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে আর পিক ফেলতে ফেলতে রাস্তায় বেরিয়ে বেড়াই আর লোকে ভাবে পাজি উস্তিনটা বেশ ভালোই আছে! রোজই মাংস খায় তাছাড়া এমন আরো অঢেল আছে। তুমি জিজ্ঞেস করছ আমার এই একটা আঙুল কোন কাজে লাগে। এ আঙুলটা ঠিকই তার কাজ করে যাচ্ছে! লোকে ভাবুক যে আমি ধনী। এটা অবশ্য বেশ একটা চমৎকার অনুভূতি।"

"মাথাটার ভিতর বেশ চটপট কথা জোটে তো তোমার।" অনিচ্ছা

সত্ত্বেও একটু হেসে বলল দাভিদভ। "আজ ঘাস কাটছ না কাটছ না ?"

"এমন মধুর আলাপ আলোচনার পরে ? নিশ্চয়ই।"

ওসিত্রোভের দিকে ঘুরে তাকাল দাভিদভ। দলের ভিতরে বয়োবৃদ্ধ হিসেবে তাকেই উদ্দেশ্য করে বলল :

"তোমাদের মেয়েরা কি অনেকক্ষণ আগে তুরিয়ানাস্কয়ে চলে গেছে ?"

"আমার হিসেবে এই ধরো ঘণ্টা খানেক হল, তার বেশি নয়।"

"ওরা কি অনেক ?"

"তা প্রায় ডজন খানেক তো বটেই। ঐ মেয়েমানুষগুলো, বুঝলে ওরা হচ্ছে ভ্যাড়ার মতো। একটা যদি পা বাড়াল তো সবগুলো চলল পিছে পিছে। কখনো কখনো অবশ্য একটা কালো ভ্যাড়াই গোটা দলটাকে চালিয়ে নিয়ে যায়··ঠিক কথা, আমরা যেমন উস্তিনের কথা শুনে চলেছিলাম, মহামারী গ্রাস করুক ওকে! ঘাস কাটার মাঝখানে ছুটির আরাম করা!"

দরাজ হাসি হেসে উঠল উস্তিন।

"বটে, আবার আমার উপরে দোষ চাপানো ? সব দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিও না লম্বা-দাড়ি! মেয়েরা গেল প্রার্থনা করতে, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কোথায় ? বুড়ী আতামানচুকোভা আর গাঁয়ের আর একটা বুড়ী মিলে ওদের তাল দিয়ে নিয়ে গেল। ভোর হবার আগেই তারা এসে হাজির হল ওদের নিয়ে যাবার জন্যে! এসে বলল, আজ পবিত্র শহিদ সন্ত গ্লিকেরিয়ার ভোজের দিন আর মেয়েরা তোমরা কিনা ঘাস কাটছ এমন দিনে ? এ এক মহাপাতক! বাস, সবাই চলে গেল। বুড়ী মেয়েছেলেটাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম গ্লিকেরিয়াটার মানে কি। বোধ হয় লুকেরিয়া নাগুলনোভা, কি বল ? সে-ও তো খাঁটি শহিদ। সারাটা জীবন এর সঙ্গে না হয় ওর সঙ্গে যন্ত্রণা পেয়ে পেয়েই কাটিয়ে দিল! মেয়েমানুষগুলো কী দারুণভাবেই না তেড়ে এল আমাকে। আতামান চুকোভা বুড়ী তো তার হাতের লাঠিটা দিয়ে আমাকে দু'চার ঘা বসিয়ে দেবারই চেষ্টা করেছিল। ভাগ্যি ভালো যে সময়মতো আমি মাথাটা নিচু করেছিলাম তাই, নইলে আমার মাথায় রাজহাঁসের ডিমের মতো একটা আব গজিয়ে উঠত। তারপর আমাদের মেয়েরা কুকুরের

লেজে চোর কাঁটার মতো ছেঁকে ধরল আমাকে। কোনো রকমে ওদের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে বাঁচলাম। কী দুর্ভাগা আমি! আজকের দিনটাই হচ্ছে আমার দুর্ভাগ্যের দিন! দেখ তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে একবারটি, প্রথমে বুড়ীদের সঙ্গে হল এক হাত, তারপর অল্পবয়সী মেয়েগুলোর সঙ্গে, তারপর চেয়ারম্যানের সঙ্গে, তারপর ফোরম্যানের সঙ্গে তারপর ওসিত্রোভ, মানে এই যে এখানকার এই পাকাদাড়ি লোকটার সঙ্গে। আর এত সব হলো কিনা একটা সকালের মধ্যেই! এতে বেশ খানিকটা মেহনতের দরকার, খুবই দরকার!"

"তুমি ঠিকই পারো! কারোর প্রয়োজন নেই তোমাকে শেখাবার। এতটুকু বয়েস থেকেই তুমি লড়াইয়ের মোরগের মতো যে কেউ-ই হোক সবার সঙ্গেই লড়ে এসেছ। কিন্তু আমার কথাটা মনে রেখ, লড়াইয়ের মোরগের ঝুঁটি সব সময়েই রক্তাক্ত থাকে," হুসিয়ার করে দেবার ভঙ্গিতে বলল ওসিত্রোভ।

উস্তিনকে দেখে মনে হল যেন ওর কথাটা শুনতে পায়নি। ঔদ্ধত্য-ভরা নির্ভীক চোখে দাভিদভের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল: "কিন্তু প্রচারকারীদের পক্ষে আজকের দিনটা খুব ভালো দিন। তারা কেউ এল আমাদের কাছে পায়ে হেঁটে কেউ এল ঘোড়ায় চড়ে। রেল পথ যদি কাছে থাকত তবে স্টিম ইঞ্জিন ছুটিয়েই ওরা আসত এখানে। কিন্তু চেয়ারম্যান, আমাদের বুড়ী ছেলেমেয়েগুলোর কাছ থেকে প্রচার আন্দোলনের শিক্ষা নেয়া উচিত ছিল তোমার। ওরা বয়সে তোমার চাইতে বড়ো আর চতুরও অনেক বেশি। তাছাড়া ওদের অভিজ্ঞতাও অনেক। ওরা বলে শান্তভাবে, স্নেহমাখা গলায় আর যতদূর নম্রতা চাও ঠিক ততটাই নম্রভাবে। সেই জন্যেই ওরা যা চায় তা-ই হাসিল করতে পারে। একটি বারের জন্যেও ভুল জায়গায় আঘাত করে বসে না। কিন্তু তুমি কিভাবে মারমুখী হয়ে এসে হাজির হলে? এখানে এসে পৌছাবার আগে থেকেই গলার সবটুকু জোর দিয়ে চিৎকার করে ধমকে উঠলে: 'কেন তোমরা কাজ করছ না?' আজকালকার দিনে লোকের সঙ্গে কে এমন-ভাবে কথা বলে? সোভিয়েত শক্তি কায়েম হয়েছে। লোকেরা তাদের বিশাল বিশাল বুকগুলোর তলা থেকে আত্মমর্যাদা খুঁড়ে তুলে এনেছে, তা তুমি জানো। তাই আজ আর তারা ধমকাধমকি তেমন পছন্দ করে

না। কেউ তাদের সঙ্গে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করুক এটা তারা মোটেই চায় না চেয়ারম্যান !; তাছাড়া কথার কথায় বলছি, এমনকি জারের আমলেও আতামানরাও কশাকদের উপরে খুব একটা চোটপাট করত না—তাদেরও ভয় ছিল প্রবীণরা পাছে ক্ষুব্ধ হয়। তাই তোমার আর নাগুলনভের এত দিনে বোঝা উচিত যে কালের পরিবর্তন হয়ে গেছে, তাই তোমাদের পুরানো অভ্যেসও ছেড়ে দেয়াই এখন ভালো।...তুমি কি মনে কর যদি নিজেকে সংযত না করতে তাহলে আজ আমি রাজী হতাম ঘাস কাটতে? না, মোটেই তা নয়! কিন্তু তুমি নিজেকে সামলে নিলে, মেজাজটাকে দাবিয়ে দিল, রাজী হলে আমাদের সঙ্গে বসে তাস খেলতে। তুমি যুক্তি দেখিয়ে আলোচনা করলে আমাদের সঙ্গে—আর তাই আমি রাজী হলাম। খালি হাত বাড়িয়ে ধরো আমাকে দেখবে যে কোনো কাজে আমি রাজী আছি, তা সে তাস খেলাই হোক আর খড়ের পালা তৈরির কাজই হোক।"

একান্ত মনোযোগের সঙ্গে উস্তিনের কথা শুনতে শুনতে নিজের প্রতি তীব্র অসন্তোষ ও রাগের এক তিক্ত অনুভূতি জেগে উঠছিল দাভিদভের মনে। আর যাই হোক কোনো দিক থেকে এই আত্মবিশ্বাসী কশাকটির কথাই ঠিক। অন্ততঃপক্ষে এ কথাটা ওর খুবই সত্যি যে তাঁবুতে পা দিতে না দিতেই দাভিদভের চিৎকার করে গাল পাড়তে শুরু করাটা মোটেই উচিত কাজ হয়নি। উস্তিনের মন্তব্য অনুসারে, ও যে কীভাবে শুরু করবে সেটা বুঝে উঠতে না পারার কারণই হল সেটা। কেন ও নিজেকে সংযত করতে পারেনি? তারপর দাভিদভ অকপটে নিজের কাছে নিজে স্বীকার করল যে, নিজের অজ্ঞাতেই সে লোকদের সঙ্গে নাগুলনভের রূঢ় আচরণের পদ্ধতি রপ্ত করতে শুরু করেছে। রাজমিয়োৎনভের ভাষায় ওর "কলার খুলে পড়েছে।" আর এই হচ্ছে তার পরিণতি। খুব চতুরতার সঙ্গে ওকে উপদেশ দিল ঐ বুড়ী মেয়েছেলেটার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে যে নাকি সতর্কতার সঙ্গে, সুচতুরভাবে কাজ করে আর যা চায় তাই সে সব সময়ে পেয়ে থাকে। কথাটা বর্শার বাঁটের মতোই সরল। ওর উচিত ছিল শান্তভাবে তাঁবু পর্যন্ত আসা। লোকগুলোর সঙ্গে মিষ্টি মুখে একটু গল্পসল্প করা তারপর ওদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া যে ছুটির মনোভাব নিয়ে কাটাবার সময় এটা নয়। কিন্তু তার বদলে ও

সবাইকে গালাগাল করল। তাছাড়া এক সময় তো প্রায় চাবুকটা হাকড়েই বসেছিল আর একটু হলে। এই একটুখানি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তে হয়ত যৌথখামার গড়ে তোলার যাবতীয় সবকিছু কাজকর্ম পণ্ড করে ফেলত। আর তারই ফলে হয়ত ওর পার্টিকার্ডখানা জেলা কমিটির টেবিলের উপরে জমা দিতে হত…। হাঁ, তাহলে সেটা দারুণ সর্বনাশের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত!

সময় মতো যদি ও নিজেকে সংযত করতে না পারত তাহলে তার পরিণতি যা ঘটতে পারত সে কথা শুধু মাত্র চিন্তা করতেই দাভিদভ অনুভব করল যে ওর কাঁধ দুটো আপনা থেকেই দবদব করে উঠেছে আর মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে একটা জ্বরতপ্ত শিহরণ বয়ে যাচ্ছে।

ঐ অপ্রীতিকর চিন্তায় সম্পূর্ণ বিভোর হয়ে কম্বলের উপরে ছড়ানো তাসগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেন জানি দাভিদভের মনে পড়ে গেল গৃহযুদ্ধের সময়ে পোনটুন খেলার উপরে ওর নিদারুণ আসক্তির কথা। অত্যন্ত বেশি বোঝা তুলে নিয়েছি হাতে, ভাবল দাভিদভ, ষোলটার উপরে কমপক্ষে আরো দশটা, আর কথাটা যথার্থ! নিজের আত্মসংযমের অভাবের কথা স্বীকার করে নেয়াটা যদিও খুব একটা আনন্দের ব্যাপার নয় ওর কাছে তবুও তা করার মতো সাহস খুঁজে পেল। আর যদিও ভিতরে ভিতরে একটা বাধা অনুভব যে করছিল না তা নয় তবুও শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল: "মোদ্দা কথা, অমনভাবে তোমাদের উপরে গালমন্দ করাটা উচিত হয়নি আমার, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ উস্তিন। কিন্তু তোমরা কাজ করছ না দেখে, দারুণ আঘাত পেয়েছিলাম আমি, সেটা বুঝতে পারনি? তাছাড়া তুমিও কিছু আর আস্তে আস্তে কথা বলোনি আমার সঙ্গে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে পরস্পরের প্রতি গালমন্দ না করেও আমরা একটা চুক্তিতে আসতে পারতাম। বেশ, ঢের হয়ে গেছে ও সব। যাও, গিয়ে সব চাইতে দ্রুতগামী ঘোড়াটাকে একটা গাড়িতে যুতে আন, আর তুমি নেচায়েভ এই দ্রোঝকিটায় এক জোড়া ভালো ঘোড়া যুতে নাও।"

"তুমি কি মেয়েদের পিছনে ধাওয়া করতে যাচ্ছ নাকি?" বিস্ময় লুকাবার চেষ্টামাত্র না করে জিজ্ঞেস করল উস্তিন।

"ঠিকই তাই। আমি যাচ্ছি চেষ্টা করে দেখতে যে মেয়েদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে আজকের দিনটা কাজ করতে রাজী করাতে পারি কিনা।"

"কিন্তু ওরা কি তোমার কথা মানবে ?"

"দেখা যাক। অনুরোধ উপরোধ করাটা তো আর হুকুম দেয়া নয়।"

"বেশ, বড়ো ঈশ্বর আর ক্ষুদে ক্ষুদে ঈশ্বরেরা তোমার সহায় হোন; শোনো চেয়ারম্যান, আমাকে যদি সঙ্গে নাও তো কেমন হয়, কি বলো ?"

বিনা দ্বিধায় রাজী হয়ে গেল দাভিদভ।

"চলে এস তাহলে। কিন্তু মেয়েদের বুঝিয়ে রাজী করতে কি আমাকে সাহায্য করবে তুমি ?"

ফাঁক করা ঠোঁট দুটো কুঁচকে একটু হাসল উস্তিন: "আমার সহকারী সাহায্য করবে তোমাকে। তাকেও সঙ্গে নেবার একটা প্রস্তাব রাখবো আমি।"

"কোন সহকারী ?" বিব্রত মুখে উস্তিনের দিকে তাকাল দাভিদভ।

জবাব দেয়ার জন্যে উস্তিনের ওয়াগানটার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর একগাদা কোটের তলা হাতড়ে বাঁটের উপরে সুন্দর চামড়ার ফিতা ঝোলানো নতুন একগাছা চাবুক টেনে বের করল।

"এই হচ্ছে সেই, চমৎকার, কি বল ? ও হচ্ছে চমৎকার বুঝিয়ে দেবার লোক! একটিবার মাত্র হিস করে উঠবে আর অমনি কর্ম ফতে। আমি বাঁওয়া বলে আদৌ চিন্তা করো না।"

ভ্রূ কোঁচকাল দাভিদভ।

"ওটা ফেলে দাও। মেয়েদের গায়ে একটা আঙুল পর্যন্ত ছোঁয়াতে দেবো না আমি তোমাকে। কিন্তু আনন্দের সঙ্গেই তোমার ঐ সহকারীকে তোমার পিঠের উপরে পরখ করতে রাজী আছি আমি।"

কিন্তু উস্তিন শুধু পরিহাসভরা হাসি হাসল।

"এক সময়ে আমার ঠাকুদা পিঠে খেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু কুকুরে ঘরের মাখন সব খেয়ে গেল…। গৃহযুদ্ধের অকর্মন্য বলে আমি একটু বেশি সুবিধেভোগী! চাবুকের ঘা মেয়েদের মোটা করে আর রাজীও করায়। আমার বৌয়ের থেকেই সেটা আমি জানি। কাদের চাবকাতে হয় ? মেয়েদের নিশ্চয়ই! অত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন ? মাত্র ওদের ভিতরের দুটো কি তিনটেকে জুতকরে একটু গরম করে দেবো, বাকি সবাই হাওয়ার মতো ছুটে এসে গাড়িতে ঢুকবে দেখো।"

আলোচনা শেষ হয়েছে মনে করে উস্তিন ওয়াগনের তলা থেকে একটা

লাগাম তুলে নিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল ঘোড়া ধরে আনতে। ওসিত্রোভ ছাড়া নেচায়েভ ও অন্য সবাই চলে গেল ওর পিছে পিছে।

"তুমি ঘাস কাটতে যাচ্ছ না কেন তিখোন গোর্জেইচ?" জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"উস্তিন সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই আমি তোমার কাছে, বলতে পারি?"

"বলো।"

"ওর উপরে রাগ করো না, ওটা বেকুব, দোহাই ঈশ্বরের! যখন ওর কানে মাছি ঢোকে, ও একটা আস্তো গাধা হয়ে ওঠে" অনুনয়ের সুরে বলল ওসিত্রোভ।

কিন্তু এক কথায় বাতিল করে দিল ওকে দাভিদভ: "বোকা নয় ও হচ্ছে যৌথখামার জীবনের একটি প্রকাণ্ড শত্রু! অতীতে যেমন করেছি তেমনি ওর মতো লোককে নির্মমভাবে আমরা শায়েস্তা করব।"

"শত্রু!" অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল ওসিত্রোভ। "আমি বলছি তোমাকে, রেগে গেলে ও কি যে করছে না করছে তার কোনো হুঁস থাকে না, এই মাত্র! ওর বাচ্চা বয়েস থেকে ওকে আমি চিনি, চিরদিন ও এমনি অল্পে রেগে ওঠে। বিপ্লবের আগে গাঁয়ের মোড়লরা গাঁয়ের সভায় একশোবার চাবুক মেরেছে ওকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে। এমন দারুণভাবে চাবকাত যে যে উঠে বসতে কিংবা দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না ওর। হপ্তাখানেক হয়ত ঢিলা করে প্যাণ্ট পরত, তারপর আবার যেকে সেই। কাউকে ছেড়ে কথা বলত না, প্রত্যেকের ফেদা খুঁজে বেড়াত। আর তা খুঁজতে এত ভালোবাসত যেমন কুত্তা আঁচড়ে আঁচড়ে মাছি খুঁজে বেড়ায় ঠিক তেমনি। ও কেন যৌথখামারের শত্রু হতে যাবে? চিরকাল ধনী লোকদের পায়ের কাঁটা হয়ে ছিল তাছাড়াও নিজে কেমন ভাবে বাস করে সেটা তোমার দেখা উচিত! ওর কুঁড়েটার প্রায় পড়ো পড়ো অবস্থা। সম্পত্তির মধ্যে সাকুল্যে একটা গাই আর দুটো ভ্যাড়া। পয়সাকড়ি কোনো কালে ছিল না, আজও নেই। এক দিকের পকেটে মাছি আর এক দিকের পকেটে উকুন—এই হল ওর যাবতীয় ধন-দৌলত! ওর বৌটা এখন অসুখে ভুগছে। ছেলেপুলেগুলোও সব নচ্ছার, তাছাড়া দারিদ্র্য ওকে পিষে ফেলেছে। হয়ত সেই জন্যেই সবার উপরে

অমন খেঁকিয়ে ওঠে। আর তুমি কিনা ওকে বল শত্রু! ও কথা একটু বেশি বলে সত্য, শত্রু নয়।"

"কোনো দিক থেকে ওকি তোমার কোনো আত্মীয় হয়? কেন তুমি ওর হয়ে ওকালতি করছ?"

"ঠিকই ধরেছ তুমি ও.আমার ভাইপো।"

"সেই জন্যেই তুমি অত কষ্ট করছ?"

"তা নিশ্চয়ই কমরেড দাভিদভ। ছ-ছটা বাচ্চা ওর গলায় ঝুলছে। সবগুলোই নেহাৎ গ্যাঁদো। তাছাড়া ওর জিভটা তো যেন একটা মাড়াইয়ের কল। কতোবার বলেছি ওকে 'জিভটায় লাগাম দে উস্তিন। তোর ঐ কথার জ্বালায়ই এক দিন তুই বিপদে পড়বি। একদিন হয়ত উত্তেজিত হয়ে এমন কথা বলে বসবি যা তোকে সোজা সাইবেরিয়ায় নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেবে। তখন তুই এর জন্যে পা দাপড়ে মরবি। কিন্তু তখন আর কোনো উপায়ই থাকবে না।' ও আমাকে জবাব দিল, 'সাইবেরিয়ার মানুষ কি অন্য সব মানুষের থেকে আলাদা? ওখানকার ঠাণ্ডা হাওয়াও আমাকে কাবু করতে পারবে না, ইতিমধ্যেই যথেষ্ট শক্ত হয়ে গেছি ও ব্যাপারে!' এমন একটা বেকুবকে নিয়ে চেষ্টা করে দেখ যদি কিছু একটা করতে পার। কিন্তু ওর ছেলেপুলেগুলো কেন কষ্ট পাবে? ওগুলোকে মানুষ করে তোলা খুবই কঠিন, কিন্তু আজকালকার দিনে ইচ্ছে করলে যে কোনো মুহূর্তেই ওদের পিতৃহীন করতে পারো।"

চোখ বুঁজে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল দাভিদভ। ঠিক সেই মুহূর্তে হয়ত ওর মনে পড়ছিল নিজের অন্ধকারময় নিরানন্দ শিশুকালের কথা।

"ওর নির্বোধ উক্তির জন্যে রাগ করনা ওর উপরে", আবার বলল ওসিত্রোভ।

দাভিদভ মুখ চোখে হাত বুলাল, মনে হল যেন সদ্য ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে।

"শোনো তিখোন গোর্দেইচ," ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে বলতে লাগল দাভিদভ। "আপাততঃ উস্তিনের গায়ে আমি হাত দেব না। যৌথ খামারে যা পারুক সেইটুকু কাজ করুক। ওর উপর কাজের বোঝা চাপাব না আমরা, সাধ্যে যা কুলোয় ততটুকুই করুক। বছরের শেষে

গিয়ে যদি দেখা যায় যে ওর কাজের-দিন কম পড়ে গেছে, আমরা ওকে সাহায্য করব। সাধারণ ভাণ্ডার থেকে ওর ছেলেপুলের জন্যে কিছু খাদ্য-শষ্য বরাদ্দ করে দেব। বুঝেছ? কিন্তু ওকে একান্তে ডেকে আমার হয়ে বলে দিও যে আবার যদি ও দলের ভিতরে গোলমাল সৃষ্টি করে তোলে আর লোকজনকে খারাপ পথে নিয়ে যায়, তবে তার জন্যে ওকে দায়ী হতে হবে। চরম অবস্থায় পৌছাবার আগে যেন ওর কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসে! ওর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতে যাচ্ছি না আমি, কথাটা বলে দিও ওকে। উস্তিনের জন্যে আদৌ দুঃখিত নই আমি, আমার দুঃখ হচ্ছে ওর বাচ্চা-গুলোর জন্যে!”

“তোমার সহৃদয় কথাবার্তার জন্যে ধন্যবাদ কমরেড দাভিদভ! আর ধন্যবাদ তোমাকে উস্তিনের উপরে কোনো বিদ্বেষের মনোভাব পোষণ না করার জন্যে” বলেই ওসিত্রোভ মাথা নিচু করে একটা ছোট্ট নমস্কার করল।

কিন্তু হঠাৎ দারুণ রাগে ফেটে পড়ল দাভিদভ: “আমার সামনে মাথা ঝুঁকাচ্ছ কেন? আমি কিছু আর আইকন নই! যা কথা দিয়েছি তা আমি করব, তোমার মাথা ঝুঁকানো ছাড়াই করব তা!”

“এটা আমাদের মধ্যে একটা প্রাচীন কালের প্রথা। যদি কাউকে ধন্যবাদ জানাতে হয় তো মাথা নুইয়েই জানাতে হয় সেটা,” আত্মসম্ভ্রমের সঙ্গে জবাব দিল ওসিত্রোভ।

“তা যদি হয় তো ঠিক আছে বুড়ো, কিন্তু একটা কথা বলো দেখি আমাকে। উস্তিনের ছেলেদের জামা কাপড়ের অবস্থা কেমন? আর ওদের ভিতরে কজন স্কুলে যায়?”

“শীতের দিনে সবাই উনুনের পার্শে জড়ো হয়ে বসে থাকে। এমন কিছু নেই যা পরে ঘরের বাইরে যায়। গরম কালে ছেঁড়া নেকড়া পরে ঘুরে বেড়ায়। কুলাকদের সম্পত্তিচ্যুত করার সময়ে ওরা কিছু জামাকাপড় পেয়েছিল কিন্তু লজ্জা নিবারণের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। শীতকালে উস্তিন ছোট ছেলেটাকেও স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে এল। কেননা তার পরে বেরোবার মতো জামা কাপড় বা জুতো ছিল না। ছেলেটা বড়ো হচ্ছে, প্রায় বছর বারো বয়েস হতে চলল, এখন আর জিপসীদের মতো পোশাক পরে বেরোতে লজ্জা পায়।”

ভীষণভাবে মাথার পিছন দিকটা চুলকাতে শুরু করল দাভিদভ, তারপর হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়াল।

"যাও ঘাস কাটো গে!"

ওর গলার স্বরে কেমন যেন একটা কর্কশ ভাঙা ভাঙা সুর বেজে উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওসিত্রোভ দাভিদভের বিষণ্ন নুয়ে পড়া কাঁধ দুটোর দিকে তাকিয়ে আর একবার মাথা নুইয়ে নমস্কার করে ধীরে ঘাস-কাটা দলের দিকে এগিয়ে গেল।

যখন একটু আত্মস্থ হয়ে উঠল, দাভিদভ ফিরে দাঁড়িয়ে ওসিত্রোভের চলে যাওয়া দেহটার দিকে তাকাল! আশ্চর্য মানুষ এই কশাকরা, মনে মনে ভাবল দাভিদভ। চেষ্টা করো উস্তিনের মতো মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করতে। ও কি একটা সত্যিকারের শত্রু না নিছক একটা বাচাল আর ঝগড়ুটে লোক যে যে-কথাটা মাথায় এল অমনি হুট করে বলে দিল? প্রত্যেক দিন ওরা আমাকে নতুন নতুন ধাঁধাঁর ভিতরে এনে ফেলছে। চুলোয় যাগ গে, ওদের বুঝতেই হবে আমাকে। যদি আমাকে ওদের সঙ্গে মিলে পুরো এক বস্তা নুনও গুলে খেতে হয় তবুও নিশ্চয়ই একদিন বুঝবোই ওদের, আর কথাটা খুবই যথার্থ!

ওর চিন্তায় বাধা দিল উস্তিন। আগে আগে দড়ি বাঁধা একটা ঘোড়া নিয়ে আর একটা ঘোড়ায় চড়ে কদমে চলে আসছে উস্তিন।

"দ্রোঝকিটায় ঘোড়া যোতার দরকার কি চেয়ারম্যান? দ্বিতীয় গাড়িটা সঙ্গে নিই। যদি ওরা আসতে রাজী হয় তবে আমার মনে হয় গাড়ি হলেও মেয়েদের তেমন একটা বেশী ঝাঁকুনী লাগবে না।"

"না, দ্রোঝকিটায়ই যোতো!" বলল দাভিদভ।

মনে মনে সব কিছু ছকে নিয়েছে দাভিদভ, তাই জানে সে যে যদি সফল হয় তবে দ্রোঝকিটাই খুব কাজে আসবে।

প্রায় চল্লিশ মিনিট জোর কদমে গাড়ি হাঁকাবার পর দূরে দেখতে পেল উৎসবের পোশাকে সজ্জিত মেয়েদের রঙবেরঙের দলটি গিরিসঙ্কটের ও পাড়ের ঢালু বেয়ে গ্রীষ্মকালীন পথ ধরে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে।

উস্তিন দাভিদভের পাশে চলে এল।

"শোনো চেয়ারম্যান, বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়াবে! এবার মেয়েরা তোমাকে আর একবার ধোলাই দেবে!"

"সেই যে এক অন্ধ বলেছিল 'দেখবখন আমরা'!" লাগাম দিয়ে ঘোড়ার গায়ে মৃদু আঘাত করে খুশি মনে জবাব দিল দাভিদভ।

"ভয় হচ্ছে না তোমার?"

"ভয়ের কি আছে? ওরা মাত্র বারোজন, নাহয় আরো দুচারজন বেশিই হল।"

"আর ধর যদি আমি ওদের পক্ষ নিই?" রহস্যজনক হাসি হেসে বলল উস্তিন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওর মুখের ভাবভঙ্গি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করল দাভিদভ, কিন্তু ও সত্যি সত্যি বলছে না ঠাট্টা করছে সেটা বুঝে উঠতে পারল না।

"তখন ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়াবে?" আবার জিজ্ঞেস করল উস্তিন। এবার আর ওর মুখে হাসি নেই।

দাভিদভ দৃঢ়হাতে ঘোড়াগুলোকে দাঁড় করাল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে দ্রোঝকিটার কাছে এগিয়ে গেল। হাতটা জ্যাকেটের ডানহাতি পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে নেস্তেরেঙ্কের দেয়া পিস্তলটা বের করে এনে উস্তিনের হাঁটুর উপরে রাখল।

"এই খেলনাটা নিয়ে কোথাও সরিয়ে রেখে দাও যাতে ওটা কোনো অঘটন ঘটাতে না পারে। যদি এমন ঘটে যে তুমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছ, আমার ভয় হচ্ছে তখন হয়তো একটি বুলেট তোমার মাথার ভিতরে ঢুকিয়ে দেবার লোভ সম্বরণ করে উঠতে পারব না।"

উস্তিনের ঘামে ভেজা হাতের ভিতর থেকে আস্তে চাবুকটা ছাড়িয়ে নিয়ে হাত ঘুরিয়ে চাবুকটাকে রাস্তা থেকে বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল!

"এবার চলো। জোরে ছোটো, উস্তিন মিখেইলোভিচ, আর চাবুকটা যেখানে পড়েছে সে জায়গাটা ভালো করে লক্ষ্য করে রেখ, ফেরার পথে ওটাকে কুড়িয়ে নেবো আমরা। কথাটা যথার্থ! আর তাঁবুতে ফিরে গিয়ে তুমি পিস্তলটা আমাকে দেবে। এখন চলো যাওয়া যাক!"

যখন মেয়েদের কাছে এসে পৌছাল, দাভিদভ বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে

গাড়িটা মেয়েদের পাশ ঘুরিয়ে তাদের সামনে নিয়ে গিয়ে আড়াআড়িভাবে রাস্তায় উপরে দাঁড় করিয়ে দিল।

"শুভ দিন, সুন্দরী মেয়েরা!" খুব একটা ফুর্তির ভাব দেখিয়ে গীর্জা-যাত্রীদের অভিনন্দন জানাল।

"শুভ দিন, তোমাকে, অবশ্য যদি তুমি ঠাট্টা না করে থাক," সব চাইতে চটপটে মেয়েছেলেটি সবার হয়ে জবাব দিল।

গাড়ির উপর থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল দাভিদভ, তারপর মাথা থেকে টুপিটা খুলে এনে মাথা নুইয়ে নমস্কার করল।

"যৌথ খামারের ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ করছি তোমরা কাজে ফিরে চল। তোমাদের মরদরা পাঠিয়েছে আমাকে তোমাদের কাছে। তারা ইতিমধ্যেই ঘাস কাটা শুরু করে দিয়েছে।"

"আমরা গীর্জায় যাচ্ছি, কোনো পার্টিতে তো আর যাচ্ছি না!" লাল টকটকে ঘাম-ঝরা মুখ একটি বর্ষীয়সী মারমুখী হয়ে চিৎকার করে উঠল।

দোমড়ানো টুপিটা দুহাতে বুকের উপরে চেপে ধরল দাভিদভ: "ঘাস কাটা শেষ হওয়ার পরে যত খুশি তোমরা প্রার্থনা করো। কিন্তু এখন প্রার্থনা করার পক্ষে অসময়। তাকিয়ে দেখ মেঘ উঠছে আর এখন পর্যন্ত তোমরা একটাও পালা বেঁধে তুলতে পারোনি। সমস্ত খড় পচে যাবে! একটুও বাঁচাব না! আর খড় যদি নষ্ট হয়ে যায় তো শীতের দিনে সবগুলো পশু মরে যাবে। এ কথা আমার চাইতে তোমরাই ভালো জানো!"

"মেঘটা আবার দেখছ কোথায়?" ঠোঁট উলটে বলে উঠল একটি তরুণী। ওর মুখখানি সজীব, চকচকে। "আকাশে এক ছিটে মেঘও নেই!"

"চুলোয় যাক মেঘ, ব্যারোমিটার বলছে বৃষ্টি আসছে," মরিয়া হয়ে তর্ক জুড়ে দিল দাভিদভ! "বৃষ্টি আসছে এ কথা নিশ্চিত! আমার সঙ্গে ফিরে চলো লক্ষ্মী মেয়েরা, আগামী রবিবার গিয়ে তোমরা প্রার্থনা করতে পারবে। এতে কি এমন এসে যাবে তোমাদের? লাফিয়ে উঠে পড়ো, দেখো কেমন হাওয়ার মতো উড়িয়ে নিয়ে যাবো তোমাদের। উঠে পড়ো লক্ষ্মীরা, নষ্ট করার মতো সময় আদৌ নেই।"

মিষ্টি কথার প্রয়োগে কার্পণ্য না করে যৌথখামারের মেয়েদের বোঝাতে

লাগল দাভিদভ। মেয়েরা দুলে উঠল, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে অলাপ আলোচনা করতে আরম্ভ করল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দাভিদভকে সম্পূর্ণ বিমূঢ় করে দিয়ে উস্তিন এগিয়ে এল ওর সাহায্যে। চুপি চুপি নেচায়েভের মোটাসোটা দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রীর পিছনে এগিয়ে গিয়ে ওকে আচমকা পাঁজাকোলে করে তুলে ফেলল। তারপর হেসে ওঠা মেয়েছেলেটির অজস্র কিল চড় উপেক্ষা করে এক ছুটে তাকে গাড়িটার কাছে নিয়ে গিয়ে আস্তে চিত করে শুইয়ে দিল গাড়ির ভিতরে। হাসতে হাসতে আর চ্যাচাতে চ্যাচাতে গড়াগড়ি খেতে লাগল মেয়েছেলেটি।

"নিজেরা নিজেরা গাড়িতে গিয়ে ওঠো নইলে আমি চাবুক হাতে নেব কিন্তু!" চোখ দুটো হিংস্রভাবে পাকাতে পাকাতে গলার আওয়াজ সপ্তমে চড়িয়ে চিৎকার করে উঠল উস্তিন। আর পরক্ষণেই নিজে থেকে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। "উঠে পড়ো আমি কারোর গায়ে হাত দেব না, কিন্তু জলদি করো, লম্বালেজওয়ালী শয়তানের দল!"

গাড়ির ভিতরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে খসে পড়া শালটা ঠিক করতে করতে নেচায়েভের বৌ চেঁচিয়ে বলে উঠল: "জলদি উঠে পড়ো মেয়েরা! আমি কি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকব আশা করো? ভেবে দেখ কী একটা দারুণ সম্মানের ব্যাপার—সভাপতি নিজে এসেছেন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে!"

তিন দিক থেকে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে হাসতে হাসতে আর দাভিদভের দিকে দ্রুত দৃষ্টি ছুঁড়ে মারতে মারতে আর কোনো গোলমাল না করে গাড়ির ভিতরে উঠে বসল। মাত্র দুটি বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে রইল পথের উপরে।

"আমরা কি একা একা তুবিয়ানসকয় পর্যন্ত হেঁটে যাব, ওরে শয়তান!" ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে দাভিদভকে বিদ্ধ করে চেঁচিয়ে উঠল আতামান-চুকোভা।

কিন্তু নাবিকের সবটুকু সাহস সংহত করে পায়ের গোড়ালিতে আওয়াজ তুলে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করে প্রত্যুত্তরে বলল দাভিদভ: "কেন, তোমরা পায়ে হেঁটে যাবে কেন ঠাকুমা? এই দেখ এখানে রয়েছে একটা দ্রোঝকি, বিশেষ করে তোমাদের জন্যেই আনা হয়েছে। উঠে পড়ো তারপর যত খুশি প্রাণভরে প্রার্থনা করো গিয়ে। উস্তিন মিখেইলোভিচ তোমাদের নিয়ে

যাবে ওখানে। প্রার্থনা শেষ হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে থাকবে তারপর আবার গাড়ি করে গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।"

সময় মূল্যবান। বুড়ীদের সম্মতির জন্যে বসে থাকা চলে না। দাভিদভ দুজনকেই হাত ধরে দ্রোঝকিটার কাছে নিয়ে এল। আতামানচুকোভা পিছনের দিকে ঝুলে পড়তেই উস্তিন পিছন থেকে সম্ভ্রমভরে একটু ঠেলে দিয়ে তাকে উঠতে সাহায্য করল! কোনো রকমে বুড়ী মেয়েছেলে দুটিকে গাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে লাগাম নাড়তে নাড়তে চুপি চুপি বলল উস্তিন: "তুমি শয়তানের মতো ধূর্ত, বুঝলে দাভিদভ!"

এই প্রথম উস্তিন ওদের চেয়ারম্যানকে নাম ধরে ডাকল।

সেটা লক্ষ্য করে একটু মৃদু হাসল দাভিদভ। অস্থিরতাভরা বিনিদ্র রাত আর গত কয়েক ঘণ্টার আবেগময় টানাপোড়েনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল দাভিদভের উপরে। ক্রমেই আপনাথেকেই ঘুম এসে ঘিরে ধরল ওকে।

চৌদ্দ

"বুঝলে, ঘাস যা হয়েছে এ বছর, চমৎকার! যদি না বৃষ্টি এসে আমাদের কাজকর্ম সব গোলমাল করে দেয় আর খরা থাকতে থাকতে কেটে তুলতে পারি, তবে অঢেল ঘাস পাবো এবার!" দাভিদভের ছোট অফিস কামরার ভিতরে ঢুকে বলল আগাফন দুবৎসভ। তারপর একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়ে নিদারুণ ক্লান্তিতে হাঁপাতে লাগল।

বেশ আরাম করে বসে, রঙ-চটা টুপিটা খুলে পাশে রেখে সুতির জামার হাতা দিয়ে বসন্তের দাগে ভরা রোদে পোড়া মুখের ঘাম মুছল, তারপর দাভিদভ আর খাজাঞ্চী অস্ত্রোভনভের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল:

"শুভদিন, চেয়ারম্যান, আর তোমাদেরও, কলম-পেশারা!" ওরা একটা টেবিল ঘিরেই বসেছিল এক সঙ্গে।

"কৃষাণ দুবৎসব এসেছে!" নাক টেনে বলল খাজাঞ্চী। "লোকটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখ কমরেড দাভিদভ! তুমি নিজেকে কি করে কৃষাণ বলো, আগাফন?"

"তাহলে কী বলে আমাকে মনে হয় তোমার ?" আক্রমণাত্মক হিংস্র দৃষ্টিতে খাজাঞ্চীর দিকে তাকাল দুবৎসভ।

"আর যা-কিছুই হও না কেন, অন্তত কৃষাণ নও।"

"কী তাহলে ?"

"সেটা আমি বলতে চাই না, সত্যি..."

দুবৎসভের ভয়ঙ্কর তীব্র ভ্রূকুটি বুঝিবা ওর কালো মুখখানাকে আরো কালো করে তুলেছে। স্পষ্টতঃই ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠল : "তোমার ওসব চালাকী চলবে না। আমাকে কী মনে হয় সেটা বলতেই হবে তোমাকে। আর বলতে হবে এক্ষুনি, এই মুহূর্তে! তাছাড়া যদি কথাটা তোমার গলার ভিতরে আটকে গিয়েই থাকে, তাহলে পিঠের উপরে দু-চারটে চাপড় দিলে আপনা থেকেই কথাটা বেরিয়ে আসবে' খন!"

"বেশ, শোনো-তবে, তুমি হচ্ছে একটা খাঁটি জিপসী, ঠিক তা-ই তুমি।"
—গলায় জোর দিয়ে বলে উঠল খাজাঞ্চী।

"আমি—একটা জিপসী ? কী কারণে বলছ তুমি এ কথা ?"

"কারণ আছে আমার বলার।"

"একটা ডাঁশ-মাছিরও কারণ আছে কামড়াবার।"

"তাহলে তোমার এ ধৃষ্টতার পচা কারণটা পরিষ্কার করে বলতে হবে তোমাকে।"

চশমাটা খুলে ফেলল খাজাঞ্চী, তারপর পেন্সিল দিয়ে কানের পিছনটা চুলকাল।

"মেজাজ খারাপ করো না আগাফন, আমার কথাটা কান দিয়ে শোনো, কি আমি বলতে চাইছি। কৃষাণরা তো মাঠে কাজ করে, তাই না ? কিন্তু জিপসীরা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ভিক্ষা করে বেড়ায় আর সুযোগ পেলেই চুরি করে। তুমিও ঠিক সেই রকমই। কিসের জন্যে তুমি গাঁয়ে এসেছ ? চুরি করতে নয় নিশ্চয়ই ? তাহলে নিশ্চয়ই কিছু মাগতে এসেছ, তাই নয় কি ?"

"কিছু মাগতে..." দ্বিধা ভরা গলায় বলল দুবৎসভ। "তোমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আসতে পারি না ? কোনো লোক অমনি অমনি গাঁয়ে আসতে পারে না, সব সময়েই সে কোনো না কোনো কাজের উপরেই থাকবে ? তুমি কি নিষেধ জারী করেছ আমার উপর, কি হে চার-চোখো কলম-পেষা ?"

"বেশ তাহলে কিসের জন্যে এসেছ শুনি এবার?" মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

যেন ওর কথা শুনতেই পায়নি এমনি ভান করল দুবৎসভ। একান্ত মনোযোগের সঙ্গে ছোট অন্ধকার ঘরটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে দেখতে একটা ঈর্ষা-কাতর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল: "কিছু লোকের জীবন কি মহা আরামের! শজারুর পিঠে যেন আসন হয় তাদের! এখানে তারা জানালার খড়খড়ি বন্ধ করে মেঝেতে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে বসে আছে। অন্ধকার, ঠাণ্ডা, নিস্তব্ধ যতদূর হতে হয়! একটিও মাছি নেই, একটিও মশা নেই। কিন্তু বাইরে স্তেপে, নরক। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত রোদে ভাজা ভাজা করে। দিনের বেলায় ডাঁশের কামড়ে রক্ত ঝরায় গোরু-মোষের মতো, আর ছোট ছোট নচ্ছার মাছিগুলো প্যানপেনে বৌ-এর মতো দিনরাত গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে। রাত্রে মশার কামড়ে দু-চোখ এক করতে পারে কার বাবার সাধ্যি। আর সে মশাও যেমন তেমন মশা নয়, এক একটা যেন পাহারাওয়ালার মতো! বিশ্বাস করবে না তোমরা. অভিশপ্ত মশাগুলো যেন এক একটা চড়ুই পাখির মতো বড়ো। যখন রক্ত চোষে তখন চড়ুই-এর থেকেও আকারে বড়ো হয়ে ওঠে, কথাটা খাঁটি সত্যি। মশাগুলোর রঙ কি বিশ্রী হলদে, ঈশ্বরের নামে দিব্যি করে বলছি, শুঁড়গুলো ইঞ্চিখানেক করে লম্বা। এই সব উড়ন্ত বিভীষিকার যে পরিমাণ উৎপাত অত্যাচার সহ্য করতে হয় আমাদের, যে পরিমাণে রক্ত ঝরাতে হয়—বুঝলে, সোজা কথায় বলছি, সেটা গৃহযুদ্ধের চাইতেও জঘন্য।"

"কেমন করে গল্প বলতে হয় সেটা তুমি খুব ভালো করেই জানো. আগাফন।" মুচকি হাসল অস্ত্রোভনভ। "শিগগিরই ঠাকুর্দা শচুকারকেও হার মানাবে।"

"গল্প বলতে যাব কিসের জন্যে শুনি? এখানে তো দিব্যি ঠাণ্ডায় পায়ের উপর পা তুলে বসে আছ, একবারটি যাও দেখি স্তেপে বুঝবে'খন মজা," খেঁকিয়ে উঠল দুবৎসভ কিন্তু ওর কোচকানো দুটো চোখে তখনো ধূর্ত হাসি লেগে রয়েছে।

ওর দলটাকে যে কী অসহনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে সে সম্পর্কে আধা পরিহাস আধা গম্ভীরভাবে হয়ত আরো দীর্ঘ দুঃখের কাহিনী বলে

চলার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু ওকে বাধা দিল দাভিদভ: "ঢের ন্যাংড়ামো হয়েছে। এখানে এসে কাঁদুনী গেয়ে আমাদের চোখে ধুলো দিতে চেষ্টা করো না। কেন এসেছ সেটা বলে ফেল, বাজে কথার দরকার নেই। কিছু সাহায্য চাও কি?"

"পেলে ক্ষতি নেই!"

"কে মারা গেছে অনাথ বালক—মা না বাবা?"

"তুমি লোকটা খুবই রসিক, কমরেড দাভিদভ, কিন্তু আমাদের মধ্যে জন্মের সময়ও আমোদ উৎসব হয়ে থাকে, তা জানো।"

"যাকগে শোনো আমি সত্যি সত্যি জিজ্ঞেস করছি তোমাকে। কিসের অভাব হয়েছে তোমাদের? লোকের?"

"হাঁ, লোকেরও ঘাটতি পড়েছে আমাদের। ব্লাকথন গালির ঢালু জমিতে, তুমি নিজেই দেখছ, চমৎকার ঘাস জন্মেছে। কিন্তু ঢালুতে বা টিলার উপরে মেশিন চলে না। তাছাড়া কাস্তে দিয়ে কাটার মতো বেশি লোক আমাদের দলে নেই। অমন ঘাসগুলো বৃথাই নষ্ট হয়ে যাবে ভাবতেও ভীষণ কষ্ট হয়।"

"বোধ হয় তুমি চাও যে প্রথম দল থেকে দু তিনটে ঘাস-কাটা কল তোমাকেই দেই, কি বলো?" চালাকি করে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল দুবৎসভ। তারপর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বিষাদ-ভরা চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। বহুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল: "দিলে না বলব না। আইবুড়ো রূপসী মাগী কানা ভাতারে না করে না··· ব্যাপারটা আমি যে ভাবে দেখি তা হল এই। যৌথ জোতে আমাদের কাজকর্ম হয় যৌথভাবে দশজনার উপকারের জন্যে। সুতরাং সেখানে অন্য দল থেকে সাহায্য নিতে কোনো লজ্জা নেই। তাই না?"

"নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু অন্যের ঘোড়া নিয়ে দুদিন ঘাস কাটা ব্যাপারটা একটু লজ্জার নয় কি?"

"তার মানে, অন্যের ঘোড়া?" দাভিদভের গলায় বিস্ময়ের সুর এতই সুস্পষ্ট যে দাভিদভ নিজেই না হেসে থাকতে পারল না।

"তুমি যেন জান না ব্যাপারটা! ঘোড়াগুলো যখন মাঠে চড়ছিল তখন লিউবিশকিনের দুজোড়া ঘোড়া কে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা জানো না

তুমি? আমাদের খাজাঞ্চীর কথাই ঠিক। তোমার ভিতরে জিপসীর খানিকটা ধাঁচ আছে। মাগতে ভালোবাসো তুমি, তার চেয়েও বেশি পছন্দ তোমার অন্য লোকের ঘোড়ার দিকে।”

মুখ ঘুরিয়ে নিদারুণ বিরক্তিতে থুথু ফেলল দুবৎসভ।

“ঘোড়া বলে নাকি ওগুলোকে! বেতো টাট্টু, আমাদের তাঁবুর পাশে নিজে থেকে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কেউ তাড়িয়ে আনেনি। তাছাড়া যাকগে সে কথা, ওগুলো যখন আমাদের যৌথ জোতের সম্পত্তি তখন অন্য লোকের ঘোড়া বলো কি করে?”

“তাই যদি হয়ে থাকে তো সোজা তুমি ওগুলোকে তৃতীয় দলের কাছে না পাঠিয়ে দিয়ে, মালিকেরা এসে তোমাদের ঘাসকাটাদের কাছ থেকে খুলে নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করেছিলে কেন?”

হেসে উঠল দুবৎসভ।

“কী চমৎকার মালিক সব! ছ দিন ধরে নিজেদের এলাকায় তারা ঘোড়াগুলোকে খুঁজেই পেল না। ওদের আবার মালিক বলে? তাছাড়া সেটা হল পুরানো কাসুন্দি। লিউবিশকিন আর আমি কবেই সে ব্যাপারটা মিটমাট করে নিয়েছি। সুতরাং সে পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে আর কোনো লাভ নেই। তাছাড়া মোটেই কোনো সাহায্য চাইতে আসিনি আমি এখানে। এসেছি খুব একটা জরুরী ব্যাপারে। তোমরা কি ভাবো যে যদি একটা বিশেষ জরুরী ব্যাপার না হত তাহলে ঘাস কাটা ছেড়ে চলে আসতাম আমি? চূড়ান্ত খারাপ অবস্থা যদি চূড়ান্ত খারাপভাবেই এসে পড়ে, কারোর এতটুকু সাহায্য ছাড়াই আমরা তার ব্যবস্থা করে নিতে পারবো। আর ঐ বুড়ো কলম-পেষা খাজাঞ্চী নিজেই বলে কিনা আমাকে জিপসী। আমার মতে ওটা অন্যায়! যখন একান্ত প্রয়োজন কেবলমাত্র তখনই আমরা সাহায্য চেয়ে থাকি, আর সে চাইবার বেলায়ও চাই খুবই সংযতভাবে, কারণ ওটা আমাদের আত্মসম্মানে বাধে। কিন্তু ঐ হতভাগা বুড়ো মিখেইল চাষের কী জানে? ও জন্মেছে হিসেবের গুটি নিয়ে, মরবেও হিসেবের গুটি নিয়ে। মাত্র একটি হপ্তার জন্যে ওকে ধার দাও আমাকে দাভিদভ। আমি ওকে একটা ঘাস কাটা কলে লাগিয়ে দিয়ে নিজেই ঘোড়া তাড়াবো। শিখিয়ে দেব ওকে কী করে কাজ করতে হয়। জীবনে একটি বারের জন্যে অন্ততঃ খানিকটা নোনা ঘাম পড়া দরকার ওর ড্যাবা ড্যাবা দুটো চোখে!

আধা পরিহাসভরা আলোচনা প্রায় ঝগড়ায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হতেই দ্রুত প্রশ্নে দাভিদভ তার মোড় ঘুরিয়ে দিল: "যা নিয়ে তোমার এতটা দুর্ভাবনা সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা কি বল তো আগাফন ?"

"বেশ, শোনো তাহলে...। বিষয়টা আমাদের কাছে অবশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আদৌ জানি না আমরা যে তুমি সেটা কি ভাবে নেবে। সে যা-ই হ'ক, তিনখানা দরখাস্ত নিয়ে এসেছি আমি...সব কখানাই কালিতে লেখা, অবশ্য। আমাদের হাজিরা-রক্ষকের কাছ থেকে এক টুকরা দাগ না-ওঠা পেন্‌সিল চেয়ে নিয়ে গরম জলে শিসটা গলিয়ে তা দিয়ে দরখাস্তগুলো লিখেছি একই রকম করে।"

দুবৎসভের "উঞ্ছবৃত্তির" জন্যে বেশ কিছুটা গাল-মন্দ করার জন্যে তৈরি হচ্ছিল দাভিদভ, উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করল: "কিসের দরখাস্ত ?"

তার প্রশ্নে কান না দিয়ে দুবৎসভ বলে চলল: "আমার বিবেচনায়, নাগুলনভের কাছেই ওগুলো নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু সে বাড়ি নেই, এক নম্বর দলের সঙ্গে চলে গেছে। তাই মনে মনে হিসেব করলাম যে দরখাস্তগুলো তোমার কাছেই দিয়ে যাই। ওগুলো ফিরিয়ে তো আর নিয়ে যেতে পারি না, তাই না!"

"কী সম্পর্কে দরখাস্ত ?" অধৈর্য হয়ে উঠে আবার জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

দুবৎসভের মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল, একটু আগের প্রগলভতার চিহ্ন-মাত্রও নেই। ধীরে সুস্থে বুক পকেট থেকে ছোট একটুকরা চিরুনি বের করে ঘামে ভেজা চুলগুলো পিছনে দিকে আঁচড়ে নিয়ে শান্ত হয়ে বসল। সেই মুহূর্তে ভিতরের জেগে ওঠা উত্তেজনা দমন করে খুব সতর্কভাবে একটি একটি করে কথা বেছে বেছে বলতে শুরু করল: "আমরা সবাই, মানে আমরা তিন জন, এই ব্যাপারটার ভিতরে ঢুকতে চাই—আমরা চাই পার্টিতে যোগ দিতে। তাই আমাদের গ্রিমিয়াকি পার্টি গ্রুপ-এর কাছে অনুরোধ যেন আমাদের বলশেভিক পার্টিতে গ্রহণ করা হয়। রাতের পর রাত এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি, সমস্ত দিক থেকে আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখেছি, সব রকমের যুক্তিতর্ক দিয়ে দেখে শুনে এখন আমরা সর্ব-সম্মতিক্রমে ঠিক করেছি—যোগ দেব। রাত্রে ফিরে আসার আগে আমরা স্তেপে চলে গিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে সমালোচনার দিকটা ভাবতাম। কিন্তু

তা সত্ত্বেও আমরা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলাম যে প্রত্যেকেই আমরা পার্টির উপযুক্ত। কিন্তু এখন কী সিদ্ধান্ত নেবে সেটা তোমাদের বিচার্য। আমাদের একজন এই ঘটনাটা তুলে ধরেছিল যে সে শ্বেতরক্ষী দলে ছিল। কিন্তু আমি তাকে বললাম যে, 'তুমি শ্বেতরক্ষী দলে কাজ করেছিলে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে। আর করেছিলে মাত্র পাঁচ মাস মামুলী সৈনিক হিসেবে। কিন্তু তুমি লাল-ফৌজে যোগ দিয়েছিলে স্বেচ্ছায় এবং একটা সেকশন কমাণ্ডার হিসেবে লড়েছ দু বছর। তার মানে তোমার শেষের কাজ আগের কাজকে বাতিল করে দেয়। সুতরাং তুমি পার্টিতে ঢোকার উপযুক্ত। অন্য জন বলল যে তুমি, দাভিদভ, অনেক দিন আগেই তাকে জিজ্ঞেস করেছিলে যে তার পার্টিতে যোগ দেয়ার ইচ্ছে আছে কি না। কিন্তু ওর নিজের বলদগুলোর উপরে দারুণ একটা আকর্ষণ থাকার দরুন নিজেই সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু এখন তার বক্তব্য: 'যখন কুলাকের বাচ্চারা বন্দুক হাতে পুরানো জমানা ফিরিয়ে আনার জন্যে চতুর্দিকে মাথা চাড়া দিচ্ছে তখন আর আগের মতো করে ভাবি কেমন করে? বলদ ও অন্যান্য পোষা জন্তু-জানোয়ারের উপরে আমার এত দিনকার মোহ আমি ত্যাগ করেছি এবং আমার নাম পার্টির কাছে রাখছি যাতে দশ বছর আগের মতোই কমিউনিস্টদের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে সোভিয়েত শক্তির জন্যে দাড়াতে পারি। আর আমার মতও তাই। তাই আমরা এই দরখাস্ত লিখেছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমরা কেউই তেমন পরিষ্কার করে লিখে উঠতে পারিনি, কিন্তু...” এখানে এসে দুবৎসভ আড় চোখে মিখাইচের দিকে একবার তাকিয়ে তার বক্তব্য শেষ করল: “কিন্তু খাজাঞ্চী বা কেরানী হওয়ার মতো শিক্ষা আমরা কেউই পাইনি, তবুও এই কাগজগুলোতে যা কিছু হিজিবিজিই আমরা কেটেছি সেগুলো খাঁটি সত্য।”

দুবৎসভ থামল। আবার কপালের উপরে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে ফেলল। তারপর একটু ঝুঁকে ডানহাতি ট্রাউজারের পকেটের ভিতর থেকে একান্ত সন্তর্পণে খবরের কাগজে মোড়া তিনখানা দরখাস্ত বের করে আনল।

সমস্ত ঘটনাটা এমনই অপ্রত্যাশিত যে মিনিটখানেক ঘরের ভিতরটা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল। কারোর মুখে একটিও কথা নেই, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের নিজের মতো করে দুবৎসভের কথাগুলো মনে মনে

আলোচনা করে চলল। খাজাঞ্চী মাঠের শেষ রিপোর্টটা পড়া বন্ধ করে চশমাটা কপালের উপরে তুলে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে কাছে ঝুঁকে ডুবংসভের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ঘৃণাভরা বিষণ্ণ হাসি চাপতে না পেরে অস্ত্রোভনভ জানালার দিকে মুখ ফেরাল। আর দাভিদভের সমস্ত মুখখানা আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল। আবার নিজের চেয়ারটার উপরে এমন জোরে বসে পড়ল যে চেয়ারটা দুলতে দুলতে বিলাপ ধরে মচমচ করে উঠল।

"আমাদের দরখাস্তগুলো নাও কমরেড দাভিদভ।" খবরের কাগজের ভাঁজ খুলে বড়ো বড়ো অসমান অক্ষরে লেখা স্কুলের খাতা থেকে ছিঁড়ে নেয়া অনেকগুলো পাতা দাভিদভের হাতে দিল।

"কে কে দরখাস্ত করেছে?" সুরেলা গলায় জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"বেসখেলেবনেভ, ছোট, আমি আর কন্দ্রাৎ মাইদানিকভ।"

দরখাস্ত গ্রহণ করে সংহত আবেগে বলল দাভিদভ: "কমরেড ডুবংসভ কমরেড মাইদানিকভ আর কমরেড বেসখেলেবনভ ও আমরা যারা গ্রেমিয়াচি পার্টি-গ্রুপের সভ্য, আমাদের কাছে এটা একটা দারুণ চাঞ্চল্যকর বিরাট ঘটনা। আজই আমি তোমাদের দরখাস্ত কমরেড নাগুলনভের হাতে পৌঁছে দেবো। সুতরাং এক্ষুনি চলে গিয়ে তোমার কমরেডদের বলো রবিবার প্রকাশ্য পার্টি-সভায় আমরা তোমাদের দরখাস্ত বিবেচনা করব। সন্ধ্যা সাতটায় সভার কাজ শুরু করব স্কুল-এ। কেউই যেন দেরি করে না আসে। মনে রেখ, প্রত্যেককেই ঠিক সময় উপস্থিত হওয়া চাই ওখানে। কিন্তু আমি জানি, এদিকে নিশ্চয়ই তোমাদের লক্ষ্য থাকবে। ডিনার খাবার পরেই সবচাইতে ভালো ঘোড়া বেছে নিয়ে সোজা গাঁয়ে চলে আসবে। আর একটা কথা। মামুলী গাড়ি ছাড়া ভালো আর কিছু আছে তোমাদের তাঁবুতে?"

"একটা চার চাকার গাড়ি আছে।"

"বেশ, সেটায় চড়েই এসো", আবার দাভিদভের মুখখানা প্রায় শিশুসুলভ নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তারপর ডুবংসভের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বলল: "ভালো কথা, মনে থাকে যেন, এই উপলক্ষ্যে পোশাকটি বরের মতো হওয়া চাই কিন্তু! এ ঘটনা জীবনে একটি বারই

মাত্র ঘটে, বুঝলে সাথী। এ হচ্ছে এমন একটি ঘটনা…ঠিক যৌবনের মতো. মাত্র একটি বারই আসে জীবনে।”

বুঝি বা ও ভাষা হারিয়ে ফেলে নীরব হয়ে গেল। স্পষ্টতঃই দারুণ বিচলিত হয়ে পড়েছে। পরক্ষণেই কেমন যেন আচমকা একটু শঙ্কার স্বর ফুটে উঠল ওর গলায়: “চারচাকার গাড়িটা দেখতে ভাল তো?”

“হাঁ, চারটা চাকা আছে ঠিকই, কিন্তু একমাত্র গোবর টানারই উপযুক্ত। দিনের বেলা ওটায় চড়ে বেরোতে পারবে না, লজ্জা পাবে। এক মাত্র পারবে রাত্রে, অন্ধকার হলে। সর্বাঙ্গ ছাল-চামড়া ওঠা, ভাঙাচোরা. প্রায় আমার বয়েসীই হবে বলে আমার মনে হয়। কিন্তু কন্দ্রাৎ আর মাইদানিকভ বলে যে আমাদের গাঁয়ের কশাকরা ওটাকে মস্কোর কাছাকাছি নেপোলিয়ানের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিল।”

“তাহলে ওটা চলবে না!” বেশ জোরের সঙ্গেই বলে উঠল দাভিদভ। “ঠাকুর্দা শচুকারকে একটা দ্রুতগামী দ্রোঝকি দিয়ে পাঠিয়ে দেবো তোমাদের আনতে। বললাম না, এ ঘটনা জীবনে একবারই মাত্র ঘটে. বলিনি?”

দাভিদভের ইচ্ছে এই কটি লোক যাদের ও ভালোবাসে, বিশ্বাস করে তাদের পার্টি-প্রবেশের এই উপলক্ষ্যটিকে যতদূর সম্ভব সুন্দর করে তোলে। এই মহান দিনটিকে কি করে জমকালো করে তোলা যায় তা নিয়ে অনেক ভাবল দাভিদভ।

“রবিবার স্কুলটাকে আমরা নতুন করে প্লাস্টার করে চূনকাম করিয়ে ফেলব যাতে ঠিক নতুন বাড়ির মতো দেখতে হয়।” অস্ত্রোভনভের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে অবশেষে বলে উঠল দাভিদভ। “উঠোনটা ঝাঁট দিয়ে খেলাব মাঠে কিছুটা টাটকা বালি ছড়িয়ে দিও। শুনছ লুকিচ? ডেস্ক আর মেঝে ঘসেমেজে পরিষ্কার করতে হবে, সিলিং-এর কলি ফেরাবে আর ঘরগুলোয় যেন বেশ হাওয়া বাতাস খেলে—সমস্ত জায়গাটা বেশ ছিমছাম হওয়া চাই!”

“কিন্তু যদি এত লোক হয় যে স্কুল ঘরে না ধরে, তখন কি হবে?” —জিজ্ঞেস করল অস্ত্রোভনভ।

“যদি একটা ক্লাব গড়ে তুলতে পারতাম তো একটা জিনিসের মতো জিনিস হত!”—অস্ত্রোভনভের প্রশ্নের জবাবের পরিবর্তে শান্ত স্বপ্নালু গলায়

বলে উঠল দাভিদভ। কিন্তু পরক্ষণেই বাস্তবে ফিরে এল। "ছেলেদের আর বাচ্চাদের ভিতরে ঢুকতে দিও না তাহলেই যথেষ্ট জায়গা হয়ে যাবে। কিন্তু স্কুলটা দেখতে যেন ছিমছাম হওয়া চাই, একটা বিশেষ দিনের উপযুক্ত।"

"আমাদের সুপারিশের ব্যাপারটা কি হবে? কে আমাদের সমর্থন করবে?" চলে যাবার আগে জিজ্ঞেস করল ডুবৎসভ।

দৃঢ়মুষ্ঠিতে ওর হাতটা চেপে ধরল দাভিদভ তারপর একটু হাসল: "সুপারিশের জন্যে দুশ্চিন্তায় পড়েছ? ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। আজ সন্ধেই তোমাদের হয়ে লিখে দেব আমরা, যথার্থ। বেশ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক! সমস্ত ঘাস কাটায় নিযুক্ত লোকদের আমাদের শ্রদ্ধা জানিও আর তাদের বলো যে ঘাসগুলো যেন দীর্ঘকাল খাড়া না থাকে আর বেশি শুকিয়ে কালো না হয়ে যায়। দু নম্বর দলের উপরে নিশ্চয়ই ভরসা রাখতে পারি আমরা?"

"সব সময়েই আমাদের উপরে ভরসা রাখতে পারো, দাভিদভ," অনভ্যস্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল ডুবৎসভ, তারপর বিদায় নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই বাড়িওয়ালা ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলল দাভিদভকে: "ওঠো হে ওঠো, লড়াইয়ের ময়দান থেকে এক ঘোড়সওয়ার সংবাদবাহক এসেছে…। তিন নম্বর দলের আঙুল-কাটা উস্তিন খালি পিঠে জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হয়েছে। চেহারাটা দেখতে মার খাওয়া মার খাওয়া গোছের, আর পোশাক পরিচ্ছদও বে-সামাল।"

লোকটার মুখে এক গাল হাসি। কিন্তু সদ্য ঘুমভাঙা দাভিদভের এসব কিছুই বোধগম্য হল না। কোঁচকানো বালিশ থেকে মাথা তুলে নিরাসক্ত গলায় বিড় বিড় করে উঠল: "ব্যাপার কি?"

"বলছি, একজন সংবাদবাহক এসেছে। দেখে মনে হয় খুব মার খেয়েছে। হয়ত কোনো সাহায্যের জন্যেই এসে থাকবে।"

অবশেষে বাড়িওয়ালার কথাটা বুঝতে পারল দাভিদভ। উঠে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে বারান্দায় নেমে এসে চটপট মুখে চোখে জল দিয়ে নিল। জলটা তখনো উষ্ণ। সারারাতের ভিতরেও ঠাণ্ডা হয়নি। পরক্ষণেই দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

ওর নিচে দাঁড়িয়ে উস্তিন বাইকালিন। এক হাতে লাগাম ধরা, অন্য হাতটা উঁচিয়ে দ্রুত ছুটে আসার দরুণ তখনো গরম গা আর গা থেকে বাষ্প ওঠা বাচ্চা ঘুড়ীটাকে শাসিয়ে চলেছে। উস্তিনের গায়ের রঙ জ্বলে যাওয়া নীল জামাটা বহু জায়গা ছেঁড়া। অদ্ভুত রহস্যজনক ভাবেই দু কাঁধের উপরে আটকে ঝুলে আছে। আঘাতের দরুণ গালের উঁচু হাড় থেকে চিবুক পর্যন্ত অনেকগুলো কালশিরা ফুটে উঠেছে। বাঁ চোখটা লাল হয়ে ফুলে ঢাব হয়ে উঠেছে। কিন্তু ডান চোখটা রাগে উত্তেজনায় জ্বলছে ধকধক করে।

"এতগুলো ছোট্ট জিনিস কি করে সংগ্রহ করলে?" সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতেই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল দাভিদভ। প্রভাতী অভিবাদনটুকুও জানাতে ভুলে গেছে।

"ডাকাতি, কমরেড দাভিদভ। দিনের আলোয় ডাকাতি আর রাহাজানি!" ভাঙা ভাঙা কর্কশ গলায় চিৎকার করে বলে উঠল উস্তিন। "নইলে এমন কাজ করে বেজন্মার দল, অ্যা? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক ডাইনী, যমের অরুচি!" আবার ভয়ঙ্করভাবে হাত নেড়ে এমন ধমকে উঠল ঘুড়ীটাকে যে আর একটু হলে চার পায়ে লাফিয়ে উঠে ছুট লাগাচ্ছিল আর কি।

"বাজে না বকে, কাজের কথা বল," ওকে বলল দাভিদভ।

"সমস্ত কাজের কথার সেরা কথাই এটা! পড়শী বলে নিজেদের ওরা! আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাক ব্যাটারা জ্বরে পড়ুক চোর পরগাছার দল! ব্যাপারটা কেমন লাগছে তোমার? ঐ তুবিয়ানস্কয়-এর লোকগুলো, আমাদের পড়শী, মেরে ফ্যাল ব্যাটাদের! কাল রাত্রে ব্যাটারা চুপে চুপে গিলডার মুক-এ এসে প্রায় ত্রিশটা খড়ের গাদা গাড়ি বোঝাই করে চুরি করে নিয়ে গেল। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি আমাদের এলাকার খড় দিয়ে শেষ দুটো গাড়ি বোঝাই করছে, আর একটা গাদার চিহ্নও নেই। সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমার ঘোড়ার উপর লাফিয়ে উঠে জোর কদমে ছুটে গেলাম ওদের কাছে। 'কী করছ তোমরা, ভেবে দেখেছ, ইত্যাদি ইত্যাদি? আমাদের খড় নিয়ে যাবার কী অধিকার আছে তোমাদের?' তখন আমার কাছের গাড়িটার উপর বসা ওদের ভিতরের এক শুয়োরের বাচ্চা হেসে হেসে জবাব দিল: 'তোমাদেরই ছিল, এখন আমাদের। অন্যের জমিতে কখনো আর ঘাস কাটতে এসো না।'

'তার মানে, কি বলতে চাও তুমি—অন্য লোকের জমি? চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে না সীমানার চিহ্নটা কোথায়, আপদ কোথাকার?' সে তখন বলল: 'চোখ দুটো খোল তারপর তাকিয়ে দেখ ওটা কোথায় রয়েছে। এ জমি আমাদের, শো শো বছর ধরে তুবিয়ানস্কয়-এর জমি। ঈশ্বর মঙ্গল করুন তোমাদের আমাদের হয়ে ঘাসগুলো কাটার মেহনতের জন্যে। আ-হা, তাহলে ব্যাপারটা তাই! খামটা নিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করতে হয় করনি, তাই চাস? সুতরাং ওকে গাড়ির উপর থেকে টেনে নামিয়ে আমার এই আঙুল-বিহীন টুটা হাতটা দিয়ে দু চোখের মধ্যিখানে একটা মেড়ে দিলাম যাতে ভাল করে দেখতে পায় আর যাতে না অন্যের জমি আর নিজেদের জমি গুলিয়ে ফেলে সে দিক থেকে একটু সাহায্য করার জন্যে। ঘুসিটা বেশ বিরাশী সিক্কা ওজনেরই হয়েছিল। ব্যাটা উলটে পড়ে গেল। দেখা গেল লোকটার পা দুটো তেমন শক্ত নয়। কিন্তু তারপর ওরা আরো তিনজন ছুটে এল। আর একটাকে মাটির বুকে চুমো খেতে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু তারপর আর ওদের সজোরে ঘা মারার অবকাশ পেলাম না। কারণ ওরা চারজনে মিলেই তখন আমাকে জোর মেরে চলেছে। চারজনের বিরুদ্ধে একা একজন কি? ইতিমধ্যে আমাদের লোকজন ঘটনা-স্থলে এসে পড়ল। চমৎকার সুন্দর চেহারাটি দেখল আমার, ঠিক যেন একটা ইস্টার ডিম আর গায়ের জামাটা ছিঁড়ে ফালি ফালি করে দিয়েছে। কী সব শুয়োরের বাচ্চা আঁা? এখন বৌয়ের সামনে গিয়ে মুখ দেখাব কেমন করে? ওরা পিটল না হয় আমাকে, কিন্তু কেন ঝাপটে ধরে পিছনের দিক থেকে জামাটা ছিঁড়ে নিয়ে গেল? এটা এখন আর আমার কি কাজে লাগবে? যদি একটা পাখি তাড়ানো মূর্তির গায়েও দেই তো আমার বিশ্বাস সেটাও এই ছেঁড়া ন্যাকড়া পরতে লজ্জা পাবে। তাছাড়া মেয়েদের ফিতে তৈরি করার কাজেও লাগবে না, কারণ জিনিসটা তেমন ভালো নয়...: রোসো, একবারটি ঐ তুবিয়ানস্কয়-এর কাউকে একা পাই যেপে! আমারই মতো সর্বাঙ্গে কালশিরা নিয়ে বাড়িতে বৌয়ের কাছে ফিরে যেতে হবে বাছাধনকে!"

দু হাতে উস্তিনকে জড়িয়ে ধরে হেসে উঠল দাভিদভ।

"মনে দুঃখ করো না, আর একটা জামা তুমি রোজগার করতে পারবে, তাছাড়া আঘাতের ক্ষতগুলোও বিয়ের আগেই মিলিয়ে যাবে দেখো।"

"তোমার বিয়ের ?" ধূর্ত চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল উস্তিন।

"গাঁয়ে সামনে যে বিয়েটা হবে। এখন পর্যন্ত কোথাও কোনো ঘটক পাঠাইনি আমি। মনে আছে তোমার খুড়ো গত রবিবার কি বলেছিল তোমাকে: ঝগড়ুটে মোরগের ঝুঁটি থেকে সব সময়েই রক্ত ঝরে।"

নীরবে হাসতে হাসতে মনে মনে ভাবল দাভিদভ: এ একটা অদ্ভুত অপূর্ব ঘটনা, উস্তিন, তোমার নিজের ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারে নয়, যৌথখামারের খড়ের জন্যে লড়াই করেছ তুমি। হাঁ এটা সত্যিকারের একটা মর্মস্পর্শী ঘটনা।

কিন্তু উস্তিন ঝটকা মেরে ওকে সরিয়ে দিল।

"তুমিতো দাঁত বের করে বেশ হাসছো দাভিদভ, কিন্তু আমার পাঁজরার হাড়গুলো সব গুঁড়িয়ে গেছে। না, এটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করো না। একটা ঘোড়ায় চেপে এক্ষুণি তুবিয়ানস্কয়-এ ছুটে গিয়ে খড়গুলো বাঁচাও। সেই দু গাড়ি আমরা ফিরিয়ে এনেছি। কিন্তু সারা রাত ধরে কত গাড়িই না ওরা পাচার করেছে! ওদের বল এই চুরির ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে হলে সোজা গাঁয়ে পৌঁছে দিতে হবে খড়গুলো, সেটাই ন্যায্য হবে।" তারপর অনেক কষ্টে রক্ত জমে শুকিয়ে ওঠা ঠোঁট দুটো ফাঁক করে একটু হাসল: "দেখবে, ওদের মেয়েরা আসবে খড় পৌঁছে দিতে, ব্যাটাছেলেরা আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতে ভয় পাবে। কিন্তু চুরি করল ওদেরই লোক, তাছাড়া ওরা এমন সব বাছাই করা তাগড়া বদমাইশ নিয়ে এসেছিল যে চারজন মিলে যখন আমাকে ঘুসি ছুঁড়ে মারছিল আমার নাড়ীভুঁড়ি একেবারে উলটে গিয়েছিল। হাত জোড় করে ভিক্ষা চাইলেও ওরা আমাকে শুয়ে পড়তে দিত না! আমাদের লোকজন ছুটে এসে পড়ার আগে পর্যন্ত একজনার কাছ থেকে আর একজনার কাছে এমনি করে আমাকে ঘুরিয়ে মারছিল। আমিও অবশ্য হাত গুটিয়ে বসে ছিলাম না, কিন্তু সংখ্যাটাই তো হিসেবে ধরে।"

আবার হাসতে চেষ্টা করল উস্তিন, কিন্তু ওর মুখটাই শুধু বেঁকে উঠল।

"আমাদের লিউবিশকিনকে যদি দেখতে কমরেড দাভিদভ, হাসতে হাসতে তোমার পাঁজরা ভেঙে যেত। কুকুর যেমন বেড়ার চারদিকে লাফাঝাঁপি করে তেমনি ও আমাদের ঘিরে চার হাত পায়ে লাফাতে লাফাতে এমন ভাবে চিৎকার করছিল যেন মারাই যাবে: 'খুব করে মারো,

পিণ্ডি গেলে দাও ব্যাটাদের! পুঁতে ফেল, মার হজম করার অভ্যেস আছে ব্যাটাদের, আমি জানি ওদের!' কিন্তু নিজে সে মারপিটে যোগ দিল না। আমার খুড়ো ওসিত্রোভ তো রেগেই আগুন, চিৎকার করে ডেকে বলল ওকে: চলে আয়, এসে হাত লাগা আমাদের সঙ্গে, ব্যাটা খোজা! না কি তোর পিঠে ফোঁড়া হয়েছে' লিউবিশকিনের তো প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা, 'আমি পারব না!' বলল সে, 'আমি পার্টির লোক, তাছাড়া দলের নেতা। তোমরা ওদের নাড়ীভুঁড়ি বের করে দাও, আমি কোনো রকমে সহ্য করে থাকি।' তাই সে আমাদের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল, কেন না ওকে তো সংযত থাকতে হবে। ভালো কথা, আমাদের আর সময় নষ্ট করার দরকার নেই। যাও, গিয়ে কিছু প্রাতঃরাশ খেয়ে নাও, আর আমিও দেখি কোথা থেকেও একটা ঘোড়া জোগাড় করে আনি গে, দুজনে এক সঙ্গেই আমরা দলের ওখানে যাবো। বুড়োরা বলে দিয়েছে, তোমাকে সঙ্গে করে না নিয়ে গিয়ে যেন ওদের মুখ না দেখাই। আমাদের এলাকার খড় এক দল পরগাছাকে আমরা অমনি অমনি দিয়ে দিতে রাজী নই। তুবিয়ানস্কয় যাবার প্রশ্নটার স্থির সিদ্ধান্ত করে উস্তিন তার ছড়ীটাকে বারান্দার রেলিং-এর সঙ্গে বেঁধে দিয়ে ব্যবস্থাপনা দপ্তরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। হাঁ, নিশ্চয়ই আমাকে গিয়ে পলিয়ানিৎসার সঙ্গে দেখা করতে হবে, মনে মনে ভাবল দাভিদভ। যদি ওর জ্ঞাতসারেই নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে একটা ঝগড়া হবে ওর সঙ্গে। লোকটা গাধার মতো একগুঁয়ে, কিন্তু ওকে ঠিক মতো বুঝিয়েসুঝিয়ে পথে আনতে হবে আমাকে।"

এক মগ টাটকা দুধ খেয়ে একগাল শুকনো রুটি চিবোতে চিবোতে দাভিদভ দেখতে পেল অস্বাভাবিক রকমের চটপটে উস্তিন একটা নতুন সার্ট পরে নাগুলনভের কপিল রঙের ঘোড়াটায় চড়ে জোর কদমে ছুটে আসছে।

পনেরো

কালেভদ্রে এক আধবার জেলা কমিটির আফিসে দেখা হলেও ওরা দুজন দুজনার কাছে নামেই পরিচিত। তুবিয়ানস্কয়-এর রেড রে যৌথ জোতের চেয়ারম্যান নিকিফর পলিয়ানিৎসা গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজ করার জন্যে নিযুক্ত পঁচিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের অন্যতম। ও আগে ছিল

দানিপ্রোপেত্রোভস্ক-এর এক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার টার্নার। যৌথ জোতের ব্যবস্থাপনার বাড়িতে দাভিদভকে অভ্যর্থনা জানাল।

"আরে আরে কমরেড দাভিদভ যে! বালটিক সাগরের সন্তান! আমাদের এই সবদিক থেকে পিছিয়ে থাকা যৌথ জোতে কি মনে করে? এস এস ভিতরে এসে বসো! তুমি স্বচ্ছ স্বাগত অতিথি!"

ছিট্ ছিট্ ছুলির দাগভরা পলিয়ানিৎসার চওড়া মুখখানা ধূর্তামীভরা কপট হাসিতে চকচক করে উঠল। কালো কুৎকুতে চোখ দুটো লোক দেখানো অভ্যর্থনায় জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু ওর অভ্যর্থনার আবেগের আতিশয্যে মুহূর্তে দাভিদভ সতর্ক হয়ে উঠল। নিরস শুকনো গলায় প্রতি অভিবাদন জানিয়ে টেবিলের পাশে বসে পড়ে ধীরে সুস্থে চার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

চেয়ারম্যানের অফিসটা কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের মনে হল দাভিদভের কাছে। প্রশস্ত ঘরটার ভিতরে এখানে সেখানে মাটি আর গেরিমাটির টবে ধুলো জমা চারা গাছ। ময়লা টুল আর জীর্ণ কাঠের চেয়ার করুণভাবে গাদাগাদি করে রয়েছে। বিদঘুটে চেহারার একটা জরাজীর্ণ সোফা পাতা রয়েছে দোরের কাছে। মরচে ধরা স্প্রিংগুলো উঁচু হয়ে ঠেলে উঠেছে। সাময়িক পত্র "নিভা" থেকে কেটে নেয়া ছবি আর কিয়েভ-এ রুশিয়ার দীক্ষাভিষেক, সেবাস্তপোল অবরোধ, শিপকার যুদ্ধ আর লিয়াও ইয়াঙ-এ ১৯০৪ সালের যুদ্ধে জাপানী পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ প্রভৃতি দৃশ্যের শস্তা লিথোগ্রাফে দেয়ালগুলি ভর্তি।

চেয়ারম্যানের টেবিলের উপর দিকে ঝোলানো স্তালিনের একখানা হলদে বিবর্ণ ছবি। আর তারই উলটো দিকের দেয়ালে মরোজোভ-এর সুতাকলের বিজ্ঞাপনসম্বলিত পোকায় কাটা একটা রঙিন পোস্টার। তাতে দেখানো হয়েছে লাল টিউনিক পরা নির্ভীক এক ষাঁড়-লুড়ুইয়ে শিং-এ সুতার ফাঁস পরিয়ে এক হাতে একটা উন্মত্ত ষাঁড়কে ধরে রেখেছে, আর অন্য হাতটা একান্ত অবহেলায় রয়েছে তলোয়ারটার উপরে। ষাঁড়-লড়ুয়ের পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে আধ খোলা একটা সাদা সুতার রিল তাতে 'নং ৪০' লেবেল আঁটা।

ফালি ফালি টিনের পাত দিয়ে বাঁধা বিরাট আকারের একটা আলমারি গৃহসজ্জাকে সুসম্পূর্ণ করে তুলেছে। পলিয়ানিৎসা যে এটাকে সিন্দুক

হিসেবে ব্যবহার করে সেটা সুস্পষ্ট। তাছাড়া তেমনি উপযুক্ত আকারের একটা গোলার দোরের চকচকে তালা আঁটা থাকায় স্পষ্টই বোঝা যায় যে এটার ভিতরে খুব গুরুত্বপূর্ণ দলিল দস্তাবেজই রাখা হয়ে থাকে।

পলিয়ানিৎসার অফিসটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে একটু মুচকি হাসি না হেসে থাকতে পারল না দাভিদভ। কিন্তু পলিয়ানিৎসা নিজের মতো করেই তার মানে করে নিল।

"হাঁ, বেশ আরামেই আছি আমি এখানে,"—বেশ একটু আত্মতৃপ্তির সঙ্গেই বলল পলিয়ানিৎসা। "ভূতপূর্ব কুলাক মালিকের সবকিছুই আমি তেমনি রেখে দিয়েছি। ঘরের চেহারাটাও ঠিক যেমনটি ছিল তেমনিই বজায় রেখেছি। যেটুকু অদল বদল করেছি সেটা হচ্ছে এই যে পালঙ্কের বিছানাটা আর বালিশগুলো শুধু ঝি-এর ঘরে সরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে আরামটা আমি ঠিকই বজায় রেখে দিয়েছি সেটা মনে রেখ। ও-সব শুকনো সরকারী পদ্ধতির ধার ধারি না আমি! হাঁ, আমি অবশ্য একটু ঘরোয়া পরিবেশই পছন্দ করি, সেটা স্বীকার করছি। লোকজন যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তারা যেন বেশ সহজ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে সেটাই আমি চাই। এটাই ঠিক, তাই না?"

এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে একটু কাঁধ ঝাঁকাল দাভিদভ। তারপর সরাসরি আসল কথাটি পেড়ে বসল:

"তোমার সঙ্গে একটা ঝগড়া আছে আমার পড়শী।"

পলিয়ানিৎসার কুৎকুতে ধূর্ত চোখ দুটো মাংসের ভাঁজের ভিতরে ডুবে গিয়ে সেখান থেকে দু টুকরা জ্বলন্ত কয়লার মতো দাভিদভের মুখের উপরে পড়ে চকমক করে উঠল। রোমশ ভুরু দুটো উঠে এল কপালের উপরে।

"ঝগড়া, আমার সঙ্গে! আমাদের মতো ভালো পড়শীর ভিতরে? তুমি ভয় ধরিয়ে দিয়েছ আমাকে দাভিদভ! এতকাল ধরে আমরা দুজনে মিলে এমন চমৎকারভাবে এসব দূরে হটিয়ে এসেছি আর আজ কিনা— তোমার সঙ্গে একটা ঝগড়া আছে আমার। আদৌ একথা বিশ্বাস করতে পারছি না আমি, না কিছুতেই বিশ্বাস করব না।"

তীব্র দৃষ্টিতে পলিয়ানিৎসার চোখের দিকে তাকিয়ে দাভিদভ কিন্তু কিছুতেই ওর চোখে ফুটে ওঠা অভিব্যক্তি থেকে কোনো কিছুর হদিস

পেয়ে উঠছে না। পলিয়ানিৎসার মুখখানা যেন একটা প্রহেলিকা। সব সময়েই শান্ত ভালোমানুষ গোছের ভাব আর ঠোঁটের ওপরে একটা প্রশান্ত স্বাগত হাসি বাসা বেঁধে আছে। স্পষ্টতঃই রেড রে যৌথ জোতের চেয়ারম্যানটি হচ্ছে একটি জাত অভিনেতা। আত্মসংযমে যেমন সুদক্ষ তেমনি কোনো একটা ভূমিকার অভিনয়েও আদৌ কম দক্ষ নয়।

"তোমার নির্দেশেই কি এই খড়গুলো, মানে তোমাদের খড়গুলো কাল রাত্রে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসা হয়েছে?" সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসল দাভিদভ।

পলিয়ানিৎসার ভুরুজোড়া আরো ওপরে উঠে গেল।

"কোন খড় বন্ধু?"

"সাধারণতঃ যে খড় হয়, স্তেপের খড়।"

"এই প্রথম কথাটা শুনলাম আমি! গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে এসেছে বলছ? কে করেছে এ কাজ? আমার লোকেরা? অসম্ভব! বিশ্বাস করি না আমি এ কথা! আমাকে গুলি করো, ফাঁসী দাও, কিছুতেই বিশ্বাস করব না এ কথা! মনে রেখ সেমিয়ন দোস্ত আমার, রেড রে যৌথ জোতের সভ্যেরা আমাদের সমাজতান্ত্রিক কৃষিক্ষেত্রের ভিতরে। অবিসংবাদী সং চাষী। তোমার এ ধরনের সন্দেহ শুধু তাদের পক্ষেই নয়, এই যৌথ জোতের চেয়ারম্যান হিসেবে আমার পক্ষেও অপমান। আমার অনুরোধ কথাটা বেশ ভালোভাবেই মনে করে রেখ বন্ধু।"

প্রত্যুত্তরে রাগ চেপে বলল দাভিদভ: "দেখো দোস্ত, আমি লিতভিনভ নই আর তুমিও কিছু আর চেম্বারলেন নও। ও সব কূটনৈতিক খেলার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের। তুমি কি নির্দেশ দিয়েছ ওদের ঐ খড়গুলো নিয়ে আসার জন্যে?"

"আবার জিজ্ঞেস করছি আমি তোমাকে দোস্ত কোন খড়ের কথা বলছ তুমি?"

"এতো দেখছি লোমশ কুত্তার কাহিনী হয়ে উঠল!"—নিদারুণ রাগে ফেটে পড়ল দাভিদভ।

"শোনো, কথাটা মনে রেখ বন্ধু, সত্যি সত্যিই জিজ্ঞেস করছি তোমাকে কোন খড়ের কথা বলছ তুমি?"

'গ্যিউলদার মুক-এর খড়। আমাদের পরস্পরের খড় কাটার জমি

পাশাপাশি। আর তোমরা বেমালুম আমাদের খড় চুরি করে নিয়ে এসেছ, কথাটা যথার্থ।"

যেন ভুল বোঝাবুঝির খুব সহজেই সমাধান হয়ে গেছে তাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে পলিয়ানিৎসা তার শীর্ণ পায়ের নলির উপরে দারুণ শব্দ করে একটা চাপড় মেরে প্রবল অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল।

"কিন্তু কথাটা গোড়ায় বলা উচিত ছিল তোমার, দোস্ত! কোন খড় সেটা না বলে এই খড় সেই খড় করে বেড়াচ্ছিলে। ভুলেই হোক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক গ্র্যাউলদার মুক এ তোমরা আমাদের জমির কিছুটা খড় কেটেছ। সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত ভাবেই আমরা সে খড় গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে এসেছি। সেটা বুঝতে পারছ না বন্ধু?"

"না হে, প্রাণের বন্ধু, বুঝতে পারছি না আমি। কেন, খড়গুলো যদি তোমাদেরই হবে তাহলে গোপনে চুপি চুপি রাত্রে গিয়ে ওগুলো সরিয়ে আনবে কেন?"

"এ কথার জবাব দেবে টিম-লিডার। মানুষ ও পশুর পক্ষে রাত্রে কাজ করাই ভালো, কেননা রাতের বেলা বেশ ঠাণ্ডা থাকে! সুতরাং আমার মনে হয় সেই জন্যেই ওরা রাত্রে নিয়ে এসেছে গাড়ি করে। তোমাদের লোকেরা রাত্রে কাজ করে না? ওটা খুবই ভুল। দিনের বেলার পোড়ানো তাতের চাইতে রাত্রে খুবই সহজ। বিশেষ করে যদি চাঁদনী রাত হয়।"

বিরস হাসি হেসে উঠল দাভিদভ।

"কিন্তু এখন তো রাত খুবই অন্ধকার, কথাটা যথার্থ!"

"অন্ধকার রাত্রেও হাতটা ঠিকই মুখের পথ চিনে নেয়, তা জানো।"

"বিশেষ করে যদি পরের পরিজ গেলার ব্যাপার হয়।"

"শোনো, ঐ কথাটি এখন ছেড়ে দাও, দোস্ত! মনে রেখ ঐ ইঙ্গিতটা রেড রে যৌথ জোতের সৎ ও রাজনীতিগত দিক থেকে দারুণ সচেতন সভ্যদের পক্ষে আর তাদের চেয়ারম্যান হিসেবে আমার পক্ষে নিদারুণ অপমানজনক। আমরা মেহনতী মানুষ, চোর নই সেটা মনে রেখ!"

দাভিদভের চোখ দুটো জ্বলে উঠল, কিন্তু তবুও আত্মসম্বরণ করে বলল: "তোমার ওসব লম্বা চওড়া বাত ছেড়ে দাও দোস্ত, সোজা রাস্তায় নেমে আসা যাক এস। কথাটা জানা আছে কি তোমার যে এবার বসন্তকালে

পাহাড়ী নালার উভয় দিকের তিনটে সীমানার দাগের খোঁটা গ্যিউলদার
ঢুক-এর ভিতরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে? তোমার যৌথ জোতের সং
চাষীরা সেগুলো সরিয়ে সীমানা সোজা করে দিয়ে আমাদের চার থেকে
পাঁচ হেক্টর জমি কেটে বের করে নিয়েছে। এ ব্যাপারটা কি জানা
আছে তোমার?"

"বন্ধু আমার! কি থেকে এ কথা ভাবছ তুমি? মনে রেখ তোমার
এই সন্দেহ নির্দোষীদের প্রতি এক চরম অপমান..."

"ও সব ছল চাতুরীর কথা ছেড়ে দাও,"—একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও
দারুণ রেগে গিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল দাভিদভ। "আমাকে কি কচি ছেলে
পেয়েছ তুমি? খুবই গুরুত্ব দিয়ে বলছি আমি আর তুমি কিনা অভিনয়
করতে শুরু করে দিয়েছ, ভান করছ যেন তোমার উদার মনোভাব আহত
হচ্ছে। এখানে আসার পথে আমি গ্যিউলদার ঢুক হয়ে এসেছি, এবং
যৌথ চাষীদের অভিযোগ সম্পর্কে নিজে আমি তদারক করে দেখে
এসেছি। খড় নিয়ে এসেছে আর সীমানার খোঁটা সরিয়ে দিয়ে এসেছে,
কথাটা খুবই যথার্থ! সুতরাং কিছুতেই তুমি এটা উড়িয়ে দিতে পারছ না!"

"কিন্তু উড়িয়ে দেয়ার আদৌ কোনো ইচ্ছে নেই আমার। এই আমি
জলজীয়ন্ত রয়েছি এখানে, ধরো আমাকে তোমার ঐ খালি হাত দুটো
দিয়ে দেখি কেমন...কিন্তু সে চেষ্টা করার আগে, হাতে বেশ করে খানিকটা
আঠা ঘসে নিও। বেশ ভালো করে ঘসে ঘসে লাগিয়ে নিও, দোস্ত, নইলে
মনে রেখ, বান মাছের মতো পিছলে আমি ফসকে বেরিয়ে যাবো।"

"তুবিয়ানসকয়-এর লোকেরা যা করেছে তাকে বলে জমি জবরদখল
আর এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে তোমাকেই পলিয়ানিৎসা!"

সেটা এখনো প্রমাণসাপেক্ষ বন্ধু, ঐ সীমানার খোঁটা সরানোর
ব্যাপারটা। এই মুহূর্তে ব্যাপারটা নিছক তোমার তরফের একটা জোরাল
বক্তব্য মাত্র, বন্ধু। তোমার খড়ের গায়ে কিছু আর ফোঁটা দেয়া নেই, তা
জানো।"

"ভ্যাড়ার গায়ে চিহ্ন দেয়া থাকলেও নেকড়ে তাকে চুরি করে থাকে।"

একটু ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল পলিয়ানিৎসার মুখে। তারপর তিরস্কার-
ভরা ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল: "থাম থাম! তুমি তাহলে এখন
নেকড়ের সঙ্গে তুলনা করছ আমাদের! তোমার যা ইচ্ছে হয় বলতে

পারো, কিন্তু কেউ খোঁটা খুঁড়ে তুলে সরিয়ে দিয়েছে এ কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না!"

"চলো নিজেই দেখবে পরীক্ষা করে। পুরানো দাগ এখনো রয়েছে সেখানে। মাটি আলগা, ঘাস ছোট আর তোমার মুখের উপরের ঐ নাকটার মতোই নিজের চোখেই পরিষ্কার দেখতে পাবে গর্তগুলো কোথায় ছিল, কথাটা যথার্থ! কি বলছ, বল তো? যদি রাজী থাকো, চলো দুজনে মিলে যাই ওখানে। কি হে যাবে? না কমরেড পলিয়ানিৎসা বাকচাতুরী করে এড়িয়ে যেতে পারবে না আমাকে! তাহলে আমরা যাচ্ছি, না যাচ্ছি না?"

নীরবে ধূমপান করতে করতে জবাবের জন্যে অপেক্ষা করছে দাভিদভ। পলিয়ানিৎসাও নীরব। মুখে তেমনি প্রশান্ত হাসি। চারা গাছে ঠাসা ঘরটার হাওয়া ঘন হয়ে উঠেছে। জানালার নোংরা কাচের উপরে মাছিগুলো কপাল কুটছে আর একঘেয়ে স্বরে ভনভন করে চলেছে। উজ্জ্বল সবুজ রঙের ঘন পত্রপল্লবের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল দাভিদভ একটি তরুণী। যদিও অকালে মোটা হয়ে পড়েছে তবুও মেয়েটি বেশ সুন্দরী। পরনের জীর্ণ স্কার্টটার ভিতরে হাতকাটা রাঙের পোশাকটা গুঁজে দিয়ে বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে। চোখের উপরে হাত ঢাকা দিয়ে ঝুঁকে পথের দিকে তাকাল। পরক্ষণেই চনমন করে উঠল। ক্রিকেট পোকার ঝিনঝিনে গলায় হাঁক পাড়ল:

"ফেক্কা, ওরে অপদার্থ খ'নকি, বাছুরটা নিয়ে আয়! দেখতে পাচ্ছিস না গাইটা ফিরে আসছে পাল থেকে?"

পলিয়ানিৎসাও জানালার পথে তাকাল। তরুণীর কাঁধ পর্যন্ত অনাবৃত দুধ-ধবধবে নিটোল দুটি বাহু, মাথার রুমালের তলা বেয়ে বেয়ে নেমে আসা উজ্জ্বল বাদামী রঙের চুলের গুচ্ছ হালকা হাওয়ায় দুলছে মৃদু মৃদু। তাকিয়ে দেখতে দেখতে কেন জানি ও ঠোঁট কামড়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল।

"ঐটি হচ্ছে এখানকার ঝি। এখানেই থাকে আর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে ঘর দোর। মেয়েমানুষটা যে খারাপ তা নয়, কিন্তু বড্ড চেঁচামেচি করতে ভালোবাসে। কিছুতেই ওর এ অভ্যেস আমি ছাড়াতে পারলাম না...। বুঝলে দাভিদভ, মাঠে যাবার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আগেই আমি মাঠে গেছি আর যা দেখার দরকার তা দেখে এসেছি।

তাছাড়া খড় আমি ফেরত দিচ্ছি না, এই হল মোদ্দা কথা। এটা একটা অমীমাংসিত মামলা। জরিপ-এর লোক এসেছিল পাঁচ বছর আগে। তুবিয়ানসকয় আর গ্রিমিয়াকি লগ-এর বাসিন্দেদের এ জমির বিরোধ ফয়সলা করা আমাদের কাজ নয়।"

"কে করবে তাহলে ?"

"জেলা কর্তৃপক্ষ।"

"বেশ, মানলাম আমি। জমির বিরোধ এক জিনিস, কিন্তু খড়গুলো ফেরত দিতে হচ্ছে। আমরা কেটেছি, ওগুলো আমাদের।"

স্পষ্টতঃই অসার জ্ঞানে আলোচনাটাকে বন্ধ করে দেয়া সাব্যস্ত করল পলিয়ানিৎসা। এখন আর হাসি নেই ওর মুখে। ওর ডান হাতের আঙুলগুলো এতক্ষণ অসাড় হয়ে পড়েছিল টেবিলের উপরে, খুব ধীরে নড়ে উঠল। বুড়ো আঙুলটা আস্তে আস্তে তর্জনী ও মধ্যমার ভিতরে গলে যেতে লাগল। চোখের ইঙ্গিতে সেদিকে দেখিয়ে পলিয়ানিৎসা কেন জানি হঠাৎ খুব উৎফুল্ল হয়ে তার মাতৃভাষা ইউক্রেনিয়ানে গুনগুন করে উঠে বলল: "দেখছ ওটা ? এর মানে হচ্ছে, না! আর ওটাই আমার জবাব। সুতরাং এস, নমস্কার, আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও। তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক!"

একটু হাসল দাভিদভ।

"অদ্ভুত মানুষ, তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, দেখছি। জবান এতই ঘাটতি হয়েছে তোমার যে বাজারের মেয়েমানুষদের মতো আকার ইঙ্গিতের আশ্রয় নিয়েছ ? ওটা কোনো যুক্তি নয়, সাথী! ঐ খড়ের জন্যে কি আমাকে আদালতে গিয়ে নালিশ রুজু করতে হবে নাকি ?"

"যেখানে খুশি গিয়ে নালিশ করতে পারো! সরকারী আদালতে যাও কি জেলা কমিটিতে যাও, কিন্তু ঐ খড় বা জমি আমি ছেড়ে দিচ্ছি না সেটা জেনে রেখ!" আবার রুশ ভাষায় ফিরে এসে জবাব দিল পলিয়ানিৎসা।

আর বলা কওয়ার কিছু নেই! উঠে দাঁড়িয়ে দাভিদভ চিন্তিত মুখে ওর আগাপাছতলা ভালো করে দেখতে লাগল।

"তোমার মতো লোকের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই, কমরেড পলিয়ানিৎসা। কেমন করে তুমি একজন শ্রমিক, একজন বলশেভিক, এত অল্প দিনে স্বল্পবিত্ত লোকদের পর্যায়ে নেমে এলে। প্রথমে শুরু করলে

তুমি তোমার কুলাকদের আসবাবপত্র নিয়ে গর্ব করতে, বললে আমাকে যে তুমি ঘরটার চেহারা তেমনি অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রেখে দিয়েছ। কিন্তু যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো তো আমি বলব তুমি শুধু কুলাকের বাড়িটার বাইরের চেহারাই অক্ষুণ্ণ রাখোনি, ভিতরের গন্ধও বজায় রেখেছ, আর এটা খুবই যথার্থ কথা! ছমাস পরে তুমি নিজেই এর দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করবে। যদি বিশ বছর আগে জন্মাতে, তাহলে তুমি একটি পাকা কুলাক হয়ে উঠতে, এ যথার্থ কথাটা বলে দিচ্ছি আমি তোমাকে!"

কাঁধ ঝাঁকাল পলিয়ানিৎসা। আবার ওর ক্ষুদে ক্ষুদে চকচকে চোখ দুটো মাংসের ভাঁজের ভিতরে ডুবে গেল।

"আমি একটা কুলাক হয়ে উঠতাম কি না তা জানি না কিন্তু তুমি যে একজন পুরুত কিংবা নিদেন একটি গীর্জার কর্মচারী হয়ে উঠতে এ কথাটা মনে রেখ দাভিদভ।"

"কেন?" সত্যি সত্যি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"কারণ, ভূতপূর্ব নাবিক তুমি কিন্তু নিজেকে ধর্মীয় কুসংস্কারে আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়েছ। মনে রেখ, আমি যদি জেলা কমিটির সম্পাদক হতাম, তোমার এই ধরনের চাতুরীর জন্যে তোমাকে পার্টি-কার্ডটিকে টেবিলের উপরে জমা দিতে বাধ্য হতে হত।"

"কোন চাতুরী? কী বলছ তুমি বাজে কথা?" —দারুণ বিস্ময়ে কাঁধ দুটো বাঁকিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল দাভিদভ।

"অত সাধু সাজার চেষ্টা করো না! আমি কী বলছি, সেটা খুব ভালো করেই জানা আছে তোমার। আমাদের সমস্ত দল এখানে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দিয়েছি। গীর্জা বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব দু দু বার আমরা যৌথ চাষীদের সাধারণ সভায় আর গাঁয়ের সভায় উপস্থিত করেছি, আর তুমি কি করেছ? প্রত্যেক বারই তুমি আমাদের চাকায় একটা করে কাঠি গুঁজে দিয়েছ, এটাই করছ তুমি!"

"বলে যাও, কী ধরনের কাঠি, সেটা জানতে উৎসুক হয়ে উঠছি আমি।"

"কী ধরনের কাঠি?" —বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়েই বলে চলল পলিয়ানিৎসা। "প্রতি রবিবার বুড়ীদের গীর্জায় নিয়ে যাবার জন্যে যৌথ জোতের ঘোড়াগুলোকে তুমি ব্যবহার করে থাকো, এই-ই করো তুমি। আর

তারই ফলে আমাদের এখানকার বুড়ীরা আমার মুখে কাদা ছুঁড়ে মারে, সেটা মনে রেখ। ওরা বলে 'তুমি অমুক, তুমি তমুক, তুমি আমাদের গীর্জা বন্ধ করে দিয়ে সেখানে ক্লাব বানাতে চাও, কিন্তু গ্রিমিয়াকির চেয়ারম্যানের বুড়ীদের ধর্মবিশ্বাসের উপরে খুবই শ্রদ্ধা আছে। এমন কি সে নিজে এক রবিবার ঘোড়ার গাড়ি করে তাদের গীর্জায়ও পৌঁছে দিয়েছে"।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হো হো করে হেসে উঠল দাভিদভ।

"ব্যাপারটা তাহলে এই! এটাই হল গে তোমার ধর্মীয় কুসংস্কার আর তার জন্যে আমি অপরাধী? বেশ, ওটা তেমন কিছু একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার নয়।"

"তোমার কাছে ভয়ঙ্কর না হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে এর চাইতে আর খারাপ কিছু হতে পারে না সেটা মনে রেখ!" —তীব্রভাবে বলে চলল পলিয়ানিৎসা। "যৌথ চাষীদের চুষে খাও তুমি, তাই সবাইকে খুশি রাখার চেষ্টা করে থাকো। এদিকে তার ফলে আমাদের ধর্মবিরোধী প্রচার আন্দোলনকে ধ্বংস করে দাও। চমৎকার কমিউনিস্ট, বলতে হচ্ছে আমাকে! অন্যকে দোষ দেয়া হয় জোতদার-সুলভ অভ্যেস বলে আর নিজে যা করে বেড়াচ্ছ সেটা কি তা শয়তানই জানে। তোমার রাজনৈতিক চেতনা কোথায় গেল? কোথায় তোমার বলশেভিক নীতি-বোধ আর ধর্মের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা?"

"একটু থামো হে নীতিবাগীশ বাচাল! ব্যাপারটা সহজভাবে দেখো! শোষণ করার মানে কি বলতে চাও তুমি? জানো কেন বুড়ীদের আমি দ্রোঝকিতে করে পাঠিয়েছিলাম? জানো আমার উদ্দেশ্য কি ছিল?"

"তোমার ওসব লম্বাচওড়া উদ্দেশ্যকে থোড়াই কেয়ার করি আমি! যত খুশি উদ্দেশ্য নিয়ে থাকো তুমি, কিন্তু আমাদের পুরুতদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যকে বানচাল করে দিতে এসো না। যা খুশি বলতে পারো আমাকে, কিন্তু জেলা কমিটিতে তোমার আচরণ সম্পর্কে আমি উত্থাপন করছি, সেটা মনে রেখ!"

"বেশ, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই, ভেবেছিলাম বুঝি তোমার আর একটু বেশি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে,"—একান্ত দুঃখিত মনে বলে বিদায় না জানিয়েই বেরিয়ে গেল দাভিদভ।

ষোলো

গ্রিমিয়াকি লগ-এ ফিরে আসতে আসতে ঠিক করল দাভিদভ যে জমি জবরদখলের বা খড় চুরির ব্যাপার নিয়ে ফৌজদারের কাছে মামলা রুজু করবে না। এ নিয়ে জেলা পার্টি কমিটিতে যাবারও ইচ্ছে নেই ওর। আসল কথা হচ্ছে গ্যাংউলদার রুক-এর এই অমীমাংসিত জমিটা সঠিক কাদের সেটা খুঁজে বের করা। আর সেটা সাব্যস্ত হলে পরে তখন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তিক্ত মনে পলিয়ানিৎসার সঙ্গের আলোচনা সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে করতে দাভিদভ নিজেই নিজেকে বোঝাতে লাগল: নমুনা বটে একখানা! উদ্ভিদ আর ঘরোয়া আরামের উপাসক! বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন লোক নয় ও। না আদৌ তা বলা যায় না ওকে। অধিকাংশ নির্বোধের মতো আসলে ও একটা ধোকা-চালাক। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে ওর সঙ্গে...। নিশ্চয়ই ওর সম্মতি নিয়েই খড় পাচার করেছে ওরা। কিন্তু আসল কথা সেটা নয়। যেটা আসল জিনিস সেটা হচ্ছে ঐ খোঁটাগুলো। নিশ্চয়ই ওর নির্দেশে সেগুলো সরানো হয়নি। অতটা কখনো অগ্রসর হবে না। ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু ধরা যাক যদি ও জেনেও ব্যাপারটা সম্পর্কে চোখ বুজে রয়েছে, তখন? তাহলে সত্যিই সেটা খুবই খারাপ কথা! ওর যৌথ জোতের বয়েস মাত্র ছমাস। এরই মধ্যে ওরা যদি পড়শীর জমি দখল করতে শুরু করে, চুরি করে, তবে তো মুহূর্তে ওরা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে! এ তো নিছক ওদের সেই পুরানো ব্যক্তিগত জীবনের প্রথায় ঠেলে দেয়া—সেই যত পারো দখল করো মনোভাবে ফিরিয়ে নেয়া। না, সেটি চলবে না। যে মুহূর্তে সঠিকভাবে খুঁজে বের করতে পারব জমিটা কার, সেই মুহূর্তেই সোজা গিয়ে হাজির হব জেলা কমিটিতে। দিক ওরা আমাদের দুজনেরই খানিকটা মগজ ধোলাই করে। আমাকে দিক ঐ বুড়ীগুলোর ব্যাপারে, আর যৌথ চাষীদের মাথায় অনিষ্টকর ভাবধারা ঢুকিয়ে দেবার জন্যে দিক পলিয়ানিৎসাকে।

ঘোড়ার চলার একঘেয়ে দোলনিতে দাভিদভের চোখে ঢুল নেমে

এল। ঘুমের কুহেলীর ভিতরে হঠাৎ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল তুবিয়ানসকয়-এর বারান্দার সিঁড়ির উপরে দাঁড়ানো সেই থলথলে মোটা মেয়েটার ছবি। নিদারুণ বিরক্তিতে ওর ঠোঁট দুটো বেঁকে উঠল। ঝিমোতে ঝিমোতেই ভাবতে লাগল মেয়েটার দেহের চর্বি আর মেদের বাহুল্যের কথা।...এই গরমে নিশ্চয়ই ও দারুণভাবে হাঁস ফাঁস করে বেড়াচ্ছে, যথার্থ কথা! সঙ্গে সঙ্গেই অমনি ওর একান্ত বশংবদ স্মৃতি যেন তুলনা করার জন্যেই সনির্বন্ধ হয়ে উঠল। লুশকার বালিকাসুলভ ছিপছিপে নিটোল তনুশ্রী, চলার প্রাণময় সজীবতা, চমৎকার দুটি ভ্রূর তলা থেকে প্রণয় আর পরিহাসভরা অভিমত দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে উপর দিকে তাকিয়ে যে দুটি হাতে সে চাপড়ে চাপড়ে তার চুলগুলোকে সুবিন্যস্ত করে নিত। আচমকা যেন এক তীব্র আঘাতে দাভিদভের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। পিঠ টান করে সোজা হয়ে বসল জিনের উপরে। অসহনীয় বেদনায় কুঁচকে উঠল মুখ। রেগে চাবুকের ঘা মেরে ঘোড়াটাকে গ্যালপে ছুটিয়ে দিল।

ইদানিং কিছুকাল ধরে নির্মম স্মৃতি নিষ্ঠুর খেলা শুরু করে দিয়েছে ওর সঙ্গে। একান্ত অসময়ে—হয়ত কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলেছে, কিংবা গভীরভাবে চিন্তা করছে, অথবা স্বপ্নে—যাকে ও বৃথাই ভুলতে চেষ্টা করছে একান্ত মনে, সেই লুশকার ছবি এসে হানা দেয় ওর মানসপটে।

গ্রেমিয়াকিতে যখন এসে পৌঁছাল দাভিদভ তখন বেলা দুপুর। অস্ত্রোভনভ আর খাজাঞ্চি খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করছিল। কিন্তু দাভিদভ দরজা খুলতেই, ঠিক যেন সেনানায়কের আদেশে, ঘরময় নিস্তব্ধতা নেমে এল।

গরম ও পথশ্রমে ক্লান্ত দাভিদভ ডেস্ক-এর সামনে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "কি নিয়ে তর্ক হচ্ছিল? নাগুলনভ কি অফিসে এসেছিল?"

"না, সে আসেনি,"—একটু ঢোক গিলে জবাব দিল অস্ত্রোভনভ, আর সঙ্গে সঙ্গেই খাজাঞ্চির দিকে একটা দ্রুত দৃষ্টিনিক্ষেপ করল। —"আমরা তর্ক করছিলাম না সত্যি সত্যি কমরেড দাভিদভ, আপনি ধরে নিয়েছেন তাই। কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা, বেশির ভাগই জোতের সম্পর্কে। ভালো কথা তুবিয়ানস্কয়-এর লোকেরা ক আমাদের খড় ফেরত দিচ্ছে?"

"আরো বেশি চাইছে ওরা…। তোমার মতে জমিটা কাদের, ইয়াকভ লুকিচ?"

কাঁধ ঝাঁকাল অস্ত্রোভনভ।

"কার কে জানে, কমরেড দাভিদভ। ওটা আসলে একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। প্রথমতঃ ও জমিটা তুবিয়ানস্কয় গ্রামের অংশ হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। সে হচ্ছে বিপ্লবের আগে। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রের আমলে গ্যিউলদার মুক-এর উপরে অর্ধেকটা দেয়া হয়েছে আমাদের। কিন্তু গত জরিপে, ১৯২৬ সালে তুবিয়ানস্কয়-এর লোকদের আরো একটু পিছনে ঠেলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সীমানাটা যে কোথায় ঠিক করে ছিল তখন, সেটা আমার জানা নেই। কারণ আমার জমিটা ছিল বিপরীত দিকে। প্রায় বছর দুয়েক আগে তিতক ওখানে কিছুটা খড় কেটেছিল। তখনকার অবস্থায় সে অমনি অমনিই নিয়ে এসেছিল, না ছলচাতুরী করে কোনো গরিব চাষীর কাছ থেকে জমিটা কিনে নিয়েছিল তা বলতে পারব না, আমার জানা নেই সে কথা। আমার মনে হয় সবচাইতে ভালো হয় যদি জেলার আমীন কমরেড শপোর্তনয়কে এখানে আসার জন্যে ডেকে পাঠানো যায়। খুব তাড়াতাড়িই পুরনো ম্যাপ থেকে সীমানাটা কোথায় ছিল তা বের করে দিতে পারবে। ছাব্বিশ সালে সে-ই এখানে জরীপ করে ছিল, সে জানতে বাধ্য।"

আনন্দে হাত ঘসল দাভিদভ।

"তাহলে চমৎকার! শপোর্তনয় নিশ্চয়ই জানে জমিটা কাদের, কথাটা যথার্থ! আমি ভেবেছিলাম কোনো পরিদর্শক জরিপ-দল বুঝি বা জরিপ করে গিয়েছিল। যাও, এক্ষুনি গিয়ে শচুকারকে খুঁজে বের করে বল যে গাড়িটায় ঘোড়া যুতে জেলা কেন্দ্রে গিয়ে শপোর্তনয়কে নিয়ে আসে। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি তাকে।"

অস্ত্রোভনভ বেরিয়ে গেল। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই গোঁফের আড়ালে হাসতে হাসতে ফিরে এসে আঙুলের ইশারায় দাভিদভকে ডাকল: "এক মিনিটের জন্যে খড়ের গাদার কাছে আসুন। দেখে যান অদ্ভুত আশ্চর্য-জনক ব্যাপার।"

সমগ্র গাঁয়ের মতোই ব্যবস্থাপনার অফিস বাড়ির উঠোনটা নির্জীব মধ্যাহ্নের নিঝুম নিথরতায় আচ্ছন্ন, এক মাত্র যা গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতম গরম

দিনেই দেখা যায়। বাতাসে রোদে ঢলে পড়া ঘাসের গন্ধ আর তারই সঙ্গে আস্তাবলের ওদিক থেকে ভেসে আসছে শুকনো ঘোড়ার গুয়ের দুর্গন্ধ। কিন্তু দাভিদভ যখন এসে খড়ের গাদায় ঢুকল ওর নাকে এসে লাগল সদ্যকাটা ঘাসের মাতাল করা সৌরভ। ঘাসগুলোর ডগা শুকিয়ে গেছে তবুও রয়েছে ফুলের সমারোহ। এক মুহূর্তের জন্যে দাভিদভের মনে হল যেন স্তেপে এই মাত্র গড়ে তোলা একটা মধুর গন্ধভরা খড়ের পালার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সন্তর্পণে অস্ত্রোভনভ দোরের দুটো পাল্লার একটা ঠেলে খুলে দিয়ে দাভিদভের ঢোকার জন্যে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে বলল: "এই দুগ্ জোড়ার দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখুন। ভাবতেই পারবেন না যে এক ঘণ্টা আগে দুটিতে মরণ লড়াই লড়েছিল। মনে হয় ঘুমের সময়ে ওদের ভিতরে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।"

অন্ধকারে চোখ দুটো অভ্যস্ত হতে হতে প্রথমটায় দাভিদভ গোলাঘরের মাঝখানে অসতর্ক অবস্থায় ফেলে রাখা একটা খড়ের স্তূপের উপরে ছাদের ফাটল দিয়ে নেমে আসা এক ফালি রোদ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় নি। তারপর খড়ের গাদার উপরে শুয়ে থাকা ঠাকুদা শচুকারের দেহটা দেখতে পেল আর তারই পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ত্রোফিম।

"সারা সকাল ঠাকুদা শচুকার লাঠি নিয়ে ছাগলটাকে তাড়া করে বেরিয়েছে আর এখন দেখ কেমন এক সঙ্গে শুয়ে আছে দুটিতে মিলে।" গলা খাটো করার প্রয়োজনের ধার না ধেরেই বলে উঠল অস্ত্রোভনভ।

ফলে ঠাকুদা শচুকারের ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু তার কনুই তোলার আগেই ত্রোফিম গুলির মতো ছিটকে চার পায়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল মাটির উপরে, তারপর মাথা নুইয়ে ভয়ঙ্করভাবে যুদ্ধার্থে দাড়ি নাড়তে শুরু করল।

"দেখছ তো ভালো মানুষেরা, এটা কী রকমের একটা শিংওয়ালা শয়তান?" যুদ্ধোৎসুক ত্রোফিমকে ইশারায় দেখিয়ে কাঁপাকাঁপা ক্ষীণ গলায় বলল শচুকার। "রাতভোর খড়গুলোর ভিতরে ঘুরঘুর করে বেড়িয়েছে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করেছে, হেঁচেছে আর দাঁত কড়মড় করেছে। এক মুহূর্তের জন্যেও আমাকে দু চোখ এক করতে দেয়নি ব্যাটা সর্বনাশা জানোয়ার। সকালে কতো বার লড়াই করেছি আমি ব্যাটার সঙ্গে আর ওর মাথায় ঢুকল কিনা এখানে উঠে ঘুমোবার! ব্যাটা নেহাত শয়তানের হাতে গড়া—ঠিকই তাই! আর এখন দেখ ঘুম থেকে উঠেই আবার লড়াইয়ের জন্যে তৈরি

হচ্ছে, ব্যাটা সর্বনাশা! এমন একটা উৎপীড়নের ভিতরে কি করে বাস করা যায় বলো? এর ফল হচ্ছে হত্যা, হাঁ ঠিকই তাই হবে। হয় আমি ওকে খুন করব নয় ও আমার পেটটা ফাসিয়ে দেবে ওর শিং দুটো দিয়ে আর সেটাই হবে ঠাকুর্দা শচুকারের শেষ বিদায়। মোদ্দা কথা, এই শিংওয়ালা শয়তানটার পাল্লায় পড়ে যারই হোক দুজনার একজনের চরম পরিণতি ঘনিয়ে আসছে। যে কোনো এক দিন উঠোনে একটা মড়া পড়ে থাকবে।”

হঠাৎ ঠাকুর্দা শচুকারের হাতে একটা চাবুক এসে গেল। কিন্তু সেটা তোলার আগেই দ্রুত দুটো লাফ মেরে গোলাঘরের অন্ধকার কোনের ভিতরে সরে গেল ত্রোফিম তারপর উদ্ধতভাবে ক্ষুর দাপাতে দাপাতে জ্বল্‌জ্বলন্ত দুটো চোখ মেলে শচুকারের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চাবুকটা পাশে রেখে দিয়ে বৃদ্ধ বিষাদভরা অন্তরে মাথা নাড়তে লাগল।

“দেখলে, কী চালাক ওটা? একমাত্র এই চাবুকটা দিয়ে ওকে আমি দূরে রাখতে পারি! কিন্তু সব সময়ে তো আর পেরে উঠি না, কেননা ঐ জন্তুটা এমন সব জায়গায় আমার জন্যে ওত পেতে বসে থাকে যেখানে আদৌ ওকে আশা করা যায় না। চব্বিশ ঘণ্টা তাই আমাকে এই চাবুকটা হাতে করে রাখতে হয়। ওটাকে এড়িয়ে এক পা-ও চলার জো নেই আমার। যেখানে চাও না যে ও আসে, সেইখানটিতেই ঠিক এসে ও হাজির হয়ে যায়। যেমন ধরো কালকের ব্যাপার। একটা মস্ত বড়ো জরুরী দরকার সেরে নেয়ার তাগিদে খামারবাড়ির পিছনের দিকের একটা কোনাকাঞ্চি খুঁজে নিতে হয়েছিল আমাকে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম— আশপাশে কোথাও ছাগলটা নেই। বেশ, মনে মনেই বললাম আমি, প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এর জন্যে, ত্রোফিম সম্ভবতঃ ঠাণ্ডায় কোথাও বিশ্রাম নিচ্ছে, কিংবা হয়ত রুচিকর ঘাস পেয়ে উঠোনের বাইরে কোথাও চরে বেড়াচ্ছে। তাই বেশ খুশি মনেই আমি খামারের পিছনে চলে গিয়ে যেই না আরাম করে বসেছি, ব্যস, তক্ষুণি দেখি ও আসছে। এক পাশে ঘাড় বাঁকিয়ে শয়তানটা আমার দিকে সোজা করে তেড়ে এসে প্রায় আমার পাঁজরার উপরে ঢুঁ মারছিল আর কি। ব্যাপারটা সুবিধের নয়, বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়াতেই হল আমাকে। চাবুকটা দিয়ে তাড়িয়ে যেই মাত্র আবার বসেছি, বুঝলে, দেখি কোণের দিকে ঘুরে পেছন থেকে আবার এগিয়ে আসছে। এমনি করে অনেক বার আক্রমণ করল আমাকে! আমার সমস্ত

চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল! কী জীবন, আঃ! পায়ে বাত আছে আমার। তাছাড়া তেমন অল্পবয়েসীও নই যে কুচকাওয়াজের ময়দানে নতুন ভর্তি সৈনিকের মতো হাঁটু ভেঙে আর সোজা করে ওঠবোস করতে পারি। আমার পা কোমরে হুচ ফোটে। বলতে গেলে ঐ ত্রোফিমের জন্যেই আমার স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে: তাছাড়া বেঘোরে কোথাও যদি আমি মরেও পড়ে থাকি তবুও আশ্চর্য হবো না। ঈগল পাখির মতো সারা দিনভর আমি উড়ে এসে বসতে পারতাম, কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই কাউকে আমার বগলে হাত দিয়ে তুলে দাঁড় করিয়ে দিতে বসতে হবে। ঐ শয়তান ত্রোফিম আমাকে এই লজ্জাকর অবস্থার ভিতরে টেনে এনে ফেলছে! বাঃ!"

দারুণ রেগে গিয়ে থুথু ফেলল শচুকার, তারপর আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে আর গাল পাড়তে পাড়তে খড়গুলোর ভিতরে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে লাগল।

"সভ্য হয়ে চলা উচিত তোমার। আর খামারের চতুর্দিকে হামাগুড়ি দিয়ে না বেড়িয়ে পায়খানা ব্যবহার করা উচিত।"

—হাসতে হাসতে পরামর্শ দিল দাভিদভ।

বিষাদভরা দৃষ্টিতে শচুকার ওর মুখের দিকে তাকাল তারপর একটা অসহায় ভঙ্গি করল।

"পারি না আমি! আমার আত্মা সায় দেবে না। তোমাদের মতো শহুরে মানুষ নই আমি। সারাটা জীবন খোলা হাওয়ায় আমি আমার প্রয়োজন সারতে অভ্যস্ত। হাওয়া থাকা চাই আমার চারদিকে। এমন কি ভয়ঙ্কর শীতের তুষারের ভিতরেও আমাকে তাড়া করেও তুমি তোমাদের ঐ একটা কুত্তার খুপরিতে ঢোকাতে না। কেননা, যেই আমি তোমাদের ঐ কোনো একটা উপযুক্ত জায়গায় গিয়ে ঢুকব অমনি ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধে মাথা ঘুরে উঠবে, মূর্ছা যাবার মতো মনে হবে।"

"বেশ, তা যদি হয় সে ক্ষেত্রে আমার করার কিছুই নেই। নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে তোমাকে। কিন্তু এখন গিয়ে বড়ো গাড়িটায় ঘোড়া জোতো, তারপর শহরে গিয়ে আমিনকে নিয়ে এস এখানে। ভীষণ জরুরী দরকার তাকে আমাদের। লুকিচ, শোপর্তনয়-এর বাড়িটা কোথায় জানো তুমি?"

জবাব না পেয়ে দাভিদভ ঘুরে তাকাল, কিন্তু অস্ত্রোভনভের চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও। শ্চুকারের তৈরি হতে কতক্ষণ লাগবে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সেটা জানতে পেরে সে নিজেই আস্তাবলে চলে গেছে ঘোড়া জুততে।

"এই মুহূর্তে শহরে যাবার জন্যে আমি প্রস্তুত হতে পারি, সেটা কিছু নয়," বলল ঠাকুর্দা শ্চুকার। "কিন্তু শুধু একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বলো দাভিদভ। আগেকার কুলাকদের জন্তুগুলো তাদের পুরানো মনিবদের স্বভাব পেয়ে বসেছে কেন? কেন ওগুলো এমন ভয়ানক অনিষ্টকর আর ধূর্ত? উদাহরণ হিসেবে ঐ শয়তান ত্রোফিমকেই ধরো। সব সময়ে আমার উপরে ওর শক্তি পরীক্ষা না করে কেন একটি বারের জন্যেও ও, যেমন ধরো, ইয়াকভ লুকিচকে গুঁতিয়ে জিভ বের করে দেয় না? কারণ, ওর গায়ে ওর নিজের কুলাক জাতের গন্ধ পায়। আর সেই জন্যেই ওটা ওকে না ছুঁয়ে তার বদলে ওর যত রাগবিদ্বেষ সব ঝাড়ে আমার উপরে।

"কিংবা আগের দিনের কুলাকের গোরুগুলোকেই ধরো না কেন। তাদের আগের দিনের আদরের মনিবানীকে যতটা পরিমাণ দুধ দিত যৌথ জোতের গয়লানীকে কিছুতেই ততটা দুধ দেবে না। হতে পারে এটা ঠিক যে আগের মনিবানীরা ওদের বিট পালং এবং অন্যান্য সব মুখরোচক জিনিস খেতে দিত আর এদিকে গয়লানী শুধু মুখের সামনে এক মুঠো ছাতা পড়া খড় ফেলে দিয়ে পালানের তলায় বসে দুধ আসার খোয়াব দেখতে দেখতে অপেক্ষা করে বসে থাকে।

"আগেকার কুলাকদের কুকুরগুলোকেই দেখ না কেন। বেছে বেছে কেবলমাত্র গরিব আর ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরা লোকদের দেখলেই কেন তাড়া করে। যেমন এই আমাকে? খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা। মাকারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কথাটা। সে বলল: 'এটা শ্রেণী-সংগ্রাম'। কিন্তু এখানে শ্রেণী-সংগ্রামটা এল কি করে এর ভিতরে সেটা বুঝিয়ে বলল না। একটু হেসে নিজের কাজে চলে গেল। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, যদি পথের প্রত্যেকটা কুকুর দেখে বারবার ঘাড় না ফিরিয়ে গাঁয়ের ভিতরে চলে ফিরে বেড়াতে নাই পারলাম তো জাহান্নামে যাক অমন শ্রেণী-সংগ্রাম! অভিশপ্ত জন্তুগুলোর গায়ে তো আর লেবেল মারা নেই যে কোনটা সৎ আর কোনটা সেই সম্পত্তিচ্যুত শুয়োর লোকগুলোর বেওয়ারিশ

জীব তা চেনা যাবে, যাবে কি? কিন্তু দেখে শুনে কোনো রকমে যদি মনে হয় ওটা কুলাক, তাহলে মাকারের কথামতো, ওটা আমার শ্রেণীশত্রু। এ-ক্ষেত্রে কী করতে হবে আমাকে? ওটাকে সম্পত্তিচ্যুত করতে আরম্ভ করলে, গায়ের পশমী কোটটা খুলে নিতে হবে জ্যান্ত অবস্থায়, তাই কি? অসম্ভব! তার আগে সে-ই তোমার গায়ের চামড়া খুলে নেবে, এতটুকুও বাজে কথা নেই এর ভিতরে। সুতরাং কথাটা খুবই স্পষ্ট। প্রথমে ঐ শ্রেণীশত্রুটাকে খতম করতে হবে তোমাকে, তারপর হাত বাড়াবে তার গায়ের পশমী কোটটার দিকে। আর সেই পরামর্শই দিয়েছিলাম আমি মাকারকে একটা প্রস্তাবের ভিতর দিয়ে: 'তাতে করে', সে বললে, 'গাঁয়ের অর্ধেকগুলো কুকুরকেই ফাঁসী লটকাতে হবে তোমাকে, বুড়ো বেকুব!' কিন্তু কে যে বেকুব, সেটাই জানা নেই আমাদের, আর সেটাই হচ্ছে গিয়ে প্রশ্ন। আমার মতে মাকারের নিজের স্ক্রু-ই একটু ঢিলা, আমার নয়...।

"সরবরাহ দপ্তর কি পাকা চামড়া তৈরি করার জন্যে কাঁচা মাল হিসেবে কুকুরের চামড়া নেয়? নিশ্চয়ই নেয়! তাহলে ভূতপূর্ব কুলাকদের কতো কুকুর বেওয়ারিশ অবস্থায় বা বিনা কারুর তত্ত্বাবধানে দেশময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে? লক্ষ লক্ষ! তাহলেই ধরো যদি সেগুলোর চামড়া খুলে নিয়ে পাকা করা যায় আর লোমগুলোকে মোজা তৈরির কাজে লাগানো যায় তাহলে কী পাবে তুমি? এর ফল হবে রুশিয়ার অর্ধেক মানুষ ক্রোম লেদারের বুট পরতে পারে আর প্রত্যেকটি মানুষ যারা কুকুরের লোমের মোজা পরবে তারা তাদের বাকি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত বাতের রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। বহুদিন আগে এ দাওয়াইয়ের কথাটা শুনেছিলাম আমি আমার ঠাকুরমার কাছে, ঠিকই, আর যদি জানতে চাও তো শোনো এর চাইতে ভালো দাওয়াই আর নেই। কিন্তু কথায় কাজ কি, নিজেই আমি বাতের যন্ত্রণায় ভুগতাম, আর একমাত্র ঐ কুকুরের লোমের মোজার জন্যেই বেঁচে গেছি। তা না হলে অনেক দিন আগেই আমাকে চার হাত পায়ে হামা দিয়ে চলতে হত।"

"আজ শহরে যাবার মতলব আছে কি তোমার ঠাকুর্দা?"—জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু বাগড়া দিও না, তোমার কাছে যা কিছু

বলার আছে আমার শোনো। কুকুরের চামড়া কাজে লাগাবার আমার সেই বিরাট পরিকল্পনার কথাটা—এ থেকে সরকার আর বিশেষ করে আমি নিজে যে কি অঢেল টাকাই না পাবো, ভেবে ভেবে দু রাত ঘুমই হয়নি আমার। আমার হাত দুটো যদি এমন ভাবে না কাঁপত তা হলে নিজেই আমি আমার এ ব্যাপার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে লিখতাম। এর ভিতর থেকে যে কিছু একটা আসতে পারে তা জানতে পারতে না কোনোদিন। আমার এই মানসিক প্রচেষ্টার জন্যে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু একটা পেতেও পারতাম আমি। কিন্তু পরে ঠিক করলাম যে ব্যাপারটা সম্পর্কে বলি গিয়ে মাকারকে। আমি লোভী নই। তাই গেলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে আর সব কিছু বললাম গিয়ে ওকে। 'মাকার, পুরানো দোস্ত,' বললাম আমি, 'আমি বুড়ো মানুষ, পয়সা বা পুরস্কার কোনো কিছুরই দরকার নেই আমার এ থেকে, কিন্তু তোমার বাকি জীবনটায় তোমাকে আমি সুখী করে যেতে চাই। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমার এই পরিকল্পনাটা লিখে জানাও, যুদ্ধে যেমন একখানা মেডেল পেয়েছিলে তেমনি এত বড়ো একখানা মেডেল দেবে ওরা তোমাকে। কিন্তু বদলে যদি ওরা তোমাকে নগদ কিছু দেয় তাহলে ন্যায্য মতো সে টাকাটা আমরা দুজনে ভাগ করে নেবো। যদি তুমি চাও তবে তুমি একটা মেডেলের জন্যেই বলতে পারো, কিন্তু আমার একান্ত যা দরকার তা হচ্ছে একটা গোরু কিংবা নিদেন একটা বকনা বাছুর কেনার মতো কিছু টাকা। তাহলেই আমার পক্ষে ঢের, অন্য কেউ যদি হত, দু হাঁটু গেড়ে বসে ধন্যবাদ জানাত আমাকে। কিন্তু মাকার, সে-ও অবশ্য ধন্যবাদ দিল আমাকে ঠিকই…। চেয়ার ছেড়ে কি ভাবেই না লাফিয়ে উঠেছিল! কী ভীষণ-ভাবেই না গালাগাল দিতে লাগল আমাকে! 'যত বুড়ো হচ্ছ ততই তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে!' চিৎকার করে খেঁকিয়ে উঠল আমার উপরে। 'মাথা তো নয় তার বদলে একটা শূন্য ঘট রয়েছে তোমার ঘাড়ের উপরে'। একটা একটা কথা বলে আর অমুক তমুক নানাভাবে গালিগালাজ করে। গালির চোটে ঘরের হাওয়া পর্যন্ত এত ভারি হয়ে উঠল যে তার মধ্যে একটা মাছি পর্যন্ত বাস করতে পারে না। আমার বুদ্ধিশুদ্ধির উপরে মন্তব্য করা! তা আমি বলব, সেটা ভালোই লাগে আমার! বলার দিক থেকে খুবই চমৎকার ত! ও নিজেকে খুবই চতুর মনে করে! ঠিক যেন

সেই রকম, নিজেও ভোগ করবে না, অপরকেও ভোগ করতে দেবে না! সুতরাং, ওর ঘাম মরার অপেক্ষায় বসে রইলাম আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম, খানিকক্ষণ নেচেকুঁদে নিক। শেষ পর্যন্ত চেয়ারটার উপরে যেমন করে বসেছিল তেমনি করেই আবার বসতে হবে ওকে।

"তারপর, গালমন্দ করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেচারা মাকার হাঁপিয়ে উঠল, জিজ্ঞেস করল: 'হয়েছে যথেষ্ট?' তখন আমিও রেগে উঠলাম ওর ওপরে, যদিও চিরকাল আমরা দুজনে প্রাণের বন্ধু। বললাম, 'গাল পাড়তে পাড়তে যদি তোমার হিক্কা উঠে থাকে তো একটু দম নিয়ে নাও আমি অপেক্ষা করছি। তারপর আবার গোড়া থেকে শুরু করো। বসে থাকবো আমি। তেমন কোনো তাড়া নেই আমার! কিন্তু এসব নিরর্থক গালাগাল কিসের জন্যে, মাকার, পুরানো দোস্ত? আমি চাই তোমাকে সাহায্য করতে। কেন, আমার এই পরিকল্পনার জন্যে গোটা রুশিয়ার কাগজে কাগজে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে এমনভাবে ধাক্কা দিয়ে দোরটা খুলে ফেলে বাইরে বেরিয়ে গেল যেন আমি ওর ব্রিচেস-এর ভিতরে ফুটন্ত জল ঢেলে দিয়েছি!

"সন্ধেয় গেলাম স্কুলমাষ্টার শাদিনের কাছে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে। হাজার হোক, সে একটা শিক্ষিত লোক তুমি জানো। সব কিছু বললাম তার কাছে আর অভিযোগও করলাম মাকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করো আমাকে তো বলি, এই সব পণ্ডিত লোকদের মাথায় কোথায় যেন একটা স্ক্রু ঢিলা আছে আর সেটা আবার বেশ বড়ো স্ক্রু! জানো কী বললে সে আমাকে? মুখ ভার করে বললে: 'সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তিরাই তাদের মতবাদের জন্যে দুর্ভোগ ভুগেছেন, সুতরাং তোমাকেও তেমনি ভুগতে হবে ঠাকুর্দা।' চমৎকার প্রবোধ দেয়া, কি বলো? ও লোকটা শিক্ষক নয় একটা ক্যাড! দুর্ভোগের প্রয়োজনটা কি আমার? একটা গোরু আমার হাতের মুঠোর মধ্যে প্রায় এসে গিয়েছিল আর কি, কিন্তু এখন আর তার লেজটাও চোখে দেখতে পাচ্ছি না…। আর সব হল কিনা শুধু মাকারের বিরোধিতার জন্যে! আবার বন্ধু বলে নিজেকে, মরুকগে পচে! তাছাড়া, ওরই জন্যে ঘরেও অশান্তি ছাড়া আর শান্তির নাম গন্ধও নেই…। গর্ব করে বলেছিলাম আমি আমার বুড়ীটার কাছে যে আমার মাথা খেলানোর জন্যে ঈশ্বর হয়ত একটা গোরু

পাঠিয়ে দেবেন মোদের ঘরে। খানিকটা আশা! আর এখন কিনা বুড়ীটা রাত দিন লোহাকাটা করাতের মতো আমাকে দাঁতে কাটছে : কৈ, গোরু কোথায় গেল তোমার ? তোমার গাল-গপ্পের আর একখানা!' ওর সব রকমের নির্যাতনও সহ্য করতে হচ্ছে আমাকে। সমস্ত বিখ্যাত লোকদের যদি নির্যাতন সহ্য করতে হয়ে থাকে তবে আমার মনে হয় আমি হচ্ছি তাদের মধ্যে সেরা।"

"সুতরাং আমার এমন ভালো পরিকল্পনাটা বৃথাই মাঠে মারা গেল। তবুও এ ব্যাপারে তুমি কি করতে পার বল তো ? যাই কিছু বল না কেন, নিজের মাথা তো আর তুমি নিজে লাফিয়ে ডিঙোতে পারো না, পারো কি ?"

দোরের খুঁটির ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে হাসছিল দাভিদভ। প্রত্যুত্তরে একটি কথাও বলছিল না। একটু ঠাণ্ডা হতেই শচুকার ধীরে সুস্থে বুট পরতে শুরু করল। দাভিদভের দিকে আর কোনো লক্ষ্য না দিয়েই আপন মনে তার কাহিনী বলে চলল :

"কিন্তু কুত্তার লোমের মোজা বাতের মোক্ষম দাওয়াই! গত বছর গোটা শীতকালভোর পরেছি আমি, একটি বারের জন্যেও খুলিনি পা থেকে। যদিও বসন্তকালে পা দুটো প্রায় পচে উঠেছিল, আর কুকুরের গায়ের গন্ধের জন্যে বুড়ীটাও বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছিল আমাকে তবুও বাত সেরে গিয়েছিল আমার। আর মুরগীর চার পাশে মোরগ যেমন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়ায় একটা গোটা মাসভর তেমনি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়িয়েছিলাম। কিন্তু এসব করে লাভটা কি হল ? কিছু না। কেন না, আমি এমন বেকুব যে বসন্তকালে পা দুটোকে আবার ভেজালাম, আর তাতেই আবার ভুগতে হল। কিন্তু বেশি দিন থাকবে না এটা। এ রোগটাকে তেমন ভয় পাই না আমি। যে মুহূর্তে একটা লম্বা রোঁয়া-ওয়ালা ভালো শান্ত কুকুর ধরতে পারব, তাকে চেঁছে নেবো, আর সঙ্গে সঙ্গেই আমার বাত বিদ্যুতের আলোর মতোই আবার পালিয়ে যাবে। এখন আমি কেমন করে চলি দেখ তো। যেন পেট ঠেসে যব খাওয়া একটা খোজা করা ঘোড়ার মতো। কিন্তু যেই মাত্র আমি আমার দাওয়াই মোজা পড়বো অমনি আবার জোয়ান ছেলের মতো তড়বড় করে চলতে শুরু করে দেব। শুধু মুস্কিল হচ্ছে এই যে আমার বুড়ীটা আর কুত্তার লোমে সুতা কেটে মোজা বুনে দেবে না আমাকে। কুত্তার গায়ের

গন্ধে তার মাথা ঘোরে আর চুরকায় বসলে দম আটকে আসে। প্রথমে ঢেকুর তুলতে শুরু করে তারপর ওক পারতে পারতে এক সময়ে বমি করতে শুরু করে দেয়। পেটের ভিতরের সব কিছু বেরিয়ে আসে। সুতরাং ভগবান ওর ভালো করুক, আমি ওকে একাজ করতে জবরদস্তি করি না। নিজেই আমি লোমগুলো ধুই, রোদে শুকাই, সুতা কাটি তারপর মোজা বুনে নিই। প্রয়োজন, বুঝলে বাছা, যে কোনো নোংরা কাজও শিখতে বাধ্য করে।

"কিন্তু এতো কেবল বিপদের আধখানা মাত্র। আসল কথা আমার বুড়ীটা হচ্ছে বিষাক্ত সাপ আর শকুনের মিশ্র রূপ। গত গ্রীষ্মকালে দারুণ ব্যথা হল আমার পায়ে। কি করি তখন? আর সেই সময়ে মনে পড়ে গেল আমার কুকুরের লোমের মোজার কথা। তাই একদিন সকালে পড়শির কুত্তিটাকে লোভ দেখিয়ে বারান্দায় ডেকে নিয়ে এলাম। শুকনো রুটির ছিলকার লোভ দেখিয়ে ছিলাম। তারপর খাঁটি নাপিতের মতো ওর গায়ের লোমগুলো সব কামিয়ে নিলাম। কেবল মাত্র দু'কানে আর লেজের ডগায় কিছু কিছু লোম রেখে দিলাম চেহারার খাতিরে। যাতে করে মাছি তাড়াতে পারে। বললে না বিশ্বাস করবে, ওর গা থেকে ষোল পাউণ্ড পশম পেয়েছিলাম আমি!"

মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে প্রায় দম আটকে এল দাভিদভের, গোঁ গোঁ করতে করতে বলল: "একটা কুকুরের পক্ষে বড্ড বেশি শোনাচ্ছে না?"

কিন্তু এর চাইতে ঢের ঢের বিশ্রী প্রশ্নেও কখনো ঘায়েল করতে পারেনি ঠাকুর্দা শ্চুকারকে! নিতান্ত অবহেলায় কাঁধ ঝাড়ল শ্চুকার, তারপর দরাজ হাতেই বেশ খানিকটা বাদসাদ দিয়ে দিল। "বেশ, হয়তো কিছুটা কম-সম হতে পারে, ধরো দশ কি বারো পাউণ্ড, আমি তো আর ওজন করিনি। কুত্তিটার গায়ে এমন পশমী রোঁয়া ছিল, ঠিক যেন একটা মেরিনো ভ্যাড়া! ভাবলাম, যে পশম পাওয়া গেছে ওর গা থেকে তাতে আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মোজা হয়ে যাবে। কিন্তু না, তা হল না। মাত্র এক জোড়া মোজা বুনলাম কোনো রকমে আর বুড়ীটা বাকি সব লোমগুলো নিয়ে গিয়ে উঠোনে পুড়িয়ে দিল। বৌ তো নয় ওটা, একটা মানুষ খেকো বাঘ! ঐ অভিশপ্ত ত্রোফিমটার মতোই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক।

ও আর ত্রোফিম একই জাতের, ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি, ঠিকই তাই। এক কথায়, ও আমার সবটা উলের যোগান পুড়িয়ে দিয়ে ধ্বংস করল আমাকে! আর কিনা কুত্তিটাকে কামিয়ে নেবার সময়ে শান্ত রাখার জন্যে মস্ত এক থলে রুটির ছিলকা খরচ করতে হয়েছিল আমাকে। হাঁ, ব্যাপারটা ঘটেছিল তাই-ই।

"কিন্তু কুত্তিটাও তেমন ভাগ্যবতী ছিল না। কামানোর পরে আমার কাছ থেকে ছুটে চলে গেল। লোমের বাড়তি বোঝা থেকে মুক্ত করে দেয়ার জন্যে মনে হল বেশ খুশীই হয়ে উঠেছে। এমন কি আনন্দে লেজের ডগার গোছাও নাড়ছিল আর তারপর ছুটে গেল নদীতে। জলের মধ্যে যেই মাত্র সে তার নিজের ছায়া দেখতে পেল অমনি লজ্জায় গোঙাতে আরম্ভ করল। লোকেরা পরে বলেছে আমাকে যে নদীর এদিক থেকে ওদিকে ছোটাছুটি করে বেড়িয়েছে কুত্তিটা যেন চাইছিল ডুবে মরতে। কিন্তু আমাদের নদীটাতে জল তো চড়ুইর গা ডোবানোর মতো অঢেল। তাছাড়া কুত্তিটার কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে পড়ারও ইচ্ছে ছিল না, ততটা চতুর চালাকও নয় সে দিক থেকে? যাই হোক একটা জন্তু তো বটে, বলতে গেলে একটা পোকা। মাথায় এইটুকু একটুখানি মগজ, মানুষের মগজের মতো তো আর নয়।

"তারপর, তিনদিন ধরে আমাদের পড়শীর চালার নিচে মাথা গুঁজে কেঁউ কেঁউ করল, চালাটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল না। বোধ হয় ওর লজ্জা ওকে এতটা মনমরা করে দিয়েছিল। ঐ অবস্থায় জনসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জা পাচ্ছিল। তাই অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত সে গাঁ ছেড়েই একেবারে গায়েব হয়ে রইল। তারপর যেই না আবার নতুন লোম গজালো, তখন ফিরে এল তার মনিবের কাছে। এমন লজ্জাশীলা কুত্তি ছিল ওটা। ঈশ্বরের নামে দিব্যি করে বলছি, অনেক মেয়েমানুষের চেয়েও বেশি লজ্জাশীলা!

"আর তখন থেকে ঠিক করলাম যে আর কখনো যদি আমাকে কোনো কুকুরের লোম ছাড়িয়ে নিতে হয় তো কখনো কোনো কুত্তির গায়ে হাত দেব না। ওদের বস্ত্র হরণ করে কুমারীসুলভ লজ্জায় আঘাত দেব না। কোনো একটা কুত্তা বেছে নেবো! ওদের তেমন লজ্জা সরমের বালাই নেই। ক্ষুর দিয়ে যে কোনো একটাকে কামিয়ে নাও, চোখের পাতাও নড়বে না একটু।"

"তোমার গাল গপ্প শেষ করবে ?"—বাধা দিয়ে বলে উঠল দাভিদভ। "অনেক দূর পথ যেতে হবে তোমাকে। ওঠো শিগ্গির, চলো!"

"এই এক মিনিট দাঁড়াও! জুতাটা পরে নি, তাহলেই তৈরি হয়ে যাবো। কিন্তু দোহাই প্রভুর, কথার মধ্যে কথা বলো না। তাহলে মনটা আমার অন্য দিকে চলে যাবে আর ভুলে যাবো কি সম্পর্কে বলছিলাম সে কথাটা। এখন, যা বলছিলাম, মাকার মনে করে আমাকে একটা গবেট, কিন্তু এটা তার ভয়ঙ্কর ভুল। আমার তুলনায় সে নিছক একটা মেয়েলি পুরুষ, মুরগীর ছানা! ব্যবসার কোনো অভিসন্ধি জানা নেই ওর। কিন্তু আমি হচ্ছি একটা বুড়ো ঘুঘু। আমার মতো বুড়ো ঘুঘুকে তুমি কিছু আর ঘুষ দিয়ে ভুলিয়ে ধরতে পারবে না, না সেটি পারছ না কিছুতেই। আমার বুদ্ধি খানিকটা যদি ধার নিতে তো তাতে মাকারের তেমন কিছু হানি ছিল না। আর সেই কথাটাই বলতে চাই আমি।"

এটা হচ্ছে ঠাকুর্দা শ্চুকারের নিত্যনৈমিত্তিক গপ্প-প্রিয়তার আক্রমণের একটি। রাজমিয়োৎনভের ভাষায় এটা যদিও শ্চুকারের 'শেষ করা' হলেও কিন্তু এখন ওকে থামানো শুধু যে কঠিন তা নয়, অসম্ভব। দাভিদভ সব সময়েই দয়া পরবশ হয়ে এই অভাগা বুড়োটার সঙ্গে খুবই সহৃদয়তার সঙ্গে ব্যবহার করে থাকে। তবুও সে ঠিক করল যে এবার ওর গপ্প থামিয়ে দিতে হবে।

"জিভটা সামলাও ঠাকুর্দা, একটু বিশ্রাম দাও ওটাকে। তোমাকে খুব একটা জরুরী কাজে শহরে যেতে হবে, আমীন শর্পোৎনয়কে নিয়ে আসার জন্যে। চেনো তুমি তাকে ?"

"শুধু তোমার ঐ শর্পোৎনয়কে কেন শহরের প্রত্যেকটা কুত্তাও আমার চেনা।"

কুকুর সম্পর্কে সত্যি সত্যিই তুমি একটি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, যথার্থ কথা। কিন্তু আমার দরকার শর্পেৎনয়কে। বুঝলে ?"

"বলে দিয়েছি তোমাকে, তাকে নিয়ে আসব আমি এখানে। গীর্জার দরজায় বিয়ের কনেটির মতো তাকে এনে হাজির করে দেব, এটা ঠিকই। কিন্তু কথার ভিতরে কথা বলে বাধা দিও না আমাকে। লোকের কথার মধ্যে কথা বলার এই ভয়ঙ্কর বদ অভ্যেসটা রপ্ত করলে কোথা থেকে। মাকারের চাইতেও খারাপ হয়ে উঠছ তুমি, সত্যিই তাই হচ্ছ তুমি দাভিদভ!

সে অন্ততঃ তিমোফেইকে গুলি করেছে। বীর কশাক সে। খুশি হলে সে আমার কথায় বাধা দিতে পারে। আর যা-ই হোক তাকে সম্মান করি আমি। কিন্তু কোন্ বীরত্বের কাজটা করেছ তুমি? কেন তোমাকে সম্মান করতে যাব আমি? কিছুনা, আদৌ কিছু না! যদি তুমি এখন তোমার রিভলবারটা বের করে ঐ শয়তান ছাগলটা, যে আমার জীবনটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারো, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তোমার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। মাকারের মতোই সম্মান করব তোমাকে। হাঁ একটা বীর বটে মাকার। সমস্ত বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছে সে আর এখন একান্ত মন দিয়ে শিখছে ইংরেজি ভাষা। আমার মতোই সব কিছু ভালোভাবে বোঝে সে। তাছাড়া মুরগীর ডাক সম্পর্কে সে একজন সেরা বিশেষজ্ঞ। এমনকি সে লুশকাকে পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়েছে, যাকে বেকুবের মতো তুমি পাখনা ঢাকা দিয়ে নিয়ে নিয়েছিলে। আর একটি গুলিতে সে ঐ বদমায়েস তিমোফেইর ভবলীলা শেষ করে দিয়েছে।"

"জুতাটা আর একটু জলদি করে পরতে পারছ না! কিসের জন্যে ঘোরাফেরা করছ?" অধৈর্য হয়ে বলে উঠল দাভিদভ।

"ফিতা বাঁধছি দেখতে পাচ্ছ না?" খড়ের ভিতরে গড়াগড়ি খেতে খেতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল ঠাকুর্দা শচুকার। "অন্ধকারে ফিতা বাঁধা শয়তানের কর্ম।"

"আলোতে বেরিয়ে আসছ না কেন?"

"যেমন করে পারি এখানে বসেই বেঁধে নেবো, হাঁ, কাজটা ঠিক আমার মাকারেরই মতো। নিজেই সে কেবল শিখছে না, আমাকেও শেখাচ্ছে..."

"কী?" হেসে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"সব রকমের বিদ্যে," এড়িয়ে গিয়ে জবাব দিল শচুকার। সব কিছু ভাঙিয়ে বলার ইচ্ছে নেই ওর। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেই আগের কথাটার পুনরাবৃত্তি করল: "বলছি সব রকমের বিদ্যে। বুঝেছ? এখন এই মুহূর্তে শিখছি বিদেশী শব্দ। কেমন মনে হচ্ছে?"

"তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। কোন বিদেশী শব্দ?"

"বেশ, তুমি যদি এতই মিবেট, তাহলে আর জিজ্ঞেস করার দরকার নেই!" প্রত্যুত্তরে বলল ঠাকুর্দা শ্চুকার। ক্রমেই বিরক্ত হতে শুরু করেছে আর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার জন্যে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চলেছে।

"মরা মানুষের গায়ে পুলটিশ লাগানোর যা দরকার, তোমার বিদেশী শব্দ শেখার দরকারও ঠিক ততটাই। আর একটু চটপটে হয়ে ওঠো, বুঝলে," তেমনি হাসতে হাসতেই অনুরোধ করল দাভিদভ।

ক্রুদ্ধ বেড়ালের মতো গাল পাড়তে শুরু করল শ্চুকার।

"একটু বেশি চটপটে! কথা বলার ঢঙ দেখ! পলাতক ধরতে গেলে তখন তোমাকে বেশি চটপটে হয়ে ওঠা দরকার। কিংবা রাত্রে অন্য লোকের বৌয়ের কাছ থেকে তার পেছু ধাওয়া করে আসা স্বামীর তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসার সময়ে...। চাবুকটা খুঁজে পাচ্ছি না আমার। মারীতে নিক ওটাকে! এই মাত্র হাতে ছিল আমার। আর এক্ষুনি হারিয়ে গেল, ডুবে গেল নিজে নিজেই। ঐ ছাগলটার জন্যে...। চাবুক ছাড়া এক পাও চলবার উপায় নেই আমার আঃ! প্রভুকে ধন্যবাদ, পেয়ে গেছি। আরে, আমার টুপিটা আবার গেল কোথায়? আমার টুপিটা দেখনি, দেখেছ দাভিদভ? আমার মাথার কাছেই যে পড়েছিল ওটা...। নাঃ মনটা দেখছি আমার চালুনীর মতো হয়ে উঠেছে আজকাল...তা বেশ, ধন্যবাদ প্রভুকে, টুপিটাও খুঁজে পেয়েছি। এখন কেবল মাত্র আমার কোটটা খুঁজে নেয়া যা বাকি, তাহলেই আমি তৈরি। ঐ নোংরা আত্মা ত্রোফিমটা নিশ্চয়ই গিয়ে মাড়িয়ে ওটাকে খড়ের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন সারাটা দিন বসে খুঁজে খুঁজে মরতে হবে আমাকে...। নাঃ, মনে পড়ে গেছে! কোটটা বাড়িতে রেখে এসেছি...এই দারুণ গরমে দরকারটাই বা কি ওটার? কেন আনতে গেলাম এখানে?"

দোরের পথে তাকাল দাভিদভ। দেখল ইতিমধ্যেই ইয়াকভ লুকিচ বড়ো গাড়িটায় ঘোড়া জুড়ে লাগাম ঠিক করছে। ঘোড়াগুলোকে চাপড়ে চাপড়ে কি যেন বলে চলেছে বিড়বিড় করে।

"ইয়াকভ লুকিচ গাড়িটা জুড়ে ফেলেছে আর তুমি এখনো তৈরিই হচ্ছ বসে বসে! তোমার বকবকানি থামাবে কখন, বুড়ো বাক্যবাগীশ? নিদারুণ বিরক্ত হয়ে বলে উঠল দাভিদভ।

গলা ছেড়ে গাল পেড়ে উঠল শ্চুকার আর অনেকক্ষণ ধরেই চালিয়ে গেল।

"এমন বিশ্রী দিন, জাহান্নামে যাক! শহরে যাওয়া সত্যি সত্যিই উচিত নয় আমার, আদৌ নয়। লক্ষণ মোটেই শুভ নয়! দেখ না কাণ্ড, টুপিটা খুঁজে বের করতে হল আমাকে, আর এখন তামাকের থলেটা কোথায় যেন হারিয়ে ফেললাম। এটা কি কোনো শুভ লক্ষণ? আমার তো মনে হয়, না। পথে বিপদ ঘটবে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত থেক…ব্যাপারটা দেখ, কোথাও তামাকের থলেটাকে খুঁজে পাচ্ছি না! ত্রোফিম ওটাকে গিলে খায় নি তো? আঃ, প্রভুকে ধন্যবাদ, পেয়ে গেছি, এখন যেতে পারি… কিন্তু কাল পর্যন্ত থাওয়াটা বন্ধ রাখলে কেমন হয়? লক্ষণগুলো সবই বিপক্ষে, যতদূর নষ্ট হতে পারে তাই…তাছাড়া বাইবেলেও লেখা আছে—ম্যাথুর কোন অধ্যায়ে তা অবশ্য ভুলে গেছি। কিন্তু তাতে আর কি এল গেল—বাইবেলে লেখা আছে: "যখন কোথাও ভ্রমণে বের হবে পথিক, আর লক্ষণ যদি অশুভ হয়, তবে ঘরে বসে থেকো, এক ইঞ্চিও এগোবে না।" এমতাবস্থায় কমরেড দাভিদভ, একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। আমাকে যেতে হবে, কি হবে না?"

"এক্ষুনি রওনা দাও ঠাকুর্দা!" কঠোর স্বরে বলল দাভিদভ। দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে আর কোনো প্রতিবাদ না করে খড়ের উপর থেকে পিছলে নেমে পড়ল শ্চুকার তারপর বার্ধক্যজনিত এলোমেলো পায়ে চাবুকটাকে পিছনে টেনে নিতে নিতে বার বার ঘাড় ফিরিয়ে অদ্ভুত ছাগলটার দিকে তাকাতে তাকাতে দোরের পথে বেরিয়ে পড়ল।

সতেরো

শেষ পর্যন্ত যখন ঠাকুর্দা শ্চুকারকে চলে যেতে দেখল, দাভিদভ ঠিক করল স্কুলে গিয়ে দেখে আসবে যে আগামী রবিবারের জন্য ওটাকে ঝকঝকে তকতকে করে তুলতে আরো কি কি করা দরকার। এছাড়াও চাইছিল গাঁয়ের স্কুল-মাস্টারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে। আর তারই সঙ্গে বসে মেরামতের জন্যে কি পরিমাণ ও কতোটা কি জিনিস প্রয়োজন এবং কখন কাজ শুরু করলে অনাবশ্যক তাড়াহুড়ো না করেও স্কুলের বছর শুরু হওয়ার

আগেই সব কিছু সম্পূর্ণভাবে সমাধান হতে পারে তারই একটা হিসেব নিকেশ করে নিতে।

গত কয়েক দিনে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছে দাভিদভ যে তার গ্রিমিয়াকি লগ-এ আসার পর থেকে এই প্রথম সব চাইতে বেশি কর্মচঞ্চল দিন এগিয়ে আসছে। এখনো ঘাস কাটা শেষ হয়নি, ইতিমধ্যেই ফসল কাটার সময় হয়ে এসেছে। শীতের সরষে দৃশ্যতই হলদে হয়ে উঠছে। যবও পেকে উঠেছে। দ্রুত বেড়ে উঠছে আগাছা। তাছাড়া যৌথজোতের সূর্যমুখী ফুল আর ভুট্টার মাঠ—আগের ব্যক্তিগত টুকরো টুকরো জমির তুলনায় যার আয়তন বিশাল, নীরব মৌনতায় নিড়ানোর দাবি জানাচ্ছে। গম কেটে গুদামজাত করারও আর বিশেষ তেমন দেরি নেই।

ফসল কাটা শুরু হবার আগেই আরো অনেক কিছু করার আছে। যতটা সম্ভব বেশি খড় গাঁয়ে নিয়ে আসতে হবে। মড়াইয়ের জায়গাটার মেঝে মাড়াইয়ের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। ভূতপূর্ব কুলাকদের খামার-বাড়িগুলো সরিয়ে এক জায়গায় নিয়ে আসার কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে। তাছাড়া যৌথজোতের একমাত্র বাষ্পীয় মাড়াই কলটাকে চালু অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। এ সব ছাড়াও দাভিদভের কাঁধে ছোট বড়ো আরো অনেক কিছু দায় দায়িত্বের বোঝা আছে যার প্রত্যেকটিই ওর নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দাবি রাখে।

সেকেলে মড়মড়ে সিঁড়ি বেয়ে দাভিদভ স্কুল ঘরের চওড়া বারান্দায় উঠে এল। দোরের সামনে সজীব শক্ত গড়নের টাটকা গরম মধুর মতো বছর দশেকের একটি মেয়ে পাশে সরে গিয়ে ওকে পথ করে দিল।

"তুমি কি ছাত্রী খুকি?" —কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"হাঁ," সাহসভরা সরব দৃষ্টি মেলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটি।

"মাস্টারমশাই কোথায় থাকেন?"

"তিনি বাড়িতে নেই। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নদীর ওপারে গেছেন বাঁধা-কপির ক্ষেতে জল দিতে।"

"কী পরিতাপ! ···আর কেউ নেই স্কুলে?"

"আমাদের দিদিমণি আছেন, লিউদমিলা সের্গেইয়েভনা।"

"কি করছেন তিনি ওখানে?"

হাসল মেয়েটি।

"পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। রোজ খাওয়ার পরে ওদের পড়ান।"

"সাহায্য করেন ওদের, তাই না?"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল মেয়েটি।

"এটাই হচ্ছে খাঁটি ব্যবস্থা!" আধা অন্ধকার বারান্দায় উঠে আসতে আসতে সায় দিয়ে বলে উঠল দাভিদভ।

লম্বা বারান্দার শেষ প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে শিশুকণ্ঠের কোলাহল। শূন্য ক্লাস-ঘরের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে যেতে পরম আগ্রহের সঙ্গে দেখতে দেখতে চলতে লাগল। শেষ ঘরটার সামনে এসে আধ-খোলা দোরের পথে দাভিদভ দেখতে পেল ঠেলে সরিয়ে আনা সামনের সারির ডেস্কগুলোর কাছে ডজনখানেক ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চার ভিড় আর তাদের মুখোমুখি বসে স্কুলের তরুণী শিক্ষিকা। বেঁটে তন্বী চেহারা, কাঁধ দুটো শীর্ণ, আর দারুণ ফর্সা। খাটো কোঁকড়া চুল। স্কুলের শিক্ষিকার বদলে ওকে দেখলে মনে হয় নেহাৎ অল্পবয়সী একটি কিশোরী।

বহুকাল পরে দাভিদভ একটা ক্লাসঘরে এসে ঢুকেছে। তাই এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে তার জীর্ণ টুপিটা হাতে করে দোরের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। সুদূর ছেলেবেলার সংক্ষিপ্ত স্মৃতি মেশানো অতীতের স্কুলের প্রতি শ্রদ্ধার এক সুমধুর আবেগ জেগে উঠল ওর অন্তরে।

প্রায় ভয়ে ভয়ে দোরটা ঠেলে খুলে দিয়ে একটু লাজুক কাশি কেশে, নিচু গলায় শিক্ষিকাকে জিজ্ঞেস করল:

"ভিতরে আসতে পারি?"

"আসুন," রিনরিনে কিশোরী কণ্ঠে জবাব দিল তরুণী।

ওর দিকে ফিরে তাকাতেই বিস্ময়ে ভ্রূ দুটি কপালে উঠে গেল। পরক্ষণেই চিনতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

"দয়া করে ভিতরে আসুন।"

আনাড়ির মতো নমস্কার করল দাভিদভ।

"শুভ দিন। বাধা দেয়ার জন্যে মাপ করবেন, মাত্র একটি মিনিট নেব আমি...ব্যাপারটা স্কুলবাড়ি মেরামত করার সম্পর্কে। ঘরের ভিতরটা একটু দেখতে চাইছিলাম আমি। তা একটু অপেক্ষা করতে পারি?"

স্কুলের ছেলেরা উঠে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে বিভিন্ন সুরে ওকে প্রতি অভিবাদন

জানাল। ওদের শিক্ষিকার দিকে তাকাল দাভিদভ। মুহূর্তে একটা চিন্তা ভেসে উঠল ওর মনে: আমিও সেই সেকালের ধনী, ভয়ঙ্কর চেহারা স্কুলের পৃষ্ঠপোষকদের মতোই…। এই শিক্ষিকা বাচ্চা মেয়েটি দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে লাল হয়ে উঠেছে। এমনভাবে অসময়ে এসে হাজির হলামইবা কিসের জন্যে?

মেয়েটি এগিয়ে এল ওর কাছে।

"দয়া করে ভিতরে এসে বসুন কমরেড দাভিদভ! কয়েক মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে আমার। আইভান নিকোলাইয়েভিচকে ডাকতে পাঠাবো?"

"কে তিনি?"

"আমাদের প্রধান শিক্ষক—আইভান নিকোলাইয়েভিচ শপিন। চেনেন না তাঁকে?"

"হাঁ, চিনি। ব্যস্ত হবেন না. আমি অপেক্ষা করছি। আপনি যতক্ষণ পড়াচ্ছেন ততক্ষণ আমি এখানে বসে অপেক্ষা করতে পারি?

"নিশ্চয়ই! বসুন, কমরেড দাভিদভ।"

দাভিদভের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে কথা বলে চলেছে তরুণী। কিন্তু তখনো অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দারুণভাবে লাল হয়ে উঠছে। এমন কি ওর কণ্ঠার হাড় দুটো পর্যন্ত গোলাপী হয়ে গেছে, আর কান দুটো রক্তিম।

এই একটা জিনিস যা দাভিদভ সহ্য করতে পারে না। পারে না তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে কোনো লাল হয়ে ওঠা মেয়েছেলের দিকে তাকালে নিজেও লাল হয়ে ওঠে। ফলে তার বিব্রতভাব আর অস্বস্তি বেড়ে যায়।

ছোট্ট একটা টেবিলের সামনে বসতে দেয়া চেয়ারটার উপরে বসে পড়ল দাভিদভ। আর তরুণী জানালার সামনে চলে গিয়ে তার ছাত্রদের অক্ষর ভাগ করে করে শ্রুতলিপি দিতে আরম্ভ করল।

"মা-মণি রান্না করছেন…লিখেছ ছেলেরা? তিনি আমাদের জন্যে খাবার তৈরি করছেন। করছেন-এর পরে দাঁড়ি দাও। আমি আবার বলছি…"

বাক্যটি দুবার করে লেখার পরে বাচ্চারা কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে দাভিদভের

দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগত। ইচ্ছাকৃত মর্যাদাভরা গাম্ভীর্যের সঙ্গে হাতের আঙুলগুলি উপরের ঠোঁটের ওপর এমনভাবে রাখল যেন গোঁফে তা দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করল ছেলেদের দিকে। মুচকি হাসল ছেলেরা। মনে হল হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু আগের মতোই অক্ষর ভেঙে ভেঙে শিক্ষিকা শ্রুতলিপি দিতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা ঝুঁকে পড়ল তাদের খাতার উপরে।

রোদ, ধুলা আর বদ্ধ বাতাসের গন্ধে ক্লাস-ঘরটা ভরপুর। উঠোনে জানালার নিচে লাইলাক আর আকাসিয়ার ঝোপ এতটুকুও ছায়া বিস্তার করেনি। বাতাসে পাতা আন্দোলিত হতেই ফোঁটা ফোঁটা সূর্যের আলো ঝরে পড়ছে গর্তবহুল ভাঙা মেঝের ওপর।

ভ্রূ কুঁচকে খানিকটা হিসেব করল দাভিদভ।

"অন্ততঃ দুটো কিউবিক মিটার দেবদারু তক্তা লাগবে কিছু কিছু মেঝের কাঠ বদলাবার জন্যে। জানালার কাঠের ফ্রেম ভালোই আছে। কিন্তু শীতের জন্যে বাড়তি কিছু যোগাড় করতে হবে। তাছাড়া এক পেটি কাচও কিনতে হবে। গুদামে বাড়তি কাচের পরকলা নেই মনে হচ্ছে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে রয়েছে, জানালার কাচ ভাঙবে এটাতো স্বাভাবিক, যথার্থ কথা। খানিকটা সাদা রঙ-এর যোগাড় করা ভালো। সিলিং, জানালার গরাদ আর দরজার জন্যে কতটা দরকার হবে? সেটা ছুতোর মিস্ত্রির কাছ থেকে জেনে নেবোখন আমি। সামনের দিকের বারান্দাটা ভেঙে নতুন করে গড়তে হবে। সেটা আমাদের নিজেদের কাঠ থেকেই হয়ে যাবে। দুটো উইলো গাছ কেটে চিরে নিলেই ব্যস। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা মিলে বেশ কিছু খরচ পড়বে। কাঠের চালাটা নতুন করে ছাইতে হবে। অনেক কিছুই করতে হবে, যথার্থ কথা। আচ্ছা বেশ, আগে খামার বাড়িটা হয়ে যাক তারপর ছুতোর মিস্ত্রির গোটা দলটাকে এ কাজে লাগিয়ে দেব। বাড়ির ছাদটায় এক পোঁচ রঙ দিলেই চলবে... কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে? যেমন করে পারি যোগাড় করতেই হবে আমাকে স্কুলটার জন্যে, তাতে মরে গেলেও সই! আর কথাটা যথার্থ! কিন্তু, তা-ই-বা কেন? অকেজো হয়ে পড়া বলদগুলো থেকে দুটো বেচে দেব, তাহলেই টাকা আসবে। অবশ্য বলদ নিয়ে জেলার কার্যকারী কমিটির সঙ্গে লড়াই হবে এক হাত। কিন্তু না হলেও আমরা

নাচার···চুপি চুপি যদি বেচে দি তবে খুবই মুস্কিলে পড়তে হবে আমাকে···তা যা-ই হোক ঝুঁকি নিতেই হবে আমাকে। নেস্তেরেঙ্কো নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন আমাকে?"

নোটবইটা টেনে বের করে লিখে চলল দাভিদভ: "স্কুল। তক্তা, পেরেক, এক পেটি কাচ। ছাদের জন্যে নীল রঙ। সাদা রঙ, তেল···" শেষ শব্দটা লিখে কপাল কোঁচকাল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে নলের ভিতর থেকে চিবানো কাগজের একটা গুলি এসে ওর কপালের উপরে মৃদু আঘাত করে আটকে রইল। বিস্ময়ে চমকে উঠল দাভিদভ। পরক্ষণেই একটা বাচ্চাছেলে দুহাতে মুখ চাপা দিয়ে হেসে উঠল। হাসির ঢেউ বয়ে গেল ডেস্কের উপর দিয়ে।

"কী হচ্ছে সব!"—তীব্র গলায় ধমকে উঠল শিক্ষিকা।

প্রত্যুত্তরে নেমে এল এক সংযমভরা নীরবতা।

কপাল থেকে কাগজের গুলিটা তুলে এনে হাসিভরা মুখে তাকাল দাভিদভ। ছেলেদের ছোট ছোট লাল বাদমী কালো মাথাগুলো ডেস্কের উপরে ঝুঁকে রয়েছে, কিন্তু রোদে-পোড়া একটি কচি হাতও লিখছে না কিছুই।

"লেখা হয়েছে তোমাদের, ছেলেরা? এখন পরের বাক্যটা লেখ···"

ঝুঁকে পড়া ক্ষুদে ক্ষুদে মাথাগুলোর দিকে হাসিভরা চোখে তাকিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রইল দাভিদভ। খুবই ধীরে ধীরে চুপি চুপি একটি ছেলে মাথা তুলতেই দাভিদভ চিনতে পারল তাকে ওর আগের পরিচিত হিসেবে। সেই ফিদোৎকা উসাকভ, গত বসন্তকালে যাকে মাঠে দেখেছিল দাভিদভ। কুৎকুতে দুটি চোখের সরু ফাঁক দিয়ে ছেলেটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ওকে আর এক অদম্য হাসির বেগে গোলাপী রঙের মুখটা আকর্ণ বিস্তৃত হয়ে পড়ছে। দুষ্টুমীভরা ছোট্ট মুখটির দিকে তাকিয়ে আর একটু হলেই প্রায় সশব্দে হেসে উঠেছিল দাভিদভ। কিন্তু সেটা দমন করে তার নোটবই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে মুখের ভিতরে পুরে দিয়ে আড়চোখে ঘন ঘন শিক্ষিকার দিকে তাকাতে তাকাতে আর ফিদোৎকার দিকে শাসানোর ভঙ্গিতে চোখ মটকে মটকে চিবাতে শুরু করল। ছেলেটি বড়ো বড়ো চোখ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু হাসি লুকোতে মুখে হাত চাপা দিয়ে রাখল।

ফিদোৎকার উৎকণ্ঠা উপভোগ করতে করতে দাভিদভ ধীরে সুস্থে চিবানো কাগজটা গুলি পাকিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখের উপরে রেখে যেন লক্ষ্য স্থির করছে এমনিভাবে বাঁ চোখটা কোঁচকাল। ফিদোৎকার গাল দুটো ফুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিতভাবে মাথাটা দুকাঁধের ভিতরে টেনে নিল। কাগজের গুলিটা আদৌ ছোট নয় তাছাড়া দেখে মনে হয় ভারীও বটে। সুযোগ বুঝে দাভিদভ হালকাভাবে টোকা দিয়ে গুলিটা ফিদোৎকার দিকে ছুঁড়ে দিতেই এত তাড়াতাড়ি ফিদোৎকা মাথা নিচু করল যে কপালটা জোরে ডেস্কের সঙ্গে ঠুকে গেল। উঠে বসে লাল হয়ে ওঠা কপালটা ঘসতে ঘসতে ভয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে শিক্ষিকার দিকে তাকিয়ে রইল ফিদোৎকা। নীরব হাসিতে ফুলে ফুলে উঠতে উঠতে দাভিদভ মুখ ফিরিয়ে ওর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাতের ভিতরে মুখ লুকিয়ে বসে রইল।

ওর এ কাজটা যে একটা অমার্জনীয় ছেলেমানুষী তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া কোথায় এসেছে সেটা বোঝা উচিত ছিল ওর। নিজেকে সামলে নিয়ে ভীরু লাজুক চোখে শিক্ষিকার দিকে তাকাল। কিন্তু দেখল সেও জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করছে। শীর্ণ কাঁধ দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে আর হাতের দোমড়ানো রুমালটা চোখের উপরে চেপে ধরেছে জল মোছার জন্যে।

স্কুলের কড়া পৃষ্ঠপোষকই বটে, ভাবল দাভিদভ। সমস্ত পড়াটাই মাটি করে দিলাম। এখান থেকে চলে যাওয়াই বরং ভালো আমার পক্ষে।

গম্ভীর মুখে ফিদোৎকার দিকে তাকাল দাভিদভ। পারার মতো চঞ্চল ক্ষুদে মানুষটি ধৈর্যহীন অস্থিরতায় ছটফট করতে করতে সিটে বসেই ইঙ্গিতে মুখের দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। ঠোঁট ফাঁক করল ফিদোৎকা। দাভিদভ দেখল যেখানটা ফোকলা ছিল সেখানে চওড়া দুটি নীলচে সাদা দাঁত। এখনো পুরোপুরি গজিয়ে ওঠেনি, কিন্তু এই অসম্পূর্ণতা এমনই মনমুগ্ধকর যে নিজের অজ্ঞাতেই হেসে ফেলল দাভিদভ।

এই সব ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চাদের মুখ আর ডেস্কের উপরে ঝুঁকে পড়া বিভিন্ন রঙের ছোট ছোট মাথাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে অন্তর আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল। মনে পড়ে গেল ফিদোৎকার পাশের ঐ ছেলেটির মতো ওরও অমনি অভ্যেস ছিল মাথাটা খুবই নিচু করে ঝুঁকিয়ে

জিভটা বের করে লেখার। যেন জিভটার প্রতিটি নড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর ঐ দুরূহ কাজটা সহজ হয়ে উঠবে। বসন্তকালে যখন প্রথম দেখা হয়েছিল ওর ফিদোৎকার সঙ্গে, ঠিক তখনকার মতোই একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে আবার ভাবতে লাগল দাভিদভ যে আমাদের চাইতে তোমাদের জীবন অনেক বেশি সাচ্ছন্দ্যভরা হয়ে উঠবে ক্ষুদে বাচ্চারা। অনেক বেশি সহজ সচ্ছল হয়ে উঠেছে এখন। তা নইলে কিসের জন্যে সংগ্রাম করছি আমরা? নিশ্চয়ই আমি যখন তোমাদের মতো বাচ্চা ছিলাম তখকার মতো কষ্টের জীবন যাপন করার জন্যে নয়?

ফিদোৎকার জন্যেই ওর স্বপ্নময়তা ভেঙে গেল. চমকে জেগে উঠল দাভিদভ। ডেস্কের সামনে বসে মোড়াগুড়ি করতে করতে দাভিদভের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ফিদোৎকা। ইঙ্গিতে দাঁতের ফোকলা জায়গাটা দেখাতে অনুরোধ জানাল দাভিদভের কাছে। মুহূর্তের জন্যে শিক্ষিকার পেছন ফেরার সুযোগ গ্রহণ করে অনুশোচনার ভঙ্গিতে হাত দুটো মেলে দিয়ে দাঁত বের করে দেখাল দাভিদভ। ওর মুখের সেই চেনা ফাঁকটা দেখতে পেয়েই দু হাতে মুখ ঢেকে চাপা হাসিতে ফুলে উঠল ফিদোৎকা। পরক্ষণেই ওর সারা মুখ জুড়ে ফুটে উঠল আত্মতৃপ্তির প্রসন্ন হাসি। ওর সেই বিজয়ী ভঙ্গি কথার চাইতেও স্পষ্ট ভাষায় যেন বলে উঠল: "তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি খুড়ো! আমার তো দাঁত গজিয়েছে কিন্তু তোমার তো গজায় নি!"

কিন্তু পরমুহূর্তেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যে সেটা দীর্ঘকাল পর্যন্ত মনে থাকবে দাভিদভের। আর যখনই মনে পড়বে অন্তরাত্মা কেঁপে কেঁপে উঠবে। সম্পূর্ণভাবে মুঠোর বাইরে চলে যেতে দাভিদভের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে ডেস্কের উপরে আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগল ফিদোৎকা। একান্ত অন্যমনস্কভাবে দাভিদভ ওর দিকে তাকাতেই ভারিক্কি চালে ফিদোৎকা পিছনে হেলে ডান হাতটা ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে একটা হাত বোমা টেনে বের করল। পরক্ষণেই আবার ঢুকিয়ে দিল পকেটের ভিতরে। এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে গেল যে মুহূর্তের জন্যে হকচকিয়ে গিয়ে দাভিদভ শুধু ধাঁধিয়ে গিয়ে চোখ পিট পিট করতে লাগল। পরমুহূর্তেই ওর মুখ চোখ সাদা হয়ে উঠল।

কোথায় পেল ওটা? ধরো যদি বারুদ পোরা থাকে? হয়ত ওর সিট-এর উপরে ঠুকল! আর তাহলে…কী ভয়ানক! কী করি আমি এখন?

নিদারুণ আতঙ্কে চোক বুঁজে ভাবল দাভিদভ। ওর কপাল, ঘাড় ও থুতনীর ওপরে যে কালো ঘাম ফুটে উঠেছে সে সম্পর্কে এতটুকু অনুভূতি নেই ওর।

কিছু একটা করতে হবে এক্ষুণি। কিন্তু কি করা যায়? উঠে গিয়ে জোর করে কেড়ে নেবো হাতবোমাটা? কিন্তু ধরো যদি ভয় পেয়ে বাচ্চাটা ছুটে পালিয়ে যায়? ধরো যদি, নিজের মৃত্যু এবং অন্য সবার মৃত্যু—এ কথা না জেনেই হাতবোমাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়? না, এভাবে শুরু করাটা ভুল হবে। দৃঢ়তার সঙ্গে এ পরিকল্পনা বাতিল করল দাভিদভ। চোখ বুজে পাগলের মতো একটা উপায় হাতড়ে বেড়াতে লাগল। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ওর কল্পনা বিস্ফোরণের হলদে শিখা, সংক্ষিপ্ত চিৎকার আর ছিন্নভিন্ন শিশুদেহের ছবি এঁকে চলল।

এতক্ষণে অনুভব করল কপালের ওপরে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম নাকের উপর দিয়ে গড়িয়ে নেমে এসে চোখের গর্তে শুড়শুড়ি দিতে দিতে বয়ে চলেছে। রুমালের জন্যে পকেটের ভিতরে হাতড়াতে হাতড়াতে বহুদিন আগে এক বন্ধুর দেয়া ছুরিটা ওর হাতে ঠেকল। চকিতে একটা মতলব ওর মাথায় এল। এক হাতে ছুরিটা টেনে বের করে অন্য হাতের জামার হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। তারপর ছুরিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন উৎসুকভাবে দেখতে আরম্ভ করল যেন এমন একটা জিনিস জীবনে এই প্রথম দেখছে। দেখছে আর থেকে থেকে চকিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ফিদোৎকার দিকে।

ছুরিটা পুরানো। খুবই জীর্ণ, কিন্তু ঝিনুকের বাঁটের ওপরের রেখাগুলো রোদে ম্লান ঔজ্জ্বল্যে চকমক করছে। দুটো ফলা ছাড়াও ছুরিটায় রয়েছে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আর চমৎকার এক জোড়া ছোট্ট কাঁচি। থেকে থেকে ফিদোৎকার দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে একটি একটি করে সম্পদগুলো মেলে ধরতে লাগল দাভিদভ। অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছুরিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ফিদোৎকা। নেহাৎ একটা মামুলী ছুরি তো নয়, একটা ঐশ্বর্য! এমন সুন্দর একটা জিনিস জীবনে দেখেনি ফিদোৎকা। কিন্তু দাভিদভ যখন তার নোটবই থেকে সাদা একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে দ্রুত কাজ শুরু করে দিল আর দেখতে দেখতে একটা ঘোড়ার মুখ কেটে তুলল। ফিদোৎকার বিস্ময়ভরা নীরব প্রশংসা হয়ে উঠল অপরিসীম।

এইমাত্র ক্লাসের পড়া শেষ হয়ে গেছে। ফিদোৎকার কাছে এগিয়ে গেল দাভিদভ, তারপর চুপি চুপি ফিস ফিস করে বলল :

"আমার ছুরিটা দেখেছ ?"

একটা কঠিন ঢোক গিলে মাথা নাড়ল ফিদোৎকা।

ঝুঁকে ওর কানের কাছে মুখ এনে তেমনি ফিস ফিস করে বলল : "বদল করবে ?"

"কিসের সঙ্গে ?"

"আমার ছুরিটার সঙ্গে তোমার পকেটে যে লোহার ঢেলাটা আছে সেটার।"

এত জোরে মাথা নেড়ে ফিদোৎকা তার সম্মতি জানাল যে থুতনি ধরে ওকে থামাতে হল দাভিদভের। ছুরিটা ওর হাতের ভিতরে গুঁজে দিয়ে একান্ত সতর্কতার সঙ্গে হাতবোমাটা নিয়ে নিল ওর হাত থেকে। বোমাটায় পলতে লাগানো নেই। উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল দাভিদভ।

"আপনাদের দুজনার ভিতরে একটা গোপন ব্যাপার আছে দেখছি," পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মুচকি হেসে বলল শিক্ষিকা।

"পুরানো বন্ধু আমরা, তাছাড়া অনেক দিন আমাদের ভিতরে দেখা সাক্ষাৎ নেই কিনা...মাপ করবেন আমাদের লিউদমিলা সের্গেইয়েভনা।" সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল দাভিদভ।

"আমার একটা ক্লাশে আপনার উপস্থিতির জন্যে ধন্যবাদ", আরক্ত মুখে বলল তরুণী।

ওর বিব্রত ভাব লক্ষ্য করে বলল দাভিদভ :

"দয়া করে সন্ধ্যার দিকে কমরেড শগিনকে ব্যবস্থাপনার অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। আর যাওয়ার আগে, কতখানি মেরামতের প্রয়োজন, আর তাতে কি রকম খরচ পড়বে সেটা ছকে নিয়ে যেতে বলে দেবেন। কেমন তো ?"

"খুব ভালো কথা, সব কিছুই বলে দেব আমি তাঁকে। আপনি আর আসবেন না আমাদের এখানে ?"

"অবসর পেলেই দেখতে আসব, যথার্থ কথা!" প্রতিশ্রুতি দিল দাভিদভ, তারপর ওদের আলোচনার সঙ্গে বাহ্যত কোনো খেই ছাড়াই বলে উঠল : "আপনি থাকেন কোথায় ?"

"আগাফিয়া গাভরিলোভনা ঠাকুমার বাড়িতে। চেনেন তাকে ?"

"হাঁ, চিনি। আপনার পরিবারে লোক কজন ?"

"আমার মা আর দুটি ভাই থাকে নভোচেরকাশক-এ, কিন্তু এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?"

"শুনুন, আপনার সম্পর্কে কিছুটা খোঁজখবর রাখা দরকার আমার দিক থেকে। অবশ্য আমি তো আর আপনার গোপন কথা জানতে চাইছি না।" প্রত্যুত্তরে হালকাভাবে বলল দাভিদভ।

ঘিরে ধরা এক দল বাচ্চা ছেলের ভিতরে দাঁড়িয়ে একান্ত আগ্রহের সঙ্গে ছুরিটা পরীক্ষা করে দেখছিল ফিদোৎকা। আনন্দোজ্জ্বল নতুন মালিকটিকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ: "তোমার এ খেলনাটা কোথায় পেয়েছিলে, ফিদোৎ দেমিদোভিচ ? সে জায়গাটা চেনা আছে তোমার ?"

"দেখিয়ে দেব তোমাকে খুড়ো ?"

"হাঁ, দেখতে চাই আমি।"

"চলো। এক্ষুনি চলো আমার সঙ্গে, নইলে পরে আর আমার সময় হবে না," খুব ব্যস্ত মানুষের ধরণে প্রস্তাব করল ফিদোৎকা।

দাভিদভের হাতের আঙুলটা মুঠো করে ধরল ফিদোৎকা। গর্বে বুকটা ফুলে উঠেছে। যেমন তেমন একজন বয়স্ক লোক তো আর নয়, খোদ যৌথ খামারের চেয়ারম্যানকে ও নিয়ে চলেছে পথ দেখিয়ে। তাই স্কুলের সহপাঠী বন্ধুদের দিকে বার বার তাকাতে তাকাতে সগর্ব পদক্ষেপে ঢালু পথ বেয়ে নেমে চলল।

ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে দুজনে। মাঝে মাঝে দু একটা কথা বলছে।

"আবার ফিরিয়ে নিতে চাইবে না তো ?" একটু সামনে ছুটে গিয়ে উদ্‌বেগ ভরা চিন্তিত মুখে দাভিদভের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ফিদোৎকা।

"নিশ্চয়ই না! বদলাবদলি তো করেই ফেলেছি আমরা।" ওকে ভরসা দিয়ে বলল দাভিদভ ?

পুরুষোচিত নীরবতায় মিনিট পাঁচেক ধরে হেঁটে চলল দুজনে। তারপর ফিদোৎকাই প্রথম কথা বলল। দাভিদভের হাত না ছেড়েই একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞেস করল, "ছুরিটার জন্যে দুঃখ হচ্ছে না তোমার ? বদলাবদলি করে কষ্ট হচ্ছে না ?"

"একটুও না!" দৃঢ় কণ্ঠে বলল দাভিদভ।

আবার ওরা চুপচাপ হেঁটে চলল। কিন্তু মনে হয় ফিদোৎকার ছোট্ট অন্তঃকরণটুকু কিসে যেন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। বস্তুতই ওর ধারণা যে এই বদলের ব্যাপারটায় দাভিদভের লোকসান হয়েছে খুবই বেশি। কারণ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পরে ও বলল: "আমার গুলতিটাও দিচ্ছি, নেবে তুমি? নেবে?"

এক দুর্বোধ্য বেপরোয়া উদারতায় ফিদোৎকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল দাভিদভ। কিন্তু এর তাৎপর্য কিছুতেই বোধগম্য হল না ফিদোৎকার কাছে। "না, তা নেব কেন? তোমার গুলতি তোমার কাছেই থাক. বদলের ব্যাপারটা তো খুবই পরিষ্কার, তাই না?"

"পরিষ্কার বলতে কি বলতে চাইছ?"

"মানে সমানে সমান, বুঝেছ?"

না, আদৌ বুঝতে পারল না ফিদোৎকা। কেমন যেন ফাঁপরে পড়ে গেছে। বিনিময়ের ব্যাপারে এই বয়স্ক লোকটি যে রকম হালকা মনের পরিচয় দিয়েছে সে সম্পর্কে এমন কি একটু সতর্কও হয়ে উঠছে। এমন চমৎকার সুন্দর ছুরিটা, রোদের আলোয় যেটা চকচক করে, সেটা কিনা অকেজো একতাল লোহার একটা গোলকের সঙ্গে বদলাবদলি করে বসল! না, এর ভিতরে নিশ্চয়ই কোথাও একটা ফাঁদ আছে। সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা প্রস্তাব করল ফিদোৎকা: "শোনো, গুলতিটা যদি না-ই নিতে চাও স্কিটেলগুলো নেবে আমার? দেখো একবারটি! প্রায় নতুনের মতোই আছে!"

"না, তোমার স্কিটেলগুলোও চাই না আমি," একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে হেসে বলল দাভিদভ। "যদি বছর কুড়ি আগে হত, তাহলে স্কিটেলগুলো নিতে মোটেই আপত্তি করতাম না, বুঝলে বুড়ো। এক কথায়ই নিয়ে নিতাম তোমার কাছ থেকে। কিন্তু আজ আর ওগুলোর কোনো দরকার নেই। ফিদোৎ দেমিদোভিচ! এত ভাবনায় পড়ে গেছ তুমি? ছুরিটা তোমার, ওটা তোমার কাছেই থাকবে, যথার্থ কথা!"

আবার নেমে এল নীরবতা। আবার কয়েক মিনিট পরে এল নতুন প্রশ্ন। "আচ্ছা খুড়ো, ঐ গোল মতো জিনিস যেটা দিয়েছি আমি তোমাকে কিসের ওটা? তুষ-ঝাড়া কলের?"

"কোথায় পেয়েছ ওটা ?"

"খামার বাড়ির ভিতরে। যেখানে যাচ্ছি আমরা এখন, তুষ-ঝাড়া কলের তলায়। ওটা এত পুরানো যে পাশের দিকে কাত হয়ে একেবারে ভেঙে পড়ে আছে। এটা পড়েছিল তার তলায়। তাই আমি কুড়িয়ে নিয়েছি।"

"তাহলে হয়ত ওটা তুষ-ঝাড়া কলটারই হবে। আচ্ছা আশপাশে কোথাও ধাতুর তৈরি ছোট্ট মতো একটা টুকরা পড়ে থাকতে দেখনি, কি বলো ?"

"না তো, আর কিছুই ছিল না সেখানে।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আর কিছু দেখতে পাওনি। তাহলে এমন একখানা গোলমাল পাকিয়ে তুলতে যে দুনিয়ার ওপারে গিয়েও তার জট ছাড়ৃত না,—" মনে মনে ভাবল দাভিদভ।

"তুষ-ঝাড়া কলের ঐ জিনিসটা তোমার বোধ হয় খুবই দরকার, তাই না ?" জিজ্ঞেস করল ফিদোৎকা।

"হাঁ, ভীষণ দরকার আমার।"

"খামারের জন্যে নিশ্চয়ই ? আর একটা তুষ-ঝাড়া কলের জন্যে ?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ভারি গলায় বলল ফিদোৎকা :

"অবশ্য, খামারের জন্যে যদি ওটার দরকার হয়ে থাকে তোমার তাহলে বদল করে ঠিকই করেছ, তাতে মনে দুঃখ হওয়া উচিত নয়। পরে অমনি আর একটা ছুরি কিনেও নিতে পারবে।"

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে বয়েসের তুলনায় ঢের বেশি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষুদে ফিদোৎকা স্বস্তির হাসি হাসল। এতক্ষণে ওর মনে শান্তি ফিরে এসেছে।

পথ চলতে চলতে প্রকৃতপক্ষে এই কথাকটাই বলার ছিল দুজনার দুজনকে, কিন্তু এর ভিতর দিয়ে বিনিময়ের ব্যাপারটায় এক রকমের যবনিকা পাত হয়ে গেল।

এতক্ষণে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল দাভিদভ ওকে কোথায় নিয়ে চলেছে ফিদোৎকা। তারপর যখন বাঁ দিকের ঢালুর একটা গলির সামনের বাইরের ঘরগুলো নজরে এল, যা এককালে ছিল তিমোফেইর বাবার বাড়ি, একটা খড়ের চালার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল : "ওখানটায় পেয়েছ তো ?"

"কী চমৎকার আন্দাজ করতে পারো তুমি খুড়ো!" প্রশংসাভরা কণ্ঠে সোৎসাহে বলে উঠল ফিদোৎকা। পরক্ষণেই ওর হাতের আঙুলটা ছেড়ে দিল।

"এবার তুমি নিজেই পথ চিনে নিতে পারবে। ছুট দিচ্ছি আমি, এত কাজ থাকে আমার সব সময়ে!"

বয়স্ক মানুষের মতো ওর ছোট্ট হাতখানা হাতের ভিতরে তুলে নিয়ে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল দাভিদভ: "আমাকে ঠিক জায়গায় এনে পৌঁছে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ তোমাকে ফিদোৎ দেমিদোভিচ। মাঝে মাঝে এসো আমার ওখানে, নইলে আবার আমি হারিয়ে ফেলব তোমাকে। একেবারে একা একা থাকি আমি।"

"ঠিক আছে, যাবো এক দিন।" বিনীতভাবে কথা দিল ফিদোৎকা।

পরক্ষণেই এক পায়ের উপরে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দু আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠে সম্ভবতঃ বন্ধুদের ডাকল, তারপর এমন জোরে ছুট দিল যে ধূলায় ওর জুতোর ছোট কালো গোড়ালী দুটো প্রায় দেখাই গেল না।

দামাস্কভের উঠোনের পাশ কেটে দাভিদভ হেঁটে চলল ব্যবস্থাপনা অফিসের দিকে। সাধারণতঃ যে ঘরটায় ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সভা হয়ে থাকে সেই আধা অন্ধকার ঘরটার ভিতরে বসে অস্ত্রোভনভ আর মালখানার ভাণ্ডারী বসে ড্রট খেলছে। টেবিলের পাশে বসে পড়ল দাভিদভ। তারপর তার নোট বইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে লিখল: "মালখানার ম্যানেজার ও আই. এল. অস্ত্রোভনভ। স্কুল শিক্ষিকা এল. এস. ইয়েগোরোভাকে ৩২ কিলো ময়দা, ৮ কিলো আটা ৫ কিলো শুয়োরের চর্বি দেবেন। আর এর দাম আমার হিসেবে ধরবেন।" আদেশপত্রটায় সই করার পরে হাতের মুঠোর উপরে থুতনীটা রেখে খানিকক্ষণ নীরব চিন্তিত মনে বসে রইল। তারপর অস্ত্রোভনভকে জিজ্ঞাসা করল: "ঐ মেয়েটির, আমাদের স্কুলের শিক্ষিকা লিউদমিলা ইয়েগোরোভার কি ভাবে চলে?"

"চলে কোনোরকমে কষ্টেসৃষ্টে," একটা ঘুঁটি চেলে সংক্ষেপে জবাব দিল অস্ত্রোভনভ।

"মেরামতের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে এক্ষুনি গিয়েছিলাম স্কুলে। মেয়েটিকে দেখলাম...এমন রোগা যে প্রায় শরৎকালের নতুন গজানো

পাতার মতো ওর ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে তুমি। উপযুক্ত মতো খাওয়া জোটে না, আমার মনে হয়। যে জিনিসগুলো আমি লিখে দিয়ে গেলাম সেগুলো আজই যেন ওর বাড়িউলীর কাছে পৌঁছায়, দেখো! কাল আমি এসে দেখব, বুঝলে তো?"

চিরকুটটা টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে দাভিদভ সোজা চলে গেল কামার শালির সঙ্গে দেখা করতে।

দাভিদভ চলে যেতেই ঘুঁটিগুলো বোর্ডের উপর জড়ো করে কাঁধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুলটা বাড়িয়ে দোরের দিকে নিশানা করল অস্ত্রোভনভ: "কামুক কুত্তা একটা, বুঝলে? প্রথমে লুশকা নাগুলনোভা, তারপর ভ্যারা খারলামোভা আর এখন আবার চলেছেন স্কুল-শিক্ষিকার উপরে। আর কিনা ওর কুত্তিগুলোকে পোষে যৌথ জোতের ঘাড়ের উপর দিয়ে...ওর মাগীদের জন্যে ফতুর করে ছাড়বে আমাদের!"

"খারলামোভাকে তো কখনো কোনো কিছুই দেয়নি ও। তাছাড়া শিক্ষিকাকে যা কিছু দিচ্ছে, সেটা দিচ্ছে তার নিজের হিসেব থেকে," প্রতিবাদ করে বলে উঠল মালখানার ভাণ্ডারী।

কিন্তু একটু বিনীত হাসি হাসল অস্ত্রোভনভ: "আমার মনে হয় ভারায়াকে ও নগদ টাকা দেয়! কিন্তু শিক্ষিকা যা পাবে সেটার দাম দিতে হবে জোতকেই। তাছাড়া, ওর হুকুমে বে-আইনীভাবে কি পরিমাণ জিনিস-পত্রই না নিতে হয়েছে আমাকে লুশকার জন্যে। অবাক হয়ে যাবে তুমি!"

তিমোফেই তর্ন-এর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যৌথ জোতের মালখানা থেকে লুশকা ও তিমোফেই-এর জন্য দরাজ হাতে জিনিসপত্র যোগান দিত অস্ত্রোভনভ। ভাণ্ডারীকে বলত: দাভিদভ কড়া হুকুম দিয়েছে আমাকে লুশকা যা কিছু চায় তা-ই যেন সরবরাহ করা হয়। এমন কি সে আমাকে শাসিয়েছে পর্যন্ত যে 'এ সম্পর্কে একটা কথাও যদি তোমার ভাণ্ডারীর মুখ থেকে বের হয় তো সোজা সাইবেরিয়ায় চালান হয়ে যাবে!' সুতরাং মুখটি বুজে চুপ করে থাকো ভায়া, আর ময়দা, চর্বি, মধু বিনা ওজনেই দিয়ে যেতে থাকো। ওপরওয়ালার কাজে প্রশ্ন তোলা আমাদের কাজ নয়।"

সুতরাং অস্ত্রোভনভ যা কিছু চাইত তা-ই নির্বিচারে যোগান দিয়ে যেত

ভাণ্ডারী। আর তারই পরামর্শ মতো গুদামের ঐ ঘাটতি পূরণ করার জন্যে খুবই চালাকির সঙ্গে ঠকাত্তো টিম-লীডারদের।

কেনই বা অস্ত্রোভনভ দাভিদভের নামে কলঙ্কের কালি ছিটাবার এমন সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাবে না?

এর চাইতে ভালো অন্য কিছু করার মতো না থাকায় অস্ত্রোভনভ আর মালখানার ভাণ্ডারী মিলে দাভিদভ, নাগুলনভ আর রাজমিয়োৎনভের মুণ্ডপাত করে সময় কাটাত।

ইতিমধ্যে দাভিদভ আর শালি কাজে লেগে গেছে। ঘরের ভিতরটায় আর একটু আলো যাতে পড়ে সেই জন্যে দাভিদভ চালের উপরে উঠে আঁচড়া দিয়ে দু সার খড় তুলে ফেলল।

"এখন কিরকম বুড্ঢা, আর একটু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ তো?" হাঁক পেড়ে জিজ্ঞাসা করল দাভিদভ।

"গোটা চালাটাই টেনে নামিয়ে দিও না কিন্তু। দিনের আলোর মতোই এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে এখানটা।" প্রত্যুত্তরে ঘরের ভিতর থেকে বলল শালি।

"কোনখান থেকে শুরু করব আমরা, আইপোলিত সিদোরোভিচ?"

"গোড়া থেকেই শুরু করা ভালো। সুতরাং দেয়ালের কাছ থেকেই শুরু করা যাক," গজগজ করে উঠল বুড়ো কর্মকার।

দ্রুত হাতে কামারশালায় পিটিয়ে শালির তৈরি করা দুটো শাবল নিয়ে চালাঘরের ভিতরে আড়াআড়িভাবে দু'জনে কাজ শুরু করে দিল। মাটির মেঝের ভিতরে শাবল চালাতে চালাতে উল্টা দিকের দেয়ালের পাশে পড়ে থাকা তুষ-ঝাড়া কলটার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে দুজনা। তুষ-ঝাড়া কলটার মাত্র কয়েক পা আগে দাভিদভের শাবলটা প্রায় হাতলের মুঠো পর্যন্ত মাটির ভিতরে ডুবে গেল আর জেগে উঠল একটা অস্পষ্ট ধাতব শব্দ।

"ঐ হচ্ছে তোমার সম্পদ-ভাণ্ডার," একটা কোদাল তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল শালি।

"আমি মাটি খুঁড়ছি, আইপোলিত সিদোরোভিচ, বয়েসটা কম আমার।"

এক মিটার নিচে বেরিয়ে পড়ল ভারি একটা আঁটি। গ্রিজ মাখা ত্রিপলে সযত্নে জড়ানো একটা ম্যাকসিম গান। দুজনে মিলে মাটির তলা থেকে

খুঁড়ে বের করে তুলে আনল ওটাকে। নীরবে ত্রিপলটা খুলে ফেলল। তারপর তেমনি নীরবেই চোখ চাওয়াচাওয়ি করতে করতে ধূমপান করতে আরম্ভ করল।

বার দুই ধোঁয়া ছেড়ে বলল শালি : "তর্ণরা সত্যি সত্যিই সোভিয়েত সরকারকে বাঁশ দেয়ার মতলব এঁটেছিল।"

"বন্দুকটার ওপর খুবই দরদ আর যত্ন ছিল ওদের। এতটুকুও মরচে পড়েনি কোথাও। শুধু ফিতে লাগাও আর চালাও গুলি! দাঁড়াও একটু খুঁজে-পেতে দেখি, হয়ত আরো কিছু পাওয়া যেতে পারে।"

আধঘন্টা পরে দাভিদভ সতর্কতার সঙ্গে চারটা ধাতুর তৈরি বাকস তুলে এনে রাখল। তার ভিতরে রয়েছে গুলির ফিতা, রাইফেলের গুলি-ভরা একটা খোলা বাক্স আর আধ পচা জীর্ণ একটা অয়েল ক্লথের টুকরো দিয়ে জড়ানো ফিউজ শুদ্ধ আটটা হাতবোমা। গর্তের যে অংশটা পাথুরে দেয়ালের তলা দিয়ে গেছে সেখানে ঘরে তৈরি একটা খালি বাক্স পড়ে রয়েছে। বাক্সটার দৈর্ঘ্যের দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায় যে এক সময়ে এটার ভিতরে ছিল একটা রাইফেল।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাভিদভ আর শালি মিলে কামারশালায় বসে মেশিন-গানটাকে খুলে অংশগুলোকে পরিষ্কার করে তেল দিয়ে ঠিক করতে ব্যস্ত রইল। যখন গোধূলির ম্লান আলো ধীরে নেমে এল গ্রিমিয়াকি লগ-এর উপরে, আক্রমণাত্মকভাবে গর্জে উঠল মেশিনগানটা। একটা দীর্ঘ বিস্ফোরণ-এর শব্দের পর দুটো অপেক্ষাকৃত কম শব্দ। তারপর আবার আর একটা দীর্ঘ শব্দ—। সারা দিনের রোদে পোড়া, ঢলে পড়া ঘাস আর রৌদ্রতপ্ত মাটির মাতাল করা গন্ধে বিশ্রামরত শ্রান্ত গাঁ আর স্তেপভূমি ঘিরে আবার নেমে এল নিস্তব্ধতা।

উঠে দাঁড়াল দাভিদভ তারপর আস্তে আস্তে বলল : "সুন্দর কাজ চমৎকার, কাজের মতো কাজ বটে একটা!"

"চলো এখুনি সোজা চলো যাই অস্ত্রোভনভের বাড়ি," ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে উঠল শালি। "সাবল নিয়ে ওর সারা উঠন আর বারবাড়ির ঘরগুলো খুঁড়ে খুঁড়ে দেখব। বাড়িটা আগাগোড়া তালাস করব। বহুদিন ধরে আমরা ওকে ঢের খেলা খেলতে দিয়েছি!"

"তোমার মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, বুড়ো!" প্রত্যুত্তরে

কঠিন গলায় বলে উঠল দাভিদভ। "এ ধরনের তল্লাসি করে গাঁশুদ্ধ ঘুলিয়ে তোলার অনুমতিটা কে দিল আমাদের? না, মাথাটা তোমার নেহাৎই খারাপ হয়ে গেছে, যথার্থ কথা!"

"তর্ণদের বাড়িতে যদি একটা মেশিন গান পেয়ে থাকি, তবে অস্ত্রোভনভের বাড়িতে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে রাখা একটা ছ'পাউণ্ডের কামান খুঁজে পাবো। আমার মাথা খারাপ হয়নি মোটেই কিন্তু তুমি নিজেই একটি বোকা চালাক বনে যাচ্ছ, সাফ কথা বলে দিলাম তোমাকে! দু দিন অপেক্ষা করো, ইয়াকভ লুকিচ নিজেই মাটি খুঁড়ে তার কামানটা বের করে এনে তোমার ঘরের দিকে সোজা তাক করে যখন দাগবে তখনই সেটা হবে যথার্থ!"

হো হো করে হেসে উঠে দাভিদভ দু'হাতে বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল। কিন্তু শালি সরে গেল। তারপর ভীষণ রেগে মাটিতে থুতু ফেলতে ফেলতে বিদায় না নিয়েই বিড় বিড় করে গাল পাড়তে পাড়তে লম্বা পা ফেলে গাঁয়ের দিকে চলে গেল।

আঠারো

বস্তুতঃ বরাবরের মতোই আজকাল যে কাজেই হাত দেয় ঠাকুর্দা শচুকার তাতেই দেখা যায় যে ওর ভাগ্যটা নিতান্তই খারাপ। কিন্তু অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকের দিনটা নানান রকমের হতাশা এমন কি নানান বিপর্যয়ে এমনি টইটম্বুর যে শেষপর্যন্ত ওর কপালে এসে জোটা এই সব আপদ বিপদের অজস্রতায় সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে আগের চাইতে আরো বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। না, হুট করে এমনভাবে দাভিদভের কথায় রাজী হয়ে যাওয়া উচিত হয়নি ওর। তাছাড়া ভোরবেলা থেকেই যখন এর বিরুদ্ধে এত সব অমঙ্গলের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা গেছে তখন জেলা-কেন্দ্রে যাবার ভার নেয়াটা আদৌ সমুচিত হয়নি।

ব্যবস্থাপনার অফিস থেকে মাত্র সারি দুই ঘরও পেরিয়ে যায়নি, হঠাৎ পথের মাঝখানে ঘোড়ার রাশ টেনে থামিয়ে নিদারুণ হতাশায় গাড়ির

উপরে কুঁজো হয়ে ঝুঁকে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল শ্চকার। অবশ্য অনেক কিছুই চিন্তা করার ছিল ওর। ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিল যে লাল ডোরাকাটা একটা নেকড়ে ওকে তাড়া করে ফিরছে। কিন্তু নেকড়েটা লাল ডোরাকাটা ছিল কেন? আর কেনই-বা আমার পিছনে তাড়া করে ফিরছিল? দুনিয়ায় আর যেন কোনো লোক পেল না! কেন, ওটা অন্য কোনো একটা জোয়ান মানুষকে তো তাড়া করতে পারতো আর এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম আমি! ঘুমের মধ্যেও কি দুনিয়ার যাবতীয় যত সব দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে আমাকে? ভয় নেই, ওটা আমার নিছক একটা কৌতুকের ব্যাপার নয়! ঘুম ভাঙতেই বুকটা এমনভাবে দব্‌দব্‌ করে উঠল, মনে হল যেন হৃদপিণ্ডটা গলা বেয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এমন একটা স্বপ্ন দেখা খুব যে একটা মজার ব্যাপার, তা মনে হয় না আমার! তাছাড়া নেকড়েটার গায়ের রঙ স্বাভাবিক ধূসর না হয়ে লাল ডোরা কাটা হতে গেল কেন? এটা কি সুলক্ষণ? মরে গেলেও না! যতদূর খারাপ লক্ষণই হতে হয় তাই। সুতরাং আজকের এই যাত্রাটা আমাকে চরম মুস্কিলের ভিতরে নিয়ে ফেলবে, ফেলতে বাধ্য। তাছাড়া যখন ঘুমোচ্ছিলাম না তখন কা ঘটল? প্রথমতঃ টুপিটা খুঁজে পেলাম না, তারপর পেলাম না তামাকের থলেটা, তারপর কোটটা…এগুলোও কিছু আর তেমন শুভ লক্ষণ নয়। না, এ ভাবে কিছুতেই রাজী হওয়া উচিত হয়নি আমার দাভিদভের কথায়। কিছুতেই খামারবাড়ির বাইরে পা বাড়ানো উচিত ছিল না আমার! এইসব দুশ্চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্কভাবে জনহীন পথটার দিকে তাকালো শ্চকার। বেড়ার ছায়ায় বাছুরগুলো শুয়ে রয়েছে। পথের পাশের ধুলার উপরে লাফালাফি করছে চড়ুইগুলো।

প্রায় ঠিকই করেছিল ফিরে যাবে বলে, কিন্তু কিছু দিন আগে দাভিদভের সঙ্গে ঝগড়ার কথাটা মনে করে সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করল। আজকের মতোই সেদিন অশুভ লক্ষণের জন্যে চাইছিল না দাভিদভকে এক নম্বর দলের ছাউনিতে নিয়ে যেতে। ওর অজুহাত ছিল যে গত রাত্রে একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু মুহূর্তে দাভিদভের দুটো চোখের করুণাভরা স্নেহের দৃষ্টি বরফের মতো চকচক করে উঠল। হকচকিয়ে গেল শ্চকার। অনুনয়ভরা কণ্ঠে চোখ পিট পিট করতে করতে বলল, "সেমিয়ন,

লক্ষ্মী বাপ আমার! তোমার চোখের ঐ ছুঁচ ছুটো সরিয়ে নাও, নেবে না! এমন কাঁটার মতো ধারালো আর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ঠিক যেন শেকলে বাঁধা কুকুরের চোখ। শেকলবাঁধা কুকুর, ভালোমানুষ দেখলে যেগুলো ঘেউ ঘেউ করে গর্জায় সেগুলোর সম্পর্কে আমার মনোভাব কি তা তো জানোই তুমি। ঝগড়া করতে যাবো কেন আমরা বলো? চলো যাই, তুমি যখন এমনই একগুঁয়ে, উঠে পড়ো! কিন্তু পথে যদি কোনো কিছু ঘটে তো আমি তার জন্যে দায়ী নই বলে দিলাম।"

এমন অদ্ভুত মজার কথা শুনে প্রাণভরে হাসল দাভিদভ। চোখের দৃষ্টি ঘিরে আবার জেগে উঠল সেই আগের সহৃদয়তাভরা প্রীতির ঔজ্জ্বল্য। ভারী হাতটা দিয়ে ওর শীর্ণ পিঠটার উপরে চাপড় মেরে বলে উঠল: "এই তো কথার মতো কথা, আর কথাটা যথার্থ! চলে এস বুড়ো, তোমার সম্পূর্ণ নিরাপত্তার জন্যে তোমার বুড়ির কাছে জবাবদিহি করার ভার আমি নিচ্ছি। তাছাড়া আমার জন্যে তোমার দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই।"

এসব কথা মনে পড়ে মুচকি হাসল শ্চুকার তারপর আর কোনো ইতস্তত না করে লাগাম তুলে নিয়ে ঘোড়ার গায়ে ঠেকিয়ে চালাতে আরম্ভ করল। হাঁ, শহরে যাবো নিশ্চয়ই! চুলোয় যাক অশুভ লক্ষণ, গুলি মারো! যদি কিছু ঘটে তো তার জন্যে দায়ী দাভিদভ, সে-ই জবাবদিহি করুক। পথে যদি আমার কোনো কিছু বিশ্রী বিপদ-আপদ ঘটে তো তার জন্যে আমি দায়ী হতে যাচ্ছি না। তাছাড়া দাভিদভ আমাকে ভালো চোখে দেখে, ওকে চটানো উচিত নয় আমার!

তীব্র কটুগন্ধভরা ঘুঁটের ধোঁয়া এখনো গাঁ-এর মাথার ওপরে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। তাতে করে এটাই জানান দিচ্ছে যে গৃহিনীরা সবে তাদের সকালের রান্নাবান্নার পাট চুকিয়েছে। বাতাসে ভেসে আসছে বেতো শাকের বিস্বাদ গন্ধ! আর গোয়ালের পাশ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে যেতে ঠাকুর্দা শ্চুকারের নাকে এসে লাগছে তার আশৈশব পরিচিত গোবর আর টাটকা দুধের চেনা গন্ধ। ক্ষীণদৃষ্টি লোকের মতো চোখ কুঁচকে আর ওর স্বাভাবিক ধরণে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বুড়ো চতুর্দিকে তাকাতে তাকাতে তার একান্ত প্রিয় সহজ সরল গ্রাম্য জীবনযাত্রার ছবিগুলি দেখতে লাগল। এক সময়ে সে যথেষ্ট পরিমাণ আলস্য ত্যাগ করে চাবুকটা এমন ভাবে গাড়িটা

ঘোরালো যে পথের চাকার দাগের ভিতরে দারুণভাবে লড়াইরত চড়ুইগুলো পর্যন্ত ভয় পেয়ে উড়ে গেল। কিন্তু আন্তিপ গ্রাচ-এর উঠোনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওর নাকে এসে লাগল টাটকা রুটি স্যাঁকার গন্ধ আর সেটা বাঁধাকপির পাতার পোড়া গন্ধের সঙ্গে মিশে আরো লোভনীয় হয়ে উঠল। গ্রিমিয়াকি লগ-এর মেয়েরা সাধারণতঃ এই পাতার উপর রেখেই রুটি স্যাঁকে। আর এই মুহূর্তেই ওর মনে পড়ল যে গত কাল দুপুর থেকেই ও কিছু খায় নি। সঙ্গে সঙ্গেই ওর এত খিদে পেল যে দন্তহীন ফোকলা মুখ ভরে লালা এসে গেল। তাছাড়া একটা কুরে কুরে খেয়ে ওঠা অনুভূতি ওর পেটটাকে খিঁচে ধরল।

পাশের একটা গলির ভিতর দিয়ে ঘোড়া দুটোকে জোরে ছুটিয়ে দিয়ে শচুকার গাড়িটাকে তার বাড়ির দিকে চালিয়ে দিল। ওর উদ্দেশ্য, শহরের পথে রওনা হবার আগে যাতে করে দাঁতে কাটার মতো কিছু একটু নিয়ে নিতে পারে। দূর থেকেই দেখতে পেল যে ওর চিমনির মুখে ধোঁয়া উঠছে না। বুড়ীটা নিশ্চয়ই রান্নাবান্না শেষ করে একটু গড়িয়ে নিচ্ছে। খুশিমনে ভাবতে ভাবতে একটু তৃপ্তির হাসি হাসল শচুকার। বেশ রাণীর হালেই বাস করছে আমার সঙ্গে। কোনো চিন্তা কোনো ভাবনা নেই এতটুকুও...

খুব সামান্য কারণেই ঠাকুর্দা শচুকারের অসন্তুষ্টি আর বিষাদক্লিষ্ট মনোভাব খুশিভরা আত্মতৃপ্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠত। এমনি শিশুর মতো স্বতঃস্ফূর্ত ছিল ওর স্বভাব। অলসভাবে লাগামটা নাড়তে নাড়তে মনে মনে ভাবতে লাগল শচুকার, আশমানের ছোট্ট চিড়িয়াটির মতো ওর জীবনটি এমনিধারা? অবশ্য তার জন্যে আমারই ধন্যবাদ প্রাপ্য! গত শীতকালে বাছুরটা মেরে ঠিকই করেছিলাম আমি, ঈশ্বর সাক্ষী, ঠিকই করেছিলাম! এখন দেখ আমার বুড়ীটা বাছুর না থাকায় কেমন আরামে দিন কাটাচ্ছে। রান্নাটি শেষ হওয়া মাত্তর অমনি গিয়ে একটু গড়িয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বাছুরটাকে যদি না মারতাম তবে এতদিনে ওটা একটা গোরু হয়ে উঠত। তার মানে সেই রাত না পোহাতে ওঠো, দুধ দোও, জানপ্রাণ হয়রাণ করা জীব, তারপর আবার চড়াতে নিয়ে যাও। আর দিনভর অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াবে তারপর মাছির কামড়ের তাড়ায় কদমে ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে হাজির হবে। আবার তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে

যেতে হবে ওটাকে। তাছাড়া শীতের জন্যে বিচুলির ব্যবস্থা করে রাখ, গোয়ালঘর পরিষ্কার করো, খড় বা নাড়া দিয়ে চালটা ছেয়ে দাও···কতো সব ঝঞ্ঝাট! তার বদলে ভ্যাড়া পোষা আমার দিক থেকে ঢের বেশি সঠিক। তাও দেখ, সেগুলোকে চড়াতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার আছে। তাছাড়া ভেবে ভেবে মরো অভিশপ্ত জীবগুলোর জন্যে। কেননা কোনোক্রমে একবার যদি দলছাড়া হয়ে পড়ে আর নেকড়ে টেনে নিয়ে যায় তো ব্যস্! কিন্তু এখন ওসব কোনো কিছু বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথামুড় খুঁড়ে মরার প্রশ্নই নেই! আমার এতটা বয়সের ভিতরে ঢের দুর্ভোগ ভুগেছি ওসব নিয়ে, পুরানো শুকতালার মতো হৃদপিণ্ডটা ঝাঁঝরা হয়ে আছে আমার। তাছাড়া একটা শুয়োরও নেই আর আমাদের উঠোনে। সেটাও খুবই ঠিক হয়েছে! শুয়োর কি উপকারে আসবে আমার জিজ্ঞেস করি? প্রথমতঃ বেশি শুয়োরের চর্বি খেলে হৃদরোগে কষ্ট পাব। দ্বিতীয়তঃ, নিজের খেয়ে বেঁচে থাকার মতো দুমুঠো ময়দার বেশি সংস্থান যখন নেই আমার তখন কি খাইয়ে পুষব জীবটাকে? ক্ষুধার জ্বালায় মরবে আর চিৎকারের চোটে ঝালাপালা করে ফেলবে আমাকে। তাছাড়া শুয়োর হচ্ছে বীজাণুভরা জন্তু। হয় প্লেগ হবে নয় তো নানান রকমের ঘা হবে সর্বাঙ্গে। অমন এটা পচা জীব যখন কিনবে নিশ্চিত জেনে রেখ হয় সেদিনই কি তার পর দিনই ওটা টেঁসে যাবে। তাছাড়া উঠানময় যে দুর্গন্ধ ছড়ায় তাতে নিঃশ্বাস নেয়াও কষ্টকর! কিন্তু শুয়োর না থাকায় তাজা বাতাস পাচ্ছি আমি আমার চতুর্দিকে। পাচ্ছি ঘাসের গন্ধ, সব্জীর খেতের সব্জীর গন্ধ, বুনো শনের গন্ধ আরো কতো কি। হাঁ পাপী আমি তাই তাজা বাতাসই আমি ভালোবাসি! শুয়োরের খিদমত করে শহীদ হওয়ার আগে যে কোনা শুয়োর বা শুয়োরের বাচ্চাকে নরকে পচে মরতে দেখতে চাই! সুন্দর দুটো মুরগী আর সুন্দর একটা মোরগ আছে আমাদের উঠোনে। আমার আর আমার বুড়ীটার বাকি জীবনের মতো পোষা জীব হিসেবে এ-ই ঢের। বয়েস যাদের কম তারা ধনী হোক, আমাদের ধন দৌলতে কোনো প্রয়োজন নেই। পেট ফুলেই মরে যাবো তাহলে। এ ব্যাপারে মাকারও সমর্থন করে আমাকে। "তুমি ঠাকুদ্দা," সে বলে, "সাচ্চা একটি প্রোলেতারিয়ান হয়ে উঠেছ। তোমার সম্পত্তিটুকু ছেড়ে দিয়ে ভালো কাজই করেছ।" কিন্তু কথাটা যখন শুনি

ওর মুখে, বুক ভেঙে নিশ্বাস বেরিয়ে আসে আমার। তারপর বলি, "সবাই প্রোলেতারিয়ান বলুক এটা হয়ত, খুবই ভালো কিন্তু জীবনভোর জাউ খেয়ে আর মাংস ছাড়া ঝোল খেয়ে কাটাব তাতে আমি মোটেই রাজী নই। প্রোলেতারিয়ানদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক, কিন্তু আমাদের শ্রম-দিনের হিসেবের ভিতরে যদি ধরো খানিকটা মাংস বা কিছুটা চর্বি না জোটে তাহলে শীতকাল পড়তে পড়তেই অনায়াসেই আমার ভূত ছেড়ে যাবে। তখন আর প্রোলেতারিয়ান খেতাবটা কোন কাজে আসবে আমার? শরৎকালে দেখব কতগুলো শ্রম-দিন জমা হয়েছে আমার হিসেবে। যদি দেখি তেমন বেশি হয়নি, সোজা আবার আমি আমার ছোট্ট সম্পত্তিটুকুতে ফিরে যাব।"

চিন্তিত মুখে চোখ বুজে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল ঠাকুর্দা শচুকার: "হাঁ, বর্তমান বিপর্যস্ত ধরনের জীবনে অনেক কিছুই সহ্য করতে হচ্ছে আমাদের। সব কিছুই চলছে নতুন পথে। কিন্তু সব কিছুই এমন মজার এমন অদ্ভুত আর ভালো নাচুইয়ের মতো প্যাঁচ আর মোচড়ে ভরা।"

বেড়ার সঙ্গে ঘোড়া দুটোকে বাঁধল শচুকার। জীর্ণ দরজাটা খুলে ফেলল। তারপর ভারি পায়ে ধীরে ধীরে খাঁটি গৃহকর্তার মতো আগাছা-ভরা পথ বেয়ে ঘরের বারান্দার দিকে এগিয়ে চলল।

রান্নাঘর আধ অন্ধকার। শোয়ার ঘরের দোর বন্ধ। চৈতে পিঠের মতো চ্যাটচেটে আর চ্যাপটা হয়ে ওঠা উচুঁ টুপিটা খুলে বেঞ্চের উপরে রাখল ঠাকুর্দা শচুকার। আর রাখল তার হাতের চাবুকটা, ত্রোফিমের জ্বালায় যেটাকে মুহূর্তের জন্যেও হাতছাড়া করে না। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে ডেকে উঠল: "আরে এই বুড়ী মেয়েছেলেটা। বেঁচে আছিস এখনো?"

শোওয়ার ঘর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া এল:

"প্রাণে বেঁচে আছি মাত্র···কাল রাত থেকে পড়ে আছি বিছানায়, মাথা তুলতে পারছি না। শরীরের সব হাড়গুলো কনকন করছে আর এমন ঝিমুনী উঠছে যে লম্বা কোটটা গায়ে দিয়েও গা গরম হচ্ছে না একটুও। বোধ হয় জ্বর হয়েছে···কিন্তু তুমি কী করছ ওখানে বসে, বুড়ো?"

শোবার ঘরের দোরটা খুলে ফেলে চৌকাঠের কাছে থমকে দাঁড়াল শচুকার।

"শহরে যাচ্ছি আমি। যাওয়ার আগে কিছু একটু মুখে দেবার জন্যে এলাম বাড়িতে।"

"কিসের জন্যে যাচ্ছ শহরে?"

খুব ভারিক্কি চালে দাড়িতে হাত বুলাল শচুকার তারপর একটু বিরক্তির ভাব দেখিয়ে জবাব দিল: "খুবই একটা গুরুত্বপুর্ণ কাজে। আমিনকে নিয়ে আসার জন্যে যাচ্ছি আমি। দাভিদভ বলল, তুমি যদি তাকে খুঁজে নিয়ে আসতে না পারো ঠাকুর্দা, তাহলে অন্য কারোর পক্ষে সেটা আর সম্ভব নয়, বুঝলি।" ব্যাখ্যা করে শচুকার, "গোটা জেলার ভিতরে একটি মাত্র আমিন আছে জমি জরিপ করার জন্যে আর সে হচ্ছে আমার চেনা লোক, শপোর্তনয়। সুতরাং আমি বললেই সে চলে আসবে।" পরক্ষণেই কথার মোড় ফিরিয়ে খুব কাজের লোকের মতো গলায় বলে উঠল: "খাবার দাও কিছু, সময় তো আর বসে থাকবে না।"

বুড়ীর কাতরানি বেড়ে গেল: "হায় রে কপাল, হা, অদৃষ্ট! কী খেতে দি তোমাকে? উনুনে আগুন দেই নি, কোনো রান্নাবান্না তো করিনি আজ। বাগানে যাও, গিয়ে কয়েকটা টাটকা শশা ছিঁড়ে নিয়ে এস আর দেখগে ভাঁড়ারে ঘোল আছে। কাল আমাদের পড়শী দিয়ে গেছে।"

চাপা বিদ্বেষের সঙ্গে ঠাকুর্দা শচুকার শুনল তার অর্ধাঙ্গিনীর কথা, তারপর নিদারুণ বিরক্তিতে শেষপর্যন্ত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল: "টাটকা শশা আর ঘোল! নিশ্চয়ই তুই একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছিস, বুড়ী অ্যাট্রোলেন! কী করিস বসে বসে! আমার যেটুকু মানসম্মান আছে তাও নষ্ট হয়ে যাক তাই চাস নাকি তুই! জানিস আমার হজমশক্তি ভীষণ দুর্বল। আর ঐ ধরনের খাবার খেলে পেটের ভিতর এমন মুচড়ে উঠবে যে রাস্তায় জল-ছড়া দিতে দিতে যেতে হবে আমাকে। শহরে পৌঁছে করব কি তখন? প্যান্ট বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়াব? এক মুহূর্তের জন্যেও ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে যেতে পারব না, তাহলে করবটা কি আমি? শেষ ইজ্জতটুকুও রাস্তার উপরে ঢিলা করে দেব? না, অশেষ ধন্যবাদ তোকে! তোর শশা তুই গেল আর ঘোল দিয়ে সেগুলো নামিয়ে দে, কিন্তু আমি ও ঝুঁকি নিতে পারব না! খুব গুরুত্বপুর্ণ কাজ আমার! খোদ দাভিদভকে নিয়ে যাই আমি। সুতরাং শশা খাওয়ার ঝুঁকি আমি নিতে পারছি না। বুঝেছিস বুড়ী অ্যাপ্রোবেশন?"

পুরানো জীর্ণ কাঠের খাট থেকে সন্দেহজনক একটা মটমট শব্দ উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর্দা শচুকার হুঁশিয়ার হয়ে উঠল। ওর বক্তৃতা শেষ হবার আগেই এক লক্ষণীয় পরিবর্তন এল বৃদ্ধার ভিতরে। বিছানার উপর থেকে ভয়ঙ্করভাবে লাফিয়ে উঠে দারুণ রাগে গজগজ করতে করতে পাছার উপরে দু'হাত রেখে তেড়ে এল ওর দিকে। বৃদ্ধার একদা ক্ষীণ কণ্ঠ প্রায় ধাতব শব্দে পর্যবসিত হয়ে উঠল। দোমড়ানো রুমালটা সবলে হ্যাচকা টানে তুলে নিয়ে শুরু করল তার ভাষণ:

"বুড়ো গাছের গুঁড়ি, তুই চাস আমি মাংস আর বাঁধাকপির ঝোল রেঁধে খেতে দেব তোকে? না ভেবেছিলি ডিমের বড়া আর জমানো পনির সাজিয়ে ধরে দেব তোর সামনে? ভাঁড়ারে যার নেংটি ইঁদুর ডন কসছে তাকে কোথা থেকে এনে দেব এসব? ইঁদুরগুলো পর্যন্ত না খেতে পেয়ে মরছে! তাছাড়া ঐ সব কথা। বাপের জন্মে কেউ কখনো যা শোনেনি সেগুলো বলে আর কত আমাকে অপমান করতে চাস? 'অ্যাস্ট্রোলেব' আর 'প্রোবেশন' বলছিস আমাকে, এদিয়ে কী বলতে চাস তুই আমাকে? মাকার নাগুলনভ এই সব আজে বাজে বই পড়তে শিখিয়েছে তোকে, আর তুই অমনি শিখতে গেলি তার কাছে, বুড়ো বেকুব কোথাকার! আমি সতী সাবিত্রী মেয়েমানুষ, সারা জীবন সতী হয়ে ঘর করেছি তোর সঙ্গে, বুড়ো বেতো ঘোড়া, আর এই বুড়ো বয়েসে তুই আমাকে ঐ সব আ-কথা কু-কথা বলতে আসিস কি মনে করে!"

সমস্ত ব্যাপারটা অতি অপ্রত্যাশিতভাবে এক অশুভ মোড় নিল শচুকারের দিক থেকে। পালিয়ে রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে গিয়ে আত্মরক্ষার মতলব আঁটল শচুকার। খুব চতুরভাবে পিছু হটতে হটতে ওকে শান্ত করতে তোষণভরা কণ্ঠে বলতে লাগল: "ব্যাস্ ব্যাস্ ঢের হয়েছে, থাম বুড়ী! ওগুলো আদৌ গালাগাল নয়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ওগুলো হচ্ছে ভালোবাসার কথা। 'অ্যাস্টোলেব' বলাও যা "আমার প্রিয়তমা" বলাও ঠিক তাই...তাছাড়া সাধারণভাবে যদি বল 'সব চাইতে প্রিয়', কেতাবী ভাষায় তাকেই বলে 'অ্যাপ্রোবেশন'। দোহাই ঈশ্বরের এক বর্ণও মিথ্যে কথা বলছি না আমি। মাকার যে বড়ো বইটা পড়তে দিয়েছিল আমাকে একথা সেই বইটার ভিতরেই লেখা আছে। নিজের চোখে পড়েছি আমি। আর তুই কিনা কী ভেবে নিয়েছিস, তা শয়তানই

জানে! সেই জন্যেই তোর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতা দূর করা দরকার। আমার মতো তোকেও পড়াশুনা করতে হবে, তাহলেই তুইও আমার মতো শব্দ বেছে নিয়ে বলতে পারবি, আর এটা যথার্থ কথা!"

ঠাকুর্দা শ্চুকারের গলার স্বরে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের শক্তি ধ্বনিত হয়ে উঠল যে বৃদ্ধা ঠাণ্ডা মেরে গেল। কিন্তু তবুও চোখ কুঁচকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল: "আমার পক্ষে এখন পড়াশুনা আরম্ভ করার সময় নেই আর। তাছাড়া দরকারও নেই। তুমি তোমার নিজের ভাষায়ই কথা বলবে, বুঝলে বুড়ো ভাম। লোকে হাসে তোমাকে দেখে যেন তুমি একটা নিরেট মুখ্যু। নিশ্চিত জেনে রেখো লোকে হাসাহাসি করে!"

"কিছু কিছু লোক আছে যারা এ না করে থাকতে পারে না।" উদ্ধত ভাবে বলে উঠল শ্চুকার, কিন্তু আর কথা বাড়াল না।

ছোট এক বাটি ঘোলের ভিতরে খানিকটা বাসী রুটির ছিলকা সযত্নে চটকে নিয়ে ধীরে ধীরে ব্যগ্রভাবে খেতে লাগল। আর থেকে থেকে জানালার পথে বাইরের দিকে তাকাতে তাকাতে মনে মনে ভাবতে লাগল: কিসের জন্যে তড়িঘড়ি করে শহরে ছুটে যেতে গেলাম? মানুষ যখন বুঝতে পারে যে সে মরে যাচ্ছে আর তাকে পুরুতের আশীর্বাদ নিতে হবে, তখনি না তোমাকে ছুটতে হবে মরি-বাঁচি করে। কিন্তু শপোর্তনয় হল গে তোমার জমি মাপা আমিন, পুরুত নয়, আর দাভিদভও কিছু আর মরতে যাচ্ছে না, সুতরাং আমিই বা কেন মরতে জোর পায়ে ছুটে যেতে গেলাম? পরলোকে সবাই-ই আমরা যাবো সময় হলে পরেই! এখন পর্যন্ত ও জায়গায় পৌছাতে কাউকে লাইন দিতে হয়নি...সুতরাং গাঁ ছাড়িয়ে বাইরে গিয়েই আমি ছোট্ট একটা বেহড়ের দিকে মোড় নিয়ে যাতে কাক পক্ষীটিও না দেখতে পায় এমনিভাবে ভিতরে ঢুকে গিয়ে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেব। ঘোড়াগুলোও ততক্ষণে কিছুটা কচি ঘাস খেয়ে নিতে পারবে। সন্ধ্যে নাগাত তুবৎসভের ছাউনীতে গিয়ে উঠব। দারিয়া কুপ্রিয়ানোভনা নিশ্চয়ই রাতের খাবারটা খেতে দেবে আমাকে। তারপর রাত্রে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় শহরের দিকে পাড়ি দেব। ভগবান না করুন, দাভিদভ যদি কোনো রকমে জানতেই পারে তাহলে সোজা তার মুখের ওপরই বলে দেব: আগে তোমার ঐ অভিশপ্ত ছাগল ত্রোফিমের

রাত থেকে মুক্তি দাও আমাকে তাহলে আর রাস্তায় ঘুমোব না। সারা-রাত আমার চতুর্দিকে খড়ের ভিতরে লাফালাফি করে বেড়িয়েছে, তাতে করে একটা মানুষ ঘুমোয় কি করে? নির্ঘাৎ একটা পাপ ওটা!

রুবৎসভের ওখানে খাওয়ার আশু সম্ভাবনায় খুশি মনে মুচকি মুচকি হাসতে শুরু করল শচুকার। কিন্তু তক্ষুনি ওর গিন্নী ওর ঐ খুশিভরা মনোভাবটা নষ্ট করে দিল। "চিবোচ্ছ যেন চোয়ালে খিল ধরেছে? কোথাও যদি পাঠিয়ে থাকে তোমাকে তাহলে গোবরের গাদার গুবরে পোকার মতো আর ঘুরঘুর করে বেড়িও না। রওনা হয়ে পড়ো। আর ঐ সব বাজে শব্দগুলো মাথা থেকে দূর করে দিও, নইলে ফের যদি শুনতে পাই আমি ওগুলো উচ্চারণ করছ আমার সামনে, তাহলে লাঠি ভাঙবো তোমার পিঠে, মনে থাকে যেন বুড়ো বেকুব!"

"একটা লাঠির তো দুটো দিক থাকে," পাছে শুনতে পায় এমনি ভাবে বিড়বিড় করে বলে উঠল শচুকার।

কিন্তু ওর মহিয়সী গৃহিনীর চোখে মুখে ক্রুদ্ধ বলিরেখা ফুটে উঠতে দেখেই ঘোলটা এক চুমুকে গিলে ফেলে বিদায় নিল শচুকার।

"এখন শুয়ে পড়োগে লক্ষীটি, অকারণে আর বিছানা ছেড়ে উঠ না। আর প্রাণভরে অসুস্থ হতে থাক, চল্লাম আমি।"

"ঈশ্বর সঙ্গে থাকুন।" শুভেচ্ছা জানাল ওর বুড়ী, কিন্তু তার গলায় একটুকুও দরদ ফুটে উঠল না। পরক্ষণেই সে ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

প্রায় ছয় কিলোমিটার। গাঁ থেকে লাল বেহড়-এর মুখ পর্যন্ত মিষ্টি ঘুমের আমেজে ঝিমোতে ঝিমোতে মাথাটা নোয়াতে নোয়াতে পায়ে-হাঁটা-চালে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল গাড়িটাকে। কিন্তু শেষটায় দুপুর রোদের তাপে সর্বাঙ্গ এমন শিথিল হয়ে পড়ল যে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল গাড়ির ওপর থেকে। চোখ চেয়ে না যদি চলি তো গড়িয়েই পড়ে যাব,— ভয় পেয়ে ভাবল মনে মনে। তারপর মোড় নিয়ে একটা বেহোড়ের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

বেহোড়ের তলাটা না-কাটা সুগন্ধী ঘাসে ছেয়ে রয়েছে। ওপরের কোথা থেকে যেন একটা ছোট্ট ঝর্ণা নেমে এসে পড়েছে নিচের কাদাভরা পাহাড়ী নদীটার ভিতরে। জল এত স্বচ্ছ এত নির্মল আর ঠাণ্ডা যে ঘোড়াগুলো পর্যন্ত দাঁতের ফাঁক দিয়ে টেনে টেনে খাচ্ছে চুমুক দিয়ে।

নদীর পাড় এমন গাঢ় ছায়াচ্ছন্ন যে দুপুরের রোদও তা ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। যায়গাটা ভারি চমৎকার—ঘোড়াগুলো খুলতে খুলতে ভাবল শ্চ্কার। ঘোড়া দুটোর পা বেঁধে চরতে ছেড়ে দিয়ে কাঁট. ঝোপের তলায় ওর জীর্ণ কোটটা পেতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে বার্ধক্যমলিন হালকা নীল রঙের ঘোলাটে চোখ মেলে রোদে পোড়া পাণ্ডুর আকাশের দিকে তাকিয়ে জাগতিক চিন্তায় বিভোর হয়ে গেল।

এমন একটা গরম ঘেরা জায়গা থেকে সুচ ফুটিয়েও কেউ আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না, বুঝলে। চমৎকার একখানা ঘুম দিয়ে নেব আর বুড়ো হাড়গুলোকে তাতিয়ে নেব রোদে সেঁকে। তারপর দুবৎসভের ওখানে গিয়ে এক পেট পরিজ খেয়ে নেব। গিয়ে বলব. বাড়িতে প্রাতঃরাশ খাওয়ার সময় পাইনি। তাহলে বাধ্য হয়েই খাওয়াবে আমাকে, এ তো ধ্রুব সত্য! তাছাড়া ক্যাম্পে কিছু আর ওর পাতলা জল-খিচুরি খাবে না কিংবা হাঁড়ির তলা চাঁছা খেয়েও থাকবে না। ঘাসকাটার মরশুমে পেটে কিল মেরে পড়ে থাকবে তেমন বান্দা দুবৎসভ নয়। বসন্তের দাগওয়ালা বুড়ো শয়তানটার মাংস ছাড়া একটা দিনও চলে না, আমার বিশ্বাস। নিদেন কারোর পাল থেকে একটা ভ্যাড়া গেঁড়িয়ে এনেও খাওয়াবে দলের লোকদের!…আঃ! রাতের খাবারের জন্যে চমৎকার একটা ভ্যাড়ার ঠ্যাং, কমসে কম চার পাউণ্ড ওজনের. সেটা নেহাৎ একটা মন্দ ভোজ হবে না! বিশেষ করে সেটা যদি চমৎকার একটু চর্বি দিয়ে রোস্ট করা হয়। কিংবা যদি এমনও হয় যে, শুয়োরের রাং-এর নোনা মাংস আর ডিম হল, সেটাও তেমন মন্দ হবে না। শুধু পরিমাণটা যদি একটু বেশি হয়…। আর তারপর রয়েছে পিঠা আর টক পনির। সে তো হচ্ছে একটা সাত্ত্বিক আহার। প্রভুর ভোজের যে কোন নৈবেদ্যের চাইতেও চমৎকার। বিশেষ করে যখন ঐ ক্ষুদে ক্ষুদে মনোহর বস্তুগুলি পাতে দিতে থাকে, আর দিতে দিতে বেশ একটি বড়োসড়ো স্তূপে পরিণত হয়ে ওঠে। তখন খুব আস্তে আস্তে প্লেটটা নাড়া দাও যাতে পনিরটা সোজা নিচে চলে গিয়ে প্রত্যেকটা পিঠেকে আপাদমস্তক ঢেকে ফেলে। আরো ভালো হয় যদি পিঠেগুলো প্লেটে না দিয়ে বেশ কাঁধ উঁচু একটা গামলায় করে দেয়, যাতে পিঠে ও চামচের জন্যে একটু বেশি যায়গা পাওয়া যায়।

ঠাকুর্দা শচুকার পেটুক নয়, নিছক ক্ষুধার্ত। তার সুদীর্ঘ ভাগ্যহীন জীবনে ভরপেট খাবার খুব কালেভদ্রেই জুটেছে। একমাত্র স্বপ্নেই সে তার বাঞ্ছিত ও সুস্বাদু খাবার খেয়েছে পেট ভরে। কখনো স্বপ্ন দেখে ও খাচ্ছে সিদ্ধ ভেড়ার আঁতুড়ি। আবার কখনো মনে মনে কল্পনা করে যে বিরাট একটা ফুলকো ডিমের বড়া তৈরি করে পনিরে ডুবিয়ে মুখে পুরে দিচ্ছে। কখনো হাঁসের মেটের সঙ্গে ডিমের বড়ার গরম গরম ঝোল খেয়ে চলে অক্লান্ত ভাবে...। বস্তুতঃ রাতভোর কত কি যে স্বপ্ন দেখে তার শেষ নেই। আর সেগুলো উপোসী মানুষের দীর্ঘ স্বপ্ন। কিন্তু এই ধরনের সব স্বপ্ন দেখার পরে প্রায়ই যখন ঘুম ভাঙে, মনটা বিষাদে ভরে ওঠে। কখনো বা নিদারুণ বিরক্ত হয়ে উঠে আপন মনেই গজগজ করে,' মাঝে মাঝে কী সব আজে বাজে স্বপ্ন দেখে লোক! জীবনটা যেন নেহাৎই একটা ঠাট্টা। ঘুমের মধ্যে চমৎকার এক প্লেট ডিমের বড়ার ঝোল নিয়ে বসে আছ যেন এমন খাওয়ার আর শেষ নেই, কিন্তু ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে বুড়ীটা সামনে ধরে দেবে কালো রুটি, জল আর খানিকটা রসুন, ব্যাস! নিকুচি করেছে অমন বাজে খাবারের।

এই ধরনের স্বপ্ন দেখার পরে জেগে উঠে প্রাতঃরাশের আগ পর্যন্ত নীরবে শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে চলে শচুকার। তারপর খাদ্যের স্বল্পতা দেখে করুণভাবে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাঠের চামচটা দিয়ে গামলার ভিতরে আলুর টুকরা খুঁজে ফেরে।

ঝোপের ভিতরে শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ ধরে ক্যাম্পের খাবারদাবার কি ধরনের হতে পারে সে সম্পর্কে মনে মনে ভাবতে লাগল শচুকার। তারপর অবশ্য সেখান থেকে ওর ভাবনা চলে গেল অস্ত্রোভনভের মায়ের শ্রাদ্ধে কি কি খেয়েছিল তারই স্মৃতিচারণায়। একদা কী সুখাদ্য খেয়েছিল তার স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে গরম হয়ে উঠে হঠাৎ এমন তীব্র খিদে জেগে উঠল যে মুহূর্তে ওর ঘুমের আমেজ যেন মন্ত্রের মতো উবে গেল। দারুণ রেগে থুথু ফেলে দাড়ি মুছে নেতিয়ে পড়া পেটটায় হাত বুলাতে লাগল। তারপর গলা চড়িয়েই আপন মনে বলে উঠল: খানিকটা রুটির ছিলকা আর এক মগ ঘোল—এই কী একজন উৎপাদনকারীর আহার? হাওয়া দিয়ে পেট ভরানোর চাইতে তেমন বেশি কিছু আর ভাল নয়। ঘণ্টাখানেক আগে আমার পেটটা ছিল জিপসীর তাম্বুরিনের মতো টইটম্বুর, কিন্তু এখন? এখন

পেটটা পিঠের শিরদাঁড়াটকে চুষে খাচ্ছে। ওপরে ভগবান আছেন! রোজকার এক টুকরা রুটির কথা ভেবে ভেবেই সারাটা জীবন কেটে গেল, কি করে কোনো রকমে পেটটা ভরানো যায় তারই ধান্ধায়। আর এ দিকে আঙুলের ফাঁকা গলা জলের মতো জীবনটা বয়ে গেল, লক্ষ্যও পড়ল না কবে তাড়াতাড়ি শেষ কেয়ামতের কিনারায় এসে ভিড়ল...। কত দিন হয়ে গেল এই লাল বেহোড়ে এসেছিলাম শেষ বার? কাটা ঝোপগুলো তখন ফুলে ছেয়ে গিয়েছিল, সমস্ত বেহোড়টা যেন সাদা ফেনার ছিটায় ভরে উঠেছিল আর যখন বাতাস বইত এই মিষ্টি সাদা ফুলগুলো যেন তুষার ঝড়ের সময়কার বরফের মতো চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াত। নিচের পায়ে চলা পথ সাদায় ছেয়ে যেত আর এমন মিষ্টি গন্ধ ছড়াতো মেয়েদের মুখে মাখা ক্রিমের চাইতেও তার গন্ধ মধুর। কিন্তু বসন্তের সে ফুল শুকিয়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চিরকালের মতো গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। আর তেমনিই আমার অপদার্থ জীবনটাও বার্ধক্যে শুকিয়ে গেছে। শিগগিরই বেচারা শচুকার বুড়ো তার শীর্ণ পা দুটো কফিনে তুলে দেবে, তাছাড়া আর কোনো কিছু নেই...।"

ঠাকুর্দা শচুকারের দার্শনিকতাভরা গীতিকাব্যময় চিন্তাধারা এইখানে পৌঁছেই শেষ হয়ে গেল। নিজের উপরে করুণায় একটু কাঁদল, নাক ঝাড়ল, জামার হাতা দিয়ে লাল লাল চোখ দুটো মুছল বার কয়েক তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। বিষণ্ণ চিন্তায় সব সময়েই ওর ঘুম পায়।

ঘুমিয়ে পড়েও স্বভাব অনুযায়ী চোখ কুঁচকে প্রসন্ন তৃপ্তির হাসি হাসতে লাগল আর তন্দ্রার ঘোরে ভাবতে লাগল: দুবৎসভের দলের রাত্রের খাবারের জন্যে নিশ্চয়ই ভ্যাড়ার মাংস থাকতে বাধ্য, হাড়েহাড়ে বুঝতে পারছি আমি সেটা! অবশ্য এক পাতে চার পাউণ্ড মাংস সাবড়ে উঠতে পারব না আমি এটা ঠিক, কিন্তু তিন পাউণ্ড, কি ধরো বড়ো জোর সাড়ে তিন পাউণ্ড—চোখের পাতাটুকুও না ফেলেই সাবড়ে দিতে পারব। টেবিলে ভ্যাড়ার মাংস যতক্ষণ আছে শচুকার সেটা ফসকাতে দিচ্ছে না। যে কোনো রকমেই হোক তা শচুকারের মুখে গিয়ে ঢুকবে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারো!

বেলা তিনটে নাগাদ গরম চূড়ান্ত হয়ে উঠল। একটা শুকনো গরম বাতাস পূর্ব দিক থেকে জেগে উঠল। আর আগুন-ঝলসানো বাতাস

বেহোড়ের ভিতরে ঢুকে বেহোড়ের ছায়াচ্ছন্ন শীতলতা নিশ্চিহ্ন করে দিল। তাছাড়া সূর্য যতই পশ্চিম দিকে হেলে পড়ছে মনে হচ্ছে সে যেন উবুর হয়ে জড়ানো কোটটার ভিতরে মুখ ডুবিয়ে ঘুমিয়ে থাকা শচ্কারকে পিছু ধাওয়া করে চলেছে।

রোদের আলো যেই না প্রথমে ওর জীর্ণ সার্টটার উপরে হাতড়ে হাতড়ে তারপর ওর শীর্ণ পিঠটার উপরে পৌঁছাতে শুরু করল, ঘুমের ভিতরে মোড়াগুড়ি করতে করতে ছায়ার ভিতরে সরে গেল শচ্কার। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই নাছোড়বান্দা রোদও আবার বুড়ো মানুষটার পিঠটা পুড়িয়ে দিতে আরম্ভ করল। আবার মোড়াগুড়ি খেতে খেতে সরে গেল শচ্কার। পুরো তিন ঘন্টা ধরে মাঝারি গোছের ঝোপটার আধখানা দিয়ে মোড়াগুড়ি খেতে খেতে চক্কর দিয়ে ফিরল, কিন্তু ঘুম ভাঙল না। অবশ্য শেষপর্যন্ত গরমের চোটে হয়রান হয়ে ঘাম-ঝরা ফোলা ফোলা মুখে ঘুম ভেঙে উঠে বসে চোখে হাত ঢাকা দিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে নিদারুণ বিরক্তির সঙ্গে ভাবল: এই হচ্ছে গে তোমার ঈশ্বরের চোখ, প্রভু ক্ষমা করুন, ঝোপের ভিতর ঢুকেও এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। সারাটা বিকাল খরগোসের মতো আমাকে গোটা ঝোপটার ভিতরে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে। একে কি ঘুমানো বলে? ঘুম নয় এ হচ্ছে শাস্তি! উচিত ছিল আমার গাড়িটার তলায় গিয়ে শোওয়া। কিন্তু ঐ ঈশ্বরের দৃষ্টি সেখানে গিয়েও আমাকে খুঁজে বের করবে। খোলা স্তেপের ভিতরে ওর হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো জো নেই, থাকে তো ধরে মারতে পারো আমাকে!

আপন মনে গজগজ করতে করতে আর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শচ্কার ধীরে ধীরে তার জরাজীর্ণ জুতাটা খুলে ফেলল, ট্রাউজারটা পাকিয়ে তুলে নিল উপরে তারপর একই সঙ্গে সূক্ষ্মদর্শীসুলভ মুচকি হাসি হাসতে হাসতে আর বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বহুক্ষণ ধরে নিজের শীর্ণ পা দুটো দেখতে লাগল। তারপর উঠে হাত পা ধোয়ার জন্যে আর ঘাম গড়ানো মুখটা বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নিতে নদীর সোঁতাটার ভিতরে নেমে গেল।

আর এই মুহূর্ত থেকেই শচ্কার পরপর এক গাদা দুর্ভাগ্যের ভিতরে গিয়ে পড়ল।

সোঁতার মাঝখানের টলটলে পরিষ্কার জলের দিকে যেতে গিয়ে ঘাস-আগাছার ভিতর দিয়ে মাত্র দু পা এগিয়েছে কি না এগিয়েছে আচমকা ওর বাঁ পায়ের গোড়ালীটা ঠাণ্ডা পিছল কি একটা বস্তুর উপরে গিয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা মৃদু খোঁচা মতো কি যেন একটা অনুভব করল পায়ের গাঁটের একটু ওপরে। অস্বাভাবিক তৎপরতায় ঠাকুর্দা শ্চুকার বাঁ পা-টা জলের ভিতর থেকে টেনে তুলল তারপর জলের মাঝখানে বকের মতো বাকি পাটার উপরে ভর করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু যখন দেখতে পেল যে ওর বাঁ দিকের আগাছা-গুলো একটু দুলে উঠেছে আঁকা বাঁকা রেখায় ওর মুখখানা কুঁচকে উঠে মুহূর্তে ঐ আগাছাগুলোর মতোই নীল হয়ে উঠল। চোখ দুটো ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে লাগল গর্তের ভিতর থেকে।

এমন অসাধারণ প্রাণপ্রাচুর্য কেমন করে কোথা থেকে ফিরে পেল বৃদ্ধ লোকটা? যেন তার সুদীর্ঘ কালের হারানো যৌবন হঠাৎ আবার ফিরে এসেছে। দু লাফে পাড়ে উঠে এসে একটা মাটির ঢিবির ওপর ধপ করে বসে পড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পায়ের পাতার উপরে ফুটে ওঠা দুটি খুদে খুদে লাল দাগের দিকে তাকিয়ে দেখছে আর থেকে থেকে ভয় পাওয়া দুটো চোখের সন্ত্রস্ত দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে অভিশপ্ত সোঁতাটার দিকে।

ভয়ের প্রথম চোটটা একটু নরম পড়তে বুদ্ধিটা ফিরে এল, তারপর আপন মনেই বিড়বিড় করে বলে চলল: "ন্যাও ঠ্যালা, শুরু হল তো এবার! ভগবান রক্ষে করো! সেই অভিশপ্ত কুলক্ষণের মানে হল গিয়ে এই, মার গুল্লি! ঐ হেঁড়েমাথা দাভিদভকে একশো বার বলেছিলাম আমি যে আজ কিছুতেই শহরে যাবার ঝুঁকি নিতে পারব না। কিন্তু না, একবার মাথায় যখন ঢুকেছে ওর, যেতেই হবে আমাকে। আর এখন, গেলাম তো আমি! ও সব সময়েই বলে থাকে: আমি শ্রমিকশ্রেণীর লোক। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীকে এমন জেদী একগুঁয়ে করে তুলল কিসে? একবার মাথায় একটা কিছু ঢুকল তো নিশ্চিত জেনো, তোমার নিকেশ হওয়ার আগে সে আর তোমার পিছু ছাড়বে না। কিংবা যেটা ধরেছে সেটা উম্মুল করে তবে ছাড়বে! বেশ, এখন ঐ কুত্তির বাচ্চাটা তো ঠিক কাজটিই করে বসে আছে, কিন্তু আমি এখন কী উপায় করি?"

হঠাৎ ঠাকুর্দা শ্চুকারের মাথায় একটা মতলব এল। বরং এক্ষুণি

ঘায়ের মুখ থেকে রক্তটা চুষে বের করে ফেলি। যেটায় কামড়েছে সেটা বিষাক্ত সাপ। যেমন করে ছুটে নলখাগড়ার ভিতরে গিয়ে ঢুকল তা থেকেই নিশ্চয় করে বলতে পারি আমি। অন্য সব সাপ, যেমন হেলে সাপই ধরো না কেন, সেগুলো চলবে ধীরে ধীরে, খানিকটা ভারিক্কি চালে। কিন্তু এটা, ঐ অভিশপ্ত জীবটা, ঠিক যেন বিদ্যুতের মতো মুচড়ে ঢুকে গেল। দারুণ ভয় পেয়ে গেছে ওটা আমাকে দেখে! কিন্তু এখন প্রশ্নটা হচ্ছে কে বেশি ভয় পেয়েছে—আমি না ঐ সাপটা?

কিন্তু এ জটিল সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই মোটেই। সময় সংক্ষিপ্ত। আর বেশি গোলমাল না করে শ্চুকার উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু যতই চেষ্টা করুক না কেন কিছুতেই সাপে কাটা ঘা পর্যন্ত ওর ঠোঁট দুটো পৌছাচ্ছে না। তারপর গোড়ালী আর পায়ের পাতাটা শক্ত করে ধরে পা-টা এত জোরে মুচড়ে নিজের দিকে ফেরাল যে পায়ের গাঁটের ভিতরে কি যেন একটা মট্ করে উঠল। নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ব্যথা বুড়োকে চিত করে শুইয়ে ফেলে দিল মাটির উপরে। প্রায় মিনিট পাঁচেক পড়ে রইল চোখ বুঁজে। খানিকটা ধাতস্থ হলে পরে পায়ের আঙুলগুলো নটকাতে নটকাতে নিদারুণ ত্রাসে নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করতে শুরু করে দিল। ব্যাপারটা শুরু হল সাপে কাটা দিয়ে আর তার পরেই হল এই। বেশ, এই প্রথম জানলাম যে কোনো মানুষ নিজে ইচ্ছে করেই তার নিজের পায়ের গাঁটটা মচকে দিল। এ ব্যাপারটা বল গিয়ে কাউকে, তারা কখনো বিশ্বাস করবে না। 'আবার গুল মারছে শ্চুকার।' এই কথাই বলবে সবাই। তাহলে অশুভ লক্ষণই বটে! এর পর কী হবে আবার ভেবে অবাক হচ্ছি… মহামারীতে নিপাত যাক, ঐ ব্যাটা দাভিদভ! আমার যথাসাধ্য আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি ওকে। কিন্তু কী করি আমি এখন? কি করে ঘোড়া দুটোকে জুতি?

সে যা-ই হোক, নষ্ট করার মতো এতটুকু সময়ও নেই আর। কোনো রকমে টেনেটুনে নিজেকে দাঁড় করাল শ্চুকার, তারপর ভয়ে ভয়ে বাঁ পা-টা মাটির উপরে রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু যখন দেখল ব্যথাটা তেমন যন্ত্রণাদায়ক নয়, তখন দারুণ খুশি হয়ে উঠল মনে মনে! নেহাৎ অক্লেশে না হলেও চলতে পারছে ঠিকই। হাতের চেটোয় ছোট্ট এক দলা কাদা নিয়ে থুথুতে ভিজিয়ে চটকে সন্তর্পনে ঘসে দিল কাটা ঘায়ের উপরে।

তারপর, পাছে বাঁ পা-টার উপরে যাতে না ভর পড়ে এমনি ভাবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেল ঘোড়াগুলোর কাছে। আর ঠিকই সেই মুহূর্তে সোঁতার ওপারে মাত্র চার মিটার দূরে কোনো একটা কিছুর উপরে দৃষ্টি পড়তেই ওর চোখ দুটো দপ্ করে জলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ রাগে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল থর থর করে। সোঁতার ওপারে বলের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ছোট্ট একটা হেলে সাপ মহানন্দে ঘুমোচ্ছে একটা ঢিপির উপরে। ওটা নেহাৎই যে একটা হেলে সাপ তাতে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না কোনো মতেই।

নিতান্তই রাগে ফেটে পড়ল শচুকার। ইতিপূর্বে আর কোনো দিনই ওর ভাষণ এমন উচ্চাঙ্গের প্রতিবাদে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেনি। সংকারে পা-টা সামনের দিকে বাড়িয়ে গম্ভীরভাবে হাতটা মেলে দিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে চলল: "ওরে অভিশপ্ত সরীসৃপ! ঠাণ্ডা-রক্ত হারামজাদা হলদে চোখো মহামারী। ব্যাটা নোংরা পোকা, কোন সাহসে তুই আমাকে, একটা উৎপাদনকারীকে, অমন প্রাণান্তকর ভয় পাইয়ে দিলি? আর নেহাৎ বেকুব আমি তাই ভাবলাম যে তুই তুই নোস, একটা জাত সাপ! কিন্তু তুই আসলে কী, সে প্রশ্নটা যদি তুলি? বুকে-হাঁটা একটা পোকা, তার চাইতে বেশি কিছু নোস! তোকে যা করা উচিত তা হচ্ছে এই যে আবার পায়ে তলায় ফেলে তোকে থেঁতলে ধুলো আর ছাই করে দেয়া। তোরই জন্যে যদি আমার পায়ে গাঁটটা মচকে না যেত, ব্যাটা নীচ ভাইপার, তাহলে তাই-ই করতাম আমি তোকে, সেটা মনে রাখিস!"

দম নেয়ার জন্যে থামল শচুকার আর জোরে ঢোক গিলল। হেলে সাপটা তার পালিশ করা মার্বেলের মতো কালো মাথাটা তুলল। মনে হল যেন ওর উদ্দেশে বলা মানুষের গলার এই প্রথম বক্তৃতার আওয়াজ বেশ মনোযোগের সঙ্গে শুনছে কান পেতে। একটু দম নিয়ে আবার বলে চলল শচুকার: "তোর ঐ বেহায়া চোখ দুটো পাকিয়ে পাকিয়ে প্যাট্ প্যাট্ করে তাকাচ্ছিস আবার আমার দিকে, ব্যাটা নোংরা জীব, তাকাচ্ছিস তুই? ভেবেছিস এতেই পার পেয়ে যাবি? ওহে না বাছা, তা না, তোর আজকের দিনের কাজের সবটুকু পাওনাই পেয়ে যাবিখন! নিজেকে একটা কেউকেটা ভাবছিস, আঁ! যখন সজুত করব তোকে তখন আর এ উৎসাহ থাকবে না তোর, আর এ কথাটা যথার্থ!"

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নামিয়ে আনল ঠাকুর্দা শ্চুকার। লাল বেহোড়ের উপর থেকে গড়িয়ে নেমে আসা নুড়িগুলোর ভিতরে বড়ো একখানা গোল পাথর দেখতে পেল। পায়ের চোট-এর কথা ভুলে গিয়ে বীরদর্পে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। একটা তীব্র যন্ত্রণা গাঁটের ভিতরে টনটন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই অকথ্য ভাষায় গাল পাড়তে পাড়তে কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। কিন্তু পাথরটা তখনো তার হাতের মুঠোয় ধরা।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে আর ককাতে ককাতে যতক্ষণে উঠে দাঁড়াল শ্চুকার ততক্ষণে সাপটা পালিয়ে গেছে। যেন উবে গেছে হাওয়া হয়ে। হাতের অস্ত্রটা ফেলে দিল শ্চুকার তারপর নিদারুণ হতাশায় বিহ্বল হয়ে পড়ার ভঙ্গিতে হাত দুটো ছড়িয়ে দিল।

"এমন ব্যাপার কেউ দেখেছে কোনো দিন? এ যেন একটা ইন্দ্রজাল! কোথায় গেল ওটা, ঐ শয়তানটা? বোধহয় আবার জলের ভিতরে নেমে গেছে। হাঁ, ভাগ্য তোমার একবার ফসকে গেল তো গেলই। মনে হয় শেষ দেখা এখনো বাকি আছে আমার। আমিও যেমন একটা বুড়ো হাবড়া, ওটার সঙ্গে কথা বলতে যাওয়াটা উচিত হয়নি আমার। উচিত ছিল চুপি চুপি পাথরটা কুড়িয়ে এনে প্রথম চোটেই মাথার উপরে এক ঘা ঝেড়ে দেয়া। নইলে কোনো লাভ হত না, কারণ দ্বিতীয় বারেরটা না-ও লাগতে পারত, আর কথাটা যথার্থ! কিন্তু ওটা যদি পালিয়ে গিয়েই থাকে তবে কেমন করে এখন মারব ওটাকে? সেটা একটা প্রশ্ন বটে!"

খানিকক্ষণ সোঁতার পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকালো ঠাকুর্দা শ্চুকার, তারপর একটা হতাশার ভঙ্গি করে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলে গেল ঘোড়া জুততে। যতক্ষণ সোঁতাটা থেকে খানিকটা ভদ্র গোছের দূরত্বে গিয়ে না পৌঁছাল ততক্ষণ বারবার করে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল স্থির নিশ্চিত হবার জন্য।

বাতাস বইছে। স্তেপের সুবিশাল পূর্ণ বুকের নিরবচ্ছিন্ন সবল নিশ্বাসে জেগে উঠছে বিষাদের মৃদু রেশ মাখা মদির গন্ধ। পথের কিনারার ওক ঝোপের ভিতর থেকে ভেসে আসছে পচা ওক পাতার সতেজ কড়া গন্ধ মাখা সজীবতা। গত বছরের অ্যাস গাছের পাতা থেকে কেন যেন এখনো যৌবনের, বসন্তের আর খানিকটা ভায়োলেট ফুলের সুবাস জেগে উঠছে।

বিভিন্ন গন্ধের এই সংমিশ্রণ কেন যেন সাধারণ মানুষের মনে একটু বিষাদ, একটু অস্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিয়ে যায়, বিশেষ করে সে যদি একা থাকে স্তেপের ভিতরে। কিন্তু ঠাকুর্দা শ্চুকারের বেলা তেমন কিছু ঘটে না। আহত পাটা পাকানো কোটটার উপরে আরাম করে রেখে, গাড়িটার পাশ দিয়ে ডান হাতটা ঝুলিয়ে পরম পরিতৃপ্তিতে বয়েসের দরুন ঘোলাটে চোখ দুটো কুঁচকে ফোকলা দাঁতে মুচকি হাসতে হাসতে ছাল ওঠা নাকটা ফুলিয়ে লোভীর মতো স্তেপের পরিচিত গন্ধ শুঁকে চলেছে।

আর কেনই বা জীবন সম্পর্কে সে সন্তুষ্ট থাকবে না? পায়ের ব্যথাটা একটু নরম পড়েছে। বহু দূরের কোথা থেকে একটা পূবালী মেঘ হাওয়ায় ভেসে এসে সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে। আর ঢেকে রাখবেও অনেক্ষণ পর্যন্ত। একটা গাঢ় বেগুনী ছায়া নেমে এসেছে সমতল ভূমির বুকে, নিচু পাহাড়ের মাথায়, টিলা আর বেহোড়ের উপরে। নিশ্বাস নেয়া সহজ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া সামনে অপেক্ষা করে রয়েছে সুস্বাদু খাদ্যসমন্বিত আহার। না, তা যা-ই বলো না কেন, কিন্তু এই মুহূর্তে ঠাকুর্দা শ্চুকারের জীবনটা তেমন নেহাৎ মন্দ কাটছে না।

একটা পাহাড়ের মাথা থেকে যেই মাত্র শ্চুকার দূরে দলের ওয়াগন আর ক্যাম্পটা দেখতে পেল অমনি সে তার মন্থরগতি ঘোড়া দুটোকে দাঁড় করিয়ে গাড়ির ওপর থেকে নেমে এল। পায়ের গাঁটে তখনো একটু একটু ব্যথা রয়েছে সত্য তবুও মোটামুটি ভালো করেই দাঁড়াতে পারছে। তাই মনে মনে ঠিক করল বুড়ো: ওদের দেখিয়ে দেব একটু যে নেহাৎ জল-টানা ভিস্তি আসছে না, আসছে যৌথ জোতের চেয়ারম্যানের কোচোয়ান। আর যাই হোক আমি হচ্ছি দাভিদভ, মাকার ইত্যাদি উচু তলার কর্তাব্যক্তিদের কোচোয়ান। সুতরাং অন্ততঃ মাইলখানেক দুর থেকে যাতে আমাকে দেখে লোকের চোখ টাটায় সেই মতো করেই গাড়ি হাঁকাতে হবে তো।

সমস্ত অপদেবতাদের 'গাল পাড়তে পাড়তে আর ব্যথায় ককাতে ককাতে ঘোড়া দুটোর মুখে লাগাম পরাল। ঘোড়া দুটো ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছে যে ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে পৌছেছে, আর এর পরেই রাতের বিশ্রাম। বৃদ্ধ গাড়ির উপরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পা দুটো ফাঁক করে দিল তারপর লাগাম কসে টেনে ধরে একটা বিকট চিৎকার করে উঠল। দুলকি চালে ছুটতে শুরু করে দিল ঘোড়া দুটো। ঢালু পথের দরুন ওদের গতি আরো

দ্রুত হয়ে উঠল আর এই ক্ষণে মাকারের কোমরবন্ধ মুক্ত সার্টটার ভিতরে হাওয়া ঢুকে পালের মতো হয়ে উঠল। কিন্তু ঘোড়া দুটোকে আরো দ্রুত চলার জন্যে তাগিদ দিয়ে চলেছে মাকার। পায়ের ব্যথায় মুখ বাঁকাতে বাঁকাতে আর ফুর্তির সঙ্গে চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে তীক্ষ্ণ সরু গলায় চিৎকার করে উঠল: "চল চল বাছারা, তোদের হিম্মত দেখিয়ে দে দেখি একবার!"

ক্যাম্পের যে লোকটি ওকে প্রথম দেখতে পেল সে হচ্ছে আগাফন দুবৎসভ।

"কোনো শয়তান বা কিছু একটা যেন তাতারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রাইয়ানিশকভ, দেখতে পাচ্ছ কে আসছে আমাদের এখানে?"

অসমাপ্ত খড়ের গাদার উপর থেকে খুশিভরা গলায় চিৎকার করে বলে উৎল প্রাইয়ানিশকভ:

"আরে আমাদের প্রচার-দল আসছে! ঠাকুর্দা শচুকার!"

"বটে, খুবই ভালো কথা," খুশিভরা মুচকি হাসি হেসে বলল দুবৎসভ। "কিছুদিন ধরে খুবই একঘেয়ে লাগছিল। বুড়ো থাবে রাত্রে আমাদের সঙ্গে আর রাতটা রেখেও দেব ওকে এখানে।"

বলতে বলতে ওয়াগনের তলা থেকে সে তার থলেটা বের করে এনে দ্রুত হাতড়ে ইতিমধ্যেই শুরু করে দেয়া একটা ভদকার ছোট্ট বোতল টেনে বের করে পকেটের ভিতরে ঢুকিয়ে নিল!

উনিশ

চাকা চাকা চর্বি দেয়া পাতলা গমের খিচুড়ির পুরো দুটি পাত্র নিঃশেষ করে বেশ পরিতৃপ্ত হয়ে উঠল ঠাকুর্দা শচুকার। একটু ঢুলু ঢুলু ভাবও নেমে এলো সর্বাঙ্গ ছেয়ে। কৃতজ্ঞতাভরা চোখে সহৃদয়া রাঁধুনার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: "রাতের খাবার আর ভদকার জন্যে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আর তুমি, দারিয়া কুপ্রিয়ানোভনা, তুমি নাও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। যদি শুনতে চাও তো বলি, তুমি তো আর একটা মেয়েমানুষ নও, তুমি হচ্ছ গে আসলে এটা সোনা ভরা সিন্দুক, আর

এ কথাটি যথার্থ। খিঁচুড়ি রাঁধার যা একখানা হাত তোমার তাতে আমাদের এই চাষাদের রাঁধুনী না হয়ে তোমার উচিত ছিল খোদ মিখেইল আইভানোভিচ কালিনিনের রাঁধুনী হওয়া। বাজি রেখে বলতে পারি, বছর না ঘুরতেই তাহলে তোমার বুকের উপর বাড়তি বিশেষ কাজের দরুন একখানা মেডেল ঝুলত। তাছাড়া হয়ত তিনি তোমার জামার হাতায় ফিতে বা ঐ ধরনের কিছু একটা এঁটেও দিতেন। বিশ্বাস করো নিশ্চয়ই দিতেন, এ কথাটি যথার্থ। জীবনে সবচাইতে বড়ো জিনিসটি কী সে কথা কেউ যদি জানে তো জানি একমাত্র আমি।”

“বটে, কী সেটা?” ওর পাশে বসা দুবৎসভ সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল। “তোমার ধারণায় সবচাইতে বড়ো জিনিস কোনটা ঠাকুর্দা?”

“খাওয়া! আমি বলছি তোমাদের, শুনে রাখো, কথাটি যথার্থ! খাদ্য, বুঝলে বাছারা, খাওয়ার চাইতে বড়ো কিছুই নেই!”

“ভুল করছ তুমি, ঠাকুর্দা,” ওর জিপসীসুলভ চোখ দুটো মটকে উপস্থিত শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে নিতান্ত ভালোমানুষ গোছের মুখ করে বেজারভাবে বলল দুবৎসভ। “দারুন ভুল করছ তুমি ঠাকুর্দা, আর তার কারণ হচ্ছে এই যে বুড়ো বয়সে তোমার মগজটুকু যে খিঁচুড়ি খেলে তারই মতো পাতলা হয়ে গেছে। মগজটুকু জলো হয়ে গেছে কিনা তাই এমন ভুল হয় তোমার।”

প্রসন্ন মুখে মুচকি হাসল ঠাকুর্দা শচুকার।

“দেখাই যাবেখন কার মগজ কত বেশি জলো—তোমার না আমার। তাহলে তোমার মতে জীবনের সবচাইতে বড়ো জিনিসটি কী?”

“পিরিত,” এমন ভাবে বলল দুবৎসব যেন সে কথাটা উচ্চারণ করেনি, কথাটা বেরিয়ে এসেছে ওর নিঃশ্বাসের সঙ্গে। তারপর এমন স্বপ্নালু দৃষ্টি মেলে চোখ পাকাতে লাগল যে ওর বাদামী রঙের বসন্তের দাগে ভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে সব প্রথম হেসে লুটিয়ে পড়ল দার্য়্যা কুপ্রিয়ানোভনা।

জামার হাতায় লাল মুখটা লুকিয়ে বৃষ্টির গন্ধ পাওয়া ঘোড়ার মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

“পিরিত?!” ঘৃণায় নাক সিটকে উঠল শচুকার। “যুত মতো ভালো খাওয়াটি না হলে তোমার ঐ পিরিতটা কোন্ কাজে লাগবে শুনি? যত সব বাজে বাকচাতুরী! সাতটি দিন যদি তোমার পেটে অন্ন না পড়ে

তবে দারয়্যা কুপ্রিয়ানোভনা তো দূরের কথা, ঘরের মাগও তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে।”

“সেটা নির্ভর করে,” জিদ করে বলল দুবৎসভ।

“এতে আর নির্ভর করাকরি নেই। ওসব কিছুই জানা আছে আমার,” বাধা দিয়ে বলে উঠল ঠাকুর্দা শচুকার তারপর তাৎপর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে তর্জনী তুলে বলল: “একটা ছোট্ট গল্প বলছি তাহলেই ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবেখন। তখন আর বাৎ বাড়াবার দরকার হবে না।”

এমন একাগ্র শ্রোতা খুব কমই জুটেছে ঠাকুর্দা শচুকারের ভাগ্যে। প্রায় জনাত্রিশেক লোক ঘিরে বসে আছে আগুনের পাশে, পাছে ওর গল্পের একটি কথাও ফসকে যায় তাই ওদের ভয়। অন্ততঃ এটাই মনে হল শচুকারের। যাই হোক, আর কিই-বা আশা করা যায় বুড়ো মানুষটার কাছ থেকে? কোনো সভায় কোনো দিন বলার সুযোগ মেলেনি ওর কপালে। দাভিদভ যখন কোথাও যায় ওর গাড়িতে, সাধারণতঃ সে চুপচাপই থাকে, তাছাড়া নিজের চিন্তার ভিতরেই ডুবে থাকে সে। আর শচুকারের বৌ তো কোনোকালেই বেশি কথার মানুষ নয়, এমনকি তার বয়সের কালেও ছিল না। বেচারা বুড়ো মানুষটা কার কাছেই বা মনের কথা খালাস করে? তাই এখন রাতের ভুঁড়ি-ভোজনের পরে একে তো মেজাজটি খোশ তার উপরে এক সঙ্গে এতগুলো অনুকূল শ্রোতা পেয়ে, ঠিক করল ওর পেটে যা কিছু জমা হয়ে আছে তা নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দেবে। পায়ের উপরে পা তুলে বেশ আরাম করে জাঁকিয়ে বসল শচুকার। তারপর হাত বুলিয়ে দাড়িটা ঠিক করে নিয়ে যেই না ধীরে সুস্থে রসিয়ে রসিয়ে গপ্প ফাঁদার জন্যে মুখটি খুলতে যাবে অমনি ওকে বাধা দিয়ে কপট রুক্ষ গলায় বলে উঠল দুবৎসভ: “মনে থাকে যেন, তুমি সত্যি গপ্প বলবে আমাদের ঠাকুর্দা। তোমার ঐ সব বানানো গপ্প কিন্তু চলবে না এখানে! জানো তো মিথ্যাবাদীদের কী করি আমরা—ঘোড়ার লাগাম দিয়ে গায়ের চামড়া কষে দি!”

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঠাকুর্দা শচুকার হাতের চেটো দিয়ে বাঁ পায়ের গাঁটের উপরে আস্তে আস্তে চাপড়াতে লাগল।

“আমাকে ভয় পাইয়ে দেবার চেষ্টা করো না আগাফন। অমনিতেই

আজ একবার এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে মরেই যেতাম আর একটু হলে…। শোনো তবে, ব্যাপারটা যা ঘটেছিল। গত বসন্তকালে একদিন দাভিদভ আমাকে ডেকে বলল: 'গুদাম থেকে দু থলে ওট নিয়ে নাও ঠাকুর্দা, আর নিজের জন্যে খানিকটা খাবার নিয়ে ঘোড়াদুটো হাঁকিয়ে সোজা চলে যাও ড্রাই গালিতে! আমাদের ঘুড়ীগুলো চরছে ওখানে, আমি চাই যে তুমি ওদের জন্যে এক জোড়া বর নিয়ে গে হাজির হও ওখানে। কালো ভাসিলি বাবকিন রয়েছে ঐ পালটার রক্ষক হিসেবে। পালটাকে দু'দলে ভাগ করে দেবে। এক ভাগের ভার নেবে তুমি, অন্য ভাগের ভার নেবে ভাসিলি। কিন্তু প্রজনকদের সম্পর্কে দায়ী থাকবে তুমি আর ওদের ওটা খেতে দেবে।' কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, প্রজনক কথাটার সত্যিকারের মানে যে কী, সেটা আদৌ জানতাম না আমি। কস্মিনকালেও এ কথাটা শুনিনি আমি। মহা বিপদ, ভাবলাম মনে মনে। ঘোড়া কি, তা জানি আমি, ঘুড়ী কি তাও জানি, ছিন্নমুষ্ক ঘোড়া কি তাও জানা আছে আমার। সুতরাং জিজ্ঞেস করলাম: 'প্রজনকটা কাকে বলে?' আর ওর জবাবটা হল এই। 'যে কেউ' সে বলল, 'বাচ্চা জন্ম দেয় সে-ই হল প্রজনক'। শুনে তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে: 'তাহলে ষাঁড়কে কি প্রজনক বলতে পারো তুমি?' ভ্রূ কুঁচকে একটু চিন্তা করে বলল, 'নিশ্চয়ই বলতে পারো।' তখন আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরাও কি তাহলে প্রজনক?' শুনে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল দাভিদভ তারপর বলল তার জবাব হল নিজের নিজের কাছে বুঝলে ঠাকুর্দা।' যা-ই হোক না কেন, তা সে চড়ুই-ই হোক, পশুই হোক আব মানুষই হোক, মনে হয় যতক্ষণ সে পুরুষ জাতের সে হচ্ছে সাচ্চা সর্বাঙ্গীন প্রজনক। বেশ, অতি উত্তম কথা, মনে মনে ভাবলাম আমি। তারপর আর একটা প্রশ্ন করলাম, 'যে-সব লোক ফসল জন্মায় তাদের বেলায় কী, কী তারা? প্রজনক না কী তারা?' জিজ্ঞেন করলাম ওকে। শুনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল: 'তুমি অনেক পেছিয়ে আছ ঠাকুর্দা।' শুনে আমিও জবাবে বললাম ওকে, 'সময়ের দিক থেকে তুমিই পিছিয়ে আছ সেমিয়ন, বুড়ো খোকা। কেননা তোমার জন্মের চল্লিশ বছর আগে জন্মেছি আমি। সুতরাং এখনো তুমি আমার থেকে অনেক পিছনে।' এমনি করেই আমরা প্রশ্নটার রফা করে নিলাম!"

"তাহলে তুমিও একটি প্রজনক, কি বলো ঠাকুর্দা?" দম ফুরানো গলায় জিজ্ঞেস করল দারয়া কুপ্রিয়ানোভনা।

"আমাকে কী ভাবো তুমি তাহলে?"—প্রত্যুত্তরে সগর্বে বলে উঠল শচুকার।

"হা ঈশ্বর!" আর্তনাদ করে উঠল দারয়া। আর একটি কথা বলার মতো সামর্থ্যও নেই ওর, কারণ অ্যাপ্রনের ভিতরে মুখটাকে গুঁজে দিয়েছে আর নীরবতার ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে শুধুমাত্র একটা অস্পষ্ট চাপা গোঙানীর শব্দ।

"ওর দিকে নজর দিও না ঠাকুর্দা, তোমার গল্পটা চালিয়ে যাও।" নরম সুরে বলল কন্দ্রাৎ মাইদানিকভ, তারপর মুখটা ফিরিয়ে নিল আগুনের দিক থেকে।

"এই ধরনের মেয়েমানুষের দিকে জীবনেও আমি কোনোদিন কখনো নজর দেইনি! তা যদি দিতাম তো বোধ হয় এতটা বছর আর আমাকে বেঁচে থাকতে হত না," দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলল শচুকার।

পরক্ষণেই আবার সে তার গল্প শুরু করে দিল।

"তারপর শোনো, পালের কাছে পৌঁছে চোখ তুলে একবার তাকালাম চারদিকে। আঃ সে কী দৃশ্য! সব কিছু ঘিরে এমন সজীবতা যে চিরকাল ওখানে কাটিয়ে দিতে পারতাম। ফুলে ফুলে স্তেপ নীল হয়ে রয়েছে, কচি কচি ঘাস, ঘুড়ীগুলো চরে বেড়াচ্ছে আর গরম রোদ ঝলমল করছে—এক কথায় যতদূর প্রাণবন্ত হতে পারে তাই!"

"কথাটা কি বললে যেন?" জিজ্ঞেস করল বেশখেলেবনভ।

"প্রাণবন্ত? ওর মানে হচ্ছে চতুর্দিক যখন জ্যান্ত হয়ে ওঠে। প্রাণবন্ত মানে জ্যান্ত, সুখী, কথাটার মানে হচ্ছে তাই। যখন কোনো কিছু ভাবনায় চিন্তায় থাকে না, প্রাণভরে আনন্দ করতে পারা যায়। এটা হচ্ছে পণ্ডিতি ভাষা।" এতটুকু ইতস্তত না করে প্রত্যয়ের সুরে বলল শচুকার।

"কিন্তু এ সব কথা শিখলে কোথা থেকে তুমি?" জিজ্ঞেস করল অনুসন্ধিৎসু বেশখেলেবনব।

"মাকার নাগুলনভের কাছ থেকে। আমরা দুজন প্রাণের বন্ধু। তাছাড়া সে এখন ইংরেজী ভাষা শিখছে আর আমিও তাই। মস্তো বড়ো একটা বই দিয়েছে সে আমাকে, ইয়া মোটা, দারয়া কুপ্রিয়ানোভনার মতো। ওটাকে

বলে অভিধান। বাচ্চা ছেলেদের এ, বি, সি, ডি-র বই নয়, অভিধান। বয়স্ক লোকদের জন্যে। বইটা আমাকে দিয়ে বলল: 'এটা পড়ো ঠাকুর্দা, বুড়ো বয়সে বেশ কাজে আসবে। তাই একটু পড়াশুনা করছি।' কিন্তু বাধা দিও না আকিম বুড়ো খোকা, তা হলে কি বলছিলাম ভুলে যাব। বইটার সম্পর্কে পরে বলবখন। ভালো কথা, যা বলছিলাম, আমি তো প্রজনকদের নিয়ে পৌঁছালাম গিয়ে সেখানে। কিন্তু বিপদটা হল এই যে আমার ঐ প্রজনকদের নিয়ে বা ঐ সজীবতা নিয়ে তেমন সুখ হল না আমার কপালে। তাছাড়া, একটা কথা বলছি তোমাদের, শোনো ভালমানুষেরা, যারা কালা ভাসিলিকে ভালো করে চেনে না তারা তাদের যা পরমায়ু তা থেকে আরো দশ বছর বেশি বাঁচবে।

"ও এমন একখানা গাছের গুঁড়ি যে ওর তুলনায় নীরব দেমিদ হচ্ছে গাঁয়ের ভিতরে সব চাইতে বেশি কথা বলা মানুষ। ওর ঐ নীরব থাকার দরুন স্তেপে গিয়ে কী ভীষণ যন্ত্রণাই না ভোগ করতে হয়েছে আমাকে তা ধারণাও করতে পারবে না তোমরা। ঘুড়ীগুলোর সঙ্গে কথা বলে তো আর সময় কাটাতে পারি না, কি বলো? আর ঐ ভাসিলি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে একটাও কথা না বলে। একমাত্র শব্দ করত যখন চিবাত। নইলে গোটা দিন হয় নিঃশব্দে ঘুমাত নয়ত পচা গাছের কুঁদোর মতো কম্বল মুড়ি দিয়ে তেমনি পড়ে থাকত চুপচাপ। মাঝে মাঝে কখনো কখনো একটু চোখ পিট পিট করত, কিন্তু মুখ থেকে একটু বিড় বিড় শব্দও বের হত না। মানে, ও আমাকে এক মহা সমস্যার ভিতরেই এনে ফেলে দিল। এক কথায়, মোট তিন দিন তিন রাত ছিলাম আমি ওখানে, কিন্তু মনে হল যেন আমি এক কবরখানায় এক দল মড়া মানুষের সঙ্গে বাস করছি। ওহে, ভাবলাম, না এ চলতে পারে না! বেশি দিন এভাবে বাস করলে আমার মতো একটা মজলিশী মানুষও পাগল হয়ে যাবে।

তোমরা তো জানো যখন আমার প্রিয় বন্ধু মাকার নাগুলনভ বার্ষিক ছুটির দিনে, অর্থাৎ যে দিবসে বা সাতই নভেম্বর বিশ্ববিপ্লব সম্পর্কে লম্বা বক্তৃতা দিতে ওঠে আর যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে যায়, যার মাথা মুণ্ডু কিছুই আমার মগজে ঢোকে না, সে-সব শুনতে কী ঘৃণাই করি আমি! কিন্তু তখন মনে হত যে নাইটিঙ্গেলের গান বা মাঝরাতের মোরগের ডাকের মতোই এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা ওর সে বক্তৃতা আমি শুনতে পারতাম।

আচ্ছা, মোরগের ডাক সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে তোমাদের, নাগরিক? বুঝলে, ওটা ঠিক গির্জায় গিয়ে মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তিরউদ্দেশ্যে মঙ্গল প্রার্থনা কিংবা ঐ ধরনের কিছু মর্মস্পর্শী গানের মতোই চমৎকার…"

"খাওয়া ছাড়া যে পিরিত জমে না তোমার সেই কথা বলো, মোরগের ডাকের কথা কে শুনতে চাইছে তোমার কাছে?" শচুকারকে বাধা দিয়ে দলের হাজিরা-রক্ষক বলে উঠল অধৈর্য হয়ে।

"অস্থির হয়ো না নাগরিক, অনেক রকমের পিরিত পেন্নয়ের কথায় আসছি আমি, সেটা কিছু কথা নয়! যা বলছিলাম, সেই ভাসিলির কথা। ও যদি শুধু বোবা মেরেই থাকত তো সেটা নেহাত তেমন খারাপ কিছু ছিল না, কিন্তু তার উপরেও দেখা গেল লোকটা এমন ভীষণ খাইয়ে যে ওর সঙ্গে কিছুতেই আর পেরে উঠলাম না। হয়ত আমরা কিছু পরিজ বা সিদ্ধ কাই দিয়ে পিঠে বেঁধে নিলাম কিন্তু তারপর কী ঘটল ব্যাপারখানা? আমি এক চামচ তুলতে না তুলতে ও তুলত পাঁচ চামচ! স্টিম ইঞ্জিনের পিস্টনের মতো ওর সেই বিরাট চামচেটা দিয়ে তাড়াতাড়ি চালিয়ে যেত। বের হচ্ছে আর ঢুকছে, ঢুকছে আর বের হচ্ছে আর তারপর তাকিয়ে দেখি হাড়ির তলায় সামান্য একটুখানি টুকরা-টাকরা পড়ে আছে। পেটে খিদে নিয়েই উঠে পড়তে হত আমাকে আর পটকার মতো পেটটা ঢাই করে ফুলিয়ে ও শুয়ে পড়ে এমন জোরে জোরে শব্দ করে ঢেকুর তুলতে থাকত যা আশ-পাশের এক গাঁ মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পাক্কা দুঘণ্টা ধরে ঢেকুর তুলত শয়তানটা তারপর শুরু করত নাক ডাকাতে। আর সে কি নাক ডাকা, আমাদের তাঁবুর আশপাশ চরে বেড়ানো ঘুড়ীগুলো পর্যন্ত ওর নাক ডাকার শব্দে ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে যেত। ও কিন্তু শীতের পাহাড়ী ইঁদুরের মতো দিনমান অমনি করে পড়ে পড়ে ঘুমাত।"

"হাঁ, সে এক ভয়ঙ্কর জীবন যাপন করে এসেছি ওখানটায়। পথের বেওয়ারিশ কুকুরের মতো পেটে খিদে তাছাড়া জনমনিষ্যি নেই কেউ আশ-পাশে দিনমানে যার সঙ্গে বসে দুদণ্ড সময় কাটানো যায়। দ্বিতীয় দিনে ভাসিলির পাশে গিয়ে বসলাম তারপর হাতটা শিঙার মতো করে ওর কানের ভিতরে চিৎকার করে বললাম: 'কালা হলে কি করে, যুদ্ধে, না বাচ্চা বয়সে গণ্ডমালা রোগে?' কিন্তু ও আরো জোরে চেঁচিয়ে জবাব দিল: 'যুদ্ধের সময়! ১৯১৯ সালে লালফৌজ তাদের সাঁজোয়া ট্রেন থেকে গোলা

ফাটাল। গোলাটা পড়েছিল আমার সামনে। তাতে আমার ঘোড়াটা মারা পড়ল আর আমি পেলাম শেল-শক। তখন থেকেই বদ্ধ কালা হয়ে গেছি।' এর পর আবার জিজ্ঞেস করলাম ওকে: "ব্যাপারটা কী ভাসিলি, কিসের জন্যে অমন করে তোমার খাবার খাও, মনে হয় যেন তুমি পাগল হয়ে গেছ? এটাও কি তোমার ঐ শেল-শকের দরুন?" জবাবে সে বলল, "হাঁ, মেঘ করে আসছে। খুব ভালো। বৃষ্টির দরকার খুবই আমাদের।" এমন একটা নিরেট বেকুবের সঙ্গে একবারটি কথা বলে দেখগে যাও!'

"কিন্তু আমাদের সেই পিরিতের কেচ্ছা শোনাচ্ছ কখন?" ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠল দুবৎসভ।

নিদারুণ বিরক্তিতে ভুরু কোচকাল শচুকার। "পিরিতের কথাই ঢুকে বসে আছে তোমাদের মগজের ভিতরে, জাহান্নামে যাক! সারাটা জীবন আমি ও থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে আসছি; আমার বুড়ো বাপ যদি না হত, তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকুক, তাহলে জীবনেও আমি বিয়ের পথে পা বাড়াতাম না। আর আজ কিনা তোমরা পিরিতের কেচ্ছা শুনতে চাইছ আমার কাছে। বলার মতো জিনিসই বটে।...কিন্তু পেটে দানা না পড়লে পিরিতের ব্যাপারটা কেমন জমে যদি শুনতে চাও তো বলছি ঘটনাটা শোনো।

"সেখানে তো গেলাম. গিয়ে পালটাকে দুভাগে ভাগ করে ফেললাম। কিন্তু আমার জোড়া বর কেমন জানি ঘুড়ীগুলোর দিকে তেমন নজর দিচ্ছে না। ওরা অবিশ্রাম ঘাসে মুখ দিয়ে হামলেই চলেছে সারাক্ষণ। কনেদের দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই ওদের! ভারি চমৎকার কাণ্ড, ভাবলাম মনে মনে! এখানে আমার ঐ প্রজনক দুটোকে নিয়ে ভারি বেকুব বনে গেলাম। এদিকে আমি ওদের ওট খাওয়াচ্ছি কিন্তু ওরা ঘুড়ীগুলোর দিকে একটু উঁকি মেরেও তাকিয়ে দেখছে না।

"বেশ প্রথম দিন গেল, দ্বিতীয় দিনটাও গেল, আর ঘুড়ীগুলোর সামনে আমি যেন কেমন লজ্জায় মরে যেতে লাগলাম। ওদের সামনে গিয়ে পড়লে আমি মুখ ফিরিয়ে নিতাম। কেননা ওদের চোখের দিকে তাকাতে পারতাম না, আদৌ তাকাতে পারতাম না! এর আগে জীবনে কোনো দিন আমাকে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতে হয়নি কিন্তু এখন যেন সেটা কেমন জিনিস তা শিখতে হচ্ছে আমাকে। যখনই ওদের তাড়িয়ে পুকুরের কাছে নিয়ে যেতাম জল খাওয়াবার জন্যে, ছুঁড়িদের মতো লজ্জায় লাল হয়ে উঠতাম!

"মাথার ওপর ঈশ্বর আছেন, আমার ঐ প্রজনক দুটো কী পরিমাণ লজ্জার ভিতরে যে ফেলেছিল আমাকে ঐ তিনটা দিন তা আর কহতব্য নয়! যেন একটা ফাঁকা দেয়ালে পিঠ করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমাকে। তারপর তৃতীয় দিনের দিন কী দেখলাম জানো? একটা জোয়ান ঘুড়ী আমার প্রজনক ফ্লাওয়ারের সঙ্গে আসনাই করতে শুরু করে দিল। আমি নাম দিয়েছি ওটার ফ্লাওয়ার—ঐ যে লালচে বাদামী রঙের ঘোড়াটা, যেটার কপালে চাঁদ আর পিছনের বাঁ পায়ে সাদা মোজার মতো দাগ। ঘুড়ীটাতো ওর চার দিক ঘিরে ঘুরছে, নানান রকমের অঙ্গভঙ্গি করছে, মুখে মুখ ঠেকাচ্ছে, কামড়াচ্ছে আস্তে আস্তে আর যত রকমের পিরিতের অঙ্গভঙ্গি দেখাচ্ছে, কিন্তু ও শুধু ঘুড়ীটার পিঠের উপরে মাথা রেখে চোখ বুঁজে করুণ সুরে চিৎকার করে উঠল মাত্র…। চমৎকার কুলই বটে! এর চাইতে নিকৃষ্ট কিছু নেই বলেই আমার বিশ্বাস। আমি তখন রাগে কাঁপছি। অবাক হয়ে ভাবছি ঐ ঘুড়ীটা আর ছুকরি ঘুড়ীগুলো কী মনে করছে আমাকে। আমার বিশ্বাস ওরা বলাবলি করছে যে, বুড়ো শয়তান, এরকম এক জোড়া নিকম্মা ঘোড়া আমাদের জন্যে নিয়ে আসার মানেটা কি ওর। হয়ত এর চাইতেও খারাপ কিছু বলাবলি করেছে।

"শেষ পর্যন্ত বেচারা ছুকরি ঘুড়ীটার সবটুকু ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। আমার ফ্লাওয়ারের দিকে পাছা ফিরিয়ে পিছনের পা দিয়ে ওর পাঁজরার উপরে এমন একখানা মোক্ষম চাট মারল যে ওর পেটের ভিতরের নাড়ী-ভুঁড়ি ফট ফট করে উঠল। তারপর রাগে দুঃখে চোখের জল মুছতে মুছতে ছুটে গেলাম ওর কাছে আর চাবুকটা দিয়ে আচ্ছা মতো ঘা কতক কশে দিতে লাগলাম। 'নিজেকে যদি প্রজনক বলে জাহির করিস তো,' চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'তাহলে তেমনি হতে হবে, নিজেকে আর আমার এই বুড়ো বয়সে আমাকে লজ্জায় ফেলবি না!'

"আর সে, ঐ হতভাগা নির্যাতিত বেচারা ছুটে বিশ গজ দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তারপর এমন করুণভাবে ডেকে উঠল যে সেটা সোজা গিয়ে আমার অন্তরটায় আছড়ে পড়ল। বেচারার জন্যে দুঃখে কেঁদে ফেললাম আমি। হাতের চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেলাম ওর কাছে আর ওর চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। ও শুধু মাথাটা আমার কাঁধের উপর রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

"তারপর কেশর ধরে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম তাঁবুতে আর বললাম: চল বাড়ি ফিরে যাই আমরা। এখানে লটকে থেকে খামখকা নিজেদের মাথায় লজ্জার বোঝা টেনে আনার কোনো দরকার নেই। সঙ্গে সঙ্গে সাজ পরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে চললাম গাঁয়ের দিকে। ঐ কালা ভাসিলি তখন পিছন থেকে চিৎকার করে বলে উঠল : 'সামনের বছর আবার এখানে এসো ঠাকুর্দা! দুজনে মিলে স্তেপে থাকব আর পরিজ খাবো ভাগ করে ইতিমধ্যে তোমার ঘোড়া দুটোও গায়ে বল ফিরে পাবেখন, যদি না নেহাৎ পটল তোলে।'

"বেশ, আমি তো গাঁয়ে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনাটা বুঝিয়ে বললাম দাভিদভকে। শুনে তো মাথায় হাত দিয়ে বসল দাভিদভ তারপর খেঁকিয়ে উঠল আমার ওপর 'ঠিক মতো যত্ন নাওনি তুমি ঘোড়াগুলোর!' কিন্তু আমি তখন পালটা মুখের মতো জবাবটি দিয়ে দিলাম ওকে : "আমি কিছু আর মন্দ দেখাশুনা করি না ওদের, তোমারাই দাবড়ে দাবড়ে শেষ করে ফেলছে ঘোড়া দুটোকে। হয় মহামান্য আপনি, নয় মাকার, নয় আস্ত্রেই রাজমিয়োৎনভ ঘোড়া দুটো এক মুহূর্তের জন্যেও বম থেকে ছাড়া পায় না। তাছাড়া হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করেও এক মুঠো ওট পাবার জো নেই অস্ত্রোভনভের কাছ থেকে। তাহলে ঘোড়া দুটোকে কে চব্বিশ ঘণ্টা বম-এ জুড়ে রাখে ওরা যদি প্রজনকই হয়ে থাকে তো ওদের প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দেয়া দরকার, কাজ থেকে বিশ্রাম দেয়া দরকার। নইলেই সঙ্কট! শহর থেকে ওরা এক জোড়া ঘোড়া পাঠিয়ে দিল আমাদের, মনে আছে তো, তাই রক্ষে! আর সেই করেই ঘুড়ীগুলোর সমিস্তে মেটানো গেল। ঠিক মতো খেতে না পেলে পিরিতের হালটা কি হয় সেটা বোঝো। দেখলে তো বেকুবেরা! তাছাড়া এর ভিতরে হাসির কিছু নেই, খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করছি আমরা।"

একটু থামল ঠাকুর্দা শচুকার। বিজয়গর্বে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল একবার তারপর আবার বলতে শুরু করল : "সারাটা জীবনভোর তো গোবরের ঢিবিতে গুবরে পোকার মতো মাটি খুঁড়ে খুঁড়েই কাটালে, জীবনটা যে কী তা আর জানবে কি করে? হপ্তায় অন্ততঃ একবার শহরে যাই আমি, কোনো কোনো সময়ে বেশিও। এই তোমার কথাই ধরা যাক দায়্যা কুপ্রিয়ানোভনা, বেতারে কথা বলতে শুনেছ তুমি কখনো?"

"কেমন করে শুনব? দশ বছর আগে একবার শহরে গিয়েছিলাম আমি।"

"আরে সেই কথাই তো বলছি আমি! কিন্তু আমার যা শুনতে ইচ্ছে হয় তা প্রত্যেকবারই ওখানে গিয়ে শুনতে পাই আমি। কিন্তু ওটাও একটা নেহাৎই বাজে জিনিস তা কিন্তু বলে দিচ্ছি আমি!" নীরবে হাসতে হাসতে মাথা নাড়তে লাগল শ্চুকার। "জেলা দপ্তরের বাড়িটার উলটো দিকে একটা খুঁটির সঙ্গে কালো মতো কি যেন একটা ঝুলছে। ঈশ্বর মাথায় থাকুন, সে কী বিরাট চিৎকার ওটার! শুনলে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে আর মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে গরমের দিন হলেও একটা ঠাণ্ডা স্রোত কাঁপুনী তুলে বয়ে যায়! ওটার তলায় ঘোড়া দুটোকে খুলে দিয়ে প্রথমটায় মজাসে বসে বসে যৌথ জোত, মজুর শ্রেণী ইত্যাদি হেন তেন নানান বিষয়ের অনেক ভালো ভালো কথা শুনি। তারপর সব চাইতে যেটা ভালো তা হচ্ছে ওট-এর বস্তার ভিতরে মাথা দিয়ে পড়ে থাকা। কেননা, ঘোড়ার মতো আওয়াজ তুলে কে যেন মস্কো থেকে চ্যাচাতে শুরু করে দেয়: 'আবার ঢালো গ্লাস ভরে নাও, এস আর একবার পান করি আমরা।' বললে বিশ্বাস করবে না, ভালো মানুষের পোয়েরা, তখন একটু টানার জন্যে মনটা আমার এমন আকুপাকু করতে শুরু করে দেয় যে কোনো কাজে আর গা বসে না। যখনই আমাকে শহরে পাঠায়, পাপী আমি, তখনই আমার ঘরের বুড়ীটাকে ভোগা দিয়ে ডজনখানেক কি যতগুলো পারি ডিম হাতড়ে নিয়ে চলে এসে সোজা বাজারে গিয়ে হাজির হই। তারপর বিক্রি করে কয়েক পেগ ভদকা কিনে এনে ঐ যন্তরটা থেকে বেরিয়ে আসা গান শুনতে শুনতে খেতে থাকি। তখন দরকার মতো সারাটা দিনও অপেক্ষা করে বসে থাকি কমরেড দাভিদভের জন্যে। কিন্তু ঘরে যে-দিন ডিম না পাই, মানে বুড়ীটা আমার রওনা হওয়ার আগ থেকেই আমাকে চোখে চোখে রাখতে শিখে গেছে কিনা, সে-দিন সোজা জেলা কমিটির দপ্তরে গিয়ে হাজির হয়ে কমরেড দাভিদভকে মিষ্টি কথায় তোয়াজ করে বলি: 'সেমিয়ন লক্ষ্মী ছেলে আমার, নিষ্কর্মা হয়ে হাত পা গুটিয়ে তোমার জন্যে বসে থেকে থেকে দিগদারী ধরে গেছে। এক পাত্তর মালের দাম দেবে না আমাকে?' ছেলেটার প্রাণে দয়া মায়া আছে, কোনো দিন না বলে না আমাকে। আমিও অমনি বেরিয়ে পড়ি একটু টানতে। তারপর একটু সময় পেলে হয় রোদে শুয়ে বেশ একটা ঘুম

দিয়ে নেই নয়তো কাউকে আমার প্রজনক দুটোকে দেখতে বলে শহরের ভিতরে চলে যাই আমার কঠিন সমিস্তেগুলোর ব্যবস্থা করে নিতে।”

“কি ধরনের সমিস্তে থাকে তোমার শহরের ভিতরে গিয়ে?” জিজ্ঞেস করল আকিম বেশখেলেবনভ।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল ঠকুর্দা শ্চুকার।

“ঘর গেরস্তালি করতে গেলে কত কিছু জিনিস নিয়েই যে ভাবনা চিন্তা করতে হয় তার কি ইয়ত্তা আছে। হয়ত তোমাকে এক বোতল প্যারা-ফিনই কিনতে হল, কিংবা কয়েক বাকস দেশলাই। তাছাড়া তোমার ঐ পণ্ডিতি ভাষার কথা জিজ্ঞেস করছিলে না, সেই অভিধানের শব্দগুলো সম্পর্কে? শোনো তাহলে, অভিধানে শব্দগুলো এমনিভাবে ছাপা থাকে: একটা পণ্ডিতি কথা থাকে বড়ো হরফে, চশমা ছাড়াই সেটা আমি পড়তে পারি। কিন্তু তারপর তার ব্যাখ্যা থাকে ছোট্ট ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে। অবশ্য, ব্যাখ্যা ছাড়াও অনেক কথারই মানে আমি বুঝতে পারি। যেমন ধরো, মনোপলি, কথাটার মানে কি? ওটার মানে হচ্ছে শুঁড়িখানা। ‘এডাপ্টার’ মানে হচ্ছে যার মেরুদণ্ড বলতে কিছুই নেই, একটা নেহাৎ জঘন্য মানুষ। ‘অ্যাকোয়ারিল’ মানে সুন্দরী মেয়েমানুষ, আমি যা বুঝি। কিন্তু ‘বর্ডার’ মানে হচ্ছে ঠিক তার উল্টা, ছেনালী করে বেড়ানো মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়—কথাটার মানে হচ্ছে ঠিকই তাই। আর ‘মেজানাইন’ করা হচ্ছে যার জন্যে তোমরা এখানে হন্যে হয়ে উঠেছ, সেই পিরিত করা, বুঝলে আগফন, এমনিই সব আর কি। কিন্তু তা সে যা-ই হোক চশমা আমার চাই-ই। দাভিদভ আর আমি—আমরা শহরে গেলাম, ভাবলাম এক জোড়া চশমা কিনে আনি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাই বুড়ীটা টাকা দিল চশমার জন্যে।

“বেশ কথা, গেলাম একটা হাসপাতালে। দেখা গেল সেটা হাসপাতাল নয়, একটা প্রসূতিসদন। এক ঘরে একটা মেয়েছেলে চ্যাঁচাচ্ছে আর ককাচ্ছে পড়ে পড়ে। আর এক ঘরে এক গাদা বাচ্চা, বেড়ালছানার মতো ম্যাঁও ম্যাঁও করছে। ভালো, ভাবলাম এখানে চশমা পাবো না, ভুল জায়গায় এসে হাজির হয়েছি। সুতরাং গেলাম আর একটা হাসপাতালে গিয়ে দেখি দুটো লোক বরান্দায় বসে ড্রট খেলছে। কে কাকে হারাতে পারে তাই নিয়েই তারা মশগুল। ওদের নমস্কার করে জিজ্ঞেস করলাম:

'এখানে কোথায় এক জোড়া চশমা কিনতে পাই বলত?' শুনে তো ওরা যতদূর গলা চড়াবার চড়িয়ে ঘোঁড়ার মতো চেঁচিয়ে উঠল: 'এখানে তোমাকে এমন চশমাই দেবেখন, ঠাকুর্দা, যে তোমার চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠবে।' বলল 'এটা উপদংশ রোগের হাসপাতাল। যত শিগগির পারো পালাও এখান থেকে নইলে জোর করে ওরা তোমার চিকিচ্ছে শুরু করে দেবে।'

"অবিশ্যি, ভয়ের চোটে আমি তো তখন যেন নেই! দু পায়ে যদ্দূর জোর আছে তাই দিয়ে পড়ি কি মরি করে দে ছুট। কিন্তু ঐ বেকুব দুটো আমার পিছন পিছন গেটের বাইরে চলে এল। একটা গায়ের জোরে শিস দিতে শুরু করল, অন্যটা রাস্তায় নেমে এসে চিৎকার জুড়ে দিল: 'আরো জোরে, বুড়ো পাপী, আরো জোরে ছোট, নইলে ওরা ধরে ফেলবে।' আর আমাকে কিনা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো কদমে ছুটিয়ে ছাড়ল। ঈশ্বর যখন ঘুমিয়ে থাকেন তখন শয়তান যে কী কাণ্ডকারখানাটাই না করে তা জানতেও পারবে না—হয়ত আচমকা ওরা ধরেই ফেলতে পারত আমাকে আর তখন ঐ ডাক্তারগুলোর কাছে যত কিছু অজুহাত দিয়েই দেখ না একবারটি দেখতে মজা!

"তারপর তেমনি ছুটতে ছুটতে তো এলাম অসুধের দোকানে আর একটু হলে দমটা প্রায় নিকলে গিয়েছিল আর কি! কিন্তু অসুধের দোকানেও চশমা মিলল না। তোমাকে যেতে হবে মিলারোভো-এ ঠাকুর্দা, ওরা বলল আমাকে, কিংবা রোস্তভে। চোখের ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন আনলে পরই চশমা পাবে! না, ভাবলাম মনে মনে, ওখানে পাঠাতে পারছ না আমাকে। তাই দেখতেই তো পাচ্ছ, চশমা ছাড়াই আমাকে আন্দাজে ঐ অভিধানটা পড়তে হচ্ছে। এক জোড়া চশমার ব্যবস্থা করার সমস্যাটাও আমার কাছে একটা দুরপনেয় ব্যাপার হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, শহরে গেলে নানান রকমের এত সব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যে তার আর লেখা জোখা নেই।"

"যা কিছু বলবে তা ঠিক মতো সাজিয়ে গুছিয়ে ভালো করে বল ঠাকুর্দা। চড়ুই পাখির মতো এডাল ওডাল করে লাফিয়ে বেড়িও না। তাতে মাথা মুণ্ডু কিছুই থেই পাচ্ছি না আমরা", বলল ওকে দুবৎসভ।

"ঠিক মতো সাজিয়ে গুছিয়েই তো বলছি আমি, কিন্তু তোমরা অমন করে

বার বার কথার মধ্যে কথা বলে বাগড়া দিও না। আবার যদি বাগড়া দাও তো আমি কথার খেই হারিয়ে ফেলব আর তখন এমন ভাবে ঘুলিয়ে ফেলব সব কিছু যে তোমাদের এই গোটা দলের মধ্যে কেউই বুঝতে পারবে না।"

"এর পর এক দিন আমি শহরের ভিতর দিয়ে হাঁটছি, দেখলাম একটি জোয়ান ছুঁড়ি এগিয়ে আসছে আমার দিকে। কচি ছাগলের মতো চমৎকার দেখতে। পরণে শহুরে পোশাক, হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ। পায়ে উঁচু গোড়ালীর জুতো, আর তাই পরে ক্ষুরওয়ালা ছাগলের মতো খুট খুট করে চলছে রাস্তা দিয়ে। আর আমারো এই বুড়ো বয়সে নতুন জিনিসের ওপরে এমন একটা ঝোঁক এসেছে যে সময়তে সেটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে বুঝলে ছেলেরা! একবার আমি বাইসাইকেল চড়ারও চেষ্টা করেছিলাম দেখলাম একটা ছোকরা সাইকেল চড়ছে। আমি গিয়ে বললাম তাকে 'ওরে খোকা, দে দেখি তোর যন্তরটা একবার আমাকে চড়ি।' ও কিছু মনে করল না। পা ফাঁক করে দু চাকার গাড়িটায় চড়ে বসতে সে সাহায্য করল আমাকে আর আমি যখন যত জোরে সাধ্যি প্যাডেল করছিলাম ধরে ছিল আমাকে। তারপর আমি বললাম ওকে: 'দোহাই ঈশ্বরের আর ধরে থেক না, নিজে নিজেই চড়তে চেষ্টা করে দেখি একবারটি।' যেই না ছেড়ে দিল অমনি হ্যাণ্ডেলটা বেঁকে গেল আমার হাতের ভিতর আর সোজা গিয়ে ছিটকে পড়লাম একটা বাবলা কাঁটার ঝোপের ভিতরে দেহের নানান জায়গায় কতো যে বাবলা কাঁটা ফুটে গিয়েছিল তা গুনে শেষ পারবে করতে না। একটা গোটা হপ্তা লেগেছিল সব তুলে বের করতে তাছাড়া একটা গাছের গুঁড়িতে বেধে ট্রাউজারটাও ছিঁড়ে গেল।"

"যাক গে তোমার ট্রাউজার, সেই মেয়েটার কথা বল ঠাকুর্দা," বাধা দিয়ে কড়া সুরে বলে উঠল দুবৎসভ। "তোমার ট্রাউজারের কথা শুনে হবেটা কি আমাদের?"

"আবার তোমরা বাধা দিচ্ছ আমাকে!" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল ঠাকুর্দা শচুকার। তা সত্ত্বেও বলে যাওয়াটাই সাব্যস্ত করল: বেশ, বলছিলাম, ঐ সুন্দর ছোট ছাগলটা তো ফৌজী কায়দায় হাত দোলাতে দোলাতে হেঁটে আসছিল আর নেহাৎ আমি একটা বুড়ো পাপী কিনা তা মনে মনে ভাবতে লাগলাম, কি করে কয়েক পা ওর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলতে পারি? জীবনে কারোর সঙ্গেই তো কোনো দিন চলিনি হা

ধরাধরি করে। কিন্তু শহরে প্রায়ই দেখেছি জোয়ান ছেলে মেয়েরা অমনি করে পথ চলে। হয় ছেলেটা ধরে মেয়েটার হাত নয় তো মেয়েটা ধরে ছেলেটার। তাই এখন সেই কথাটা আমি শুধাচ্ছি তোমাদের নাগরিকেরা, এমন আনন্দটি কোথায় পেয়েছি আমি জীবনে? গাঁ-এ ঘরে অমন করে চলার নিয়ম নেই, লোকে দুয়ো দেবে তাহলে। তাহলে পেত্তামটা আর কোথায়?

"কিন্তু এখন কী করে ঐ মেয়েটার সঙ্গে একটু বেড়ানো যায় সেই সমস্যাটা এসে হাজির হল আমার সামনে। তখন মনে মনে একটা ফন্দি আঁটলাম। নুয়ে পড়ে আমি এমন জোরে জোরে কঁকাতে শুরু করে দিলাম যে গোটা রাস্তাটার সব জায়গা থেকে তা শুনতে পাওয়া যায়। আর মেয়েটা অমনি ছুটে এল আমার কাছে, তারপর জিজ্ঞেস করল। 'কী হয়েছে ঠাকুর্দা?' জবাবে বললাম, 'আমার অসুখ করেছে বাছা, হাসপাতাল পর্যন্ত হেঁটে যাবার সাধ্যি নেই আমার, পিঠটা ভেঙে যাচ্ছে...'। 'আমি পৌঁছে দিচ্ছি তোমাকে সেখানে,' বলল মেয়েটা, 'আমার হাতে ভর দিয়ে চল!' বলতে না বলতে আমি সাহস করে ওর হাতটা ধরে ফেললাম তার পর হেঁটে চললাম পথ বেয়ে। বাস্তবিক ভারি চমৎকার লাগছিল। তারপর যেই না দোকানের কাছ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি একটু সোজা হয়ে দাঁড়ালাম আর মেয়েটা কিছু বুঝতে পারার আগেই ওর গালে বিরাট একটা চুমা খেয়েই ছুটে দোকানটার ভিতরে ঢুকে গেলাম। যদিও দোকান থেকে কিছু কেনার মতো ছিল না আমার। মেয়েটা এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল আর চিৎকার করে বলে উঠল: 'তুমি একটা বুড়ো জোচ্চোর আর গুণ্ডা, ঠাকুর্দা!' সুতরাং আমিও থমকে দাঁড়ালাম তারপর বললাম: 'প্রয়োজন এর চাইতেও খারাপ কাজ করতে বাধ্য করে মানুষকে, বুঝলে সোনামণি। জীবনে কোনো দিন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বেড়াবার সুযোগ হয় নি আমার, আর এখন তো পটল তোলার সময় হয়ে এসেছে বললেই হয়।' বলেই আমি হুড়মুড় করে দোকানটার ভিতরে ঢুকে গেলাম। কেননা ভাবলাম হয়ত ও ফৌজের লোকই ডেকে আনবে। কিন্তু মেয়েটা শুধু হাসল তারপর ওর উঁচু গোড়ালীর জুতা খুটখুট করতে করতে চলে গেল। আর আমি এত জোরে ছুটতে ছুটতে দোকানটার ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম যে আমার দম নিকলে আসছিল। তা দেখে দোকানের কর্মচারীটা জিজ্ঞেস

করল আমাকে: 'কি ব্যাপার, কোথাও আগুন লেগেছে নাকি ঠাকুর্দা?' তখনো আমার দম ফিরে আসে নি কিন্তু তা সত্ত্বেও জবাবে বললাম. 'তার চাইতেও খারাপ ব্যাপার। আমাকে একটা দেশলাইয়ের বাক্স দাও দেখি!"

ঠাকুর্দা শ্চুকার হয়ত তার ঐ অফুরন্ত গপ্‌প আরো বহুক্ষণ ধরে চালিয়ে যেত কিন্তু সারা দিনের খাটুনিতে ক্লান্ত শ্রোতারা ক্রমে ক্রমেই খসে পড়তে শুরু করল। আর কয়েকটা গপ্‌প শোনার জন্যে বৃথাই বুড়ো অনুরোধ করল ওদের। কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল নিবন্ত আগুনের সামনে আর একটিও জনপ্রাণী নেই।

সম্পূর্ণ হতাশ আর মনঃক্ষুন্ন হয়ে ঠাকুর্দা শ্চুকার হাঁটতে হাঁটতে চাষীগুলোর কাছে গিয়ে উঠে একটা চাষীর ভিতরে ঢুকে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ওর জীর্ণ কোটটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। দুপুর রাতে প্রচণ্ড শিশির পড়ায় শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ঘুম ভেঙে উঠে পড়ল শ্চুকার। 'যাই গিয়ে কশাকদের বলি আমাকে ওয়াগনটার ভিতরে ঢুকিয়ে নিতে। নইলে বে-ওয়ারিশ কুত্তার ছানার মতো জমেই মারা পড়ব এখানে থাকলে।' মনে মনে সাব্যস্ত করল শ্চুকার।

ধীরে ধীরে কিন্তু একান্ত অনিবার্যভাবেই শ্চুকারের দুর্ভাগ্যের গেরো খুলতে আরম্ভ করল...। বসন্ত কালে বীজ বোনার সময়ে কশাকরা ঘুমাতো ওয়াগনের ভিতরে আর মেয়েরা ঘুমাতো বাইরে, কথাটা মনে পড়ে আর এ দু মাসের ভিতরে অনেক কিছুই বদলে যেতে পারে, ঘুম জড়ানো চোখে এ কথাটা মগজে না আসায় শ্চুকার চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওয়াগনের ভিতরে ঢুকে পড়ল। তারপর পা থেকে জুতা জোড়া টেনে খুলে শুয়ে পড়ল দেয়াল ঘেঁসে। আর গরম পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু খানিক পরেই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে অনুভব করে ওর ঘুম ভেঙে গেল। কারোর একটা নগ্ন পা ওর বুকের ওপর চেপে রয়েছে বুঝতে পেরে দারুণ বিরক্ত হয়ে ভাবল মনে মনে: হতভাগাগুলোর শোওয়ার শ্রী ছ্যাখো! এমনভাবে পা ছুঁড়ছে যেন লাফিয়ে উঠছে জিনের উপরে।

কিন্তু যখন ঐ জ্যান্ত বোঝাটা সরাতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করে বসল যে ওটা আদৌ কোনো পুরুষের পা নয়, দারয়া কুপ্রিয়ানোভনার অনাবৃত একটা হাত আর গালের ওপর অনুভব করল তার জোরে

জোরে ছাড়া গরম নিশ্বাস তখন। ওর সে কী ভয়! সে রাত্রে মেয়েরা শুয়েছিল ওয়াগনের ভিতরে।

আতঙ্কিত শ্চুকার নিশ্চল হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ তারপর ঘামতে ঘামতে জুতা জোড়া হাতে নিয়ে অপরাধী বেড়ালের মতো গুঁড়ি মেরে ওয়াগনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা লাফাতে লাফাতে গাড়িটার দিকে ছুটে চলল। ইতিপূর্বে আর কোনোদিনই শ্চুকার এমন সুচতুর তৎপরতার সঙ্গে গাড়ি জোতে নি। নির্মমভাবে চাবুক হাঁকড়ে ঢুলকি চালে গাড়ি হাকিয়ে দিল আর থেকে থেকে আলো ভাঙা আকাশের পটে মূর্তিমন্ত অমঙ্গলের মতো অস্পষ্ট ওয়াগনটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

খুবই ভালো হয়েছে যে ঠিক সময় মতো ঘুমটা ভেঙে গেছে। যদি বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতাম আর মেয়েরা উঠে দেখত আমি শুয়ে রয়েছি দশাসই কুপ্রিয়ানোভনার পাশে আর সে তার বিরাট সুডৌল হাতখানা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে তাহলে কী কাণ্ডটাই না হতো? পবিত্র কুমারী মাতা, রক্ষা করো আর কৃপা করো আমাদের! ওরা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত কি তারও পরে আরো অনেক দিন পর্যন্ত ঠাট্টা বিদ্রূপ করত আমাকে!

গ্রীষ্মকালের ভোরের আলো দ্রুত এগিয়ে আসছে। ওয়াগনটা অদৃশ্য হয়ে গেছে চোখের আড়ালে। কিন্তু পাহাড়ের অপর দিকে নতুন একটা আঘাত জমা হয়ে ছিল শ্চুকারের জন্যে। পায়ের দিকে তাকিয়েই দেখতে পেল শ্চুকার যে এক পায়ে পরে রয়েছে প্রায় নতুন এক পাটি মেয়েদের জুতো, চমৎকার রঙচঙে চামড়ার বো আর খুব সৌখিন সেলাই করা। জুতোটার আকার দেখে বোঝা যায় যে এটা একমাত্র দারয়া কুপ্রিয়ানোভনার ছাড়া আর কারোরই নয়।

নিদারুণ আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে শ্চুকার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল: "হে দয়াময় প্রভু, কেন তুমি এমনভাবে সাজা দিচ্ছ আমাকে? অন্ধকারে হয়ত আমি জুতোগুলো মিশিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু কেমন করে আমি এখন আমার বুড়ীটার কাছে গিয়ে মুখ দেখাই? আমার একটা জুতা এক পায়ে আর অন্য পায়ে একটা মেয়েমানুষের জুতা—এ একটা অসম্ভব সমস্যা আমার সামনে!"

কিন্তু দেখা গেল যে সমস্যাটার সমাধানও রয়েছে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে গাঁয়ের পথে চালিয়ে দিল শ্চুকার। কেননা সে শেষপর্যন্ত একটা বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাল যে খালি পায়ে কিংবা এই ধরনের দু রকমের জুতা পরে কিছুতেই শহরে গিয়ে হাজির হওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। চুলোয় যাকগে আমিন, ওকে না হলেও চলে যাবে ওদের। সর্বত্রই সোভিয়েত রাজ আর যৌথ জোতও রয়েছে সব জায়গায়ই। একটা যৌথ জোত যদি আর একটা যৌথ জোতের দু আঙুল ঘাসের জমি নিয়েই থাকে চিমটি কেটে, তাতে এলো গেলটা কি? ভারাক্রান্ত মনে গ্রিমিয়াকি লগ-এর পথে চলতে চলতে মনে মনে কৈফিয়ত দিতে লাগল শ্চুকার।

গাঁ থেকে দু কিলোমিটার আগে, যেখানে রাস্তা ঘেঁসে গায়ে গায়ে খাড়া বাঁধ এগিয়ে গেছে, সেখানে পৌঁছে আর একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল শ্চুকার যেটাও আদৌ কম দুঃসাহসিক নয়। জুতা জোড়া খুলে হাতে নিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে একবার চার দিক দেখে নিল, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল বাঁধের নিচে আর আপন মনে বিড় বিড় করে বলতে লাগল: "তোদের জন্যে আমি খুন হতে রাজী নই, দূর হ আপদ!"

ওর নিজের বিরুদ্ধের যাবতীয় প্রমাণ এমন চমৎকার ভাবে লোপাট করতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে খুশি হয়ে উঠল মনে মনে। এমন কি, দারিয়া কুপ্রিয়ানোভনা যখন তার এক পাটি জুতা অমন অদ্ভুত রহস্য-জনকভাবে হাওয়া হয়ে গেছে দেখতে পেয়ে কী অবাকটাই না হবে, মনে মনে সেটা ভেবে নিয়ে একগাল হেসেও ফেলল শ্চুকার।

কিন্তু সময়টা ঠিক আনন্দিত হওয়ার মতো উপযুক্ত ছিল না মোটেই। বাড়িতে আরো দুখানা ভয়ঙ্কর মোক্ষম রকমের আঘাত তৈরি হয়েছিল ওর জন্যে...।

গাড়ি হাঁকিয়ে নিজের বাড়ির উঠোনে ঢুকতেই ও দেখতে পেল এক দল উত্তেজিত মেয়েমানুষের ভিড় জমে রয়েছে। বুড়ীটা কি তাহলে টেঁসে গেল নাকি? ভয়ে আঁৎকে উঠে ভাবল শ্চুকার। কিন্তু যখন ও নীরবে মুচকি হাসিভরা মুখের ভিড় ঠেলে পথ করে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে যাবে, তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে এক বার চারদিকটা দেখে নিল। সঙ্গে সঙ্গেই ওর পা দুটো অবশ হয়ে গেল! তারপর ক্রুশ করে অতি কষ্টে ফিস ফিস করে বলে উঠল: "কী এটা?"

ওর স্ত্রীর চোখ দুটো লাল। কম্বলে জড়ানো একটা কচি বাচ্চাকে শুশ্রূষা করছে আর বাচ্চাটা পরিত্রাহি চিৎকার করে চলেছে।

"কী হচ্ছে সব এখানে?" গলাটা আর একটু চড়িয়ে বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল শচুকার।

ফোলা ফোলা পাতার ভিতরে আগুনের ভাঁটার মতো দুটো চোখের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি মেলে চিৎকার করে উঠল বৃদ্ধা: "ওরা তোমার বাচ্চাকে গছিয়ে দিয়েছে আমাদের ঘাড়ে, আবার কি? ওহে বিদ্বান লম্পট! টেবিলের ওপরের ঐ কাগজটা পড়ে দেখ!"

দুনিয়া অন্ধকার হয়ে আসছে শচুকারের চোখের সামনে। কিন্তু তবুও মড়ক বাঁধার কাগজের বুকের আঁকা বাঁকা অক্ষরগুলো কোনো রকমে পড়তে পারল শচুকার।

"তুমি যখন বাচ্চাটার বাপ তখন তুমিই এর ভরণপোষণ করো ঠাকুর্দা।"

* * *

চিৎকার চ্যাঁচামেচি আর উত্তেজনায় গলাটা বসে গেছে শচুকারের। সন্ধ্যে নাগাদ ওর স্ত্রীকে প্রায় বুঝিয়ে এনেছে যে ঐ বাচ্চাটার জন্মের সঙ্গে আদৌ কোনো রকমের কোনো সম্পর্ক নেই ওর। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে লুবিশকিনের আট বছরের বাচ্চা ছেলেটা এসে হাজির হল রান্না ঘরের দরজায়।

"ঠাকুর্দা!" বলল ছেলেটা, "আজ সকালে আমি ভ্যাড়া চড়াচ্ছিলাম। দেখলাম তুমি তোমার জুতাজোড়া ফেলে দিলে বাঁধের নিচে। এই ন্যাখো আমি খুঁজে নিয়ে এসেছি।" বলতে বলতে বাচ্চাটা দু রকমের দু পাটি অভিশপ্ত জুতা সামনে বাড়িয়ে ধরল।

এর পরে কী ঘটল সেটা শচুকারের প্রাণের বন্ধু মুচি লোকতেইয়েভ এক সময়ে যেমন বলত তেমনি "সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত"-হয়ে গেছে। আমরা যেটুকু জানি সেটুকু হচ্ছে এই যে হপ্তাখানেক পর্যন্ত ঠাকুর্দা শচুকার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা গাল আর ফুলে ওঠা চোখ নিয়ে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু যদি কখনো কেউ জিজ্ঞেস করত, যদিও জিজ্ঞেস করার সময়ে হাসি চেপে রাখতে পারত না, কেন ওর গালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, ও মুখ ফিরিয়ে নিত। তারপর জবাবে বলত যে ওর মুখের একটি মাত্র অবশিষ্ট দাঁত ব্যথা করছে। আর এমন দারুণ ব্যথা যে ও কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না।

কুড়ি

খড় কাটার আর শস্য সংগ্রহের প্রস্তুতির রিপোর্টে সই করে ডাকে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য খুব ভোরে ভোরেই গাঁয়ের সোভিয়েতে এসে হাজির হল রাজমিয়োৎনভ। কিন্তু বিভিন্ন টীমগুলোর রিপোর্ট পড়ে শেষ করে ওঠার আগেই সজোরে দোরের উপরে আঘাত পড়ল।

"ভিতরে চলে আসুন!" কাগজপত্র থেকে চোখ না তুলেই গলা চড়িয়ে বলে উঠল রাজমিয়োৎনভ।

দুজন অপরিচিত লোক এসে ঘরে ঢুকতেই মনে হল যেন ঘরের ভিতরে একটা ভিড় জমে উঠেছে। এক জনার গায়ে নতুন বর্ষাতি, বেঁটে গাট্টাগোট্টা চেহারা, মসৃণ করে কামানো সাদাসিধে গোলগাল মুখ। হাসিহাসি মুখে টেবিলের সামনে এগিয়ে এসে রাজমিয়োৎনভের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। হাতটা যেন পাথরের মতো শক্ত, সুদৃঢ়।

"বৈকো, পলিকার্প পেত্রোভিচ। শাখ্তি খনি-মজুরদের বিভাগের যোগানদার। আর ইনি আমার সহকারী। এঁর নাম খিঝনিয়াক।" দোরের কাছে দাঁড়ানো সঙ্গীটির দিকে বুড়ো আঙুলটা তুলে ইঙ্গিত করে বললেন ভদ্রলোক।

দোরের কাছে দাঁড়ানো লোকটির চেহারার দিক থেকে ওপর ওপর দেখলে মনে হয় একজন পশুপালক কিংবা পশু-ব্যবসায়ী। ওর গায়ের নোংরা দাগভরা ত্রিপলের কোট, থ্যাবড়া ডগাওয়ালা গোরুর চামড়ার বুট, মেটে রঙের কোঁচকানো টুপি, হাতে চামড়ার দুটো দোয়াল লাগানো বাহারের চাবুক—এ সব কিছুই ওর পেশার নীরব সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কিন্তু খিঝনিয়াকের মুখের সঙ্গে ওর বাইরের চেহারার কোথায় যেন একটা অদ্ভুত গরমিল রয়েছে। বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ চোখ, পাতলা ঠোঁটের কোণে চাপা বিদ্রূপের সূক্ষ্ম রেখা, বাঁ চোখের ভুরুটা উপরের দিকে টেনে তোলার অভ্যেস, মনে হয় বুঝি কিছু একটা শুনছে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে, তাছাড়া সাধারণত একটা বুদ্ধিজীবীসুলভ হাবভাব যা যে-কোনো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোককে মুহূর্তে বুঝিয়ে দেয় যে এ লোকটি পশুর যোগানদানর কিংবা

কৃষিকর্মের প্রয়োজনের ব্যাপার থেকে অনেক দূরের মানুষ। সঙ্গে সঙ্গেই এটা নজরে পড়ল রাজমিয়োৎনভের। কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে খিঝনিয়াকের মুখের দিকে তাকাল রাজমিয়োৎনভ, কিন্তু পরক্ষণেই ওর চোখ দুটো লোকটির বিরাট চওড়া কাঁধ দুটোর ওপরে গিয়ে নিবদ্ধ হয়ে গেল। নিজের অজ্ঞাতেই একটু মুচকি হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। চমৎকার পশু যোগানদারই বটে, মনে মনে ভাবল রাজমিয়োৎনভ। মানিকজোড় দুটিকে দেখতে ঠিক ডাকাতের মতো। পশু কেনার বদলে উচিত ওদের রাতের অন্ধকারে কোনো পুলের তলায় ঘাপটি মেরে বসে থেকে সোভিয়েত ব্যাপারীদের মাথায় লাঠি মারা। অতি কষ্টে মুখে চোখে গাম্ভীর্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ: "কী করতে পারি আপনাদের জন্যে?"

"আমরা যৌথ চাষীদের কাছ থেকে তাদের ব্যক্তিগত গোরু ভ্যাড়া এমনকি শুয়োরও নিই। আপাততঃ মোরগ মুরগীর সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই আমাদের। সমবায় নির্ধারিত দামই দিয়ে থাকি আমরা, কিন্তু খুব হৃষ্টপুষ্ট হলে কিছু বেশিও দিই। নিজেই আপনি জানেন কমরেড চেয়ারম্যান, যে খনি-মজুরের কাজ খুবই শ্রম-সঙ্কুল কাজ। তাই খনি-মজুরদের পুরো র‍্যাশানই দিতে হয় আমাদের।"

"আপনাদের পরিচয়পত্র।" হাতের চেটো দিয়ে টেবিলের উপরে মৃদু মৃদু চাপড় মারতে মারতে জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ।

পশু-যোগানদার দুজনেই তাদের পরিচয়পত্র বের করে টেবিলের উপরে রাখল। সব কিছুই ঠিকঠাক রয়েছে। যথাযথ ভাবে সই করা, সিলমোহর মারা। কিন্তু তবুও বহুক্ষণ ধরে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল রাজমিয়োৎনভ। কিন্তু ইত্যবসরে বৈকোর চোখ টেপা কিংবা পলকের জন্যে তার সহকারীর ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠা মুচকি হাসিটুকু ওর নজরে এল না।

"ওগুলো জাল বলে মনে হচ্ছে কি আপনার?" এতক্ষণে মৃদু হেসে প্রকাশ্যভাবেই জিজ্ঞেস করল বৈকো। তারপর আমন্ত্রণের অপেক্ষা না রেখেই জানালার দিকের চেয়ারটার উপরে বসে পড়ল।

"না, আপনাদের কাগজপত্র জাল বলে মনে হচ্ছে না আমার...কিন্তু অবাক লাগছে যে বিশেষ করে আমাদের এই যৌথ জোতেই আপনাদের আসার কারণটা কি?" অপর লোকটির পরিহাসতরল কণ্ঠে আদৌ

আমলে না এনে কথাবার্তা গম্ভীর গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়েই চালিয়ে যেতে লাগল।

"বিশেষ করে শুধু আপনাদের জোতেই হবে কেন? শুধু আপনাদের জোতেই আসিনি। ইতিমধ্যে আশপাশের ছটা জোত ঘুরে এসেছি আমরা আর প্রায় পঞ্চাশটা পশু কিনে ফেলেছি। তার মধ্যে আছে তিন জোড়া বুড়ো অকেজো হয়ে পড়া বলদ, কয়েকটা বাছুর, কিছু বন্ধ্যা গোরু, কিছু ভ্যাড়া আর প্রায় ত্রিশটা শুয়োর।..."

"সাঁইত্রিশটা," দোরের কাছে দাঁড়ানো চওড়া কাঁধওয়ালা পশুব্যাপারী শুধরে দিল।

"হ্যাঁ ঠিক কথা, সাঁইত্রিশটা শুয়োর কিনেছি আমরা আর তার জন্যে ভালো দামও দিয়েছি। এখান থেকে অন্য গাঁয়ে চলে যাব আমরা।"

"দাম কি আপনারা নগদ দিয়ে দেন?"

জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ।

"নিশ্চয়ই, অবশ্য খুব বেশি টাকা আমরা সঙ্গে নিয়ে ঘুরি না। সময়টা গোলমেলে, জানেন তো কমরেড চেয়ারম্যান, কি যে ঘটবে না ঘটবে তা কিছুই জানা নেই...। কিন্তু মানিঅর্ডারে টাকা যোগান দেয়ার চমৎকার ব্যবস্থা আছে আমাদের।"

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল রাজমিয়োৎনভ।

"তার মানে, ডাকাতি হয়ে যাওয়ার ভয় পাচ্ছেন আপনারা? কেন, আপনারা দুজনে মিলে তো যে-কোনো লোকের পকেট খালি করে দিতে পারেন, এমন কি ন্যাংটো করেও ছেড়ে দিতে পারেন!"

সংযতভাবে মুচকি হাসল বৈকো। ওর গোলগাল গোলাপী রঙের গালের উপরে নারীসুলভ দুটো টোল ফুটে উঠল। চোখে মুখে পরম ঔদাসিন্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে খিঝনিয়াক জানালার পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে জানালাটার দিকে তাকাতেই রাজমিয়োৎনভের নজর পড়ল ওর কানের লতির তলা থেকে থুতনী পর্যন্ত একটা লম্বা কাটা দাগ।

"আপনার গালের ওপরের ওটা কি লড়াইয়ের স্মারক চিহ্ন?" জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ।

চকিতে একটু হেসেই মুহূর্তে ফিরে তাকাল খিঝনিয়াক।

"না, যুদ্ধের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এর। এটা তার পরের ব্যাপার..."

"তলোয়ারের চোটের মতো মনে হয় নি আমার। ভাবলাম, তাহলে বৌ বুঝি খিমচে দিয়েছিল?"

"না আমার বৌটা শান্ত গোছের মেয়েমানুষ। মাতাল অবস্থায় হয়েছিল এটা। এক বন্ধু ছুরি দিয়ে কেটে দিয়েছিল।"

"আপনি দেখতে সুপুরুষ। তাই ভেবেছিলাম আপনার বৌ-ই হয়ত আঁচড়ে দিয়েছে, তাছাড়া সম্ভবতঃ অন্য কোনো মেয়েমানুষের ব্যাপারও রয়েছে এর ভিতরে—প্রেমঘটিত কোনো ব্যাপার? আস্তে আস্তে গোঁফে তা দিতে দিতে মুচকি হেসে সরলভাবে বলল রাজমিয়োৎনভ।

"দেখছি আপনি ভারি চতুর কমরেড চেয়ারম্যান।" দরাজ হাসি হেসে বলল খিঝনিয়াক।

"এবার কাজের কথায় আসতে হচ্ছে আমাকে...আপনার গালের ও দাগটা ছুরির কাটা নয়, ঘোড়সওয়ার সৈনিকের তলোয়ারের চোটের দাগ। এসব ব্যাপার জানা আছে আমার। তাছাড়া যতদূর দেখছি, আপনি সেই ধরনেরই পশু যোগানদার, আমি যে ধরনের বিশপ। আপনার মুখটাও ঠিক তেমনি নয়, ওটা কোনো মামুলী লোকের মুখ নয়, হাত দুটাও না। আমার যতদূর মনে হচ্ছে, জীবনে ও হাত দুটো কখনো বলদের শিং মুঠোয় ধরেনি। সম্রান্ত লোকের হাতের মতো...। বড়ো হতে পারে হাত দুটো কিন্তু ধবধবে সাদা হাত দুটো যদি একটু রোদে পুড়িয়ে তামাটে করে নিতেন কিংবা একটু গোবর মাখিয়ে ময়লা করে নিতেন তাহলে হয়ত বিশ্বাস করতাম যে আপনি পশু যোগানদার। তাছাড়া আপনার হাতের ঐ চাবুকটা, ওটার কোনো মানেই হয় না। ওদিয়ে আপনি আমাকে বোকা বুঝাতে পারছেন না।"

ভারি চালাক আপনি, চেয়ারম্যান!" আবার বলে উঠল খিঝনিয়াক। কিন্তু ততক্ষণে ওর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। "কিন্তু আপনি চালাক এক দিক থেকে। আমার মুখের ওপরের দাগটা তলোয়ারের কাটাই বটে, কিন্তু সেটা আমি চাইছিলাম না স্বীকার করতে। এক সময়ে আমি শ্বেতরক্ষী দলে ছিলাম আর সেখানে থাকতেই এটা অর্জন করি। কিন্তু সে-সব কথা কি কেউ মনে রাখতে চায়? তাছাড়া আমার এই হাত দুটো—আমি পশু বিক্রেতা নই, পশুর যোগানদার। আমার কাজ হচ্ছে টাকাকড়ি গোনা, বাছুরের

লেজ মোচড়ানো নয়। আমার চেহারাটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন আপনি কমরেড রাজমিয়োৎনভ? কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে আমি কিছু আর পশু-যোগানদারের কাজ করছি না। এর আগে আমি ছিলাম কৃষি-তত্ত্ববিদ। কিন্তু বেশি মদ খাওয়ার জন্যে আমার চাকরি যায়। ফলে আমাকে পেশা পরিবর্তন করতে হল···। বুঝতে পারলেন তো এখন কমরেড চেয়ারম্যান? আপনি বাধ্য করলেন আমাকে খোলাখুলি সব কথা প্রকাশ করে বলতে। তাছাড়া এখন আমার অকপট স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন তো।"

"একটা কুকুরের কাছে পঞ্চম পায়ের যতটুকু প্রয়োজন আমার কাছে আপনার স্বীকৃতির প্রয়োজনও ঠিক ততটুকু। জি পি ইউর দরকার হয় আপনার স্বীকৃতি আদায় করুক কি ভোজ দিক আপনাকে তাতে কিছুই যায় আসে না আমার।" প্রত্যুত্তরে বলে উঠল রাজমিয়োৎনভ। তারপর মুখ না ফিরিয়েই চিৎকার করে ডেকে উঠল: "মার্যা! এস তো এখানে!"

গ্রাম সোভিয়েতের তরুণী বার্তাবহ সঙ্কুচিত পায়ে এসে ঢুকল পাশের ঘর থেকে।

"ছুটে গিয়ে নাগুলনভকে ডেকে নিয়ে এস। গিয়ে বল, এক্ষুনি ডাকছি আমি তাকে এখানে। খুবই জরুরী।" আদেশ দিয়ে রাজমিয়োৎনভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রথমে খিঝনিয়াক তারপর বৈকোর দিকে তাকাল।

হত চকিত হয়ে নিদারুন বিরক্তিতে বিশাল কাঁধ দুটো ঝাঁকাল খিঝনিয়াক তারপর ঘুরে গিয়ে একটা বেঞ্চের ওপরে বসে পড়ল। কিন্তু বৈকো, যে এতক্ষণ চেপেরাখা হাসির ধমকে জেলির মতো কেঁপে কেঁপে উঠছিল শেষ পর্যন্ত আর চেপে রাখতে না পেরে ফেটে পড়ে উচ্চ সুরেলা গলায় বলে উঠল: "একেই বলে সতর্ক দৃষ্টি, বুঝলে! এটাই দেখতে পছন্দ করি আমি! ধরা পড়ে গেছ, কি বলো কমরেড খিঝনিয়াক? সুরুয়ার ভিতরে মুরগীর মতো ধরা পড়ে গেছ একেবারে!"

মাংসল মোটাসোটা উরুর উপরে চাপড় মেরে এমন আচমকা উচ্চ হাসির ধমকে ফেটে পড়ল বৈকো যে রাজমিয়োৎনভ বিস্মিত দৃষ্টি মেলে ওর মুখের দিকে তাকাল।

"অত হাসছেন কিসের জন্যে, মোটকা? যদি সাবধান না হন তাহলে হয়ত দেখতে পাবেন যে শহরে গিয়ে দুজনেই কাঁদতে শুরু করে দিয়েছেন!

আপনারা পছন্দ করেন কি না করেন, আপনাদের সঠিক পরিচয় বের করতে জন্যে দুজনকেই আমি অনুসন্ধানের জন্যে জেলা দপ্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা সন্দেহজনক লোক বলেই মনে হচ্ছে আমার, বুঝলেন কমরেড পশু-যোগানদারেরা।"

চোখের জল মুছতে মুছতে হাসি চাপার চেষ্টায় পুরু ঠোঁট দুটোকে বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল বৈকো: "আমাদের কাগজপত্রগুলো সম্পর্কে কী বলতে চান আপনি তাহলে? নিজেই আপনি পরীক্ষা করে দেখেছেন আর বলেওছেন যে ঠিকই আছে ওগুলো, তাই না?"

"কাগজ পত্র ঠিক থাকতে পারে আপনাদের কিন্তু আপনাদের চেহারা তেমন পছন্দ হচ্ছে না আমার।" প্রত্যুত্তরে গম্ভীরভাবে বলে একটা সিগারেট পাকাতে শুরু করল রাজমিয়োৎনভ।

ঠিক সেই মুহূর্তে উপস্থিত হল নাগুলনভ। মাথা ঝুঁকিয়ে পশু যোগান-দারদের দিকে ইঙ্গিত করে রাজমিয়োৎনভকে জিজ্ঞেস করল: কে এঁরা?"

"নিজেই জিজ্ঞেস করো ওদের।"

পশু যোগানদার দুজনার সঙ্গে কথাবার্তা বলল নাগুলনভ, ওদের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করে দেখল তারপর রাজমিয়োৎনভের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল: "ব্যাপারটা কী তাহলে? এরা এসেছেন পশু কিনতে, তাই কিনুন গিয়ে।"

রাজমিয়োৎনভের চোখ দুটো চকচক করে উঠল কিন্তু সামলে নিয়ে সংযতভাবে বলল: "না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওদের সঠিক পরিচয় পরীক্ষা করে জানতে না পারছি ততক্ষণ ওরা পশু কিনতে পারবে না। ওদের হাবভাব আমার ভালো মনে হচ্ছে না, সেটাই হচ্ছে কথা! আমি ওদের সোজা শহরে পাঠিয়ে দিচ্ছি পরীক্ষার জন্যে, তার পরে পশু কেনাকাটা করে বেড়ায় যেন।"

"কমরেড রাজমিয়োৎনভ, আপনার ঐ খবর আদান-প্রদানকারীটিকে একটি বার বাইরে যেতে বলুন," নিচু গলায় বলল বৈকো, "কিছু কথা বলবার আছে আমাদের।"

"কোন গোপন কথা আলোচনা করতে চাই না আমি আপনাদের সঙ্গে।"

"যা বলা হচ্ছে তাই করুন।" তেমনি নিচু গলায় কিন্তু আদেশের সুরে বলে উঠল বৈকো।

আর সে আদেশ পালন করল রাজমিয়োৎনভ। যখন বাড়িটায় কেবল মাত্র ওরা ছাড়া আর কেউই রইল না, বৈকো তার জ্যাকেটের ভিতরের পকেট থেকে একখানা ছোট্ট লাল কার্ড বের করে মুচকি হেসে রাজমিয়োৎনভের সামনে এগিয়ে ধরল।

"পড়ুন ওটা এবার. তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শয়তান! আমাদের অভিনয়টুকু যখন কাজে লাগল না তখন বাধ্য হয়েই কার্ডটা বের করে দিতে হল। মোট ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে এই কমরেড। আমরা দুজনেই আঞ্চলিক জি পি ইউ সংস্থার সভ্য আর একটা লোকের খোঁজে এসেছি আমরা এখানে। ভয়ঙ্কর একটা রাজনৈতিক শত্রু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী, একটা সাংঘাতিক ধরণের প্রতিবিপ্লবী। লোকের দৃষ্টি যাতে আকর্ষিত না হয় সেই জন্যেই আমরা পশু যোগানদারের ছদ্মবেশ নিয়েছি। এতে আমাদের কাজের খুবই সুবিধে হয়। ঘরে ঘরে গিয়ে লোকের সঙ্গে গল্পগুজব করতে পারি তাছাড়া আশা করি আজ হোক কি কাল হোক আমরা ঠিকই হদিস পেয়ে যাব।"

"আপনারা কে সেটা সঙ্গে সঙ্গেই বলেননি কেন কমরেড গ্নুখোভ? তাহলে অমন ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটত না।" সোল্লাসে বলে উঠল রাজমিয়োৎনভ।

"নিরপত্তা, বুঝলেন কমরেড রাজমিয়োৎনভ! যদি আপনাকে বলি, তারপর বলি দাভিদভকে তারপর নাগুলনভকে—এক হপ্তার মধ্যে গোটা গ্রিমিয়াকি লগ-এর সবাই জেনে যাবে কে আমরা। দোহাই ঈশ্বরের রাগ করবেন না, আপনাদের যে বিশ্বাস করি না কথাটা মোটেই তা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এ ধরণের ব্যাপারেও ঘটে থাকে। সুতরাং যেটাকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অভিযান বলে মনে করি সেটার ব্যাপারে আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না।" বৈকো গ্নুখোভ বিনীত শিষ্টাচারের সঙ্গে বুঝিয়ে বলল তারপর ছোট লাল কার্ডটা নাগুলনভকে দেখিয়ে জামার ভিতরের পকেটে লুকিয়ে রাখল:

"কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন জানতে পারি কি আমরা? জিজ্ঞেস করল নাগুলনভ।

বৈকো গ্নুখোভ নীরবে একটা বড়ো হাত-ব্যাগের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে হাতড়ে একখানা ফটোগ্রাফ বের করে এনে সযত্নে তার মাংসল হাতের চেটোর উপরে রাখল। ফটোটা পাশপোর্ট ফটোর আকারের।

রাজমিয়োৎনভ আর নাগুলনভ ঝুঁকে পড়ল টেবিলের উপরে। একটি বয়স্ক লোক, মুখে অমায়িক হাসি, সোজা দুটো কাঁধ আর বলিবর্ধ-সুলভ গ্রীবা ছোট কার্ডবোর্ডের উপরে দৃশ্যমান। কিন্তু ওর নেকড়ের মতো ভুরু, বসে যাওয়া বিষণ্ণ দুটো চোখ, ওর মুখের কপট অমায়িকতার সঙ্গে এমন বেখাপ্পা যে নাগুলনভের মুখে একটু বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল আর মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠল রাজমিয়োৎনভ : "না, তেমন হাসি-খুশি মনে হচ্ছে না লোকটাকে…"

"এই লোকটিকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি" ময়লা হয়ে ওঠা এক টুকরা সাদা কাগজে সযত্নে ফটোটা মুড়ে হাতব্যাগের ভিতরে ভরে রাখতে রাখতে চিন্তিত মুখে বলল বৈকো-গ্লুকোভ। "ওর নাম পোলোভৎসেভ, আর গোত্রজ নাম হচ্ছে আলেকজান্দার আনিসিমোভিচ। ভূতপূর্ব শ্বেত বাহিনীর ক্যাপটেন, পিটুনি অফিসার পোভৎইয়োকভ আর ক্রিভস্লিকভ বাহিনীকে নির্মূল করার কাজে অংশ গ্রহণ করেছিল। কয়েক বছর আগে শিক্ষকতা করেছিল নাম ভাঁড়িয়ে। তারপর নিজের শহরে গিয়ে বাস করেছিল কিছুকাল। এখন গা-ঢাকা দিয়েছে। সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে যে অভ্যুত্থান সংগঠিত হচ্ছে ও তারই একজন সক্রিয় সংগঠক। আমাদের গুপ্তচরদের খবর হচ্ছে যে ও আপনাদের জেলায়ই কোথাও আত্মগোপন করে আছে। এই মহাপুরুষটি সম্পর্কে এইটুকুই মাত্র বলতে পারি আমরা। যা বললাম তা আপনারা দাভিদভকে বলতে পারেন, কিন্তু আর কাউকে নয়! আপনাদের উপরে সম্পূর্ণ আস্থা রাখি আমরা কমরেড। তাহলে এখনকার মতো বিদায়। কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া আমাদের দেখাসাক্ষাৎ করার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া আপনাদের কারোর নজরে যদি এমন কিছু আসে যা আমাদের কাজে লাগতে পারে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সোভিয়েত দপ্তরে ডেকে পাঠাবেন দিনের বেলায়। দিনের বেলায়ই ডাকবেন যাতে গাঁয়ের লোকের মনে কোনো সন্দেহ জেগে ওঠার অবকাশ না ঘটে। তাছাড়া শেষ কথা হচ্ছে এই : সাবধান থাকবেন! সবচাইতে ভাল হয় যদি আপনারা আদৌ রাতের বেলা না বাইরে যান। পোলোভৎসেভ কোনো হিংসাত্মক আক্রমণের ঝুঁকি নেবে না। নিজেকে ধরা দিতে চইবে না সে, কিন্তু তবুও সাবধানের মার নেই। এক কথায়, আপনাদের রাত্রে বাইরে না যাওয়াই

ভালো। কিন্তু যদি যান তো একা যাবেন না। সব সময়েই সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে চলবেন। অবশ্য, মনে হচ্ছে ইতিমধ্যেই সে ব্যবস্থা করেছেন। যখন কমরেড খিঝনিয়াকের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন আপনার ট্রাউজারের পকেটে রিভলভারের নলটা ঘোরাবার শব্দ শুনতে পাই নি কি কমরেড রাজমিয়োৎনভ?”

চোখ কোঁচকাল রাজমিয়োৎনভ, তারপর যেন ওর প্রশ্নটা শুনতে পায়নি এমনিভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিল। রাজমিয়োৎনভের সাহায্যে এগিয়ে এল নাগুলনভ।

“যে দিন থেকে ওরা আমাকে নিশানা করেছিল, সেদিন থেকেই আমরা আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি থাকছি।

বৈকো-গ্রুখোভের ঠোঁটের কোণে একটু সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। “শুধু আত্মরক্ষার জন্যে নয়, আক্রমণের জন্যেও। ঘটনাক্রমে তিমোফেই দামাসকভ যার ডাক নাম ছিল তর্ণ যে আপনার হাতে ঘায়েল হয়েছে কমরেড নাগুলনভ, সে এক সময়ে পোলোভৎসেভের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আপনাদের গাঁয়ে তার দলের আরো সভ্য আছে।” কথায় কথায় বলল সর্বজ্ঞ পশু-যোগানদার। “পরবর্তীকালে অবশ্য সে ওর দল ত্যাগ করে। কিন্তু কেন, তা আমাদের জানা নেই। আপনাকে লক্ষ্য করে সে যে গুলি চালিয়েছিল সেটা যে পোলোভৎসেভের হুকুমে নয় তা স্পষ্ট। গুলি চালিয়েছিল তার নিজের ব্যক্তিগত কারণে।”

মাথা নেড়ে সায় দিল নাগুলনভ। আর বৈকো-গ্রুখোভ শান্ত পরিমিত গলায় এমনভাবে বলে চলল যেন সে বক্তৃতা দিচ্ছে।

“গৃহযুদ্ধের কাল থেকে যে ভারি মেশিন-গানটা দামাসকভদের গোয়ালঘরে লুকানো ছিল, পরবর্তীকালে যেটাকে আবিষ্কার করল দাভিদভ, সেটাই প্রমাণ করছে যে কোনো না কোনো কারণে দামাসকভ পোলোভৎসেভের দল ত্যাগ করে নিছক একাই একটি দস্যু হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেটা তেমন কোনো কথা নয়। আমাদের আসল যা করণীয় সে সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-চারটা কথা বলছি আপনাদের। পোলো-ভৎসেভকে একা ধরতে হবে আমাদের, আর ধরতে হবে তাকে জীবিত অবস্থায়। বর্তমানে সেটাই হচ্ছে একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ। পরে ওর দলের মামুলী সভ্যদের নিরস্ত্র করব। তাছাড়া আরো একটা কথা বলে

রাখছি, পোলোভৎসেভ হচ্ছে সুদীর্ঘ একটা শিকলের ভিতরের নিছক একটি সংযোগ মাত্র। কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ। তাই ওকে খুঁজে বের করে 'গ্রেপ্তার করার ভার জেলা জি পি ইউর হাতে ন্যস্ত না করে ন্যস্ত করা হয়েছে আমাদের ওপর।"

"আমাদের সম্পর্কে আপনাদের মনে যদি কোনো বিক্ষোভ জমা হয়ে থাকে তো সেটা দূর করার দিক থেকে এইটুকুই মাত্র বলছি যে আপনাদের জেলার একমাত্র জি পি ইউ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ছাড়া আর কেউই এ সম্পর্কে কিছু জানে না। এমন কি নেস্তেরেঙ্কো পর্যন্ত জানে না। সে হচ্ছে জেলার পার্টি সম্পাদক, কাজ কি তার এক জোড়া পশু-যোগানদার নিয়ে মাথা ঘামাবার? সে তার নিজের জেলার পার্টি-কাজকর্মের তদবির করে বেড়াক আর আমরা চলি আমাদের ব্যাপার নিয়ে। এ কথা স্বীকার করছি যে এতদিন পর্যন্ত যে কয়েকটা যৌথ খামারে আমরা গেছি, লোকজনের কাছে দেয়া পরিচয়টা বেশ সাফল্যের সঙ্গেই চালিয়ে আসতে পেরেছি আমরা। একমাত্র আপনিই কমরেড রাজমিয়োৎনভ যে কিনা খিঝনিয়াককে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সন্দেহ করলেন যে আমরা প্রকৃত পশু-যোগানদার নই। এটা আপনার দৃষ্টিশক্তির একটা বাহাদুরী সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যাই হোক, দু-চার দিনের ভিতরে আমাদের প্রকৃত পরিচয় জানাতেই হত আপনাদের। কেন না তা হচ্ছে এই। আমার পেশাগত বুদ্ধি বলছে আমাকে যে পোলোভৎসেভ আপনাদের এই গাঁয়েরই কোথাও না কোথাও ঘাপটি মেরে রয়েছে। আমাদের খুঁজে বের করতে চেষ্টা করতে হবে যে বিগত জার্মান যুদ্ধ বা গৃহ-যুদ্ধের সময়কার তার সহচর ছিল কে কে। কোন ইউনিটে ছিল পোলোভৎসেভ তা আমরা জানি আর এটা খুবই সম্ভব যে সে তার পুরানো সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। সংক্ষেপে, ব্যাপারটা হল এই। চলে যাওয়ার আগে আবার আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে। এখনকার মতো—নমস্কার!"

দোরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বৈকো-গ্লুখোভ নাগুলনভের মুখের দিকে তাকাল।

"আপনার স্ত্রীর সম্পর্কে কিছু শুনতে চান?"

ছোপ ছোপ লাল দাগ ফুটে উঠল মাকারের গালে। চোখ দুটো ঘিরে নেমে এল কালোছায়া। গলা-খাকারি দিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল: "জানেন সে কোথায় আছে?"

"জানি।"

"কোথায়?"

"শাখতি শহরে,"

"কী করছে সে ওখানে? ওর তো কোনো আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধব নেই সেখানে।"

"কাজ করছে।"

"কী কাজ করছে?" একটু ম্লান হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল মাকার।

"খনিতে কয়লা তোলার কাজ। আমাদের সংস্থার সভ্যেরাই কাজ জোটাতে সাহায্য করেছে ওকে। কিন্তু ও অবশ্য সন্দেহও করতে পারেনি কারা ওকে সাহায্য করছে। তাছাড়া এ কথাও স্বীকার করছি যে খুব ভালো কাজ করছে ও। বাস্তবিকই খুবই ভালো তা বলতে হবে। চাল চলনও খুবই ভদ্র হয়েছে। নতুন আর কোনো বন্ধু জোটায়নি। কিংবা পুরানো বন্ধু-বান্ধবও কেউ আসেনি ওর কাছে এতাবৎ কালের ভিতরে।"

"তবু কারা আসতে পারত ওর কাছে?" ধীর শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল নাগুলনভ। ওর আচার আচরণ খুবই ধীর, শুধু বাঁ চোখের পাতাটা ঘন আক্ষেপে কেঁপে কেঁপে উঠছে বার বার।

"সব রকমের লোকজন...যেমন ধরুন তিমোফেইর পুরানো বন্ধু-বান্ধবেরা কেউ। কিংবা সেটা কি একেবারে অসম্ভব বলে মনে হয় আপনার? কিন্তু আমার মনে হয় মহিলাটি জীবন সম্পর্কে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, এক নতুন অধ্যায় শুরু করেছে। তাই ওর সম্পর্কে আপনার আর কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই কমরেড নাগুলনভ।"

"ওর সম্পর্কে আমার খুব যে একটা দুশ্চিন্তা রয়েছে এটাই বা ভাববার কারণ কি আপনার?" আরো শান্ত আরো গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল নাগুলনভ। পরক্ষণেই উঠে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে লম্বা হাত দুটো দিয়ে টেবিলের কিনারা আঁকড়ে ধরে দাঁড়াল।

মুখখানা খড়ি মাটির মতো সাদা হয়ে গেছে। গালের পেশীগুলো দ্রুত কুঁচকে কুঁচকে উঠছে। প্রতিটি কথা ওজন করে করে খুব ধীরে ধীরে বলল নাগুলনভ: "কোনো একটা কাজের জন্যে এসেছেন কি আপনারা কমরেড বক্তৃতাবাগীশ মহাশয়? বেশ, তাহলে তাই-ই করুন গে যান। আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার কোনো

সান্ত্বনারই দরকার নেই আমার! তাছাড়া আমাদের সাবধান করে দেওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই আপনাদের। আমরা রাতের বেলা বাইরে যাই কি দিনের বেলা বাইরে যাই সেটা আমাদের নিজেদের ব্যাপার। কোনো রকমের কোনো কাজে নির্বোধ উপদেশ বা দুধেলা দাই ছাড়াও এক রকম করে চলে যাবে আমাদের! বুঝলেন কথাটা! সুতরাং এখন কেটে পড়ুন। মেলাই কথা বলে ফেলেছেন এমনিতেই, পেটের সব কথাই ঢেলে দিয়েছেন আমাদের কাছে—আর আপনারা কিনা জাহির করছেন নিজেদের জি পি ইউর লোক বলে! আপনি সত্যি সত্যি আঞ্চলিক জি পি ইউর সভ্য কিনা বা ঐ যা ভান করছেন—পশু ক্রেতা, ব্যাপারী বা আমরা যাকে বলি বুড়ো পশুর কারবারী, প্রকৃতই তাই কি না সে সম্পর্কে খুব নিশ্চিত নই আমি।"

নির্বাক খিঝনিয়াক তার উপরওয়ালার নাজেহাল অবস্থায় মনে মনে বেশ খানিকটা বিজাতীয় আনন্দ উপভোগ করতে লাগল। টেবিলের ওপাশ ঘুরে বেরিয়ে এল নাগুলনভ তারপর কোমরবন্ধের তলায় ফৌজী টিউনিকটা টেনে ঠিক করে নিয়ে দোরের দিকে এগিয়ে গেল। বরাবরের মতো ঠিক তেমনি চটপটে, সামরিক পরিচ্ছদের দরুণ এমন কি যেন একটু দৃপ্ত, গর্বোন্নত ভঙ্গি।

ওর চলে যাওয়ার পর খানিক্ষণের জন্যে ঘরময় নেমে এল এক অস্বস্তিকর নীরবতা।

"বোধহয় ওর স্ত্রীর কথা তোলাটা উচিত হয়নি আমার," কড়ে আঙুলের নখ দিয়ে নাকের ওপরটা চুলকাতে চুলকাতে বলে উঠল বৈকো গ্লুখোভ। "মনে হয় এখনো ভুলতে পারেনি তাকে।"

"না, বলটা উচিত হয়নি আপনার," সায় দিয়ে বলল রাজমিয়োৎনভ। "আমাদের মাকার হচ্ছে একটি কাঁটাওলা পাখি। কেউ ওর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাক আর তার নোংরা বুট দিয়ে চটকে দিক এটা ও আদৌ পছন্দ করে না সেটা।"

"ঠিক আছে, চিন্তার কারণ নেই, ও এ সব ভুলে যাবেখন," ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে বলে উঠল খিঝনিয়াক তারপর দোরের হুড়কোর দিকে এগিয়ে গেল।

পরিস্থিতিটাকে খানিকটা হালকা করার উদ্দেশ্যে রাজমিয়োৎনভ জিজ্ঞেস

করল। "আচ্ছা বলুন তো কমরেড গ্রুখোভ, এই পশু কেনার ব্যাপারটা সম্পর্কে কী করেন আপনারা? সত্যি সত্যিই কি পশু কেনেন না ঘর ঘর গিয়ে দরাদরি করে বেড়ান?"

প্রশ্নটার সহজ সারল্যে গ্রুখোভের মনের স্বাভাবিক সাচ্ছন্দ্য ফিরে এল। ওর ভারি গাল দুটোর ওপর আবার টোল দুটো ঝিকমিক করে উঠল।

"আপনি একজন খাঁটি চাষী! হাঁ, পশু আমরা ঠিকই কিনি আর পুরো দামই মিটিয়ে দিয়ে থাকি। সে নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই আপনার। পশুগুলো আমরা শখতিতে পাঠিয়ে দি, ওখানকার খনি-মজুররা মাংস খেতে পেয়ে খুবই খুশি হবে। কিন্তু এর জন্যে তারা কৃতজ্ঞ হবে না আমাদের কাছে. কারণ তারা জানতেই পাবে না কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ওদের এমন মোটাসোটা পশুর যোগান দিচ্ছে। সুতরাং ব্যাপারটা হল এই দোস্ত!"

আগন্তুকরা চলে যাওয়ার পরে কনুই দুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে হাতের মুঠোর উপরে গাল রেখে বহুক্ষণ টেবিলের সামনে বসে রইল রাজমিয়োৎনভ। গাঁয়ের ভিতরে কার পক্ষে ঐ হতচ্ছাড়া পোলোভৎসেভের সঙ্গে মেলামেশা রাখা সম্ভব? মনে মনে গ্রিমিয়াকি লগ-এর প্রত্যেকটি লোকের সম্পর্কে ভেবে দেখল, কিন্তু কারোর উপরেই প্রকৃত সন্দেহের উদ্রেক হল না।

পা দুটো টান করার জন্যে উঠে দাঁড়াল রাজমিয়োৎনভ তারপর দোর থেকে জানালা অবধি দু তিনবার পায়চারী করে আচমকা যেন কোনো একটা অদৃশ্য বাধায় আটকে গিয়ে ঘরের মাঝখানে থমকে দাঁড়াল। ঐ মোটা লোকটা মাকারকে আবার শূলে চড়িয়ে ছাড়ল। নিদারুণ দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে ভাবল মনে মনে। কোন কম্মে লোকটা আবার মনে করিয়ে দিতে গেল ওকে লুশকার কথা! ধরো যদি এখন মাকার উৎসুক হয়ে ওঠে আর ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে যায় শখতি ওকে দেখার জন্যে? ইদানিং বেশ কিছু দিন ধরে ও চুপচাপ রয়েছে, কোনো কিছুই প্রকাশ করছে না, কিন্তু আমার ধারণা রাত্রে একা বসে বসে মদ খায়।...

বেশ কিছু দিন ভয়ে ভয়ে কাটাল রাজমিয়োৎনভ। কী করবে মাকার? তারপর শনিবার সন্ধ্যোয় দাভিদভের সামনেই মাকার এসে যখন জানাল যে জেলা কমিটি ওকে মাতিনেভ্স্কায়া শহরে গিয়ে দন অঞ্চলের অন্যতম প্রথম মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনের কাজকর্ম পরিদর্শন করে আসার ভার দিয়েছে, মনে

মনে হাঁপিয়ে উঠল রাজমিয়োৎনভ। মরেছে মাকার! লুশকাকে দেখতে যাচ্ছে ও। আর আমি কিনা ভেবেছিলাম যে ওর আত্মসম্মান বোধ আছে!

একুশ

গত বসন্তের শেষ ঝরা-বরফ যখন স্বচ্ছ বাষ্প-কণা ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে উত্তর দিকের বেড়ার উপরে পর্যন্ত জমে বসতে শুরু করেছিল, সেই সময়ে এক জোড়া বুনো পাহাড়ী পায়রা উড়ে এসে রাজমিয়োৎনভের পিছনের উঠোনটা পছন্দ করে বসল। বহুক্ষণ ধরে ওরা ঘরের চালের মাথার ওপরে ঘুরে ঘুরে চক্কর দিয়ে উড়ে বেড়াল। তারপর ক্রমেই নিচের দিকে নেমে আসতে আসতে ভাঁড়ার ঘরের পাশে মাটির উপরে নেমে এল। পরক্ষণেই আবার হালকা পাখায় উপরের দিকে উঠে গিয়ে বসল ঘরের চালের মাথায়। বহুক্ষণ ধরে একান্ত সতর্কভাবে এদিক ওদিক মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখে নিল। আর ক্রমেই এই নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে লাগল। তারপর পুরুষ পায়রাটা সুরুচিপূর্ণ ভঙ্গিতে টুকটুকে লাল পা দুটো উঁচুতে তুলে তুলে চিমনিটার চারপাশে ছড়ানো নোংরা খড়িমাটি ঠুকরে ঠুকরে পথ করে এগিয়ে চলল। ঈষৎ ঘাড় হেলিয়ে মাথাটা ভিতরের দিকে টেনে ফুলন্ত গলার থলিটার উপরের হালকা রামধনু রঙের পালকগুলি ফুলিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ডেকে উঠল একবার। চালের ওপর থেকে গড়িয়ে নেমে এসে শব্দ তুলে দুবার ডানা ঝাপটা মেরে ওর সঙ্গীটি অর্ধবৃত্তাকারে উড়ে এসে বসল রাজমিয়োৎনভের শোওয়ার ঘরের দেয়াল থেকে খানিকটা বেরিয়ে থাকা বাঁকানো জানালার ঘেরা কার্নিশের ওপর। সঙ্গীটিকে ওকে অনুসরণ করার আহ্বান জানানো ছাড়া দুবার করে ঐ ডানার ঝাপটা মারার আর কি অর্থ হতে পারে?

দুপুরের খাওয়া খেতে বাড়ি ফিরে এল, রাজমিয়োৎনভ। কঞ্চির বেড়ার ফাঁক দিয়ে সিঁড়ির পাশে পায়রা দুটোকে দেখতে পেল। মাদী পায়রাটা দুটো পায়ের অপরূপ ভঙ্গি করে কাদা-জলের খানাটার চার পাশে দ্রুত চলতে চলতে কী যেন ঠুকরে বেড়াচ্ছে। পায়রাটা ওর পিছে পিছে খানিকটা ছুটে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়াচ্ছে তারপর মাথা নুইয়ে ফুলন্ত গলা আর ঠোঁট

দুটো প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে প্রবল উদ্যমে বকবকুম করতে করতে চক্কর দিয়ে ঘুরছে। পরক্ষণেই আবার শীতের স্যাঁৎসেতে মাটির ওপরে বুক চেপে লেজ দোলাতে দোলাতে ছুটে চলেছে পিছু ধাওয়া করে। মাদী পায়রাটাকে থানার পাশ থেকে সরিয়ে আনার জন্যে দারুণ জিদের সঙ্গে এক পাশ ধরে চলেছে এগিয়ে।

মাত্র দুপা দূর দিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল রাজমিয়োৎনভ। কিন্তু পায়রা দুটো শুধু একটুখানি পাশের দিকে সরে গেল মাত্র, উড়ে যাবার এতটুকু লক্ষণও দেখাল না। এতক্ষণে সিঁড়ির গোড়ায় এসে পৌছেছে রাজমিয়োৎনভ হঠাৎ শিশুসুলভ উল্লাসে মনে মনে সিদ্ধান্ত করে নিল যে ওরা সাময়িক অতিথি নয়, বাসা বাঁধতে চলেছে এখানে। তারপর একটু তিক্ত হাসি হেসে আপন মনে বিড় বিড় করে বলল: "হয়ত এতকাল ধরে যার আশায় দিন গুনছি সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্যের দিন ঘনিয়ে আসছে।"

গামলা থেকে এক মুঠো গম নিয়ে জানালার চার দিকে ছড়িয়ে দিল রাজমিয়োৎনভ।

সারা সকাল বেলাটা গম্ভীর বিমর্ষ হয়ে ছিল রাজমিয়োৎনভ। ফসল বোনার প্রস্তুতি আর বীজ বাছাইয়ের কাজ তেমন ভালোভাবে এগোচ্ছে না। দাভিদভকে যেতে হয়েছে শহরের ডাকে। যে যে জমিতে ফসল বোনা হবে সেগুলোর সরজমিন তদন্তের জন্যে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়েছে নাগুলনভ। তাছাড়া দুপুর নাগাত দুটি টীম-লীডার আর ভাণ্ডারীর সঙ্গে ভীষণ তকরার হয়ে গেছে রাজমিয়োৎনভের। বাড়িতে এসে যখন খাওয়ার টেবিলে বসল, থালায় ঝোল যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে সে-কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে ও পায়রা দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে বসন্তের ঝলসানো বাতাসে পোড়া তামাটে-লাল রঙের পাকা ছোপ ধরা মুখখানা ক্ষণেকের জন্যে একটু জলজল করে উঠল। কিন্তু ওর অন্তর আরো বেশি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল।

বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে মৃদু সতৃষ্ণ হাসি হেসে দেখতে লাগল রাজমিয়োৎনভ, তরুণী পায়রাটা কেমন লোভাতুরভাবে গমগুলো খুঁটে খুঁটে খেয়ে চলেছে আর তার একগুঁয়ে বলিষ্ঠ সঙ্গীটি নিজে একটি দানাও মুখে না তুলে ক্লান্তিহীন অফুরন্ত উদ্যমে ওর সামনে ছুটে ছুটে চক্কর দিয়ে ঘুরে চলেছে।

বিশ বছর আগে ঐ পুরুষ পায়রাটারই মতো তরুণ বলিষ্ঠ আন্দ্রেই ঝাঁক

দেখিয়ে ঘুরত তার প্রিয়তমার সামনে। তার পরে হল বিয়ে, সেনা-বাহিনীতে ভর্তি, যুদ্ধ…। কী ভয়ঙ্কর আর হতাশাভরা দ্রুততায় জীবনটা বয়ে গেল! বৌ আর ছেলের কথা মনে পড়ে বিষাদভরা কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলে উঠল রাজমিয়োৎনভ: "যখন বেঁচে ছিলে তখন তেমন দেখাশোনা করিনি আমি তোমার, প্রিয়তম আমার, আর এখনও প্রায়ই তোমাদের দেখতে যেতে পারি না।"

এপ্রিলের সেই চমৎকার সুন্দর দিনটিতে খাবার ফুরসুৎ ছিল না পুরুষ পায়রাটার। ফুরসৎ ছিল না আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভেরও। এখন আর বাষ্পাচ্ছন্ন নয়, জানালার পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উদগত অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে উঠেছে দুটো চোখ; পায়রা দুটো মুছে গেছে ওর দৃষ্টি পথ থেকে, মুছে গেছে জানালার বাইরের বসন্তের কোমল নীল হালকা বর্ণ সমারোহ। আর সেখানে ভেসে উঠেছে বিষাদক্লিষ্ট সেই নারীর ছায়ামূর্তি যাকে একদিন প্রকৃতই ভালোবাসত রাজমিয়োৎনভ, সম্ভবত ভালোবাসত নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি। প্রেমের পরিপূর্ণতার উপলব্ধি হওয়ার আগেই আজ থেকে বারো বছর আগে এপ্রিলের এমনি এক চমৎকার সুন্দর দিনে মৃত্যুর নিকষ কালিমা যাকে ছিনিয়ে নিয়েছে ওর বুক থেকে।

ঝোলের বাটির ওপরে নুয়ে পড়ে এক টুকরো রুটি চিবিয়ে চলেছে রাজমিয়োৎনভ। ধীরে গাল বেয়ে নেমে আসা চোখের জলের ধারা ওর মায়ের চোখে পড়ুক এটা ও চায় না। তাই মাথা নিচু করে নুনকাটা বাঁধা-কপির ঝোলে আরও নুন মিশিয়ে চলেছে! দুবার করে চামচটা তুলল, কিন্তু দুবারই ওর অদ্ভুতভাবে অবশ হয়ে আসা কাঁপা কাঁপা হাত থেকে চামচটা টেবিলের ওপরে খসে পড়ে গেল।

জীবনে কখনো কখনো এমনি ঘটে যে মানুষের আনন্দ, এমন কি পাখির ক্ষণস্থায়ী আনন্দও অহত অন্তরে ঈর্ষা নয়, তৃপ্তির মৃদু হাসি নয়, জাগিয়ে তোলে অসহনীয় যন্ত্রণাভরা, বেদনাভরা অতীতের স্মৃতি…। স্থির সংকল্প হয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাজমিয়োৎনভ। তারপর মায়ের দিকে পিছন ফিরে তুলোর জামাটা পরে নিল আর ভ্যাড়ার চামড়ার টুপিটা হাতে নিয়ে দোমড়াতে শুরু করল।

"ঈশ্বর রক্ষা করুন, কেন জানি আজ আদৌ খেতে ইচ্ছে করছে না মা।"

"ঝোল খেতে না চাস তো খানিকটা পরিজ আর ঘোল দিচ্ছি এনে?"

"না, কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"কোনো অসুখ করেছে নাকি, খোকা?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন মা।

"কীসের অসুখ! কোনো অসুখ করেনি আমার। একবার হয়েছিল কিন্তু সে তো সেরে গেছে এখন।"

"চিরটা কাল তুই এমন মন গোমড়া, আন্দ্রেই,...কখনো মুখ ফুটে কিছু বলিস না মায়ের কাছে, এতটুকু নালিশও না। মনে হয় যেন তোর প্রাণটা পাষাণ।"

"তুমিই আমাকে এ দুনিয়ায় এনেছ মা, সুতরাং এর জন্যে যদি কেউ দায়ি হয় তো সে তুমি নিজেই। এই রকম করেই তুমি আমাকে গড়েছ, তাই আমার আর কোনো হাত নেই এতে।"

"আচ্ছা হয়েছে যা এখন", শুকনো বিবর্ণ ঠোঁট দুটো কুঁচকে বললেন বৃদ্ধা।

গেট পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রাজমিয়োৎনভ। তারপর ডাইনে গাঁয়ের সোভিয়েত দপ্তরের দিকে মোড় না নিয়ে মোড় নিল বাঁয়ে স্তেপের দিকে। সাবলীল সচ্ছন্দ অথচ মন্থর পায়ে সোজসুজি মাঠ পাড়ি দিয়ে আর এক গ্রিমিয়াকি লগ-এর দিকে এগিয়ে চলল যেখানে সুদূর অতীতকাল থেকে কেবলমাত্র মৃতজনেরা ভিড়বহুল কিন্তু শান্তিপূর্ণ আবাসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এসেছে। সমাধি ক্ষেত্রটি ঘেরা নয়। সেই দুর্বৎসরগুলিতে জীবন্তলোকেরা মৃতদের প্রতি তেমন দাক্ষিণ্যপরবশ ছিল না। জীর্ণ, কালো হয়ে ওঠা ক্রুশগুলো দুমড়ে বেঁকে উঠেছে কিংবা পড়ে গেছে মাটিতে। কোনোটা পড়েছে মুখ থুবড়ে, কোনোটা উধ্বর্মুখী হয়ে। একটি সমাধিও সযত্নে রক্ষিত নয়। কবরের কর্দমাক্ত বেদীর উপরে মরা আগাছাগুলোকে আন্দোলিত করে পূবের বাতাস বর্ণ-বৈচিত্রহীন সোমরাজ লতার ভিতর দিয়ে সোহাগভরা আঙুলের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যায়। পচে ওঠা ঘাস, কর্দমাক্ত কালো মাটি আর ক্ষয়িষ্ণুতার মিলিত দুর্গন্ধ নিরবচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করছে সমাধিগুলোর উপরে।

সমাধিক্ষেত্রের উত্তর দিকের সীমানার ওপর দিয়ে পশু চলাচলের পথ বেয়ে এগিয়ে চলে রাজমিয়োৎনভ, যেখানে এক সময়ে আত্মঘাতীদের সমাহিত করার প্রথা ছিল। কিনারা বসে যাওয়া একটা কবরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রাজমিয়োৎনভ। পাকা চুলে ভরা নোয়ানো মাথার

ওপর থেকে টুপিটা খুলে ফেলল। শুধু মাত্র ভরত পাখিগুলোই এই বিস্মৃত ভূমিটুকুর বিষণ্ণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চলেছে।

জাগ্রত জীবনের প্রাণময়তায় ভরপুর এমন এক চমৎকার রৌদ্রদীপ্ত বসন্তের দিনে এখানে কেন এসেছে আন্দ্রেই? হাতের বেঁটে বেঁটে সবল শক্ত আঙুলগুলো মুঠো পাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে আধ বোজা চোখের দৃষ্টি সুদূরের কুহেলী ঘেরা দিক্‌বলয়ের দিকে প্রসারিত করে, বুঝিবা দূরের ঐ কুয়াশার যবনিকা অপসারণ করে ওর অবিস্মরণীয় যৌবন আর ক্ষণস্থায়ী সেই আনন্দকে খুঁজে পাবার প্রচেষ্টায় দাঁড়িয়ে থাকত? হয়ত তাই। মৃত অথচ অতীতের ভালোবাসার ধনকে শুধু সমাধিক্ষেত্র বা নিদ্রাহীন রাতে মৌন মূক ছায়ার ভিতর দিয়েই দেখতে পাওয়া যায়।

সে-দিন থেকে পায়রাদুটোকে তীক্ষ্ণ সজাগ পাহারায় রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছে রাজমিয়োৎনভ। দিনে দুবার করে দু মুঠো গম ছড়িয়ে দেয় জানালার নিচে। তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত না পায়রাদুটোর খাওয়া শেষ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় আর অনধিকার প্রবেশ-কারী মুরগীগুলোকে হুঁস হুঁস করে তাড়া দিয়ে ভাগিয়ে দিতে থাকে। খুব ভোরে উঠে গোলাঘরের চৌকাঠের উপরে বসে বহুক্ষণ ধরে ধূম পান করতে করতে ওর নতুন ভাড়াটেদের বেড়ার পাশ থেকে খড়কুটো আর একটা পালকের বলের পরিত্যক্ত চুলের গোছা উদ্গত জানালাটার কার্নিশের পিছন দিকে বয়ে নেওয়া দেখতে থাকে। কয়েক দিনের ভিতরেই সাদাসিধে ধরনের বাসাটা তৈরি হয়ে গেল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল রাজমিয়োৎনভ। "নিজেদের ঘর বানিয়েছে ওরা। এখন আর উড়ে পালিয়ে যাবে না।"

দু হপ্তা পরে মাদী পায়রাটা আর খাবার জন্যে বাইরে আসতে পারল না। নিশ্চয় তা-এ বসেছে ওটা! দেখে মনে হচ্ছে যেন ঘরে নতুন অতিথির আগমন হচ্ছে। আপন মনে মৃদু হেসে বলল রাজমিয়োৎনভ।

পায়রা দুটো আসার সঙ্গে সঙ্গে ওর কাজকর্ম লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গেছে। ঠিক সময়ে খাওয়াতে হচ্ছে, কারণ সিঁড়ির পাশের খানাটা শুকিয়ে গেছে। সর্বোপরি ঐ একান্ত অসহায় পাখি দুটোকে চোখে চোখে রাখাটা একটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে ওর কাছে।

একদিন মাঠ থেকে ফিরে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই রাজমিয়োৎনভ দেখতে পেল যে ওর মায়ের আদরের বুড়ো পোষা বেড়ালটা ঘরের খড়ো চালের ওপরে পেটে ভর দিয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে। তারপর খুব হালকাভাবে একটা লাফ দিয়ে নেমে এল আধখোলা খড়খড়ির উপরে আর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে লেজটা গুটিয়ে নিচু করে নিল। পায়রা দুটো তখনো বেড়ালটার দিকে পেছন করে তাদের বাসার ভিতরে চুপচাপ বসে। যদিও মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরেই মৃত্যু এসে হানা দিয়েছে তবুও মনে হয় ওরা সে বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত।

পকেট থেকে রিভলবারটা টেনে বের করে পা টিপে টিপে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ছুটে এগিয়ে গেল রাজমিয়োৎনভ, তারপর চোখ কুঁচকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল বেড়ালটার দিকে। যে মুহূর্তে বেড়ালটা সামনের থাবা দুটো টেনে নিয়ে একটু পিছিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গেই জেগে উঠল গুলির আওয়াজ। খড়খড়িটা ঈষৎ একটু কেঁপে উঠল। পায়রা দুটো উড়ে গেল আর বেড়ালটা গুলিবিদ্ধ হয়ে মুখথুবড়ে পড়ে গেল নিচে, ঘরের চার দিক ঘেরা মেটে পিড়ার উপরে।

গুলির শব্দে রাজমিয়োৎনভের মা ছুটে বেরিয়ে এলেন উঠানে।

"কোদালটা কোথায় মা?" যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ।

লেজ ধরে বেড়ালটাকে তুলে নিদারুণ বিতৃষ্ণায় ভ্রু কোঁচকাল রাজ-মিয়োৎনভ।

শোকে দুঃখে হাত মুচড়ে চিৎকার জুড়ে দিলেন বৃদ্ধা।

"ওরে খুনে! জীবের ওপর একটু দয়া মায়া নেই তোর! মানুষ খুন করিস কি বেড়াল খুন করিস তোর আর মাকারের কাছে দুটোই এক। এমনি স্বভাব হয়ে গেছে তোদের রক্ত থেকে শয়তানেরা! তামাক না হলে যেমন দিন চলে না তেমনি খুন করতে না পেলে ভাত হজম হয় না তোদের।"

"তা যদি হয়ে থাকে তো এখন আর হৈ চৈ করো না!" বাধা দিয়ে কড়া সুরে বলে উঠল ছেলে। "এখন থেকে আমাদের বাড়িতে আর বেড়াল চলবে না। তাছাড়া মাকার আর আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে। কেউ গাল পাড়লে আমাদের সেটা বরদাস্ত হয় না।

ঐ নোংরা জীবগুলোকে যখন আমরা সোজা গুলি করে মারি তখন দয়া মায়া আছে বলেই সে কাজ করি আমরা, তা সে দু-পায়া জীবই হোক আর চার পায়া জীবই হোক। কারণ, ওরা অন্য জীবদের বাঁচতে দেয় না। কথাটা বুঝলে মা? এখন ঘরের ভিতরে চলে যাও। ভিতরে গিয়ে যত খুশি শোকতাপ করো গে। গাঁ-এর সোভিয়েতের চেয়ারম্যান হিসেবে আমি স্পষ্টভাবে বারণ করে দিচ্ছি তোমাকে হৈ হল্লা করতে আর উঠোনে দাঁড়িয়ে আমাকে গাল পাড়তে।"

এক হপ্তা মা ওর সঙ্গে কথা বন্ধ করে রইলেন। কিন্তু তার কথা না বলাটা শাপে বর হল। রাজমিয়োৎনভের পক্ষে এই এক হপ্তার ভিতরে আশপাশের সমস্ত হুলো আর মেনিবেড়ালগুলোকে মেরে ফেলে ওর পায়রা দুটোর ভবিষ্যৎ জীবন আগামী দীর্ঘকালের জন্যে সুনিশ্চিত করে তুলল। একদিন দাভিদভ গ্রাম সোভিয়েত দপ্তরে এসে জিজ্ঞেস করল: "চতুর্দিকে অমন গুলি ছোড়ার মানেটা কী? প্রতিদিন রিভলবারের গুলি ছোড়ার শব্দ পাচ্ছি। কিসের জন্যে লোকজনদের অমন করে ঘাবড়ে দিচ্ছ শুনি? অস্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখার দরকার হয়ে থাকে যদি তোমার তবে স্তেপে চলে গিয়ে গুলি ছোড়ো। এ সব আদৌ চলবে না আর এটা যথার্থ কথা আন্দ্রেই!"

"বেড়ালগুলোকে সাবাড় করছি আমি," গম্ভীর মুখে জবাব দিল রাজমিয়োৎনভ। "ওগুলো হচ্ছে খাঁটি বিভীষিকা, অভিশপ্ত জীব!"

অবাক বিস্ময়ে রোদে-পোড়া ভ্রূ দুটো কপালে উঠে এল দাভিদভের।

"কোন বেড়াল?"

"সব রকমের। কালো, ডোরাকাটা। বাদামী রঙের, লাল। যে-কোনো বেড়াল আমার সামনে পড়ে।"

দাভিদভের উপরের ঠোঁটটা কাঁপতে শুরু করল। ও যে বিস্ফোরণোন্মুখ একটা অদম্য হাসির বেগ প্রাণপনে চাপতে চেষ্টা করছে ওটা তারই একটা প্রাথমিক নিদর্শন। বুঝতে পেরে ভুরু কোঁচকাল রাজমিয়োৎনভ তারপর ভয় দেখানো আর শাসানোর ভঙ্গিতে হাতটা বাড়িয়ে ধরল।

"একটু দাঁড়াও, হাসবে পরে, নাবিক! ঘটনাটা কী তা খুঁজে দেখো আগে!"

"ব্যাপারটা কী?" পিছিয়ে যেতে আর হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলার

মতো অবস্থায় জিজ্ঞেস করল দাভিদভ। "কাঁচা চামড়া যোগান দেয়ার পরিকল্পনাটা বুঝি পুরণ হয়ে ওঠেনি তোমার? হয়তো যথেষ্ট কাঁচা চামড়া আসছে না, কি বলো? তাই নিজের যতটুকু যা পারো তাই করবে বলে ঠিক করেছ বুঝি? ওহে আন্দ্রেই আর সহ্য করতে পারছি না। এক্ষুনি বলে ফেল নইলে এই মুহূর্তে এখানেই, তোমার ডেস্কের ওপরেই, মৃত্যু হবে আমার..."

মাথাটা দু হাতের উপরে রাখল দাভিদভ। পিঠের উপরে ওর চাওড়া কাঁধের হাড় দুটো প্রবল আক্ষেপে কেঁপে কেঁপে উঠছে। মুহূর্তে রাজমিয়োৎনভ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। যেন কিছুতে কামড়ে দিয়েছে ওকে তারপর চেঁচিয়ে বলে উঠল: "মূর্খ কোথাকার! শহুরে ভূত! আমার পায়রা দুটো তা-এ বসেছে। শিগ্‌গিরই ওদের বাচ্চা ফুটবে, আর তুমি কিনা বক্‌বক্ করছ কাঁচা চামড়া যোগান দেয়ার পরিকল্পনা পুরণ করছ বলে!...ও-সব বাজে জিনিস নিয়ে মাথা ব্যথার দরকারটা কি আমার— লোম, খুর, হেন তেন ইত্যাদি! ক'টা পায়রা এসে বাসা নিয়েছে আমার ঘরে সুতরাং ওদের ভালোভাবে দেখাশোনা করতে হচ্ছে আমাকে। এখন, হাসো যত খুশি, প্রাণভরে হেসে নাও।"

আরো খানিকটা গালাগাল করার জন্যে তৈরি হয়ে উঠতেই অবাক বিস্ময়ে দেখল রাজমিয়োৎনভ যে ওর কথাগুলো দাগ কেটেছে দাভিদভের মনে। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে পরম আগ্রহে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ: "কি পায়রা? কী বেড়াল? এনেছ কোত্থেকে?"

"'কী পায়রা? কী বেড়াল? কোত্থেকে এনেছ' কী সব বোকা বোকা প্রশ্নই না করতে শুরু করেছ আজকাল, সেমিয়ন!" নিদারুণ বিরক্তিতে ফেটে পড়ল রাজমিয়োৎনভ! "ওগুলো হচ্ছে নিছক সাধারণ পায়রা। দুটো পা আছে, মাথা আছে একটা করে। আর পিছনের দিকে আছে একটা করে লেজ। তাছাড়া দুটোরই গায়ে পালক আছে কিন্তু ওরা বুট পরে না। এত গরিব যে শীতের দিনেও ওরা খালি পায়ে চলে! এতেই খুশি হয়েছ তো?"

"তা বলিনি আমি। বলছিলাম ওগুলো ভালো জাতের কিনা। ছেলে বয়সে আমি নিজেও পায়রা পুষতাম, কথাটা যথার্থ। তাই ওগুলো কী জাতের তা জানতে আগ্রহ হয়েছিল আমার। হয়ত লোটন, গিরবাজ, কি গোলা পায়রাও হতে পারে। তাছাড়া কোথায় পেলে ওগুলোকে?"

ইতিমধ্যে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে গোঁফে তা দিতে শুরু করে দিয়েছে রাজমিয়োৎনভ। "অন্য কারোর খামার থেকে উড়ে এসেছে। সুতরাং আমার বিশ্বাস ওদের মাড়াইবাজ জাতেরও বলতে পার। কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে ওরা এসে হাজির হয়েছে যখন তখন ওদের 'ফেরিওয়ালা' বা 'ভিখারী'ও বলতে পারো, কেননা ওরা বেঁচে আছে আমার দানা খেয়ে, ওদের নিজস্ব কোনো খাদ্য নেই।...এক কথায় যে-কোনো জাতের পায়রা বলতে পারো ওদের।"

"পায়রা দুটো কী রঙের?" গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"সাধারণতঃ পায়রার যেমন রঙ হয়ে থাকে তাই।"

"যেমন?"

"মানুষের হাতের ছোঁয়া লাগার আগে পাকা কলার যেমন রঙ থাকে তেমনি ধোঁয়াটে নীল রঙের।"

"ও, তাহলে পাহাড়ী পায়রা!" দাভিদভের গলায় হতাশার সুর। কিন্তু পরক্ষণেই প্রবল উদ্দীপনায় হাত কচলাতে শুরু করে দিল দাভিদভ। "কিন্তু পাহাড়ী পায়রাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দারুণ চমৎকার হয়ে থাকে, বুঝলে বন্ধু! নিশ্চয়ই একদিন গিয়ে দেখে আসব আমি। ভারি মজার জিনিস, কথাটা যথার্থ।"

"এলে এস, ভারি খুশি হব তুমি এলে।"

এই আলোচনার পরে এক দিন একদল বাচ্চা ছেলে রাস্তায় ঘিরে ধরল রাজমিয়োৎমভকে। ওদের ভিতরে সব চাইতে সাহসী ছেলেটা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে চিঁ চিঁ করে জিজ্ঞেস করল: "আন্দ্রেই খুড়ো, আপনিই কি বিক্রি করার জন্যে বেড়াল মারেন?"

"কী ব-ল-লি?" বাচ্চাগুলোর দিকে তেড়ে এল রাজমিয়োৎনভ।

মুহূর্তে চতুর্দিকে ছিট্‌কে পড়ল বাচ্চাগুলো। কিন্তু দু এক মিনিট পরেই আবার এসে ঘন হয়ে জমাট বেঁধে দাঁড়াল ওকে ঘিরে।

"কে বলেছে তোদের বেড়ালের কথা?" জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ। রাগে ওর গলা বুজে এসেছে।

কিন্তু বোবা মেরে গেছে বাচ্চাগুলো। মাথা নীচু করে বছরের প্রথম দেখা দেয়া পথের বুকের ধুলোর উপরে নগ্ন পায়ে আঁকি বুঁকি কেটে চলেছে আর থেকে থেকে দৃষ্টি বিনিময় করছে পরস্পরের সঙ্গে।

অবশেষে যে ছেলেটা প্রথম জিজ্ঞেস করেছিল তার সাহস ফিরে এল. মাথাটা শীর্ণ কাঁধ দুটোর ভিতরে গুঁজে রিনরিনে গলায় বলল: "মা বলেছে আপনি বন্দুক দিয়ে বেড়াল মারেন।"

"বেশ তো, মারি, কিন্তু সেগুলো আমি বিক্রি করি না! সে একটা অন্য ব্যাপার, বুঝলে খোকারা।"

"মা বলে: আমাদের চেয়ারম্যান এমন বেড়ালগুলোকে মেরে ফেলছে যেন সে বিক্রি করবে সেগুলোকে। সে যদি আমাদের বেড়ালটাকেও মেরে ফেলত তো ভালো হত, কেননা, ওটা পায়রাগুলোর ওপরে ঝাঁপ দেয়।"

"তা, সেটা হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা, বুঝলে খোকা! উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল রাজমিয়োৎনভ। "তা হলে তোমাদের বেড়ালটা পায়রাগুলোর ওপরে ঝাঁপ দেয়, কি বল? তুমি কাদের ছেলে, খোকা? নাম কি তোমার?"

"আমার বাবা শ্চেবাকভ, ইয়েরোফেই ভাসিলিয়েভিচ। আর আমার নাম তিমোশ্‌কা।"

"বেশ আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে চলো, তিমোশ্‌কা। তোমাদের বেড়ালটাকে সোজা খতম করে দেবখন, বিশেষ করে তোমার মা নিজেই যখন সেটা চান।"

শ্চেবাকভদের পায়রাগুলোকে রক্ষা করার মহান দায়িত্ব পালনের যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল রাজমিয়োৎনভ তাতে আর সাফল্য বা সুনাম কোনটাই অর্জিত হল না। ব্যাপারটা দাঁড়াল সম্পূর্ণ উল্টো। কিচির মিচির করা এক পাল বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল রাজমিয়োৎনভ ইয়েরোফেই শ্চেবাকভের বাড়ির দিকে। মুহূর্তের জন্যেও ওর মনে এমন কোনো সন্দেহের রেখাপাত হল না যে, দারুণ একটা অপ্রিয় ব্যাপার অপেক্ষা করে রয়েছে ওর জন্যে। সঙ্গী পথপ্রদর্শকদের খালি পাগুলো পাছে মাড়িয়ে ফেলে তাই একান্ত সন্তর্পণে যেই না রাস্তার পাশ থেকে মোড় নিয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি বৃদ্ধা, ইয়েরোফেইর মা ঘরের সিঁড়ির ওপর এসে দাঁড়াল।

লম্বা চওড়া মোটাসোটা বৃদ্ধা রাজকীয় মহিমায় সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে। ভীতিজনকভাবে ভ্রূ দুটো কোঁচকানো। একটা মস্ত বড়ো সুন্দর বেড়াল বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রয়েছে। দেখেই মনে হয় বেড়ালটা প্রচুর খেতে পায়।

"কী খবর ঠাকুমা!" ওর বয়সের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিনীতভাবে অভিনন্দন জানাল রাজমিয়োৎনভ আর সঙ্গে সঙ্গে ধূসর রঙের ভ্যাড়ার চামড়ার টুপিটা একটু ছুঁলো আঙুলের ডগা বুলিয়ে।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কী উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে তোমার, গাঁয়ের মোড়ল মশাই? বলে ফেল!" —ভারি গলায় গম্ভীরভাবে গর্জে উঠল বৃদ্ধা।

"এসেছি ঐ বেড়ালটার ব্যাপারে। বাচ্চারা বলল গিয়ে বেড়ালটা নাকি পায়রাগুলোকে তাড়া করে। সোপর্দ করে দাও ওটাকে আমার হাতে. এক্ষুণি সোজা ট্রাইবুনালে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি। ওকে, ঐ দুর্বৃত্তটাকে এই কথাই বলব আমরা: চরম দণ্ড, কোনো আপীল চলবে না!"

"কিন্তু এটা কী রকমের আইন? সোভিয়েত সরকার কি বেড়ালের বংশ নির্বংশ করার আইন পাশ করেছে?"

মুচকি হাসল রাজমিয়োৎনভ।

"কী আপদ, আইনের দরকারটা পড়ল কিসের তোমার? বেড়ালটা যদি দস্যু হয়েই থাকে, ওটা যদি লুটতরাজ করে বেড়ায়, সব রকমের পাখ পাখালী হত্যা করে বেড়ায়, তাহলে ওর বরাদ্দ মৃত্যু দণ্ড, আর সেটাই ওর পক্ষে উপযুক্ত! দস্যুর জন্যে একটা আইনই আছে আমাদের: 'আমাদের বৈপ্লবিক চেতনার নির্দেশ,' খতম করে দাও! সুতরাং, আর আজে বাজে বকে লাভ নেই, তোমার বেড়ালটা দিয়ে দাও ঠাকুমা, আমি একটা ছোট্ট কাজ করি ওটার উপরে।"

"তাহলে আমাদের খামারের ইঁদুরগুলো ধরবে কে? বোধহয় সে কাজটা তুমিই করবে?"

"করার মতো আমার নিজের অনেক কাজ আছে। তোমার তেমন কাজকর্ম নেই। সুতরাং পূজা আচ্ছা আর আইকনের সামনে পিঠ বাঁকিয়ে পড়ে থেকে সময় নষ্ট না করে তুমিই বরং ও কাজটা করো।"

"আমাকে শেখাতে এখনো ঢের দেরি তোমার!" গম্ভীর গলায় গর্জে উঠলেন বৃদ্ধা। "তোমার মতো একটা নচ্ছাড় লোককে কী করে আমাদের কশাকরা চেয়ারম্যান হিসেবে বেছে নিল! আগের দিনে গাঁয়ের কোনো মোড়ল কোনো দিন আমার কথার ওপরে কথা বলে পার পেয়ে যায়নি তা জানো? বুঝলে, এই মুহূর্তে আমি তোমাকে আমার উঠোন থেকে পোটলা বেঁধে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি আর

রাস্তায় পড়ে হুঁস ফিরে আসার আগে পর্যন্ত বুঝতেও পারবে না কী কার কী হল।”

বৃদ্ধার সতেজ কণ্ঠের সাড়া পেয়ে লাল রঙের একটা কুকুরছানা খামারের তলা থেকে লাফাতে লাফাতে ছুটে এসে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে নির্বিকারভাবে একটা সিগারেট পাকাতে শুরু করল রাজমিয়োৎনভ। সিগারেটটার আকার দেখে মনে হয় বেশ কিছুক্ষণের মতো ওর স্থান ত্যাগ করার আদৌ কোনো ইচ্ছে নেই। মানুষের হাতের তর্জনীর মতো লম্বা আর তেমনি মোটা সিগারেটটা বুঝিবা একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনার উদ্দেশ্যেই তৈরি। কিন্তু নিয়তির নির্দেশ সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

শান্ত পরিমিত কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করল রাজমিয়োৎনভ। “ঠিকই বলেছ তুমি ঠাকুমা। কশাকরা যখন আমাকে চেয়ারম্যান বানায় তখন একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওদের। ঐ যে কথায় বলে, কশাকরা তাদের মগজ পিছন থেকে সামনে এনে পরে, এতে আর আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ করো না। শিগ্‌গিরই আমি পদত্যাগ করছি।”

“সময়ও হয়ে গেছে।”

“আমিও তাই বলছি, সময় হয়ে গেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে, বুঝলে ঠাকুমা, তোমার বেড়ালটাকে বিদায় জানিয়ে আমার এই নির্ভরযোগ্য চেয়ারম্যানের হাতে ছেড়ে দাও দেখি।”

“ইতিমধ্যে এমনিতেই তুমি গাঁয়ের সব বেড়াল মেরে সাফ করে ফেলেছ। শিগ্‌গিরই এত ইঁদুর হবে যে দেখে নিও রাত্রে তোমার পায়ের বুড়ো আঙুলেই ওরা প্রথমে দাঁত বসাবে।”

“আরে না, আমাকে কামড়াবে না!” দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল রাজমিয়োৎনভ। “আমার নখগুলো এত শক্ত যে কামড়ালে ওদেরই দাঁত ভেঙে যাবে। কিন্তু সে কথা যাক, বেড়ালটা ছেড়ে দাও এখন, দর কষাকষির সময় নেই আমার। ওটার উপরে ক্রুশ করে লক্ষ্মী হয়ে দিয়ে দাও আমার হাতে।”

বৃদ্ধা ডান হাতের বাদামী রঙের গেঁটে আঙুলগুলো আর বুড়ো আঙুলটা মিলে প্রত্যাখ্যানের একটা সুপরিচিত ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলল।

আর বাঁ হাতে এমনভাবে বেড়ালটাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রাখল যে জীবটা করুণ সুরে কঁকিয়ে উঠে হাঁচড় পাঁচড় করতে শুরু করে দিল। রাজমিয়োৎনভের পিছনে দেয়াল রচনা করে শিশুর দল মহা ফূর্তিতে কিচির মিচির করে চলেছে। তাদের সহানুভূতি অবশ্যই রাজ-মিয়োৎনভের দিকে। কিন্তু যে মুহূর্তে বেড়ালটাকে শান্ত করে বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই যেন আদেশ প্রাপ্ত হয়েই ওরা নিশ্চুপ হয়ে গেল: "বেরিয়ে যা এখান থেকে নোংরা শয়তান, অভিশপ্ত বর্বর কোথাকার! ভালোয় ভালোয় দূর হ, নয়ত বিপদ কোথা থেকে কেমন করে আসে সেটা শিখিয়ে দেবখন!"

সিগারেটের ধারটা ঢুকিয়ে দিয়ে ধীরে একান্ত, সন্তর্পণে জিভটা খবরের কাগজে ছেঁড়া কিনারাটার উপরে বুলিয়ে নিতে নিতে নামানো ভুরুর তলা থেকে ঐ মহিয়সী বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাল রাজমিয়োৎনভ। এমন কি একটু প্রশান্ত মৃদু হাসিও ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোণে। সত্যি বলতে কি, একমাত্র ওর নিজের মা ছাড়া গাঁয়ের সমস্ত বুড়িদের সঙ্গে বাক-যুদ্ধে ও খুবই আনন্দ পায়, এমনকি দারুণ উৎফুল্লও হয়ে ওঠে। বয়েস বাড়লেও যৌবনভরা কশাক দুষ্টুমীর ঝলকানী আশ্চর্যজনকভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। লোক ঠকানো ব্যঙ্গ বিদ্রূপের স্ফুলিঙ্গ এখনো বজায় রয়েছে ওর ভিতরে। আর এ ক্ষেত্রেও সে তার ঐ বেপরোয়া অভ্যেসটি সম্পর্কে তেমনিই একনিষ্ঠ। সিগারেটা ধরিয়ে ঘন ঘন দুটো লম্বা টান দিয়ে হৃদ্যতাপূর্ণ গলায় প্রায় উৎফুল্ল হয়েই বলে উঠল: "তোমার গলার আওয়াজটি কী মধুর, ইগনাতিয়েভনা ঠাকুমা! একশো বছর ধরে বসে বসে তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পারি আমি আর তার পরেও শোনার আশা মিটবে না আমার! খাবো না দাবো না সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে বসে তোমাকে চিৎকার পাড়বো…। হাঁ গলার মতো গলা বটে একখানা, বাজে কথা নয়! যেমন প্রচণ্ড তেমনি গর্জনময়। ঠিক যেন শহরের বুড়ো যাজকের মতো, কিংবা ধরো আমাদের যৌথজোতের ঘোড়াটা, যেটাকে আমরা ফ্লাওয়ার বলে ডাকি, ঠিক সেটার মতো। এখন থেকে আমি আর তোমাকে ইগনাতিয়েভনা ঠাকুমা বলে ডাকব না, ডাকব ফ্লাওয়ার ঠাকুমা বলে। এস আমরা একটা রফা করে নি। যদি মিটিং-এ লোক ডাকার জন্যে কাউকে দরকার হয় আমাদের আর তুমি যদি পার্কে দাঁড়িয়ে

গলার সবটুকু জোর দিয়ে উচ্চৈস্বরে একটি বার চ্যাঁচাও তাহলে তার জন্যে তোমার হিসেবের জমার ঘরে আমরা দুদিনের রোজ...”

কথাটা শেষ করে উঠতে পারল না রাজভিয়োৎনভ। প্রচণ্ড রাগে আগুন হয়ে উঠে বৃদ্ধা বেড়ালটার ঘাড়ের চামড়া ধরে পুরুষোচিত বলে হাতটা ছুঁড়ে দিল। ভয়ে রাজমিয়োৎনভ ছিট্‌কে সরে গেল এক পাশে। আর বেড়ালটা, চার পায়ের থাবা মেলে সবুজ রঙের চোখ দুটো পাকাতে পাকাতে পেটের কোনো একটা স্থান থেকে পীলে ফাটানো ম্যাও ম্যাও ডাক তুলে ওর পাশ দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল। তারপর খ্যাঁকশিয়ালের মতো বিরাট লেজটা স্প্রিং-এর মতো আছড়াতে আছড়াতে আর নাড়তে নাড়তে সজীর বাগানটার ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রবল ভাবে চিৎকার করতে করতে আর কান দুটো নাড়তে নাড়তে কুকুরছানাটাও পিছু ধাওয়া করল বেড়ালটার আর সোরগোল তুলে কুকুরছানাটার পিছন পিছন ছুটল বাচ্চা ছেলেদের গোটা দলটা। বেড়ালটা এমনভাবে ডিঙিয়ে গেল যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে ওটাকে। কিন্তু কুকুরছানাটা অমন বিরাট একটা বাধা অতিক্রম করতে না পেরে প্রাণপণে ছুটে গেল তার বেরিয়ে যাওয়ার গর্তটার দিকে। আর শিশুদলের সমবেত ধাক্কার বেগে দুর্বল কাঠামোটা ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

শশার কেয়ারি, টমেটো আর বাঁধাকপির আল মাড়িয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল বেড়ালটা। আর আনন্দে ভুরভুরি কাটতে কাটতে উবু হয়ে বসে পড়ে হাঁটুতে চাপড় মারতে মারতে হাঁক পেড়ে চলেছে রাজমিয়োৎনভ: “পাকড়ো ওটাকে! পালাতে দিসনে! ধর! আমি জানি ওটার মতলব কি!”

হঠাৎ বারান্দার দিকে নজর পড়তে যখন দেখলো যে দ্রুত নিশ্বাসে ফুলে ফুলে ওঠা বুকটা দু হাতে চেপে ধরে হাসির ধমকে প্রবলভাবে কাঁপছে ইগনাভিয়েভনা ঠাকুমা তখন বিস্ময়ের আর সীমা রইল না রাজমিয়োৎনভের। ধীরে রুমালের কোণা দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলল বৃদ্ধা। তখনো ভিতরে ভিতরে হাসি ভুরভুরি কেটে চলেছে। তারপর রুক্ষ গলায় খেঁকিয়ে উঠল: “আজ্ঞেই রাজমিয়োৎনভ! কে আমার এ লোকসানের ক্ষতিপূরণ করবে, তুমি নিজে না গ্রাম সোভিয়েত? সন্ধ্যে নাগাদ আমি গুনে দেখব, যে দস্যুদের তুমি ওখানে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ তারা কতটা মাড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। বিলের পরিমাণটাও হিসেব করতে পারবেখন তখন।”

সিঁড়ির সামনে এগিয়ে গেল আন্দ্রেই। তারপর অনুনয়ভরা দৃষ্টিতে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: "আমি তোমার পুরো ক্ষতিপূরণ করে দেব। হয় সেটা দেব আমার চেয়ারম্যানের বেতন থেকে, নয় তো এই সামনের শরৎকালে আমাদের নিজেদের সব্জীর বাগান থেকে। কিন্তু তার বদলে বেড়ালটা যে পায়রাগুলোর বাসা ভেঙে দিয়েছে সেই পায়রাগুলো আমাকে দিয়ে দাও। আমার নিজের পায়রা দুটোর শিগ্‌গিরই বাচ্চা হবে এক জোড়া আর তুমি এক জোড়া দিলে একটা বেশ পরিবার গড়ে উঠবে।"

"দোহাই ঈশ্বরের, নিয়ে নাও, সবগুলো নিয়ে যেতে পারো ইচ্ছে হলে। আমার কোনো উপকারে আসে না ওগুলো, বরং ওরা আমার মুরগীগুলোকেই উপোস করিয়ে রাখে।"

সব্জীর বাগানের দিকে ফিরে দাঁড়াল রাজমিয়োৎনভ তারপর গলা চড়িয়ে হাঁক পেড়ে উঠল: "এই ছোঁড়ারা, আর একদিন আসিস!"

দশ মিনিট পরে বাড়ির দিকে ফিরে চলেছে আন্দ্রেই। কিন্তু সদর রাস্তা দিয়ে নয়. চলেছে নদীর পাড় ধরে, যাতে না গ্রিমিয়াকি লগ-এর কুঁড়ে মেয়েদের চোখ পড়ে ওর দিকে। তাজা অথচ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভ্যাড়ার চামড়ার টুপিটার ভিতরে এক জোড়া গরম, গলায় ভারি থলেওয়ালা পায়রা বসিয়ে নিয়ে জামার নিচের দিকটা দিয়ে ঢেকে দ্রুত এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে চলেছে রাজমিয়োৎনভ। আপন মনেই একটু হাসছে সলজ্জ মৃদু হাসি। আর বাতাস, হিমেল উত্তুরে বাতাস ওর কপালের উপরে ঝুলে পড়া ধূসর চুলগুলোকে দুলিয়ে দিয়ে চলেছে।

বাইশ

পার্টি মিটিং-এর দু দিন আগে যৌথ জোতের ছ'জন স্ত্রীলোক দেখা করতে এল নাগুলনভের সঙ্গে। তখন সবে মাত্র ভোর হয়েছে। এ সময়ে দল বেঁধে ওর ঘরে চড়াও হওয়াটা ঠিক হবে না ভেবে ওরা বারান্দার সিঁড়ি আর দেয়ালের গায়ের মাটির ঘেরের উপরে জাঁকিয়ে বসল। নীল দেওয়া পরিষ্কার রুমালটা ভালো করে মাথায় এঁটে নিয়ে জিজ্ঞেস করল কন্দ্রাৎ

মাইদানিকভের স্ত্রী : "আমি ভিতরে গিয়ে দেখা করে আসব ওর সঙ্গে কি বলো গিন্নীরা ?"

"স্বেচ্ছায় যখন যেতে চাইছ, যাও তাহলে।" সবার পক্ষ থেকে জবাব দিল সিঁড়ির নিচের ধাপে বসা আগাফন তুবৎসভের স্ত্রী।

ঘরের ভিতরে বসে দাড়ি কামাচ্ছে মাকার। পিঠটা কুঁজো হয়ে বেঁকে রয়েছে। একটা ফুলদানির গায়ে ঠেকনা দেয়া এক টুকরা ছোট্ট আয়নার সামনে কিম্ভুতভাবে বসে। মাকারের কালছে গালের শক্ত কালো দাড়ির কুঁচির উপরে চড়চড় করে বৈদ্যুতিক শব্দ তুলে পুরাণো ভোঁতা ক্ষুরটা চেঁছে ছুলে চলেছে। ব্যথায় ভুরু দুটো কুঁচকে উঠছে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে আর থেকে থেকে ভিতরের জামাটার হাতা দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে মৃদু স্বরে ককিয়ে উঠছে মাকার। কাজ শেষ করতে গিয়ে বহু জায়গায়ই কেটে ফেলেছে। গালের পাতলা চামড়ার রঙ এখন আর আদৌ শাদা নেই, ছোপ ছোপ লাল দাগে ভরে উঠেছে। আয়নার ভিতরে ওর মুখের অস্পষ্ট ছায়ায় বিষন্ন সহিষ্ণুতা থেকে অবদমিত যন্ত্রণা আর উন্নত ক্রোধ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি উঠেছে ফুটে। দৃঢ় সংকল্পে মরিয়া হয়ে ওঠার দরুণ কোনো কোনো সময়ে যেন ক্ষুরের সাহায্যে আত্মহত্যা করতে উদ্যত কোনো লোকের মুখের সাদৃশ্য প্রতিফলিত হয়ে উঠছে।

মাইদানিকভের স্ত্রী এসে ঘরে ঢুকে বিনম্র কণ্ঠে নমস্কার করল। মাকার ওর ভ্রূ-কোঁচকানো ব্যথাবিকৃত রক্তের দাগভরা মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি ওর দিকে তাকাতেই নিদারুণ আতঙ্কে হেঁচকি তুলে বেচারা মেয়েমানুষটি দোরের কাছ অবধি এগিয়ে গেল।

"ঈশ্বর কৃপা করুন আপনাকে! এত রক্ত এল কি করে আপনার মুখের ওপর ? যান গিয়ে ধুয়ে আসুন। বিঁধে মারা শূয়োরের মতো রক্ত ঝরছে যে!"

"ঘাবড়ে যেও না বোকা মেয়ে, বসো।" মিষ্টি হেসে অভ্যর্থনা জানাল মাকার। "ক্ষুরটা ভোঁতা তাই কেটে ফেলেছি! অনেক দিন আগেই ফেলে দেওয়া উচিত ছিল এটাকে, কিন্তু পারিনি। কেমন যেন এই বাজে জিনিসটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। দু-দুটো যুদ্ধ কাটিয়ে দিয়েছি এটার সঙ্গে। গত পনেরো বছর ধরে আমাকে সুশ্রী করে রাখছে। প্রাণে ধরে এখন এটাকে বিদায় করি কি করে? বসো এক মিনিটেই হয়ে যাবে আমার।"

"তাহলে আপনার ক্ষুরটা ভোঁতা, কি বলেন?" আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে ওর কথারই প্রতিধ্বনি করল মাইদানিকভের স্ত্রী। তারপর সংকুচিতভাবে বেঞ্চের উপরে বসে পাছে ওর দিকে না দৃষ্টি পড়ে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে রইল।

"ভীষণ ভোঁতা! এমন ভোঁতা যেন একটা..." বলতে বলতে ঢোক গিলে কথা সামলে নিল মাকার, দু বার কাশল তারপর তাড়াতাড়ি করে বলে গেল: "ঠিক যেন চোখ বুজেই কামিয়ে যাওয়া চলে! কিন্তু এই কাক-ডাকা ভোরে এসে হাজির হয়েছ কেন বলতো? কী অঘটন ঘটল আবার? কন্দ্রাতের অসুখ করেছে না অন্য কিছু?"

"না, কন্দ্রাত ভালোই আছে। আমি একা আসিনি। আমরা ছজন এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

"কী ব্যাপারে?"

"শুনুন, আগামী পরশু আমাদের স্বামীদের আপনারা পার্টিতে নেয়ার বিষয় বিবেচনা করবেন। তাই ঐ দিনটার জন্যে স্কুলবাড়িটা আমরা সাফসুতর করে তুলতে চাই।"

"এটা কি তোমরা নিজেরাই ঠিক করেছ না তোমাদের কর্তারা বলে দিয়েছে?"

"কেন আমাদের মাথায় কি ঘিলু নেই? আপনি আমাদের ছোট করে দেখছেন, কমরেড নাগুলনভ!"

"বেশ, তোমরা নিজেরাই যদি এটা ভেবে ঠিক করে থাকো তো খুবই ভালো কথা।"

"আমাদের ইচ্ছে বাড়িটার ভিতরের দিকে আর বাইরের দিকে প্লাষ্টার করে কলি ফেরাই।"

"চমৎকার! আমার পূর্ণ সম্মতি দিচ্ছি আমি তোমাদের। কিন্তু মনে রেখ, এটা কিন্তু কাজের দিন হিসেবে গণ্য করা হবে না। কাজটা করছ তোমরা জনসাধারণের জন্যে।"

"এর জন্যে আমরা কোনো মজুরির আশা করি না—করছি প্রাণের টানে। কিন্তু আপনি আমাদের টিম লিডারকে বলে দেবেন যেন মাঠে গিয়ে কাজ করার জন্যে আমাদের বিরক্ত করতে না আসে। আমরা ছ জন একটুকরা কাগজে আমাদের নাম ক'টা লিখে নিন।"

"লেখার কোনো দরকার নেই। টিম-লিডারকে আমি নিজেই বলে দেবখন। এমনিতেই ঢের লাল-ফিতাপনা আর হিজিবিজি কাটা হয়ে গেছে আমাদের।"

মাইদানিকভের বৌ উঠে দাঁড়াল, তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আড়চোখে মাকারের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসল।

"আমার ঘরের মানুষটিও ঠিক আপনারই মতো একটি আজব চিড়িয়া বিশেষ। বোধ হয় আপনার চাইতেও এক কাঠি সরেস…। লোকে বলে মাঠে থাকতে প্রত্যেক দিন সে দাড়ি কামায় আর ঘরে এসে শুরু করে জামা পরখ করতে। সাকুল্যে তিনটে তো মোটে সার্ট আছে ওর। কিন্তু ও একটা গায়ে চড়াল, সেটা খুলল আবার আর একটা চড়াল। কিছুতেই মন ঠিক করতে পারছে না যে রবিবার দিন কোন জামাটা পরে পার্টিতে যোগ দেবে। দেখে আমি তো ঠাট্টা করি। বলি, 'তুমি যেন একটি বিয়ের কনে,' শুনে চটে যায় মনে মনে, কিন্তু সেটা প্রকাশ করে না। শুধু প্রকাশ করে তখনই যখন আমি ওকে নিয়ে হাসি তামাসা করতে শুরু করে দি। আর তখন এমন চোখ করে আমার দিকে তাকায়, বুঝতে পারি এক্ষুনি কতগুলো নোংরা কথা বেরিয়ে আসবে ওর মুখ থেকে। পাছে ওর মেজাজ একেবারে বিগড়ে যায়, তাই তক্ষুনি কেটে পড়ি।"

অনুচ্চ শব্দ করে একটু হেসে উঠল মাকার। ওর চোখ দুটো কোমল হয়ে উঠল।

"এ ব্যাপারটার গুরুত্ব কোনো কুমারী মেয়ের বিয়ের চাইতেও ঢের বেশি তোমাদের স্বামীদের কাছে, বুঝলে গো ভাল মানুষের মেয়েরা। বিয়েটা হচ্ছে একটা নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার। কথায় বলে, বিয়েটি করেছ কি মরেছ। ওখানেই ব্যাপারটা শেষ। কিন্তু পার্টি, বুঝলে গো মেয়ে, কথাটার ভিতরে সঙ্গীত রয়েছে…হাঁ, সঙ্গীত…। কিন্তু সে তুমি বুঝবে না, যাক গে। বাঁধাকপির ঝোলের ভিতরে আরশুলা পড়ে গেলে তার যা অবস্থা হয়, পার্টির ধারণা ও আলোচনার ব্যাপারে তোমরাও তেমনি অগাধ সমুদ্রে। তোমাদের সঙ্গে সে-সব আলোচনা করে কোনো লাভ নেই আমার, মিথ্যা আয়ুক্ষয় করা। এক কথায়, পার্টি হচ্ছে একটা বিরাট জিনিস, আর এটাই হচ্ছে আমার শেষ কথা। বুঝলে তো?"

"বুঝেছি মাকার, কিন্তু বলে দেবেন ওদের, যেন দশ গাড়ি মাটি পাঠিয়ে দেয় আমাদের, ভুলবেন না।"

"বলে দেব।"

"আর দেয়ালের জন্যে কিছুটা খড়িমাটি।"

"বলে দেব।"

"তাছাড়া এক জোড়া ঘোড়া আর কাদা ছানার জন্যে কয়েকটা ছেলেও।"

"এর পর হয়ত বলবে আমাদের যে, অমনি রোস্তভ থেকে কয়েকজন রাজমিস্ত্রিও এনে দাও?"—দুষ্টুমীভরা আক্রমণাত্মক সুরে বলে উঠেই মাকার, ক্ষুরটা উঁচিয়ে নেকড়ের মতো গোটা শরীরটা বাঁকিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল।

"পলস্তারার কাজ আমরা নিজেরাই করব, কিন্তু দুটো ঘোড়া নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন, নইলে শনিবারের মধ্যে কিছুতেই পেরে উঠব না।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল মাকার।

"তোমরা মেয়েরা লোকের পিঠে সওয়ার হওয়ার ব্যাপারে খুবই দড়! ঠিক আছে, তোমাদের ঘোড়া দেব, সব কিছু দেব, কিন্তু দোহাই ঈশ্বরের, এখন কেটে পড়ো। ইতিমধ্যেই দুবার কাটিয়ে ছেড়েছ আমাকে। আর যদি দু মিনিট তোমার সঙ্গে কথা বলি তাহলে আর একটু মাংসও থাকবে না আমার সারা গায়ে। বুঝলে তো কথাটা?"

মাকারের গলায় এমন একটা পুরুষোচিত মিনতি ফুটে উঠল যে 'তাহলে আমি এখন', বলেই দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মাইদানিকভের স্ত্রী। কিন্তু এক সেকেণ্ড পরেই দোরটা আবার খুলে গেল।

"আমি দুঃখিত মাকার…"

"আবার কী চাই তোমার?" এতক্ষণে মাকারের গলায় বিরক্তির রেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

পরক্ষণেই শব্দ করে দোরটা বন্ধ হয়ে গেল। চমকে উঠল মাকার আর সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুরটা আবার গভীর হয়ে ঢুকে গেল মাংস কেটে।

"নিজেকে ধন্যবাদ দাও, বেকুব, আমাকে না!" পিছন থেকে চিৎকার করে বলে উঠল মাকার, তারপর নীরবে বহুক্ষণ ধরে হাসতে লাগল।

এই তুচ্ছ ব্যাপারটা সদাগম্ভীর রুক্ষমেজাজ মাকারকে এমনই উৎফুল্ল করে তুলল যে সারা দিনভোর যখনই ওর সেই ভোরের আগন্তুকা আর তার

অসময়ের "অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে" কথাটা মনে পড়েছে তখনই হেসে উঠেছে আপন মনে।

এখনকার মতো ঝড়-বাতাসহীন রৌদ্রোজ্জ্বল চমৎকার আবহাওয়া কচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। শনিবার সন্ধ্যে নাগাত স্কুলবাড়ির দেয়ালগুলোর বাইরের দিকটা নিষ্কলঙ্ক শ্বেত আভায় ঝলমল করে উঠল। আর ভিতরের মেঝেটা ঝামা দিয়ে মেজে ঘসে তোলার ফলে এত পরিষ্কার হয়েছে যে যারাই ভিতরে ঢুকেছে তারাই পা-টিপে টিপে চলার একটা তাগিদ অনুভব করেছে মনে মনে।

প্রকাশ্য পার্টিসভার নির্ধারিত সময় সন্ধ্যে ছ-টা। কিন্তু চারটে বাজতে না বাজতেই প্রায় শ-দেড়েক লোকের ভিড় জমে উঠেছে স্কুলবাড়ির ভিতরে। যদিও সমস্ত দোর জানালা পাটে পাটে খোলা তবুও কড়া ধেনো মদের গন্ধের মতো ঘরে তৈরি তামাক আর পুরুষের গায়ের ঘামের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে প্রত্যেকটি ক্লাস-রুমের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। আর তারই সঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছে সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিতা জটলা বেঁধে দাঁড়ানো তরুণী ও স্ত্রীলোকদের সস্তা দামের মুখে মাখা ক্রিম আর তেমনি সস্তা দামের সাবানের গন্ধ।

নতুন সদস্যদের পার্টিতে গ্রহণ করার (জন্যে) বিচার বিবেচনা করার ব্যাপারে গ্রিমিয়াকি লগ-এ এই প্রথম প্রকাশ্য পার্টিসভার অধিবেশন হচ্ছে। তাছাড়া এখনকার নতুন সভ্যেরা প্রকৃতই গাঁয়ের বাসিন্দে। তাই সন্ধ্যে ছ-টা নাগাত কেবল মাত্র শিশু ও বিছানা থেকে ওঠার যাদের সামর্থ্য নেই তারা ছাড়া সমস্ত গাঁ-খানা এসে ভেঙে পড়ল স্কুলবাড়িতে আর তার আশেপাশে। মাঠের তাঁবু জনশূণ্য, সবাই চলে এসেছে গাঁ-এ। এমন কি গাঁ-এর রাখাল ঠাকুর্দা আগয়েই পর্যন্ত পশুগুলোর ভার তার বাচ্চা ছেলেটার ওপর ছেড়ে দিয়ে রবিবারের সেরা পোশাকটি চড়িয়ে সযত্নে দাড়ি আঁচড়ে ডগার দিকটা বেলুনের মতো ফেঁপে ওঠা জরাজীর্ণ মান্ধাতার আমলের এক জোড়া বুট পরে এসে হাজির হয়েছে স্কুল বাড়িতে। হাতে চাবুকটি নেই, কাঁধে নেই ক্যাম্বিশের ব্যাগ, পায়ে বুট আর পরণে পরিপাটি পোশাক, দৃশ্যটা এমনই অস্বাভাবিক যে গাঁ-এর বুড়ো বুড়ো লোকেরা পর্যন্ত অনেকেই প্রথমটায় ওকে চিনতে না পেরে অপরিচিত আগন্তুক ভেবে অভ্যর্থনা করে বসল।

ঠিক যখন কাঁটায় কাঁটায় ছটা, লাল সাটিনের ঢাকনায় মোড়া টেবিলের সামনে দাঁড়াল মাকার নাগুলনভ। তারপর ডেস্কগুলোর পিছনে বেঞ্চে ঠাসাঠাসি করে বসা আর মাঝখানের প্যাসেজের ভিতরে দাঁড়ানো যৌথচাষীদের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল একবার। বহু কণ্ঠের মিলিত গুঞ্জন আর পিছনের সার থেকে ভেসে আসা নারীকণ্ঠের খিক-খিক হাসির শব্দ তখনো সম্পূর্ণ থেমে যায় নি। উঁচু করে হাত তুলল মাকার:

"যাদের গলা চড়া আর বিশেষ করে মেয়েরা, এবার তাহলে তোমরা একটু চেপে যাও! আমি অনুরোধ করছি তোমাদের কাছে যতদূর সম্ভব সবাই চুপ করে থাকো। আমি ঘোষণা করছি যে সি, পি, এস, ইউ, (বি)-র গ্রিমিয়াকি লগ-এর পার্টি গ্রুপের প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হল। প্রথম বক্তা কমরেড নাগুলনভ, অর্থাৎ আমি নিজে। আমাদের বিষয়সূচীতে একটি মাত্রই আলোচ্য বিষয় আছে—আমাদের পার্টিতে নতুন সদস্য গ্রহণ। কয়েকটি দরখাস্ত আমাদের হাতে এসেছে আর তার ভিতরের একটি দরখাস্ত হচ্ছে আমাদেরই গাঁয়ের বাসিন্দে কন্দ্রাত মাইদানিকভের, যাকে আপনারা সবাই নিজের মতো করেই চেনেন। কিন্তু পার্টির নিয়মকানুন হচ্ছে এই যে সেটা আলোচনা করে গ্রহণ করতে হবে। কমরেড ও নাগরিকগণ, আপনারা পার্টিসদস্য হন কি নাই হন আমি কন্দ্রাতের এ বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদের মনোভাব কি সেটা আপনাদের সবাইকেই বলতে অনুরোধ করছি। যারা পক্ষে আছেন তারাও বলুন, আর যদি কেউ বিপক্ষে থেকে থাকেন তিনিও বলুন। কেউ যদি বিপক্ষে বলেন, সেটাকে বলা হয়ে থাকে আপত্তি। বলবেন, 'আমি কন্দ্রাত মাইদানিকভের বিপক্ষে আপত্তি জানাচ্ছি', তারপর কেন মাইদানিকভ পার্টিসদস্য হওয়ার যোগ্য নয় সে সম্পর্কে কিছু যথার্থ ঘটনার উল্লেখ করতে হবে। এমন ঘটনার উল্লেখ আমরা চাই যেগুলো খুবই অনিষ্টকর। একমাত্র সেইগুলোই আমরা বিবেচনার জন্যে আমলে আনবো। যথার্থ ঘটনা ছাড়া কোনো লোকের উপরে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করা বৃথা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে ধরনের বাজে কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করব না। কিন্তু শুরুতে আমি কন্দ্রাত মাইদানিকভের দরখাস্তটা পড়ে শোনাব তারপর কন্দ্রাত নিজে তার জীবনকাহিনী আমাদের শুনিয়ে দেবে, অর্থাৎ তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের বর্ণনা। তারপর আপনারা

আপনাদের সাধ্যমতো বলবেন আমাদের কমরেড মাইদানিকভের সম্পর্কিত যা কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে সব। কী করতে হবে তা বুঝলেন তো পরিষ্কার? বুঝেছেন। খুবই ভালো কথা। আমি শুরু করছি তাহলে, অর্থাৎ দরখাস্তটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি।"

দরখাস্তটা পড়ে শোনাল নাগুলনভ. তারপর খোলা অবস্থায়ই টেবিলের উপরে রেখে তার উপরে ওর লম্বা কালো হাতটা চাপা দিল। স্কুলের খাতা থেকে ছিঁড়ে নেয়া ঐ পাতাটা নিয়ে বহু অতন্দ্র রাত্রি, বহু উদ্‌বেগভরা ভাবনা চিন্তায় কাটিয়েছে কন্দ্রাত। আর এই মুহূর্তে অস্বাভাবিক ভীরু দৃষ্টি মেলে টেবিলের পাশে বসা কমিউনিস্টদের আর ড্রেস্কে বসা ওর প্রতিবেশীদের দিকে তাকিয়ে ও এতটা বিব্রত হয়ে পড়ল যে কপালের উপরে বড়ো বড়ো ফোঁটায় ঘাম ফুটে উঠল। মুখখানা মনে হল যেন সদ্য বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে উঠেছে।

অতি কষ্টে খুঁজে পাওয়া বাধো বাধো গুটিকতক কথায় কখনো ভ্রূ কুঁচকে আবার সঙ্গে সঙ্গেই একটু নির্বোধ হাসি হেসে ও বলে গেল ওর জীবন-কাহিনী। শুনে লিউবিশকিন আর চেঁচিয়ে বলে না উঠে থাকতে পারল না:

"অমন দু কথায় শেষ করলে কিসের জন্যে? বলতে তোমার আপত্তিই বা কেন? খুবই সৎভাবে জীবন কাটিয়ে এসেছ তুমি। আর একটু বেশি জোরদার করে বলো কন্দ্রাত!"

"আমার যা কিছু বলার তা বলেছি." প্রত্যুত্তরে শান্ত কণ্ঠে বলল কন্দ্রাত মাইদানিকভ, তারপর প্রবল শীতের কাঁপুনীর মতো কাঁধে ঝাঁকুনী দিয়ে বসে পড়ল।

ওর মনে হল যেন দম আটকে আসা গরম একটা ঘরের ভিতর থেকে কোট না পরেই আচমকা খালি গায়ে তীব্র তুষার-ঝড়ের ভিতরে বেরিয়ে পড়েছে।

একটুক্ষণ বিরতির পরে উঠে দাঁড়াল দাভিদভ। সংক্ষেপে অথচ গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে মাইদানিকভের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সে বলল যে মানুষ হিসেবে ওর কঠোর শ্রমশীলতা এবং ওর দৃষ্টান্ত জোতের অন্যান্য সভ্যদের কাছে একটা প্রেরণা স্বরূপ। তারপর দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এই বলে শেষ করল:

"সম্পূর্ণভাবেই সে আমাদের পার্টির সভ্যপদ পাওয়ার দাবি রাখে আর এটা যথার্থ কথা।"

অন্যান্য বহু বক্তা গভীর আন্তরিকতা ও গুণগান করে বলল মাইদানিকভের সম্পর্কে। মাঝেমাঝে সমর্থনসূচক ধ্বনিতে তাদের বক্তৃতায় বাধা পড়তে লাগল :

"সম্পূর্ণ ঠিক কথা।"

"ও একজন সৎ চাষী।"

"জোতের স্বার্থে লেগে পড়ে আছে,"

"জনসাধারণের একটা পাই-পয়সাও বাজে খরচ করবে না। আর যদিও বা করে তো তার বদলে দুনো এনে জমা করবে।"

"ওর বিরুদ্ধে বলার মতো একটিও মন্দ কথা কেউ খুঁজে পাবে না, কেউ বিশ্বাস করবে না।"

আবেগভরা পাণ্ডুর মুখে বসে বসে শুনছিল কন্দ্রাত ওর সম্পর্কে বলা বহু শ্রুতিমধুর কথা। মনে হল যেন সভা সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু একান্ত আচমকাভাবেই ঠাকুর্দা শ্চুকার উঠে দাঁড়াল। বরং বলা যেতে পারে দু পায়ে স্প্রিং করে লাফিয়ে উঠল। তারপর বলতে শুরু করল :

"প্রিয় নাগরিকেরা ও বুড়ী মেয়েছেলেরা! আমি সম্পূর্ণ কন্দ্রাতের বিরুদ্ধে। আমি আর পাঁচজনার মতো নই, বন্ধুত্বে বিশ্বাস রাখি কিন্তু তাকে কখনো আমি আমার মতামতের ভিতরে নাক গলাতে দিই না। সেই জাতের মানুষ হচ্ছি আমি! এখানে তোমরা কন্দ্রাতকে এমনভাবে রং ফলিয়ে দেখাচ্ছ যেন সে একটা স্বর্গের সন্ত! কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি তোমাদের নাগরিকেরা, ও যখন আমাদের বাকি দশজনার মতোই পাপী তখন ও সন্ত হয়ে গেলটা কি করে?"

"তুমি সব খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলছ ঠাকুর্দা, সব সময়ে যেমন গুলিয়ে ফেল ঠিক তেমনি! আমরা ওকে স্বর্গে ঢুকিয়ে নিচ্ছি না, নিচ্ছি পার্টিতে" খোশ মেজাজে বুড়োর ভুল শুধরে দিল নাগুলনভ।

কিন্তু দমে যাবার কিংবা এই ধরনের জবাবে ঘাবড়ে যাবার পাত্র নয় ঠাকুর্দা শ্চুকার! একটা চোখের তীব্র চকচকে দৃষ্টি মেলে ভয়ঙ্কর ভাবে সে নাগুলনভের দিকে ফিরে তাকাল। বাকি চোখটা পোকায় কাটা একটা লাল রুমাল দিয়ে বাঁধা।

"ভালো মানুষের পিণ্ডি চটকাতে তুমি বাছা খুবই দারো মাকার! তোমার উচিত ছিল একটা তেল-কলে কাজ করা। উচিত ছিল তোমার পেষণ-যন্ত্র হিসেবে সূর্যমুখী ফুলের বীজ নিংড়ে তেল বের করা…! কেন তুমি আমার মুখ চেপে রাখছ, দুকথা বলতে দিচ্ছ না! আমি তো আর তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাচ্ছি না, তোমার সম্পর্কে কোনো মন-ভাঙা-ভাঙির কথাও তুলতে যাচ্ছি না, যাচ্ছি কি? তাহলে মুখ বুঁজে চুপটি করে থাকো। কারণ পার্টি বলে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে উৎসাহ দিতে। কিন্তু আত্মসমালোচনাটা কি। সোজা কথায় এর মানে হচ্ছে যে সমালোচনা ঘর থেকেই শুরু হয়। আর একথাটার মানে কী? এর মানে হচ্ছে কোনো একটা লোককে পিষতে হবে তোমাকে, যেখানে তোমার খুশি পিষে ধরো যতক্ষণ না ব্যথা লাগে। কুত্তির বাচ্চাটাকে এমনভাবে পিষে ধরো যাতে তার আগাপাছতলা নোনা ঘাম ছোটে! আত্মসমালোচনা কথাটার এই-ই হচ্ছে মানে, আমি যা বুঝি।"

"ঢের হয়েছে!" ওকে বাধা দিয়ে কড়া গলায় বলে উঠল নাগুলনভ। "তোমার খুশি মতো কথাগুলোকে বাঁকিয়ে তুলবে না! আত্মসমালোচনা মানে নিজের সমালোচনা করা, এটাই হচ্ছে তার মানে। যখন যৌথ জোতের সভা হবে তখন তোমাকে সাদরে ডাকা হবে, তুমি উঠে দাঁড়িয়ে যেখানে যেমনভাবে খুশি নিজেকে পেষণ করো কিন্তু এই মুহূর্তে বসে পড়ো আর চুপ করে থাকো।"

"তুমি চুপ করে থাক। গলা টিপে ধরে আমার সমালোচনা ফিরে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে এস না।"—রেগে উঠে অস্বাভাবিক সুরে চিৎকার করে উঠল ঠাকুর্দা শ্চুকার। "খুব অতিচালাক হয়ে উঠছ তুমি মাকার, খোকা আমার! আমার ভিতরে দুর্বলতার স্থানটা কোথায় আছে যে নিজেকে নিজে আমি বাপান্ত করতে যাবো? কিসের জন্যে আমি দোষারোপ করি নিজেকে। সোভিয়েত সরকারের আমলে সব বেকুবগুলোই কি খতম হয়ে গেছে? পুরানোগুলো গেছে বটে কিন্তু নতুন নতুন এত জন্মাচ্ছে যে তার লেখাজোখা নেই! আজকাল অবশ্য আর বীজ বোনা হয় না, কিন্তু বাতাস পাওয়া পদ্মের মতো আপনা থেকেই তারা গজায়। আর ফসলও হয় এত বেশি যে কোনো লোকের পক্ষে তা সামলানো অসম্ভব। উদাহরণ হিসেবে যেমন ধরো বাছা তুমি নিজে, মাকার!…"

"আমার কথা বাদ দাও, আমার বিষয়ে আলোচনা করছি না আমরা এখানে।" কঠোর সুরে বলে উঠল মাকার। "যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সে সম্পর্কে বলো, কন্দ্রাত মাইদানিকভের ব্যাপারে। আর সে সম্পর্কে যদি তোমার কিছু বলবার না থাকে তবে অন্য সব ভদ্রলোকদের মতো মুখ বুজে চুপ করে বসে থাকো।"

"তাহলে তুমি ভদ্র আর আমি ভদ্র নই?" ক্ষুণ্ণ মনে প্রশ্ন করল ঠাকুর্দা শ্চুকার।

ঠিক সেই মুহূর্তেই পিছন থেকে গম্ভীর গলায় একজন বলে উঠল:

"ওহে বুড়ো ভদ্রলোক মশাই, এই বুড়ো বয়সে সেই বাচ্চাটিকে কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিলে সে কথাটি তো কৈ আমাদের কাছে বলছ না কেন? কেনই বা তুমি শুধু একটা চোখে দেখতে পাও, আর বাকি চোখটার ওপরে কেনই বা মস্ত বড়ো একটা থেঁতলানো ক্ষত ফুলে রয়েছে? সব সময়েই তুমি বেড়ার ওপরে বসা মোরগের মতো অন্যের উপরে কক্ কক্ করো কিন্তু নিজের বেলায় থাকো মুখটি বুঁজে, ব্যাটা বুড়ো শয়তান!" উচ্চ হাসির রোলে স্কুলবাড়িটা কাঁপিয়ে তুলল। কিন্তু যেই মাত্র দাভিদভ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গেই আবার নেমে এল নিস্তব্ধতা। দাভিদভের মুখখানা গম্ভীর থমথমে। যখন বলতে শুরু করল, গলার সুরে স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা কঠিন বিরক্তির সুর: "এটা যাত্রার আসর নয় কমরেড, পার্টি সভা, আর কথাটা যথার্থ! কারোর যদি হাসি মস্করা করার ইচ্ছে থাকে তো সে গাঁ-এর মাঠে চলে যেতে পারে। এখন তোমার ইচ্ছেটা কি ঠাকুর্দা, যা আলোচনা হচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু বলবে না খালি ভাঁড়ামোই করবে?"

এই প্রথম দাভিদভ শ্চুকারকে এমন মর্মান্তিক আঘাত করা রুক্ষ ভদ্রতার সঙ্গে ধমক দিল! হয়ত সেই জন্যেই বুড়োর মাথাটা বিগড়ে গেল একেবারে। একটু লাফিয়ে উঠেই লড়াইয়ের আগে বাচ্চা মোরগ যেমন করে দাঁড়ায় তেমনি করে দাঁড়াল। দারুণ রাগে থুতনীর উপরের পাতলা ক্ষুরটুকু কাঁপছে ঘন ঘন।

"কে ভাঁড়ামো করছে শুনি? আমি না যে বেকুবটা পিছনে বসে আজে বাজে প্রশ্ন করছে সে? মনিষ্যির যদি মুখ খুলে একটা কথা বলারও জো না থাকে তবে কী ধরনের প্রকাশ্য সভা বলছ একে? কী মনে করো তুমি আমাকে? আমার কি ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে না কী?

কল্রাতের বিষয়ে এখানে আমি যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে এই যে ওর বিরুদ্ধে আমি একটা মস্ত বড়ো আপত্তি ওঠাতে যাচ্ছি। এমন মানুষকে আমার পার্টিতে চাই না, এইটাই আমার বলার কথা, ব্যস!”

“কেন, চাও না, ঠাকুর্দা?” জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ। হাসির ধমকে ওর গলাটা প্রায় বুঁজে আসছে।

“কেন? ও পার্টিতে ঢোকার উপযুক্ত লোক নয় সেই জন্যে। কিন্তু তোমার অমন করে হাস্য করার কারণটা কী বেড়ালচোখো? রাস্তায় একটা বোতাম কুড়িয়ে পেয়েই মনে ভাবছ, ওটা তোমাকে রাজা করে দেবে কল্রাত পার্টিতে ঢোকার তেমন উপযুক্ত নয় কেন সে কথাটা যদি তোমার মগজে না ঢুকে থাকে তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি তোমাকে। এখন হয়ত ওট-এর কাদায় বাঁধা খাসী করা ঘোড়ার মতো দাঁত বের করা বেরিয়ে যাবেখন। পরকে বলার বেলায় তো তুমি খুবই দড়ো, কিন্তু তোমার নিজের কী? তুমি হলে গিয়ে গাঁ-এর সোভিয়েতের চেয়ারম্যান, একটা গণ্যিমান্যি লোক, কোথায় তুমি জোয়ান বুড়ো সবার সামনে একটা দেস্টান্ত দেখাবে না তোমার ব্যাভারখানা কিরকম? একটা সভার মধ্যে বসে কিনা বেকুবের মতো হাসতে হাসতে একেবারে টার্কি মোরগের মতো নীল হয়ে যাচ্ছ! কী রকমের চেয়ারম্যান তুমি, তাছাড়া কল্রাতের ভাগ্য যখন এক গাছা সুতোর ওপরে ঝুলছে তখন হাসবই বা কোন সাহসে শুনি? একটু চেষ্টা করে বুঝে দেখ গিয়ে কথাখান। আমাদের মধ্যে কে বেশি ভারভার্তিক, তুমি না আমি? খুবই দুঃখের কথা যে মাকার বারণ করে দিয়েছে আমাকে ওর অভিধান থেকে যে সব বিদেশী কথা আমি শিখেছি সেগুলো ব্যবহার করতে, বুঝলে বাছা! নইলে সেই কথাগুলো দিয়ে তোমাকে এমন আচ্ছা ধোলাই দিতাম যে জীবনে কোনো দিন জানতেও পারতে না কী কথা বললাম আমি! কল্রাতের পার্টিতে ঢোকার আমি বিরুদ্ধে কারণ ও হচ্ছে একজন ক্ষুদে সম্পত্তির মালিক। যাঁতার ভিতরে ফেলে নিংড়ালেও তার চাইতে বেশি কিছু আর বানাতে পারবে না ওকে। খালিকটা অগাখিচুড়িই শুধু পাবে, বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাকে বলে ভূষি তাই। কিন্তু কমিউনিস্ট—উঁহু, কস্মিন কালেও না!”

“কেন আমাকে কমিউনিস্ট হিসেবে পাবে না ঠাকুর্দা?” কাঁপা কাঁপা ক্ষুব্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল মাইদানিকভ।

চোখ দুটো খড়িবাজের মতো কুঁচকে তুলল শচুকার। "নিজে যেন তুমি জানো না সেটা?"

"না জানি না আমি। কিন্তু কথাটা কি, সেটা তুমি আমার কাছে এবং সমস্ত নাগরিকদের কাছে পরিষ্কার করে খুলে বলে বুঝিয়ে দাও যে কেন আমি যোগ্য নই। কিন্তু মনে রেখ, যা খাঁটি সত্য কথা তা-ই বলবে। মিথ্যা গালগপ্প মারা চলবে না।"

"জীবনে একটাও মিথ্যে কথা বলেছি আমি কোনো দিন? কোনো দিন মিথ্যে গালগপ্প মেরেছি?" এত জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল শচুকার যে গোটা স্কুল বাড়ির সবাই শুনতে পেল সেটা! তারপর নিদারুণ দুঃখে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল।

"আমার এই এতটা কাল বয়েস পর্যন্ত আমি লোকের ভিতরে সত্যটাই প্রচার করে আসছি। আর ঠিক সেই জন্যেই, বুঝলে বাছা কন্দ্রাত, এই আমার দৌলতেই কিছু কিছু লোক সেটা রপ্ত করে নিতে পেরেছে। তোমার বুড়ো বাবা, তিনি বলতেন: 'শচুকার যদি মিথ্যেবাদী তো এমন আর কোন মানুষটা আছে যে সত্যি কথা বলে?' এমনই একখান উঁচু ধারণা ছিল তাঁর আমার ওপরে! বড়োই পরিতাপের কথা যে তিনি মরে গেছেন, নইলে আজ যা বলছি তা সমর্থন করতেন, প্রভু তাঁর আত্মার সদ্গতি করুন!"

ক্রুশ করে শচুকার প্রায় কান্নার উপক্রম করল কিন্তু পরক্ষণেই মন পরিবর্তন করল।

"আমার সম্পর্কে কী তুমি বলতে চাও সেটা খুলে বলো! আমার বাবার কথা বাদ দাও। কী বলার আছে তোমার আমার বিরুদ্ধে?" দৃঢ় কণ্ঠে দাবি জানাল মাইদানিকভ।

অনুমোদনহীন মৃদুগুঞ্জনের ভিতর থেকে যে সব মন্তব্য শোনা যাচ্ছিল সেগুলো যে সুনিশ্চিতভাবে শচুকারকে লক্ষ্য করেই নিক্ষিপ্ত, তা বুঝতে পেরেও এতটুকুও বিব্রত হল না শচুকার। একজন বহুদর্শী অভিজ্ঞ মৌমাছি-পালক যেমন বড়ো একটা চাকের বিক্ষুব্ধ গুঞ্জন অভ্যস্ত কানে শুনে চলে তেমনি শচুকার এক অসংক্ষুব্ধ শান্ত ভাব বজায় রাখল। ধীরে শান্ত করার ভঙ্গিতে হাত দুটো উঁচু করে বলল: "এক মিনিট অপেক্ষা করো, বিষয়টা কি তা এক্ষুনি আমি বুঝিয়ে বলছি। কিন্তু তোরা নাগরিক ও প্রিয় বুড়ী মেয়েছেলেরা, তোমাদের বকবকানি একটু থামাও। কেননা,

যা-ই কিছু বলো না কেন কিছুতেই তোমরা আমাকে আমার চিন্তা-ধারা থেকে গায়ের জোরে সরিয়ে দিতে পারবে না। কি যেন একটা এই মাত্র হিস হিস করে উঠল আমার পিছনে: শব্দটা ঠিক যেন সাপের ফোঁসফোঁসানীর মতো। শুনতে পেলাম বলছে: 'বুড়ো শয়তানটার তো কাজকম্ম আর কিছু নেই, তাই ব্যাটা…'। কিন্তু কোন সাপটা ফিস ফিস করছিল সেটা জানা আছে আমার। প্রিয় নাগরিক ও বুড়ি মেয়েছেলেরা, ঐ আগাফন দুবৎসভই মাটির নিচের গর্তের ভিতর থেকে ফোঁস করে উঠেছিল আমার ওপর। ওর মতলব হচ্ছে আমার স্মৃতি ভ্রংশ করে দেয়া যাতে আমার সব কিছু এমনভাবে ঘুলিয়ে যায় যে ওর বিরুদ্ধে একটা কথাও উচ্চারণ করতে না পারি। কিন্তু সে গুড়ে বালি, আমার কাছে সে ধরনের দয়া পাবার আশা একটু থাটো। ভুল লোকই ঠাউরে বসে আছে সে দিক থেকে! দুধের লোভে ভাঁড়ার ঘরে যেমন করে সাপ সেঁধোয় তেমনি আগাফনও পার্টির ভিতরে ঢুকে পড়ার জন্যে হাঁকুপাকু করছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ওর বিরুদ্ধেও আপত্তি তুলব। আর সেটা এমন যে আমি কন্দ্রাতের বিরুদ্ধে যে আপত্তি তুলেছি তার চাইতেও ভয়ঙ্কর। আগাফনের সম্পর্কেও দুটো একটা ব্যাপার জানা আছে আমার, শুনলে মুহুশ্বাস উঠে যাবে তোমাদের। তাছাড়া আমার ধারণা কেউ কেউ হয়ত মুচ্ছোই যাবে।"

একটা খালি গ্লাসের উপরে পেন্সিল দিয়ে ঠোকা দিয়ে নিদারুণ বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল নাগুলনভ: "তোমার জটপাকানো ধ্যানধারণার ফলে সব কিছুই জট পাকিয়ে ফেলছ ঠাকুর্দা: এখন একটু ক্ষ্যামা দাও! সভার গোটা সময়টাই এমনিতেই তো নিয়ে নিয়েছ নিজেই। একটু বিবেক বিবেচনা রাখো!"

"আবার কি তুমি আমার মুখ বন্ধ করে দিতে চাইছ, মাকার?" কাঁদো কাঁদো গলায় কাতড়ে উঠল শ্চুকার। তুমি পার্টি গ্রুপের সেক্রেটারি বলেই কি মনে ভেবেছ তুমি আমার ঘাড়ে চড়ে বসতে পারো? না, সেটি পারছ না! পার্টির আইন কানুনে এমন কোনো কথা লেখা নেই যাতে মানুষের মুখ বন্ধ করে দিতে পারে। সেটা ভালো করেই জানি আমি! তুমি নিজে এ কথা বলতে পারলে কি করে যে আমার বিবেক বিবেচনা কিছুই নেই? কি করে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে কথাটা?

তোমার মুখের ওপর স্কার্ট ঘুরিয়ে বেমালুম হাওয়া হয়ে যাবার আগে তোমার ঐ লুশকার মাথায় খানিকটা বিবেক বিবেচনা ঢুকিয়ে দিতে পারোনি? কেন, আমার বুড়ীটা পর্যন্ত জীবনে কোনোদিন বলতে পারেনি আমাকে যে আমার বিবেক বিবেচনা নেই। এটা একটা মর্মান্তিক অপমান, ঠিক তাই মাকার!"

শেষ পর্যন্ত শচুকার তার বাঞ্ছিত চোখের জল ঝরালো, তারপর জামার হাতায় চোখের জল মুছে আগের মতোই মুখরোচক ভাষায় বলতে আরম্ভ করল:

"কিন্তু আমি হচ্ছি সেই জাতের মানুষ, যে মনের কথা যে কোনো লোকের কাছে বলতে পারে। আর সামনের ঘরোয়া পার্টি মিটিং-এ বুঝেছ মাকার, আমি তোমার পিছনে লাগবো এবং এমন আচমকা চেপে ধরবো তোমাকে যে হাজার মোড়ামুড়ি করেও পার পাবে না আমার হাত থেকে। সে দিক থেকে খুবই ভুল লোক ঠাউরেচ তুমি আমাকে! একবার যদি চেগে উঠি তো ভীষণ লোক আমি! সে কথা আর কেউ না জানুক অন্ততঃ তোমার জানা উচিত: কেননা, আমরা হলেম প্রাণের বন্ধু, আমরা দুজনে: গোটা গাঁয়ের লোক জানে সে কথা। তাছাড়া আমরা বহুদিনের বন্ধু, সুতরাং আমার এবং আমার সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা থেকে তফাৎ থাকাই তোমার পক্ষে মঙ্গল! কাউকে আমি পার পেয়ে যেতে দেব না। সুতরাং যে সব লোক পার্টির ভিতরে আবর্জনা জমা করতে চাও, তারা এ কথাটা মনে রেখ!"

বাঁ দিকের ভুরুটা তুলে দাভিদভের দিকে ফিরে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল নাগুলনভ: "বের করে দেব ওকে? সভাটা পণ্ড করে দেবে লোকটা। আজকের দিনটার জন্যে কেন ওকে কোথাও দূরে পাঠিয়ে দেয়ার কথা মনে হয়নি তোমার? এখন দেখ দেখি বুড়োটার মাথার ভিতরে মৌমাছি ঢুকে বসে আছে, কেউ আর থামাতে পারবে না ওকে।"

কিন্তু এক হাতে খবরের কাগজ ধরে মুখটা আড়াল করে রেখেছে দাভিদভ, অন্য হাতটা দিয়ে চোখের জল মুছছে। হাসির ধমকে কথা বলতে না পেরে ও কেবল মাথা নাড়ল। নিদারুণ বিরক্তিতে কাঁধ ঝাঁকাল নাগুলনভ তারপর আবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে শচুকারের দিকে

তাকাল। বুড়ো তখনো তেমনি দ্রুত বক বক করে চলেছে। তাড়াতাড়িতে প্রায় গলা বুজে বুজে আসছে।

"এখানে আজ যখন এটা প্রকাশ্য সভা তখন বুঝলে বাছা কন্দ্রাত তোমাকেও তেমনি খোলাখুলি ভাবেই তোমার বক্তব্য রাখতে হবে। যখন তুমি যৌথ জোতে যোগ দিলে আর তোমার বলদগুলোকে দেয়ার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলে তখন তুমি বলদগুলোর জন্যে দুঃখে কেঁদে ফেলেছিলে, কি না?"

"বর্তমান ব্যাপারের সঙ্গে ওসব প্রশ্নের কোনোই সম্পর্ক নেই!" "চিৎকার করে করে বলে উঠল দ্যামকা উশাকভ।

"এটা একটা বোকার মতো প্রশ্ন! ডিমের খোলা ঠোকরাতে শুরু করে দিয়েছ কেন তুমি?" উশাকভকে সমর্থন করে বলল উস্তিন রাইকালিন।

"এটা মোটেই বোকার মতো প্রশ্ন নয়! ডিমের খোলাও ঠোকরাচ্ছি না আমি, আমি জিজ্ঞেস করছি কথাটা সত্যি কিনা সেটা জানার জন্যে! সুতরাং শান্তিসংস্থাপক মশায় তুমি চুপ করে থাকো!" কথাটা যাতে সবাই শুনতে পায় তারই প্রচেষ্টায় এতখানি গলা চড়িয়ে চিৎকার করে বলল শ্চুকার যে ওর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল।

গোলমাল থেমে যেতেই নরম গলায় ধীরে ধীরে আবার বলতে আরম্ভ করল শ্চুকার: "হয়ত তোমার মনে নেই, কন্দ্রাত, কিন্তু আমার আছে। স্পষ্ট মনে আছে আমার সে দিন সকালে কিভাবে তুমি তোমার বলদগুলোকে যৌথ গোয়ালে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলে। আমার হাতের মুঠোর মতো বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছিল তোমার চোখ দুটো আর লাল হয়ে উঠেছিল খরগোশের চোখের মতো কিংবা বলতে পারো সদ্য ঘুম ভাঙা বুড়ো কুকুরের চোখের মতো। এখন, ঠিক যেমন করে পুরুতের কাছে স্বীকারোক্তি করে লোকে, তেমনি করেই আমার কথাটার জবাব দাও, কন্দ্রাত এ ব্যাপার ঘটেছিল, কি ঘটে নি?"

উঠে দাঁড়াল মাইদানিকভ। নিদারুণ বিরক্তির সঙ্গে জামাটায় একটা টান দিয়ে ঘোলাটে চোখে ভয়ে ভয়ে ঠাকুর্দা শ্চুকারের দিকে একটু তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে ওজন করা কথায় জবাব দিল: "হাঁ, ঘটেছিল। মিথ্যে ভান করতে চাইনে যে আমি কাঁদিনি একটুও। বলদগুলো হাতছাড়া করতে দুঃখ পেয়েছিলাম খুবই। পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে তো

আর ওগুলো তোমার হাতে আসেনি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমি নিজেই অর্জন করেছিলাম। আর সেটা খুব চারটিখানি কথা নয়! কিন্তু সে তো বহু আগের ঘটনা, ঠাকুর্দা! অতীতে কবে চোখের জল ফেলেছিলাম তাতে পার্টির কী অনিষ্ট হতে পারে?"

"কী অনিষ্ট!" ঘৃণাভরা গলায় বলে উঠল শচুকার। "বলদগুলো নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে তুমি, বাছা? তুমি বাছা যাচ্ছিলে সমাজতন্ত্রের দিকে। হাঁ, সে দিকেই যাচ্ছিলে তুমি! কিন্তু সমাজতন্ত্রের পরে কোথায় গিয়ে পৌছাব আমরা? আমরা গিয়ে পৌছাবো পূর্ণ সাম্যবাদে, ঠিক তা-ই! সোজা কথায় বলে দিচ্ছি তোমাকে! আমি লালিত পালিত হয়েছি, বলতে পারো মাকার নাগুলনভের ঘরে—এখানে যারা সব বসে রয়েছ তারা সবাই জানো যে আমরা দুজন প্রাণের বন্ধু, ও আর আমি। আর যতটা পারি মুঠো ভরে ভরে জ্ঞান বিদ্যা কুড়িয়ে নিচ্ছি আমি ওখান থেকে। রাত্রে হয় খুব মোটা মোটা বই, যেগুলো খুব ভারিক্কী গোছের, কটাও ছবি নেই, সেই সব বই পড়ি আর নয়তো পড়ি অভিধান। সব রকমের পণ্ডিতি কথাগুলো মুখস্ত করে রাখতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমার এই অভিশপ্ত বুড়ো বয়েস আমাকে একেবারে বসিয়ে দিচ্ছে। সবগুলো পকেট ছেঁদা ব্রিচেস-এর মতো হয়ে উঠেছে আমার স্মরণশক্তি। যা-ই কিছু তাতে ভরে দাও না কেন, সবই পড়ে যায়। কিন্তু যদি চটি একটা পুস্তিকা ধরি একবার তো সেটা আর ফাঁকিয়ে যেতে পারে না! প্রত্যেকটি কথা পর্যন্ত আমার মনে থাকে! নানান রকমের পাঠ্য বস্তু নিয়ে আমি যখন লেগে পড়ি তখন আমি হচ্ছি সেই রকমের লোক। তখনকার এই সব অঢেল পুস্তিকা পড়ে ফেলেছি আমি। সুতরাং আমি নিশ্চয় করে জানি আর যে-কোনো লোকের সঙ্গে তর্ক করতে রাজী আছি এ সম্পর্কে যে সমাজতন্ত্রের পরে যে জিনিসটা আসবে সেই হচ্ছে সাম্যবাদ। সুনিশ্চিতভাবে বলে দিচ্ছি সেটা আমি। আর এখানেই হচ্ছে আমার সন্দেহ, বুঝলে বাছা কন্দ্রাত...। সর্বত্র চোখের জল ফেলতে ফেলতে তুমি ঢুকলে সমাজতন্ত্রে। কিন্তু সে সাম্যবাদে ঢুকবে তুমি কেমন করে? চোখের জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাবে; এটা পবিত্র ঈশ্বরের মতোই সত্যি! তোমার বেলায় তা-ই ঘটবে, সেটা এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছি আমি! সুতরাং নাগরিকেরা ও বুড়ো

মেয়েছেলেরা, তোমাদের জিজ্ঞেস করি আমি ওর মতো একটা কাঁদুনে-বাচ্চা পার্টিতে নিয়ে কী উপকারটা হবে আমাদের?"

মহাফূর্তিতে চিঁচিঁ করে উঠে বুড়ো দু'হাতে ফোকলা মুখটা ঢেকে ফেলল।

"এই সব গম্ভীর প্রকৃতির লোকগুলোকে আমি সহ্য করতে পারি না, কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না! পার্টির ভিতরে তো কিছুতেই নয়! এইসব গোমড়ামুখোদের নিয়ে কী এমন মহা উৎকর্ষে লাগবে আমাদের! শুধু ভালোমানুষদের পিঠ কুঁজো করে দিতে, আর গোমড়া মুখ দিয়ে পার্টির আইন কানুন ভেঙে তছনছ করে দিতে? তাই যদি হয় তো আমি জিজ্ঞেস করছি, তোমরা মুখচোরা দেমিদকে কেন পার্টির ভিতরে ঢুকিয়ে নিচ্ছ না? ঐ একটি লোক যে তোমাদের দলের ভিতরে ভয়ঙ্কর রকমের বিষণ্ণতা এনে দিতে পারবে। ওর চাইতে বেশি গম্ভীর মানুষ আমি আমার জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত আর দুটি দেখিনি। কিন্তু আমার বিবেচনায়, আমাদের উচিত হাসিখুশি লোকদের পার্টির ভিতরে ঢোকানো। যারা আমার মতো চনবনে প্রাণবন্ত মানুষ। কিন্তু তা না করে ওরা খুঁজে পেতে যোগাড় করেছে যতসব গোমড়ামুখো পণ্ডিত-মূর্খগুলোকে। কিন্তু ওরা কী কাজে লাগবে শুনি? দৃষ্টান্ত হিসেবে, যেমন এই মাকার! চিরটা কাল টান হয়েই আছে, যেন সেই কবে ১৯১৮ সালে একটা লোহার শলা গিলে বসে আছে। বিলের বকের মতো ঠায় সেঁটে বসে রয়েছে মুখ হাঁড়ি করে। ওর মুখে কখনো একটা হাসি তামশার কথা শুনতে পাবে না, কিংবা কোনো একটা মজার গপ্প। ও যেন ট্রাউজার পরা বিরাট একতাল জমাট অন্ধকার। ও হচ্ছে ঠিক তা-ই।"

"আমার সম্পর্কে আলোচনা করবে না ঠাকুর্দা, আমার স্বভাব চরিত্র নিয়ে কোনো কথা বলবে না খবর্দার, তাহলে বাধ্য হব আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে," কড়া সুরে সাবধান করে দিল ওকে নাগুলনভ।

কিন্তু নিজের বাগ্মীতার মোহ থেকে মুক্ত হতে না পেরে পরম আনন্দে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে উদ্দীপ্ত হয়ে বলে চলল শ্চুকার: "তোমার সম্পর্কে কিছু বলছি না আমি, এতটুকুও কিছু বলছি না! এখন এই যে কজ্জাত, বসে রয়েছে এখানে, ওর যোগ্যতাটা কী তাই ধরা যাক। ও তো পেন্সিলে সওয়ার হয়ে চতুর্দিক ঘুরে বেড়ায় যেন পেন্সিলটা একটা ঘোড়া।

তা-ই করে ও। সব সময় হয় কিছু লিখছে, নয় হিসেব কষছে, যেন ও ছাড়া আর কেউ-ই নেই এ কাজ করার মতো। আমার মনে হয় মস্কোতে চালাক চতুর লোকেরা পরিষ্কার তকতকে করে সব কিছু লিখে টিকে রাখে আর সেখানে ওর মতো লোকেরও ব্যাপারে মাথামুণ্ডু কুটে মরতে হয় না! ওর কাজ হল বলদের লেজ মোচড়ানো, কিন্তু মস্কোর খাঁটি চালাক চতুর লোকেরা যে কাজ করে ও সেখানে গিয়ে ভণ্ডুল বাঁধাল…। নাগরিকেরা আর আমার প্রিয় বুড়ী মেয়েছেলেরা, যদি জিজ্ঞেস করো আমাকে তো বলি, ও এটা করে ওর মানসিক চেতনার বিরাট অভাবের জন্যেই। আমাদের কমরাতের এখনো তেমন রাজনৈতিক পরিপক্কতা আসেনি। আর যদি ওর সেই পরিপক্কতা না এসেই থাকে তো ওর পক্ষে তাড়াহুড়ো না করে চুপ চাপ ঘরে বসে নিজেকে তৈরি করে তোলাই উচিত। তাছাড়া, আপাততঃ উচিত পার্টিতে ঢোকার চেষ্টা না করা। খুশি হলে কমরাত রাগে ফেটে পড়তে পারে কিন্তু আমি সরাসরি ওর বিরুদ্ধে এবং একটা মস্তো বড়ো আপত্তি তুলছি।"

কিন্তু ঠিক এই সময়ে হঠাৎ পিছনের ক্লাশ-ঘর থেকে ভারয়া খারলাসোভার গলার স্বর শুনতে পেল দাভিদভ। বহুদিন হয়ে গেল ও দেখেনি মেয়েটিকে, বহু দিন শোনেনি ওর গভীর প্রাণমাতানো কণ্ঠের স্বর।

"আমি কিছু বলতে পারি?"

"সামনে এগিয়ে এস যাতে আমরা সবাই দেখতে পাই তোমাকে", বলল ওকে নাগুলনভ।

জমাট বাঁধা ভিড়ের ভিতর দিয়ে ঠেলে পথ করে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল ভারয়া। তারপর রোদে পোড়া তামাটে হাতটা দিয়ে আলতোভাবে চুলটা মাথার পিছনের দিকে সরিয়ে ঠিক করে নিল।

অবাক বিস্ময়ে দাভিদভ ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। নিজের চোখ দুটোকেই যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না দাভিদভ। কয়েক মাসের ভিতরেই এমনভাবে বদলে গেছে ভারয়া যে আদৌ চেনা যায় না ওকে! এখন আর সেই লাজুক কিশোরীটি নেই, হয়ে উঠেছে যুবতী নারী। দীর্ঘাঙ্গী, হালকা নীল রুমালের নিচে ভারি খোঁপাশুদ্ধ মাথাটা গর্বোন্নত। আধখানা বেঁকে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কোলাহল থেমে যাবার অপেক্ষায় তাকিয়ে রয়েছে ভিড়ের মাথার উপর দিয়ে। তারুণ্যভরা সুন্দর দুটি চোখ,

কোণের দিকে ঈষৎ কুঞ্চিত, মনে হয় যেন ও স্তেপের সুদূর ব্যাপ্তির পরোপারে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। আহ্! বসন্ত কাল থেকেই ও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, মনে মনে ভাবল দাভিদভ।

প্রবল উত্তেজনায় চোখ দুটো চক চক করছে ভার্যার। আর তেমনি উজ্জ্বল চকচকে হয়ে উঠেছে ওর মুখখানা, যে মুখে ক্রিম বা পাউডারের প্রলেপ পড়েনি কোনোদিনও। কিন্তু ওর মুখের উপরে নিবদ্ধ শত চোখের দৃষ্টির আঘাতে ক্রমেই ওর সাহস দমে আসছে। বড়ো বড়ো দুটো হাত দিয়ে অস্থিরভাবে ঝালর দেয়া রুমালটা টানছে। মুখ-চোখ আগুন হয়ে উঠে গাঢ় লাল আভায় জ্বলছে। তারপর শ্চুকারের দিকে ফিরে যখন বলতে শুরু করল তখন দারুণ উত্তেজনায় ওর ঝঙ্কারময় সুরেলা কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠল।

"কমরেড মাইদানিকভের সম্পর্কে যতদূর ভুল করা সম্ভব তা-ই করছ তুমি ঠাকুর্দা! তাছাড়া কেউই তোমার ওকথা বিশ্বাস করে না যে মাইদানিকভ পার্টিতে ঢোকার উপযুক্ত নয়! গত বসন্তকালে চাষের সময়ে ওর সঙ্গে কাজ করছি আমি। ও সবার চাইতে ভালো, সবার চাইতে বেশি চাষ করেছে! যৌথ জোতের জন্যে ও প্রাণপণে খাটে আর তুমি কিনা বলছ ওর বিরুদ্ধে...। বুড়ো মানুষ তুমি, কিন্তু তর্ক করছ বুদ্ধি-শুদ্ধিহীন একটা ছেলেমানুষের মতো।"

"এই হচ্ছে মোক্ষম জিনিস! বেশ গরম গরম দাও তো ওকে ভার্য্যা। বাছুরের গলায় ঘণ্টার মতো খালি ঢং ঢং করে বেজেই চলেছে লোকটা। আর কারোর যে দুটো ভালো মন্দ কথা শুনবে, ওর গোলমালে তার জো নেই" আয়াসহীন গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠল পাভেল লিউবিশকিন।

"ঠিক বলেছে ভার্য্যা। জোতের যে-কোনো লোকের চাইতে কন্দ্রাত বেশি কাজের দিন রোজগার করছে। ও হচ্ছে খাঁটি একজন মেহনতী কশাক!" বাধা দিয়ে বলে উঠল বৃদ্ধ বেসখেলেবনভ।

তারপর তরুণ কণ্ঠে তীক্ষ্ণ কর্কশ সুরে কে যেন মাঝের পথের দিক থেকে বলে উঠল: "কন্দ্রাতের মতো লোককে যদি পার্টিতে না নাও, তবে তোমরা বরং খোদ শ্চুকার ঠাকুর্দার নামটাই লিখে নাও! ও যখন আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে পরিচালনা করবে তখন যৌথ জোতটা খুব চমৎকার ভাবেই চলতে শুরু করবেখন!"

কিন্তু ঠাকুর্দা শ্চুকার শুধু তার এলোমেলো রুক্ষ দাড়ি কগাছার আড়ালে মুখ টিপে টিপে ঘৃণাভরা হাসি হাসতে লাগল। আর ডেস্‌কটার সামনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন ওর দু পায়ে শেকড় নেমেছে। এমন কি পিছন ফিরে বক্তার মুখের দিকেও তাকাচ্ছে না একটি বার। তারপর আবার যখন গোলমাল শান্ত হল, ধীর শান্ত গলায় বলতে আরম্ভ করল শ্চুকার :

"ভারয়ার এখানে আসা আদৌ উচিত হয়নি। কারণ ওর বয়েস এখনো খুবই কম। কোথাও কোনো একটা চালার নিচে বসে উচিত ছিল ওর পুতুল নিয়ে খেলা করা। আর ঐ এক ফোঁটা কচি বাচালটা এসেছে কিনা এখানে আমার মতো একটা বিচক্ষণ বুড়ো মানুষকে কী ভাববো আর কী না ভাববো সেটা শিক্ষা দিতে! জীবনটাই যেন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! কচি ছানাগুলো আসছে ধাড়ী মুরগীকে শেখাতে। তাছাড়া বাকি আর যারা আছো তারাও খুবই চমৎকার লোক বটে! একজন বলতে শুরু করল কাজের দিন সম্পর্কে আর বলল যে কন্দ্রাত এত রোজগার করেছে যে একটা গোরুর গাড়িতেও বোঝাই করে শেষ করতে পারবে না...কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি তোমাদের, এর সঙ্গে কাজের দিন-এর সম্পর্কটা কী? সেটাও আসছে লোভ থেকে। ছোট খাটো সম্পত্তির যারা মালিক তারা সবাই লোভী এ কথা বহুবার বলেছে আমাকে মাকার। তাছাড়া আর একটা মাথা-মোটা লোক চেষ্টা করল আমাকে বাগে পাবার, সে বলল, ঠাকুর্দা শ্চুকারকে পার্টিতে নিয়ে নেয়া উচিত, তাহলেই যৌথ জোত জাঁকিয়ে চলবে...। না, অত হাসাহাসি করার দরকার নেই তোমাদের। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কারোর কারোর ইস্ক্রুপ ঢিলা আছে কোথাও যাতে এই সব হাসাহাসি হচ্ছে। আমি কি পড়তে পারি? নিশ্চয় পারি। যে কোনো জিনিস বল পড়তে পারি আমি, তাছাড়া নাম সইও করতে পারি অক্লেশে। পার্টির আইনকানুন মানি? মানি। খুব বেশি করেই মানি ওগুলো! পার্টির কর্মসূচীর সঙ্গে কি আমি একমত? হাঁ, তার বিরুদ্ধে আদৌ কিছুই আমার বলবার নেই। তাছাড়া সমাজতন্ত্রবাদ থেকে সাম্যবাদে যাওয়া, জোর কদমে ছুটে যাব আমি, অবিশ্যি এই বুড়ো হাড়ের ক্ষমতায় যতখানি সম্ভব। খুব যে দ্রুত তা নয়, যাতে না দম নিকলে যায় এমনিভাবে। এত দিনে পার্টির ভিতরে খুব ভালোভাবেই

কাজ করতে পারতাম আমি আর আমার বিশ্বাস ইতিমধ্যে হয়ত একটা ব্রিফ-কেসও থাকত আমার বগলে, কিন্তু প্রিয় নাগরিকেরা ও প্রিয় বুড়ী মেয়েমানুষেরা, ভগবানের কাছে মানুষ যেমন করে স্বীকারোক্তি করে তেমনি করেই বলছি আমি তোমাদের কাছে যে আমি পার্টির ভিতরে ঢোকার যোগ্য নই···। কিন্তু কী কারণে নই, সেটা বলো দেখি তোমরা? কারণ হচ্ছে ধর্ম, যেটা সেঁটে ধরে আছে আমাকে। তিন বার অভিশাপ ওর ওপরে? যেই না মাথার ওপরে, আকাশে কোথাও কিছু একটা শব্দ শুনি, মেঘ ডাকার তীক্ষ্ণ কড়কড় শব্দ বা অমনি একটা কিছু সঙ্গে সঙ্গেই আমি বিড়বিড় করে বলে উঠি : প্রভু, এ পাপীর উপরে দয়া করো! তারপর ছুটে পালিয়ে গিয়ে ক্রুশ করি আর যীশুখৃষ্ট, কুমারী মেরী আর সমস্ত সাধুসন্ত যাদেরই নাম সেই মুহূর্তে মনে পড়ে তাদের প্রত্যেকের কাছেই প্রার্থনা করতে থাকি। এমন কি চলতে চলতে পথের মাঝখানেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ি ঐ ভয়ঙ্কর বাজ পড়া শব্দের জন্যে···”

নিজের বর্ণনার তোড়ে ভেসে গিয়ে ঠাকুর্দা শ্চুকার ঠিক সেই মুহূর্তে প্রায় ক্রুশ করতে যাচ্ছিল, এমন কি হাতটাও কপালের ওপরে তুলে এনেছিল, কিন্তু ঠিক সময়ে সামলে নিয়ে আঙুলের নখ দিয়ে অনির্দিষ্টভাবে কপাল চুলকাতে চুলকাতে বিব্রত মুখে মৃদু মৃদু হাসতে শুরু করে দিল।

“হাঁ, এখন কথাটা কি ভাবে বলি···। ভয় যখন আমার মুখের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকায়, নানান রকমের খেয়াল আসে আমার মাথায়। ভাবি, ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট এলিজাহ এরপর যে কী করে বসবেন তা শয়তানই জানে। ধরো যদি নেহাৎ মজা করার জন্যেই তিনি ওর ভিতর থেকে তার একটা বিদ্যুত-বজ্র তুলে নিয়ে আমার টেকো মাথাটার উপরেই ছুড়ে মারলেন, আর তাহলেই তো ‘সব খেইল’ হয়ে গেল শ্চুকারের। ঠ্যাং দুটো তখন ভবিষ্যতের জন্যে তাকে তুলে রাখতে পারে। কিন্তু সে-টি হচ্ছে না আমার বেলায়। ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে হলেও আমি চাই সাম্যবাদে গিয়ে পৌঁছাতে। চাই আরামভরা জীবনের নাগাল পেতে। সুতরাং কখনো সখনো যখন প্রয়োজনে বাধ্য হই তখন প্রার্থনা করি, পুরুতদের দু-একটা পয়সা দি, কিন্তু দুটো পয়সার বেশি কখনো দেই না। আর এটা দিই যাতে ঈশ্বর ঘন ঘন রেগে না যান তাই একটু নিরাপদে থাকার জন্যে, বুঝলে। কিন্তু শয়তানই জানে এসব কোনো কাজে আসে কিনা···। মুর্খের মতো মনে করতে পারো তোমরা

যে পুরুত গিয়ে তোমাদের স্বাস্থ্যের জন্তে প্রার্থনা করবে। কিন্তু যদি তুমি পুরুতকে পয়সাও দাও তো সেটা মদের আসরে মেয়েমানুষের উপরে মজার যতখানি অনুভূতি পুরুতেরও ঠিক ততখানি অনুভূতি জন্মাবে তোমার ওপর। কিংবা সাধুভাষায় শিশুর হাতের খেলনাকে যা বলে এ-ও তাই। ঐ নচ্ছাড় পুরুতগুলো তোমার পয়সায় মদ টেনে মাতাল হবে, কিন্তু তোমার হয়ে প্রার্থনা করবে না ঈশ্বরের কাছে…। সুতরাং, এটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা। তাই কেমন করে আমি আমার এহেন ধর্ম নিয়ে পার্টিতে যোগ দিতে পারি? আর অমন প্রিয় জিনিসটাকে, নিজেকে এবং ধর্মগ্রন্থটাকে ধ্বংস করে দি? না, ধন্যবাদ তোমাদের, অমন পাপ কাজ করতে দিও না আমাকে! কারণ ওটা আমার পক্ষে আদৌ মঙ্গলজনক নয়, সে-কথাটি সরাসরি বলে দিচ্ছি আমি তোমাদের।"

"ঠাকুর্দা, আবার তুমি শিবের গীত গাইতে শুরু করে দিয়েছ!" চিৎকার করে বলে উঠল রাজমিস্ত্রোৎনভ। "সোজা পথে চলো, খানা খোঁদলের আশপাশে ঘুরপাক খেও না!"

প্রত্যুত্তরে শচুকার শুধু শাসানোর ভঙ্গিতে হাতটা তুলল:

"এই যে এক্ষুনি শেষ করে আনছি আমি, বাছা আন্দ্রেই। কিন্তু মূর্খের মতো চিৎকার করে আমাকে থামিয়ে দিতে যেও না, তাহলে হয়ত মোটেই আমি শেষ করতে পারব না। চুপ করে বসে আমার মুখের ছুটো জ্ঞানের কথা শোনো আর চেষ্টা করো কথাগুলো মনে রাখতে, কেননা শেষ বয়সে এগুলো তোমার কাজে আসবে। আমি কখনো বিষয় ছাড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গে যাই না। সেটি হবার জো নেই আমার কাছে। কিন্তু তুমি আর মাকার যখন গীর্জার গায়কদলের ডীকনের মতো আমার উপর হম্বিতম্বি জুড়ে দাও তখন ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয়ই হোক আমি ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলি। এখন যে কথাটা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে এই যে আমি পার্টিতে থাকি চাই না-ই থাকি সাম্যবাদে গিয়ে পৌঁছোবোই। আর সেটা এখানকার ঐ ছিচকাঁদুনে উইলি কন্দ্রাতের মতো নয়, যাবো নাচতে নাচতে আর হাসি তামাশা করতে করতে। কেননা, আমি হচ্ছি বিশুদ্ধ প্রোলেতারিয়েত, ছোটখাটো সম্পত্তির মালিক নই, স্পষ্ট কথায় সেটা বলে দিচ্ছি আমি। তাছাড়া একজন প্রোলেতারিয়ান, কথাটা যেন কোথায় পড়েছি মনে পড়ে, যে তার শিকলটা ছাড়া আর কোনো কিছু হারাবার নেই? অবশ্য আমার

ঘরে কুকুর বাঁধা পুরানো শিকলটা ছাড়া আর কোনো শিকলই নেই—আর সেটাও যখন আমি খুব ধনী ছিলাম তখনকার দিনের। কিন্তু একটা বুড়ি মেয়েছেলে আছে আমার ঘরে আর সেটা, বুঝলে বাছারা, যে কোনো শিকলের চাইতেও, এমন কি কয়েদীর ডাণ্ডাবেড়ীর চাইতেও জঘন্য। কিন্তু আমি আমার বুড়িটাকে হারাতে চাই না, ও থাকুক আমার সঙ্গেই কিসের পরোয়া করি আমি। কিন্তু ও যদি আমার পথ আটকে দাঁড়ায়, সাম্যবাদে পৌছবার পথে বাধা দেয় আমাকে, তা হলে এমন তাড়াতাড়ি ওকে পাশ কাটিয়ে সটকে পড়ব যে ও হেঁচকি তোলার অবসরটুকুও পাবে না! এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকতে পারো তোমরা! যখন খেপে উঠি তখন ভয়ঙ্কর দুঃসাহসী লোক আমি আর কারোর পক্ষেই তখন আমার পথ আটকাতে না আসাই মঙ্গল। হয় তাকে পায়ের তলায় পিষে মেরে রেখে যাব নয় তো ধাক্কা মেরে এত তাড়াতাড়ি পিছে ফেলে পালিয়ে যাব যে চোখের পলক ফেলারও সময় পাবে না!

"থামো ঠাকুর্দা, তোমার সময় শেষ হয়ে গেছে! টেবিল ঠুকে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল নাগুলনভ।

"এক্ষুণি শেষ করছি মাকার বুড়ো খোকা! অত জোর টেবিল চাপড়িও না, হাতে ব্যথা লাগবে। সুতরাং আমি বলছিলাম এই কথা। তোমরা সবাই যখন কন্দ্রাতের পক্ষে, বেশ, আমার কি পরোয়া? আমিও ওর বিপক্ষে নই, নাও ওকে পার্টিতে। ও হচ্ছে একটা সম্মানিত কঠোর পরিশ্রমী ছেলে, একথা চিরটা কালই বলে এসেছি আমি। কিন্তু যদি তোমরা সত্যি সত্যিই মূল্য দাও আর সঠিকভাবে বিচার করো জিনিসটাকে তা হলে কন্দ্রাতকে যে নিশ্চয়ই পার্টিতে নেয়া উচিত তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। আর সাফ কথায় বলে দিচ্ছি আমি সেটা! এক কথায় কন্দ্রাত পার্টি সভ্য হওয়ার খুবই উপযুক্ত লোক। আর এইটাই হচ্ছে আমার শেষ কথা!"

"শুরু করলে একটা লোককে কবর দিতে আর শেষ করলে তার স্বাস্থ্য কামনা করে, কি বলে?" মন্তব্য করল রাজমিয়োৎনভ।

কিন্তু সমবেত জনতার হাসির রোলে ওর কথাটা কারোর কানে পৌছাল না।

নিজের অভিনয়ে দারুণ খুশি হয়ে ঠাকুর্দা শ্চুকার ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল বেঞ্চের উপরে। জামার হাতা দিয়ে চাঁদির ঘাম মুছে পাশে বসা আন্তিপ গ্রাচ্‌কে জিজ্ঞেস করল:

"বেশ চমৎকার সমালোচনা করা গেল কি বলো ?"

"তোমার কিন্তু নাটুয়া হওয়া উচিত ছিল, ঠাকুর্দা," কানে কানে ফিস ফিস করে বলল আস্তিপ।

আড় চোখে শ্চুকার পাশের লোকটির দিকে তাকাল, কিন্তু ঘন কালো চাপ দাড়ির তলায় ওর ঠোঁটের কোণের মুচকি হাসি তার নজরে পড়ল না।

"তা হতে যাব কিসের জন্যে ?" জিজ্ঞেস করল শ্চুকার।

"দু হাতে টাকা কুড়োতে পারবে, আঁজল ভরা টাকা! সব চাইতে আরামের কাজ, এমনটি আর কোথাও দেখতে পাবে না। কাজের মধ্যে তোমাকে করতে হবে মাত্র এইটুকু যে কয়েকটা মজার গল্প বলে লোকদের হাসাতে হবে। প্রাণভরে যতখুশি আজেবাজে বকো, যতখুশি আত্মম্ভরিতা করো, সেটাই হচ্ছে যা কিছু সব। অনায়াসে টাকা রোজগার তাছাড়া তোমার হাতেও নোংরা লাগবে না।"

স্পষ্টতঃই উসখুস করে উঠল ঠাকুর্দা শ্চুকার। বেঞ্চের উপর বসে বসেই ছটফট করতে করতে মুচকি মুচকি হাসতে শুরু করে দিল।

"আস্তিপ বাপ আমার! মনে রেখ শ্চুকার হচ্ছে একজন বিজয়ী! সে যদি কিছু বলে তো নিশ্চিত জেনো সে বলবে একেবারে মোক্ষম কথাটি, অব্যর্থ টিপ করে! এদিক সেদিক গুলি ছুঁড়বে তেমন বান্দা সে নয়! বেশ তো, শেষ পর্যন্ত, নয়ই বা কেন ? চরম খারাপের ওপরেও যদি চরম খারাপ কিছু ঘটে, শেষ পর্যন্ত বার্ধক্য যদি চূড়ান্তভাবেই আমাকে আক্রমণ করেই বসে তখন আমি ভাবছি নাটুয়াই হবো। এ ব্যাপারে ছেলেবেলা থেকেই আমার আর দুটি জুড়ি নেই। আর এখন তো সবই ঠিক ঠিক রপ্ত হয়ে গেছে আমার! চোখ বুজে করে যেতে পারি।"

ফোঁকলা মাড়ি দিয়ে চিবোতে চিবোতে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলো বুড়ো তারপর আবার জিজ্ঞেস করল :

"নাটুয়া হলে এখানে ওরা কতো করে দেয় সে কথাটা কি শুনেছ টুনেছ কখনো ? এটা কাজ অনুপাতে, না কি ? এক একটা লোকের মাইনে কত ? তুমি যে আঁজলাভরা টাকার কথা বললে সে বোধ হয় তামার পয়সা, বুঝলে। কিন্তু তাতে আমার পোষাবে না। অবশ্য এমন অনেক কিপটে বুড়ো আছে যারা পয়সাটাকেই টাকা হিসেবে দেখে।"

"তুমি যেমন করবে তেমনি তোমাকে টাকা দেবে আর যত বেশি বড়াই

করতে পারবে তার জন্যে পাবে বোনাস।” গম্ভীর মুখে বলল আস্তিপ।
“যত বেশি বড়াই করবে তত বেশি ভাঁড়ামো করবে, বেশি মাইনে দেবে
ওরা। কিছুই করে না ওরা, কেবল খানাপিনা করে আর এক শহর থেকে
আরেক শহরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়! সত্যিকারের আয়েসী জীবন—তাছাড়া
পাখির মতোই স্বাধীন ওরা।”

“চলো আস্তিপ বাপ আমার, চলো একটু ধোঁয়া টেনে আসিগে বাইরে
গিয়ে।” হঠাৎ সভার ব্যাপারে সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে প্রস্তাব করল
শচুকার।

ক্লাশ-ঘরের ভিড় ঠেলে ওরা বেরিয়ে এসে বেড়ার পাশে রোদ-তপ্ত মাটির
উপরে বসে সিগারেট ধরাল।

“আস্তিপ বাপ, এদিকে কোনো নাটুয়া দেখেছ তুমি?”

“অঢেল। আমি যখন সেনা-বাহিনীতে গ্রোদনো শহরে ছিলাম অঢেল
দেখেছি ওদের।”

“বটে, ওরা দেখতে কেমন?”

“নেহাৎ সাধারণ।”

“দেখে কি মনে হয় ওরা বেশ ভালো খায়দায়?”

“এক একটা শুয়োরের মতো মোটা।”

দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল শচুকার।

“তাহলে, কি শীত, কি গ্রীষ্ম সব সময়েই ওরা বেশ ভালো ভালো খেতে
পায় বলো?”

“এর চাইতে ভালো আর কিছু নেই।”

“তাহলে, কোথায় গেলে পরে ওদের দলে ভিড়ে পড়া যায়?”

“রোস্তভে, আমার মনে হয়—কাছা কাছি আর কোথাও পাবে না।”

“ওটা তেমন দূর নয়…এমন সুখের চাকরীর কথাটা আগে বলোনি কেন
আমাকে তুমি? অনেক আগেই হয়ত আমি গিয়ে ভিড়ে পড়তাম। তুমি
জানো যে কোনো সোজা সহজ কাজে আমি ভয়ঙ্কর রকমের পটু, এই যেমন
অভিনয় টভিনয় এই ধরনের কাজে। কিন্তু ভাঙা হাড়ের জন্যে খামারের এই
সব ভারি কাজ আমি পেরে উঠি না। এমন একটা চমৎকার রুজি রোজগার
থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করে রেখেছ, ব্যাটা হেঁড়ে মাথা কোথাকার!”
নিদারুণ বিরক্তির সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠল শচুকার।

"কিন্তু আগেতো আর এসম্পর্কে কোনো কথা হয়নি আমাদের।" প্রতিবাদ করে বলল আস্তিপ।

"অনেক আগেই পথটা আমাকে বাত্‌লে দেয়া উচিত ছিল তোমার। তাহলে এতদিনে নাটুয়া হিসেবে খুব মজাসেই থাকতে পারতাম। আর যখন বাড়ি আসতাম বুড়িটাকে দেখতে, মার গুল্লি!—তখন টেবিলে এক বোতল ভদকাও থাকত তোমার জন্যে, তোমার এই ভালো পরামর্শটি দেয়ার জন্যে। সুতরাং আমি পেতাম ইচ্ছে মতো সব রকমের ভালো ভালো খাবার আর তুমিও মদে চুর হয়ে উঠতে। আঃ আস্তিপ, কী চমৎকারই না হত তাহলে, তাই না!···খুব ভালোই একটা জিনিস খুঁজে বের করেছি আমরা! আজ সন্ধ্যায়ই আমি বুড়িটার সঙ্গে কথাবার্তা বলবখন, তারপর সামনের শীতকালে হয়ত বেরিয়েই পড়ব দু পয়সা রোজগারের ধান্ধায়। দাভিদভ কিছু মনে করবে না, তাছাড়া বাড়তি পয়সাটাও তো সংসারে খুব কাজেই আসবে। একটা গাই কিনব, ডজন খানেক ভ্যাঁড়া, একটা শুয়োর, আর তখন সব কিছুরই ভোল বদলাতে শুরু করবে···" ঠাকুর্দা শচুকার বেপরোয়াভাবে কল্পনার রাজ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। তার পর আস্তিপের নীরবতায় আরো উৎসাহিত হয়ে বলে চলল: "ঘোড়ার খিদমত করে করে আমি তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি, বুঝলে, কথাটা না বলে আর পারছি না। তাছাড়া শীতকালে গাড়ি হাঁকানোটা আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। খুবই নরম হয়ে পড়েছি আজ কাল। তুষারটা আর সহ্য করতে পারি না। স্বাস্থ্যও আর নেই আগের দিনের মতো। ঘণ্টাখানেক স্লেজ-এর ওপর বসে থাকলেই ঠাণ্ডায় নাড়িভুঁড়ি জমে জট পাকিয়ে যায়। তাছাড়া তুষার যদি একবার কায়দা করে ফেলতে পারে তাহলে অনায়াসেই আঁতুড়ি কুঁকড়ে দেবে কিংবা যেমন আমাদের খারিতন বেচারা মারা গেছে তারই মতো শিরার ব্যারামে ধরবে। কিন্তু তার জন্যেও আমি ব্যস্ত হয়ে উঠিনি। সামনে অঢেল কাজ পড়ে রয়েছে আমার তাছাড়া যদি দেহটা ছিঁড়ে আধখানা নিয়ে গিয়েও পৌছাই তবু আমাকে সাম্যবাদে গিয়ে পৌছাতেই হবে।"

কিন্তু এই শিশুর মতো সরল বিশ্বাসী বুড়ো মানুষটাকে নিয়ে মজা করার ব্যাপারে হয়রান হয়ে পড়েছে আস্তিপ, তাই এখানেই শেষ করে দেবার মনস্ত করল।

"নাটুয়ার দলে ভর্তি হওয়ার আগে সব দিক বেশ ভালো করে ভেবে চিন্তে দেখে নিও কিন্তু ঠাকুর্দা।"

"ভাববার তো কিছুই নেই এর ভিতরে", প্রত্যয়ভরা সুরে বলে উঠল ঠাকুর্দা শ্চ্কার। "ওখানে গিয়ে যদি সহজে কিছু টাকা পাওয়াই যায় তাহলে এই শীতেই যাবো আমি কিছু কুড়িয়ে আনতে। কিছু লোককে হাসানো আর দু একটা গপ্প বলা—এটাকে কি খুব একটা শক্ত কাজ বলো তুমি!

"এমন অনেক টাকা আছে যা ঠিক নেয়ার মতো নয়…"

"তার মানে, কি বলতে চাইছ তুমি?" সংযতভাবে জিজ্ঞেস করল শ্চ্কার।

"এ-সব নাটুয়ারা মারও খায়।"

"মার খায়? কে মারে?"

"লোকেরা, যারা পয়সা দিয়ে টিকেট কেনে তারা।"

"কিন্তু কিসের জন্যে তারা ওদের মারপিট করে?"

"করে, যদি কোনো নাটুয়া ভুল করে কিছু বলে কিংবা লোকটাকে তাদের পছন্দ না হয় বা তার গলার আওয়াজে তারা বিরক্ত হয়ে ওঠে তখন তারা সেই লোকটাকে ধরে মার লাগায়।"

"মানে সত্যি সত্যিই মারে তুমি বলছ, না ঠাট্টা করে শুধু ঘাবড়ে দেয়ার জন্যে মারে?"

"ঠাট্টা তামাশা জাহান্নামে যাক। এক এক সময়ে কোনো কোনো নাটুয়াকে ওরা এমন ভয়ঙ্কর মার লাগায় যে তাকে থিয়েটার থেকে সোজা হাসপাতালে চালান করতে হয় কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবরখানায়ও। আগের দিনে নিজের চোখেই দেখেছি আমি এমন সব ঘটতে। এক নাটুয়ার কানটাই কামড়ে ছিঁড়ে নিল, আর তার পিছনের ঠ্যাং মুচড়ে সামনে এনে দিল। ফলে বেচারাকে তেমনি অবস্থায়ই বাড়ি ফিরে যেতে হল…

"একটু দাঁড়াও। কী বলছ তুমি—তার পিছনের ঠ্যাং? তার মানে তুমি কি বলছ যে তার চারটে ঠ্যাং ছিল?"

"সব রকমের ব্যবস্থাই আছে ওদের…। দেখাবার জন্যেই রাখে তাদের। কিন্তু একটু ভুল হয়েছে আমার। আমি বলতে চেয়েছিলাম তার সামনের

পা-টা, মানে বাঁ পা-টা। সেটা মুচড়ে এমনভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছিল যে পিছনের দিকটা সামনে এসে গিয়েছিল। কিছুতেই তুমি বুঝে উঠতে পারবে না কোন দিকে সে যাচ্ছে। তাছাড়া হতভাগা শয়তানটার সে কী চিৎকার! শহরের যে-কোনো জায়গা থেকে শুনতে পেতে! আর ইস্টিমের ইঞ্জিনের মতো তার সে কী ভয়ঙ্কর নাকের ফোঁস ফোঁসানী শুনে আমার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছিল!"

তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে বহুক্ষণ আস্তিপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শচুকার। সম্ভবতঃ অতীতের এই অপ্রীতিকর স্মৃতি মনে পড়েই মুখটা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত শচুকার ওর কথাটা বিশ্বাস করতেই মনস্থ করল।

"কিন্তু পুলিস কী করল, নাড়িভুঁড়ি পচুক ব্যাটাদের!" রেগে উঠে জিজ্ঞেস করল শচুকার। "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেমন করে এসব বরদাস্ত করত ওরা?"

"মারপিটে পুলিসও ভিড়ে পড়ত। স্বচক্ষে দেখেছি একটা পুলিস বাঁ-হাতে হুইসেল নিয়ে হুইসেল বাজাচ্ছে আর ডান হাতে পিটে খোঁড়া করে দিচ্ছে নাটুয়াটাকে।"

"জার-এর আমোলে সেটা হতে পারত, বুঝলে বাপ আস্তিপ, কিন্তু সোভিয়েত শাসনে পুলিসের মারপিট করার হুকুম নেই।"

"সাধারণ নাগরিকদের গায়ে অবশ্য পুলিস হাত দেয় না সেটা ঠিক, কিন্তু ওরা নাটুয়াদের মারধর করে, কেননা, তা করার এক্তিয়ার আছে তাদের। আবহমানকাল থেকে চলে আসছে এটা। এ ব্যাপারে কিছুই তোমার করার নেই!"

সন্দিগ্ধভাবে একটা চোখ কোঁচকাল ঠাকুর্দা শচুকার।

"ফক্কুড়ি করছ তুমি আস্তিপ শয়তানের বাচ্চা! কিছুতেই তোমার কথা বিশ্বাস করি না আমি...। আজকালও যে নাটুয়াদের ধরে পেটে সে খবর জানলে কি করে তুমি? গত ত্রিশ বছরের মধ্যে তো তুমি কখনো শহরে পা দাওনি। কোনো দিন গাঁয়ের বাইরেও নাক গলাওনি, তবে এ-সব জানলে কি করে তুমি?"

"আমার এক ভাগনে থাকে নভোচেরকাস্ক-এ। চিঠিতে সে শহুরে জীবনের কথা লিখে জানায় আমাকে।" প্রত্যুত্তরে বলল আস্তিপ।

"ভাগনে, সে হয়ত জানতে পারে..." আবার একটু ইতস্তত: করল শ্চুকার। পরক্ষণেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল আর সঙ্গে সঙ্গেই ওর মুখটা অন্ধকার হয়ে উঠল। "তাহলে ওর ভিতরে একটা ফাঁদ আছে, কি বলো বাছা আস্তিপ...মনে হচ্ছে নাটুয়া হওয়াটা একটু বিপজ্জনক কাজ...ভালো কথা, সেখানে যদি অমনি করে একজন আরেকজনের গলা কাটে তো নিশ্চয়ই সেটা আমার জায়গা নয়। ঝাড়ু মার অমন সুখের জীবনের কপালে!"

"ভাবলাম, সময় মতো তোমাকে একটু সাবধান করে দি, তাই বলা। তুমি বরং তোমার ঘরের বুড়িটার সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নাও তারপর একটা কাজটাজ খুঁজে নিও।"

"এ ব্যাপারে বুড়ির কোনো দরকার নেই," প্রত্যুত্তরে শুকনো গলায় বলে উঠল শ্চুকার, "যদি খারাপই কিছু ঘটে তাহলে সে তো আর চাট খাবে না। সুতরাং ওর পরামর্শ ইবা নিতে যাব কেন?"

"বেশ মন ঠিক করে ফেল তাহলে," বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল আস্তিপ তারপর সিগারেটটা গোড়ালির তলায় ফেলে পিষে দিল।

"তেমন তাড়াতাড়ির কিছু নেই আমার। শীতকাল আসতে এখনো ঢের দেরি। তা সে যাই হোক মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে যেতে খুবই কষ্ট হবে আমার তাছাড়া বুড়িটাও একেবারে একা পড়ে যাবে...। না, আস্তিপ, বাপ আমার, আমাকে ছাড়াই বরং বেশ চলবে নাটুয়াদের। চুলোয় যাক ওসব সস্তার পয়সা! তাছাড়া ভেবে দেখলে তেমন সস্তাও মোটেই না। রোজ রোজ যদি লোকেরা তাদের হাতের কাছে যা পাবে তাই দিয়ে ধরে ঠ্যাঙায় আর তাকে রক্ষা করার বদলে পুলিসও যদি ঘুসাটা-ঘুসিটা চালাতে শুরু করে দেয় তবে—না থাক, একান্ত ব্যাগ্রতা করছি ধন্যবাদ তোমাদের। ও-সব সরপুলি ক্ষিরপুলি তোমরাই খাও! বাচ্চা বয়েস থেকেই ঢের নির্যাতন সহ্য করেছি আমি! হাঁস বলো বলদ বলো কুকুর বলো, জানি না, আর কি কি আছে, সবাই-ই আমাকে দেখলে তেড়ে আসে। তার উপর এখন আবার একটা বাচ্চাও কে যেন আমার ঘাড়ে বেমালুম চাপিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা কি খুব ভালো বলে মনে করো? কিন্তু বুড়ো বয়সে নাটুয়া হয়ে মারা পড়া বা দেহের কোনো অংশ মুচড়ে উলটে দিল—না, খুবই ব্যাগ্রতা করে

ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাদের! আমার দ্বারা সেটি চলবে না! চলো বাপ আস্তিপ, এখন সভায় গিয়ে বসি, ও জায়গাটা খুবই নিরাপদ আর আনন্দেরও বটে। থাক পড়ে নাটুয়ারা ওরা ওদের নিজের চরখায় খুব তেল দিতে পারবেখন। আমার বিশ্বাস ওরা হচ্ছে কঠিন জাতের একদল জোয়ান শয়তান। এই সব মারধোর যা ওরা খেয়ে থাকে তাতে ওদের মোটাসোটাই করে তোলে। কিন্তু আমার বয়েস হয়েছে। হতে পারে ওখানকার খাওয়া দাওয়া ভালো, কিন্তু যদি দু চারটে ধোলাই খেতে হয় আমাকে তবেই তো আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে। অমন সুখ সচ্ছল জীবন কোন কাজে লাগবে আমার শুনি? ঐ সব বেকুব যারা নাটুয়া বেচারাদের ধরে পেটে তারা আমাকে তো ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলবে। না, আমি নাটুয়া হতে চাই না। তুমি ব্যাটা কালো ধেড়ে শয়তান, আমাকে আর প্রলোভন দেখাতে এস না আর আমার সে কম্মটি সেরে দিও না একেবারে! সেই পাগলা বেকুবটা যে ঐ নাটুয়ার কান কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছিল আর যে ভাবে তার পা মুচড়ে ঘুরিয়ে দিয়েছিল আর পিটেছিল তোমার মুখে সে কথা শোনার পর থেকেই আমার কানে কটকটি শুরু হয়ে গেছে, পাটা মটমট করছে, আর গায়ের সমস্ত হাড়ে হাড়ে কনকনানি ধরে গেছে যেন আমাকেই ওরা পিটেছে, আমারই কান কামড়ে নিয়েছে আর পেড়ে ফেলে সর্বত্র টেনে ছিঁচড়ে নিয়ে বেড়িয়েছে…। এ ধরনের ভয়ঙ্কর গল্প শুনে গোলা ফাটার শব্দে আতঙ্কগ্রস্ত রোগীর মতো আমার শিরায় শিরায় ভীষণ কাঁপুনী ওঠে। সুতরাং দোহাই ঈশ্বরের, তুমি বরং একাই সভায় ফিরে যাও, আমি এখানে খানিকক্ষণ বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে আমার শিরাগুলোকে চাঙ্গা করে তুলি তারপর আবার গিয়ে দুবৎসভের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠবে। কিন্তু এক্ষুনি গিয়ে বক্তৃতা দেবার মতো মেজাজ নেই আমার, বুঝলে বাপ আস্তিপ। কেমন যেন একটা কাঁপুনী আমার শিরদাড়ার ভিতরে ওঠা নামা করতে শুরু করেছে আর হাঁটু দুটোও কেমন যেন কাঁপছে, ঠকঠক করে বাড়ি খাচ্ছে হাঁটুতে হাঁটুতে, যাহান্নামে যাক! সোজা হয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই পারছি না…”

আর একটা সিগারেট পাকাতে শুরু করল শ্চুকার। কিন্তু সত্যি সত্যিই ওর হাত দুটো এমনভাবে কাঁপছে যে ঘরের দা-কাটা তামাকের মোটা মোটা কালিগুলো খবরের কাগজের টুকরাটার ভিতর থেকে ছিঁটকে ছিঁটকে

পড়ছে। আর মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে কুঁচকে কুঁচকে উঠছে। কপট সহানুভূতিভরা দৃষ্টিতে আন্তিপ বুড়োর মুখের দিকে তাকাল: "তুমি যে এতটা ভয় কাতুরে তা তো কখনো জানি না আমি ঠাকুর্দা, তাহলে নাটুয়ারা যে রকম দুঃখে জীবন কাটায় কে সম্পর্কে কিছুই বলতাম না আমি তোমার কাছে…না, ঠাকুর্দা অভিনয় তোমার উপযুক্ত কাজ নয়! তুমি বরং তোমার উনুনের পাশে বসে থেকো, আর মেলাই টাকার দিকে নজর দিওনা। তাছাড়া তোমার ঘরের বুড়িটাকে ছেড়ে বেশি দিন কোথাও থাকাটাও তো চলবে না তোমার। তার বয়সের কথাটাও তো ভাবতে হবে তোমাকে…"

"হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস, ও যখন শুনবে যে ওরই জন্যে আমি বিদেশে চলে গিয়ে নাটুয়া হতে চাইনি, নিশ্চয়ই খুবই কৃতজ্ঞ হবে আমার ওপর! ওর ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতার আর শেষ থাকবে না!"

এই সুখবরটি ওর ঘরের বুড়িটার কাছে বলতে গিয়ে যে আনন্দ ও নিজে পাবে আর বুড়িটাকে দেবে সে কথা মনে মনে চিন্তা করে আবেগের চোটে ঠাকুর্দা শচুকার মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে মাথা নাড়তে আরম্ভ করল। কিন্তু ততক্ষণে ওর মাথার উপরে ভয়ঙ্কর ঝড় ঘনিয়ে এসেছে, এমন কি সেটা প্রায় ফেটে পড়ার উপক্রম…

বুড়ো মানুষটি জানতেও পারে নি যে তার প্রাণের বন্ধু মাকার নাগুলনভ গাঁয়ের একটি ছেলের হাত দিয়ে শচুকারের স্ত্রীর কাছে কড়া নোটিশ পাঠিয়েছে যে সে যেন এক্ষুনি স্কুল বাড়িতে এসে যে-কোনো অছিলায় বুড়োকে বাড়ি নিয়ে যায়।

"তোমার ঘরের বুড়িটা ঠিকই জানতে পায় কখন লোকে তার সম্পর্কে আলোচনা করছে," এতক্ষণে একটা তৃপ্তির আওয়াজ ছেড়ে খোলাখুলিভাবেই হেসে উঠে বলল আন্তিপ গ্রাক।

ঠাকুর্দা শচুকার মুখ তুলল। প্রশান্ত মৃদু হাসি মুহূর্তে মুছে গেল ওর মুখ থেকে, যেন ভিজা স্পঞ্জ দিয়ে কেউ মুছে নিয়েছে নিশ্চিহ্ন করে। গম্ভীর দৃঢ়তাভরা প্রভুত্বব্যঞ্জক কঠোর মুখে বৃদ্ধা সোজা এগিয়ে এসেছে ওর দিকে!

"চুলোয় যাক মাগী!" হতবুদ্ধি হয়ে বিড় বিড় করে বলে উঠল ঠাকুর্দা শচুকার 'কোত্থেকে আচমকা এসে হাজির হল অভিশপ্ত জীবনটা?

খানিক আগে বিছানায় পড়ে এমন কাতরাচ্ছিল রোগের জ্বালায় যে মাথাটাও তুলতে পারছিল না আর এখন কিনা এখানে এসে হাজির! কিন্তু কোন মহামারীতে টেনে এনেছে ওকে?"

"বাড়ি চলো ঠাকুর্দা!" এমন সুরে হুকুম করল বৃদ্ধা যা এড়াবার কোনো উপায়ই নেই।

খরগোশ যেমন করে সম্মোহিত হয়ে সাপের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে মাটির উপর বসা অবস্থায় তেমনি ভাবেই ঠাকুর্দা শ্চুকার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"সভা এখনো ভাঙেনি গো লক্ষীটি, আমাকে বক্তৃমে দিতে হবে যে। গাঁয়ের প্রধান একান্তভাবে অনুরোধ করেছে আমাকে," অবশেষে আস্তে আস্তে বলে উঠল শ্চুকার আর কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা হিক্কা তুলল।

"তুমি না থাকলেও ওরা ঠিক চালিয়ে নিতে পারবে। উঠে এস! বাড়িতে কাজ আছে।"

বৃদ্ধা তার স্বামীর চাইতে এক মাথা উঁচু আর ওজনেও দ্বিগুণ। কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জকভাবে বুড়োর হাতটা ধরে তাকে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেল ঠাকুর্দা শ্চুকার আর দারুণ রাগে পা দাবড়াতে শুরু করে দিল: "না, কক্ষোণই যাবো না আমি! আমাকে বক্তৃমে দিতে না দেয়ার কোনই অধিকার নেই তোমার। এটা কিছু আর পুরানো আমোল নয়!"

আর একটি কথাও না বলে বৃদ্ধা ঘুরে দাঁড়িয়ে লম্বা পা ফেলে বাড়ি-মুখো চলতে শুরু করে দিল। আর ঠাকুর্দা শ্চুকার বাধা দেয়ার ক্ষীণ চেষ্টা করতে করতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল ওর পাশে পাশে। বুড়োর সমস্ত চেহারা ঘিরে ফুটে উঠেছে নিয়তির হাতে অন্ধ আত্মসমর্পণের একটা নীরব ভঙ্গি।

নীরবে হাসতে হাসতে আস্তিপ গ্রাক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওকে। কিন্তু স্কুল ঘরের বারান্দার সিঁড়ির উপরে উঠে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ আপন মনেই ভাবল: "ঈশ্বর না করুন, বুড়োটা যদি মরে যায় গাঁখানা একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে ওর অভাবে।"

তেইশ

ঠাকুর্দা শ্চুকার স্কুল ছেড়ে চলে যেতেই সভার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। দ্বুবৎসভের সভ্যপদ প্রার্থিতার আলোচনা প্রসঙ্গে যৌথ চাষীরা সুশৃঙ্খলভাবে তাদের নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করল। আচমকা ফেটে পড়া উচ্চ হাসির রোলে বাধা পড়ল না তাদের বক্তৃতা। তারপর সমস্ত লোককে অবাক করে দিয়ে যখন কামার আইপোলিত শালি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করল, মনে হল, ঝড়ের আগে নিষ্ফল শান্ত অবস্থারই মতো যেন কিছু একটা নেমে আসছে সভার উপরে।

পার্টি সভ্যপদ প্রার্থীদের সব দরখাস্তগুলোই বিভিন্ন দিক থেকে আলোচিত হয়ে গেছে। জনসাধারণের ভোটে তিনজন প্রার্থীরই পার্টি সভ্যপদ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল ছ মাসের শিক্ষানবিশির মেয়াদ সহ। তখন শালি কিছু বলার জন্যে অনুমতি চাইল। একটা জানালার সামনে বেঞ্চের উপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জানালাটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল: "আমাদের গুদামের ম্যানেজার ইয়াকভ লুকিচকে আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"ইচ্ছে করলে দুটোও করতে পারো," খুশিভরা আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল মাকার নাগুলনভ।

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই ইয়াকভ লুকিচ অস্ত্রোভনভ শালির মুখের দিকে তাকাল। ওর মুখখানা কঠোর আর উদ্‌বেগভরা আশঙ্কায় উন্মুখ।

"আজ এখানে আমরা দেখছি যে লোকেরা পার্টিতে যোগ দিচ্ছে, তারা শুধু পার্টির আশপাশে থেকেই বাঁচতে চায় না। চায় এর ভিতরে থেকে সুখ দুঃখ সমানভাবেই ভোগ করতে।" কালো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে অস্ত্রোভনভের দিকে তাকিয়ে গভীর কর্কশ গলায় বলে চলল শালি, "তাহলে তুমি কেন পার্টিতে যোগ দেয়ার জন্যে দরখাস্ত করছ না ইয়াকভ লুকিচ? কথাটা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতে চাই আমি তোমাকে। কেন তুমি পিছনে ঝুলে রয়েছ? কিম্বা, পার্টি যে আমাদের জন্যে সচ্ছল সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে বরফের তলায় মাছের মতো মাথা কুটে মরছে সেটাকে তুমি কুত্তার পেচ্ছাপের মতোও জ্ঞান করো না, না? কিন্তু তুমি,

কী করছ তুমি? তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ ঠাণ্ডা ছায়ায় নির্ঝঞ্ঝাট শান্ত জীবন, যাতে কেউ তোমার গায়ে এতটুকুও আঁচড় লাগাতে না পারে। তুমি আশায় বসে আছ অন্যেরা ভালো ভালো জিনিস তোমার বাড়ি বয়ে নিয়ে গিয়ে প্লেটে করে তোমার মুখের সামনে তুলে দেবে, তাই না? কিন্তু কী দৃষ্টান্ত তুমি দেখাচ্ছ? লোকজনের সামনে খুবই একটা চমৎকার শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরছ তুমি…। যদি শুনতে চাও তো বলি! গাঁয়ের সবার কাছে এটা খুবই একটা শিক্ষা নেয়ার মতো দৃষ্টান্ত।"

"আমার নিজের জীবিকা নিজে আমি রোজগার করি, তোমার কাছে এখন পর্যন্ত! আমি তো কিছু আর মাগতে যাই নি," প্রত্যুত্তরে কড়া সুরে বলে উঠল অস্ত্রোভনভ।

কিন্তু শালি প্রভুত্বব্যঞ্জকভাবে বাঁ হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল, যেন ওর ঐ যুক্তিহীন তর্কটাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, তারপর বলল: জীবিকা রোজগার করার অনেক রকম পন্থাই আছে। কাঁধে একটা থলে নিয়ে দোরে দোরে ভিখ মেগে বেড়াতে পারো তাতেও তুমি উপোস করবে না। কিন্তু আমার কথা সেটা নয়। তাছাড়া, টঁ্যাটায় গাঁথা সাপের মতো মোচড় দিতে শুরু করো না, ইয়াকভ লুকিচ—আমি কী বলতে চাইছি তা তুমি জানো! আগের ব্যক্তিগত মালিকানার দিনে লোভীর মতো তুমি কাজ খুঁজে বেড়াতে। যে কোনো কাজে নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে যদি তাতে দুটো বাড়তি পয়সা আসে। কিন্তু এখন তুমি খুবই একটা সহজ কাজ বেছে নিয়েছ, যেন চোখ বুঁজে অন্ধের মতো করে যাচ্ছ…। কিন্তু সেটাও আমার কথা নয়। তোমার এই এড়িয়ে এড়িয়ে চলা লুকোচুরির জীবন সম্পর্কে দুনিয়ার কাছে জবাবদিহি করার সময় হয়ত এখনো আসেনি। সে দিন আসবে আর তার জবাবও দিতে হবে তোমাকে। কিন্তু এখন শুধু এইটুকু বলো দেখি দশজনার সামনে, কেন তুমি পার্টিতে আসছ না?"

"পার্টি সভ্য হওয়ার মতো শিক্ষা আমার নেই" প্রত্যুত্তরে খুব আস্তে বলে উঠল অস্ত্রোভনভ। এতো আস্তে বলল যে যারা ওর পাশে বসে ছিল তারা ছাড়া স্কুলের আর কারোর কানেই ওর কথাটা পৌঁছাল না।

পিছন থেকে কে যেন একজন আদেশের সুরে চিৎকার করে বলে উঠল: "জোরে বল। বিড় বিড় করে কি বলছ শুনতে পাচ্ছি না আমরা! আবার বলো কি বলছিলে!"

বহুক্ষণ চুপ করে রইল অস্ত্রোভনভ কোনো জবাব দিল না। যেন সে ঐ অনুরোধটা পর্যন্ত শুনতে পায়নি। ঐ নেমে আসা প্রত্যাশাভরা নীরবতার ভিতর দিয়ে ভেসে আসছিল নিস্তরঙ্গ নালার অন্ধকার বুক থেকে ব্যাঙ-এর মিলিত কণ্ঠের নিরবচ্ছিন্ন ডাক। আর বহু দূর থেকে, সম্ভবত: গাঁয়ের ওপারের পুরাণো হাওয়া-কলের ও দিকের কোথা থেকে কর্কশকণ্ঠ পেঁচার বিষণ্ণ চিৎকার ও জানালার নিচের সবুজ অ্যাকাসিয়া ঝোপের ভিতরে রাত-ডাকা পাখির গেয়ে চলা গানের সুর।

এই দীর্ঘ নীরবতা আরো দীর্ঘায়িত করাটা হয়ত অস্বস্তিকর হয়ে উঠত তাই অস্ত্রোভনভ আরো খানিকটা চড়িয়ে বলে উঠল: "পার্টি সভ্য হওয়ার মতো শিক্ষা আমার নেই।"

"তাহলে শুধু মাল-গুদামের ম্যানেজার হওয়ার মতো শিক্ষাটাই তোমার আছে, পার্টি সভ্য হওয়ার মতো শিক্ষা নেই, কি বলো?" চেপে ধরল শালি।

"একটা হচ্ছে কৃষি ব্যবসায়ের কাজ, অন্যটা রাজনীতি। এ দুটোর মধ্যের পার্থক্য যদি তোমার চোখে না পড়ে থাকে তো আমার পড়েছে।" অস্ত্রোভনভের গলার স্বর উঁচু, স্পষ্ট। এতক্ষণে সে তার বিমূঢ়ভাব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু শালিকে দমিয়ে দেয়া অসম্ভব। একটু নিরস শুকনো হাসি হাসল শালি: "আমাদের এখানে যারা কমিউনিস্ট আছে তাদের কৃষি ও রাজনীতি দুটোই দেখতে হয়। তাছাড়া বিশ্বাস করো চাই না করো, দুটোই তারা পরিচালনা করে থাকে! একটা আর একটার বাধা সৃষ্টি করে না বলেই মনে হয়। তুমি নিছক খানিকটা বাকচাতুরী করছ ইয়াকভ লুকিচ, সত্যি কথা বলছ না...সত্যি যেটা সেটাকে ঢেকে রাখতে চাইছ, তাই তুমি বাকচাতুরী করছ!"

"একটুও বাকচাতুরী করছি না আমি, বাকচাতুরী করার কিছুই নেই।" প্রত্যুত্তরে রুক্ষ গলায় বলে উঠল অস্ত্রোভনভ।

"হাঁ, করছ তুমি! তোমার মনের আড়ালে কোনো একটা ব্যাপার চলছে তাই তুমি পার্টিতে যোগ দিতে চাও না...কিন্তু, হয়ত বা ভুলও হতে পারে আমার? তাই যদি হয়ে থাকে তবে আমার সে ভুলটা শুধরে দাও!"

চার ঘণ্টা ধরে চলে আসছে সভার কাজ। সন্ধ্যার হাড় কাঁপানো শীত সত্ত্বেও স্কুল ঘরের ভিতরটা অসহ্য গুমোট। কড়িডোরে আর ক্লাশ-রুমে কয়েকটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে মিট মিট করে! তাতে মনে হয় যেন আরো বেশি গুমোট করে তুলেছে। কিন্তু তবুও ঘর্মাক্ত দেহে জনতা তেমনি ঠায় বসে রয়েছে নিথর নিষ্কম্প। আর পিছনে কী যেন একটা কুৎসিত কলঙ্কজনক ব্যাপার রয়েছে অনুমান করে নীরবে আশঙ্কাভরা উদ্‌বেগে বুড়ো কামার ও অস্ত্রোভনভের ভিতরে হঠাৎ শুরু হয়ে যাওয়া বাক-যুদ্ধ শুনে চলেছে সবাই।

"আমার মনের আড়ালে কী এমন থাকতে পারে? এত সহজে সব কিছুই যদি তুমি দেখতে পাও তাহলে নিজেই বরং বলো সেটা কী?" প্রায় হারিয়ে ফেলা মানসিক ধৈর্য ফিরিয়ে এনে আত্মরক্ষার বদলে আক্রমণাত্মক সুরে বলে উঠল অস্ত্রোভনভ।

"তুমি নিজেই সে কথার জবাব দাও ইয়াকভ লুকিচ। তোমার হয়ে আমি বলতে যাব কেন?"

"তোমার কাছে আমার বলার কিচ্ছু নেই।"

"আমার কাছে নয়,··জনসাধারণের কাছে বলো···জনসাধারণের কাছে জবাব দাও!"

"তুমি ছাড়া আর কেউই আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করছে না।"

"আমার প্রশ্নের জবাব দেয়া উচিত ছিল তোমার। তাহলে বলতে চাইছ না তুমি? বেশ ভাববার কারণ কিছু নেই, অপেক্ষা করে থাকব আমরা। আজ রাত্রে যদি নাই বলো, বলতে হবে তোমাকে কাল।"

"কিসের জন্যে আমার পিছনে লেগেছ তুমি আইপোলিত? তুমি নিজে কেন পার্টিতে যোগ দিচ্ছ না শুনি? আমার স্বীকারোক্তি আদায় করার চেষ্টা না করে নিজের জবাব নিজে দাও—তুমি কিছু আর পুরুত ঠাকুর এসনি!"

"কে বলেছে তোমাকে যে আমি পার্টিতে যোগ দিতে চাই না?" নিজের বক্তব্য থেকে এতটুকুও বিচলিত না হয়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে প্রত্যেকটি কথায় জোর দিয়ে দিয়ে জবাব দিল শালি।

"তুমি যোগ দাওনি তার মানে তুমি চাও না যোগ দিতে।"

বলেই শালি গলার ভিতর থেকে একটা আওয়াজ বের করে কাঁধের ধাক্কায় জানালাটার কাছ থেকে সরে এল। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসীরা

সরে গিয়ে পথ করে দিল ওর জন্যে। ধীর মন্থর পায়ে শব্দ তুলে এগিয়ে চলল মঞ্চের টেবিলের দিকে আর চলতে চলতে বলছে: "আগে যোগ দেইনি আমি, ঠিক কথা, কিন্তু এখন দিচ্ছি। তুমি যদি যোগ না দাও ইয়াকভ লুকিচ তার মানে আমাকে যোগ দিতে হবে। কিন্তু এখানে এক্ষুনি যদি তুমি যোগ দিতে তবে আমি সরে থাকতাম। আমরা দুজনে এক সঙ্গে একই পার্টির ভিতরে থাকতে পারিনা, তুমি আর আমি! আমরা দুজনে আলাদা পার্টির মানুষ..."

প্রত্যুত্তরে অস্ত্রোভনভ একটি কথাও না বলে একটু অনিশ্চিত অর্থহীন হাসি হাসতে লাগল। টেবিলের সামনে এগিয়ে যেতেই দাভিদভের কৃতজ্ঞতাভরা চকচকে দৃষ্টির সঙ্গে ওর দৃষ্টি বিনিময় হল। তারপর পুরানো হলদে হয়ে ওঠা এক টুকরো ছোট কাগজে লেখা দরখাস্তটা সামনে বাড়িয়ে ধরে বলল: "সুপারিশ করার মতো কাউকে পাইনি। যেমন করে হোক সে বাধাটাও অতিক্রম করতে হবে আমাদের...তোমাদের মধ্যে কে আমাকে সুপারিশ করবে বলতো ছেলেরা? কেউ একজন লিখে দাও!"

কিন্তু দ্রুত হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরে ততক্ষন সুপারিশনামা লিখে চলেছে দাভিদভ। তারপর ওর হাত থেকে কলমটা নিল নাগুলনভ।

সর্বসম্মতিক্রমে আইপোলিত শালির সভ্যপদ গৃহীত হল। ভোটের পরে গ্রিমিয়াকি লগ পার্টি গ্রুপের সভ্যেরা উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল ওকে আর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সভা যোগ দিল ওদের সঙ্গে তাদের শ্রম-শক্ত নোংরা ভারি হাতের তালি বাজিয়ে।

শালি দাঁড়িয়ে। আবেগে ওর চোখ দুটো জল জল করছে। ওর চির পরিচিত গাঁয়ের লোকগুলির মুখের দিকে তাকিয়ে এক অভিনব অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে ওর কানায় কানায় ভরা টলটলে দুটো চোখে। কিন্তু রাজমিয়োৎনভ যখন ওর কানে কানে বলল: "আইপোলিত খুড়ো, জনসাধারণকে দুটো খাঁটি ভালো কথা যদি শুনিয়ে দাও তো কেমন হয়," বৃদ্ধ মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

"বৃথা কথা বলে কোন লাভ নেই। তাছাড়া থলেভরা কথাও যোগায় না আমার...দেখছ কেমন করে ওরা হাততালি দিচ্ছে? আমার বিশ্বাস কিছু না বল্লেও কোনটা যথার্থ তা ওরা বেশ জানে।"

কিন্তু এই কয়েক মিনিটের ভিতরে যার মুখের ভাব দারুণভাবে বদলে

গেছে সে নতুন গৃহীত সভ্যদের ভিতরের কারোর নয়, খোদ পার্টি সেক্রেটারী মাকার নাগুলনভের। এর আগে কোনো দিনও দাভিদভ এমনটি দেখেনি ওকে। মাকার হাসছে, খোলাখুলি মুখভরা হাসি হাসছে মাকার। টেবিলের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কেমন যেন একটু বিব্রতভাবে টিউনিকটা ঠিক করতে করতে আর সামরিক কোমরবন্ধটার বাক্‌ল খুঁটতে খুঁটতে এক একবার পা বদলাচ্ছে আর সর্বোপরি—হাসছে,—সামনের খুদে খুদে দু'পাটি দাঁত বের করে হেসে চলেছে। ওর ঠোঁট দুটো, সব সময়েই যে দুটো দৃঢ় লগ্ন থাকে, হঠাৎ কোণের দিকটা স্ফুরিত হয়ে এক শিশুসুলভ মনভোলা হাসিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া মাকারের কঠোর সংযমভরা মুখে এমন একটা অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে যে দারুণ অবাক হয়ে উস্তিন রাইকালিন বলে উঠল: "মাকারের দিকে তাকিয়ে দেখ—ও হাসছে! কী চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে!"

হাসি-লুকবার এতটুকুও চেষ্টা করল না নাগুলনভ।

"তা হলে নজরে পড়েছে কারোর!" প্রত্যুত্তরে বলল মাকার। "কেন হাসব না আমি? অমি খুশি হয়েছি তাই হাসছি। কে বলেছে আমার হাসতে মানা? প্রিয় নাগরিকবৃন্দ, আমার গাঁয়ের বাসিন্দেরা, আমার মনে হয় আমাদের পার্টি সভা আজ এখানেই শেষ হল। আলোচ্য বিষয় শেষ হয়ে গেছে।"

আগের চাইতেও আরো সোজা হয়ে বুকটান করে প্রশস্ত কাঁধ দুটোকে আরো প্রশস্ত করে টেবিলের পিছন থেকে ঘুরে বেরিয়ে এল মাকার তারপর গলার স্বরে এক অভিনব ধ্বনি তুলে বলল: "পার্টি গ্রুপের সম্পাদক হিসেবে আমি আজ যাঁরা মহান কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। এই অতুলনীয় সম্মানের অধিকারী হওয়ার জন্যে তাঁদের আমি চাই অভিনন্দন জানাতে। তারপর আগের মতোই ঠোঁটে ঠোঁট চেপে শান্ত অনুজ্ঞাসূচক কণ্ঠে বলল; "এই পথে!"

প্রথম এগিয়ে এল কন্দ্রাত মাইদানিকভ। যারা পিছনে বসেছিল তারা লক্ষ্য করল যে ওর গায়ের জামাটা ঘামে ভিজে কোমর থেকে কাঁধ অবধি পিঠের সঙ্গে সেঁটে আছে। "দেখলে মনে হয় ও যেন সন্ত আধখানা মাঠের ঘাস কেটে উঠে এসেছে বেচারা!" ফোকলা মুখে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল

একটি বুড়ি। আর কে যেন একজন নিঃশব্দে চাপা হাসি হেসে বলল: "আজ সন্ধ্যেয় এক চোট গেছে কন্দ্রাতের উপর দিয়ে!"

মাথা নুইয়ে নাগুলনভ তার উত্তেজনায় ঘেমে ওঠা লম্বা হাতের চেটোর ভিতরে কন্দ্রাতের প্রসারিত হাতটা চেপে ধরল। তারপর গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে চাপ দিতে দিতে ঈষৎ কাঁপা কাঁপা গম্ভীর গলায় বলল: "কমরেড! ভাই! বেশ করেছ! আমরা সমস্ত কমিউনিস্টরা আশা করি—সবাই আশা করি আমরা যে, তুমি একজন চমৎকার কমিউনিস্ট হবে, আর তা হতেও হবে তোমাকে!"

আর সবার শেষে ভাল্লুকের মতো পা ফেলে এগিয়ে এল আইপোলিত শালি। সবার চোখের দৃষ্টি ওর উপরে নিবদ্ধ দেখতে পেয়ে একটু বিব্রত হাসি ফুটে উঠেছে ঠোঁটের কোণে। টেবিলের সামনে এসে পৌছাবার আগেই সে তার বিরাট কালো শ্রমের ক্ষতাঙ্ক চিহ্নিত হাতটা বাড়িয়ে দিল। নাগুলনভ দুপা এগিয়ে এসে দৃঢ় আলিঙ্গনে বৃদ্ধ কর্মকারের নুয়েপড়া কাঁধ দুটো জড়িয়ে ধরল।

"বেশ, আইপোলিত খুড়ো, এটা খুবই চমৎকার! আমার আন্তরিক অভিনন্দন! তাছাড়া আমাদের অন্য সব কমিউনিস্টরা তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে! দীর্ঘকাল বেঁচে থাক আর ধনী হয়ো না। সোভিয়েত শক্তির আর আমাদের যৌথ জোতের মঙ্গলের জন্যে আরো অন্ততঃ শ'খানেক বছর তোমার হাতের ঐ হাতুড়ি চালিয়ে যাও! দীর্ঘজীবী হও বুড়ো মানুষটি—এইটুকুই তোমার কাছে আমার বক্তব্য। যত দীর্ঘ দিন বাঁচবে তুমি, সবার পক্ষেই সেটা আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে—আর একথাটা খাঁটি সত্য!"

চারজন নতুন পার্টি সভ্য লাজ-বিব্রত ছোট একটি দলে জড়ো হয়ে অন্য কমিউনিস্টদের সঙ্গে আনাড়ির মতো করমর্দন করল। বাকি সবাই দোরের কাছে জড়ো হয়ে পরম উৎসাহে নিজেদের মধ্যে জটলা করে চলেছে। কিন্তু এমনি সময়ে চিৎকার করে বলে উঠল দাভিদভ: "নাগরিকেরা, এক মিনিট দাঁড়ান! আমি দুটো কথা বলতে চাই!"

"বলে যান চেয়ারম্যান, কিন্তু একটু সংক্ষেপে বলবেন। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আমাদের এখানে! গোছলখানার ঘরের মতো হয়ে উঠেছে জায়গাটা!" —ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল হাসতে হাসতে।

নিজ নিজ আসনে ফিরে এসে যৌথ চাষীরা আবার বসে পড়তে শুরু করল। মাত্র কিছুক্ষণ ধরে একটু সংযত মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল তারপর সব চুপ!

"যৌথ জোতের মেয়ে ও পুরুষরা, বিশেষ করে মেয়েরা! আগে কোনোদিন যা হয়নি, আজ যৌথ জোতের প্রত্যেকটি সভ্যকে আমরা এখানে সমবেত অবস্থায় পেয়েছি।" বলতে শুরু করল দাভিদভ। কিন্তু ওর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বারান্দা থেকে চিৎকার করে বলে উঠল ওোমকা উশাকভ: "ঠাকুর্দা শচুকারের মতো শুরু করেছ তুমি, দাভিদভ! সে সব সময়েই বলে থাকে: "প্রিয় নাগরিক আর বুড়ি মেয়েছেলেরা!' আর তুমিও ঠিক তেমনিই করছ। তোমাদের দুজনার আরম্ভ একই সুরে।"

"ওরা দুজনে দুজনার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে, ও আর শচুকার। শচুকার রপ্ত করেছে দাভিদভের 'যথার্থ' কথাটা, আর শিগগিরই দেখ দাভিদভ বলতে শুরু করে দেবে, "প্রিয় নাগরিকেরা ও মিষ্টি বুড়ি মেয়েছেলেরা!" বলে উঠল ঠাকুর্দা অবনিজোভ।

এ কথার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা নির্মল উচ্চহাসির বাজ ফেটে পড়ল যে সমস্ত বাতিগুলো দবদব করে উঠল আর একটা তো নিভেই গেল একেবারে। স্বভাব অনুযায়ী চওড়া হাতের চেটোয় দাঁত-ভাঙা মুখটা আড়াল করে দাভিদভও হেসে ফেলল। কেবল মাত্র নাগুলনভ রাগতঃ সুরে চিৎকার করে বলে উঠল: "কী হচ্ছে সব? সভায় এতটুকুও গাম্ভীর্য নেই! সেটা খুইয়ে ফেললে কি করে? সবটুকুই ঘামে ভাসিয়ে দিয়ে বসে আছ নাকি? কিন্তু ওর চিৎকার আগুনে ঘৃতাহুতিই দিল মাত্র। হাসিটা নতুন তেজে আবার দাউ দাউ করে উঠে সমস্ত ক্লাশ-রুম থেকে বারান্দা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। .একটা হতাশার ভঙ্গি করে পরম ঔদাসীন্যে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল নাগুলনভ। কিন্তু ওর উঁচু চোঁয়ালের পেশীগুলো যে-ভাবে ঘন আক্ষেপে আকুঞ্চিত হচ্ছিল আর বাঁ দিকের ভুরুটা যে-ভাবে কাঁপছিল দব্‌দব্‌ করে, তাতেই দেখা গেল যে চেষ্টাকৃত এই নির্লিপ্ততা বজায় রাখাটা খুব একটা তেমন সহজ ব্যাপার হচ্ছে না ওর কাছে।

যাই হোক, সব যখন চুপচাপ শান্ত হয়ে গেল পরক্ষণেই আচমকা এমনভাবে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মাকার যেন ওকে বোলতায়

হল ফুটিয়েছে। কারণ ঘরের পিছন দিকের কোথা থেকে যেন জেগে উঠল ঠাকুর্দা শচুকারের কর্কশ উচ্চ কণ্ঠের সুর : "এখন আমি বলছি তোমাদের, প্রিয় নাগরিকেরা ও বুড়ি মেয়েছেলেরা—কেন আমি অমন করে তোমাদের সম্বোধন করি ?"

বুড়ো মানুষটার কথা শেষ হওয়ার আগেই কামানের গোলা ফাটার মতো এমন উচ্চ শব্দে হাসির বাজ ডেকে উঠল যে আরো দুটো বাতি নিভে গেল। আধা অন্ধকারে কে যেন হঠাৎ অজ্ঞাতসারেই একটি বাতির চিমনি ভেঙে ফেলে ভীষণভাবে গাল পেড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই একটি নারী কণ্ঠের অসন্তোষভরা প্রতিবাদের সুর ঝঙ্কার দিয়ে উঠল : ভদ্দর লোকের মতো ব্যাভার করো! অন্ধকার হয়েছে বলেই ভাবছ যে অমন করে মুখ খারাপ করবে, বেকুব !"

ক্রমে হাসির শব্দ মরে গেল। থমথমে আবহাওয়ার ভিতর থেকে আবার জেগে উঠল ঠাকুর্দা শচুকারের হেঁড়ে গলার ক্রুদ্ধ সুর :

"একটা বেকুব অন্ধকারে প্রাণপণে গালিগালাজ করতে শুরু করে দিল আর বাকি সবাই কিনা বিনা কারণেই হাসতে আরম্ভ করল...। আজকাল জীবনটা একটা ঠাট্টা তামাশার ব্যাপার হয়ে উঠেছে! লোকের সভায় আসা একেবারে বন্ধ করে দেয়ার মতো ব্যাপার! আমি এখন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদের কেন আমি বলি : প্রিয় নাগরিকেরা ও বুড়ি মেয়েছেলেরা! কারণ বুড়ি মেয়েছেলেরা নিরাপদ আর বিশ্বস্ত। যে-কোনো বুড়ি মেয়েছেলেকে ধরো, সে ঠিক যেন সরকারী ব্যাঙ্ক—কোনো বাঁদরামোর ব্যাপার নেই তার ভিতরে। আমার এই বুড়ো বয়সে ওদের কাছ থেকে কোনো নোংরা চালাকী আমি আশা করি না। কিন্তু অল্প বয়েসী মেয়েছেলেদের আর কুমারীদের ধরো, ওদের আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না! কিন্তু কেন, সে কথাটা আমি জিজ্ঞেস করি তোমাদের? কারণ কোনো মান্যগণ্য বুড়ি মেয়েছেলে তার বাচ্চা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে না—কোনো বুড়ি মেয়েছেলের কাজ সেটা নয়, কিছুতেই নয়। এমন কি সবচাইতে যেচনবনে বুড়ি মেয়েছেলে তারও এমন ক্ষমতা নেই যে একটা বাচ্চাকে দুনিয়ায় আনে। কিন্তু যে-কোনো একটা অল্প বয়েসী খানকী আমার সর্বনাশটি করার জন্যে উপহার তুলে দেবে আমার হাতে। তাছাড়া এমন দুঃসাহস যে আমার ঘাড়েই ঝুলিয়ে

দেবে সেটার বাপ হিসেবে। সেই জন্যেই আমি ঐ সব অল্প বয়েসী জোয়ান ছুঁড়িদের একদম বরদাস্ত করতে পারি না। তাছাড়া ওরা যে ব্যবহারটা করেছে আমার ওপর তারপরে আর চোখের একটা কোনা দিয়েও দেখতে চাই না আমি ওদের। কোনো একটা সুন্দরী জোয়ান ছুঁড়ির দিকে চোখ পড়লেই আমার গা ঘিন ঘিন করে। এই হাল করে ছেড়েছে আমার হতচ্ছাড়িগুলো...। সুতরাং এমন ঘটনার পরে ওদের কি বলে ডাকব আমি আশা করো? 'আমার প্রিয় ধর্মিষ্ঠি জোয়ান মেয়েছেলে আর কুমারী মেয়েরা বলে'? অমন সুন্দর সুন্দর মিষ্টি কথা বিলাব আমি ওদের আশা করো তোমরা? ছুনিয়া ভেসে গেলেও না!"

ধৈর্যের বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে, ভুরু দুটো কপালে তুলে পরম বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল নাগুলনভ: "কোথেকে তুমি আবার গজিয়ে উঠলে, ঠাকুর্দা? এক ঘণ্টা আগে তো তোমার বুড়ি এসে তোমাকে বাড়ি নিয়ে গেল—কি করে আবার এসে হাজির হলে এখানে?"

"বাড়ি নিয়ে গেছে আমাকে, বুড়ি নিয়ে গেছে? কী হয়েছে তাতে?" উদ্ধত কণ্ঠে জবাব দিল শচুকার। "তার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কী শুনি? সেটা হল গে আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, পার্টির কোনো ব্যাপার নয়। পরিষ্কার বুঝলে তো কথাটা?"

"না, বুঝলাম না। সে তোমাকে বাড়ি নিয়ে গেল নিশ্চয়ই তার একটা কারণ ছিল। সুতরাং তোমার এখন বাড়িতে থাকাই সংগত ছিল।"

"বাড়িতেই ছিলাম আমি কিন্তু এখন আর নেই, বুঝলে বাপ মাকার। তাছাড়া কারোরই আমার ওপর হুকুম চালাবার অধিকার নেই, না তোমার না আমার বুড়িটার। শয়তান ভর করুক তোমার কাঁধে, আমাকে নিজের মনে থাকতে দাও, দোহাই ঈশ্বরের।"

"সট্‌কে পালিয়ে এলে কি করে ঠাকুর্দা?" জিজ্ঞেস করল দাভিদভ, কিন্তু হাসি চেপে রাখা অসাধ্য হয়ে উঠল ওর পক্ষে।

কিছুদিন ধরে ও লক্ষ্য করছে যে শচুকারের সামনে কিছুতেই ও গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পারে না। এমন কি না হেসে তাকাতেও পারে না ওর দিকে একটি বারের জন্যেও। সুতরাং শচুকারের জবাবের অপেক্ষায় চোখ কুঁচকে, মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে রইল। এতে আর আশ্চর্য হওয়ার

কিছুই নেই যে, যখন ওরা দুজনে একা থাকত তখন নাগুলনভ বিরক্তি চাপা দেয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে বলত: "কী হয়েছে তোমার, সেমিয়ন? কাতুকুতু দেয়া ছুঁড়িদের মতো তুমি যে হেসেই খুন, আগে পুরুষের মতো নও তুমি এখন আর!"

দাভিদভের প্রশ্নে উৎসাহিত হয়ে ভয়ঙ্করভাবে কনুইয়ের গুঁতোয় ভিড় ঠেলে জনবহুল ক্লাশ-রুমের মাঝখান থেকে সভাপতির টেবিলের দিকে এগিয়ে এল শচুকার।

"আরে কী করছ তুমি, ঠাকুর্দা? চিৎকার করে বলে উঠল নাগুলনভ। "মানুষের মাথার উপর পা দিয়ে হেঁটে আসছ? তুমি যেখানে আছো সেখান থেকেই বল, আমরা বলতে দিচ্ছি তোমাকে। কিন্তু একটু সংক্ষেপ করে বলো!"

আধপথে ওর অগ্রগতিতে বাধা পেয়ে প্রত্যুত্তরে ভীষণভাবে চিৎকার জুড়ে দিল ঠাকুর্দা শচুকার: "কোনখানে দাঁড়িয়ে বলতে হবে সেটা তোমার ঠাকুমাকে গিয়ে শিখিও—আমি আমার জায়গা চিনি! মঞ্চের উপর বসে আগাগোড়াই তোমরা ঝুড়ি ঝুড়ি বাজে কথা বলে যাচ্ছ মাকার। সুতরাং আমিই-বা কেন বাইরে দাঁড়িয়ে পেছন থেকে বলতে যাবো? কোনো লোকের মুখ দেখতে পাইনা এখান থেকে—শুধু কতগুলি মাথা আর পিঠ আর ভালোমানুষের ছেলেরা যার ওপরে বসে আছে সেইগুলো। ওখান থেকে কাদের কাছে বলব তুমি ভাবো? মাথা পিঠ আর বাকি হেন তেন? যদি ইচ্ছে হয় তো নিজে তুমি চলে এস এই পিছনে তারপর তোমার বক্তৃতা দিতে শুরু করো। কিন্তু আমি যখন লোকদের সামনে বলব আমি তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে চাই। কথাটা বুঝলে পরিষ্কার? বেশ, এবার তাহলে একটু মুখ বুজে চুপ করে থাক। আর আমাকে ঘুলিয়ে দিও না। আগে থাকতেই আমার কথার ভিতরে কথা বলা তোমার অভ্যেস। তোমার ফোড়ন কাটার জ্বালায় আমার মুখ খোলার উপায়টুকু পর্যন্ত নেই। না, বাপু, এ পন্থাটি চালানো চলবে না আমাদের উপরে।"

টেবিলের কাছে গিয়ে পৌঁছে এক চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে খানিকক্ষণ মাকারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শচুকার তারপর বলল: "জীবনে কোনো দিন দেখেছ তুমি মাকার, যে, কোনো মেয়েমানুষ কোনো

পুরুষের জরুরী ব্যাপারের কোনো কাজে নাক গলিয়ে বাধা দিতে আসে ? সত্যি করে জবাব দাও!"

"আমি বলব এমন জিনিস ঘটে যখন আগুন লাগে বা কোনো কিছু সর্বনাশ হতে বসে। কিন্তু সভার কাজ আর ঝুলিয়ে রেখ না, বুড়ো খোকা, দাভিদভকে বলতে দাও তারপর মিটিংয়ের পরে তুমি আর আমি চলে যাবখন আমার ঘরে আর যদি তোমার ইচ্ছে থাকে তো রাতভোর আমরা আলোচনা করবখন।"

নাগুলনভ, অনমনীয় নাগুলনভ, নাচার হয়ে যাতে সভার কাজে অহেতুক দেরি করিয়ে না দেয় নিছক সেই জন্যেই ঠাকুর্দা শচুকারকে খুশি করার জন্যে খানিকটা অনুগ্রহ দেখান। কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া লাভ করল মাকার—ঠাকুর্দা শচুকার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটু কাঁদল তারপর জামার হাতায় জলভরা চোখ দুটো মুছে প্রকৃত আবেগভরা গলায় বলল: "তোমার সঙ্গে রাত কাটাই কি ঘোড়াগুলোর সঙ্গে রাত কাটাই দু-ই সমান আমার কাছে। কিন্তু কিছুতেই আজ রাত্রে আমি বাড়ি গিয়ে হাজির হতে পারবনা। কেননা আমার বুড়িটার সঙ্গে এমন একখানা মোক্ষম রাজকীয় লড়াই ঝুলছে সেখানে যে আমার ঘরের সিঁড়িতে পা দিতে না দিতেই মরে শেষ হয়ে যাব। অনায়াসেই সে ঘটনাটি ঘটে যাবে!"

ঠাকুর্দা শচুকার ভাজা আপেলের মতো বলি কোঁচকানো মুখটা দাভিদভের দিকে ফিরিয়ে হঠাৎ দৃঢ়তা-ভরা গলায় বলে চলল: "কী করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম জিজ্ঞেস করছিলে তুমি সেমিয়ন, বাপ আমার! ভাবছ সেটা খুব সহজ ব্যাপার, না? সভার সামনে দু একটা কথায় বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি আমি—এক মিনিট সময়ও লাগবে না, আমার ঐ ভয়ঙ্কর বুড়ি মেয়েমানুষটার ব্যাপার বলতে। জনসাধারণের কাছ থেকে খানিকটা সহানুভূতি পাওয়ার দরকার আমার পক্ষে। আর সে সহানুভূতি যদি না জোটে—তাহলে শচুকার তোর বরং ঐ স্যাঁৎসেঁতে ভিজা মাটিতে শুয়ে পড়ে একেবারে টেঁসে যাওয়াই ভালো, ঈশ্বর তোর সঙ্গে থাক! দুঃখের জীবন এমনি সংকটের ভিতরেই টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমাকে!...বুঝলে একঘণ্টা আগে, আমার প্রাণের বাঞ্ছিতা, তিনি এলেন এখানে। আমি তখন বাইরে উঠোনে বসে আন্তিপ গ্রাকের সঙ্গে তামাক খাচ্ছি আর নাটুয়াদের ও আমরা কিভাবে জীবন কাটাই

তাই নিয়ে কথাবার্তা বলছি। ও সোজা চলে এল, ঐ অভিশপ্ত ডাইনীটা। তারপর আমার হাতটা ধরে বাজি জেতা ঘোড়া যেমন করে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে মই টেনে নিয়ে চলে তেমনি করে আমাকে পিছন পিছন টেনে নিয়ে চলল। একটুও হয়রান হল না। যদিও আমি আমার সমস্ত গায়ের জোর দিয়ে দুটো পায়ের গোড়ালীই মাটির ভিতরে চেপে চেপে রাখছিলাম কিন্তু ঐ টানাহিচড়ার পরিশ্রমে একটু আওয়াজও বেরল না ওর মুখ থেকে বা একটি বারের জন্যে হাঁপালও না একটু।

"যদি জানতে চাও তো বলি, আমার বুড়িটাকে হালে যুততে পারে না হয় গাড়ি টানার কাজে লাগিয়ে দিতে পারো। আর আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া তো ওর কাছে ছেলেখেলা—এমন জোর ওর গায়ে, ডাইনী মাগী! ভয়ঙ্কর গায়ের জোর, ঠিক যেন একটা গাড়ি টানা ঘোড়া, দোহাই ঈশ্বরের, একটুও মিথ্যা বলছি না আমি! ওর গায়ে কতখানি যে জোর আছে তা যদি কেউ জানে তো জানি আমি। আমার নিজের পিঠের চামড়ায় সেটা বুঝে নিয়েছি..."

"তারপর আমাকে তো ওর পিছে পিছে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল, কি আর করতে পারি আমি তখন? জোর হলগে শক্তি। সুতরাং ওর পিছে পিছে ছুটতে ছুটতে জিজ্ঞেস করলাম: তুমি কেনই-বা এলে আর মায়ের বুক থেকে সদ্য জন্মানো বাচ্চাটার মতো করে আমাকে সভার ভিতর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছই-বা কিসের জন্যে? ওখানে কাজ আছে যে আমার!" তাতে সে বলল: 'চলে এস বুড়ো, আমাদের জানালার একটা খড়খড়ি কবজা থেকে ছুটে গেছে, সেটা ঠিক করে মেরামত করে দিতে হবে তোমাকে। নইলে রাত্রে যদি হাওয়া ওঠে তো জানালাটাই ভেঙে ছাতু করে দেবে।' কেমন মনে হয় ব্যাপারটা? চমৎকার কাজের মতো কাজ একখানা বটে! 'আর এক দিন পরে কাল খড়খড়িটা মেরামত করলে চলবে না?' বললাম আমি। 'নিশ্চয়ই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, বুড়ো বাঁধা কপির ডাঁটা!' বললে মেয়েমানুষটা, 'আমার অসুখ আর এই অসুখে ভুগে ভুগে একা একা তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি আমি, বাড়িতে আমার কাছে একটু বসলে তাতে তোমার গায়ে কিছু আর ফোস্কা পড়বে না'। আর এটা হচ্ছে আর একটা চমৎকার ব্যাপার, মনে মনে ভাবলাম আমি। সুতরাং বললাম ওকে:

'একটা বুড়ি মেয়েছেলেকে বলো সে এসে তোমার কাছে বসুক, আমি মিটিংয়ে গিয়ে আগাফন দুবৎসভের বিরুদ্ধে আবার আপত্তিটা তুলি'। তাতে সে বলল 'আমি চাই তুমি আমার কাছে বস, কোনো বুড়িকে দরকার নেই আমার।' মাত্র এই তিনটে জঘন্য জবাবই বের করতে পারলাম ওর মুখ থেকে!"

"কী করতে পারতাম আমি, স্বেচ্ছায় মানবিক আত্মমর্যাদার এই অবমাননা সহ্য করে নেয়া, না এখানকার এই অনতিক্রম্য বেকুবির পাঁকের ভিতর থেকে সোজা সটকে কেটে পড়া। আর সেটাই করলাম আমি, স্বেচ্ছায় সটকে পড়লাম। যেই না আমরা ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম অমনি আমি আবার সুট্ করে সটকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে সোজা সিঁড়ির উপরে। তারপর ডবল জলদি করে দোরের শেকলটা তুলে দিয়ে সোজা ছুটতে ছুটতে ইস্কুলে এসে আবার হাজির হলাম! আমাদের ঘরের জানালা খুবই ছোট আর জানোই তো আমার বুড়িটা যেমন মোটা তেমনি চওড়া। সুতরাং প্রাণ বাঁচাতে কোনো একটা জানালা গলেও সে বেরিয়ে আসতে পারবে না। ভাঙা বেড়ার ফাঁকে মোটা মোটা শুয়োরের মতো আঁটকে যাবে তাহলে। সেটার পরীক্ষা আগেই হয়ে গেছে। অনেকবার সে অমনি আঁটকে গেছে এর আগে। সুতরাং এখন সে ঘরে আছে, লক্ষ্মী বুড়িটা, বিপ্লবের আগে শয়তানরা যেমন হাত মুখ ধোয়ার বেসিনের ভিতরে বসে থাকত তেমনি। কিছুতেই ও ঘরের বাইরে আসতে পারছে না। কারোর যদি ইচ্ছে হয় তো গিয়ে ওকে খুলে দিয়ে আসতে পারে। কিন্তু আমি কিছুতেই কোন রকমেই ওর মোকাবেলা করতে পারব না। বুড়িটা একটু ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত কারুর ঘরে গিয়ে দিন দুই কাটিয়ে দিয়ে আসব যতক্ষণ না আমার ওপর থেকে ওর রাগ চলে যায়। এমন বেকুব আমি নই যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ফিরে যাব ওখানে। ওর ঐ লাঠালাঠির কোনোই দরকার নেই আমার। রাগের মাথায় ও আমার জীবনটাই শেষ করে দিতে পারে, আর তখন কি হবে? হাকিম শুধু তখন আমাকে হিসেব থেকে বাদ দিয়েই খালাস, ব্যাস! না ধন্যবাদ তোমাদের ও সব মণ্ডা-মিঠাই তোমরাই খাও! চতুর লোক এসব কথা না বুঝিয়ে দিলেও ঠিক বুঝে নিতে পারে, কিন্তু মূর্খকে যতই বুঝাও না কেন কফিনে ঢোকার দিন পর্যন্ত সে মূর্খই থাকবে!"

"শেষ হয়েছে তোমার ঠাকুর্দা ?" শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ।

"শেষ না করে আর উপায় কি। আগাফনের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলার ব্যাপারটায় খুবই দেরি হয়ে গেছে আমার। যাহোক করে তোমরা ওকে পার্টিতে ঢুকিয়ে নিয়েছ। হয়ত ভালোই হয়েছে কাজটা আর আমিও হয়ত তোমাদের সঙ্গে এক মতও হয়ে যেতে পারতাম। আমার বুড়িটার কাণ্ড কারখানা সব কিছুই আমি খুলে বলেছি তোমাদের কাছে আর তোমরা যারা এখানে বসে আছো তাদের চোখ দেখেই বুঝতে পারছি আমি যে তোমরা আমার জন্যে ভয়ঙ্কর দুঃখিত। সুতরাং আর আমার কী চাই। প্রাণ ভরে কথা বলেছি আমি তোমাদের সঙ্গে। সারা দিন তো আর ঘোড়াগুলোর সঙ্গে কথা বলেই কাটিয়ে দিতে পারি না, তাকি পারি এখন বলো ? তোমরা এখানে যারা রয়েছ ঘোড়াগুলোর চাইতে তো যা হোক একটু বেশি বুদ্ধি বিবেচনা আছে তোমাদের···"

"বসে পড়ো বুড়ো, নইলে আবার তুমি শুরু করে দেবে," আদেশের সুরে বলল নাগুলনভ।

উপস্থিত সমস্ত লোকের প্রত্যাশাকে ভুল প্রতিপন্ন করে ওর স্বভাব অনুযায়ী প্রতিবাদ না তুলে নীরবে নিজের জায়গায় ফিরে গেল শচুকার। কিন্তু ওর হাসির ভিতরে এমন একটা অনন্যসাধারণ আত্ম-প্রসাদের ভাব জেগে উঠেছে এবং ওর ভালো চোখটা এমন একটা জয়োল্লাসে দীপ্ত হয়ে উঠেছে যে সবার কাছেই পরিষ্কারভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে ও পরাজিত হয়ে এ সব করেনি, করেছে বিজয়ী হিসেবে। ওর গমন পথে প্রত্যেকের মুখেই ফুটে উঠল হৃদ্যতাভরা হাসি। যা-ই হোক না কেন গ্রেমিয়াকি লগ-এর লোকদের আন্তরিক ভালোবাসা আছে এই বৃদ্ধ লোকটির উপরে।

কেবল মাত্র আগাফন দুবৎসভ বুড়ো মানুষটার খুশিভরা মেজাজটা বিগড়ে দেবার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারল না। নিজের সম্পর্কে একটা কেউকেটা গোছের ভাব নিয়ে ওর পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল শচুকার। আগাফন তার বসন্তের দাগভরা মুখটায় একটা ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলে বিপদের সঙ্কেতের মতো ফিস ফিস করে বলল : "বেশ, এবার একটা কাজের মতো কাজই করে বসে আছ, বুড়ো খোকা···এস শেষ বিদায়ের পালাটা সেরেনি এবার !"

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শচুকার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়াল খানিকক্ষণ, অবশেষে যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল: "কিরকম···তোমার কথাটার মানে কি আগাফন—বিদায় নেয়া উচিত আমাদের?"

"আমার কথাটার মানে হচ্ছে এই যে বেশিক্ষণ তোমাকে আর বেঁচে থাকতে হচ্ছে না। শুধু একটি বার নিশ্বাস নিলে আর চার দিকে একবার তাকালে ব্যস। কখন যে কফিনে ঢুকে বসে আছ তা জানতেও পাবে না!"

"কিন্তু কেন, আগাফন বুড়ো খোকা?"

"এর ভিতরে কোনো রহস্য তো নেই। ওরা ঠিক করেছে খুন করবে তোমাকে।"

"কে সে?" বুঁজে আসা গলায় কোনো রকমে বলল ঠাকুর্দা শচুকার।

"কেন—কন্দ্রাৎ মাইদানিকভ আর তার বৌ। সে ইতিমধ্যেই তার বৌকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে কাটারি আনতে।"

শচুকারের পা দুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করে দিল তারপর অবস হয়ে ঝুপ করে বসে পড়ল দুবৎসভের পাশে। দুবৎসভ সরে বসে জায়গা করে দিল ওকে।

"কিন্তু কিসের জন্যে তোমরা আমার প্রাণটি নেয়া সাব্যস্ত করলে?"

"বুঝে উঠতে পারছ না?"

"ওর বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছিলাম বলে?"

"ঠিক তাই! সমালোচনার জন্যে ওরা সব সময়েই তোমাকে খুন করে থাকে, কখনো কাটারি দিয়ে আবার কখনো রাইফেলের গুলি দিয়ে। কোনটা তোমার বেশি পছন্দ—বুলেটে মরতে চাও না কাটারিতে?"

"কোনটা আমার পছন্দ? খুবই চমৎকার প্রশ্ন বটে। এ ধরনের ব্যাপারটাই কে পছন্দ করবে!" রাগে ফেটে পড়ল ঠাকুর্দা শচুকার। "বরং এখন আমি কি করি, সেই কথাটা বলো আমাকে। এই বেকুব উন্মাদটার হাত থেকে কি করে বাঁচাই নিজেকে?"

"বেঁচে থাকতে থাকতে তোমার বরং কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়া উচিত ব্যাপারটা।"

"শুনে মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক," খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে সম্মত হল

ঠাকুর্দা শচুকার। "সোজা মাকারের কাছে গিয়ে নালিশ করব আমি। কিন্তু ঐ অভিশপ্ত কন্দ্রাতটার আমাকে খুন করার জন্যে সশ্রম কারাবাসের ভয়ও কি নেই?"

"হাঁ, সে বলে, শচুকারের জন্যে এক বছরের বেশি সাজা দেবে না আমাকে। নইলে বড়ো জোর দু বছর, সেটা বরদাস্ত হবে আমার···। ওর মতো একটা কিম্ভুত লোকের জন্যে এর বেশি সাজা আর দিচ্ছে না, কিছুতেই ওর মতো একটা তুচ্ছ লোকের জন্যে এর চাইতে বেশি কিছুই হতে পারে না যথার্থ কথা।"

"ফেলা থুতু চেটে তুলতে হবে ওকে, ব্যাটা কুত্তির বাচ্চা! পুরো দশটি বছর ঘানি টানতে হবে, সেটি জানা আছে আমার!" ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠল ঠাকুর্দা শচুকার।

ফলে একটা কড়া ধমক খেল নাগুলনভের কাছ থেকে: "ফের যদি আধ-মরা ছাগলের মতো চিৎকার করো বুড়ো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে সভা থেকে বের করে দেব!"

"চুপ করে বসে থাক ঠাকুর্দা। আমি সঙ্গে করে তোমাকে বাড়ি পেঁৗছে দেবখন, তোমার এতটুকুও অনিষ্ট হতে দেব না!" কানে কানে ফিস ফিস করে ভরসা দিল দুবৎসভ।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে একটি কথাও বলল না শচুকার। দু হাঁটুর উপরে মাথা রেখে মাথা নিচু করে বসে রইল। একান্ত মরিয়া হয়ে উঠে কী যেন ভেবে চলেছে গভীর মনোযোগের সঙ্গে। ব্যথায় ভুরু দুটো কুচকে উঠেছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঠেলেঠুলে, প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে চলল সভাপতি-মণ্ডলীর টেবিলটার দিকে। দুবৎসভ দেখল ঝুঁকে পড়ে কী যেন বলছে নাগুলনভের কানে কানে ফিস ফিস করে। প্রথমে দুবৎসভকে দেখিয়ে পরে মাইদানিকভের দিকে আঙুল বাড়িয়ে।

নাগুলনভকে হাসানো খুবই শক্ত, এমনকি অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এবার সে-ও হার মানল। ঠোঁটের কোণে একটু মুচকি হেসে, ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে দুবৎসভের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল: "চুপটি করে বসে থাক এখানে, ছটফট করো না, নইলে বিপদে পড়ে অস্থির হয়ে উঠতে হবে তোমাকে," শচুকারকে টেনে নিজের পাশে বসিয়ে দিয়ে বলল নাগুলনভ।

খানিক পরে বিজয়ী শচুকার ভরসা পেয়ে মাইদানিকভের চোখে চোখ পড়তেই বাঁ হাতের কনুই-এর তলা দিয়ে চোখ পাকাল। অবাক হয়ে কন্দ্রাত ভুরু তুলতেই, মাকারের আশ্রয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করে, সঙ্গে সঙ্গেই শচুকার দুবার চোখ পাকাল ওর দিকে।

"বুড়োটা অমনভাবে তোমার দিকে চোখ পাকাচ্ছে কেন?" মাইদানি-কভের পাশে বসা আন্তিপ গ্রাক জিজ্ঞেস করল ওকে।

"চুলোয় যাক, কে জানে ওর কি মতলব" প্রত্যুত্তরে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল কন্দ্রাত। "আমার মনে হয় ইদানিং ও একটু অভিমানী হয়ে উঠেছে। কিন্তু, বোধহয় সময়ও হয়ে এসেছে। কচি তো আর নয়, বয়সের কালে অনেক হৃদ্যতা ছিল আমাদের ভিতরে, কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যেন আমার বিরুদ্ধে কেমন যেন একটা রাগ এসেছে ওর মনে। ব্যাপারটা কী জিজ্ঞেস করব ওকে।"

যে সারিতে ঠাকুর্দা শচুকার বসে ছিল আচমকা সে দিকে চোখ পড়ল কন্দ্রাতের। নীরবে মুচকি হেসে কনুইয়ের খোঁচা দিল আন্তিপকে।

"ও বসেছিল আগাফনের পাশে। এখন বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কী! আগাফন শয়তানটা আমার সম্পর্কে কি যেন বলেছে ওর কানে কানে। নিশ্চয়ই এমন আজে বাজে কিছু একটা বলেছে যাতে বুড়ো চটে গেছে। কিন্তু জীবন গেলেও আমি বলতে পারব না যে কী এমন আমি করেছি যাতে ওর মন ভেঙে গেছে। ইদানিং বাচ্চা ছেলের মতো হয়ে উঠেছে। যে-কেউ কিছু একটা বললেই সেটা ও বিশ্বাস করে বসে।"

মন্থর গতি গ্রামবাসীরা ফিরে এসে তাদের নিজ নিজ আসন গ্রহণের অপেক্ষায় টেবিলেন সামনে দাঁড়িয়ে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল দাভিদভ।

"শুরু করে দাও, দাভিদভ! আর দেরি করিয়ে দিওনা আমাদের!" অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে বলে উঠল ত্যোমকা উশাকভ।

দাভিদভ ফিস ফিস করে কী যেন বলল রাজমিয়োৎনভের কাছে তারপর দ্রুত বলতে শুরু করল: "বেশিক্ষণ ধরে রাখব না আপনাদের, কথাটা যথার্থ! যে কারণে বিশেষ করে আমি আপনাদের জোতের মেয়েদের উল্লেখ করেছি সেটা করেছি এই জন্যেই যে প্রশ্নটা প্রধানতঃ তাদেরই সঙ্গে জড়িত। আজকের এই সভায় সমগ্র যৌথ জোতের লোকেরা উপস্থিত

রয়েছেন আর আমরা কমিউনিস্টরাও বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করে এই প্রস্তাবটা উপস্থিত করছি আপনাদের সামনে। অনেক কাল আগে থেকেই কারখানায় কারখানায় শিশুদের জন্যে কিণ্ডারগার্টেন ও ধাত্রী-গৃহের ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি অভিজ্ঞ ধাত্রী ও শিক্ষিকারা শিশুদের খাওয়াদাওয়া ও দেখাশোনার ভার নিয়ে থাকে, কথাটা যথার্থ কমরেড। আর এই সময়ের ভিতরে মায়েরা কাজে চলে যায়, বাচ্চাদের জন্যে আদৌ তাদের কোনো দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা করতে হয় না। তাদের হাত পা ঝাড়া থাকে আর বাচ্চাদের দেখাশোনা করার দিক থেকেও তারা স্বাধীন। আমরাই-বা কেন আমাদের জোতে অমনি একটা কিণ্ডারগার্টেন গড়ে তুলব না? দু দুটো কুলাকের বাড়ি খালি পড়ে রয়েছে আমাদের। তাছাড়া দুধ আছে রুটি আছে, মাংস আছে, জোয়ার আছে এবং এ ছাড়াও আরো অন্যান্য সব জিনিস রয়েছে আমাদের গুদামে, কথাটা যথার্থ। আমরা আমাদের শিশু নাগরিকদের জন্যে যা কিছু প্রয়োজনীয় খাবার ও যাবতীয় তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থাও করতে পারি। তাহলে বাধাটা আমাদের কোথায় ছাই। এই তো ফসল কাটার সময় এসে গেছে আর যে হারে তোমরা মেয়েরা কাজে হাজিরা দিচ্ছ সেটা তেমন আশাজনক নয়, বস্তুত মোটেই আশাজনক নয় কথাটা স্পষ্টাপষ্টিই বলে দিচ্ছি তোমাদের। তাছাড়া তোমরা নিজেরাই সেটা বেশ ভলো করে জানো। তাহলে যৌথ জোতের প্রিয় মহিলাবৃন্দ, তোমরা কি আমাদের এ প্রস্তাবে রাজী আছো? ভোট নেয়া যাক, যদি বেশিরভাগ লোক রাজী থাকে তবে এক্ষুণি আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব, যাতে এ বিষয়টা নিয়ে আবার একটা সভা ডাকতে না হয়। পক্ষে কারা হাত তোল।"

"এমন একটা যুগ্যি ব্যবস্থার বিরোধ করবে কে?" অনেকগুলো কাচ্চা-বাচ্চার মা তুরিলিনের বৌ বলে উঠল গলা ছেড়ে। তারপর আশপাশের লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে ওর সরু কব্জিওয়ালা হাতটা তুলে দিল।

বসা এবং দাঁড়ানো জনতার ভিড়ের মাথার উপরে জেগে উঠল উত্তোলিত বাহুর এক ঘন অরণ্য। বিপক্ষে একটি ভোটও নেই। দুহাতে হাত কচলে খুশিভরা মৃদু হাসি হাসল দাভিদভ।

"কিণ্ডারগার্টেন গড়ে তোলার প্রস্তাবটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

প্রিয় কমরেড নাগরিকেরা, এমন মতের মিল খুবই চমৎকার; এবার আমরা ঠিক জায়গায় ধরেছি, কথাটা যথার্থ! কাল থেকেই আমরা কাজে লেগে পড়ব। কাল সকালে ছটা নাগাদ তোমাদের রান্নাবান্না শেষ করেই মায়েরা ব্যবস্থাপনার অফিসে এসে তোমাদের বাচ্চাদের নাম লিখিয়ে দিয়ে যাবে। আর এটা তোমরা নিজেরাই ঠিক করো—একজন রাঁধুনী বাছাই করো খুব ভালো দেখে একজন—যে জানে জিনিসপত্র কেমন করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। আর নিজেদের ভিতর থেকেই তোমরা দুজন কি তিনজন ধাত্রী বাছাই করে নাও—পরিষ্কার ছিমছাম ধরনের—যারা বাচ্চা ভালোবাসে। জেলা কেন্দ্র থেকে আমরা একজন নারী কর্মাধ্যক্ষ চেয়ে পাঠাব, কেননা আমরা এমন একজন চাই যে লিখতে পড়তে এবং হিসেব রাখতে জানে। বিষয়টা আমরা আলোচনা করে স্থির করেছি যে রাঁধুনী এবং প্রত্যেকটি ধাত্রীর জন্যে দৈনিক একটি করে শ্রম-দিন ধার্য করব আর কর্মাধ্যক্ষ্যকে দেব সরকারী হারে নির্দিষ্ট মাইনে। এতে আমরা মরে যাব না, কথাটা যথার্থ! এই ধরনের ব্যাপারে পয়সাকড়ির দিক থেকে বেশি খুঁত খুঁত করার কারণ নেই। কেননা, বেশি সংখ্যায় মেয়েরা কাজে হাজরি দেয়ার ভিতর দিয়েই খরচটা আপনা থেকেই উঠে আসবে। যখন সময় আসবে এটা প্রমাণ করে দেখাব আমি আপনাদের, কথাটা যথার্থ! দুবছর থেকে সাত বছর বয়েস পর্যন্ত সমস্ত বাচ্চাদের আমরা নেব। এ সম্পর্কে বলার আছে কিছু?

"এক শ্রম দিন দৈনিক হাজরি খুব বেশি হয়ে যায় না কি? বাচ্চাদের দেখাশোনা করাটা তেমন কঠিন পরিশ্রমের ব্যাপার তো আর নয়, ফসল কাটার সময়ে গাড়ি বোঝাই করার মতো তেমন শক্ত কাজ নয়," জোতে সব শেষে যারা যোগ দিয়েছিল তাদেরই অন্যতম ইয়েফিম ক্রিভোশেইয়েভ সরবেই তার সন্দেহ প্রকাশ করে বসল।

কিন্তু এতে করে নারী কণ্ঠের এমন ক্রুদ্ধ গালমন্দ বর্ষিত হতে লাগল ওর উপরে যে ইয়েফিমের দুটো কানে তালা লেগে গিয়ে শুধু চোখ মুখ কুঁচকে এমনভাবে হাত দুটো নাড়তে লাগল সে যেন মৌমাছির ঝাঁক তাড়াচ্ছে। অবশ্য এ সবে শুরু; বিপদ বুঝতে পেরে ও একটা বেঞ্চের উপরে লাফিয়ে উঠে খুশিভরা গলায় চিৎকার জুড়ে দিল: "সরে যাও গো লক্ষ্মী মেয়েরা! সরে যাও, দোহাই ঈশ্বরের! হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছে! বোকা

জিভটা ঠকিয়েছে আমাকে। দয়া করে চলে যেতে দাও আমাকে এখান থেকে, তোমাদের মুঠো পাকানো হাতগুলো আমার মুখটার অত কাছে নিয়ে এস না। কমরেড দাভিদভ, জোতের এক নতুন সভ্যকে একটু সাহায্য করো। তাকে বীরের মতো মরতে দিও না। জান তো আমাদের মেয়ে-গুলো কী জাতের!"

নিদারুণ সোরগোল শুরু করে দিল মেয়েরা।

"ওরে বুড়ো বদমায়েশ, তুই কোনো দিন ছেলে মানুষ করেছিস?"

"ওকে রাঁধুনীর কাজে লাগিয়ে দাও, মোটা শুয়োর কোথাকার!"

"তার চাইতে বরং ধাত্রীর কাজে লাগাও!"

"যদি কত ধানে কত চাল সেটা ওর জানা থাকত তাহলে দৈনিক দুটো শ্রম দিনের কমে ও নিজেই রাজী হত না! আর ও চায় কিনা আমাদের হেনেস্তা করতে, ব্যাটা কিপটে বুড়ো কোথাকার!"

"ওকে ধরে আচ্ছা করে একটু শিক্ষে দিয়ে দাও তো মেয়েরা তাহলে জিভখানায় কি করে লাগাম দিতে হয় সেটা বুঝতে পারবেখন!"

সমস্ত ব্যাপারটাই হয়ত আর তেমন না গড়িয়েই চুকেবুকে যেত, কিন্তু ইয়েফিমের পরিহাস ভরা কণ্ঠের উচ্চস্বরই বুঝি বা উত্তেজনা ফেটে পড়ার সঙ্কেতের মতোই কাজ করল আর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা এক আকস্মিক মোড় নিল। সোরগোল তুলে হাসতে হাসতে মেয়েরা ইয়েফিমকে টেনে নামিয়ে আনল বেঞ্চটার ওপর থেকে। একটি গাঢ় তামাটে রঙের হাত ওর বাদামী রঙের দাড়ির গোছা ধরল মুঠো করে। সঙ্গে সঙ্গেই ওর গায়ের নতুন সাটিনের জামাটা সশব্দে পড়াৎ করে প্রত্যেকটি জোড়ের মুখ থেকে ফেঁসে গেল। মেয়েদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে বৃথাই চিৎকার করে ধমকে উঠল নাগুলনভ। হুড়োহুড়ি তেমনই চলতে লাগল। মিনিটখানেক কি মিনিট দুই পরে বেকুব বনে হাসতে হাসতে ধাক্কা ধাক্কি করে বারান্দায় বেরিয়ে এল ইয়েফিম। জামার দুটো হাতাই রয়ে গেছে ক্লাশ ঘরের মেঝের উপরে। বোতামহীন জামাটা কলার থেকে তলা পর্যন্ত ফালি ফালি হয়ে ঝুলছে ওর গায়ে।

হাসির ধমকে হাঁপাতে হাঁপাতে অট্টহাস্যে ভেঙেপড়া কশাকদের ভিড়ের ভিতরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল ইয়েফিম: "মাগীগুলোর গায়ে কী জোর, বাপ! জীবনে এই প্রথম একবারটি বলেছি ওদের বিরুদ্ধে আর দেখদেখি কী বিভ্রাটটাই বাঁধিয়ে বসেছি!" লজ্জায় ছেঁড়া সার্টটা টেনেটুনে বাদামী

রঙের ভুঁড়িটা ঢাকা দিয়ে হতাশাভরা গলায় বলতে লাগল: "এমন সুতো পরে কী করে এখন গিয়ে বৌয়ের সামনে দাঁড়াই বলো দিখিনি? এমন লোকসানের জন্যে বৌ তো লাথি মেরে দূর করে দেবে আমাকে বাড়ি থেকে। ঠাকুর্দা শচুকারের সঙ্গে গিয়েই জুটতে হবে আমাকে তারপর দেখি কোনো বিধবা বা অন্য কারোর ঘরে গিয়ে দুদিনের আস্তানা জুটিয়ে নিতে হবে দেখছি—এছাড়া আর গত্যান্তর নেই।"

চব্বিশ

সভা ভাঙল রাত দুপুরেরও অনেক পরে। হৃষ্ট মনে গল্পগুজব করতে করতে ধীর পায়ে সদর রাস্তা ও গলিঘুঁজি বেয়ে হেঁটে চলেছে লোকজন। প্রতিটি সদর দরজা ককিয়ে উঠছে। নৈশ নিস্তব্ধতায় হুড়কো খোলার শব্দ জোর মনে হচ্ছে। স্থানে স্থানে শোনা যাচ্ছে উচ্চ হাসির শব্দ। এমনি সময়ে এতগুলো লোকের উপস্থিতিতে অনভ্যস্ত গাঁ-এর কুকুরগুলো সমগ্র গ্রিমিয়াকি লগ জুড়ে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে।

সবার শেষে যারা স্কুল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছে দাভিদভ তাদেরই অন্যতম। ক্লাশ ঘরগুলোর দম আটকে আসা গুমোটের পরে রাস্তার বাতাস যেন ঠাণ্ডা আর ঝিম ধরানো গোছের তাজা মনে হল। ঝির ঝিরে বাতাসে ওর লুব্ধ নাশায় যেন তাড়ির খানিক গন্ধ এসে ধরা দিচ্ছে।

দুটি লোক হেঁটে চলেছে ওর আগে আগে। গলার আওয়াজে চিনতে পেরে নিজের অজ্ঞাতেই হেসে ফেলল দাভিদভ।

খুবই উত্তেজিতভাবে বলে চলেছে ঠাকুর্দা শচুকার: "আর আমি বেকুব কিনা বিশ্বাস করলাম ওর কথা যে আমার সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার জন্যে কন্দ্রাত আমাকে খুন করতে চাইছে! ব্যাটা গুলবাজ শয়তান কোথাকার! কী ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল আমাকে। কন্দ্রাত দা হাতে—একটা নারকীয় ব্যাপার, ভাবলাম মনে মনে। ওকে দেখে তো মনে হয় বেশ শান্তশিষ্ট ছেলে, কিন্তু বলা কি আর যায় কিছু··· রাগের মাথায় হয়ত তেড়েই এল আমার দিকে আর তরমুজের মতো আমার মাথাটা দু-ফাঁক করে দিল!···কেনই যে আমি ঐ অভিশপ্ত দুবৎসভটার কথা কানে

নিলাম তাও জানি না। আমার অনিষ্ট না করে ও জলগ্রহণও করতে পারে না। সারাটা জীবন বেড়ার ওপরের ছেঁড়া কানির মতো ব্যাটা জিভখান নেড়েই চলেছে। ঐ বদমায়শটাই ত্রোফিম ছাগলটাকে শিখিয়ে দিয়েছে যত্রতত্র শিং বাগিয়ে আমাকে তাড়া করতে, আমি যে খোঁড়া মানুষ, সে দিকে কি হুঁস আছে ওর! সব কিছু জানা আছে আমার নখদর্পণে! নিজের চোখে দেখেছি আমি ওকে জানোয়ারটাকে ঐ ভয়ঙ্কর চালাকিটা শিখিয়ে দিতে। শুধু জানতাম না যে ও শেখাচ্ছে ওটাকে আমার বিরুদ্ধে, আমার দিন ঘনিয়ে আনতে।”

“ওকে বিশ্বাস করো না। যা কিছুই বলুক ওর একটা কথাও বিশ্বাস করো না। সব সময়েই ওকে যতদূর সম্ভব সন্দেহ করবে! যত রাজ্যের শয়তানী ধোঁকাবাজীর কারবারে আগাফন ভীষণ দড়ো। সবার পেছনে লাগে, এটা হচ্ছে ওর স্বভাব,”—প্রত্যুত্তরে জেগে উঠল নাগুলনভের অভয়ভরা ভারি কণ্ঠ।

দুজনে সভা চলার সময় থেকেই যে আলোচনা শুরু করেছিল সম্ভবতঃ সেই প্রসঙ্গ নিয়েই কথা বলতে বলতেই নাগুলনভের গেটের ভিতরে ঢুকে গেল।

দাভিদভের ইচ্ছে হল সে-ও ওদের পিছু নেয়, কিন্তু সে ইচ্ছে দমন করল। পরের গলিটার ভিতরে মোড় নিল। কিন্তু মাত্র কয়েক পা যেতে না যেতেই দেখল একটা বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভার্য়া খারলামোভা এগিয়ে এল ওর কাছে।

ক্ষীয়মান চাঁদের ক্ষীণ আলো, তবুও দাভিদভ দেখতে পেল তরুণীর ঠোঁটে লাজুক উদ্‌বেগভরা মৃদু হাসির ম্লান আভা।

“আপনার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছি। জানি এই পথেই আপনি বাড়ি ফেরেন...বহু দিন পরে দেখা হ'ল আপনার সঙ্গে কমরেড দাভিদভ।”

“হাঁ, অনেক দিন দেখা হয়নি আমাদের, ভার্য়া,” সানন্দে জবাব দিল দাভিদভ। “বেশ তো বড়োসড়ো হয়ে উঠেছ, সুন্দরীও হয়ে উঠেছ তখনকার চেয়ে, যথার্থ কথা। এত দিন ছিলে কোথায়?”

ঘাস কাটা ক্ষেত নিড়ানো তাছাড়া আরো অনেক কাজ করার ছিল বাড়িতে...কিন্তু আপনি একটি দিনের জন্যেও তো দেখা করতে এলেন না আমার সঙ্গে। আমার বিশ্বাস কখনো বোধ হয় মনেও পড়েনি আমার কথা”

"তুমি বড্ডো অভিমানী! বৃথা অনুযোগ করো না আমাকে, সব সময়েই কাজের ভিতরে থাকি আমি, একটুও সময় করে উঠতে পারি না। হপ্তায় এক দিন দাড়ি কামাই, দিনে একবার খাই—এদিকে ফসল কাটার সময় এসে গেছে। কিন্তু আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছ কেন বল তো কিছু বলবে আমাকে? দেখে মনে হয় তোমার মনটা ভালো নেই, না ভুল করেছি আমি?"

মেয়েটির নিটোল বাহুর কনুইয়ের উপরটায় একটা চাপ দিয়ে সহানুভূতিভরা দৃষ্টি মেলে ওর চোখের দিকে তাকাল।

"তোমার কি কোনো বিপদ আপদ যাচ্ছে? বলে ফেল দেখি!"

"আপনি কি এখন বাড়ি যাচ্ছেন?"

"তাছাড়া এত রাত্রে আর যাবো কোথায়?"

"যে কোনো জায়গায় গেলেই হল, সব দোরই তো খোলা আপনার জন্যে...যদি বাড়ি যান তবে এক পথেই যেতে পারি আমরা। আমার দোর অবধি যদি একটু এগিয়ে দেন আমাকে?"

"যদি দিই? একটি অদ্ভুত খদ্দের তুমি, খুবই অদ্ভুত! কোনো কালে শুনেছ যে কোনো নাবিক, এমন কি কোনো ভূতপূর্ব নাবিকও কোনো সুন্দরী তরুণীর এমন আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে?" মেয়েটির হাতখানা নিজের হাতের মুঠোর ভিতরে টেনে নিয়ে হালকা সুরে বলে উঠল দাভিদভ। "তাহলে চলে এস—পা চালাও! লেফট্ রাইট! লেফ্ট রাইট!, এখন বলো দেখি তোমার সেই ভয়ঙ্কর বিপদটা কী? বুকের বোঝাটা নামিয়ে ফেল! চেয়ারম্যানের সব কিছুই জানা দরকার কথাটা যথার্থ! বুকের বোঝাটা খালাস করে ফেল! ভিতরে যা কিছু আছে সব!"

কিন্তু হঠাৎ ওর মনে হল যেন ওর আঙুলের মুঠোর ভিতরে ভার্য্যার হাতখানা কাঁপছে। পা দুটো এলোমেলো ভাবে পড়ছে। পরক্ষণেই আচমকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

"আরে, তুমি যে বিশ্রী কান্না শুরু করে দিলে দেখছি, ভার্য্যা! ব্যাপারটা কী?" হালকা সুর মুছে গিয়ে উদ্বেগভরা শান্ত কণ্ঠে বলল দাভিদভ। আবার নুয়ে পড়ে ওর চোখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করল।

ওর কান্নাভরা অশ্রুকলঙ্কিত মুখখানা দাভিদভের চওড়া বুকের উপরে চেপে ধরল। অচল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে দাভিদভ। কখনো কপালটা

কুঁচকে উঠছে, কখনো বা রোদে ঝলসানো ভুরু দুটো বিস্ময়ে কপালে উঠে আসছে। ওর চাপা কান্নার ভিতর থেকে কোনো রকমে কথা কটি শুনতে পেল দাভিদভ :

"ওরা আমাকে বিয়ে দিয়ে দিতে চায়...ভাস্কা ওবনিজোভের সঙ্গে... মা রাত দিন লেগে আছে আমার পেছনে। বলে—"ওকে বিয়ে কর, ওদের অবস্থা খুব ভালো।" তারপর আচমকা দীর্ঘদিনের সঞ্চিত তিক্ত বেদনা কান্নার পথে ভেঙে বেরিয়ে এল : "হা ঈশ্বর, কী করি আমি এখন?"

মুহূর্তের জন্যে ভার্য্যার হাতখানা দাভিদভের কাঁধের উপরে স্থির হয়ে থেকে পরক্ষণেই অবশ হয়ে পাশে ঝুলে পড়ল।

দাভিদভ নিশ্চয়ই কোনো কালে ভাবেনি বা আশাও করেনি যে এই ধরনের একটা সংবাদ তাকে এমন নিদারুণ বিব্রত অবস্থার ভিতরে এনে ফেলবে। ভয়বিহ্বল, বিস্ময়ে বিমূঢ় দাভিদভের অন্তর ব্যথায় মুচড়ে উঠল। কি বলবে কিছুই বুঝে উঠতে না পেরে ভার্য্যার হাতখানা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল, তারপর এক পা পিছিয়ে গিয়ে ওর কান্নাভরা নত চোখ দুটির দিকে তাকাল। আর ঠিক এই মুহূর্তেই কেবল প্রথম ওর মনে হল যে হয়ত দীর্ঘকাল ধরে নিজের একান্ত অজ্ঞাতেই এই তরুণীটিকে ভালোবেসে এসেছে, ওর মতো পুরুষের জীবনের যা কিছু অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা-প্রসূত ভালোবাসা যা অদ্ভুত রকমের সতেজ আর পবিত্র। আর এইক্ষণে প্রায় সমস্ত সত্যিকারের খাঁটি প্রেমের যে দুটি সাথী—বিচ্ছেদ আর বিয়োগ, তাদেরই মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে ঈষৎ ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল : "আর তুমি? তোমার মতটা কী বলো তো, আমার ছোট্ট হরিণী?"

"আমি চাই না ওকে বিয়ে করতে! মোটেই চাই না, ব্যস!"

জলভরা চোখ দুটি তুলে দাভিদভের মুখের দিকে তাকাল ভার্য্যা। ফোলা ফোলা ঠোঁট দুটো ব্যথায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। যেন তারই প্রত্যুত্তরে অন্তরও কেঁপে উঠল। ওর মুখখানা কেমন যেন নির্বোধের মতো হয়ে হাঁ হয়ে গেল। অতি কষ্টে ঢোক গিলে বলল :

"তা যদি হয় তো বিয়ে করো না ওকে, যথার্থ কথা। কেউ জোর করে বাধ্য করতে পারে না তোমাকে।"

"কিন্তু দেখতে পাচ্ছ না কি, মায়ের আমরা দুটি সন্তান। বাকি সব

কটিই আমার চাইতে ছোট। তাছাড়া মা রোগে ভুগছেন। কাজ করে করে যদি মরেও যাই আমি তবু এই এক গুষ্টির পেট কোনো কালেই ভরাতে পারব না। এটা বুঝতে পারছ না প্রিয় আমার?"

"আর ধরো যদি বিয়েই করো তাহলেই-বা কী হবে? তোমার স্বামী কি সাহায্য করবে?"

"আমাদের জন্যে সে তার পরনের শেষ ন্যাকড়াটুকু পর্যন্ত দিয়ে সাহায্য করবে। দিন রাত খাটবে। কী দারুণ ভালোই না বাসে আমাকে জানো? ও আমার জন্যে পাগল, হাঁ ঠিকই তাই। আমিই শুধু ওর ভালোবাসা বা সাহায্য কোনোটাই চাই না। একটুকুও ভালোবাসি না আমি ওকে, এক কণাও না। আদৌ সহ্য করতে পারি না ওকে! যখন সে তার ঘামে ভেজা হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার গা ঘিন ঘিন করে, বমি আসে। আমি বরং...কিন্তু সে কথা বলেইবা লাভ কি। আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন তাহলে কোনো চিন্তা ছিল না আমার। এমন কি মাধ্যমিক স্কুলেও গিয়েও ভর্তি হতে পারতাম..."

দাভিদভ এক দৃষ্টে তরুণীর কান্নাভরা মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকে। চাঁদের আলোয় এমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মুখখানা! বেদনার বলি-রেখা ফুটে উঠেছে দুটো ঠোঁটের কোণে। চোখ দুটো নিচু। চোখের পাতাদুটো গাঢ় নীল। তরুণীও নীরব। হাতের ভিতরে রুমালটা দুমড়ে চলেছে।

"ধরো আমরা যদি তোমার পরিবারকে কিছু সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করি?" একটু ভেবে নিয়ে ইতস্ততঃ করে বলল দাভিদভ।

কিন্তু ওর কথা শেষ হতে না হতেই ভার্যার চোখ দুটো শুকিয়ে উঠল। জলের বদলে নিদারুণ রাগে চোখ দুটো জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল। নাশা দুটো কাঁপছে! পুরুষোচিত কর্কশ ভাঙাভাঙা গলায় খেঁকিয়ে উঠল: "তোমার সাহায্য জাহান্নামে যাক! বুঝেছ?"

আবার নেমে এল ক্ষণিকের নিস্তব্ধতা। এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতায় কিছুটা হতচকিত দাভিদভ আবার জিজ্ঞেস করল: "কিন্তু কেন?"

"কারণ, আমি বলছি, তাই!"

"কিন্তু কেন?"

"আমার কোনো প্রয়োজন নেই তোমার সাহায্যের।"

"আমার সাহায্য নয়। যৌথ জোত তোমার মাকে সাহায্য করবে কেননা,

তার বহু পরিজনের সংসার আর তিনি বিধবা। বুঝেছ? বোর্ডকে জানাবে আমি তাঁর কথা আর একটা সিদ্ধান্ত নেব আমরা। এখন সহজভাবে বুঝতে পারছ কথাটা ভার‍্যা?"

"যৌথ জোতের কোনো সাহায্যের দরকার নেই আমার।"

নিদারুণ বিরক্তিতে কাঁধ ঝাকাল দাভিদভ।

"তোমার ব্যাপারটা অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত সত্যি কথাটা যথার্থ! প্রথমতঃ মেয়েটির সাহায্য দরকার, কিন্তু সাহায্য করতে পারে এমন যে ছেলেটার সঙ্গে প্রথম দেখা হল তার সঙ্গেই বিবাদ করতে মুখিয়ে রয়েছ, তারপর কিনা তার আদৌ কোনো সাহায্যেরই দরকার নেই…। মোটেই বুঝতে পারছি না আমি তোমাকে। আজ রাত্রে তোমার বা আমার, দুজনের মধ্যে নিশ্চয়ই কারোর একটা স্ক্রু ঢিলা হয়ে গেছে, কথাটা যথার্থ। কী চাও তুমি তবে?"

ওর শান্ত, নির্বিকার কণ্ঠস্বর—অন্ততঃ তাই-ই মনে হল ভার‍্যার—মেয়েটিকে চূড়ান্ত হতাশার ভিতরে ডুবিয়ে দিল। আচমকা দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর ঝটকা মেরে দাভিদভের পাশ থেকে সরে গিয়ে ঢালু পথ বেয়ে দ্রুত চলতে শুরু করে দিল। চলতে চলতে সামনের দিকে ঝুঁকে তেমনি দুহাতে মুখ ঢেকেই ছুটতে আরম্ভ করল।

মোড়ের মাথায় দাভিদভ ধরে ফেলল ওকে। ওর ঘাড়টা শক্ত করে ধরে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল: "শোনো, ভার‍্যা. ছেলেমানুষী করো না। সত্যি করে জিজ্ঞেস করছি আমি তোমাকে। ব্যাপারটা কী?"

এতক্ষণে ভার‍্যা তার তরুণী সুলভ উন্মত্ত হতাশা ও দুঃখের তিক্ততা সম্পূর্ণভাবে সামলে উঠল: "তুমি অন্ধ, বেকুব। ওহঃ কী অন্ধই না তুমি। কিছুই কি দেখতে পাও না তুমি! আমি তোমাকে ভালোবাসি। গত বসন্ত কাল থেকেই ভালোবেসে এসেছি তোমাকে। আর তুমি… তুমি চলোফেরো যেন দুটো চোখই বন্ধ করে! আমার সমস্ত বন্ধুরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে আমাকে, তাছাড়া সবাই-ই হয়ত করে! তুমি কি অন্ধ? সবটুকু চোখের জল আমি ঢেলেছি তোমার জন্যে, তুমি ভিক্ষুক! রাতভোর একটি বারের জন্যেও দু চোখ এক করতে পারি না আমি। তবুও কিছু দেখতে পাও না তুমি? আমি যখন তোমাকে ভালোবাসি, কি করে আমি তোমার কাছ থেকে সাহায্য বা যৌথ জোতের মুষ্টি

ভিক্ষা নিতে পারি? কিন্তু তুমি, তুমি শয়তান কি করে মুখ ফুটে বললে এ কথা! কেন, তোমার কাছে হাত পেতে কিছু নেয়ার আগে না খেয়ে উপোষ করে মরে যাবো সে-ও ভালো! হল তো—এখন সব কিছুই খুলে বললাম আমি তোমার কাছে! খুশী হয়েছ তো! এটা শোনার জন্যেই কি অপেক্ষা করে বসেছিলে? এখন তাহলে ছেড়ে দাও আমাকে আর তুমি চলে যাও তোমার লুশকার কাছে। কোনো দরকার নেই আমার তোমাকে দিয়ে। তোমার মতো একটা ঠাণ্ডা পাথর, অন্ধ নিষ্ঠুর শয়তানকে দিয়ে কোনো প্রয়োজন নেই আমার!"

দাভিদভের হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টায় টানাহেঁচড়া করতে লাগল ভারয়া কিন্তু ওকে শক্ত করে ধরে রাখল দাভিদভ। খুবই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখল ওকে কিন্তু প্রত্যুত্তরে একটি কথাও বলল না। কয়েক মিনিট দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ভারয়া রুমালের কোণায় চোখ মুছে এমন সাদা গলায় বলে উঠল মনে হল যেন নেহাৎই মামুলী আর সাদামাঠা: "যেতে দাও আমাকে।"

"অত জোরে কথা বলো না, কেউ শুনে ফেলবে।" বলল দাভিদভ।

"আস্তেই বলছি আমি।"

"একটুও সাবধান হচ্ছ না তুমি..."

"গোটা বসন্তকাল আর গোটা গ্রীষ্মকাল সাবধান হয়ে থেকেছি, সাবধান থেকে থেকে পচে গেছি আর দরকার নেই আমার। আঃ, ছেড়ে দাও আমাকে! এক্ষুনি ভোরের আলো ফুটে উঠবে, আমাকে গিয়ে গাই দুইতে হবে। কি কানে যাচ্ছে কথাটা?

নীরবে মাথাটা নিচু করল দাভিদভ। তরুণীর কোমল কাঁধটা তখনো ওর ডান হাতের দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ। অনুভব করছে ওর ভরা যৌবনের মুকুলিত দেহের উষ্ণতা। মদির গন্ধভরা চুলের উপরে নিশ্বাস নিচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে যেন এক অদ্ভুত অচেনা অনুভূতির অভিজ্ঞতায় ওর দেহ মন আবিষ্ট হয়ে পড়ল। এতটুকু আবেগ নয়, রক্তে উত্তপ্ত চাঞ্চল্য নয়, কামনা নয়, শুধু একটা মৃদু বিষাদ বুঝি বা কুহেলীর মতো ওর অন্তর আচ্ছাদিত করে ঘিরে ধরেছে। আর কেন যেন নিদারুণ কষ্ট অনুভব করছে নিশ্বাস নিতে।

জড়তা ঝেড়ে ফেলে বাঁ হাতে তরুণীর সুডৌল থুতনিটা ধরে মুখটা

একটুখানি তুলে ধরে মৃদু হাসল।

"ধন্যবাদ প্রিয়! ধন্যবাদ প্রিয় ভার্‌য়্যা আমার!"

"কিসের জন্যে?" প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল ভার্‌য়্যা।

"যে আনন্দ তুমি দিলে আমাকে তার জন্যে। আমাকে গাল দেয়ার জন্যে, অন্ধ বলার জন্যে...কিন্তু ভেবনা সত্যিই আমি অন্ধ! কখনো কখনো ভাবতাম, প্রায়ই ভাবতাম, যে আমার সুখ শান্তি, আমার ব্যক্তিগত সুখশান্তি পিছনে ফেলে এসেছি, ফেলে এসেছি সুদূর অতীতের ওপারে, মানে...যদিও অতীতেও সে অমূল্য সম্পদের খুব সামান্যই জুটে ছিল আমার ভাগ্যে।"

"আমার ভাগ্যে আরও কম", তেমনি ফিস ফিস করে বলল ভার্‌য়্যা। কিন্তু আর একটু স্পষ্ট গলায় বলল: "এই প্রথম এবং এই শেষ বারের মতো আমায় একটা চুমু দাও চেয়ারম্যান, তারপর বিদায় নি আমরা, কারণ ভোর হয়ে আসছে। কেউ দেখে ফেলবে সেটা চাই না আমি, তাহলে লজ্জায় মরে যাব।"

ছেলেমানুষের মতো বুড়ো আঙুলের মাথায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে ঠোঁট দুটো তুলে ধরল ভার্‌য়্যা। কিন্তু দাভিদভ শান্তভাবে ওর কপালে একটি চুমু খেল যেন ও একটি কচি শিশু তারপর দৃঢ় গলায় বলল: "মন খারাপ করো না ভার্‌য়্যা, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে আর বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছি না আমি। না যাওয়াই ভালো আমার পক্ষে কথাটা যথার্থ! কাল দেখা হবে আমাদের। একটা কঠিন সমস্যার সমাধান করতে দিয়েছ তুমি আমাকে...কিন্তু ভোর নাগাদ সমাধান করে ফেলব আমি, কথাটা যথার্থ, নিশ্চয়ই করে ফেলব। আর তোমার মাকে বলো, কাল সন্ধ্যেয় যেন কোথাও না যান, কেননা সন্ধ্যের পরে আমি যাবো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। একটু কথাবার্তা বলব আমরা। আর শোনো, তুমিও বাড়ি থেকো। বিদায়, ছোট হরিণী আমার! আর মন খারাপ করো না...। তোমার সম্পর্কেই বা কি করা যায় আর আমার সম্পর্কেইবা কি করা যায় সেটা ভেবে দেখতে হবে আমাকে, তাই না! এখন হলো তো কেমন?"

জবাবের জন্যে অপেক্ষা মাত্র না করে নীরবে দাভিদভ ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর স্বভাবসুলভ ধীর পায়ে নীরবে বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল।

আর না প্রেমিক প্রেমিকা না অপরিচিত এমনি করেই হয়ত ওরা বিদায় নিতে পারত। কিন্তু পিছন থেকে খুব আস্তে ভারা়া ডাকল ওকে। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে পড়ল দাভিদভ। তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল: "আবার কী?"

একটু উদ্‌বেগভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল, মেয়েটি দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। এই মিনিট কয়েকের ছাড়াছাড়ির ভিতরে কী এমন নতুন সিদ্ধান্তে এসে পৌছাল? দুঃখে বোধহয় পাগল হয়ে উঠেছে?

সোজা ওর দিকে এগিয়ে এসে ভারা়া ওর গায়ের সঙ্গে মিশে দাড়াল। তারপর ওর মুখের উপরে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আবেগভরা উষ্ণ গলায় বলতে লাগল:

"লক্ষ্মীটি আমার, আমাদের বাড়িতে এস না। কিছু বলো না মাকে! তুমি যদি চাও তো আমি তোমার সঙ্গে অমনিভাবেই থাকব—ঐ লুশকারই মতো! একটা বছর এক সঙ্গে থাকব আমরা, তারপর তুমি ছেড়ে দিও আমাকে! আমি গিয়ে ভাঙ্কাকে বিয়ে করব। আমি যেমনই থাকি না কেন সে নেবে আমাকে, এমন কি তোমার পরেও। পরশু দিন নিজের মুখেই বলেছে সে কথা। 'যা-ই কিছু ঘটুক না কেন, চিরদিনই তুমি আমার প্রিয়।' তা-ই চাও তুমি?"

একটুও চিন্তা না করে রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ওকে দাভিদভ তারপর ঘৃণাভরা কণ্ঠে "বলল: বোকা কোথাকার! নেহাৎ বোকা! খানকি! কি বলছ তার মানে বোঝ? মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে নাকি? মাথা ঠাণ্ডা করে বাড়ি যাও—ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বুঝেছ! সন্ধ্যেয় যাচ্ছি আমি, পালিয়ে থাকার চেষ্টা করো না। যেখানে পালাবে সেখান থেকে খুঁজে বের করে আনব!"

ভারা়া যদি ক্ষুব্ধ হয়ে নীরবে চলে যেত তবে এমনি করেই ওরা বিদায় নিতে পারত। কিন্তু তার বদলে একটু বিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ভারা়া: "কিন্তু আমি কী করব সেমিয়ন, লক্ষ্মীটি আমার?"

আবার ওর অন্তর মুচড়ে উঠল। কিন্তু এবার করুণায় নয়। দু হাতে ভারা়াকে জড়িয়ে ধরে বার বার করে ওর নুয়ে পড়া মাথার উপরে হাত বুলাতে লাগল।

"আমি দুঃখিত। বেজায় রেগে গিয়েছিলাম···কিন্তু তুমিও তো ভারি

চমৎকার মেয়ে বটে! অমনি করে নিজেকে লুটিয়ে দিতে চাও...। এখন চলে যাও লক্ষ্মীটি। বাড়ি গিয়ে ঘুমোও, তারপর সন্ধ্যেয় আবার দেখা হচ্ছে আমাদের, কেমন?”

“বেশ,” বিনীত নম্রসুরে বলল ভার‍্যা। পরক্ষণেই ভয়ে চমকে উঠে দাভিদভের কাছ থেকে সরে গেল: “ঈশ্বর! ফরসা হয়ে গেছে যে! মুস্কিলে পড়তে হবে দেখছি!”

একান্ত সংগোপনে গুড়িমেরে এগিয়ে আসে ভোরের আলো। এক্ষুনি এইমাত্র যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দাভিদভ দেখল ঘর, বাড়ি, খামার আর ছাউনীগুলির সুস্পষ্ট বহিরেখা, নিস্তব্ধ ফল-বাগিচার গাছে গাছে জমাট বাঁধা গাঢ়-নীল পত্র পল্লবের ঝাড়। আর পুব দিকে—উষার অস্পষ্ট ঘোলাটে-রক্তবর্ণের রাগরেখা।

জীবনের সুখ শান্তি যে সুদূর অতীতে “পিছনে ফেলে” এসেছে, ভার‍্যার কাছে দাভিদভের এই উদ্দেশ্যহীন মন্তব্যের পিছনে নিছক আকস্মিকতা ছাড়াও আরো কিছু ছিল। ওর এই বিপর্যস্ত জীবনে কোনো দিনই কি প্রকৃত সুখশান্তির মুখ দেখতে পেয়েছে দাভিদভ? সম্ভবত পায় নি।

প্রায় অনেকখানি বেলা পর্যন্ত ঘরের ভিতরে খোলা জানালার সামনে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলল আর ভাবতে লাগল তার অতীত জীবনের প্রেমের ঘটনাগুলির কথা। এই মুহূর্তে সব কিছু পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখে, দেখা গেল যে ওর জীবনে এমন কিছুই নেই যা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, কি বেদনার সঙ্গে অথবা যদি এমনও ধরা যায় যে, বিবেকের দংশনের ভিতর দিয়েও স্মরণ করতে পারে। যা ঘটেছে তা হঠাৎ পাওয়া কোনো নারীর সঙ্গে ক্ষণিকের মিলন, যার ভিতরে কোনো রকমের দায়দায়িত্ব নেই, আর সেখানেই তার শেষ। মিলেছে সহজভাবে, ছাড়াছাড়িও হয়েছে সহজ ভাবে, যন্ত্রণার এতটুকু আভাসও থাকেনি, বিনিময়ও হয়নি কোনো অন্তর অভিভূত করা কথা। তারপর আবার হয়ত হপ্তাখানেক পরে নেহাৎ অপরিচিতের মতোই দেখা হয়ে গেছে, একটু শুকনো হাসি, দুটো অর্থহীন কথার বিনিময় হয়েছে নিতান্ত ভদ্রতারই খাতিরে। কুৎসিত প্রেম! স্মরণে আসতেই বেচারা দাভিদভ লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। মনে মনে যতই সে তার অতীতের

প্রেমের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পরিক্রমা করতে করতে এই ধরনের ঘটনার সংঘাতে হোচট খেয়ে চলে ততই নিদারুণ বিরক্তিতে ওর কপাল কুঁচকে কুঁচকে ওঠে। আর ফরসা নাবিকের পোশাকে তেল-কালির দাগের মতো যে জিনিস ওর জীবনটাকে কলঙ্ক-চিহ্নিত করে দিয়েছে সেটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে! যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্ত অপ্রীতিকর মুহূর্তগুলিকে ভুলে যাওয়ার জন্যে একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে আর মনে মনে ভাবছে, তাহলে এখানেই সবকিছুর চূড়ান্ত করার চেষ্টা পেয়ে বসেছে তোমাকে—যত সব নোংরা আর জঞ্জাল, যথার্থ কথা! দারুণ বিপদের ভিতরে পড়েছ তুমি, নাবিক। খুব চমৎকার ব্যবহারই করেছ তুমি মেয়েদের সঙ্গে—কুকুরের চাইতে তেমন বেশি কিছু খারাপ নয় অবশ্যি।

বেলা আটটা নাগাত মনস্থির করে ফেলল দাভিদভ। বেশ, ভার্যাকে বিয়ে করছি আমি। এই আইবুড়ো জীবনটার তলপি গুটোবার সময় হয়েছে এবার, নাবিক! তাছাড়া, মঙ্গলই হবে তাতে। ওকে একটা কৃষি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেব আর বছর দুয়েকের মধ্যেই আমরা আমাদের খামারের নিজস্ব কৃষিবিদ পেয়ে যাচ্ছি। তার পরে আমরা দুজনে ঘর বাঁধবো। বাকি সব আসবে পরে।

একবার কোনো কিছু সিদ্ধান্ত করে ফেললে সে সম্পর্কে কোনো ইতস্তত: করার বা সেটা ফেলে রাখার মানুষ নয় দাভিদভ। চান সেরে নিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হল খারলামোভাদের বাড়ি।

উঠোনে ভার্যার মাকে দেখতে পেয়ে সসম্ভ্রমে নমস্কার করল তাকে। 'সুপ্রভাত মা! কেমন চলছে?"

"আরে, চেয়ারম্যান যে! মোটামুটি চলে যাচ্ছে এক রকম করে, তেমন মন্দ কিছু নয়। কিন্তু কী খবর? এই সকালে কী দরকারে এসেছ বল তো?"

"ভার্যা বাড়ি আছে?"

"হাঁ, ঘুমোচ্ছে। কাল সারারাত তোমরা সভায় ছিলে।"

"ভিতরে চলুন। আর ওকে জাগিয়ে দিন। আপনাদের সঙ্গে কিছু আলোচনা করার আছে আমার।"

"ভিতরে এস তাহলে। সচ্ছন্দে চলে এস।"

দুজনে রান্না ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। সংযত দৃষ্টিতে দাভিদভের

দিকে তাকিয়ে বলল ভার‍্যার মা: "বসো, আমি ভার‍্যাকে তুলে আনি গিয়ে।"

সঙ্গে সঙ্গেই ভার‍্যা এসে হাজির হল। দেখে মনে হল ভোরের দিকে একটুও ঘুমোয় নি। কান্নায় ফোলা ফোলা চোখ, কিন্তু মুখখানা যৌবনোচিত সজীবতায় ঢল ঢল করছে। তাছাড়া বুঝি বা অন্তরের স্ফুরিত ভালোবাসার উত্তাপে উদ্‌ভাসিত। ঈষৎ নমিত ভুরুর তলা থেকে প্রত্যাশা ভরা সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দাভিদভের মুখের দিকে তাকাল।

"কি খবর, কমরেড দাভিদভ। তাহলে এলেন শেষপর্যন্ত আমাদের দেখতে। আপনি আমাদের স্বাগত অতিথি।"

জীর্ণ বিছানায় গাদাগাদি করে শুয়ে থাকা বাচ্চাগুলোর দিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বেঞ্চের উপরে বসে পড়ল দাভিদভ;

"আমি অতিথি নই," বলল, "একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি এখানে। এখন শুনুন মা"—ক্লান্ত চোখে বৃদ্ধার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কথা খুঁজে ফিরল।

উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা, গায়ের ময়লা ফ্রকটার ভাঁজের ভিতরে আঙুল বুলিয়ে চলেছে।

"দেখুন মা," আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল দাভিদভ। "ভার‍্যা আমাকে ভালোবাসে আর আমিও ওকে ভালোবাসি। সুতরাং আমি ঠিক করেছি; ওকে আমি জেলা কেন্দ্রে নিয়ে যাব কৃষি বিদ্যা পড়াবার জন্যে। ওখানে একটা স্কুল আছে। দু বছরে পড়া শেষ করে ফিরে আসবে গ্রিমিয়াকি লগ-এ। আর আসচে শরৎ কালে ফসল তোলা হয়ে গেলে পরে আমরা বিয়ে কবব। আমার আসার আগে ওবনিজভের কাছ থেকে আপনারা একটা প্রস্তাব পেয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটির ওপর জোর জবরদস্তি করবেন না, ওকে নিজের জীবন নিজেকেই বেছে নিতে দিন, কথাটা যথার্থ!"

মহিলার মুখখানা কঠোর হয়ে উঠল। ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকাল:

"ভার‍্যা?"

"মা!" মায়ের দিকে ছুটে যেতে যেতে রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু এইটুকুই বলতে পারল ভার‍্যা, তারপর ঝুঁকে পড়ে আনন্দাশ্রুর ভিতর দিয়ে বৃদ্ধার শ্রমজীর্ণ বলি-কুঞ্চিত মুখে চুমু খেতে লাগল।

জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল দাভিদভ। কান্নার ভিতর দিয়ে ভারয়ার অস্পষ্ট কথাগুলো এসে বাজছে ওর কানে: লক্ষ্মী মা। দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে চলে যেতে পারি আমি ওর সঙ্গে। ও যা বলবে তা-ই করতে আমি প্রস্তুত। যা কিছু সব—কাজ করতে বলে করব—পড়তে বলে পড়ব। শুধু তুমি ভাস্কা ওবনিজোতের সঙ্গে বিয়ে দিও না আমাকে! মোটেই সইতে পারব না তা!"

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। তারপর দাভিদভ শুনতে পেল ভারয়ার মায়ের কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর: "মনে হচ্ছে মায়ের সম্মতির অপেক্ষা না রেখে নিজে নিজেই সবকিছু ঠিক করে ফেলেছ বেশ, ঈশ্বরই তোমাদের বিচার করুন। ভারয়া যদি সুখী হয় তবে তার বিরুদ্ধে এতটুকুও কিছু বলার নেই আমার। কিন্তু, শোনো নাবিক, আমার মেয়েটাকে যেন কলঙ্কিণী বানিয়ে ছেড় না। ও-ই আমার সব। দেখতেই পাচ্ছ ও হচ্ছে বাড়ির সবার বড়ো, এ বাড়ির কর্তা বলো আর কর্ত্রী বলো ও-ই সব। দুঃখে, এতগুলো কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আর অভাবে অভাবে আমার কী হাল হয়েছে তাতো দেখতেই পাচ্ছ। অকালে বুড়িয়ে গেছি! তোমাদের নাবিকদের দেখেছি আমি যুদ্ধের সময়ে, তোমরা যে কি ধরনের তা আমি জানি। কিন্তু দোহাই আমার সংসারটার সর্বনাশ করে দিও না!"

বৃদ্ধার মুখোমুখী হয়ে ঘুরে দাঁড়াল দাভিদভ তারপর সোজা তার চোখে চোখ রেখে বলল: "নাবিকদের কথা বাদ দিন মা! কীভাবে আমরা লড়েছি আর তোমাদের কশাক ছোঁড়াদের শেষ করেছি তা নিয়ে কেউ হয়ত একদিন বই লিখবে, কথাটা যথার্থ! কিন্তু আত্মসম্মান ও ভালোবাসার দিক থেকে যত অপবাদই থাক আমাদের, অনেক অনেক নোংরা ভদ্দর লোকদের চাইতে আমরা ঢের বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, ঢের বেশি খাঁটি। ভারয়ার সম্পর্কে আদৌ কোন দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই আপনার, এতটুকু ক্ষতি আমি করব না ওর। তাছাড় আমরা কিভাবে ঘরকন্না করব সে সম্পর্কেও একটা কথা বলার আছে আপনাকে। যদি আমাদের বিয়ে দিতে আপনি রাজী থাকেন, তাহলে কাল আমি ওকে মিলা-রোভো-এ নিয়ে যাব, একটা স্কুলে ভর্তি করে দেব ওকে। আর আপাতত:, যতদিন না আমাদের বিয়ে হয় আমি এখানে আপনাদের সঙ্গে এসে থাকব। অচেনা লোকের মধ্যে থাকার চাইতে খুব ভালোই থাকব

আমি এখানে। তাছাড়া যে করেই হোক আপনাদের সংসারটাকে দেখতে হবে আমাকে, সাহায্য করতে হবে, তাই নয় কি ? নইলে ভার‍্যা চলে গেলে ছেলেপুলেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে মাথা-মুণ্ডু কুটে মরতে হবে আপনাকে। সুতরাং আপনাদের সবার দেখাশোনার ভারটা আমি আমার নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি। আর আমার কাঁধ দুটোও খুবই চওড়া আছে, কথাটা যথার্থ। তখন দেখবেন সব কিছুই সুন্দর ভাবে চলছে। কি বলেন, এই কথাই ঠিক রইল তাহলে ?”

সামনে এগিয়ে এসে দাভিদভ বৃদ্ধার শীর্ণ কাঁধটা জড়িয়ে ধরল। তারপর নিজের গালের উপরে যখন তার চোখের জলে ভেজা দুটো ঠোঁটের চুম্বন অনুভব করল, নিদারুণ বিব্রত হয়ে বলে উঠল দাভিদভ: “আপনারা মেয়েরা চোখের জল ফেলতে খুবই দড়ো! যে-ভাবে আপনারা কান্নাকাটি শুরু করে দেন তাতে পাথরের হৃদপিণ্ডও নরম হয়ে যায়। বেশ, ভালো কথা, বুড়ো মহিলা, এবার তাহলে আমরা কাজ শুরু করে দি ? যথার্থ কথা, নিশ্চয়ই শুরু করব !”

দাভিদভ অযত্নে ভাঁজকরা একগোছা নোট পকেট থেকে টেনে বের করে ময়লা টেবিল-ক্লথটার তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে একটু বিব্রত হাসি হেসে বিড়বিড় বলল: “কারখানায় যখন কাজ করতাম তখন যা কিছু জমিয়েছিলাম তা এই! সামান্যই দরকার আমার, আর ঐ মদটদ···মদ্যপান আমার আসে না। তাছাড়া ভার‍্যাকে যাওয়ার জন্যে তৈরী করে দিতে কিছু নগদ টাকার দরকার হবে আর ছেলেদের জন্যেও কিছু কেনাকাটা করতে হবে। বেশ তাহলে এই কথাই রইল, আমি চললাম। আজই আমাকে জেলা অফিসে যেতে হবে। সন্ধ্যেয় ফিরে এসে জিনিসপত্র বেঁধেছেদে চলে আসব। তুমি তৈরী থেক ভার‍্যা। কাল খুব ভোরে ভোরেই আমরা মিলারোভোর পথে বেরিয়ে পড়ব। চলি তাহলে, নমস্কার।” ভার‍্যা ছুটে এল ওর কাছে। দুহাতে দাভিদভ দুটি নারীকেই জড়িয়ে ধরল তারপর দোরের দিকে এগিয়ে গেল।

চিরাচরিতভাবেই ওর পদক্ষেপ দৃঢ়, প্রত্যয়ভরা, তেমনি হালকা নাবিক-সুলভ চলনভঙ্গি। কিন্তু ওকে যারা চেনে তাদের কেউ যদি এই মুহূর্তে ওর চলার ধরনটা লক্ষ্য করত তবে দেখতে পেত যে কেমন যেন একটা নতুন ভঙ্গি এসেছে ওর চলার ভিতরে।

ঐ দিনই দাভিদভ জেলা অফিসে গিয়ে নেস্তেরেঙ্কোর কাছ থেকে পার্টির আঞ্চলিক কমিটির দপ্তরে যাবার অনুমতি নিয়ে নিল।

"ওখানে গিয়ে আটকে থেক না যেন," সতর্ক করে দিল ওকে নেস্তেরেঙ্কো।

"প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি ঘণ্টা বেশিও থাকব না আমি ওখানে। আপনি কিন্তু আঞ্চলিক পার্টি সেক্রেটারীকে ফোন করে বলে দিন যাতে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেন আর থারলামোভাকে কৃষি বিদ্যালয়ে ভর্তি করার দিক থেকে সাহায্য করেন।"

ধূর্তের মতো চোখ কোঁচকাল নেস্তেরেঙ্কো। "আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ না তো, নাবিক? মনে থাকে যেন, আমাকে যদি বেইজ্জত করো আর পাছে মেয়েটিকে না বিয়ে করো তবে তার ফল একা তোমাকেই ভোগ করতে হবে। যদি ডন জুয়ান-পনা করো তবে দ্বিতীয়বার কিন্তু আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব না! লুশকা নাগুলনোভার সঙ্গের ব্যাপারটা ততখানি জটিল ছিল না। আর যাই হোক তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছিল। কিন্তু এ-হলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের হবে..."

ভয়ঙ্কর তীব্র দৃষ্টিতে নেস্তেরেঙ্কোর মুখের দিকে তাকাল দাভিদভ, তারপর ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠল:

"আমার সম্পর্কে খুবই কুৎসিত ধারণা পোষণ করেছেন সেক্রেটারী, কথাটা যথার্থ! ওর মাকে বলেছি আমি, বকায়দা প্রস্তাবও করেছি! আর কী করতে বলেন আমাকে? কেন আপনি বিশ্বাস করছেন না আমাকে।"

শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল নেস্তেরেঙ্কো: "আর একটি প্রশ্ন সেমিয়ন! মেয়েটির সঙ্গে কি বসোবাস করেছ এখনো? তাই যদি করে থাক তো গাঁ ছেড়ে চলে যাবার আগে কেন তোমাদের বিয়েটা রেজেষ্ট্রি করে নিচ্ছ না? নিশ্চয়ই লেনিনগ্রাদ থেকে কেউ এসে হাজির হবে এটা আশা করছ না—ধরো তোমার আগের স্ত্রী? বুঝতে পারছ না বেকুবচন্দ্র যে ভাইয়ের মতোই উদ্‌বেগ অনুভব করছি আমি তোমার জন্যে! সৎ মানুষ হিসেবে তোমার উপরে বিশ্বাস হারানো যে কী মর্মান্তিকই হবে আমার পক্ষে...। নিছক কোনো অলস ঔৎসুক্যবশেই তোমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি কিছু আর নাক গলাতে যাচ্ছি না। চটে যেও না, বুঝলে? শেষ বারের মতো আর একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। থারলামোভাকে এই স্কুলে ভর্তি করে দিতে চাইছ কি দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার জন্যে কি বলো?

সামনে থেকে ওকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে?...তাতে করে পার পেয়ে যাবে না, বুঝলে ভায়া!"

দ্রুত অশ্ব চালনায় দাভিদভের পা দুটো জমে গেছে। নিদারুণ ক্লান্তিতে নেস্তেরেঙ্কো যে চেয়ারটায় বসেছিল তারই মুখোমুখি পুরানো চেয়ারটার ক্ষয়ে আসা চাঁচদরমার তৈরী হাতলটার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আকাসিয়া ঝোপের ভিতরে চড়ুইগুলোর কিচির-মিচির শুনতে লাগল। খানিক পরে নেস্তেরেঙ্কোর হলদে বিবর্ণ মুখ আর হাতার উপরে সুন্দর রিপু করা পুরানো জামাটার দিকে তাকিয়ে বলল :

"গত বসন্তকালে যখন আমি আপনাকে বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তখন ভুল হয়েছিল আমার। কারণ আমার মনে হয় কাউকে বিশ্বাস করার অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে আপনার। চুলোয় যাক সে-সব কথা, সেক্রেটারী! আমার মনে হয় একমাত্র নিজেকেই আপনি বিশ্বাস করেন আর সেটাও করেন শুধু আপনার ছুটির দিনে। কিন্তু অন্য সবাইকে, এমন কি যাদের সঙ্গে আপনি বন্ধুত্ব করেন তাদেরও আপনি বৃথা সন্দেহ করে থাকেন...আপনি যখন এমনি তখন কী করে একটা জেলা-পার্টি সংগঠন পরিচালনা করেন আপনি? আগে নিজের সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হন, তারপর অন্যকে সন্দেহ করুন!"

একটা ব্যথাতুর ম্লান হাসিতে নেস্তেরেঙ্কোর মুখটা কুঁচকে উঠল।

"তাহলে চটে গেছ দেখছি তুমি। বারণ করিনি আমি চটতে!"

"হ্যাঁ, চটেছি।"

"তাহলে নিতান্তই বোকা তুমি একটি"

যেমন ক্লান্তভাবে বসে পড়েছিল তার চাইতেও ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়াল দাভিদভ।

"আমি চলে যাচ্ছি সেই ভালো, নইলে হয়ত ঝগড়া হয়ে যাবে আমাদের..."

"আমি চাই যাতে আমাদের ঝগড়া না হয়" প্রত্যুত্তরে বলল নেস্তেরেঙ্কো।

"আমিও সেটাই চাই।"

"বেশ, তাহলে আর পাঁচ মিনিট বসো, বিষয়টা ফয়সালা করেনি আমরা।"

"ঠিক আছে"। আবার বসে পড়ে বলল দাভিদভ : "মেয়েটির এতটুকু অনিষ্ট করিনি আমি, কথাটা যথার্থ! পড়াশুনা করতে হবে ওকে। মস্তো

বড়ো পরিবার ওদের আর ও-ই হচ্ছে সবার বড়ো। গোটা পরিবারটা ওর কাঁধে···বুঝেছেন কথাটা ?"

"বুঝেছি।" প্রত্যুত্তরে বলল নেস্তেরেঙ্কো, কিন্তু তেমনি কঠোর রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো দাভিদভের দিকে।

"আমার ইচ্ছে ও স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলে আর আমাদেরও শরৎ-কালীন কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে আমরা বিয়ে করব। সুতরাং এটা হবে একটা চাষীর বিয়ে, ফসল তোলার পরে।" নিরস কণ্ঠে শেষ করল দাভিদভ। কিন্তু যখন দেখল যে নেস্তেরেঙ্কোর মুখের ভাব একটু নরম হয়ে এসেছে আর মনে হল যে বেশ আগ্রহভরা মনোযোগের সঙ্গেই শুনছে ওর কথা, তখন আগের সেই বিব্রত অবস্থা ঝেড়ে ফেলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই বলে চলল: "লেনিনগ্রাদে কিংবা অন্য কোথাও কখনো আমি বিয়ে করিনি। ভার্যার সঙ্গে এই প্রথম আমি একটা ঝুঁকি নিতে চলেছি। তাছাড়া, সময়ও আর নেই—শিগগিরই চল্লিশে পড়ব।"

"ত্রিশ বছরের পরে প্রত্যেক এক বছরকেই কি তুমি তোমার হিসেবে দশ বছর বলে ধরো ?" মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল নেস্তেরেঙ্কো।

"গৃহ-যুদ্ধের সময়ে কী হয়েছিল ? তখন এক একটা বছরকে দশ বছর বলেই মনে করতাম।"

"একটু বেশিই বটে।"

"নিজের দিকে একবারটি তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন যে প্রায় ঠিকই বলেছি আমি।"

টেবিলের ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়াল নেস্তেরেঙ্কো তারপর বুঝিবা গরম করার জন্যেই হাতে হাত ঘসতে ঘসতে ঘরের ভিতরে এদিক থেকে ওদিক হেঁটে গিয়ে অনির্দিষ্ট কণ্ঠে বলল: "হয়ত তা-ই হবে···তা সে যাই হোক ও নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না, সেমিয়ন। ভারি আনন্দ হয়েছে আমার যে লুশকা নাগুলনোভার সঙ্গে যেভাবে তোমার পদস্খলন হয়েছিল এবার আর তা হচ্ছে না। দেখে মনে হচ্ছে এবার তুমি সাচ্চা কিছু একটা বস্তুই পেয়ে গেছ। আমার মনে হয় শুরুটা ভালোই হয়েছে তোমার দিক থেকে, তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি!"

"শরৎকালে বিয়ের সময়ে আসবেন তো আপনি ?" আবার নতুন আবেগভরা অন্তরে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ।

"আমিই হব প্রথম অতিথি!" বলল নেস্তেরেঙ্কো, আবার ওর মুচকি হাসিতে ফিরে এসেছে আগের দুষ্টুমীর ঝিলিক। একটা ধূর্ত চকমকি জেগে উঠেছে ওর দুটি চোখের বিষণ্ণ দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে। "পদমর্যাদার দিক থেকে প্রথম নয়, সবার আগেই গিয়ে হাজির হব। তারিখটা জানার সঙ্গে সঙ্গেই।"

"বেশ, আজ তাহলে এই পর্যন্তই! আঞ্চলিক সেক্রেটারিকে একটা ফোন করে দিন।"

"আজকেই করে দেব। কিন্তু ওখানে দেরি করো না।"

"যাব আর আসব!"

গভীর ভাবে করমর্দন করল ওরা।

ধুলোয়ভরা রৌদ্রস্নাত পথে বেরিয়ে এল দাভিদভ। আজকাল যেন উনি কেমন হয়ে পড়েছেন, মনে মনে ভাবল, খুবই অসুস্থ! ঐ হলদে মুখ, ভাঙা গাল আর মড়ার মতো চোখ…। হয়ত ঐ জন্যেই অমনভাবে বলেছেন আমাকে।

ঘোড়ার পিঠে উঠতে যাবে দাভিদভ এমন সময়ে জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে ওকে ডাকল নেস্তেরেঙ্কো :

"এক মিনিট সেমিয়ন!"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে এসে বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দাভিদভ।

আরো যেন কুঁজো হয়ে পড়েছে নেস্তেরেঙ্কো, ওর সমস্ত দেহ যেন শুকিয়ে কুঁকড়ে গেছে। দাভিদভের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল! "হয়ত আমার ব্যবহারটা খুবই রুক্ষ হয়েছে কিন্তু কিছু মনে করো না তুমি। খুবই কষ্ট পাচ্ছি আমি। আমার সেই ম্যালেরিয়ার উপরে আবার একটু টি, বি-তে ধরেছে। আর ওটা বিশ্রীভাবে ভুগিয়ে মারছে আমাকে। দুটো ফুসফুসই ছেঁদা হয়ে গেছে। কাল একটা স্যানিটরিয়ামে চলে যাচ্ছি। আঞ্চলিক কমিটি পাঠাচ্ছে আমাকে। ফসল ওঠার আগে ইচ্ছে ছিল না জেলা ছেড়ে যাওয়ার, কিন্তু নাচার। এটা কিছু আর প্রমোদ ভ্রমণ তো নয়। কিন্তু চেষ্টা করব আমি তোমার বিয়েতে হাজির হতে। তোমার কি মনে হয় যে আমি খুবই একটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি? না, মোটেও তা নয় আমি চেয়েছিলাম আমার কষ্টটা একজন বন্ধুর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে। ব্যাপারটা এত আচমকা যে…"

টেবিলটার পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে দাভিদভ দৃঢ় আলিঙ্গনে নেস্তেরেঙ্কোকে

জড়িয়ে ধরল তারপর নীরবে ওর ঘামে ভেজা তপ্ত গালের উপরে চুমো খেয়ে, বলল : "যান কিছুটা চিকিৎসা করে আসুন গে, দাদা! ও রোগে অল্পবয়েসীরাই মরে, আমরা বুড়োরা অনাক্রম্য!"

"ধন্যবাদ," খুবই আস্তে বলল নেস্তেরেঙ্কো, পরক্ষণেই ঘুরে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

ভারি পায়ে পথে নেমে এল দাভিদভ, ঘোড়াটা খুলে লাফিয়ে জিনের উপরে উঠে বসল আর জীবনে যা কখনো করে না তেমনি একটা কাজ করে বসল—দাঁড়ানো অবস্থায়ই চাবুক হাঁকড়ে ঘোড়াটাকে গ্যালপে ছুটিয়ে দিল ছোট্ট শহরটার ঢালু পথ বেয়ে দ্রুত ছুটে যেতে যেতে ভয়ঙ্কর ভাবে দাঁতে দাঁত ঘসে কিড়মিড় করে বলে উঠল : "ঘুমিয়ে পড়িস না, ব্যাটা লম্বকর্ণ শয়তান!"

দুপুরের খাওয়ার পরে গাঁয়ে ফিরে এসে সোজা খারলামোভার বাড়ি গিয়ে হাজির হল দাভিদভ। দোরের সামনে ঘোড়া থেকে নেমে অস্বাভাবিক দ্রুতপায়ে উঠোনের ভিতরে ঢুকল। ওকে অবশ্য বাড়ির ভিতর থেকেই দেখতে পাওয়া গেছে। কেননা ও যখন পা টেনেটেনে উঠে আসছিল বারান্দায় আর দীর্ঘপথ ঘোড়া দাবড়ে আসার ফলে ঘায়ের জ্বালায় ওর কপাল কুঁচকে কুঁচকে উঠছিল ওর ভাবী শাশুড়ী বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। মহিলার আচরণ সম্পূর্ণ বদলে গেছে, স্নেহভরা, যেন ইতিমধ্যেই খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

"নিশ্চয় খুবই শ্রান্ত হয়ে পড়েছ, বাছা? এত তাড়াতাড়ি কি করে ফিরে এলে? শহরে যাওয়া আর ফিরে আসা, কমখানি পথ তো আর নয়," দাভিদভকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে টলতে টলতে উঠোন বেয়ে এগিয়ে আসতে দেখে কৃত্রিম সহানুভূতির সুরে বলে উঠলেন বৃদ্ধা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভাবী জামাইটিকে অমন কায়দা করে চাবুকটা দোলাতে দোলাতে আসতে দেখে যদিও অতি কষ্টে হেঁটে আসছে তবুও মনে মনে যে খুবই খুশি হয়ে উঠেছেন তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। প্রবীণা কশাক নারী, খুব ভালো করেই জানেন তিনি এই সব "রুশ" ঘোড়-সওয়ারেরা কেমন করে জিনের উপরে বসে।

এই ধরনের সহানুভূতির মূল্য যে কতটুকু তা বুঝতে পেরে মনে মনে

গাল পেড়ে উঠল দাভিদভ। প্রত্যুত্তরে রুক্ষ কণ্ঠেই খেঁকিয়ে উঠল : "ঢের হয়েছে, ওতেই চলবে মা! ভার‍্যা কোথায়?"

"ও গেছে দরজীর খোঁজে। মেয়েটার পুরানো যা আছে তা থেকে পরার মতো একটা কিছুতো বানিয়ে নিতে হবে, কি বলো? কিন্তু তোমাকেও বলি বাছা, খুব চমৎকার একটি কনেই খুঁজে বের করেছ তুমি। ওর সম্পত্তির মধ্যে আছে তো মাত্র একটা পুরানো স্কার্ট! তোমার চোখ দুটো ছিল কোথায়?"

"আজ সকালে একটা স্কার্ট চাইতে আসিনি আমি, এসেছিলাম আপনার মেয়েটিকেই চাইতে," খসখসে শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে বলল দাভিদভ। একটু ঠাণ্ডা জল আছে, খাবো? স্কার্ট বাজারে কেনা যায়, তার জন্যে দুদিন সবুর করতে পারি আমরা। ও কখন ফিরে আসবে?"

"কে জানে? ভেতরে এস। ভার‍্যাকে পড়ার ব্যাপারে তোমার ওপরালার সঙ্গে ব্যবস্থা করতে পেরেছ?"

"নিশ্চয়ই করেছি। কাল আমরা আঞ্চলিক কেন্দ্রে যাব। সুতরাং দূরের পথ যাওয়ার জন্যে আপনার মেয়েকে তৈরী রাখবেন। বটে? আবার জলের কল খুলে দেবার চেষ্টা করছেন? বড্ডো দেরি করে ফেলেছেন!"

বাস্তবিকই মা কেঁদে ফেলতেন, অঝোরে কাঁদতেন তীব্রভাবে, সান্ত্বনা দেয়া যেত না। কিন্তু এইক্ষণে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে, তেমন পরিষ্কার বলা চলে না এমন একটা এ্যাপ্রোন দিয়ে চোখের জল মুছে, বিরক্তিভরা কাঁদো কাঁদো সুরে বলল : "ভিতরে যাও, ঈশ্বর রক্ষা করুন তোমাকে! এ-সব আলোচনা কি আর উঠোনে বসে করবো?"

ঘরের ভিতরে ঢুকে গিয়ে দাভিদভ একটা বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল. তারপর হাতের চাবুকটা বেঞ্চের তলায় ঠেলে দিল।

"আলোচনার আর কী আছে, মা? সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেছে, স্থির হয়ে গেছে। এখন এটা করে ফেলা যাক। গত কয়েক দিন ধরে খুবই শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। একটু খাবার জল দিন আমাকে তারপর খানিকক্ষণ একটু গড়িয়ে নেব। ঘুম থেকে উঠে আলোচনা করবোখন। ছেলেরা কেউ যেন ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে রেখে আসে।"

বৃদ্ধার মুখখানা কোমল হয়ে উঠল।

"ঘোড়াটার জন্যে ভেবো না," বললেন তিনি। "ছেলেরা ব্যবস্থা

করবেখন ওটার। একটু বসো, খানিকটা ঠাণ্ডা দুধ এনে দিচ্ছি তোমাকে। ভাঁড়ার ঘর থেকে এনে দেবখন।"

ক্লান্তি ও রাত জাগা দাভিদভকে একেবারে নির্জীব করে ফেলেছে। তাই আর ঠাণ্ডা দুধ ওর ভাগ্যে জুটল না। মাটির তলার ভাঁড়ার ঘর থেকে বৃদ্ধা যখন ঠাণ্ডা দুধের জার নিয়ে ফিরে এলেন ততক্ষণে দাভিদভ যে বেঞ্চটার উপরে বসেছিল, সেটার উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ডান হাতটা ঝুলছে, মুখটা ঈষৎ খোলা। ওর ঘুম ভাঙাবার কোনো চেষ্টাই করলেন না বৃদ্ধা। অতি সন্তর্পণে ওর ঠেস দেয়া মাথাটা উঁচু করে একটা ছোট্ট নীল রঙের বালিশ গুঁজে দিলেন মাথার নিচে। ঘরের ভিতরের গুমোট গরমে আর নিজের দৈহিক ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক গভীরভাবে ঘুমোল দাভিদভ। বাচ্চাদের ফিসফিস কথা আর মেয়েলী হাতের হালকা ছোঁয়ায় ওর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখল, ভারয়া ওর পাশটিতে বসে হাসছে আর ওকে ঘিরে রয়েছে পাঁচটি শিশুর ভিড়—সব কটিই খারলামোভ-পরিবারের।

সবার ছোটটি, দেখা গেল সে-ই সবার চাইতে সাহসী, পরম নির্ভরশীলতায় দাভিদভের বিরাট হাতখানা তার ছোট্ট হাতের ভিতরে আঁকড়ে ধরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল: "সেমিয়ন খুড়ো, সত্যি তুমি আমাদের বাড়ি থাকবে?"

পা দুটো বেঞ্চের ওপর থেকে নামিয়ে দিয়ে ঘুম ঘুম চোখে শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল দাভিদভ।

"হ্যাঁ খোকা, সত্যি। নিশ্চই থাকব, ভারয়া পড়তে চলে যাচ্ছে, তাই কে আর তোমাদের খাওয়াবে পরাবে বলো? এখন থেকে সেটা হবে আমার কাজ, কথাটা যথার্থ!" বলতে বলতে পিতার স্নেহে শিশুটির এলোমেলো রুক্ষচুলেভরা মাথাটার উপরে হাত রাখল দাভিদভ।

পঁচিশ

পরের দিন ভোর হওয়ার অনেক আগেই খড়ের গাদার ভিতর থেকে ঘুমন্ত ঠাকুর্দা শ্চুকারকে তুলে আনল দাভিদভ। ঘোড়া জুততে

সাহায্য করল তাকে, তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে চলে এল খারলামোভাদের দোরে

ভারয়্যার মা রান্না করছেন। কাঠের চওড়া খাটের উপরে বাচ্চাগুলো আড়াআড়ি হয়ে ঘুমোচ্ছে জড়াজড়ি করে। ইতিমধ্যেই সাজ পোশাক হয়ে গেছে ভারয়্যার। নিজের ঘরেরই একটা বেঞ্চের উপরে এমনভাবে বসে আছে যেন সে আর এ বাড়ির কেউ নয়, নিছক ক্ষণিকের জন্যে আসা এক অতিথি মাত্র।

আনন্দ আর কৃতজ্ঞতা মেশানো স্মিত হাস্যে দাভিদভকে স্বাগত জানাল ভারয়্যা।

"কতক্ষণ তৈরী হয়ে বসে আছি। তোমার আসার আশায় অপেক্ষা করে রয়েছি চেয়ারম্যান!"

"প্রথম মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ও তৈরী হতে শুরু করেছে" দাভিদভকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল ওর মা, "হাঁ, মেয়েটা যতদূর ছেলেমানুষ হওয়া সম্ভব, তাই! তাছাড়া বোকাও তেমনি—সে কথা আর বলার নয়। এক্ষুনি প্রাতরাশ তৈরী হয়ে যাচ্ছে। বসে পড়ো কমরেড দাভিদভ।"

ওরা তিনজনে খুব তাড়াতাড়ি করে আগের দিনের বাসি বাঁধাকপির ঝোল আর আলুভাজা খেয়ে নিল। তারপর দুধ দিয়ে সে-গুলো পেটের ভিতরে চালান করে দিল। গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল দাভিদভ। "যাবার সময় হয়ে গেছে আমাদের। মায়ের কাছে বিদায় নাও ভারয়্যা, কিন্তু বেশি দেরি করো না। তাছাড়া চোখের জল ফেলার কোনো কারণ নেই, চিরদিনের মতো ছাড়াছাড়ি হতে যাচ্ছে না তোমাদের। পরের বার যখন আমি আঞ্চলিক দপ্তরে যাবো, আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে মেয়েকে দেখিয়ে নিয়ে আসব মা…। আমি যাচ্ছি এখন ঘোড়াগুলোর ওখানে।" ঘরের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ভারয়্যাকে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ, "সঙ্গে কিছু গরম কাপড় নিচ্ছ তো?"

প্রত্যুত্তরে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই জবাব দিল ভারয়্যা: একটা তুলোভরা পুরানো জ্যাকেটই মাত্র আছে আমার। সেটা এতই পুরানো যে…"

"ঠিক আছে, কিছু ভেবনা। ওটা পরে তুমি কিছু আর বল-নাচে যাচ্ছ না, কথাটা যথার্থ।"

একঘণ্টা পরে, ওরা তখন গ্রাম ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে। দাভিদভ বসেছে শ্চুকারের পাশে আর ভার্য্যা উল্টো দিকে। থেকে থেকে ভার্য্যা দাভিদভের হাতটা টেনে নিয়ে একটু আলতো চাপ দিচ্ছে—পরক্ষণেই আবার নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। ওর এই স্বল্প পরিসর জীবনে কোনো দিনও ভার্য্যা গাঁয়ের বাইরে যায়নি। মাত্র একবার কি দুবার স্তানিৎসায় গেছে, কিন্তু জীবনে রেলপথ দেখেনি কোনো দিনও। তাই, ওর এই প্রথম শহর যাত্রায় ওর তরুণী-হৃদয় যুগপৎ উল্লাস, আর ভয়ে কেঁপে কেপে উঠতে লাগল। পরিবার পরিজন বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে চলে যেতে ওর অন্তর ব্যথায় মুচড়ে উঠছে, প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা।

খেয়ায় ডন পার হয়ে দূর পরোপারের পাহাড়ী পথে অতি কষ্টে উঠে চলেছে ঘোড়া দুটো। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে দাভিদভ পথের পাশের সোমরাজ ঝোপের পাতায় পাতায় জমে থাকা শিশিরবিন্দুগুলিকে ঝরিয়ে দিতে দিতে ভার্য্যার পাশে পাশে হেঁটে চলল। শিশিরবিন্দুগুলির বুকে তখনো জেগে ওঠেনি বর্ণের সমারোহ। বেলা করে সূর্য উঠে আসার পরে রামধনুর সপ্তবর্ণে শিশিরবিন্দুগুলি যেমন ঝলমল করে ওঠে তা এখনো অনুপস্থিত। থেকে থেকে দাভিদভ তাকাচ্ছে ভার্য্যার মুখের দিকে আর অভয়ভরা মৃদুহাসি হেসে বলছে: "তাহলে ভার্য্যা, তোমার চোখ দুটো একটু এবার শুকনো করে রাখ।" অথবা, "এখন বড়ো হয়েছ তুমি, বড়োদের কখনো কাঁদতে নেই, বুঝলে লক্ষীটি।"

সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনপরায়ণা ভার্য্যা ওর নীল রুমালের কোণে গাল বেয়ে নেমে আসা চোখের জল মুছে ফেলে নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে একটু ভীরু বশ্যতার হাসি উপহার দেয় ওকে। ডনের কূল ঘেঁসে জেগে ওঠা পাহাড়ের তলার খড়িমাটির মতো সাদা কুঁজো পিঠে আর উঁচু শৈল শিরায় তখনো জড়িয়ে রয়েছে ঘন কুয়াশা। এই সদ্য আলো-ফোটা ভোরে পথের পাশের আগাছা, কি হলদে ত্রিপত্রের নুয়ে পড়া বোঁটা, কি পাহাড়ের উপর থেকে প্রায় পথের কিনারে ঝাঁপিয়ে নেমে আসা ফসল থেকে দিনের বেলায় গন্ধ জেগে ওঠে নি। এমন কি সতেজ সোমরাজ গাছগুলোও যেন তাদের স্বাভাবিক গন্ধটুকুও ফেলেছে হারিয়ে। সদ্য থেমে যাওয়া জুলাই-এর ইল্‌সেগুড়ির মতো শস্যখেত আর ঘাসের ডগায় ঝুলে থাকা মুক্তোর মতো অজস্র শিশিরবিন্দুগুলি বুঝি বা সবটুকু গন্ধ নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। আর তাই

স্তেপের বুকের এই শান্ত নির্জন ভোরে শুধু মামুলী দুটি গন্ধ উঠছে জেগে—শিশির আর শিশির ভেজা পথের ধুলোর গন্ধ।

একটা জীর্ণ ত্রিপলের বর্ষাতি গায়ে ততোধিক জীর্ণ লাল কাপড়ের একটা কোমরবন্ধ এঁটে শীতে কুঁকড়ে কুঁজো হয়ে বসে ঠাকুর্দা শ্চুকার। কিছুক্ষণ ধরে কেমন যেন অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে রয়েছে। শুধু থেকে থেকে দ্রুত চলা ঘোড়া দুটোকে আরো দ্রুত চলবার জন্যে চাবুকের শব্দ করে সুর করে শিষ দিয়ে উঠছে।

কিন্তু রোদ উঠলে পরে গা ঝাড়া দিয়ে মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করল: "গাঁ-এ গুজব যে, তুমি নাকি ভার্যাকে বিয়ে করার মনস্থ করেছ, সেমিয়ন তাই কি?"

"কথাটা ঠিকই, ঠাকুর্দা।"

"হাঁ, বিয়েটা এমনই একটা জিনিস যে যাই কিছু করো না কেন, তা আজ হোক কি কাল হোক কিছুতেই ওটাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়···মানে ব্যাটাছেলেদের পক্ষে।"—একটা সারগর্ভ বাণী দেয়ার ভঙ্গিতে বলল বৃদ্ধ। "আমার বয়েস যখন সবে আঠারো বছর তখন আমার স্বর্গীয় বাপ-মা আমাকে বিয়ে করিয়েছিল। কিন্তু সে বয়সেও আমি ভীষণ চালাক ছিলাম। এই বিয়ে-সাদীর ব্যাপারটা যে শয়তানের কী কাণ্ডকারখানা সেটা খুব ভালো করেই জানাছিল আমার। তাছাড়া আমার বিশ্বাস, জান-প্রাণ দিয়ে এই বিয়ের ব্যাপার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা আমার মতো ভূভারতে আর কেউই এমন করেনি! জানতাম বিয়ে করাটা কিছু আর ফুলের বিছানায় শুয়ে আরাম করা নয়। আর কী কাণ্ড করেছিলাম জানো বাছা সেমিয়ন! আমি ভান করতাম আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, খুব অসুখ হয়েছে আমার আর ফিটের ব্যারামে ধরেছে। বুঝলে, পাগল হওয়ার জন্যে আমার বাবা—ভারি কড়া ধাতের মানুষ ছিলেন তিনি—পুরো দুটি ঘণ্টা ধরে চাবুক হাঁকড়ালেন আমার পিঠে। চাবুকের হাতলটা পিঠের ওপর ভেঙে টুকরো টুকরো না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত থামলেন না। আর ফিটের ব্যামোর জন্যে মেরামত করলেন আমাকে এক জোড়া লাগামের দোয়াল দিয়ে। তারপর যখন অসুখের ভান করে ব্যথায় ককাতে শুরু করে দিতাম আর বলতাম আমার দেহের ভিতরটাই একদম পচে গেছে, তিনি তখন কথাটি না বলে উঠোনে নেমে যেতেন; তারপর স্লেজ গাড়ি থেকে বমটা খুলে নিয়ে আসতেন। বুড়ো

শয়তানটা কষ্ট করে চালার ভিতরে ঢুকে গিয়ে পর্যন্ত প্লেজটাকে খুলে তচনচ করে নিয়ে আসত ওটাকে। তাঁর আত্মা স্বর্গে শান্তিতে থাকুক, কিন্তু তিনি লোকটা ছিলেন এমনি ধরনেরই বটে। বমটা খুলে নিয়ে ঘরের ভিতর এসে ভারি নরম মিঠা সুরে বলতেন আমাকে: 'ওঠো তো বাছা, তোমার ব্যামোর চিকিচ্ছে করে দিচ্ছি আমি…।' ওহ হো, মনে মনে ভাবি আমি, তকলিফ করে বমটাই যখন একবার গিয়ে খুলে আনতে পেরেছেন এখন তাঁর ঐ চিকিচ্ছের জন্যে আমার দেহের ভিতর থেকে প্রাণটাও বের করে আনার তকলিফটুকুও স্বীকার করতে পিছ পা হবেন না। ওঁর হাতে বম, এটা খুবই একটা বিশ্রী ব্যাপার, সেটা বলে দিচ্ছি তোমাকে। ওঁর, ঐ বুড়ো মানুষটার, কোথায় যেন একটা ইস্ক্রুপ ঢিলা ছিল, সেটা আমি বাচ্চা বয়েস থেকেই লক্ষ্য করে আসছি…আর আমিও তখন, কেউ যেন গায়ে ফুটন্ত জল ছিটিয়ে দিয়েছে এমনি ভাবে স্প্রিং করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দে ছুট। শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলাম। অমন নির্বোধ বুড়ো বেকুবের পাল্লায় পড়ে কী আর করতে পারি আমি? আর তখন থেকেই আমার জীবনটা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে আসছে, সব কিছুই উল্‌টা পাল্‌টা, সব কিছুই তালগোল পাকানো। আজকাল আমার বুড়িটার ওজন দাঁড়িয়েছে গিয়ে মোটে দুটি হন্দর, কিন্তু সে সময়ে…" বলতে বলতে থেমে গিয়ে বুড়ো ঠোঁট কামড়ে ভাবতে ভাবতে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাল তারপর দৃঢ় গলায় কথাটা শেষ করল: "পাক্কা সাড়ে তিন হন্দরের একটুও কম ছিল না, ঈশ্বরের দিব্যি ওর দেহের ওজন ছিল ঠিক তাই!"

হাসির ধমকে গলা বুজে এসেছে দাভিদভের। প্রায় অশ্রুত অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল: "ওটা একটু বেশি-ই হল না কি?"

প্রত্যুত্তরে ঠাকুর্দা শচুকারও উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠল: "তাতে তোমার কি ক্ষতিটা হল হে বাপু? আধ হন্দর বেশি আর আধ হন্দর কম—কী এমন ফারাক? তোমাকে তো আর সে সব দুর্ভোগ আর লড়াই-ঝগড়া বরদাস্ত করতে হয়নি! আমাকেই করতে হয়েছে সেটা! বিয়ে করার পরের জীবনের দিনগুলো এমন বিশ্রীভাবে কেটেছে যে আমি হয়ত গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যাই করে বসতাম, ঠিকই করতাম হাঁ! কিন্তু ও তেমন বান্দা পায়নি আমাকে! একবার চেগে উঠলে আমি মরীয়া হয়ে ওঠা মানুষ। সুতরাং যখন মরীয়া হয়ে উঠলাম তখন ভাবলাম মনে মনে,

না গো পিয়ারী সেটি হচ্ছে না, আগে তুমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ো, আমি যাবো তোমার পিছে…"

অতীতের স্মৃতি মনে পড়ে ঠাকুর্দা শ্চুকার আনন্দে মাথা নাড়তে লাগল, একটু চাপা হাসিও হেসে উঠল। তারপর যখন দেখতে পেল যে ওর কথা অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে শুনছে ওরা তখন সাগ্রহেই আবার ওর নিজের কাহিনী বলে চলল।

"আহ, নাগরিক ভায়া আর—আর তুমি, ভায়্যা! যৈবন কালে আমাদের পিরীতখান ছিল জব্বর আর তেমনি ভয়ঙ্কর, আমার আর ঐ বুড়িটার। কিন্তু অমনটা ছিল কেন জিজ্ঞেস করি? কারণ আমাদের দুটো জীবনের ভিত গড়া ছিল রাগের উপর। তাছাড়া রাগ আর আক্রোশ ও দুটো একই কথা—তাই যেন পড়েছিলাম আমি মাকারের সেই মোটা অভিধানটার ভিতরে।

"তারপর রাত্রে যখনই আমার ঘুম ভেঙে যেত দেখতাম আমার বুড়িটা হয় কাঁদছে নয় তো হাসছে। তখন আমি মনে মনে ভাবতাম, ঠিক হ্যায়, প্রাণ ভরে কেঁদে নাও পিয়ারী, মেয়েমানুষের চোখের জল তো আকাশের শিশির ছাড়া আর কিছু নয়। তোমাকে পেয়ে আমার জীবনটাওতো আর মধুমাখা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমি তো তার জন্যে কেঁদে ভাসাই না।

"কিন্তু আমাদের বিবাহিত জীবনের পাঁচবছরে পড়তে ব্যাপারটা যা ঘটল তা হচ্ছে এই। আমাদের পড়শী পলিকার্প বাড়ি ফিরে এল ফৌজ থেকে। আতামানের রেজিমেন্টে ও ছিল সর্দার পাহারাওলা। বেকুবটাকে ওরা শিখিয়েছিল শুধু মোচ পাকাতে তাই বাড়ি এসে ও মোচ পাকিয়ে ঘুরঘুর করতে শুরু করল আমার বুড়িটার পেছনে। এক দিন সন্ধ্যেয় হঠাৎ নজরে পড়ে গেল আমার। দেখলাম দুটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেড়ার এ পাশে আমার বুড়িটা আর ওপাশে তিনি। সুতরাং অন্ধের ভান করে যেন দেখতেই পাইনি এমনিভাবে পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলাম। কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যেয় আবার দেখি ওরা তেমনি দাঁড়িয়ে। আহ্, মনে মনে ভাবলাম, ব্যাপারটাতো খুবই বিশ্রী। তৃতীয় দিনের দিন ইচ্ছে করেই বাড়ির বাইরে চলে গেলাম। কিন্তু সন্ধ্যে হতে হতে যখন ফিরে এলাম—দেখি আবার ওরা তেমনি দাঁড়িয়ে। এতো ভারি চমৎকার কাণ্ড! ভাবলাম আমি। এর একটা কিছু বিহিত করতে

হচ্ছে আমাকে। ভেবে ভেবে একটা ঠাউরে ফেললাম। একটা তিন পাউণ্ড ওজনের বাটখারা তোয়ালের ভিতরে জড়িয়ে নিয়ে গুড়ি মেরে ওর উঠোন ঘুরে পলিকার্পের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। খালি পা ছিল আমার তাই আর পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। তারপর যেই না মোচ মোড়াতে শুরু করেছে, আমার গায়ে যতটা জোর ছিল সব দিয়ে একখানি ঘা ঝেড়ে দিলাম ওর মাথার খোলাটার ওপরে। সঙ্গে সঙ্গেই কাটা গাছের গুঁড়ির মতো বেড়ার পাশে ধপ করে পড়ে গেল।

"কয়েকদিন পরে দেখা করলাম পলিকার্পের সঙ্গে। গোটা মাথা জোড়া ব্যাণ্ডেজ। আর ও তেতো সুরে বলল আমাকে "ব্যাটা বেকুব, তুই তো মেরেই ফেলেছিলি আমাকে আর একটু হলে।" আমিও জবাবে বললাম: "কে যে বেকুব সেটা প্রমাণ হতে এখনো বাকি আছে—যে বেড়ার ধারে মাটি নিয়েছিল সে না যে দুপায়ে দাঁড়িয়েছিল সে।"

"দাওয়াইটা ম্যাজিকের মতো কাজ দিল! বেড়ার পাশে দাঁড়ানো বন্ধ হল ওদের। শুধু যেটা হল তা হচ্ছে এই যে আমার মাগীটা রাত্রে দাঁত কিড়মিড় করতে শুরু করে দিল। দাঁতের বাদ্যি শুনে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে জিজ্ঞেস করলাম ওকে: "কী ব্যাপার সোনামণি, দাঁত ব্যথা করছে?" কিন্তু ও জবাবে বলল আমাকে, "জ্বালাতন করো না আমাকে, বেকুব কোথাকার!" তাই কি আর করি, পাশে শুয়ে পড়ে আমিও ভাবতে লাগলাম—'কে বড়ো বেকুব সেটা প্রমাণ হতে এখনো বাকি আছে—যে দাঁত কড়মড় করছে সে, না দোলনায় শোয়ানো শান্ত কচি ছেলেটার মতো আরামে চুপচাপ ঘুমোচ্ছে সে।"

পাছে বৃদ্ধ ক্ষুণ্ণ হয় তাই ওর শ্রোতারা মুখ বুঁজে চুপ করে রইল। নীরব হাসিতে ফুলে ফুলে উঠছে ভায়্যা। শচুকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে রয়েছে দাভিদভ। কেমন যেন একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর কাশির ধমকে কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে পরম উৎসাহে বলে চলেছে শচুকার:

"এই সব ভয়ঙ্কর মারাত্মক পিরীতের বেলায় কখনো কখনো এমনিই ঘটে থাকে বটে! মোদ্দা কথা, এই সব বিয়ে-সাদীর ভিতর থেকে তেমন ভালো কোনো ফল লাভ হয় না, আমার বুড়ো মানুষের নজরে যা আমি দেখি। কিংবা নজীর হিসেবে এই ঘটনাটাকেই ধরো না কেন।

আগের কালে আমাদের গাঁয়ে একজন ইস্কুলমাষ্টার ছিল। তার ছিল একটি কনে। সেও আমাদের গাঁয়েরই এক ব্যবসায়ীর মেয়ে। আর ঐ ইস্কুলের মাষ্টারবাবুটি খুব ফিটফাট ছিমছাম হয়ে ঘুরে বেড়াত—মানে পোশাক আশাকের দিক থেকে। ঠিক যেন একটা ডবকা মোরগ। আর বেশীর ভাগ সময়ই পায়ে না হেঁটে একটা বাইসাইকেল চড়ে ঘুরে বেড়াত। তখন সবেমাত্র নতুন আমদানি হয়েছে ওগুলোর। গাঁয়ের সবাই মনে করত এক তাজ্জব চিজ, তাছাড়া কুত্তাগুলোর তো কথাই নেই। যেই না আমাদের ইস্কুলমাষ্টার তার চকচকে চাকা চালিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসত, অমনি ঐ অভিশপ্ত কুত্তাগুলোও যেন স্রেফ পাগলা হয়ে উঠত। আর ওগুলোর খপ্পর থেকে পালিয়ে দূরে চলে যাবার জন্যে সে-ও তার যন্তরটার ওপর প্রায় শুয়ে পড়ে এত জোরে প্যাডেল করত যে ওর পা দুটো যে নড়ছে তা চোখেই পড়ত না। অনেক বাচ্চা-কাচ্চা চাপা দিত আর সেই জন্যে অনেক বিপদেও পড়ত।

একদিন সকালে আমাদের ঘুড়ীটাকে খুঁজতে স্তেপে যাচ্ছি পার্কটার ভিতর দিয়ে, দেখি একপাল কুকুর তেড়ে আসছে আমার দিকে। আগে আগে একটা কুত্তি আর সেটার পিছনে মস্তো বড়ো একপাল কুকুর—কম করে তিরিশটা, কি তারও বেশি ছাড়া কম নয়। সে কালে আমাদের গাঁয়ের লোকগুলো, জাহান্নামে যাক ব্যাটারা, এত কুত্তা পুষত যে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। ঘরে ঘরে দুটো তিনটে করে হাউণ্ড থাকত। আর সে কি কুকুর! জংলী বাঘের চাইতেও ভীষণ, আর এক একটা বাছুরের সমান উঁচু। কুত্তার মালিকেরা তাদের টাকার সিন্দুক আর ভাড়ার ঘর পাহারা দেয়ার দিকে খুব কড়া নজর রাখত। কিন্তু কী লাভটাই হল তাতে? যুদ্ধের মারে তাদের সব কিছুই ধুয়ে মুছে গেল তো…। এদিকে হল কি—কুত্তার দল তো এগিয়ে আসছে আমার দিকে। কিন্তু বুঝলে, আমিও তো কিছু আর বোকা বেকুব নই, মানের বালাই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সবচাইতে দুঃসাহসী বেড়ালটার মতো তড়িঘড়ি করে টেলিগ্রাফের খুঁটিটা বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। তারপর দুপা দিয়ে খুঁটিটা জড়িয়ে ধরে চুপটি করে বসে রইলাম। আর, এমন সময়ে, ভাগ্যিই বলতে হবে, আমাদের ইস্কুলমাষ্টার তার বাইসাইকেলে সওয়ার হয়ে এসে হাজির। বাইসাইকেলের চকচকে চাকা দুটো আর হ্যাণ্ডেলটা ঝকমক ঝকমক করছে। অবশ্য কুকুরগুলোও

অমনি তাকে তেড়ে গিয়ে কোণঠাসা করে ফেলেছে। বাইকটা ফেলে দিয়ে সেইখানে দাঁড়িয়েই সে লাফাতে শুরু করে দিল। কি আর করি, চেঁচিয়ে উঠলাম আমি 'আরে এখানে উঠে আয় বেকুব' চিৎকার করে গাল পেড়ে উঠলাম আমি, 'নইলে এক মিনিটের মধ্যেই তোকে ছিঁড়ে পলতে বানিয়ে দেবে! ও চেষ্টা করল খুঁটি বেয়ে উঠতে, বেচারার কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে তখন। যেই না খুঁটিটা জড়িয়ে ধরেছে অমনি কুকুরগুলো ওর পরনে যা কিছু ছিল দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফাতরাফাই করে ফেলল—ওর নতুন হেরিং-এর কাঁটার ট্রাউজার, সোনার বোতাম লাগানো চটকদার টিউনিক, এমন কি অন্তর্বাসটি পর্যন্ত। তাছাড়া সবচাইতে হিংস্র জন্তুটা ওর গায়ের মাংসের ভিতরেও দাঁত বসাতে কসুর করল না।

"বুঝলে, কুত্তাগুলো তো প্রাণভরে ওকে নিয়ে মজা লুটে তারপর চলে গেল। ও তখনো খোঁটাটা আঁকড়ে পড়ে রয়েছে। ওর সর্বাঙ্গে একমাত্র যে বস্তুটা ছিল তা হচ্ছে ওর মাথায় বুটিদার উঁচু টুপিটা। কিন্তু তার চুড়োটাও ভেঙে গেছে খুঁটি বেয়ে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে।

তারপর আমরা আমাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে নেমে এলাম—ও নেমে এল আগে আমি পিছে। আমি বসে ছিলাম উঁচুতে, তারগুলোর ঠিক নিচে। সুতরাং ঠিক মিছিলের মতোই আমরা নেমে এলাম—ও উদোম ন্যাংটো, আর আমার গায়ে শুধু একটা সার্ট আর পরণে একটা ক্যাম্বিসের ট্রাউজার। লোকটা তাই আমার কাছে কাকুতি মিনতি করতে শুরু করে দিল: 'তোমার ট্রাউজারটা ধার দাও আমাকে ঠাকুর্দা, আধ ঘন্টার মধ্যেই আমি আবার ফিরিয়ে এনে দিচ্ছি তোমাকে।' আমি বললাম, 'বাপুহে, বুঝলে কিনা, নিচে যখন আর কিছুই পরা নেই তখন তোমাকে আমি আমার ট্রাউজারটা খুলে দেই কেমন করে? তুমি তো তোমার বাইকে চড়ে কেটে পড়বে আর এই দিনের বেলায় আমি কি ন্যাংটো পোঁদে এই খুঁটিটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতে থাকব। আমার সার্টটা বরং দিতে পারি, কিন্তু দুঃখিত, ট্রাউজারটি নয়।' সুতরাং কি আর করে, আমার সার্টের হাতা দুটোর মধ্যে পা গলিয়ে পরে নিয়ে খুব আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করল। ওর অবিশ্যি উচিত ছিল গ্যালপে ছোটা, কিন্তু বেচারা, তা ছুটবে কেমন করে পা-বাঁধা ঘোড়ার মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা ছাড়া যখন আর গত্যন্তর নেই? বুঝলে

তারপর। সেই ব্যাপারীর মেয়েটা, ওর সেই যে ভাবী কনেটা, সে তো এই মূর্তিতে দেখে ফেলল ওকে। আর সেই দিনই ওদের পিরিতটি খতম। জলদি ব্যবস্থা করে ওকে অন্য একটা স্কুলে বদলি হয়ে চলে যেতে হল! আর তার একটি হপ্তা পরেই, কি বলে, ঐ অপমানে, কুত্তাগুলোর থেকে অমন দারুণ ভয় পাওয়ায় আর ঐ মেয়েটা ওকে খেদিয়ে দেয়ায়, ওদের পিরিতের কলসটি অমনভাবে ফেটে যাওয়ায়, ছেলেটার হয়ে গেল রাজযক্ষ্মা। তারপর মরেই গেল। কিন্তু কিসের জন্যে ও মারা গেল সে সম্পর্কে বেশি কিছু আর বলতে চাই না, আমার বিশ্বাস সম্ভবতঃ ভয়ে আর লজ্জায়ই ও মরে গেছে। তাহলেই দেখ বিয়ে-সাদী তো দূরস্থান, তোমার গে ঐ পিরিত-পেন্নয় কী হালই না তোমার করে ছাড়ে। তাই বলছি তোমাকে সেমিয়ন, বাপ আমার, ভার্‌য়্যাকে বিয়ে করার আগে একশোবার ভেবে দেখো কথাখান। জানো তো সবাই ওরা এক তুলিতেই চিত্তির করা! মাকার আর আমি, আমরা দু চক্ষে দেখতে পারি না ওদের আর তার যুক্তিও আছে আমাদের।"

"ঠিক আছে ঠাকুর্দা, খুব ভালো করে আবার ভেবে দেখব আমি।" বুড়োকে সান্ত্বনা দিল দাভিদভ, আর শ্চুকার যখন সিগারেট ধরাচ্ছিল, সেই ফাঁকে চট করে ভার্‌য়্যাকে কাছে টেনে এনে ওর কপালের উপর যেখানে এক গোছা কোঁকড়া চুল হাওয়ায় দুলছিল সেখানে একটা চুমু খেল।

নিজের গল্প করতে করতে ক্লান্ত হয়ে আর সম্ভবতঃ অতীতের স্মৃতি-চারণার ফলে ঠাকুর্দা শ্চুকার ঘুমে ঢুলতে শুরু করে দিল। ওর অসাড় হয়ে ঝুলে পড়া হাত থেকে লাগামটা তুলে নিল দাভিদভ। ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে বিড় বিড় করে বলতে লাগল ঠাকুর্দা শ্চুকার, "দয়া করে ধন্যবাদ তোমাকে, বাপ আমার, দু দণ্ড চাবুকটা একটু নাড়ো, আমি একটুক্ষণ চোখ বুজেনি। বুড়ো বয়সের মরণ! রোদ একটু চড়লেই, চোখে ঢুল আসে…আর শীতকালে শীত যত চেপে আসে ততই ঘুম পায়। যদি হুঁসিয়ার না থাক তো ঘুমের মধ্যেই ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মরে থাকতে পারো।"

ভার্‌য়্যা ও দাভিদভের মাঝখানে শুয়ে পড়ল শ্চুকার। ওর ছোটখাটো জীর্ণ দেহটা চাবুকের দোয়ালের মতো দ্রোঝকির ভিতরে ছড়িয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বাঁশির আওয়াজ তুলে নাক ডাকাতে শুরু করে দিল।

এতক্ষণে রৌদ্রতপ্ত স্তেপভূমি বিভিন্ন ঘাসের গন্ধভরা নিঃশ্বাস ছাড়তে শুরু করেছে। পথের তপ্ত ধুলার গন্ধের সঙ্গে হালকাভাবে এসে মিশেছে সদ্য-কাটা ঘাসের সুবাস। দূর দিগন্তের আবছা নীল রেখা সূক্ষ্ম সুতার মতো ফুটে উঠছে ঘন কুয়াশার বুকে। আগ্রহাকুল উৎসুক চোখের দৃষ্টি মেলে ভান্যা ডনের পরোপারের এই বিস্তীর্ণ ভূমি দেখে চলেছে যা ওর কাছে সম্পূর্ণ নতুন, সম্পূর্ণ অজানা তবুও সেটা ওর সেই অখণ্ড প্রিয় স্তেপভূমিরই অংশ।

সন্ধ্যে নাগাত একশো কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম করে এসে ওরা একটা খড়ের গাদার তলায় রাত কাটাল। বাড়ি থেকে নিয়ে আসা সাধারণ খাবার দিয়ে ওরা রাতের আহার শেষ করে সবাই মিলে কিছুক্ষণ দ্রোঝকিটার পাশে বসে নীরবে তারায় ভরা আকাশটাকে দেখল।

"কাল আবার খুব ভোরে ভোরে রওনা দিতে হবে আমাদের, এখন ভিতরে ঢুকে পড়ি চলো," বলল দাভিদভ, "তুমি দ্রোঝকির ভিতরে গিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ো ভান্যা। আমার কোটটা নাও, ঢাকা দিয়ে নিও। ঠাকুর্দা আর আমি আমরা এই খড়ের গাদার তলায় বিছানা করে নিচ্ছি।"

"এটা ন্যায্য ব্যবস্থা, বুঝলে সেমিয়ন," সায় দিয়ে বলে উঠল শচুকার। দাভিদভ ওর সঙ্গে শোবে জেনে ভারী খুশি হয়ে উঠেছে মনে মনে।

সত্যি কথাটা হচ্ছে এই যে স্তেপের এই অচেনা নির্জন জায়গায় একা শুতে ভয় পাচ্ছে বুড়ো!

হাতের উপরে মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে দাভিদভ উপরে দিগন্ত-বিশারী হালকা নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সপ্তর্ষি মণ্ডলটা খুঁজে বের করল, একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, তারপর অকারণেই একটু হাসল।

দুপুর রাত্রে দিনের বেলার ঝলসানো রোদের তাত মিইয়ে যেতে মাটি ঠাণ্ডা হয়ে উঠল। অনতিদূরে কোথায় যেন পাহাড়ী খাদের ভিতরে সম্ভবতঃ একটা ডোবা বা স্তেপভূমির অগভীর হ্রদ রয়েছে। সেখান থেকে ভেসে আসছে ভিজা মাটি আর আগাছার গন্ধ। অতি কাছেই কোথায় যেন একটা কোয়েল ডেকে উঠল। মাত্র অল্প কয়েকটি ব্যাঙের সঙ্কোচভরা ডাক শোনা যাচ্ছে। "ঘুমো, ঘুমো!" রাতের অন্ধকারে ঝিমোতে ঝিমোতে ডেকে চলেছে একটা ছোট্ট প্যাঁচা।

একটু তন্দ্রা এসেছে দাভিদভের, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটা নেংটি ইঁদুর খড়ের ভিতরে সরসর করে উঠতেই ঠাকুর্দা শ্চুকার পাগলের মতো লাফিয়ে উঠে পড়ল।

"শুনলে, সেমিয়ন?" দাভিদভকে নাড়া দিতে দিতে বলল শ্চুকার। চমৎকার একখানা জায়গাই খুঁজে বের করেছি আমরা, চুলোয় যাক! এখানকার এই গাদাটা নিশ্চয়ই সাপখোপে ভরা। খসখসানির শব্দ কানে যাচ্ছে না তোমার? ওখানে আবার কবরখানার মতো একটা প্যাঁচা ডাকছে। চলো এ মরণপুরী থেকে চলে যাই আমরা!"

"ঘুমিয়ে পড়ো, ওসব বাজে ভাবনা ছেড়ে দাও," প্রত্যুত্তরে ঘুমভরা চোখে বলল দাভিদভ।

আবার শুয়ে পড়ল শ্চুকার। ওর বর্ষাতিটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বহুক্ষণ ধরে ছটফট করতে করতে বিড়বিড় করে বকে চলল: "বলেছিলাম তখন যে ওয়াগনটা নিয়ে যাই। কিন্তু না, তুমি চাইলে দ্রোঝকিতে চড়ে জাঁক দেখাতে। এখন আরামটা করো! ওয়াগনে আসতাম যদি তবে সেটাতে আমাদের নিজেদের ঘরের খড় বোঝাই করে নিয়ে আসতে পারতাম আর খুশি মতো চুপচাপ পথ চলতে পারতাম। তাছাড়া রাত্রে তিনজনেই ভিতরে ঘুমোতে পারতাম। কিন্তু এখন কোন্ এক অচেনা খড়ের গাদায় বেওয়ারিশ কুত্তার মতো শুতে হচ্ছে আমাদের। ভার্য্যার তো মজা, তিনিতো নিরাপদে আরাম করে উপরে শুয়ে আছেন ভদ্রমহিলার মতো। কিন্তু এখানে তোমার মাথার চারদিকে খচমচ করছে, পাশে খচমচ করছে ভগবানই জানেন! দাঁড়াও না, তুমি যখন বেশ করে ঘুমিয়ে পড়বে, তখন হয় একটা সাপ বা অন্য কিছু গুটিগুটি এসে তোমার মোক্ষম জায়গাটিতে দেবেখন একখানা কামড় বসিয়ে—আর তাহলেই তোমার বিয়ের আশাটি খতম হয়ে যাবেখন। তাছাড়া কোনো কালে জানতেও পারবে না তুমি যে এমন একটি বিশেষ জায়গায় ওরা কামড়াতে পারে—ঐ সাপেরা, যাতে একেবারে তোমার সে কম্মটি সেরে দিতে পারে চিরকালের মতো। তখন তোমার ভার্য্যা কেঁদে কেঁদে গামলা ভর্তি করে ফেলবে, তাই না? কিন্তু তাতেই বা কী উপকারটা হবে?...আমাকে সাপে কামড়ানোর কিছু মানে হয় না। আমি বুড়ো মানুষ, দড়িপাকানো মাংস আমার গায়ের। তাছাড়া আমার গা থেকে ছাগলের গন্ধ ছাড়ে। কেননা, ত্রোফিম প্রায়ই

আমার সঙ্গে খড়ের গাদায় এসে শোয়। তাছাড়া ছাগলের গন্ধ সাপেরা তেমন পছন্দও করে না। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে সাপ আমাকে কামড়াবে না, কামড়াবে তোমাকে···চলো আমরা আর কোথাও চলে যাই।"

"আজ রাতের মতো তুমি কি ঘুমোবে একটু ঠাকুর্দা?"—ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠল দাভিদভ। "এই রাত দুপুরে কি করে অন্য কোথাও চলে যাই বলো?"

প্রত্যুত্তরে বেজার হয়ে বলল ঠাকুর্দা শ্চুকার:

"তুমি এমন জায়গায় আমাকে নিয়ে এনে ফেলেছ যেখানে চার দিকে খালি মৃত্যু নিঃশ্বাস ফেলছে। একটু যদি আঁচ পেতাম তবে আগেভাগেই বুড়িটার কাছ থেকে শেষ বিদায়টা সেরে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু এখন এমনভাবে যেতে বসেছি যেন কস্মিন কালেও আমার বিয়ে-সাদী হয়নি। সত্যি অন্য কোথাও যাবে না, বাপ আমার?"

"না। ঘুমিয়ে পড়ো ঠাকুর্দা।"

ক্রুশ করে একটা বুকচেরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল ঠাকুর্দা শ্চুকার তারপর বলে উঠল: "ঘুমোতে পারলে তো খুবই খুশী হতাম, বুঝলে সেমিয়ন, কিন্তু ভয় করছে আমার। হৃদপিণ্ডটা বুকের মধ্যে দপ দপ করছে। তার ওপর আবার ঐ নচ্ছার প্যাঁচাটা ডাকছে, মরুক ব্যাটা গলা আটকে···"

ঠাকুর্দা শ্চুকারের একঘেয়ে বিলাপের সুর শুনতে শুনতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল দাভিদভ।

সূর্য ওঠার আগেই ঘুম ভাঙল দাভিদভের। ভার্‌য়া এসে বসেছে ওর পাশে। খড়ের গাদায় হেলান দিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে রয়েছে। দাভিদভের কপালের উপরে ঝুলে পড়া একগোছা চুলের জট ছাড়াচ্ছে। কিন্তু ওর আঙুলের স্পর্শ এমন মৃদু এমন সতর্ক যে ঘুম ভেঙে যাবার পরেও দাভিদভ প্রায় অনুভবই করতে পারল না। দ্রোঝকির ভিতরে ওর জায়গাটা দখল করেছে ঠাকুর্দা শ্চুকার। দাভিদভের কোটটা মুড়ি দিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

জুলাইয়ের ভোরের মতো রক্তিম তাজা ভার্‌য়া ফিস ফিস করে বলল: "আমি পুকুরে নেমেগিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসেছি। ঠাকুর্দাকে তোলো, রওনা হওয়া যাক"। দাভিদভের খোঁচা খোঁচা গালে হালকাভাবে ঠোঁট দুটো ছুঁইয়েই দুপায়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ভার্‌য়া। "তুমি কি হাতমুখ ধুতে যাবে, সেমিয়ন? পুকুরটা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, চলো।"

সন্থ ঘুমভাঙা ধরা ধরা ভারি গলায় প্রত্যুত্তরে বলল দাভিদভ: "এমন ঘুম ঘুমিয়েছি যে এখন আর হাতমুখ ধোয়ার সময় নেই বুঝলে ভার‍্যা। পথে কোথাও একটু মুখেচোখে জল দিয়ে নেবোখন। বুড়ো স্নসলিকটা কি অনেক আগেই তুলে দিয়েছে তোমাকে?"

"না, ও আমাকে তুলে দেয় নি। অন্ধকার থাকতে থাকতেই ঘুম ভেঙে-গেছে আমার। দেখি ও গুঁড়িসুড়ি মেরে বসে আছে তোমার পাশে, সিগারেট ফুঁকছে। "ঘুমোওনি তুমি ঠাকুর্দা?" জিজ্ঞেস করলাম। "রাত-ভোর ঘুমোইনি আমি, লক্ষ্মীটি," ও বললে, "এ জায়গাটায় সাপ কিলবিল করছে। তুমি যাও গিয়ে স্তেপে একটু বেড়িয়ে এসগে আমি তোমার জায়গায় শুয়ে ঘণ্টাখানেক শান্তিতে একটু ঘুমিয়ে নি"। তাই উঠে আমি গিয়ে পুকুরে হাতমুখ ধুয়ে এলাম"।

দুপুরের আগেই ওরা মিলেরোভো-এ পৌঁছে গেল। আঞ্চলিক কমিটিতে গিয়ে সবকিছু ব্যবস্থা করে ফেলল দাভিদভ। তারপর খুশিমনে হাসতে হাসতে ফিরে এল।

"আঞ্চলিক কমিটিতে যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনিভাবেই সব কিছু ব্যবস্থা করেছিলেন সেক্রেটারি—চটপট, বকয়দা মাফিক। আঞ্চলিক কমসোম-লের মেয়েরা এসে তোমাকে তাদের পাখনা ঢাকা দিয়ে নিয়ে যাবেখন, বুঝলে ভার‍্যা। এখন চলো কৃষি বিদ্যালয়ে গিয়ে তোমাকে তোমার নতুন আবাসে কায়েম করে দিয়ে আসি। সহকারী ডাইরেক্টরের সম্মতি পেয়েইগেছি। প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত গৃহশিক্ষকেরা পড়াবে তোমাকে আর শরৎকাল নাগাত দেখো বেশ তৈরী হয়ে যাবে, কথাটা যথার্থ! আঞ্চলিক কমিটির মেয়েরা তোমাকে দেখাশোনা করবে—টেলিফোনে আলোচনা করেছি আমি ওদের সঙ্গে।" স্বভাব মতো জোরে জোরে হাত ঘসতে শুরু করে দিল দাভিদভ তারপর বলল: "জানো, ভার‍্যা, গাঁ-এর কমসোমল সংগঠনের সম্পাদক হিসেবে কাকে পাঠানো হচ্ছে আমাদের ওখানে? বলতো কে? আইভান নাইদ্যিয়নভ, প্রচার দলের সঙ্গে গত শীতকালে যে গিয়েছিল আমাদের ওখানে। চমৎকার ছেলে, ভারি আনন্দ হবে আমার ওকে পেলে। এখন থেকে আমা-দের কমসোমল গ্রুপের সত্যিকারের উন্নতি হবে দেখে নিও, যথার্থ কথা!"

ঘণ্টা দুয়েকের ভিতরে কৃষি-বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। এখন বিদায়ের পালা।

"এখন তাহলে চলি লক্ষ্মীটি, ঘাবড়ে যেও না। মন দিয়ে পড়াশুনা করো। আমাদের জন্যে চিন্তা করো না।" দৃঢ় কণ্ঠে বলল দাভিদভ।

এই প্রথম ওর ঠোঁটে চুমো খেল দাভিদভ তারপর বারান্দার উপর দিয়ে হেঁটে চলল। দোরের সামনে এসে ফিরে তাকাতেই এমন একটা তীব্র বেদনার অনুভূতিতে ওর অন্তর মুচড়ে উঠল যে রুক্ষ ভারি তক্তার মেঝেটা যেন জাহাজের পাটাতনের মতো ওর পায়ের তলায় দুলে উঠল। দেয়ালের গায়ে কপালটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে ভারয়া, দু হাতে মুখ ঢাকা। মাথার নীল রুমালটা খসে পড়েছে কাঁধের ওপর, আর সর্বাঙ্গ ঘিরে এমন এক দুঃখ আর অসহায়তার ভাব ফুটে উঠেছে যে দাভিদভ শুধু একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করে দ্রুত উঠোনের দিকে এগিয়ে চলল।

গাঁ ছেড়ে যাওয়ার তিন দিন পরে দাভিদভ আবার ফিরে এল গ্রিমিয়াকিতে।

যদিও বেলা তখন অনেক তবুও নাগুলনভ আর রাজমিয়োৎনভ অপেক্ষা করে বসে রয়েছে ওর জন্যে। গম্ভীর মুখে অভ্যর্থনা করল ওকে নাগুলনভ, আর ততোধিক গম্ভীর ভাবেই জিজ্ঞেস করল : "দেখে মনে হয় গত কয়েক দিন ধরে খুব একটা তেমন স্বস্তিতে কাটাওনি। প্রথমে জেলা কমিটি, সেখান থেকে আঞ্চলিক কমিটি···। মিলেরোভোয় যেতে হয়েছিল কিসের জন্যে?"

"সময়ে সব বলব। গাঁ-এর নতুন খবর কি?"

ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ : "ফসল দেখে এসেছ, বুড়ো খোকা? কি অবস্থা, পেকেছে?"

"কোথাও কোথাও যব কাটা শুরু করা যায়, বেছে বেছে। সর্ষের অবস্থাও তাই। আসলে, হয়ত সমস্ত সর্ষেই একসঙ্গে তুলে আনতে হবে, কিন্তু আমাদের পড়শীরা বোধহয় একটু পেছিয়েই রয়েছে।"

যেন আপন মনেই বলছে কথাটা এমনিভাবে বলল রাজমিয়োৎনভ : "তাহলে তাড়াতাড়ি করার কিছু নেই আমাদের। আবহাওয়া ভালো থাকলে সর্ষে একটু সবুজ থাকতে থাকতেও কাটতে পারো—আটি বাঁধা অবস্থায়ই পেকে যাবে। কিন্তু ধরো যদি বর্ষা নামে? তাহলেই গেছ।"

নাগুলনভও সায় দিল ওর কথায়।

"আর দিন তিনেক অপেক্ষা করতে পারি আমরা। কিন্তু তারপর

পাগলের মতো কাটা শুরু করে দিতে হবে আমাদের। নইলে জেলা কমিটি জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে তোমাকে সেমিয়ন। আর আমাকে ও আন্দ্রেইকেও টুকি-টাকি হিসেবে মুখে পুরে দেবে…শোনো, একটা খবরও আছে। রাষ্ট্রীয় জোতের কাছাকাছি আমার এক পুরানো ফৌজী বন্ধু আছে। কাল ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে গিয়েছিলাম। অনেকদিন ধরে বলে আসছে কিন্তু কিছুতেই সময় করে উঠতে পারিনি। সে যা হোক, কাল ভাবলাম দিনটা কাটিয়ে আসিগে ওর ওখানে। পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করাও হবে আর ওদের ট্রাকটরগুলো কেমন চলছে সেটাও দেখে আসা যাবে। কোন দিন দেখিনি জীবনে, তাই দারুণ একটা ঔৎসুক্য রয়েছে। ওরা মাটি চষে চলেছে আর আমি সারাটা দিন পড়েছিলাম ওদের সঙ্গে। বুঝলে খোকারা ফোর্ডসনই হচ্ছে খাঁটি জিনিস তা বলতেই হচ্ছে আমাকে। যেন গ্যালপে অনাবাদী জমি চষে ফেলে। কিন্তু কোণটোনের দিকে কোথাও আচষা মাটির ওপর গিয়ে পড়লেই ওর তেজ কমে যায়, বেচারা যন্তরটার। বেড়ার পাশে বাঁধা বজ্জাত ঘোড়ার মতো খাঁড়া হয়ে ওঠে। মিনিটখানেক কি মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে থেকে চাকাগুলো বসিয়ে দেয় মাটির ভিতরে অমনি আবার তেড়ে ফুড়ে ছুটতে আরম্ভ করে আচষা জমির উপর দিয়ে। হাঁ, ওর দাঁতে কাটার পক্ষে পতিত জমি একটু শক্তই বটে।… আমাদের জোতে অমন একজোড়া ঘোড়া পেলে ক্ষতি কিছু হবে না। সেইটাই তখন থেকে আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে। অমন একটা জিনিস আমাদের জোতে পাওয়ার জন্যে দারুণ লোভ হচ্ছে। ব্যাপারটা এমনভাবে পেয়ে বসেছে আমাকে যে বন্ধুটির সঙ্গে এক পাত্তর টানারও সময় পেলাম না। মাঠ থেকে সোজা চলে এসেছি এখানে।”

“মার্ত্যিনভস্কি মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশন দেখতে যাবার মনস্থ করেছিলে না তুমি”, জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ।

“সরকারী জোত আর ওটার মধ্যে পার্থক্যটা কি? ট্রাকটর সর্বত্রই এক। তাছাড়া অনেকদূরের পথ, এদিকে ফসল কাটার সময়।”

দুষ্টুমিভরা চোখে তাকাল রাজমিয়োৎনভ।

“তোমার সম্পর্কে খুবই একটা খারাপ ধারণা করেছিলাম, কথাটা স্বীকার না করে পারছি না মাকার। ভেবেছিলাম মার্ত্যিনভস্কি থেকে ফেরার পথে তুমি শাখতিতে নামবে লুশকার সঙ্গে দেখা করতে…”

"মনেও আসেনি কখনো," দৃঢ় কণ্ঠে বলল মাকার। "তুমি হলে তাই করতে, ঠিক বলিনি? তোমাকে তো জানি আমি বন্ধু!"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল রাজমিয়োৎনভ: "ও যদি আমার এককালের বৌ হত আমি নিশ্চয়ই নেমে গিয়ে দেখা করে আসতাম ওর সঙ্গে। অন্ততঃ একটা হপ্তা নিশ্চয়ই কাটিয়ে আসতাম ওর সঙ্গে, এটা ঠিক!" তারপর ঠাট্টা করে বলল: "তোমার মতো অমন একটি নিরেট নই আমি!"

"তোমাকে চিনি আমি", প্রত্যুত্তরে বলল নাগুলনভ। তারপর একটু ভেবে সেও আবার বলে উঠল: "বুঝলে হে কামুক শয়তান, তোমার মতো আমি মেয়ে-ধরা লোক নই!"

"কাঁধ ঝাঁকাল রাজমিয়োৎনভ: "বারো বছরেরও বেশি আমি বিপত্নিক। এর বেশি আর কি চাও আমার কাছে?"

"সেই জন্যেই তো তুমি মেয়েমানুষের পিছে ঘোরো।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে বলল রাজমিয়োৎনভ: "কি করে জানো তুমি এমনও তো হতে পারে যে এই বারো বছর ধরেই একটি মেয়েমানুষের সঙ্গে প্রেম করছি আমি?"

"তুমি? আমাকে বিশ্বাস করতে বলো এ কথা?"

"কিন্তু কথাটা সত্যি।"

"কার সঙ্গে? মারিনা প্যোয়ার কোভার?"

"তা জেনে তোমার কি দরকার। কোনো দিন হয়ত নেশার ঘোরে কাকে ভালোবাসতাম বা বাসি সেকথা বলেও ফেলতাম তোমার কাছে, কিন্তু···তুমি বড্ডো কাঠখোট্টা, মাকার। তোমার কাছে সে-কথা বলার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। কী মাসে জন্মেছিলে তুমি?"

"ডিসেম্বর মাসে।"

"আমিও ভেবেছিলাম ঠিক তাই। আমার বিশ্বাস তোমার মা একটা বরফের গর্তের পাশে বিইয়েছিল তোমাকে। বোধহয় জল আনতে গিয়েছিল আর ঠিক সেখানেই বরফের উপরে ঘটেছিল ব্যাপারটা। তাই সারাটা জীবন তুমি এমন কনকনে ঠাণ্ডা। তোমার কাছে লোকে মন খুলবে কেমন করে?"

"তুমি তাহলে সম্ভবতঃ জন্মেছিলে গরম উনুনের ওপরে।"

স্বেচ্ছায়ই সায় দিল রাজমিয়োৎনভ: "সম্ভবত তা-ই। সেই জন্যেই

আমি দখিনে বাতাসের মতো সব সময়েই গরম। কিন্তু তুমি আলাদা মানুষ।”

“ঠিক আছে এতেই চলবে।” বিরক্ত হয়ে বলে উঠল নাগুলনভ, “নিজেদের আর মেয়েমানুষ নিয়ে ঢের আলোচনা করা গেল, এখন বলো দেখি কোন কোন টিম আমরা যাচ্ছি ফসল কাটতে।”

“না হে না” প্রত্যুত্তরে বলে উঠল রাজমিয়োৎনভ, “যে আলোচনা আগে শুরু করেছি সেটা শেষ হোক প্রথমে। কোন টিমে আমরা যাবো সে সম্পর্কে আলোচনা করার ঢের সময় আছে। মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভেবে দেখ মাকার। তুমি তো মেয়ে-ধরা বলে গাল দিলে আমাকে, কিন্তু আমি যখন তোমাদের দুজনকেই বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে যাচ্ছি তখন মেয়ে-ধরা হলাম আমি কি হিসেবে?”

“কার বিয়ে এটা?” কঠোর সুরে জিজ্ঞেস করল নাগুলনভ।

“আমার নিজের। মা সত্যিই বুড়ো হয়ে পড়েছেন। ঘর গেরস্থালীর কাজ এখন আর পেরে ওঠে না। তাই আমাকে বিয়ে করাচ্ছে।”

“আর অমনি তুমি তার আদেশ পালন করছ, বুড়ো বেকুব?” নাগুলনভ তার প্রচণ্ড ক্রোধ দমন করতে পারল না।

“কি আর উপায় আছে আমার, বল তো বুড়ো খোকা?” কপট আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল রাজমিয়োৎনভ।

“শোনো তুমি তিনবার মূর্খ।” চিন্তিত মুখে মাকার নাকের উপরটা চুলকাতে লাগল তারপর দাভিদভকে লক্ষ্য করে বলল: “একটা ঘরভাড়া করে, আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকব। নইলে দুজনেরই একা একা লাগবে! আর দরজায় আমরা একটা নোটিশ টাঙিয়ে দেব: একমাত্র চিরকুমারদের জন্যে”।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল দাভিদভ: “সেটি চলবে না মাকার—আমি নিজেই বিয়ে করছি। সেই উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলাম মিলেরোভো-এ।”

তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে নাগুলনভ দুজনার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল যে ওরা ঠাট্টা করছে কিনা, তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ওর নাকের ছেঁদা দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, প্রবল উত্তেজনায় সাদা হয়ে গেছে মুখখানা।

"তোমরা দুটোতেই কি পাগল হয়ে গেলে? শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি আমি। সত্যি সত্যিই বলছ তোমরা না আমাকে নিয়ে মজা করছ?" কিন্তু জবাবের জন্যে অপেক্ষা মাত্র না করে, ভীষণ রাগে মেঝের ওপর থুথু ফেলে আর একটিমাত্র কথাও না বলে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ছাব্বিশ

নিরবচ্ছিন্ন ক্লান্তিতে চুরচুর হয়ে প্রতিদিনের বাধ্যতামূলক কর্মহীন অলসতায় নৈতিক অবনতির অতলে তলিয়ে যেতে যেতে পোলভৎসেভ আর লাতিয়েভস্কি রাতের পর রাত, দিনের পর দিন অস্ত্রোভনভের অপরিসর বদ্ধ বৈঠকখানার ভিতরে দিনগুজরান করে চলেছে।

ইদানিং কিছু দিন ধরে ঘন ঘন সংবাদবাহকের আনাগোনা সুনিশ্চিতভাবে কমে এসেছে। তাছাড়া আপাতদৃষ্টিতে নেহাৎ সাধারণ হলেও একান্ত সতর্কতার সঙ্গে সিলমোহর করা যে প্যাকেটগুলির ভিতরে বিদ্রোহী হেড কোয়ার্টার থেকে উৎসাহভরা প্রতিশ্রুতি আসত, বহুদিন আগেই তার মূল্য কমে গেছে ওদের চোখে।

দু-জনার ভিতরে পোলোভৎসেভই সম্ভবত এই সুদীর্ঘ বন্দীত্ব অপেক্ষাকৃত সহজভাবেই সহ্য করে নিতে পেরেছে। এমন কি বাহ্যিক দিক থেকেও ওকে অধিকতর ধৈর্যশীল বলে মনে হয়। কিন্তু লাতিয়েভস্কি এক এক সময়ে স্থৈর্য হারিয়ে ফেলে আর সেটা তার নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গিতে। হয় দিনের পর দিন একটি কথাও না বলে নির্জীব দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে, নয়তো অস্বাভাবিক রকমের এমন বাচাল হয়ে ওঠে যে কিছুতেই বাগ মানে না। এমনি সময়ে অসহ্য গরম সত্ত্বেও পোলোভৎসেভ একটা পশমের জোব্বা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে আর লাফিয়ে উঠে খাপ থেকে তলোয়ারটা টেনে বের করে দেহের সবটুকু শক্তি দিয়ে এক কোপে লাতভিয়েভস্কির পরিচর্যা করা পবিত্র মাথাটা দু-ফাঁক করে দেয়ার একটা প্রায় অদম্য বাসনা অনুভব করতে থাকে মনে মনে। একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে সবার চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ি থেকে কেটে পড়ল লাতিয়েভস্কি আর ভোর না হওয়া পর্যন্ত ফিরে এল না। সঙ্গে করে নিয়ে এল শিশির ভেজা এক বোঝা ফুল।

সঙ্গীর অন্তর্ধানে পোলোভৎসেভ সারারাত দুচোখ এক করতে পারেনি, ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বাইরের প্রতিটি শব্দ শুনতে লাগল কান খাড়া করে। নৈশবায়ু সেবনে চাঙা হয়ে আর বেড়িয়ে আসার ফলে চনমনে হয়ে উঠে খোস মেজাজ লাতিয়েভস্কি বারান্দা থেকে একটা জলের বালতি তুলে এনে তাঁর ভিতরে সযত্নে ফুলগুলো রেখে দিল। বন্ধ ঘরের মরা বাতাস আচমকা পিটুনিয়াস, স্যুইট টোবাকো, নাইট ভায়োলেট আরো অন্যান্য এমন সব ফুলের মনমাতানো গন্ধে আক্রান্ত হল, যে সব ফুল পোলোভৎসেভের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। কিন্তু পরক্ষণেই একটা অতি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। প্রায় ভুলে যাওয়া এইসব ফুলের গন্ধ গভীর নিঃশ্বাসে টেনে নিতেই লৌহ-কঠিন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ক্যাপটেন পোলোভৎসেভ হঠাৎ কেঁদে ফেলল। ভোরের আধো-আলোয় নোংরা বিছানাটার উপরে শুয়ে পড়ে ঘামেভেজা হাতদুটো দিয়ে মুখ ঢাকল। তারপর চাপা কান্না গলা বেয়ে উঠে আসতেই চট করে পাশ ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে প্রাণপণ শক্তিতে বালিশটার কোণ কামড়ে ধরল।

খালি পায়ে মেঝের গরম পাটাতনের উপরে পায়চারী করতে শুরু করে দিল লাতিয়েভস্কি। ফিরে এসেছে ওর ভদ্রতা বোধ। যেন কিছুই দেখতে পায়নি এমনি ভান করে খুবই আস্তে আস্তে অপেরার একটা হালকা সুর শিস দিয়ে চলেছে।

প্রায় বেলা এগারোটার সময়ে যখন উদ্‌বেগসঙ্কুল সংক্ষিপ্ত ঘুম ভেঙে জেগে উঠল, বিনা ছুটিতে অনুপস্থিত থাকার জন্যে লাতিয়েভস্কিকে কড়া রকমের ধমক দেয়ার বাসনা নিয়েই উঠেছিল পোলোভৎসেভ। কিন্তু তা না করে শুধু বলল: "বালতির জলটা বদলে দিও, নইলে ওগুলো মরে যাবে।"

"এক্ষুনি দেওয়া হচ্ছে" প্রত্যুত্তরে খুশিভরা কণ্ঠে বলল লাতিয়েভস্কি।

এক জগ কুয়োর ঠাণ্ডা জল নিয়ে এল লাতিয়েভস্কি তারপর বালতির ঈষৎ উষ্ণ জলটা মেঝের উপরে ঢেলে দিল।

"ফুলগুলো পেলে কোথায়?" জিজ্ঞেস করল পোলোভৎসেভ।

নিজের দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার দরুণ বিরক্তিতে আর রাত্রে সেই কেঁদে ফেলার লজ্জায় চোখ দুটো অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখল পোলোভৎসেভ।

কাঁধ ঝাঁকাল লাতিয়েভস্কি।

"পাওয়া' ওটা সঠিক কথা নয়, ক্যাপটেন পোলোভৎসেভ। 'চুরি' শব্দটা যদিও একটু অমার্জিত তবুও ঢের বেশি নির্ভুল। গাঁ-এর স্কুলের পাশ দিয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছিলাম এক অনুপম গন্ধ ভেসে এসে লাগল আমার নাকে। সুতরাং আমি স্কুলমাস্টার শপিনের বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে দুটো সারির অর্ধেক ফুলই সাবড়ে দিলাম আমাদের এই নোংরা জীবনটাকে যা হোক একটু সুন্দর করে তুলতে। আমি কথা দিচ্ছি এখন থেকে নিয়মিত ভাবে আমি আপনাকে ফুলের যোগান দিয়ে যাব।"

"না, ধন্যবাদ!"

"জানেন তো, এমন কতগুলো মানবিক অনুভূতি আছে যা এখনো পুরোপুরি বিসর্জন দিয়ে উঠতে পারেন নি," শান্ত কণ্ঠে বলেই সরাসরি পোলোভৎসেভের চোখের দিকে তাকাল লাতিয়েভস্কি।

প্রত্যুত্তরে কোনো কথা বলল না পোলোভৎসেভ, এমন ভাব করল যেন শুনতেই পায়নি কথাটা।

ওদের দুজনার প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধরন আছে সময় কাটাবার। পোলোভৎসেভ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে 'পেসেন্স' খেলে, মোটা মোটা আঙুলগুলো দিয়ে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তাস ভাঁজে। আর তখন লাতিয়েভস্কি বিছানার উপরে চিত হয়ে শুয়ে, সম্ভবতঃ এই বিংশতি বার 'ক্যুয়ো ভাদিস' বইটা পড়ে আর প্রতিটি শব্দের রূপ রস গন্ধ উপভোগ করে চলে।

কখনো কখনো পোলোভৎসেভ তাস ছেড়ে উঠে কালমুখদের কায়দায় মেঝের উপরে আসন পিড়ি হয়ে বসে। সামনে বিছিয়ে নেয় ত্রিপলের একটা টুকরা। তারপর ঝকঝকে পরিষ্কার হালকা মেশিনগানটাকে আবার মাজা ঘসা করতে শুরু করে দেয়। প্রত্যেকটি অংশ খুলে নিয়ে পালিশ করে, ঘরের গরমে তেতে ওঠা বন্দুকের-তেলে ভিজিয়ে দেয় তারপর আবার জুড়তে শুরু করে। মাথাটা একবার এদিক একবার ওদিক করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারিফ করে মেশিনগানটাকে। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে একটুকরো ত্রিপলে জড়িয়ে অত্যন্ত সাবধানে বিছানার তলায় ঢুকিয়ে রাখে আর গ্রিজ মাখিয়ে গুলিভরে রাখে। তারপর যখন আবার টেবিলের সামনে ওর আসনে এসে বসে তখন তোষকের তলা থেকে ওর অফিসারের

তলোয়ারখানা টেনে বের করে এনে বুড়ো আঙুলের উপরে ফলার ধার পরীক্ষা করে, শান পাথরটা দিয়ে অনতিউজ্জ্বল ইস্পাতের উপরে একান্ত সতর্কভাবে কয়েকটা ঠোকা দেয়। "ঠিক ক্ষুরের মতো!" তৃপ্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলে ওঠে।

এ সময়ে বইটা রেখে দিয়ে একক চোখটা কুঁচকে বিদ্রূপের হাসি হাসতে থাকে লাতিয়েভস্কি।

"আমি অবাক, সম্পূর্ণ অবাক হয়ে যাই তোমার ঐ নির্বোধ ভাবপ্রবণতা দেখে! নতুন খেলনা পেয়ে বাচ্চারা যেমন খেলা করে তুমিও তেমনি তোমার ঐ নোনা জলে ভেজানো হেরিং মাছটি নিয়ে খেলা করছ। ভুলো না এটা উনিশ শো ত্রিশ সাল। তোমার ঐ তলোয়ার বর্শা বন্দুক আর ঐ সব লোহার কাজ কারবারের যুগ অনেক কাল আগেই শেষ হয়ে গেছে। গত যুদ্ধে, বুঝলে ভায়া, কামান আর গোলা-বারুদই সব কিছু সব ফয়সলা করেছে। ঘোড়ায় চড়া বা না-চড়া ঐ সব খেলনা সৈনিকেরা করেনি। ভবিষ্যৎ যুদ্ধ বা মহাযুদ্ধের গতি প্রকৃতিও নির্ধারিত হবে এর দ্বারাই। একজন প্রধান গোলন্দাজ বাহিনীর লোক হিসেবে বিশেষ জোরের সঙ্গেই এ কথা ঘোষণা করছি আমি!"

স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই পোলোভৎসেভ ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে বলল: "তুমি কি হালকা কামানে সুসজ্জিত বাহিনীর সাহায্যে অভ্যুত্থান শুরু করবে আশা করছ না তলোয়ার বাঁধা সৈন্যদের সাহায্যে? আমাকে তিন ইঞ্চি একটা কামান দাও, সানন্দে আমি আমার এই তলোয়ারটা অস্ত্রোভনভের বৌ-এর জিম্মায় ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু আপাততঃ দয়া করে একটু মুখ বুজে থাকবেন কি মহামান্য বাক্য-বীর আমার! তোমার কথা শুনলে গা জ্বালা করে আমার। গত মহাযুদ্ধে গোলন্দাজ বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে তোমার ঐ পোল ছুঁড়িদের কাছে গিয়ে বাগাড়ম্বর করো, আমার কাছে করতে এস না। সব সময়েই তুমি ঘৃণা প্রকাশ করো আমার উপরে, কিন্তু মহান পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধি মশাই একটু ভুল হচ্ছে তোমার। তোমার গলার সুর আর তোমার কথার ভিতর থেকে দুর্গন্ধ ছাড়ে। আমার বিশ্বাস বিশের দশকেই লোকে তোমার মহান স্বদেশ সম্পর্কে বলত যে পোল্যাণ্ড এখনো পচেনি কিন্তু ইতিমধ্যেই দুর্গন্ধ ছাড়তে শুরু করেছে।"

"হা ঈশ্বর অন্তরের কী ভীষণ দৈন্য!" অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলে উঠল

লাতিয়েভস্কি। 'তাস আর তলোয়ার, তলোয়ার আর তাস…গত ছ মাসের ভিতরে একটি ছাপার অক্ষরও পড়ে দেখনি তুমি। কী দারুণ অধঃপতন হয়ে গেছে তোমার! আর তুমি কিনা ছিলে একজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক…"

"আমি শিক্ষক ছিলাম প্রয়োজনের খাতিরে, বুঝলেন প্রিয় মহাশয়! তীব্র তিক্ত প্রয়োজনের খাতিরে!"

"আমার বিশ্বাস কশাকদের সম্পর্কে তোমাদের চেখভের একটা গল্প আছে। এক গ্রামে এক নির্বোধ মূর্খ কশাক জমিদার ছিল। আর তার ছিল সাবালক দুই ছেলে। দুজনারই ছিল একটিমাত্রই পেশা। এক জনে উঠোনের মোরগ ধরে উড়িয়ে দিত, অন্য জন একটা সট-গান দিয়ে সেটাকে গুলি করত। এমনি করে দিনের পর দিন ওরা কাটিয়ে দিত। বই না, সংস্কৃতি না, আত্মিক দিক থেকে কোনো রকমের কোনো কিছু না…। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তুমি বোধ হয় সেই দুটি ছেলের একটি। কিহে, ভুল বললাম কিছু?"

কোনো জবাব না দিয়ে পোলোভংসেভ ওর তলোয়ারটার নিষ্প্রাণ ইস্পাতের উপরে নিঃশ্বাস ছাড়ে, দেখে কেমন করে নীলাভ ছায়া ছড়িয়ে পড়ে আবার কেমন করে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। তারপর সার্টের প্রান্ত দিয়ে ফলাটা মুছে, একান্ত সন্তর্পণে, প্রায় পরম স্নেহে নিঃশব্দে জীর্ণ খাপের ভিতরে গলিয়ে দেয়।

কিন্তু ওদের এই হঠাৎ ফেটে পড়া গরম বাদানুবাদ কি সংক্ষিপ্ত ঝগড়া যে সব সময়েই এমন শান্তভাবেই শেষ হয় তা নয়। আলো-বাতাস বিরল এই ঘরটা দারুণ গুমোট। গরম আবহাওয়ায় অস্ত্রোভনভের ঘরে ওদের দুঃস্থ বসবাসকে আরো বেশি অসহনীয় করে তোলে। ফলে ঘন ঘনই পোলোভং-সেভ তার ঘামে ভেজা নোংরা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় আর একঘেয়ে বিরস গলায় বিলাপ জুড়ে দেয়: "এটা একটা জেলখানা বিশেষ! এই জেলখানায়ই পচে মরতে হবে আমাকে!" এমন কি রাত্রে ঘুমের ভিতরেও বিড়বিড় করে এই অলক্ষুণে কথাগুলো আউড়ে চলে পোলোভং-সেভ। অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে বলে ওঠে লাতিয়েভস্কি:

"ক্যাপটেন পোলোভংসেভ, লোকে শুনলে মনে করবে যে তোমার দীন হীন কথার ভাণ্ডারে 'জেলখানা' ছাড়া আর একটি শব্দও নেই। ঐ দাতব্য

প্রতিষ্ঠানটির জন্যে এতই যখন হেদিয়ে মরছ তখন আমার কথা শোনো, আজই সোজা জেলা জি পি ইউ-র কাছে গিয়ে হাজির হয়ে বলগে যাতে তারা তোমাকে অন্ততপক্ষে বিশ বছরের জন্যে সেখানে রেখে দেয়, বলো তার কম যেন না হয়। আমি নিশ্চিত করে বলছি তোমাকে, তোমার অনুরোধ আদৌ প্রত্যাখ্যাত হবে না।"

"এটা কি পোলিশ হাস্য-রসের একটা নমুনা ?" একটু বাঁকা হাসি হেসে বলল পোলোভৎসেভ।

কাঁধ ঝাঁকাল লাতিয়েভস্কি: "আমার ব্যাঙ্গগুলো কি খুবই বাঁচা মনে করো নাকি তুমি ?"

"তুমি একটি আস্ত শুয়োরের বাচ্চা" নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল পোলোভৎ-সেভ।

আবার কাঁধ ঝাঁকাল লাতিয়েভস্কি তারপর একটু শুকনো হাসি হেসে বলে উঠল: "সম্ভবতঃ তাই। এত দিন বাস করছি তোমার সঙ্গে, আমার মানুষের চেহারার যদি পরিবর্তন হয়েই থাকে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।"

এই ঝগড়ার পরে তিন দিন ওদের ভিতরে কোনো বাক্যবিনিময় হল না। কিন্তু চতুর্থ দিনের দিন ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হল ওরা কথা বলতে।

অস্ত্রোভনভের কাজে যাওয়ার আগে খুব ভোরে দুজন অপরিচিত লোক এসে ঢুকল ওর উঠোনে। একজনার গায়ে ধূলি-ধূসর ত্রিপলের বর্ষাতি, অন্যজনার গায়ে নতুন একটা ম্যাকিনটোশ। একজনার বগলে মোটা একটা ব্রিফ-কেস, অন্যজনার হাতে একটা চাবুক চকচকে চামড়ার দোয়ালগুলো কাঁধের উপরে ফেলা। দুজন অচেনা লোককে আসতে দেখে দীর্ঘদিনের ব্যবস্থা মতো অস্ত্রোভনভ দ্রুত প্যাসেজের ভিতরে ঢুকে গিয়ে যে ঘরে পোলোভৎসেভ আর লাতিয়েভস্কি থাকে সেই ঘরের দোরে দু-বার টোকা দিল তারপর ভারিক্কি পায়ে গোঁফে তা দিতে দিতে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির উপরে দাঁড়াল।

"আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ভদ্র মহাশয়গণ ? না যৌথ জোতের গুদাম থেকে কিছু নেয়ার দরকার আছে আপনাদের ? আপনারা কারা ? এসেছেন কোথা থেকে ?"

ব্রিফ-কেস বগলে মোটাসোটা গাট্টাগোট্টা লোকটি হৃদ্যতার হাসি হাসল।

ওর পুষ্ট গাল দুটোয় মেয়েদের মতো টোল পড়ল। নমস্কারের ভঙ্গিতে টুপিতে আঙুল ছোঁয়াল আগন্তুক। "আপনিই বুঝি বাড়ির কর্তা? নমস্কার ইয়াকভ লুকিচ। আপনার পড়শী পাঠিয়েছে আমাদের আপনার কাছে। আমরা পশু যোগানদার, খনি মজুরদের হয়ে কাজ করি। যাকে বলে, ওদের দৈনিক খাদ্যের বরাদ্দের জন্যে আমরা পশু কিনে থাকি। ভালোই দাম দিই আমরা, সরকারী দামের চাইতে চড়া হারে। এই জন্যেই বেশি দাম দিই আমরা যাতে খনি মজুরেরা নিয়মিত ভালো খাবারের যোগান পায়। আপনি যৌথ জোতের গুদামের ম্যানেজার সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্যটা কি তা বুঝতে পারবেন আপনি…কিন্তু জোতের ভাণ্ডার থেকে কিছুই চাই না আমরা, ব্যক্তিগতভাবে যাদের পশু আছে তাদের কাছ থেকে আমরা খরিদ করে থাকি। শুনলাম আপনার এক বছর বয়সের একটা বাছুর আছে। আপনি কি বিক্রি করবেন ওটা? গা গতরে যদি কিছুটা মাংস থাকে তো দাম নিয়ে তেমন দর কষাকষি করব না আমরা।"

ভুরু চুলকাতে লাগল অস্ত্রোভনভ। এক মুহূর্ত চুপ করে রইল, একটি কথাও বলল না। মনে মনে হিসেব করতে লাগল, বাজারে না গিয়েই এই উদার মনোভাবসম্পন্ন খদ্দেরদের মোচড় দিয়ে কতটা বেশি আদায় করা যায়। তারপর কি করে ভালো দামে কেনা-বেচা করা যায় সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ চাষীর মতোই বলল: "বেচার যুগ্যি কোন বাছুর নেই আমার।"

"কিন্তু দেখিই না একবারটি, তারপর না হয় দরদাম করা যাবেখন? আবার বলছি আমি, বেশ চড়া দামই দেব আমরা।

কিন্তু লাভটা যাতে একটু মোটা রকমের হয় তারই জন্যে অস্ত্রোভনভ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল তারপর যেন আপন মনেই বলছে এমনিভাবে থেমে থেমে বলল: "বকনা বাছুর একটা আছে আমার…মাখনের মতো নধর! কিন্তু নিজেরই দরকার আছে আমার। আমাদের গাইটা প্রায় ঐ পাহাড়টার বয়সী, তাই ওটার একটা বদলা দরকার। তাছাড়া দুধ আর পনীরের দিক থেকে এটা খুবই ভালো জাতের। না কমরেড, বেচব না আমি।"

ব্রিফ-কেস বগলে গাট্টাগোট্টা লোকটি হতাশায় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। "বেশ, মালিকই ভাল বুঝবে…। আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে

মাফ করবেন, দেখি আমরা অন্যত্র চেষ্টা করে।" আবার কোনো রকমে দায়সারা গোছে টুপিটা ছুঁয়ে নমস্কার করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করে দিল।

হোঁৎকা চেহারার বৃষস্কন্ধ রাখালটি চাবুকটা দোলাতে দোলাতে অন্যমনস্কভাবে উঠোনের ওপাশের ঘর দরদালান, জানালা, আর শক্ত করে খিল আঁটা চিলে ঘরের দিকে তাকাতে তাকাতে পিছন পিছন চলতে লাগল।

অস্ত্রোভনভের হিসেবী প্রাণের পক্ষে এতটা সহ্য করা একটু বেশিই বলতে হবে। আগন্তুকদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে চলে যেতে দিল তারপর ডাকল, "একটু দাঁড়ান! এই যে কমরেড পশু যোগানদার মশাইরা! এক কিলোগ্রাম জ্যান্ত ওজনের দরুণ কত করে দেন আপনারা?

"সেটা নির্ভর করে মালের ওপর। কিন্তু আমি তো বলেই দিয়েছি আপনাকে যে আমরা দরদাম নিয়ে খুব একটা কষাকষি করি না। কিভাবে কি খরচ করব না করব সেটা আমাদেরই হাতে। অবশ্য টাকা আমরা জলে ফেলে দেব না বলে তা কিন্তু মাল ভালো হলে কিছু বেশি দিতেও নারাজ নই।"

উৎসুক আগ্রহে গেটের ওপর দাঁড়ানো গাট্টাগোট্টা লোকটি ব্রিফ-কেসের উপরে চাপড় মেরে রোয়াব করেই বলে উঠল।

মনস্থির করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল অস্ত্রোভনভ।

"আসুন পালের সঙ্গে চরতে যাওয়ার আগে দেখে নিন বাছুরটা। কিন্তু সস্তা দামে বেচব না আমি তা আগেই বলে দিচ্ছি কিন্তু। আপনারা লোক ভালো, তেমন কঞ্জুস নন মনে হল বলেই দিচ্ছি। কোনো কঞ্জুস ব্যাপারীকে আমি আমার উঠোন মাড়াতে দিতে রাজী নই।

দুজন ক্রেতাই বাছুরটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখল তারপর গাট্টাগোট্টা লোকটি দরাদরি করতে শুরু করে দিল। আর চাবুক হাতে লোকটি শিস দিতে দিতে অলস পায়ে উঠোন আর বাইরের ঘরটার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মুরগির ঘর, খালি আস্তাবল এবং যাবতীয় অনাবশ্যক জায়গায় উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। হঠাৎ এক সময়ে অস্ত্রোভনভের মনে হল—এরা তো সত্যিকারের খদ্দের হয়ে আসেনি আমার কাছে!

সঙ্গে সঙ্গেই ও পঁচাত্তর রুবল দামে রাজী হয়ে গিয়ে বলল: "ঠিক আছে লোকসান দিয়েই বেচলাম আমি, খনি-মজুরদের জন্যে। এখন

মাপ করুন, আমাকে অফিসে যেতে হবে, আপনাদের নিয়ে নষ্ট করার মতো সময় নেই আমার। বাছুরটা এক্ষুনি নিয়ে যাবেন? তাহলে নগদ দিতে হবে কিন্তু!"

ছাউনীর দোরের সামনে দাঁড়িয়ে পশু যোগানদার অনেক দেরি করে থুতুতে আঙুল ভিজিয়ে নোট গুনতে লাগল। ধার্য দামের উপরে আরো পনেরো রুবল বেশি দিয়ে ক্ষুব্ধ বিচলিত অস্ত্রোভনভের সঙ্গে করমর্দন করে ইঙ্গিতে একটু চোখ মটকে বলল: কেনা-বেচার ব্যাপারটা একটু ভিজিয়ে তুললে কেমন হয়, ইয়াকভ লুকিচ? কাজে বেরোবার সময়ে একটি বোতল সঙ্গে নিয়েই বেরোই আমরা।" তারপর ধীরেসুস্থে পকেট থেকে এক বোতল ভদকা টেনে বের করল। ভোরের আলোয় বোতলের ভিতরের তরল পদার্থ টলটল করে উঠল।

প্রাণপণে খুশি হয়ে ওঠার ভাব দেখাতে চেষ্টা করল অস্ত্রোভনভ। "সন্ধ্যে বেলা, বুঝলেন দোস্ত, সন্ধ্যে বেলায়! আপনারা যদি সন্ধ্যেবেলা আসেন তো খুবই খুশি হব, দু পাত্তর টানা যাবেথন একসঙ্গে বসে। আমার ঘরেও দুচার ফোঁটা মিলবেথন যাতে প্রাণটা তর হয়ে যাবে। এখনো ওদিক থেকে এতটা গরিব হয়ে পড়িনি। কিন্তু এখন আমাকে মাপ করুন। সকাল বেলা মদ্যপানটা আমার ধাতে সয় না তাছাড়া আমার কাজের দিক থেকেও ওটা অচল। এক্ষুনি যৌথ জোতে কাজে চলে যাব। সন্ধ্যার পর আসুন, তখন এই কেনা-বেচার উপলক্ষ্যে পান করা যাবেথন।"

"আমাদের নিমন্ত্রণ করে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বাছুরটার মায়ের দুধ একটু খেতে দেবেন না?" বলল গাট্টাগোট্টা লোকটি। ওর গালের টোল দুটো সহৃদয়তায় জ্বল জ্বল করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাজি করানোর প্রচেষ্টায় অস্ত্রোভনভকে একটা কনুয়ের খোঁচা দিল।

কিন্তু ইচ্ছে শক্তি আর একাগ্রতার একটি ছোট্ট গুটিকায় নিজেকে কঠিনভাবে গুটিয়ে নিল অস্ত্রোভনভ। কিছুতেই রাজি না হওয়ার জন্যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল।

"আমাদের কশাক অতিথিপরায়ণতা এমন নয় যেটা চেয়েচিন্তে নিতে হয়।" ওর গলায় বেজে উঠল ঘৃণার সুর। "আমাদের অতিথিরা তখনই আসে যখন নিমন্ত্রিত হয়। হয়ত আপনাদের নিয়ম আলাদা।

কিন্তু এখন আপনাদের আমাদের নিয়ম মেনে চলতে হচ্ছে। সন্ধ্যায় আমরা মিলব বলে ঠিক করেছি, তাই না? তাহলে সকাল বেলা আর বৃথা কথায় সময় কাটানোর দরকার নেই। আসুন নমস্কার!"

খদ্দেরদের দিকে পিছন ফিরে, এমনকি বাছুরটার দিকে পর্যন্ত একটিবার না তাকিয়েই অস্ত্রোভনভ মাথা নুইয়ে বারান্দায় উঠে গেল। হোঁৎকা মতো রাখালটা তখন ধীরে সুস্থে দড়ি পরাচ্ছিল বাছুরটার গলায়। কাশি আর ককানির ভান করে বাঁ হাতে কোমরটা চেপে ধরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল অস্ত্রোভনভ। বারান্দার ভিতরে উঠে আসার পরেই শুধ আর ভান না করে দু হাতে বুক চেপে ধরে খানিকক্ষণ চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইল। "জাহান্নামে যা, অভিশাপ ভেঙে পড়ুক তোদের মাথায়।" শুকনো বিবর্ণ ঠোঁটে বিড়বিড় করে বলে উঠল অস্ত্রোভনভ। বুকের ভিতরের ছুরি বসানোর মতো ব্যথাটা পড়ে গেছে ততক্ষণে আর বন্ধ হয়ে গেছে মাথাঘোরা। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে যে ঘরে পোলোভৎসেভ থাকে তার দোরে সসম্ভ্রমে মরিয়া হয়ে টোকা দিতে আরম্ভ করল।

চৌকাট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকেই হন্তদন্ত হয়ে কোনো রকমে মাত্র এইটুকু বলতে পারল: "হুজুর, আমাদের বিপদ!" ঝড়ের রাতের বিদ্যুৎ চমকের মতো ও শুধু দেখতে পেল, সোজা ওর বুকের দিকে তাক করা একটা রিভলবারের নল, পোলোভৎসেভের ঠেলে বেরিয়ে আসা বিরাট চোয়াল, আর লাতিয়েভস্কি ঢিলেঢালা ভাবে বিছানার উপরে বসে, কিন্তু কাধ দুটো দেয়ালের গায়ে দৃঢ়লগ্ন। মেশিনগানটা রয়েছে ওর হাঁটুর উপরে, নলটা দোরের দিকে ঠিক অস্ত্রোভনভের বুকের উপর তাক করা। ধাঁধাঁ লাগা দৃষ্টিতে মুহূর্তের ভিতরে অস্ত্রোভনভ দেখতে পেল এসব। এমন কি লাতিয়েভস্কির ঠোঁটের নীরব হাসি আর তার একক চোখটার জ্বলা দীপ্তিও ওর চোখ এড়াল না। "কাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলে, প্রিয় অতিথিবৎসল মহাশয়!" মনে হল যেন প্রশ্নটা অতিদূর থেকে ভেসে আসছে ওর কানে।

দিশেহারা অস্ত্রোভনভ গলার আওয়াজ চিনে উঠতে পারল না। মনে হল যেন কোন এক অদৃশ্য তৃতীয় ব্যক্তি ছুরির আঘাতের মতো তীব্র অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ওকে। কিন্তু কোন এক বহিঃশক্তি বুঝি বা ক্ষণিকের পরিবর্তন নিয়ে এল বুড়ো লোকটির ভিতরে। যে হাত দুটো এ্যাটেনশনের

ভঙ্গিতে টানটান করে পিছন দিকে বাধা ছিল, সে দুটো ঝুলে পড়ল। দেহটা যেন কুঁজো হয়ে নুয়ে পড়েছে। এখনো থেমে থেমে অসংলগ্ন কথা বলে চলেছে, কিন্তু গলার স্বরটা বদলে গেছে।

"কাউকেই আমি ভিতরে ডেকে আনিনি। কাউকে জিজ্ঞেস করার অপেক্ষা না রেখে ওরা নিজে থেকেই চলে এসেছে। কিন্তু আপনারা, অফিসার ভদ্রলোকেরা, আর কতকাল ধরে এমনিভাবে দিনের পর দিন আমার উপরে হম্বিতম্বি করবেন, হুকুম চালাবেন আমার ওপর যেন আমি একটা বাচ্চা ছেলে? হয়রাণ হয়ে গেছি আমি! আমি খাওয়াচ্ছি আপনাদের, সবকিছুই করে যাচ্ছি বিনা পয়সায়। তাছাড়া আমার ঘরের মেয়েরা আপনাদের কাপড় কেচে দিচ্ছে, খাবার রান্না করে দিচ্ছে অমনি অমনি···যখনই ঐ অবাঞ্ছিত অতিথিরা উঠোনে এসে ঢুকল আমি সাবধান করে দিয়েছি আপনাদের। অনেক পরে যখন সন্দেহ হল আমার যে ওরা সত্যিকারের খদ্দের নয় তক্ষুনি আমি ওদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দিলাম। ভাবলাম বিনা পয়সায়ই নিয়ে যাক বাছুরটা, তবুও চলে যাক এখান থেকে। আপনারা মহামান্য হুজুরেরা···কিন্তু থাক, কী লাভ আপনাদের কাছে এসব বলে?" একটা হতাশার ভঙ্গিতে দু-হাতে মুখ ঢেকে দোরের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল অস্ত্রোভনভ।

কিছুক্ষণ ধরে এক অদ্ভুত ঔদাসীন্য নেমে এসেছে পোলোভৎসেভকে ঘিরে। হঠাৎ এইক্ষণে বিস্ময়কর সাদাসিধে গলায় বলে উঠল পোলোভৎসেভ: "আমার মনে হয় বুড়ো মানুষটির কথাই ঠিক, লাতিয়েভস্কি। ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। সময় থাকতে এ জায়গা ছেড়ে আমাদের চলে যাওয়াই ভালো। তোমার কি মত?"

"আজই চলে যেতে হবে আমাদের।" মেশিনগানটা কোঁচকানো বিছানার ওপরে সাবধানে নামিয়ে রেখে স্থিরনিশ্চিত কণ্ঠে বলে উঠল লাতিয়েভস্কি।

"যোগাযোগের ব্যবস্থা?"

"পরে সে সম্পর্কে আলোচনা করব," ইঙ্গিতে মাথা নুইয়ে অস্ত্রোভনভকে দেখিয়ে বলল লাতিয়েভস্কি। তারপর রুক্ষ গলায় অস্ত্রোভনভকে উদ্দেশ্য করে বলল: "বুড়ো মাগীদের মতো ঢঙ করা ছাড়ো এবার লুকিচ! খদ্দেরদের সঙ্গে কী কথাবার্তা হল বলো দেখি এখন। ওরা কি তোমার

দাম চুকিয়ে দিয়েছে? ব্যাপারী দুটো আর ফিরে আসবে না নিশ্চয়ই, আসবে কি?"

বাচ্চা ছেলেদের মতো হেঁচকি তুলে ফুঁপিয়ে উঠে সার্টের তলার দিকটা তুলে নাক ঝাড়ল অস্ত্রোভনভ, তারপর হাত দিয়ে গোঁফ আর দাড়ি মুছে চোখ না তুলেই সংক্ষেপে পশু-ক্রেতাদের সঙ্গের যা কিছু কথাবার্তা, রাখালটার সন্দেহজনক আচরণ ইত্যাদি বলে গেল। আর জানাতে ভুলল না যে ওরা দুজনেই সন্ধ্যেয় আসবে আবার এই কেনা-বেচার উপলক্ষ্যে ওর সঙ্গে বসে পানোৎসব করতে।

সব শুনে পোলোভৎসেভ আর লাতিয়েভস্কি নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করল।

"খুউবই চমৎকার!" বিদ্রূপের হাসি হেসে মন্তব্য করল লাতিয়েভস্কি। "তাদের নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে ডেকে আনা ছাড়া আর অন্য কিছু মাথায় এল না? অকাট মূর্খ কোথাকার!"

"আমি নেমন্তন্ন করিনি ওদের, ওরাই জবরদস্তি চাপিয়ে দিয়েছে আমার ঘাড়ে। চাইছিল এক্ষুনি অন্দরে ঢুকতে। আমিই বরং তাদের বলে কয়ে ঠেকিয়ে রেখেছি সন্ধ্যে পর্যন্ত। আর আপনারা কিনা, মহামান্য বা যা কিছু বলেই ডাকা হোক আপনাদের, আমাকে গাল পাড়ার বা বেকুব বানাবার কোনোই দরকার নেই আপনাদের। শয়তানের নামে কেনই-বা আমি—ঈশ্বর ক্ষমা করুন—ওদের বাড়িতে ডেকে আনতে যাব, যখন আপনারা লুকিয়ে রয়েছেন এখানে? আপনাদের গুলি করে মারার জন্যে, আর আমাকেও?"

অস্ত্রোভনভের ভিজা চোখ দুটো রাগে দুঃখে চকচক করে উঠল। তারপর অদম্য ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল: "১৯১৭ সাল পর্যন্ত আপনারা, অফিসার ভদ্রলোকেরা, মনে করতেন যে আপনারাই একমাত্র চালাক, আর সৈন্যেরা, সাধারণ কশাকরা নেহাৎ বুদ্ধুর দল। লাল ফৌজেরা শিক্ষা দিয়েছে, শিক্ষা দিচ্ছে আপনাদের কিন্তু একটুও শিক্ষা হয়নি আপনাদের। যতই শিক্ষা পান আর মার খান—সবই বৃথা হয়ে গেছে আপনাদের কাছে!"

লাতিয়েভস্কির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল পোলোভৎসেভ। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ঢাকা জানালাটার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়াল! অস্ত্রোভনভের সামনে এগিয়ে গিয়ে ওকে তোষণ করার উদ্দেশ্যে মৃদু হেসে কাঁধের উপরে হাত রাখল পোলোভৎসেভ।

"শোনো লুকিচ, মিছামিছি মেজাজ খারাপ করো না! রাগের মাথায়

লোকে অনেক কিছুই বলে থাকে। আমরা মুখে যা বলি সেটাই কিছু আর মনে ভাবি না। এক বিষয়ে তোমার কথাই অবশ্য ঠিক। যারা তোমার বাছুর কিনেছে তারা সেই রকমেরই পশু-যোগানদার, আমি যে রকমের বিশপ। ওরা দুজনেই জি পি ইউ-র লোক। একজনকে দেখেই চিনে ফেলেছে লাতিয়েভস্কি। বুঝলে? ওরা আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত অন্ধকারেই হাতড়ে মরছে। তাই ওরা ছদ্মবেশে এসে এখানে হানা দিয়েছে। এখন চলে যাও। গিয়ে তোমার খদ্দেরকে আর দু-তিন ঘণ্টা আটকে রাখ। যা খুশি করতে পারো ওদের নিয়ে। হয় তোমার কোনো বন্ধুর বাড়ি নিয়ে যাও ওদের যে আপ্যায়িত করবে তোমাদের। ভদকা খাও ওদের নিয়ে, গল্পগুজব করো। কিন্তু দোহাই ঈশ্বরের, মাতাল হয়ে কিছু যেন ফাঁস করে দিও না! তা যদি দেখি তো খুন করে ফেলব তোমাকে! সে কথা মনে রেখ! ওদের যখন মদ্যপানে ব্যস্ত রাখবে সেই ফাঁকে আমরা তোমার পিছনের উঠোন দিয়ে পাহাড়ী খাত ধরে স্তেপে গিয়ে উঠব। পরে ওরা খুঁজে মরুক আমাদের। তোমার ছেলেকে গিয়ে বল এক্ষুনি সে যেন আমার তলোয়ার, মেশিন-গানটা, ড্রাম আর আমাদের রাইফেল দুটো সারের গাদায় ছাউনিতে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে।"

"শুধু তোমার রাইফেলটা—আমারটা আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।" বাধা দিয়ে বলে উঠল লাতিয়েভস্কি।

নীরবে ওর দিকে একবার তাকিয়ে বলে চলল পোলোভৎসেভ: "একটা চট দিয়ে সবগুলো জড়িয়ে নিয়ে যেন চালার ভিতরে রেখে আসে—কিন্তু ভুলো না, ও যেন আগে ভালো করে চারদিক দেখে নেয়। ঘরের ভিতরে কিছু লুকিয়ে রেখ না। আর একটা অনুরোধ। বস্তুতঃ হুকুমই এটা। আমার নামে যে-সব প্যাকেট আসবে এখানে সেগুলো গোলাবাড়ির কাছের মাইল-পোস্টের নিচে রেখে দেবে। মাঝে মাঝে রাত্রে এসে আমরা ওখান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যাব। সব কিছু বুঝে নিয়েছ ভালো করে?"

"সব কিছু" জবাবে বলল অস্ত্রোভনভ।

"বেশ, চলে যাও তাহলে, নচ্ছাড় পশু-যোগানদার ব্যাটারা যেন তোমার চোখে ধুলো দিয়ে সরে না পড়ে। যতদূর সম্ভব এখান থেকে দূরে নিয়ে যাবে ওদের। দু-ঘণ্টার ভিতরেই চলে যাচ্ছি আমরা।

সন্ধ্যেয় ওদের নিমন্ত্রণ করতে পারো এখানে। এঘরের বিছানাগুলো চিলে-ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখে দাও তারপর দরজা জানালা খুলে দিও হাওয়া বাতাস ঢোকার জন্যে। তোমার পুরানো দড়ি-কাছিগুলো এনে রেখে দিতে পারো এখানে ধাপ্‌পা দেয়ার জন্যে। তারপর যদি ওরা চায়, গোটা বাড়িটাই দেখিয়ে দিতে পারো ওদের। সেইটেই হয়তো চাইবে ওরা নানান রকমের বাহানা করে। এক হপ্তার জন্যে চলে যাচ্ছি আমরা, কিন্তু আবার ফিরে আসছি। যা-কিছু তোমার খেয়েছি আমরা তার জন্যে গাল পেড়োনা আমাদের। যখন সেই জয়লাভের দিন আসবে, তুমি যা কিছু খরচ করেছ তার বহুগুণ বেশি পুরস্কার পাবে! কিন্তু ফিরে আসতেই হবে আমাদের। কেননা আমার অঞ্চলের অভ্যুত্থান গ্রিমিয়াকি থেকেই শুরু করব আমি। আর তার সময়ও সন্নিকট!" গম্ভীর মুখে কথাটা শেষ করল পোলোভৎসেভ, তারপর দু-হাতে অস্ত্রোভনভকে আলিঙ্গন করেই ছেড়ে দিল: "তাহলে এস এখন বুড়ো, প্রভু তোমার সহায় হোন!"

অস্ত্রোভনভ চলে যেতেই দোর বন্ধ করে টেবিলে এসে বসল পোলো-ভৎসেভ, তারপর জিজ্ঞেস করল: "নিরাপত্তা বিভাগের এই লোকটার সঙ্গে কোথায় দেখা হয়েছিল তোমার? ঠিক চিনতে পেরেছ, ভুল হয়নি তো তোমার?"

টুলটা এগিয়ে সামনে নিয়ে এল লাতিয়েভস্কি তারপর পোলোভৎসেভের দিকে ঝুঁকে সম্ভবতঃ ওদের দু-জনার দেখা হওয়ার পর থেকে এই প্রথম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা পরিহাস না করেই বলল:

"যীশু-মাতা! কী করে ভুল হবে আমার? জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ও লোকটাকে মনে থাকবে আমার! ওর গালের ওপর একটা শুকনো কাটা দাগ লক্ষ্য করেছ? যখন ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করে তখন আমিই ছোরা দিয়ে কেটে দিয়েছিলাম। আর আমার এই বাঁ চোখটা—জেরার সময়ে ঐ লোকটাই উপড়ে দিয়েছিল। ওর হাতের মুঠো দুটো দেখেছ তো? ব্যাপারটা ঘটেছিল চার বছর আগে, ক্রাসনোদারে। একটা মেয়েমানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল আমার সঙ্গে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন আর সে এ দুনিয়ায় নেই! ওর অপরাধ যখন সাব্যস্ত হল তখন আমি জেলের ভিতরে। আমার জেল থেকে পালিয়ে

আসার দ্বিতীয় দিনেই তার অস্তিত্ব মুছে গেল। ভারি চমৎকার দেখতে ছিল, সুন্দরী যুবতী—কুবান কশাক, কিংবা কুবান কুত্তিও বলতে পার। এই হল ব্যাপার......কেমন করে পালিয়ে এলাম জানো?" দরাজ হাসি হেসে উঠল লাতিয়েভস্কি আর ছোট ছোট শীর্ণ হাতদুটো ঘসতে লাগল। "গুলি করেই মারত আমাকে। সুতরাং হারাবার মতো কিছুই ছিল না আমার। একটা দুঃসাহসী ঝুঁকি নিলাম, বস্তুতঃ একটা নোংরা চালাকীর আশ্রয় নিয়েছিলাম। যারা আমাকে জেরা করছিল তাদের বোকা বানাবার জন্যে যখন ভান করছিলাম যেন আমি এ খেলায় নেহাৎই একটি বড়ে মাত্র, তখন ওরা আমাকে কড়া পাহারায় আলাদা করে রাখল। তখন আমি হাতের শেষ তাসটি খেললাম :—কোরিনোভস্কায়ার একটি কশাককে ধরিয়ে দিলাম তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। সে ছিল আমাদের সংগঠনেরই লোক, কিন্তু গোটা যোগাযোগ ব্যবস্থার সর্বশেষ লোক। ঐ গাঁয়েরই মাত্র তিনটি লোককেই সে ধরিয়ে দিতে পারত, তাছাড়া আর একটি লোককেও সে চিনত না। তাই ভাবলাম, ঐ চারটে বেকুবকে ওরা গুলি করে মারুক কি নির্বাসনে পাঠাক কিন্তু আমি তো বেঁচে যাব। তাছাড়া ঐ জন্তুগুলোর চাইতে সংগঠনের দিক থেকে আমার জীবন ঢের বেশি মূল্যবান। বস্তুতঃ আমাদের কুবান ষড়যন্ত্রের জালে আমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এই ঘটনা থেকেই সেটা বুঝতে পারবে যে গত ১৯২২ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমি পাঁচবার সীমান্ত পারাপার করেছি আর পাঁচবার কুতেপভ-এর সঙ্গে দেখা করেছি পারীতে গিয়ে। চার চারটে বড়েকে আমি তুলে দিলাম ওদের হাতে কিন্তু তার বদলে আমার জেরাকারীকে খানিকটা বাগে এনে ফেললাম। অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে ভিতরের উঠোনে সে আমাকে ব্যায়াম করতে অনুমতি দিল। নষ্ট করার মতো এতটুকুও সময় নেই। বুঝলে তো? সেদিন সন্ধ্যেয় যখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত একদল কুবান চাষার সঙ্গে মিশে উঠোনের ভিতরে চক্কর দিয়ে ফিরছিলাম, দেখলাম উঠোনে একটা খড়ের গাদার গায়ে একটা মই দাঁড় করানো রয়েছে। ওটা কিছুতেই বেশিক্ষণ ধরে ওখানে থাকতে পারে না। সময়টা খড় কাটার সময়। তাই জি. পি. ইউ-র লোকেরা দিনের বেলায় ভিতরে খড় আনে তাদের ঘোড়াগুলোর জন্যে। অনুমোদিত কায়দায় হাত দুটো পিছন করে আবার আমি একটা চক্কর দিয়ে এসে

তেমনি হাত দুটো পিছনে রেখেই আমি মইটার কাছে এগিয়ে গেলাম তারপর পিছন ফিরে না তাকিয়েই সার্কাসের চালে ধীরে ধীরে মই বেয়ে উঠে যেতে লাগলাম। হাত দুটো কিন্তু তখনো আমার পিছনে। ক্যাপ্টেন পোলোভৎসেভ, দেখা গেল আমার হিসেব নির্ভুল! মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সম্পূর্ণ নির্ভুল! আমার বিস্ময়কর ধৃষ্টতায় বিমূঢ় হয়ে পাহারাওয়ালারা আমাকে বিনা বাধায় প্রায় আটটা ধাপ উপরে উঠে যেতে দিল। তখন একজন চিৎকার করে বলে উঠল: "হল্ট!" আমি মাথা নিচু করে এক লাফে বাকি দুটো ধাপ উঠে গিয়ে ছাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম ছাদের ওপর। ইতস্তত: গুলি চলল, চিৎকার, গালাগাল! আরো দুটো লাফ, একেবারে ছাদের কিনারায় তারপর আর এক লাফ রাস্তায়! আর তার পরেই হাওয়া! পরের দিন ভোরে মাইকোপ-এ খুবই বিশ্বস্ত একটি লোকের ঘরে লুকিয়ে রইলাম…। যে পশুটা আমার চেহারাটা কুৎসিত করে দিয়েছিল তার নাম খিঝনিয়াক। এই মাত্র দেখেছ তুমি তাকে, সেই যার ট্রাউজারে ছিল পাথুরে আদল। তুমি কি মনে করো ওকে জ্যান্ত ফিরে যেতে দেব আমি? না, আমার একটা চোখের বদলে ওর দুটো চোখই আমি বুজিয়ে দেব! একটা চোখের বদলে দুটো চোখ!"

"নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার!" প্রত্যুত্তরে রুষ্ট কণ্ঠে বলে উঠল পোলোভৎসেভ। "তোমার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে তুমি কি আমাদের উদ্দেশ্য পণ্ড করে দিতে চাও?"

"দুশ্চিন্তা করো না। খিঝনিয়াক আর তার স্যাঙাতটিকে এখানে খতম করব না। গাঁ থেকে দূরে গিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকব। ব্যাপারটা দাঁড়াবে রাজপথে ডাকাতির মতো, এই যা। ওদের টাকাকড়িও নিয়ে নেব। সমস্ত অসাধু ব্যাপারীর ভাগ্যেই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে……। তোমার রাইফেল লুকিয়ে ফেল, কিন্তু আমি আমারটা কোটের ভিতরে করে নিয়ে যাব। মনে করো না আমাকে বলে নিবৃত্ত করতে পারবে। আমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়, বুঝলে! এক্ষুনি আমি বেরিয়ে পড়ছি। তুমি এস পিছে। শনিবার সন্ধ্যের পরে তুবিয়ানস্কয়-এর কাছের জঙ্গলে সেই ঝর্ণার পাশে গতবার যেখানে আমরা মিলেছিলাম সেখানে দেখা হবে। বিদায়, আর দোহাই ঈশ্বরের, রাগ করো না আমার ওপর ক্যাপ্টেন পোলোভৎসেভ! এখানে থাকাকালে

আমরা পরস্পর পরস্পরকে সহ্য করার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিলাম। তাছাড়া স্বীকার করছি আমার ব্যবহার সব সময়ে ঠিক উপযুক্তও হয়নি।”

“তোমার দুঃখ প্রকাশটা মুলতবি রাখ···আমাদের অবস্থায় ভাবাবেশ ছাড়াই চলবে আমাদের।” বিব্রত হয়ে বিড়বিড় করে বলল পোলোভৎসেভ। তবুও সে লাতিয়েভস্কিকে জড়িয়ে ধরে পিতৃস্নেহে ওর বিবর্ণ ঢালু কপালটার উপরে ঠোঁট দুটো চেপে ধরল।

আবেগের এই অপ্রত্যাশিত অভিব্যক্তিতে বিচলিত হয়ে পড়ল লাতিয়েভস্কি, কিন্তু পাছে তার আবেগ প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই পোলোভৎসেভের দিকে পিছন ফিরে দোরের হাতল ধরে দাঁড়াল, তারপর বলল: “তুবানস্কয় থেকে ম্যাকসিম খারিতোনভকে সঙ্গে নেব। ওর রাইফেলও আছে একটা তাছাড়া বিপদে যার উপরে ভরসা করা যায় ও হচ্ছে সেই জাতেরই মানুষ। তোমার আপত্তি নেই তো?”

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল পোলোভৎসেভ তারপর বলল: “খারিতোনভ ছিল আমার স্কোয়াড্রনে সার্জেন্ট মেজর। খুব ভালো নির্বাচনই করেছ তুমি। নিও ওকে সঙ্গে। লোকটার হাতের টিপ চমৎকার—অন্ততঃ ছিল এক সময়। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি। ব্যাস, আগে বাড়, কিন্তু গ্রিমিয়াকি বা অন্য কোনো গাঁয়ের কাছাকাছি কিছু করে বস না যেন স্তেপের ভিতরে কোথাও কাজটা হাসিল করো।”

“বেশ, বিদায়।”

“ভাগ্য সুপ্রশন্ন হোক!”

প্যাসেজের ভিতরে বেরিয়ে গিয়ে লাতিয়েভস্কি অস্ত্রোভনভের একটা পুরনো কোট টেনে নিয়ে কাঁধে ফেলে দোরের ফাটলের ভিতর দিয়ে পাশের নির্জন গলিটা দেখে নিল। এক মিনিট পরে তার অশ্বারোহী বাহিনীর হালকা বন্দুকটা শক্ত করে বাঁ দিকে চেপে ধরে ধীর পায়ে উঠোন পেরিয়ে চালাটার কোণ ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু যেইমাত্র পাহাড়ী খাদের ভিতরে লাফিয়ে নেমে পড়ল সঙ্গে সঙ্গেই ওর রূপান্তরিত ঘটল। কোটের হাতায় হাত দুটো গলিয়ে দিয়ে হালকা রাইফেলটা তুলে নিয়ে সেফটি ক্যাচ খুলে ফেলল। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিকারের জন্তুর মতো এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে প্রতিটি খস খস শব্দ শুনতে শুনতে আর

থেকে থেকে বেগুনী কুয়াসায় ঢাকা গাঁয়ের দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে তাকাতে খাদ বেয়ে এগিয়ে চলল।

দু-দিন পরে, শুক্রবার সকালে পশু-যোগানদার দুজন আর তাদের একটা ঘোড়া মাপলে রেভাইনের মুখ থেকে প্রায় ষাট পা দূরে তুবানস্কয় আর ভোইস্কোভয়-এর মাঝামাঝি বড়ো সড়কের উপর খুন হল। তুবানস্কয়ের কশাক কোচোয়ান বাকি ঘোড়াটার সাজ কেটে দিয়ে দ্রুত গ্যালপে ভোইস্কো-ভয়-এ এসে হাজির হল। সে-ই গাঁয়ের সোভিয়েতে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে বিবৃতি দিল।

স্থানীয় সশস্ত্র পুলিস, গ্রাম সোভিয়েতের চেয়ারম্যান, কোচোয়ান নিজে আর যে সব সাক্ষীরা অকুস্থানে গিয়ে তদন্ত করেছিল তাদের মন্তব্য হল এই যে, জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা দস্যুরা দশ রাউণ্ড রাইফেলের গুলি ছুঁড়েছিল। ওরা প্রথমে হত্যা করল হোঁৎকা গোছের রাখালটাকে। বুকে গুলি লেগে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল দ্রোঝকি থেকে। ওর গাট্টাগোট্টা সঙ্গীটি পাগলের মতো চিৎকার করে ড্রাইভারকে গ্যালপে ছোটার জন্যে বলে চাবুকটা তার হাত থেকে টেনে নিয়ে যেই ডান দিকের ঘোড়াটাকে হাঁকড়াতে যাবে তার আগেই দ্বিতীয় গুলিটা ওকে দ্রোঝকির ভিতরেই পেড়ে ফেলল। গুলিটা ওর মাথায় বাঁ কানের ঠিক ওপরে এসে বিঁধল। ঘোড়াটাও গুলি-বিদ্ধ হল। মৃত লোকটি তার সঙ্গী রাখালের বিশ পা দূরে গিয়ে দ্রোঝকি থেকে গড়াতে গড়াতে ছিটকে পড়ল। একই সঙ্গে আরো কয়েকটা গুলি চলল দুটো রাইফেল থেকেই। বাঁ দিকের ঘোড়াটা আহত হয়ে বম ভেঙে গাড়িটা উল্টে দিয়ে গ্যালপে ছুটতে শুরু করে দিল। কোচোয়ান বেঁচে থাকা ঘোড়াটার দড়ি কেটে মুক্ত করে নিয়ে গ্যালপে ছুটে পালিয়ে এল। ওর পিছন থেকে আরো অনেকগুলো গুলি ছোঁড়া হল, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ ভয় দেখানো, হত্যা করা নয়। কেন না কোচোয়ানের নিজের বিবৃতি অনুসারেই জানা যায় যে গুলিগুলো ওর মাথার অনেক উপর দিয়ে হিস হিস করে ছুটে গিয়েছিল।

মৃত লোক দু-জনারই পকেট খালি। এতটুকু কাগজও ছিল না ওদের পকেটে। একজনার ব্রিফ-কেসটা শূণ্য অবস্থায় রাস্তার পাশের ঘাসের ওপরে পাওয়া গেল। রাখালের বাঁ চোখটা, তল্লাশী চালাবার সময়ে যাকে চিত

করে নিয়েছিল দস্যুরা, থেতলে বের করে ফেলেছে। চিহ্ন দেখে বোঝা যায় যে বুটের গোড়ালী দিয়ে থেতলে দিয়েছিল।

গ্রাম সোভিয়েতের চেয়ারম্যান একজন পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞ কশাক। দু দুটো যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। সশস্ত্র পুলিসের লোকটিকে বলল: "তাকিয়ে দেখুন লিউকা নাজারিব, একটা হারামজাদা মরা মানুষটার উপরে লাথি চালিয়েছিল। হয়ত কোনো পুরনো মামলার শোধ তুলেছে, কি বলেন? কিংবা হয়ত মেয়েমানুষ সংক্রান্ত ব্যাপারও হতে পারে? মামুলী ডাকাত যারা তারা কথনো অমন কাজ করবে না···। তারপর লাল চোখের গর্তটা আর রক্তাক্ত জেলির মতো যে জিনিসটা গালের ওপর ছড়িয়ে গিয়ে ইতিমধ্যেই জমাট বেঁধে উঠেছে—পাছে না আবার চোখে পড়ে সেই জন্যে সে তার রুমালটা দিয়ে মৃত লোকটির মুখটা ঢাকা দিয়ে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। "আজকাল অনেক বদমায়েশ লোকের, এই সব চোর ডাকাতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে! ওরা নিশ্চয়ই টাকার জন্যেই এই ব্যাপারীদের পিছে লেগেছিল। বেশ কয়েক হাজার হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়েছে বলেই মনে হচ্ছে আমার···সাংঘাতিক লোক! এমন দুটো লোককে শ্রেফ টাকার জন্যে খুন করে ফেলল, ভাবো দেখি একবার!"

যে দিন খিঝনিয়াক আর গ্লুখোভ ওরফে বৈকোর খুনের সংবাদ গ্রিমিয়াকিতে এসে পৌছাল, ব্যবস্থাপনার অফিসের লোকজন সব চলে যেতেই নাগুলনভ জিজ্ঞেস করল দাভিদভকে: "বুঝতে পারছ ব্যাপার-স্যাপার কোন দিকে মোড় নিচ্ছে, সেমিয়ন?"

"তুমি যেমন বুঝছ তেমনিই বুঝছি আমি। পোলোভৎসেভ আর স্যাঙাতদের হাত আছে এর ভিতরে. কথাটা যথার্থ!"

"নিশ্চয়ই। শুধু একটা জিনিস পরিষ্কার হচ্ছে না আমার কাছে, ওরা যে কে সেটা কেমন করে অনুমান করল তারা? এটাই হচ্ছে প্রশ্ন! তাছাড়া কে এ কাজ করতে পারে?"

"সে প্রশ্নের মীমাংসা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা হচ্ছে দুটো অজানা সংখ্যার সমীকরণ, কিন্তু আমরা কেউই গণিত বা বীজগণিতে তেমন দক্ষ নই। তাই না?"

একটা পায়ের ওপর আর একটা পা তুলে দিয়ে নীরবে বসে নাগুলনভ

শূণ্য দৃষ্টিতে ধুলোভরা জুতোর ডগাটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল : অজানা সংখ্যার মধ্যে একটা জানা আছে আমার…”

“কোনটা ?”

“কোনো নেকড়ে তার আস্তানার কাছাকাছি হত্যা করে না, এইটা”

“এ থেকে কী পাচ্ছ তুমি ?”

“তার মানে হত্যাকারীরা তুবানস্কয় বা ভোইস্কোভয়-এর লোক নয়, আরো অনেক দূরের। কথাটা খুবই ঠিক !”

“তোমার কি মনে হয় তাহলে শাখতি বা রোস্তভ-এর ?”

তাই-বা কেন। হয়ত আমাদের গাঁয়েরও হতে পারে। নয়ই-ব কেন ?”

“সম্ভব !” একটু ভেবে বলল দাভিদভ। “এ ক্ষেত্রে তোমার মত কী মাকার ?”

“আমার মত এই যে কমিউনিস্টরা তাদের চোখ খোলা রাখুক। রাত্রে একটু কম ঘুমিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চুপি চুপি গায়ের ভিতরে টহল দিক। হয়তো পোলোভৎসেভ বা তারই কোনো সন্দেহজনক স্যাঙাতের দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়ে যেতে পারে আমাদের। রাত্রে নেকড়েবৃত্তি।”

“আমাদের নেকড়ের সঙ্গে তুলনা করছ তুমি ?” মুচকি হেসে বলল দাভিদভ।

কিন্তু নাগুলনভ ওর হাসিতে যোগ না দিয়ে মোটা রোমশ ভুরু দুটো কুঁচকে বলল : “ওরা নেকড়ে আর আমরা নেকড়ে শিকারী। মাথাটা খাটাও !”

“বেশ, রাগ করো না। আমি তোমার সঙ্গে এক মত, কথাটা যথার্থ।” চলো, সব কমিউনিস্টদের ডেকে এক্ষুনি জড়ো করি গে।”

“এখন নয়। পরে, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে।”

“ঠিকই বলেছ, আবারও,” সায় দিল দাভিদভ। কিন্তু আমরা গাঁয়ের ভিতরে টহল দিয়ে বেড়াবো না। তাতে সমস্ত কশাকদের সতর্ক করে দেয়া হবে। আমরা ওত পেতে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করব।”

“হাঁ, কিন্তু সেটা যেখানে সেখানে নয়। তাতে কোনো লাভ নেই ! তিমোফেইকে লক্ষ্য করাটা সহজ ছিল আমার পক্ষে। লুশকাই ছিল ওর একমাত্র লোক যার কাছে সে যেতে পারত। কিন্তু কোথায় আমরা

ঘাপটি মেরে পড়ে থেকে অপেক্ষা করব এদের জন্যে? পৃথিবীটা অনেক বড়ো তাছাড়া গাঁ-এ বাড়িও প্রচুর। সবার বাড়িতে কিছু আর তুমি নজর রাখতে পারো না!"

"তার দরকার নেই।"

"কী করে বেছে নেবে তাহলে?"

"পশু যোগানদারেরা যে যে বাড়ি থেকে পশু কিনেছে সেগুলো খুঁজে নিয়ে সেই সব বাড়ির ওপর আমরা নজর রাখব। আমাদের মৃত কমরেডরা বেশিরভাগ সময়ই সন্দেহজনক লোকদের সন্ধান করে ফিরেছে আর সেই সব বাড়ি থেকেই পশু কিনেছে। তাছাড়া সেখানেই দস্যুরা ফিরে আসবে, বুঝেছ?"

"তুমি একটি মাথাওয়ালা লোক বটে!" প্রত্যয়ভরা কণ্ঠে বলে উঠল নাগুলনভ। "মাঝে মাঝে খুব ভালো মতলব আসে তোমার মাথায়!"

সাতাশ

পোলোভৎসেভ ও লাতিয়েভস্কি আবার এসে আস্তানা নিয়েছে অস্ত্রোভনভের বৈঠকখানায়। রয়েছে তিন দিন ধরে। ওরা এসেছে ভোর থাকতে। পাশের ফল বাগানের ভিতরে থেকে অস্ত্রোভনভের বাড়ির উপরে নজর রাখছিল রাজমিয়োৎনভ। শেষবারের মতো হাইতুলে সে যখন উঠে বাড়ি চলে গেল—তার আধঘণ্টা পরে এসে হাজির হল ওরা। মাঝে মাঝে সেমিয়নের মাথায় কতগুলো আজগুবি ধারণা গজায় মনে মনে ভাবল রাজমিয়োৎনভ। ঘোড়া-চোর বা অমনি চোরের মতো অন্যের বাড়ির ওপর রাতভোর ঘাপটি মেরে ওত পেতে থাকা আর তারপর কিছুরই কোনো দেখা নেই। কোথায় সেই ডাকাতগুলো? আমরা মিছামিছি নিজেদের ছায়ারই পিছনে ছুটে মরছি!...এখন বরং ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ি, নইলে মেয়েদের ভিতরের কোনো ভোরে ওঠা পাখি যদি গাই দুইতে উঠে দেখে ফেলে আমাকে তো অমনি গাঁ-ময় রাষ্ট্র হয়ে যাবে—কাল রাতভোর রাজমিয়োৎনভ বাইরে কাটিয়েছে। কোন ডাগড়া খানকী ওকে এমন দেয়া দিয়েছে যে সকাল বেলায়ও চোখ খুলতে পারেনি?

একবার যদি ওরা চোপা নাড়তে শুরু করে দেয় তবেই আমার প্রভাব প্রতিপত্তির দফা গয়া। এ-সব ব্যাপার বন্ধ করতে হবে। জি. পি. ইউ-র লোকেরা এসে ডাকাত ধরুক, ওদের কাজ নিজেদের ঘাড়ে তুলে নেবার দরকার নেই আমাদের। সারারাত এমনি করে চোখ দুটোকে হয়রান করার পরে কী কম্মটা আর হতে পারে আমাকে দিয়ে? অফিসে বসে বসে ঝিমোনো? ঝাপসা চোখে তাকাব লোকজনদের দিকে? তাহলে তারা আবার বলতে শুরু করবে: "রাতভোর ছাদের উপর কাটিয়ে এসে এখন পড়ে পড়ে হাই তুলছে। এতেকরে আমার প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাবে।"

সন্দেহাকুল অন্তরে, নিদ্রাহীন রাতের ক্লান্তিতে অবসন্ন রাজমিয়োৎনভ ওদের পরিকল্পনাটির ব্যর্থতা সম্পর্কে প্রায় স্থিরনিশ্চিত হয়ে গুটি গুটি নিজের বাড়ির উঠোনে এসে ঢুকল। দোরের সামনে আসতেই সোজা ওর মায়ের গায়ের উপরে এসে ধাক্কা দিল। তিনি তক্ষুনি সবে মাত্র নেমে আসছিলেন বারান্দায়।

"আমি, মা," পাশ কাটিয়ে বারান্দায় উঠে যাওয়ার চেষ্টা করতে করতে বিড়বিড় করে বলে উঠল।

কিন্তু ওর পথ আটকে কড়া সুরে বললেন বৃদ্ধা: "তুমি, তা দেখতে পাচ্ছি, আমি অন্ধ নই। রাত্রে চরে বেড়ানোটা বন্ধ করার কি এখনো সময় হয়নি তোর আন্দ্রেই? এখন কিছু আর জোয়ান বয়েস নেই তোর। বয়েস কালের নষ্টামীর দিন অনেককাল আগেই পেরিয়ে গেছে। তোর মা কিংবা অন্য পাঁচজনে যে-কথা বলে সে কথা কানে নেয়ার সময় কি হয়নি এখনো? বিয়ে কর, আর নিজেকে একটু সংযত কর এখন। ঢের করেছিস ওসব!"

"বিয়ে কি এক্ষুনি করব না সূর্যটা ওঠা পর্যন্ত সবুর করব?" প্রত্যুত্তরে উষ্মাভরা কণ্ঠে বলল আন্দ্রেই।

"একবার কেন যদি চাস তো তিনবার উঠলেও ক্ষতি নেই—আমি তাড়া দিচ্ছি না তোকে, কিন্তু আর দেরি করিস না।" ছেলের বিদ্রূপভরা উষ্মা আমোলে না এনে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ওর মা। "আমার বয়েসটার কথাও একটু চিন্তা করিস! এই বুড়ো বয়সের ককানি কনকনানি নিয়ে গাই দোয়া, তোর জন্যে রান্না করা, বাসন মাজা তাছাড়া বাগানের

তদবির করা ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় কাজ করা খুবই কষ্ট হয় আমার। তা কি দেখতে পাস না খোকা? ঘরের কুটোগাছটিও তো তুই নেড়ে দেখিস না! কী সাহায্যটা হয় আমার তোকে দিয়ে? হোটেলের বাসিন্দের মতো কি বাইরের মানুষের মতো শুধু দুটি দুটি খাস আর বেরিয়ে যাস নিজের কাজে। যা কিছু যত্ন আত্তি তা শুধু তো ঐ পায়রাগুলোর ওপর। বাচ্চা ছেলের মতো নেচে বেড়াস ওগুলোকে নিয়ে। ওটা কি মদ্দ ব্যাটাছেলের শোভা পায়? বাচ্চা ছেলেদের খেলা খেলতে লজ্জা হওয়া উচিত তোর! আর তা-ই বা কেন, ম্যুরা যদি আমাকে সাহায্য না করতো তো অনেক দিন আগেই কবরের তলায় চলে যেতে হতো আমাকে। তুই কি এমনই অন্ধ, বাছা, যে দেখতে পাসনা মেয়েটা কিছু একটা করার জন্যে কেমন বার বার ঘুর ঘুর করে আসে? হয় গাই দুইবে নয়তো বাগানের আগাছা নিড়াবে, জল দেবে বা কিছু একটা করবে! এমন চমৎকার মায়া দয়া মেয়েটার যে সারা জেলা খুঁজলেও অমন আর একটা পাবি না! তাছাড়া তোর ওপর থেকে তো চোখ এড়ায় না। কিন্তু বাইরে বাইরে চরে বেড়িয়ে তোর চোখ দুটো কানা হয়ে গেছে তাই তুই কিচ্ছু দেখতে পাস না। বল দেখি, কোথায় ছিলি এতক্ষণ পর্যন্ত? নিজের চেহারাখানা একবার ছাখ দেখি। রাস্তার কুকুরের মতো সারা গায়ে চোর কাঁটা ভরে আছে। একটু হেট হ দেখি, আপদ কোথাকার! গিয়েছিলি কোন চুলোয় যে এমন হাল হয়েছে?"

ছেলের কাঁধে হাত দিয়ে ওকে টেনে একটু সামনে নুইয়ে দিলেন বৃদ্ধা। যখন আন্দ্রেই মাথা নোয়াল ওর পাক ধরা চুলের ভিতর থেকে অতি কষ্টে অনেকগুলো শেয়াকুলের কাঁটা টেনে বের করলেন।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আন্দ্রেই মায়ের বেজার মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে একটু হেসে উঠল।

"আমাকে মন্দ ভেবো না মা! সখ করে কিছু আর অমনি অমনি আমি শেয়াকুলের কাঁটার ওপর শুয়েছিলাম না। একটা উদ্দেশ্য ছিল। এক্ষুনি সেটা তুমি বুঝতে পারবে না, সময় এলে বুঝবে একদিন। তাছাড়া আমার ঐ বিয়ের ব্যাপারটা—তোমার দেয়া সময় হচ্ছে তিন দিন—ওটা বড্ডো লম্বা সময়। কালই আমি ম্যুরাকে বাড়ি নিয়ে আসছি। কিন্তু মনে রেখ মা, তুমি নিজেই তোমার ছেলের বৌ পছন্দ করে ঘরে আনছ, সুতরাং

মানিয়ে গুছিয়ে চলবে ওর সঙ্গে, যেন ঝগড়াঝাটি না হয়। আর আমি, যতক্ষণ লোকে আমাকে আমার নিজের মতো চলতে দেয়, কারোর সাতে-পাঁচে থাকি না। এখন পথ ছাড়ো, যেতে দাও আমাকে, কাজে যাবার আগে ঘণ্টাখানেক ঘুমোতে চাই আমি।"

বৃদ্ধা ক্রুশ করে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন।

"বুড়ো বয়সে এই করুণাটুকুর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রভূ! যা বাছা, গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নে খোকা, তোর প্রাতঃরাশের জন্যে আমি খানকতক পিঠে বানাইগে যাই। তোর জন্যে খানিকটা পণীর রেখে দিয়েছি। তুই যে আনন্দ দিলি আমাকে জানি না কী দিয়ে তোকে খুশি করি আমি।"

ঘরে ঢুকে দোরটা এঁটে বন্ধ করে দিল আন্দ্রেই, কিন্তু ও যেন পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এমনিভাবে আস্তে আস্তে বলে উঠলেন বৃদ্ধা: "এ সংসারে তুই ছাড়া আর যে আমার কেউ-ই নেই!" বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

সুতরাং ভোর বেলা গাঁ-এর ভিন্ন ভিন্ন দিকে আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভ, দাভিদভ, যে কিনা রাত কাটিয়েছে আতামানশ্চুকভের উঠোনের গোয়াল ঘরে; নাগুলনভ, যে বান্নিকের বাড়ির ওপরে অতন্দ্র দৃষ্টি রেখে ছিল বসে; আর পোলোভৎসেভ ও লাতিয়েভস্কি যারা নির্বিঘ্নে ঢুকে পড়েছে অস্ত্রোভনভের ঘরে,—একই সঙ্গে সবাই ঘুমোতে গেল।

সন্দেহ নেই, গ্রীষ্মের এই কুয়াশাঘেরা শান্ত প্রত্যুষে এই লোকগুলি, চরিত্র ও মানসিকতার দিক থেকে যারা এত বিভিন্ন, যাদের স্বপ্নও আলাদা, কিন্তু এই একই সময়ে সবাই তারা সুপ্তির কোলে ঢলে পড়ল।

প্রথম ঘুম ভেঙে জেগে উঠল আন্দ্রেই রাজমিয়োৎনভ। চকচকে করে দাড়ি কামাল, জল দিয়ে মাথা ধুয়ে নিল, ফর্সা একটা সার্ট আর সার্জের একটা ট্রাউজার পরল, যেটা মারিণা পয়ারকোভার আগের স্বামীর কাছ থেকে ওর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তারপর পুরনো একটা সৈনিকের ওভারকোট থেকে কেটে নেয়া একটুকরো শুকনো নেকড়া নিয়ে বহুক্ষণ ধরে থুতু ছিটিয়ে ছিটিয়ে বুটজোড়া পালিশ করতে লাগল। অযথা তাড়াহুড়া না করে সুচিন্তিতভাবেই তৈরী হয়ে নিল আন্দ্রেই।

এসব সাজগোজ কিসের জন্যে সেটা অনুমানেই বুঝতে পারলেন ওর মা, কিন্তু পাছে ছেলের মেজাজ বিগড়ে যায় সেই ভয়ে একটি কথাও জিজ্ঞেস

করলেন না। থেকে থেকে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, আর উনুনের পাশে এটা ওটা নিয়ে অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশি সময় ধরে নাড়াচাড়া করছেন। নীরবে প্রাতঃরাশ খেয়ে নিল দুজনে।

"সন্ধ্যের আগে কিন্তু বাড়ি ফিরছি না মা,"—আনুষ্ঠানিকভাবে বলল রাজমিয়োৎনভ।

"প্রভু তোকে সাহায্য করুন," প্রত্যুত্তরে বললেন ওর মা।

"কিছুটা আশা রাখ"...সন্দিগ্ধভাবে মন্তব্য করল রাজমিয়োৎনভ।

দাভিদভের মতো করে নয়, সাদামাঠা কথায় সরাসরি প্রস্তাব উত্থাপন করল আন্দ্রেই আর দশ মিনিটের মধ্যেই সব ঠিক করে ফেলল। ম্যুরার বাপ-মার ঘরে ঢুকে প্রথা অনুসারে খানিকটা সম্মান প্রদর্শন করল। মিনিট দুই চুপচাপ বসে ধূমপান করল। ফসলের সম্ভাবনা, আবহাওয়া ইত্যাদি নিয়ে দু-চারটে কথাবার্তা বলল ম্যুরার বাবার সঙ্গে, তারপর সরাসরি প্রস্তাবটা উত্থাপন করে বসল। যেন ব্যাপারটা বহু আগে থেকেই স্থির হয়েছিল।

"কাল আমি ম্যুরাকে আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।"

কনের বাপের রস-জ্ঞান খুব যে কম তা নয়, প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞেস করল: "কিসের জন্যে? সোবিয়েতে সংবাদ সরবরাহের কাজের জন্যে?"

"আরো খারাপ কাজে। আমার বৌ হওয়ার জন্যে।"

"তার বুঝ সে নিজে বুঝবে।"

দারুণভাবে লাল হয়ে ওঠা মেয়েটির দিকে তাকাল রাজমিয়োৎনভ। ওর স্বভাবসুলভ কৌতুকপূর্ণ ঠোঁটের কোণে এতটুকু হাসির আভাস মাত্র নেই।

"রাজী?"—জিজ্ঞেস করল আন্দ্রেই।

"আমি তো দশ বছর ধরেই রাজী," ওর গোল গোল নির্ভিক চোখ দুটো প্রেমভরে আন্দ্রেইর মুখের উপরে ন্যস্ত করে দৃঢ় কণ্ঠে বলল মেয়েটি।

"বেশ, তাহলে ঐ কথাই রইল," হৃষ্ট গলায় বলল রাজমিয়োৎনভ।

প্রথা ভেঙে, কনের বাপ-মা খানিকটা গররাজীর ভাব দেখাতে চেষ্টা করল। কিন্তু আন্দ্রেই শুধু আর একটা সিগারেট ধরাল তারপর দৃঢ়তার সঙ্গে ওদের ঐ ভানকরা গররাজীর ভাব উড়িয়ে দিল।

"আমি আপনাদের কাছ থেকে কোনো পণ বা অন্য কিছু চাপ দিয়ে আদায় করতে যাচ্ছি না। তাছাড়া আমার কাছ থেকেই বা আপনাদের

আদায় করার মতো কী আছে? সিগারেটের তামাক? মেয়েকে তৈরী করে রাখবেন, আজই আমরা মহকুমা শহরে গিয়ে রেজেষ্ট্রি করে আসব। তারপর কাল বিয়ের উৎসব হবে। এই হল গে কথা!”

“কিন্তু হঠাৎ তোমার এমন ব্যস্ত হয়ে ওঠার কারণটা কী?” ঈষৎ বিরক্তির সুরে জিজ্ঞেস করল মেয়ের মা।

কিন্তু রুষ্ট চোখে রাজমিয়োৎনভ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: “যা কিছুর উপর আমার আকর্ষণ ছিল বারো বছর আগেই আপনা থেকেই তা জ্বলে পুড়ে গেছে। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে…। তাছাড়া ব্যস্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে ফসল কাটার সময় এসে গেছে। এদিকে বাড়িতে বুড়িটা চাইছে একেবারে অবসর নিতে। সুতরাং ব্যাপারটা এইভাবে নিষ্পত্তি করা যাক—শহর থেকে আমি ভদকা নিয়ে আসছি। কুড়ি বোতলের বেশি কিন্তু নয়। আপনারা ভোজ রান্না করুন, আর যেমন বোঝেন লোকজন নিমন্ত্রণ করুন সেই অনুসারে। আমার দিক থেকে আসবে মাত্র তিনজন—মা, দাভিদভ আর শালি।”

“আর নাগুলনভ, তার কি হল?”

“ওর অসুখ,” মিথ্যা করে বলল আন্দ্রেই। কারণ ওর নিশ্চিত বিশ্বাস কিছুতেই মাকার বিয়েতে আসবে না।

“একটা ভঁ্যাড়া কাটি তা হলে, কমরেড রাজমিয়োৎনভ?

“সে আপনাদের ইচ্ছে। কিন্তু খুব একটা ধুমধাম করব না আমরা— আমার পক্ষে সম্ভবও নয় সেটা। তাহলে কাজ থেকে বরখাস্ত করে দেবে আমাকে। তাছাড়া এমন পার্টি-তিরস্কার খেতে হবে যে, যে আঙুলে গ্রাস ধরব বারোটি মাসের জন্যে সে আঙুলে ফু-দিয়ে মরতে হবে।” কনের দিকে ফিরে সম্ভ্রমভরা দৃষ্টিতে আড়চোখে একবার তাকিয়ে একটু হেসে বলল: “আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঘুরে আসছি আমি। ভদ্র গোছের পোশাক পরে তৈরী হয়ে নাও ম্যুরা। গাঁ-এর সোভিয়েতের চেয়ারম্যানকে বিয়ে করতে যাচ্ছ তুমি, একটা যেমন তেমন লোককে নয়, বুঝলে।”

আনন্দ উৎসবহীন বিয়ে। নাচ নেই, গান নেই, নেই হাসি তামাশা আমোদ প্রমোদ যা কিনা কশাক বিয়ের অপরিহার্য অঙ্গ। নেই তরুণ দম্পতির উপরে সেই কখনো অবাধ, কখনো সেই অনাবিল ধারায় বর্ষিত শুভেচ্ছার অজস্রতা……

রাজমিয়োৎনভ নিজেই সৃষ্টি করেছে এই পরিবেশ। ও অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর, সংযত, শান্ত। ক্বচিৎ আলাপ আলোচনায় অংশ নেয়, আর প্রায় সময়ই থাকে চুপচাপ। শুধু যখন অল্পসল্প মাতাল অতিথিরা প্রথা অনুযায়ী "তেতো" বলে চিৎকার করে ওঠে যেন নেহাৎ বাধ্য হয়েই ও ওর উচ্ছল যৌবনা স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই তার ঠোঁটে ওর আবেগহীন ঠাণ্ডা ঠোঁট দুটো স্পর্শ করায়। কিন্তু ওর দুটো চোখ স্বভাবতই যা সজীবতায় ভরপুর, মনে হয় বুঝি বা সে দুটো অতিথিদের দিকে নেই, এমন কি ওর স্ত্রীর দিকেও তাকিয়ে দেখছে না, যেন দূরে বহুদূরে কোথায় কোন বিষাদময় অতীতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আটাশ

ইতিমধ্যে গ্রিমিয়াকি লগ-এর জীবন সেই চিরন্তন মহিমামণ্ডিত মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। থেকে থেকে ধবধবে, তুষার-শুভ্র মেঘ এখনো গাঁ-এর মাথার ওপর দিয়ে ভেসে চলে যায়। কখনো বা তাদের রঙ, তাদের ছায়া প্রবল ঝঞ্ঝার গাঢ় নীল থেকে শুরু করে বর্ণহীনতায় রূপান্তরিত হতে থাকে। আবার কখনো বা সূর্যাস্তকালে হয় ধিকি ধিকি করে জ্বলে ওঠে নয়তো প্রজ্বলিত আগুনের দীপ্তিতে জ্বলজ্বল করে উঠে আগামী দিনের ঝড়ো হাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী বয়ে নিয়ে আসে। তখন বাড়িতে বাড়িতে আঙিনায় আঙিনায় নারী আর শিশুরা শুনতে পায় তাদের গৃহকর্তা বা হবু গৃহকর্তার অখণ্ডনীয়তায় দৃঢ় প্রত্যয়ভরা কণ্ঠের কটি শান্ত সংক্ষিপ্ত শাশ্বত কথা: "এই বাতাসে আঁটি বেঁধে বা গাড়ি বোঝাই করে টেনে এনে লাভ কী?" তারপর হয়তো পরিবারের কেউ একজন প্রবীণ বা কোন পড়শী হয়তো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে টেবিলের ও মাথা থেকে জবাবে বলে ওঠে:

"সে চেষ্টা না করাই বরং ভালো। সবই উড়িয়ে নিয়ে ছত্রখান করে ফেলবে। ওপরে আকাশ জুড়ে পূবালী বাতাসের এই তাণ্ডব আর নিচে বাধ্যতামূলক কর্মহীন অলসতা, এ সময়ে গাঁ-এর তিনশো ঘরের আঙিনায় আঙিনায়

চলে বহুকাল আগের কোন এক আইভান আইভানোভিচ দেগতিয়ারভ-এর কাহিনী বলা। কোন সুদূর অতীতে সে নাকি এমনি এক পূবালী বাতাসের দিনে চেষ্টা করেছিল মাঠ থেকে গাড়ি বোঝাই ফসল মাড়াইয়ের উঠোনে নিয়ে আসতে। কিন্তু যখন দেখল যে আঁটি আঁটি পাকা ফসল বোঝাই করা গাড়ি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, তখন ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সব আশা বিসর্জন দিয়ে হাতের তিনফলা ত্রিশূলার ডগায় বিরাট এক আঁটি শস্য গেঁথে নিয়ে উপরের দিকে তুলে ধরে পুবদিকে তাকিয়ে দারুণ রাগে চিৎকার করে উঠল: "চলে আয় তবে, নিয়ে যা দেখি এটা দেখি তোর কত জোর! চলে আয় নচ্ছাড়।" তারপর উঁচু করে বোঝাই করা গাড়িটার ওপর বসে প্রচণ্ডভাবে গাল পাড়তে পাড়তে শূন্য হাতে ঘরে ফিরে এল।

মন্থর পদক্ষেপ দ্রুতায়িত না করে গ্রিমিয়াকি লগ-এর জীবনযাত্রা এগিয়ে চলেছে। প্রতিদিন প্রতিরাত্রে ছোট্ট গাঁটির তিনশত ঘর বাসিন্দার কারোর না কারোর জীবনে নিয়ে আসছে ছোট বড়ো আনন্দ, হতাশা, দুশ্চিন্তা আর শোক যা খুব তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। এক সোমবারের ভোরে গাঁ-এর বাইরের পশুচারণ মাঠে গাঁ-এর রাখাল ঠাকুর্দা আজেই মারা গেলেন। কবে থেকে তিনি গাঁ-এর রাখালী করে আসছেন সে-কথা আজ বিস্মৃতপ্রায়। পাল থেকে বেরিয়ে যাওয়া একটা বকনার পেছু ধাওয়া করছিলেন। কিন্তু ওঁর বার্ধক্যের নড়বড়ে পা দুটো বেশি দূর এগিয়ে নেয়ার আগেই হঠাৎ চাবুক শুদ্ধ হাতটা দিয়ে বুক চেপে ধরে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে দুলতে অবসন্ন ভাবে হাঁটু দুমড়ে হাতের চাবুকটা ফেলে দিয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরে চলতে শুরু করলেন। একটা গাই নিয়ে এসেছিল বেসখেলেভনভের ছেলের বৌ, হাঁপাতে হাঁপাতে সে ছুটে এসে বুড়োর ঠাণ্ডা হাতটা ধরে ফেলল। ওর গরম নিশ্বাস পড়তে লাগল বৃদ্ধের ঘোলাটে চোখে। "ঠাকুর্দা শরীর খারাপ লাগছে তোমার?" কিন্তু পরক্ষণেই ওর কণ্ঠ শোকার্ত চিৎকারে ভেঙে পড়ল: "ঠাকুর্দা গো, কি করি আমি এখন?"

প্রত্যুত্তরে অতি কষ্টে মাত্র এইটুকু বলতে পারল ঠাকুর্দা আজেই: "ভয় পেও না, লক্ষ্মী সোনা আমার...হাতটা ধরো তো বাছা, নইলে পড়ে যাব..."

তারপর পড়ে গেল। প্রথমে ডান হাঁটু ভেঙে, তারপর গড়িয়ে পড়ল কাত হয়ে। মারা গেলেন। শেষ।

দুপুরের খাবার সময়ে যৌথ জোতের দুটি মেয়ের ঠিক একই সময়ে প্রসব হল। একটির বেলায় কষ্ট হয়েছিল খুবই। তাই প্রথম যে দ্রোঝকিটা পেল সেটাকেই পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল দাভিদভের ভোইস্কোভয় এ জেলার ডাক্তারকে জরুরী ডাকে নিয়ে আসার জন্যে। সবে মাত্র ও ঠাকুর্দা আন্দ্রেইর শোকসন্তপ্ত পরিবারের ওখান থেকে মৃতের প্রতি শেষ সম্মান দেখিয়ে ফিরে এসেছে তখন জোতের তরুণ সভ্য মিখেইল কুজনেৎসভ ছুটে এসে ঢুকল ওর সঙ্গে দেখা করতে। নিদারুণ দুশ্চিন্তায় মুখচোখ নীল হয়ে উঠেছে। দোরের সামনে থেকেই সে চিৎকার করে বলে উঠল: "কমরেড দাভিদভ, দোহাই ঈশ্বরের, একটা কিছু ব্যবস্থা করুন! আমার বৌটা গোটা এক দিনেরও বেশি হয়ে গেল দারুণ কষ্ট পাচ্ছে। কিছুতেই প্রসব হচ্ছে না ওর। দুটো কচি বাচ্চা আমার ঘরে, ওকে হারাতে হলে দুঃখের সীমা থাকবে না আমার। দুটো ঘোড়া দিন আমাদের, ডাক্তার আনতে যেতে হবে। আমাদের বুড়িরা কিছুই করে উঠতে পারছে না!"

"এসো", বলে দাভিদভ উঠোনে নেমে এল।

ঠাকুর্দা শ্চুকার শাড়ি নিয়ে চলে গেছে স্তেপে খড় আনতে। সবগুলো ঘোড়া বাইরে।

"চলো তোমার বাড়ির দিকে এগোই। যে গাড়িটা প্রথম সামনে পাব সেটাকেই ভোইস্কোভয়-এ পাঠিয়ে দেব। তুমি তোমার বৌ-এর কাছে চলে যাও, একটা গাড়ি দেখতে পেলেই পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।

খুব ভালো করেই জানে দাভিদভ যে যেখানে প্রসব হচ্ছে সেখানে কোনো পুরুষ মানুষের ঘুর ঘুর করতে নেই। কিন্তু জনহীন রাস্তাটার দিকে বার বার তাকাতে তাকাতে কুজনেৎসভ-এর কুঁড়ে ঘরের সামনে পায়চারি করতে করতে স্ত্রীলোকটির অস্পষ্ট গোঙানী আর বিলম্বিত চিৎকার শুনে যে যন্ত্রণা ওর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তারই কথা মনে করে নীরবে গুমরে চলেছে আর নাবিকের ভাষায় দাঁতে দাঁত চেপে কুৎসিত ভাবে গাল পেড়ে চলেছে মনে মনে। কিন্তু যখন টিমের একটা ষোলো বছরের জল সরবরাহকারী ছেলে, আন্দ্রেই আকিমভকে ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখতে পেল ছোট্ট ছেলের মতো দাভিদভ নিজেই ছুটে গিয়ে ওর দ্রোঝকিটাকে থামাল।

অতি কষ্টে জলভরা পিপাটাকে টেনে নামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল: "শোনো খোকা, একটি মেয়েছেলে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। তোমার ঘোড়াগুলো ভালো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভোইস্কোভয়-এ ছুটে গিয়ে একজন ডাক্তার নিয়ে এস—তা সে জ্যান্তই হোক কি মরাই হোক! ঘোড়াগুলোকে যদি মেরেই ফেল সে-ও আচ্ছা, তার জন্যে দায়ী রইলাম আমি, কথাটা যথার্থ!"

আবার সেই মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর স্ত্রীলোকটির অস্পষ্ট অনুচ্চ চিৎকার নিস্তব্ধ দুপুরের নির্জনতাকে খান খান করে জেগে উঠে পরক্ষণেই আবার থেমে গেল। পূর্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটির চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে উঠল দাভিদভ: "শুনতে পাচ্ছ তো? ছুটে যাও তাহলে!"

দ্রোঝকির উপর ছেলেটি সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর দাভিদভের দিকে বয়স্ক লোকের দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে বলল: "তুমি কী বলছ তা বুঝতে পেরেছি আমি সেমিয়ন খুড়ো। ঘোড়াগুলোর জন্যে একটুও ভেব না!"

লাফিয়ে উঠে ঘোড়াদুটো গ্যালপে ছুটতে শুরু করে দিল। ছেলেটি তখনো তেমনি দাঁড়িয়ে। তীব্র সুরে শিস দিয়ে উঠে চাবুকে শব্দ তুলল। আর দাভিদভ চাকার পিছনের উড়ন্ত ধুলোর দিকে তাকিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে হাত দুটো নামিয়ে ব্যবস্থাপনা অফিসের দিকে চলতে শুরু করে দিল। চলতে চলতে আবার সেই তীব্র চিৎকার ভেসে এল ওর কানে আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল। অনেক দূর পথ চলে আসার পরে নিদারুণ বিরক্তিতে আপন মনে বিড় বিড় করে বলে উঠল: "হচ্ছে ছেলে, কিন্তু কাজটা ভালো করে ব্যবস্থা করতে পারবে না, হুঁ!"

অফিসে ঢুকে সবেমাত্র দৈনন্দিন কাজকর্মের দিকে মনটাকে গুছিয়ে এনেছে এমন সময়ে একটি লাজুক গোছের তরুণ এসে ঢুকল ঘরে। ছেলেটি যৌথ জোতের প্রবীণ চাষী, আব্রামভের ছেলে। তারপর একবার এ পায়ে একবার ও পায়ে ভর দিয়ে একটু দুলে বিব্রত মুখে বলল: "কমরেড দাভিদভ, আজ আমাদের বিয়ে। পরিবারের সবার ইচ্ছে আপনাকে নিমন্ত্রণ করা। আপনি যদি ভোজের টেবিলে উপস্থিত না থাকেন তবে সেটা খুবই মর্মান্তিক হবে।"

দাভিদভের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলল: "গোটা গাঁ-খানা কি পাগলা হয়ে গেছে, না কী? কেউ মরছে, কারোর বাচ্চা হচ্ছে, আবার কেউ বিয়ে করছে, আর তা এই এক-ই দিনে! এটা কি একটা ষড়যন্ত্র না কি?"

তারপর নিজের ধৈর্যচ্যুতিতে একটু হেসে শান্ত কণ্ঠে বলল: "এমন জলদিবাজীর কী দরকার ছিল? শরৎকাল এলে তখন বিয়ে করলেই তো পারতে। বিয়ের পক্ষে শরৎকালটাই প্রশস্ত।"

যেন জলন্ত কয়লার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এমনিভাবে ছটফট করে উঠল ছেলেটি।

"অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে শরৎকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার উপায় নেই।

"কী অবস্থা?"

"বুঝতে পারছেন না, কমরেড দাভিদভ?"

"আ-হা, এই ব্যাপার...। বেশ, কিন্তু আগে থাকতেই অবস্থার কথা ভেবে নিতে হয় বুঝলে।" উপদেশের সুরে বলল দাভিদভ। কিন্তু পরক্ষণেই এই ভেবে হেসে উঠল যে এ সম্পর্কে কথা বলার ওর নিজের কোনো অধিকারই নেই।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল দাভিদভ: "বেশ, এস এখন। মিনিটখানেকের জন্যে যাবখন সন্ধ্যেবেলায়। তিন জনেই যাব আমরা। রাজমিয়োৎনভ আর নাগুলনভকে বলেছ?"

"আগেই বলে এসেছি তাদের।"

"বেশ, তাহলে আমরা তিনজনেই গিয়ে ঘুরে আসবখন। ঘণ্টা-খানেকের মতো থাকব। বেশি পান করব না কিন্তু আমরা, সময়টা ঠিক তেমন উপযুক্ত নয়। সুতরাং মন খারাপ করো না কিন্তু। এখন এস, শুভেচ্ছা নাও। কিন্তু মনে হয় সেটা সন্ধ্যেয় জানানোই ভালো...ওর কি ভরা মাস?"

"না, তা নয়, তবে চোখে পড়ে..."

"চোখে পড়ার মতো অবস্থা যখন হয় তখনই ওটা সেরে ফেলা ভালো," আবার উপদেশের সুরে বলল দাভিদভ। কিন্তু নিজের যুক্তির ফাঁকটা নিজের কাছেই ধরা পড়তে আর একবার হেসে ফেলল।

আর এক ঘণ্টা পরে দাভিদভ যখন তার রিপোর্টে নাম সই করছিল

আনন্দে উৎফুল্ল ছেলের বাপ মিখেইল কুজনেৎসভ হুড়মুড় করে এসে ঢুকল ওর ঘরে। তারপর দু-হাতে দাভিদভকে জড়িয়ে ধরে অজস্রভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল।

"যিশু রক্ষা করুন আপনাকে চেয়ারম্যান। আস্ত্রেই ডাক্তার নিয়ে এল আর ঠিক সময়টিতেই এসে হাজির হয়েছিল। বৌটা তো প্রায় মরেই গিয়েছিল আর একটু হলে। কিন্তু ডাক্তারের সাহায্যে সে একটি ছেলে উপহার দিয়েছে আমাকে। আর সে কি ছেলে, যেন একটা কইলে বাছুর, তুলতে রীতিমতো কষ্ট হবে আপনার! ডাক্তার বললেন ঠিক ভাবে প্রসব হয় নি। কিন্তু কি ভাবে প্রসব হয়েছে তাতে কি এল গেল আমার—পরিবারের একটা ছেলে পেয়েছি আমি! আপনাকে কিন্তু ওর ধর্ম বাপ হতে হবে কমরেড দাভিদভ!"

হাত দিয়ে কপালটা ঘসতে লাগল দাভিদভ। "হুব। যাক, তোমার বৌ যে ভালো হয়ে গেছে এতে ভারি খুশি হয়েছি আমি। কিছু যদি দরকার হয় তোমার তবে কাল এসে অস্ত্রোভনভের সঙ্গে দেখা করো। তাকে হুকুম দেওয়া থাকবে, কথাটা যথার্থ! তাছাড়া, ঐ যে বললে ছেলেটা ঠিকভাবে প্রসব হয়নি—ওটা কিছু না। অনেক ছেলেই ঠিকভাবে ভূমিষ্ট হয় না এটা জেনে রাখো। খাঁটি বাচ্চা, মানে…"। এবার কিন্তু ও আর হাসতে পারল না, কেন না নিজের গলার যে উপদেশের সুর শুনে ও হেসেছিল মুখ টিপে টিপে, সে সম্পর্কে এখন আর আদৌ ও সচেতন নয়।

যদি অপরের আনন্দ এবং মাতৃত্বের যন্ত্রণার সুখময় পরিণতিতে চোখ দুটো ভিজে উঠছে এটা অনুভব করতে পেরে থাকে তবে নিশ্চয়ই আমাদের নায়কটি বেশ একটু ভাবপ্রবণই হয়ে পড়েছে বুঝতে হবে। চোখে জল এসেছে বুঝতে পেরে ওর বিরাট থাবায় চোখ দুটো ঢেকে একটু রুক্ষ সুরেই বলে উঠল: "এখন বরং চলে যাও, তোমার বৌ একা রয়েছে। যদি কোনো কিছুর দরকার হয় তবে আবার এস, কিন্তু এখন যাও। নষ্ট করার মতো সময় নেই আমার। দেখতে পাচ্ছ না অঢেল কাজ পড়ে রয়েছে আমার, তোমাদের নিয়ে বসে থাকলেই কি চলবে আমার।"

সেই দিন সন্ধ্যে নাগাদ এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল, যদিও সেটা গাঁ-এর কারোরই প্রায় নজরে পড়েনি তবুও গ্রিমিয়াকি লগ-এর দিক থেকে তার

গুরুত্ব এতটুকুও কম নয়। প্রায় সাতটা নাগাদ একটা ঝকঝকে দ্রোঝকি এসে দাঁড়াল অস্ত্রোভনভের দরজায়। খুব ভালো এক জোড়া ঘোড়ায় টেনে নিয়ে এসেছে গাড়িটা। ক্যাম্বিশের ট্রাউজার আর জ্যাকেট পরা মাঝারি গোছের চেহারার একটি লোক গাড়ি থেকে নেমে এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। খুঁত খুঁতে বুড়ো মানুষের মতো ধুলোভরা ট্রাউজারের পাটিগুলি ঝাড়ল তারপর যৌবনোচিত তেজে ঘরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে দৃঢ় পায়ে বারান্দায়, যেখানে চিন্তিত মনে অস্ত্রোভনভ অপেক্ষা করে বসে, সেখানে দাঁড়াল। তারপর শীর্ণ ছোট্ট হাতে অস্ত্রোভনভের কনুইটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে একটু অন্তরঙ্গতার হাসি হাসল। মুহূর্তের জন্যে আগন্তুকের তামাকের ধোঁয়ায় কালো হয়ে ওঠা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল।

"আলেকজান্দার আনিসমোভিচ বাড়িতে আছে? দেখছি তুমিই বাড়ির কর্তা, ইয়াকভ লুকিচ, তাই না?"

আগন্তুকের হাবভাব দেখে আর ওর নিজের সৈনিকসুলভ সংস্কার বশে লোকটি যে উচ্চপদস্থ কেউ সেটা বুঝতে পেরে, শ্রদ্ধাভরে অস্ত্রোভনভ তার জীর্ণ জুতোর গোড়ালী ঠুকে তাড়াতাড়ি জবাব দিল: "মান্যবর হুজুর? আপনি? হা ঈশ্বর! কী ভাবেই না তাঁরা দিন গুনছেন আপনার আসার অপেক্ষায়!"

"ভিতরে নিয়ে চলো আমাকে!"

পরম তৎপরতার সঙ্গে,—যা ওর স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, অস্ত্রোভনভ যে ঘরে পোলোভৎসেভ ও লাতিয়েভস্কি বাস করে সেই ঘরের দোরটা পাটে পাটে খুলে দিল। "আলেকজান্দার আনিসিমোভিচ, আগে থেকে এত্তেলা না দেয়ার জন্যে মাপ করুন, একজন আকাঙ্ক্ষিত অতিথি এসেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে।"

ঘরে চৌকাঠ পেরিয়ে আগন্তুক ভিতরে ঢুকে নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত দুটো মেলে ধরল।

"অভিবাদন গ্রহণ করুন, প্রিয় বন্দীরা! এখানে বসে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে পারি আমরা?"

পোলোভৎসেভ বসেছিল টেবিলের সামনে আর লাতিয়েভস্কি চিরাচরিত মতোই শুয়ে ছিল বিছানাটার উপরে। যেন এ্যাটেনশন-এর আহ্বানের মতোই মুহূর্তে ওরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

পোলেভৎসেভকে আলিঙ্গন করল আগন্তুক আর শুধু বাঁ হাতে লাতিয়ে-ভস্কির কাঁধটা জড়িয়ে ধরে বলল :

"বসে পড়ো ভদ্রলোকেরা। আমি কর্নেল সিদোয়, যে আপনাদের নির্দেশ পাঠাত। অদৃষ্টের ফেরে আমি এখন আঞ্চলিক কৃষি বিভাগের একজন কৃষিবিদ। দেখতেই পাচ্ছ, এখানে এসেছি আমি পরিদর্শনের ভ্রমণে। সময় খুবই সংক্ষেপ। অবস্থা সম্পর্কে আমি রিপোর্ট করব তোমাদের কাছে।"

হৃদ্যতার আতিশয্যে তামাকের ধোঁয়ায় কালো ছোপ ধরা দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে চলল আগন্তুক : "বোধ হয় খুবই কষ্টের ভিতরে আছো এখানে। এমন কি অতিথির জন্যেও কিছু নেই তোমাদের···কিন্তু সে যাক, অতিথিপরায়ণতা নিয়ে আলোচনা করার সময় এটা নয়, অন্যত্র খেয়ে নেবথন আমি। দয়া করে আমার কোচোয়ানকে এখানে ডেকে দাও আর আমাদের জন্য পাহারার নিদেন পক্ষে নজর রাখার ব্যবস্থা করো।"

পরম বাধ্যতায় দোরের দিকে এগিয়ে গেল পোলোভৎসেভ! কিন্তু ততক্ষণে কর্নেলের দীর্ঘদেহী ছিমছাম কোচোয়ান এসে ঢুকল ঘরে। পোলোভৎসেভের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল : "আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছি ক্যাপটেন। দোরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে করমর্দন করাটা রুশ প্রথায় নিষিদ্ধ।" তারপর কর্নেলকে সম্বোধন করে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করল : "আমি কি যোগ দিতে পারি? নজর রাখার ব্যবস্থা করেছি আমি।"

ভিতরে বসে যাওয়া ধূসর চোখের দৃষ্টি মেলে পোলোভৎসেভ ও লাতিয়েভস্কির দিকে তাকিয়ে কর্নেল তেমনিভাবেই মুচকি মুচকি হেসে চলেছে। ইনি হলেন ক্যাপটেন কাজানৎসেভ, বুঝলেন ভদ্র মহাশয়েরা। তুমি তো চেনোই এদের ক্যাপটেন। এখন, ভদ্র মহাশয়েরা, কাজ শুরু করা যাক। আপনাদের আইবুড়োদের টেবিলে বসা যাক এখন।

ভীরু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল পোলোভৎসেভ : "আপনাদের জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করি, কি বলেন, কর্নেল? আমাদের সামান্য ক্ষুদ কুঁড়ো যা আছে তাই দিয়েই আপ্যায়িত করছি আপনাদের।"

"না, ধন্যবাদ রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল আগন্তুক। এক্ষুনি কাজ শুরু করে দিই আসুন। আমার সময় খুবই কম, ম্যাপটা ক্যাপটেন?"

ক্যাপটেন কাজানৎসেভ তার জামার ভিতরের পকেট থেকে ভাঁজ করা

জারের সেনাবাহিনীর আমলের আজভ-কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের একখানা মানচিত্র টেনে বের করে এনে টেবিলের উপরে মেলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে চারজনেই ঝুঁকে পড়ল ম্যাপটার উপরে :

বোতামখোলা টিউনিকের কলারটা ঠিক করে নিয়ে আগন্তুক পকেট থেকে একটা নীল পেন্সিল বের করে এনে সেটা দিয়ে টেবিলের উপরে ঠুকতে ঠুকতে বলে চলল : "সম্ভবত বুঝতে পারছ তোমরা যে আমার নাম সিদোয় নয়—নিকোলস্কি। রাজকীয় সেনাপতি মণ্ডলীর কর্নেল। এটা একটা ছোট্ট ম্যাপ। কিন্তু যে-ভাবে আক্রমণ পরিচালনার কথা আমরা ভাবছি তাতে আর বেশি খুঁটিনাটির ভিতরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন তোমাদের ওপর নির্দিষ্ট কাজের ভার হচ্ছে এই। তোমাদের হাতে প্রায় দু-শো সক্রিয় বেয়নেট বা তলোয়ার ধারী সৈন্য আছে। স্থানীয় কমিউনিস্টদের নির্মূল করতে হবে তোমাদের। কিন্তু সামান্য ব্যাপারে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে না কোনো ক্রমেই। তারপর পথের সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করতে করতে এগিয়ে যাবে ক্রাসনায়া জার্য়া রাষ্ট্রীয় জোতের দিকে। সেখানে পৌছে যা করণীয় তো করবে আর তার ফল হিসেবে অন্তত: পক্ষে গোটা চল্লিশেক রাইফেল ও তারই উপযুক্ত পরিমাণ গুলি কব্জা করবে। এখন আসা যাক আসল কাজে। তোমাদের সমস্ত হালকা ও ভারি মেশিনগান নিয়ে এবং রাষ্ট্রীয় জোত থেকে গোটা তিরিশেক মোটর লরি নিয়ে জবরদস্তি এগিয়ে যাবে মিলেরোভোয়। এ ছাড়াও আরো একটা প্রধান কাজের ভার...... দেখছ তো কতকগুলো আসল কাজের ভার দিচ্ছি তোমাদের ওপর? এটা তোমার দায়িত্ব, আমার হুকুম তোমার ওপর ক্যাপটেন, মিলে-রোভো-এ যে সৈন্যদল মোতায়েন রয়েছে আচমকা তাদের ওপর চড়াও হয়ে তাদের ঘিরে ফেলবে। এক আঘাতেই ওটাকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে, হাতিয়ার কেড়ে নিতে হবে। ওদের কামান বন্দুক গোলাগুলি সব দখল করবে, আর লাল ফৌজের ভিতরের যারা চাইবে আসতে, তাদের দলে ভিড়িয়ে নিয়ে লরিতে করে রোস্তভের দিকে এগিয়ে যাবে। তোমাদের উপরে যে কাজের ভার দেয়া হচ্ছে তার সাধারণ ছক মাত্র বলে দিচ্ছি আমি। কিন্তু অনেক কিছুই নির্ভর করছে এর উপরে। যদি খারাপ কিছু ঘটে আর মিলেরোভোর পথে তেমন বাধা পাও তবে

মিলোরোভোর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে কামেনস্ক-এর দিকে—এই পথ ধরে।" মানচিত্রের উপরে একটা সরল রেখা টানল কর্নেল। "কামেনস্ক-এ তোমার সৈন্যদলের সঙ্গে এসে মিলব আমি।"

একটু দম নিয়ে আবার বলে চলল কর্নেল: "উত্তর দিক থেকে তোমরা সাহায্য পেতে পারো লেফটেনেন্ট কর্নেল সাভভাতিয়েভ-এর কাছ থেকে. কিন্তু তার উপর বেশি ভরসা করো না। স্বাধীন ভাবেই কাজ করে যাও। মনে রেখো তোমাদের অভিযানের সাফল্যের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। মিলেরোভোর রেজিমেণ্টকে অস্ত্রহীন করা ও তাদের কামান বন্দুক গোলাগুলি কেড়ে নেয়ার কথাটা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। ওদের এক ব্যাটারি গোলন্দাজ আছে সেটা দারুন কাজে আসবে আমাদের। কামেনস্ক থেকে কুবান ও তেরেক-এর আমাদের সৈন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে আমরা রোস্তভ দখলের অভিযান গড়ে তুলতে পারব। তারপর আসবে মিত্র শক্তির সাহায্য আর তখন আমর প্রভুত্ব করব গোটা দক্ষিণাঞ্চলের উপর। ভদ্রমহোদয়গণ, এ ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমাদের ঐ পরিকল্পনার ভিতরে বিপদের ঝুঁকি রয়েছে, কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। ১৯৩০ সালে ইতিহাস আমাদের সামনে যে সম্ভাবনা তুলে ধরেছে সেটা কাজে লাগাতে যদি আমরা ব্যর্থ হই তবে সাম্রাজ্যের আশা বিসর্জন দিয়ে ছোট খাটো সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ভিতরেই আমাদের লিপ্ত থাকতে হবে…। যা বললাম এই হল গিয়ে মোট কথা। আপনার যদি কিছু বলবার থাকে ক্যাপটেন পোলোভৎসেভ, আপনি বলতে পারেন এখন। কিন্তু মনে রাখবেন আমাকে গ্রাম সোভিয়েত দপ্তরে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে আমার উপস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করতে হবে তারপর ফিরে যেতে হবে জেলা কেন্দ্রে। যাকে বলে আমি একজন সরকারী কর্মচারী, কৃষি বোর্ডের কৃষিবিদ। সুতরাং যত সংক্ষেপে সম্ভব আপনাদের মতামত বলবেন আমাকে।"

অন্য দিকে চোখ রেখে ভাঙাভাঙা শুকনো গলায় বলল পোলোভৎসেভ: "সবিশেষভাবে কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ না দিয়ে সাধারণ দায়িত্ব অর্পণ করছেন আপনি আমাকে কর্নেল। রাষ্ট্রীয় জোত আমি দখল করে নেব। আশা করছিলাম যে তারপরে সাধারণ কশাকদের আমরা উদ্বুদ্ধ করে তুলব। কিন্তু

আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন এক রেজিমেন্ট সম্পূর্ণ সশস্ত্র লাল ফৌজকে ব্যাপৃত রাখার কাজে। আমার হাতে যে শক্তি আছে তাতে এটা অসম্ভব বলে কি মনে হয় না আপনার? যদি আপনাকে শত্রুর মোকাবিলা করতে হয় তো বড়-জোর এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য নিয়ে এগোতে হবে...যদি কোনো রকমের বিপর্যয় ঘটে তাহলে কি আপনি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন না?

কর্নেল নিকোলস্কি আঙুলের গাঁট দিয়ে টেবিলের ওপর টোকা দিয়ে অনুচ্চশব্দে একটু হেসে উঠল:

"মনে হয় তোমাকে ক্যাপটেনের পদে বহাল করার সময়ে খুবই ভুল হয়ে গেছে। এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে যদি তুমি ইতস্তত: করো আর আমাদের পরিকল্পিত আক্রমণ সম্পর্কে আস্থা হারাও, রুশ বাহিনীর অফিসার হিসেবে তাহলে নিতান্তই তুমি একটি অপদার্থ! আমার বিশ্বাস, তুমি তোমার স্বাধীন পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হচ্ছ না! তোমার কথার অর্থ কি তা-ই ধরে নেব আমি? হুকুম মতো চলতে রাজী আছ না এক্ষুনি এই মুহূর্তে আমি বরখাস্ত করব তোমাকে?"

উঠে দাঁড়াল পোলোভৎসেভ। ওর বিরাট মাথাটা হেলিয়ে প্রত্যুত্তরে শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল: "আমি আপনার নির্দেশ পালন করব কর্নেল। কিন্তু...কিন্তু আক্রমণের ব্যর্থতার জন্য দায়ি হবেন আপনি, আমি নই!"

"তার জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই ক্যাপটেন!" গম্ভীর মুখে একটু হেসে—উঠে দাঁড়াল নিকোলস্কি।

ক্যাপটেন কাজানৎসেভও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

দু-হাতে পোলোভৎসেভকে আলিঙ্গন করে বলল নিকোলস্কি: "সাহস ধরো আরো বেশি সাহস! আমাদের অপূর্ব সাম্রাজ্য বাহিনীর অফিসারদের ঐ জিনিসটিরই অভাব! স্কুল মাষ্টারী আর কৃষিবিদের কাজ করে করে পচে গেছ তুমি। কিন্তু আমাদের ঐতিহ্য কী? রুশ বাহিনীর সেই মহান গৌরবময় ঐতিহ্য? তা কী ভুলে গেছ? কিন্তু সে যাক। শুরু করে দাও, যেমনটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি করে—তারপর খেতে আরম্ভ করলেই দেখবে খিধে বাড়ছে! বুঝলে ক্যাপটেন, ভবিষ্যতে তোমাকে আমি নভোরোসিস্ক-এর কিংবা বলা যাক মস্কোর মেজর জেনারেল হিসেবে দেখতে চাই। তোমার ঐ অসামাজিক গম্ভীর চেহারা থেকেই বোঝা যায় যে প্রচুর সামর্থ্য

রয়েছে তোমার ভিতরে। ভবিষ্যতে কামেনস্ক-এ আবার দেখা হবে! এখন আমার শেষ কথাটা হচ্ছে এই, শুরু করার বিশেষ নির্দেশ আসবে একই সময়ে সমস্ত প্রতিরোধ কেন্দ্রে। বিদায়, যতদিন না আবার কেমেনস্ক-এ মিলিত হই!”

নিরুত্তাপ আলিঙ্গনে আগন্তুককে জড়িয়ে ধরল পোলোভৎসেভ। পরক্ষণেই দোরটা পাটে পাটে খুলে দিতে উদ্‌বিগ্ন মুখে প্যাসেজের ভিতরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান অস্ত্রোভনভের উৎসুক আগ্রহভরা দুটো চোখের সঙ্গে ওর দৃষ্টি বিনিময় হল। আগন্তুকেরা চলে যেতেই পোলোভৎসেভ যেন বসল না, ধপ করে পড়ে গেল ওর বিছানার উপরে। একটু পরে জানালার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা লাতিয়েভস্কিকে জিজ্ঞেস করল: “এমন একটা নচ্ছাড় আর দেখেছ কোনো দিন?”

নিদারুণ ঘৃণায় কাঁধ ঝাঁকাল লাতিয়েভস্কি: “যীশু-মাতা মেরী! এইসব রুশ যুদ্ধবাজদের কাছ থেকে কী আর তুমি আশা করো! তুমি অবশ্য এ কথা জিজ্ঞেস করতে পারো আমাকে ক্যাপটেন পোলোভৎসেভ যে কোন শয়তানের ফেরে পড়ে আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম।”

এ ছাড়াও সে দিন আরো একটা বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটল। ত্রোফিম মারা গেল কুয়োয় পড়ে। স্বভাবত ভবঘুরে ত্রোফিম রাতভোর গাঁ-এর ভিতরে ঘুরঘুর করে বেড়াত, সম্ভবতঃ শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়ানো এক দল কুকুরের সামনে গিয়ে পড়েছিল। তারপর তাড়া খেয়ে বাধ্য হয়েছিল ব্যবস্থাপনা অফিসের উঠোনের কুয়োটার উপর লাফিয়ে পড়তে। অন্যমনস্ক ঠাকুর্দা শ্‌চুকার সেদিন সন্ধ্যেয় ভুলে গিয়েছিল কুয়োটার মুখে ঢাকনা দিতে। আর ছাগলটা কুকুরগুলোর কাছ থেকে ভীষণ তাড়া খেয়ে নিশ্চয়ই লাফাতে গিয়ে সোজা হুমড়ি খেয়ে কুয়োর ভিতরে পড়ে গিয়ে ডুবে মরল।

পরে, সন্ধ্যেরাতে খড়ের বোঝা বয়ে ফিরে এসে ঠাকুর্দা শ্‌চুকার ঘোড়াগুলোর জন্যে জল আনতে গেল। জল তোলার চেষ্টা করতেই ওর বালতিটা কি যেন একটা নরম জিনিসের ওপর ধাক্কা খেল। দড়িটা এদিক ওদিক ঘোরাল কিন্তু জল তোলার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। এতক্ষণে বৃদ্ধের মনে একটা ভয়ঙ্কর চিন্তা উঁকি দিয়ে উঠল। উদ্‌বিগ্ন দৃষ্টিতে ওর চির শত্রুটার সন্ধানে উঠোনের এদিকে সেদিক গোয়ালের ছাদে

তাকাতে লাগল। কিন্তু সবই বৃথা—কেথাও. ত্রোফিম নেই। খড়ের গাদার পাশ ঘুরে তাড়াতাড়ি করে ঠাকুর্দা ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ছুটে গেল গেটের সামনে—সেখানেও নেই ত্রোফিম। কাঁদো কাঁদো অবস্থায় দুঃখে ম্রিয়মাণ শ্চুকার অফিসের ভিতরে যেখানে দাভিদভ বসেছিল সেখানে গিয়ে একটা বেঞ্চের ওপর ধপ করে বসে পড়ল।

"এবার আমরা আর একটা নতুন বিপদের ভিতরে পড়ে গেছি সেমিয়ন, বুঝলে বাপ আমার—আমাদের ত্রোফিম নিশ্চয়ই কুয়োয় পড়ে ডুবে মরেছে। চলো একটা কাঁটা খুঁজে পেতে এনে ওটাকে তুলিগে।"

"কিসের জন্যে এমন ভেঙে পড়েছ?" মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ। "সব সময়েই তো তুমি ওটার গলা কাটতে চাইতে।"

"তা চেয়েছি তো কী হয়েছে তাতে?" দারুণ খেপে গিয়ে বোমার মতো ফেটে পড়ল ঠাকুর্দা শ্চুকার। "তা তো আর করিনি আমরা, করেছি কি? কিন্তু এখন ওটাকে ছাড়া কি করে দিন কাটবে আমার? প্রতিদিন ও ভয় পাইয়ে দিত আমাকে, ভয়ে কাঁপতাম আমি। আত্মরক্ষার জন্যে চাবুকটা এক মুহূর্তের জন্যেও হাতছাড়া করতে পারতাম না, কিন্তু এখন কীভাবে দিন কাটবে আমার? নেহাৎ একা একা! আমাকেও হয়ত ঐ কুয়োটার ভিতরেই ঝাঁপ দিতে হবে···তবুও আমাদের ভিতরে দোস্তি ছিল না! যেন আগাগোড়া একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। কথনো কথনো আমি ঐ শয়তানটাকে পাকড়ে ওর শিং দুটো ধরে বলতাম, "ত্রোফিম, তুই অমুকের বাচ্চা, তমুকের বাচ্চা, তুই এখন আর একটা জোয়ান ছাগল নোস। কিন্তু এমন মেজাজটা এল কোত্থেকে তোর? কোথা থেকে এত গরম আসে তোর যে এক মুহূর্তের জন্যেও তুই আমাকে শান্তিতে থাকতে দিস না? সব সময়েই ওত পেতে বসে থাকিস পেছন থেকে এসে আমাকে ঢুঁ মারার জন্যে? দেখতে পাস না যে আমি রোগা মানুষ, একটু দয়া মায়া থাকা উচিৎ নয় কি আমার ওপর? কিন্তু ও শুধু ওর ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকবে আমার দিকে আর এতটুকু মনুষ্যত্বের চিহ্নও খুঁজে পাবেনা সেখানে। সুতরাং চাবুকটা দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে ধমকে বলতাম: "ভাগ বুড়ো পাজি কোথাকার, শয়তান ধরে খেয়ে ফেলুক তোকে! তোর কাছ থেকে জ্ঞানগম্যির আশা করা বৃথা চেষ্টা! আর ও, ঐ শয়তানের বাচ্চাটা কিনা দশ পা দূরে গিয়েই ঘাস হামলাতে শুরু করে দেবে যেন আর ভালো কোনো কাজ ওর করার মতো

নেই। ভাবখানা যেন কতই না খিধে পেয়েছে, ব্যাটা দুবৃত্ত কোথাকার। কিন্তু ওর মিটমিটে চোখ দুটো আমার দিকে তাকে তাকে থাকত সব সময়েই, আর যেন বাগ পেলেই আর একবার নিয়ে পড়বে আমাকে। হাঁ, ওটাকে নিয়ে বেশ এক রকমের মজায়ই দিন কাটত আমার। কেননা, ঐ নির্বোধ বুড়ো বেকুবটার ভিতরে এতটুকু বুদ্ধি ভায়ের চিহ্নও দেখতে পেতাম না আমি। কিন্তু এখন ওটা ডুবে মরেছে তাই ওর জন্যে আমার দুঃখ, গোটা জীবনটাই আমার নষ্ট করে দিল...” করুণ ভাবে ফুঁপিয়ে উঠল—ঠাকুর্দা শ্চুকার তারপর ওর স্মৃতির জামার হাতায় চোখের জল মুছল।

পাশের বাড়ি থেকে একটা কাঁটা খুঁজে পেতে এনে দাভিদভ আর শ্চুকার কুয়োর ভিতর থেকে ত্রোফিমের পচে ফুলে ওঠা দেহটা টেনে তুলল। শ্চুকারের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল দাভিদভ: “ভালো কথা, এখন কি করি বলতো?”

ফোঁপাতে ফোঁপাতে চোখের জল মুছতে মুছতে জবাবে বলল ঠাকুর্দা শ্চুকার: “তুমি যাও, তোমার নিজের কাজকর্ম দেখগে সেমিয়ন, আমি ওটাকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করি। তোমার মতো অল্পবয়সী ছেলের কাজ নয় ওটা, ওটা হচ্ছে বুড়ো মানুষের কাজ, বুঝলে। শয়তানটাকে গভীর গর্ত করে বকায়দা পুঁতে দিয়ে খানিকক্ষণ বসে কাঁদি ওর জন্যে।...ওটাকে টেনে তুলে আনতে সাহায্য করার জন্যে ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। একা আমি পেরে উঠতাম না। শিংওয়ালা শয়তানটার ওজন কমসে কম তিন মণ তো হবে নিশ্চয়ই। মুফৎ খেয়ে খেয়ে চর্বি জমেছিল ওটার গতরে, তাই না ডুবে ম'লো, ব্যাটা বেকুব। একটু হালকা হলে অনায়াসে কুয়োটা ডিঙিয়ে চলে যেতে পারত। নিশ্চয়ই কুকুরগুলোর ভয়ে ওর রগ ঢিলে হয়ে গিয়েছিল আর ওকে এমন বেকুবীর কাজ করতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু তাও বলি, ঐ বুড়ো হাঁড়িটার মধ্যে কতটুকু মগজই বা আশা করতে পারো? সেমিয়ন, বাপ আমার এক পাইট ভদকার দাম দাও আজ আমাকে, ঐ খড়ের গাদার ভিতরে বসে রাতভোর আজ আমি ওর স্মৃতির উদ্দেশ্যে পান করব। বাড়িতে বুড়িটার কাছে যাওয়ার কোনো মানেই নেই। গেলে তার ফলটা কী হবে? সর্বত্র একটা গোলমাল, হয়ত আর একটা লড়াই-ই শুরু হয়ে যাবে। না, এ বয়সে সেটা আর বরদাস্ত হবে না। তার চেয়ে ওর স্মৃতির উদ্দেশ্যে

বসে বসে খানিকটা পান করি তারপর ঘোড়াগুলিকে জলটল দিয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি—কথাটা যথার্থ।”

প্রাণপণে হাসি চাপার চেষ্টা করতে করতে একটা দশ রুবলের নোট শ্চুকারের হাতে দিয়ে দাভিদভ বৃদ্ধের শীর্ণ গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল: “বেশি মন খারাপ করো না ঠাকুর্দা। প্রয়োজন হলে আর একটা ছাগল কিনে দেব আমরা তোমাকে।”

নিদারুণ হতাশায় মাথা নাড়তে নাড়তে প্রত্যুত্তরে বলল ঠাকুর্দা শ্চুকার: “অঢেল টাকা দিলেও অমন আর একটা ছাগল কিনতে পাবে না তুমি। দুনিয়ায় অমন আর দ্বিতীয় একটি ছাগল নেই। আমার দুঃখ আমি মনে মনেই রাখব।” বলতে বলতে কোদালের খোঁজে চলে গেল শ্চুকার—অকৃত্রিম দুঃখের ভারে করুণ ন্যুব্জ দেহ, অদ্ভুত মর্মস্পর্শী।

এমনি করেই গ্রেমিয়াচি লগ-এর ছোট বড়ো ঘটনাময় একটি দিন শেষ হয়ে গেল।

উনত্রিশ

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর সবেমাত্র সেদিনের ডাকে-আসা খবরের কাগজ নিয়ে বসে চোখ বুলাতে শুরু করেছে এমন সময়ে জানালায় মৃদু টোকার শব্দ শুনতে পেল দাভিদভ। জানালাটা খুলে দিল। ঘরের ঘেরা পিঁড়ার উপরে এক পা রেখে নাগুলনভ ফিস ফিস করে বলে উঠল: “কাজ আছে, করতে হবে! বুঝলে, আমি আসছি ভিতরে। তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।”

ওর তামাটে রঙের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, একটু সন্ত্রস্ত সচকিত। জানালার গোবরাটের ওপর দিয়ে পা গলিয়ে এক লাফে বেঞ্চটার কাছ অবধি এগিয়ে এসে হাতের মুঠো দিয়ে হাঁটুর ওপর আঘাত করে ধপ করে বসে পড়ল।

“যা বলেছিলাম ব্যাপারটা তাই-ই ঘটল সেমিয়ন! একজনকে দেখতে পেয়েছি আমি। পাক্কা দুটো ঘণ্টা ওত পেতে শুয়েছিলাম বাইরে অস্ত্রোভনভের বাড়ির ওপর লক্ষ্য রেখে. অবশেষে সে এল। বেঁটে গোছের

লোকটা আড় চোখে উঁকি ঝুঁকি মারতে মারতে গুঁড়ি মেরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। নিশ্চয়ই ঐ দুটো বেজন্মার ভিতরের একটা। জায়গা মতো গিয়ে পৌঁছাতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার—তাছাড়া ভীষণ অন্ধকার। মাঠে গিয়েছিলাম কিনা। অন্য লোকটা হয়তো এর আগেই এসে গেছে। যাই হোক চলো যাই। পথে রাজমিয়োৎনভকে ডেকে নেবখন। নষ্ট করার মতো এতটুকু সময়ও আর নেই। ঘুমন্ত অবস্থায় অস্ত্রোভনভের ঘরেই ধরে ফেলব ব্যাটাদের! তাছাড়া সব কটাকে যদি না-ও পাই অন্ততঃ এটাকে তো ধরে ফেলব ঠিকই।”

বালিশের তলা হাতড়ে একটা পিস্তল টেনে বের করল দাভিদভ।

“কী ভাবে এগোব আমরা? সেটা আগে ঠিক করে নেয়া যাক, এস।”

একটা সিগারেট ধরিয়ে মৃদু হাসল নাগুলনভ।

“অতীতে এ ধরনের কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে আমার। শোনো। বেঁটেমতো লোকটা দোরের কড়া নাড়েনি। আমি যে-ভাবে এই মাত্র টোকা দিলাম সে-ও তেমনি করেই জানালায় টোকা দিয়েছিল। অস্ত্রো-ভনভের ঘরে উঠোনমুখী জানালাওয়ালা একটা কামরা আছে। আর ঐ বদমায়েশটা—হয় ওর গায়ে কোট ছিল কিংবা টুপি ছিল, অন্ধকারে সেটা ভালো করে লক্ষ্য করতে পারিনি—জানালায় টোকা দিল? আর সঙ্গে সঙ্গেই কেউ হয় ইয়াকভ লুকিচ কি তার ছেলে দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করতেই লোকটা ভিতরে ঢুকে গেল। সিঁড়ি বেয়ে যখন উঠছিল একবার ঘুরে তাকাল পিছন ফিরে। শুয়ে শুয়ে দেখলাম সব কিছু। সৎ লোকেরা কখনো অমনভাবে চলাফেরা করে না, বুঝলে সেমিয়ন, অত সতর্কও হয় না! ওকে ধরার এই হচ্ছে আমার পরিকল্পনা: তুমি আর আমি আমরা গিয়ে টোকা দেব আর আন্দ্রেই উপযুক্ত জায়গা বেছে নিয়ে জানালার বাইরে উঠোনে শুয়ে পড়ে থাকবে। কে যে দোর খুলে দেবে সে সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারছি না আমরা। প্যাসেজের ভিতর দিয়ে যেতে বৈঠকখানার দোরটা পড়বে ডান হাতি, সেটা মনে আছে আমার। যদি সেটা তালা বন্ধ থাকে তবে ভেঙে ঢুকতে হবে আমাদের। আমরা দুজনে ভিতরে ঢুকে যাব, আর জানালার বাইরে থেকে কেউ যদি গোলমাল করার কোনো চেষ্টা করে তবে আন্দ্রেই তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে।

চোখের পলক ফেলার মতো অনায়াসেই আমরা ঐ রাতের ঘুঘুটিকে পাকড়ে ফেলব। আমি সজোরে ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে যাব আর তুমি থাকবে আমার ঠিক পিছনে। আর যদি তেমন কিছু বোঝো, ভিতরের কোনো শব্দ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিনা প্রশ্নে গুলি চালাবে!"

চোখ কুঁচকে দাভিদভের মুখের দিকে তাকাল মাকার। আবারও ওর দৃঢ়লগ্ন ঠোঁট দুটি মৃদু হাসির আভায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল।

"তোমার ঐ খেলনাটার যখন অত যত্ন আত্তি করছই তখন একবার দেখে নিও ওটা ভরা আছে কিনা, ঘোড়ার ভিতরে গুলি পোরা আছে কিনা। জানালা গলেই আমরা বেরিয়ে যাব তারপর কপাট দুটো ভেজিয়ে দেবখন বাইরে থেকে!"

কোমরবন্ধটা ঠিক করে এঁটে নিল নাগুলনভ, সিগারেটের পোড়া টুকরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল তারপর ধুলো মাখা বুটের নোংরা ডগাটার দিকে তাকিয়ে আবার একটু মুচকি হাসল।

"কুত্তা-ছানার মতো সটান পড়েছিলাম উবুড় হয়ে ঐ বেজন্মাগুলোর কল্যাণে। মাটিতে মিশে পড়েছিলাম সারাটাক্ষণ ওদের অপেক্ষায়। এখন একজন তো এল। কিন্তু আমার মনে হয় দুজন কি বড় জোর তিন-জন—তার বেশি নেই ওখানে। একটা প্লাটুন তো নয়ই কোনোক্রমে!"

পিস্তলের পিছন দিকটা খুলে ফেলল দাভিদভ! তারপর একটা গুলি পুরে নিয়ে পকেটের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল।

"আজ তোমাকে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে যেন মাকার"—বলল দাভিদভ। "মাত্র মিনিট পাঁচেক আছ এখানে আর এর ভিতরেই তিন বার হেসেছ।"

"একটা খুশি হওয়ার মতো কাজ পেয়েছি আমরা, সুতরাং খুশি হওয়ার মতো কারণ ঘটেছে তাই।"

জানালা গলে বেরিয়ে এসে কপাট ভেজিয়ে দিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়াল। উষ্ণ রাত। নদীর দিক থেকে ভেসে আসছে ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত। সমস্ত গ্রামখানা ঘুমে নিঝুম। দিনের প্রশান্ত উদ্‌বেগ আকুলতা শেষ হয়ে গেছে। কোথায় যেন একটা বাছুর হাম্বা রবে ডেকে উঠল, গাঁয়ের ও প্রান্তে ডেকে চলেছে একপাল কুকুর। কাছেই কোথায় যেন একটা মোরগ সময়ের হিসেব হারিয়ে চমকে জেগে উঠে ডাকতে শুরু করে

দিয়েছে। নিঃশব্দে মাকার আর দাভিদভ হেঁটে চলেছে রাজমিয়োৎনভের বাড়ির দিকে। তর্জনী বাঁকিয়ে প্রায় শোনা যায় না এমনিভাবে জানলার কাঁচের ওপর টোকা দিল মাকার। তারপর মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করার পরে আবছা আলোয় আন্দ্রেইর মুখটা দেখতে পেয়ে ইঙ্গিতে ওকে ডেকে, রিভলভারটার দিকে ঈশারা করে দেখাল।

ঘরের ভিতর থেকে গম্ভীর সংযত কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেল দাভিদভ: "ঠিক আছে, আসছি এক্ষুনি।"

সঙ্গে সঙ্গেই রাজমিয়োৎনভ বেরিয়ে এল সিঁড়ির ওপরে। তারপর পিছনে দোরটা বন্ধ করতে করতে বিরক্তিভরা সুরে বলে উঠল: "ভেবনা, স্যুরা! বিশেষ কাজে ওরা এসেছে আমাকে সোভিয়েতে যাওয়ার জন্যে ডাকতে। খেলা করতে বা ফূর্তি করতে নয়। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল না, ঘুমোও গে, আমি শিগ্‌গিরই ফিরে আসছি।"

তিনজনে জড়ো হয়ে বসল। খুশিভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রাজমিয়োৎনভ: "তার মানে বলছ যে ওদের সন্ধান পেয়ে গেছ?"

নিচু গলায় ফিস ফিস করে সমস্ত ঘটনাটা বলল নাগুলনভ।

নীরবে ওরা ঢুকল এসে অস্ত্রোভনভের উঠোনে। প্রাচীরের মাথার উষ্ণ গড়ানো জায়গায় পিঠ রেখে স্থান নিল রাজমিয়োৎনভ। তারপর রিভলভারের নলটা সন্তর্পণে রাখল হাঁটুর উপর। অহেতুক হাতের কব্জিটাকে ক্লান্ত করে তোলা ওর ইচ্ছে নয়।

সর্ব প্রথম নাগুলনভ বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। এগিয়ে গেল দোরের কাছে। দোরের হুড়কো শব্দ করে উঠল।

ঘরের ভিতর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, নিশুব্ধ উঠোন। কিন্তু এই অশুভ নীরবতা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। প্যাসেজের ভিতর থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে অস্ত্রোভনভের উচ্চকণ্ঠ জেগে উঠল।

"এত রাত্রে কোন শয়তান এসে আবার হানা দিচ্ছে?"

"এত রাত্রে তোমার ঘুম ভাঙাবার জন্যে দুঃখিত, ইয়াকভ লুকিচ। ব্যাপারটা খুবই জরুরী। এক্ষুনি আমাদের রাষ্ট্রীয় জোতে যেতে হবে। এতটুকু দেরি করা চলবে না।" প্রত্যুত্তরে বলল নাগুলনভ।

এক উদ্‌বেগভরা নীরবতা।

অধৈর্য নাগুলনভ চিৎকার করে বলে উঠল: "এস, জলদি দোর খোল!"

"এমন রাত দুপুরের অতিথি তুমি ভাই কমরেড নাগুলনভ। এত অন্ধকার এখানটায়। আমাদের দোরের হুড়কোটা খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। এসো ভিতরে।

একটা বিরাট লোহার হুড়কো গড়িয়ে নেমে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে ভারি দোরটা পাটে পাটে খুলে গেল।

প্রচণ্ড শক্তিতে নাগুলনভ বাঁ কাঁধে দোরটার উপরে ধাক্কা দিয়ে অস্ত্রোভনভকে দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে প্যাসেজের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দাভিদভকে বলল: "যদি একটুও নড়ে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে ওকে।"

বাসগৃহের আর তাজা হপ-গাছের উষ্ণ গন্ধ ভেসে এল নাগুলনভের নাকে। কিন্তু গন্ধ বা অনুভূতি উপলব্ধির সময় নেই নাগুলনভের। ডান হাতে শক্ত করে রিভলভারটা চেপে ধরে বাঁ হাতে বৈঠকখানার দোরটা হাতড়াতে লাগল। দোরের খিলটা পলকা, এক লাথিতে দোরটা খুলে ফেলল নাগুলনভ।

"কে আছো ভিতরে? আমি গুলি চালাচ্ছি!"

ওর চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে দোরের পথে জেগে উঠল হাত বোমার বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ। আর প্রায় একই সময়ে মেশিনগান-এর গর্জনে নৈশ নিস্তব্ধতা আতঙ্কে ভরপুর করে তুলল। জেগে উঠল কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ, উঠোনে একটা গুলির আওয়াজ আর চিৎকার……।

অচেতন, হাতবোমার টুকরায় ছিন্নভিন্ন নাগুলনভ সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল। নাগুলনভের পিছন পিছন ঘরটাকে আক্রমণ করতে গিয়ে অন্ধকারে মাত্র দুবার গুলি ছুঁড়তে পেরেছিল দাভিদভ, পরক্ষণেই মেশিনগান-এর গুলিতে লুটিয়ে পড়ল।

জ্ঞান হারাতে হারাতে দাভিদভ মেঝের ওপর দুমড়ে মুচড়ে উঠছে। নিদারুণ যন্ত্রণায় মাথাটা পিছনের দিকে ঢলে ঢলে পড়ছে। বাঁ হাতে দোরের খুঁটি থেকে গুলির ঘায়ে ছিটকে পড়া একটা কাঠের টুকরা আকড়ে ধরা।

ধীরে—কতো ধীরে জীবন-প্রবাহ নিঃশেষ হয়ে আসছে দাভিদভের বুক থেকে। বুকের ওপর কোণাকুণি চার জায়গায় গুলি বিদ্ধ হয়েছে……

যতক্ষণ ওর বন্ধুবান্ধবেরা অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে অথচ যাতে আহত লোকটির গায়ে না ঝাঁকুনি লাগে প্রাণপণে তারই চেষ্টা করতে করতে ওকে বাড়িতে বয়ে নিয়ে এল ততক্ষণের ভিতরে একটি বারের জন্যেও ওর জ্ঞান ফিরে আসেনি। আর এখন এই দীর্ঘ ষোলো ঘণ্টা ধরে চলেছে মৃত্যুর সঙ্গে ওর মরণ-সংগ্রাম।

ভোর বেলা মুখে ফেনা ওঠা এক জোড়া ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে এসে পৌঁছাল জেলার শল্য চিকিৎসক। একটি যুবক—বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি ভারিক্কি গোছের। সে-ই কেবল রইল দাভিদভের ঘরে, তা-ও মিনিট দশেকের বেশি নয়। আর এই সময়টুকুর ভিতরে রান্নাঘরে অপেক্ষমান গ্রিমিয়াকি লগ-এর কমিউনিস্টরা আর দাভিদভের গুণমুগ্ধ যৌথ জোতের সভ্যেরা মাত্র একটি বারের জন্যে ঘুমন্ত মানুষের গলার ঘর্ঘর শব্দের মতো একটা চাপা গোঙানীর আওয়াজ শুনতে পেল। জামার হাতা গুটিয়ে একটা তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে সার্জন এসে ঢুকল রান্না ঘরে। মুখখানা শুকনো, কিন্তু বাহ্যতঃ একটা প্রশান্ত ভাব। নীরব প্রশ্নের জবাবে বলল: "আশা নেই। আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই আর। কিন্তু কী অদ্ভুত জীবনীশক্তি ওর। ওকে একটুও নাড়াচাড়া করবেন না। বস্তুতঃ ছোঁবেনই না মোটে। গাঁ-এ যদি একটু বরফ পাওয়া যায়…না, বরং থাক। কিন্তু সব সময়ে কেউ না কেউ যেন ওর পাশে থাকে।"

রাজমিয়োৎনভ আর মাইদানিকভ ওর পিছু পিছু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। রাজমিয়োৎনভের ঠোঁট দুটো কাঁপছে থর থর করে। রান্নাঘরের ভিতরের জমে ওঠা ভিড়ের উপরে ওর পাগলের মতো শূণ্য দৃষ্টি অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাইদানিকভের মাথাটা নুয়ে পড়েছে। দু-রগের পঙ্কিল শিরাগুলো ফুলে উঠেছে ভয়ঙ্করভাবে। কপালের উপরের দুটো গভীর রেখা লাল, যেন দুটো ক্ষতচিহ্নের মতো ফুটে রয়েছে। মাইদানিকভ ছাড়া বাকি সবাই বারান্দায় ভিড় করে বেরিয়ে এসে উঠোনময় ছড়িয়ে পড়েছে। গেটের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রাজমিয়োৎনভ। ওর মাথাটা ঝুলে পড়েছে আর প্রবল আক্ষেপে কাঁধ দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে। বুড়ো শালি বেড়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে কি এক অর্থহীন অন্ধ আক্রোশে একটা ওক-এর খুঁটো ধরে টানাটানি করতে শুরু করে দিয়েছে। অপরাধী

স্কুলের ছেলের মতো দ্যিওমকা উশাকভ গোলাবাড়ির দেয়ালের দিকে মুখ করে হাতের নখ দিয়ে বৃষ্টি-ধোয়া দেয়ালের প্লাস্টার খুঁটে চলেছে। দু-গাল বেয়ে নেমে আসা চোখের জল যে মুছে ফেলবে সে দিকে এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রত্যেকে তার নিজ নিজ ধরনে বন্ধুর বিয়োগ ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ওদের উপরে তা সবার, সবজনী।

সে-দিন রাত্রে মারা গেল দাভিদভ। মৃত্যুর আগে জ্ঞান ফিরে এল। মুহূর্তের জন্যে ওর চোখ দুটো বিছানার পাশে বসা ঠাকুর্দা শচুকারের মুখের উপরে নিবদ্ধ হয়ে রইল, পরক্ষণেই ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠল: "কাঁদছ কিসের জন্যে, বুড়ো খোকা?" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এক দলা রক্তাক্ত ফেনা বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। সেটা গিলে ফেলার প্রবল প্রচেষ্টায় বার কয়েক খিঁচুনি দিয়ে উঠে রক্তশূণ্য ফ্যাকাশে গালটা বালিশের ভিতরে ডুবিয়ে দিল! আর সেই মুহূর্তে কথাটা শেষ করল: "কোনোই দরকার নেই…"। এমনকি একটু হাসারও চেষ্টা করল।

তারপর একটা দীর্ঘ বিলম্বিত গোঙানীর সঙ্গে সঙ্গে দেহটা শক্ত হয়ে গেল। নীরব হয়ে গেল…।

……তারপর আমার পরম আদরে লালিত দাভিদভ আর নাগুলনভের বিদায় সম্বর্ধনায় ডন-এর নাইটিংগেলেরা গেয়ে উঠল গান, পেকেওঠা গম জুড়ে দিল কানাকানি, গ্রিমিয়াকির পাহাড়ী খাদের উপর থেকে নেমে আসা কোন এক নামহীন ঝর্ণাধারার পাণ্ডুরে নুড়ির বুকে বুকে মর্মরিত হতে লাগল সে কাহিনী। এতক্ষণে সব শেষ।

•

অতিবাহিত হয়ে গেছে দুটো মাস। যদিও গ্রীষ্মের তাপ সবটুকু রঙ মুছে নিয়েছে নিঃশেষ করে তবুও আজও সাদা মেঘ শরতের থলো থলো গুচ্ছে গ্রিমিয়াকি লগ-এর সুউচ্চ আকাশের বুকে ভেসে চলে। কিন্তু ঝর্ণা-ভাঙা নদীর পারের পপলার গাছগুলির পাতায় ইতিমধ্যেই লেগেছে লাল আর সোনালী রঙের ছোঁয়া। নদীর জল ক্রমেই স্বচ্ছ, ক্রমেই শীতল হয়ে উঠছে। আর গাঁ-এর স্কুলের অনতিদূরে পার্কের ভিতরে দাভিদভ আর নাগুলনভের দেহ যেখানে সমাহিত করা হয়েছে, সেখানে শরতের ক্ষীণ রৌদ্রালোকে লালিত হয়ে এক ধূসর শস্যের সবুজ অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে।

এমন কি এছাড়াও সেখানে একটা নাম না জানা স্তেপের ফুল বেড়ার কাঠির আশ্রয়ে বেয়ে উঠে অসময় সত্ত্বেও তার ক্ষীণ জীবনের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা করে চলেছে। সমাধির অনতিদূরে আগস্টের বৃষ্টিধারার পরে তিনটি সূর্যমুখীর চারা গজিয়ে উঠে ওদের স্বাভাবিক উচ্চতার অর্ধেকে এসে পৌঁছাতে পেরেছে। যখন পার্কের ভিতরে মাটির বুক ছুঁয়ে বাতাস বয়ে চলে ওরা ধীরে ধীরে দুলতে থাকে।

এই দু-মাসে অনেক জল বয়ে গেছে গ্রিমিয়াকির নদীর বুক বেয়ে। অনেক কিছুই বদলে গেছে গাঁ-এর। দু দুজন বন্ধুকে সমাধিস্থ করার পরে ঠাকুর্দা শচুকার যেন আরো বেশি বুড়ো হয়ে পড়েছে। আর এমন বদলে গেছে যেন চেনাই ভার! ক্রমেই ঘরকুণো হয়ে পড়ছে, মুখে কথা নেই. আগের তুলনায় অনেক বেশি চোখের জল ফেলছে। ওদের সমাধিস্থ করার পরে বাড়ি গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল আর চার দিন একই ভাবে পড়ে রইল। একটিবারের জন্যেও ওঠেনি বিছানা ছেড়ে। যখন উঠল. নিদারুণ আতঙ্কে ওর স্ত্রী লক্ষ্য করল যে ওর মুখটা ঈষৎ বেঁকে গেছে আর মনে হল যেন মুখের সমগ্র বাঁদিকটা কেমন যেন বিকৃত হয়ে পড়েছে।

"কী হয়েছে তোমার?" নিদারুণ আতঙ্কে হাত ছুঁড়ে জিজ্ঞেস করল বৃদ্ধা।

একটু রুদ্ধবাক, কিন্তু প্রশান্ত ঠাকুর্দা শচুকার বাঁ গাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে আসা লালা মুছে ফেলে প্রত্যুত্তরে বলল: "তেমন কিছু না। যেসব জোয়ান ছেলেরা মারা গেল তাদের দিকে তাকিয়ে দেখ তো একবার. আমার গিয়ে এখন বিশ্রাম নেয়ার সময় হয়ে গেছে। বুঝলে কথাটা?"

কিন্তু টেবিলের দিকে এগোতে গিয়ে দেখা গেল ও বাঁ পাটা টেনে টেনে চলেছে। আর সিগারেট পাকাতে বাঁ হাতটা তুলতে গিয়ে দেখল যে অনেক চেষ্টা করেই তুলতে হচ্ছে ওটা।

"মনে হচ্ছে যেন অভিশপ্ত বাতব্যাধিতে ধরেছে আমাকে! দু-দিন আগেও যা ছিলাম সে মানুষ আর নেই আমি।" অসাড় বাঁ হাতটা পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে মন্তব্য করল বৃদ্ধ।

অবশ্য হপ্তা খানেকের ভিতরেই খানিকটা জোর ফিরে পেল শচুকার। চলনটা খানিকটা দৃঢ় হয়েছে। তাছাড়া তেমন কষ্ট না করেই বাঁ হাতটা নাড়াচাড়া করতে পারছে। কিন্তু গাড়ি চালাবার কাজ সরাসরি প্রত্যাখ্যান

করে বসল। ব্যবস্থাপনার অফিসে গিয়ে নতুন চেয়ারম্যান কন্দ্রাৎ মাইদানিকভের কাছে ওর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল।

"আমার গাড়ি চালাবার দিন শেষ হয়ে গেছে, কন্দ্রাৎ, বাপ আমার, ঘোড়াগুলোকে সামলানো আর আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।"

"রাজমিয়োৎনভ আর আমি তোমার সম্পর্কে ভাবছি ঠাকুর্দা!" জবাবে বলল মাইদানিকভ। ধরো তুমি যদি গাঁ-এর মালখানার রাত চৌকিদারের কাজ নাও তো কেমন হয়? আমরা তোমাকে একটা গরম কেবিন, আর তার ভিতরে উনুন আর একটা কৌচ তৈরী করিয়ে দেব তোমার জন্যে? তাছাড়া শীতকালে একটা কোট, একটা ভাড়ার চামড়া আর পশমী বুট দেব একজোড়া—এতে চলবে না তোমার? মাইনে পাবে আর কাজটাও সহজ তাছাড়া যেটা বড়ো কথা সেটা হচ্ছে এই যে তোমার করার মতো একটা কাজ পাচ্ছ। এ হলে কেমন হয়?"

"প্রভু আশীর্বাদ করুন তোমাকে, এ কাজ পারব আমি। বুড়োটাকে যে ভুলে যাওনি তার জন্যে ধন্যবাদ তোমাকে কন্দ্রাত। আজকাল ঘুম আর আমার চোখে নেই। ছেলে দুটোর জন্যে মনটা খাঁ খাঁ করে আমার। কন্দ্রাৎ বুড়োখোকা আর তাই চোখে ঘুম আসে না আমার...ওরা পাশে থাকলে হয়ত আর দুটো একটা বছর বেঁচে থাকতে পারতাম। কিন্তু ওদের হারিয়ে দুনিয়ায় বেঁচে থাকাটা অসহ্য হয়ে উঠেছে," জীর্ণ টুপির ডগা দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ব্যথাভরা করুণ সুরে বলল ঠাকুর্দা শ্চুকার।

সেই রাত থেকেই রাতের পাহারাদারের কাজ শুরু করল শ্চুকার।

ওর দুটি বন্ধুর সমাধি বেশি দূরে নয়। গাঁ-এর মালখানার ঠিক উল্টো দিকে। পরের দিন একটা কুড়ুল আর একখানা করাত নিয়ে এল শ্চুকার। তারপর ওদের সমাধির চার পাশের নিচু করে ঘেরা বেড়ার কাছে একটা বেঞ্চ বানিয়ে নিল। রাত্রে সেখানে গিয়েই ও বসে থাকে।

"আমার স্নেহের ধনদের যতটা কাছে সম্ভব ততটা কাছে থাকছি" ও বলল রাজমিয়োৎনভকে। আমি কাছে কাছে থাকলে ওরা আনন্দে থাকবে আর ওদের পাশে থাকলে আমিও কিছুটা শান্তি পাব। কোনো কালে আমার ছেলেপুলে হয়নি, আন্দ্রেই বাপ আমার, কিন্তু এখন আমার মনে হয় যেন আমি একসঙ্গে আমার দুটো ছেলেকেই হারিয়েছি। রাত-দিন আমার বুকটা খাঁ খাঁ করে, একটুও শান্তি পাই না"

পার্টি গ্রুপের নতুন সম্পাদক রাজমিয়োৎনভ মাইদানিকভের কাছে ওর আশঙ্কা প্রকাশ করে বলে :

"লক্ষ্য করেছ কমরেড, ইদানিং কী ভীষণভাবে বদলে গেছে আমাদের ঠাকুর্দা শচুকার? ছেলে ছুটোর শোকে ও দিনে দিনে শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠছে। ওতে ও আর নেই মোটেই। দেখে মনে হয় বুড়ো শিগ্‌গিরই যাবে। মাথাটা কাঁপছে, হাত ছুটো একেবারে কালো হয়ে গেছে। ওকে হারানো সত্যিই খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে, ঠিকই তাই! বুড়ো মানুষটাকে নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরা। ও না থাকলে গাঁ-টা শূণ্য হয়ে যাবে।"

দিন ছোট হয়ে আসে, বাতাস পরিষ্কার। এখন আর সমাধিক্ষেত্রে বাতাস বয়ে নিয়ে আসে না তিক্ত সোমরাজের কটু গন্ধ, আনে গাঁয়ের সীমানার বাইরের মাড়াইয়ের বেদি থেকে তাজা খড়ের সুগন্ধ।

মাড়াইয়ের কাজ চলা কালে ভারি আনন্দে ছিল ঠাকুর্দা শচুকার। অনেক রাত পর্যন্ত শোনা যেত তুষ-ঝাড়া যন্ত্রের ঝন ঝন মাটির বুকে পাথুরে রোলার চলার অস্পষ্ট গুড় গুড় ধ্বনি তাছাড়া মানুষের হাঁকডাক, ঘোড়ার হ্রেষারব। কিন্তু এখন সে-সব শেষ হয়ে গেছে। রাত হয়ে উঠেছে আরো দীর্ঘ, আরো বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন। অন্য ধরনের কণ্ঠস্বর আসে ভেসে : নিকষ অন্ধকারে সারসের বিলাপ, হাঁসের করুণ চিৎকার আর সাড়া দেয়া, হাঁসীগুলোর সংযত প্যাঁক প্যাঁক ডাক আর পাতি হাঁসের পাখার বনবন শব্দ।

"পাখিগুলো গরম দেশে উড়ে যাচ্ছে" বহু উঁচুতে ইঙ্গিতময় ডাক শুনতে শুনতে আপন মনে বিড়বিড় করে ওঠে ঠাকুর্দা।

একদিন সন্ধ্যেয় কালো ওড়নায় মাথা-মুখ ঢেকে একটি স্ত্রীলোক নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ঠাকুর্দা শচুকারের সামনে এগিয়ে এসে নীরবে দাঁড়াল।

"কে তুমি?" কে সেটা দেখার বৃথা চেষ্টা করতে করতে জিজ্ঞেস করল ঠাকুর্দা শচুকার।

"আমি ঠাকুর্দা,—ভার‍্যা।"

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেঞ্চটার উপর থেকে উঠে দাঁড়াল বৃদ্ধ।

"তা হলে এসেছ তুমি, ছোট্ট সোয়ালো পাখিটি আমার? আর আমি কিনা ভেবেছিলাম যে তুমি আমাদের সবাইকে ভুলে গেছ…আহ্‌ ভার‍্যা, কি করে ও এমন অনাথ করে গেল আমাদের! যাও লক্ষ্মীটি, গেটের ভিতর দিয়ে ভিতরে ঢুকে যাও। ঐ যে ঐটা ওর কবর। খানিকক্ষণ থাকো

গিয়ে ওর কাছে। আমি একবার মালখানাটা ঘুরে দেখে আসি আর তালাগুলো পরীক্ষা করে নি। অনেক কাজ করতে হয় আমাকে, অঢেল কাজ করতে হচ্ছে এই বুড়ো বয়সেও, বুঝলে সোনা আমার।"

দ্রুত পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ময়দান পেরিয়ে চলে গেল বৃদ্ধ তারপর ঘন্টাখানেকের মধ্যে আর ফিরে এল না। দাভিদভের সমাধির মাথার দিকে হাঁটু গেড়ে বসে ভার্য়া। ঠাকুর্দার চতুর কাশির শব্দ শুনতে পেয়েই উঠে গেটের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠতেই ও বেড়াটা আঁকড়ে ধরল। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধও নীরব। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে উঠল ভার্য়া: "ওর সঙ্গে একা আমাকে থাকতে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ ঠাকুর্দা।"

"ও কিছু না। তোমার এখন চলবে কেমন করে বলতো লক্ষ্মীটি?"

"আমি সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি চিরদিনের মতো। আজ সকালেই এসে পৌঁছেছি, কিন্তু এখানে আসতে সন্ধ্যের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম—পাছে কেউ দেখে ফেলে।"

"কিন্তু তোমার পড়াশুনার কি হবে?"

"ছেড়ে দিয়ে এসেছি। আমাকে নইলে তো সংসার চলবে না।"

"আমাদের সেমিয়নের সেটা আদৌ মনঃপুত হত না বলেই আমার বিশ্বাস।"

"কিন্তু কী করতে পারি আমি বল তো ঠাকুর্দা?" ভার্য়ার গলাটা কেঁপে উঠল।

"সে পরামর্শ দেয়া তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, লক্ষ্মীটি, তুমি নিজেই ভেবে ঠিক করো। কিন্তু ওর উপর কোনো অবিচার করো না, ও তোমাকে সত্যিই ভালোবাসত, কথাটা যথার্থ।"

মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল ভার্য়া। তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতেই ময়দান পেরিয়ে চলে গেল।.. এমন কি বৃদ্ধের কাছে বিদায় সম্ভাষণটুকুও জানাতে পারল না।

ভোর হওয়া পর্যন্ত সারসের বিলাপময় করুণ কণ্ঠ আকাশের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারময় বুকে গুমরে ফিরতে লাগল। আর ভোর হওয়া পর্যন্ত ঠাকুর্দা শচুকার নিদ্রাহীন চোখে তেমনি কুঁজো হয়ে বেঞ্চটার উপরে বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে, ক্রুশ করতে করতে চোখের জল ফেলে চলল।

ক্রমে ক্রমে দিনের পর দিন প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র জালের জট আর দন-এর তীরে যে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি পাকিয়ে উঠছিল তার জট খুলে যেতে লাগল।

দাভিদভের মৃত্যুর তিন দিন পরে রোস্তোভ থেকে আঞ্চলিক জি, পি, ইউ-র লোক এসে উপস্থিত হল গ্রেমিয়াকি লগ-এ। আর রাজমিয়োৎনভ যাকে গুলি করে মেরেছিল অস্ত্রোভনভের উঠোনে, বহুদিনের খুঁজে ফেরা ফেরারী অপরাধী বলে তারা ওকে সনাক্ত করল। লোকটা লাতিয়েভস্কি, ভূতপূর্ব স্বেচ্ছাবাহিনীর পতাকা-বাহী। তিন হপ্তা পরে তাসকেন্ত-এর অনতিদূরের এক রাষ্ট্রীয় জোতে সাদা পোশাকের একটি বিনয়ী ভদ্রলোক কালাশনিকভ নামে একটি প্রবীণ লোকের সঙ্গে দেখা করতে এল। মাত্র অল্প কিছুদিন হল প্রবীণ লোকটি জোতের হিসেব-রক্ষকের কাজে যোগ-দিয়েছে। আগন্তুক ওর ডেস্কের উপর ঝুঁকে চুপি চুপি বলল: "খুব বহাল তবিয়তেই রয়েছেন এখানে ক্যাপটেন পোলোভৎসেভ...স্থিরভাবে দাঁড়ান! খানিকক্ষণের জন্যে একটু বাইরে আসুন। আমি আসছি আপনার পিছনে!"

সাদা পোশাকে আর একটি লোক, রগের কাছের চুলে পাক ধরেছে, বারান্দায় অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। সে কিন্তু তার তরুণ কমরেড-টির মতো তেমন সংযত বা নির্ভেজাল বিনয়ী লোক নয়, পোলোভৎসেভকে দেখতে পেয়েই চোখ পিট পিট করতে করতে এগিয়ে গেল। নিদারুণ ঘৃণায় মুখটা কালো হয়ে উঠেছে।

"ওরে নোংরা শুয়োরের বাচ্চা! গুঁড়ি মেরে অনেক দূর এগিয়ে এসেছিস। ভেবেছিস গর্তে লুকিয়ে থেকে পার পেয়ে যাবি তাই না? একটু দাঁড়া, রোস্তভে গিয়ে একটু আলাপ পরিচয় করবখন ভালো করে। কেঁচোর মতো কুঁকড়ে কুঁকড়ে মরতে হবে তোকে।"

"কী ভয়ঙ্কর! কী দারুণ ভয়ই না পাইয়ে দিচ্ছ আমাকে! ভয়ে কলা পাতার মতো কেঁপেই সারা হচ্ছি!" সিঁড়ির উপরে থমকে দাঁড়িয়ে একটা সস্তা দামের সিগারেট ধরিয়ে বিদ্রূপের সুরে জবাব দিল পোলোভৎসেভ।

হাসি হাসি অথচ ঘৃণাভরা চোখে জি, পি, ইউ-র লোকটির দিকে তাকাল।

সেইখানে দাঁড়িয়েই ওর দেহ তল্লাসী করা হল। একান্ত বাধ্যতার

সঙ্গে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে ও বলল : "শোনো, মিথ্যে সময় নষ্ট করো না তোমাদের ! আমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই।—কেন অস্ত্র বয়ে নিয়ে বেড়াতে যাব ? আমার পিস্তলটা রয়েছে আমার আস্তানায়, একটা নিরাপদ জায়গায়। চলো যাই !"

বাড়ির দিকে যেতে যেতে পাকাচুলওয়ালা নিরাপত্তা বিভাগের লোকটিকে উদ্দেশ করে শান্ত যুক্তিপূর্ণভাবে বলতে লাগল : "আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ কিসের আশায়, বেকুব ? নির্যাতন ? ওতে কোনো ফল হবে না। যে-কোনো পরিস্থিতির জন্যে আমি প্রস্তুত, যে-কোনো নির্যাতন সহ্য করতে পারি আমি। কিন্তু নির্যাতন করার দরকার হবে না, কারণ আমি যা কিছু জানি এতটুকুও না লুকিয়ে এতটুকুও প্রতারণা না করে সব কিছুই বলব আমি তোমাদের অফিসার হিসেবে কথা দিচ্ছি আমি তোমাদের। দুবার করে তো তোমরা আর আমাকে হত্যা করতে পারবে না, তাছাড়া দীর্ঘদিন থেকেই আমি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। আমরা হেরে গেছি, তাই বেঁচে থাকার আর কোনোই মানে নেই আমার কাছে। না, বাজে বাড়তি কথা বলতে চেষ্টা করছি না আমি—ও ধরনের অমিতব্যয়ী হতে শিখিনি আমি। এটা আমাদের সবার পক্ষেই তিক্ত সত্য। সম্মানের দাবি হচ্ছে যে পরাজিত সে ঋণ শোধ করবে। জীবনের দামে ঋণ শোধ করতে আমি প্রস্তুত। তাতে এতটুকুও ভয় নেই আমার।"

তোর ঐ লম্বা চওড়া বচন থামিয়ে মুখ বুজে চুপ করে থাক !—যাকে উদ্দেশ করে পোলোভৎসেভ তার ঐ লম্বা বক্তৃতা ঝাড়ছিল, প্রত্যুত্তরে সে বলে উঠল।

ওর বাসস্থান তল্লাসী করে একটা মশার পিস্তল ছাড়া অভিযুক্ত করার মতো আর কোনো কিছুই পাওয়া গেল না। ওর সস্তা দামের প্লাইউডের স্যুটকেশে একটি দলিল দস্তাবেজেরও সন্ধান মিলল না। কিন্তু ওর ডেস্কের উপরে পাওয়া গেল, পরিষ্কার ঝগ্‌ঝগে এক গাদা বই—লেনিনের পঁচিশখণ্ডে প্রকাশিত যাবতীয় লেখার সংকলন।

"এই বইগুলো কি তোমার ?"

"হ্যাঁ"।

"এগুলো রেখেছ কিসের জন্যে ?"

একটু উদ্ধতভাবেই হেসে উঠল পোলোভৎসেভ।

"শত্রুকে পরাস্ত করতে হলে তার অস্ত্র সম্পর্কে জানা থাকা দরকার"।

কথা রেখেছিল পোলোভৎসেভ। জেরার সময়ে কর্নেল নিকোলস্কি ওরফে সিদোয়, ক্যাপটেন কাজানৎসেভ, আর ভেবে ভেবে গ্রিমিয়াকি-লগ আর আসপাশ গাঁয়ের ওর সংগঠনের সমস্ত সভ্যের নাম প্রকাশ করে দিল। বাকি সবাইকে বিশ্বাসভঙ্গ করে ধরিয়ে দিল নিকোলস্কি।

আজভ-কৃষ্ণসাগরের অঞ্চলে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। অস্ত্রো-ভনভ আর তার ছেলে শুদ্ধ ছ-শোরও বেশি ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী সাধারণ কশাক সভ্যের বিভিন্ন মেয়াদের সাজা হয়ে গেল। শুধু যারা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মারা হল গুলি করে। পোলোভৎসেভ, নিকোলস্কি, কাজানৎসেভ স্তালিনগ্রাদ অঞ্চলের লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাভ্ভাতিয়েভ ও তার দুজন সহকারী আর মিথ্যা পরিচয়ে মস্কোয় অবস্থানকারী ন-জন শ্বেতরক্ষী অফিসার ও সেনাপতির প্রতি দেয়া হল মৃত্যুদণ্ড। মস্কো ও মস্কোর আসপাশ থেকে যে নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হল তাদের ভিতরে ছিল একজন কশাক লেফটেন্যান্ট-জেনারেল —দেনিকিন বাহিনীর ভিতরে এক সময়ে সে খুব অপরিচিত ছিল না। ষড়যন্ত্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণভার ছিল ওরই হাতে আর বিদেশে প্রবাসী সামরিক সংগঠনের সঙ্গে রাখত নিয়মিত যোগাযোগ। কেন্দ্রীয় সংগঠনের শুধু চারটি লোক গ্রেপ্তার এড়িয়ে বিভিন্ন পথে সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

এমনিভাবেই দক্ষিণ রুশিয়ায় সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবের বিদ্রোহ সংগঠনের মরিয়া হয়ে ওঠা প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক অকাল মৃত্যু ঘটল।

ভার্য়া খারলামোভার গাঁ-এ ফিরে আসার কিছুদিন পরে রাজমিয়োৎনভ একবার ঘুরে এল শাখতি থেকে। মাইদানিকভ পাঠিয়েছিল ওকে জোতের জন্যে একটা ট্রাকটর-ইঞ্জিন কেনার জন্যে। সে-দিন রাত করে মাইদানিকভ, রাজমিয়োৎনভ আর গাঁ-এ গড়ে তোলা গ্রাম-কমসোমলের সম্পাদক আইভান নাইস্থিয়োনভ ব্যবস্থাপনা অফিসে এক সভায় মিলিত হল। ওর সফরের আর ট্রাকটর-ইঞ্জিন কেনা সংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে রাজমিয়োৎনভ জিজ্ঞেস করল: "ওখানে গিয়ে শুনলাম যে ভার্য়া খারলামোভা

গাঁ-এ ফিরে এসেছে। ওরা বলল যে সে তার ট্রেনিং বাতিল করে দিয়েছে এবং তুবৎসভের কাছে অনুরোধ করেছে ওকে তার টিমে নিয়ে নেবার জন্যে। কথাটা কি সত্যি ?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল মাইদানিকভ। "হাঁ, সত্যি। ওর মা আর বাচ্চাগুলোর বেঁচে থাকার জন্যে কিছু তো মুখে তোলা দরকার, তাই না ? তাই ও স্কুল ছেড়ে দিয়ে এসেছে। তাছাড়া মেয়েটা খুবই কাজের।"

কথাটা আগেই ভেবে রেখেছিল রাজমিয়োৎনভ, কিন্তু এখন ও পূর্ণ সমর্থন পাবে এই প্রত্যয় নিয়েই বলে উঠল :

"ও আমাদের সেমিয়নকে বিয়ে করবে স্থির করেছিল। ও গিয়ে পড়াশুনা শেষ করে আসবে—সেমিয়নের তাই ছিল ইচ্ছে। সুতরাং এদিকটা দেখতে হবে আমাদের ! ওকে কাল এখানে ডাকো। ওর সঙ্গে আলোচনা করে আবার ওকে আমরা স্কুলে পাঠিয়ে দেব। আর ওর পরিবারের ভার বহন করা হবে যৌথ জোতের তরফ থেকে। আমাদের মৃত সেমিয়ন যখন আর আমাদের মধ্যে নেই, এস আমরা নিজেরাই তার পরিবারের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করি। বোধহয় কারোর আপত্তি নেই, আছে কি ?"

নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল মাইদানিকভ কিন্তু প্রবল আবেগে নাইস্তিয়োনভ রাজমিয়োৎনভের হাতটা চেপে ধরে সোৎসাহে বলে উঠল : "মঙ্গল হোক তোমার, আন্দ্রেই খুড়ো !"

হঠাৎ কি যেন একটা কথা মনে পড়ে গেল রাজমিয়োৎনভের।

"ভালো কথা, ছেলেরা, একটা কথা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। জানো শাখ্‌তির পথে কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার ? আন্দাজ করো দেখি ? লুশকা নাগুলনোভা ! মোটা টাকপড়া মতো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিরাট মোটাসোটা এক মহিলা...ওর মুখের দিকে তাকালাম কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না ও-ই কিনা। মুখখানা কী সুন্দরই না ছিল আর চোখ দুটো ছিল একটু টেরা, টানা টানা ! কিন্তু এখন তিন হাতেও বেড় পাবে না ওকে। কিন্তু ওর চলন দেখে ঠিকই ধরে ফেললাম যে ও ছাড়া আর কেউ নয়। তাই এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন আছ লুশকা, তুমিই তো ?" বললাম আমি। ও পিছনের দিকে সরে এল : 'আপনাকে তো আমি চিনি না নাগরিক'। আমি হেসে উঠে বললাম ওকে : 'বড্ড

অল্প দিনেই তুমি তোমার নিজের লোকদের ভুলে গেছ দেখছি। তুমি কি লুশকা নাগুলনোভা নও?' শুনে একটু অপরূপ ভঙ্গিতে ঠোঁট ওল্‌টালো লুশকা, শহরের লোকেরা যেমন ভঙ্গি করে থাকে তারপর বলল : 'এককালে আমি নাগুলনোভা ছিলাম, ছিলাম লুশকা-ও, কিন্তু এখন আমি ল্যিউকেরিয়া নিকিতিচনা সভিরিদোভা। আর ইনি হলেন আমার স্বামী খনি-ইঞ্জিনিয়ার স্‌ভিরিদভ।' সুতরাং খনি ইঞ্জিনিয়ারটির সঙ্গে করমর্দন করলাম আমি। কিন্তু লোকটা এমন নোংরা চোখে তাকাল আমার দিকে যেন বলতে চায় যে এই পথের মাঝখানে আমার বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করার মানেটা কী তোমার। পরক্ষণেই ওরা ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল। দুজনই বেজায় মোটা আর নিজেদের নিয়েই আনন্দে মশগুল। আর আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, এই মেয়েমানুষগুলো—কঠিন জীব ওরা। সারাটা জীবন মাকার যে ওদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গেছে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই! এই মাত্র দু-দুটো লোককে কবরে পাঠিয়ে দিয়েছে এখন আবার তৃতীয় একটিকে বড়শিতে গেঁথে ফেলেছে! কিন্তু ওর পক্ষে গেঁথে ফেলাটা তেমন আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু যেটা অবাক করেছে আমাকে সেটা হচ্ছে এই, কেমন করে ও এমন করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলল নিজেকে! হাঁ, পথের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম আমি কথাটা। মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। আগেকার লুশকার কথা ভেবে দুঃখিত না হয়ে পারিনি। ছিল তরুণী, সুন্দরী ছিল ঠিক যেন একটি আগুনের শিখা। ওকে যে-ভাবে চিনতাম জানতাম, সে-সব যেন একটা স্বপ্ন, যেন কোনো দিনও এক গাঁ-এ বাস করিনি আমি ওর সঙ্গে...” একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল রাজমিয়োৎনভ : “তা হলেই দেখ, জীবন এমনিভাবেই বাঁক নেয়। আর এক এক সময়ে এমনভাবে বাঁক নেয় যে শত চেষ্টা করলেও তা ভেবে উঠতে পারবে না। ভালো কথা এবার ওঠা যাক, কি বল?”

ওরা বেরিয়ে এসে সিঁড়ির উপরে দাঁড়াল। দূরে দন-এর পরপারে ভারি ঝড়ো মেঘ ঘন হয়ে আসছে। বিদ্যুৎ চাবুক হানছে আকাশের বুকে। দূরে, বহু দূর থেকে ভেসে আসছে ক্ষীণ শব্দে মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি।

“এ বছর দেরিতে মেঘের ডাক শুরু হওয়ায় কী ভালোই না হল,” বলল মাইদানিকভ। “একটু দাঁড়িয়ে তারিফ করা যাক, এসো?”

“তুমি তারিফ করো, আমি চললাম।”

কমরেডদের শুভরাত্রি জানিয়ে হালকা পায়ে স্তেপের ঢালু বেয়ে ছুটে চলল রাজমিয়োৎনভ। হাঁটতে হাঁটতে গাঁ ছাড়িয়ে চলে এসে মুহূর্তের জন্যে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারপর ধীর মন্থর পায়ে এগিয়ে চলল গাঁ-এর সমাধিক্ষেত্রের দিকে। কাঠের ক্রুশ আর ভাঙা দেয়ালওয়ালা আবছা সমাধিগুলোর পাশ দিয়ে ঘোরা পথে এসে ওর বাঞ্ছিত স্থানটিতে দাঁড়াল। তারপর টুপি খুলে হাত দিয়ে সামনের সাদা চুলগুলির ওপর হাত বুলাতে বুলাতে চোখ নামিয়ে ডেবে যাওয়া কবরের ঢিবিটার দিকে তাকিয়ে শান্ত অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল: "তোমার শেষ বিশ্রামের স্থানটির তেমন যত্ন নিই না আমি, ইভদোকিয়া"... তারপর নিচু হয়ে এক ঢেলা শুকনো মাটি তুলে নিয়ে হাতের ভিতরে চটকে গুঁড়ো করতে করতে ভাঙা ভাঙা ধরা গলায় বলল: "কিন্তু তবুও আমি তোমাকে ভালোবাসি! আমার কাছে তুমিই একমাত্র, যাকে কোনো দিনও আমি ভুলে যাব না...। বড়ো একটা সময় পাই না, দেখছই তো...। ঘন ঘন মিলতে পারি না আমরা। যা কিছু অন্যায় অবিচার করেছি তোমার ওপর, এমন কি মৃত্যুর পরেও যা কিছু তোমাকে বেদনা দেয় তার জন্যে ক্ষমা করো।"

খালি মাথায় বহুক্ষণ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রাজমিয়োৎনভ যেন কান পেতে শুনছে ওর প্রত্যুত্তর। নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বুড়োদের মতো কাঁধ দুটো পড়েছে নুয়ে। উষ্ণ বাতাস ওর মুখে ঝাপটা দিয়ে বয়ে চলেছে আর শুরু হয়েছে তপ্ত বর্ষণ। দন-এর দূর পরপারে শ্বেত আভা বিকিরণ করে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে। এতক্ষণে ওর কঠোর নিরানন্দ চোখ দুটো আর ওর একান্ত প্রিয় কবরটির ধ্বসে পড়া কিনারার উপরে নিবদ্ধ হয়ে নেই। দূরে বহু দূরে যেখানে দিকবলয়ের অদৃশ্য প্রান্ত রেখার ওপারে আধখানা আকাশ রক্তিম অগ্নিশিখায় জ্বলে উঠেছে, আর ঘুমন্ত প্রকৃতিকে নবজীবনে জাগ্রত করে বছরের শেষ ঝড় প্রখর গ্রীষ্মের দিনের মতো রাজসিক ক্রোধে ফেটে পড়ছে সেই দিকে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

-সমাপ্ত-